বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, এম-এ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যা

ও

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার,

এম-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন,

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক

প্রকাশক
শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি-এল্,
৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নূতন সংস্করণ
দোলপূর্ণিমা (১৩৫৯)

মূল্য ২৫৲ টাকা।

শ্রীসুধীর কুমার দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক
কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

মহামতি গ্রিয়ার্সন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে

Indian Antiquaryর

চতুর্দ্দশ খণ্ডে

যাঁহার

'বিদ্যাপতি-পদাবলী'র ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া

Vidyapati and His Contemporaries'

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,

যিনি

'বিদ্যাপতি-পদাবলী'রূপ ভাগীরথী ধারার ভগীরথস্বরূপ নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

মহাশয়কে [illegible] প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া

বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছিলেন

ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নিজে সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা

'বিদ্যাপতি পদাবলী'র প্রকাশ করান

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি

সেই

পুণ্যশ্লোক সারদাচরণ মিত্র

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল।

সূচীপত্র

সঙ্কেত-নির্দ্দেশ

অ— অমূল্য বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলী।

গ্রি. বা গ্রিয়ার্সন— An Introduction of the Maithily Language of North Bihar, containing a grammar, chrestomathy and Vocabulary (1881)

ন গু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

ন গু তাল- ঐ সংস্করণের তরৌণির তালপত্রের পুঁথি হইতে গৃহীত পদ।

প ত পদকল্পতরু, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

প স পদামৃত সমুদ্র, পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথির পৃষ্ঠা সংখ্যা।

বেণী — রামবৃক্ষ বেনীপুরী সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর সংস্করণ

মি গী সং মিথিলা গীত সংগ্রহ।

রাগত রাগতরঙ্গিণী, দ্বারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

রামভদ্র রামভদ্রপুরে প্রাপ্ত পুঁথির পদসংখ্যা।

সা মি সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর সংস্করণ।

ক্ষণদা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ক্ষণদা গীত চিন্তামণি বৃন্দাবন সংস্করণ।

J A S B Journal of the Asiatic Society of Bengal

J B O R S – Journal of the Bihar and Orissa Research Society

I A — Indian Antiquary

দ্রষ্টব্য ঃ— আকর গ্রন্থে যে পদ যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে ঠিক সেইভাবেই ছাপা হইল। ছন্দ ও বানান সংশোধনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

মুখবন্ধ

(নূতন সংস্করণ)

বিদ্যাপতির পদাবলীর একটু ইতিহাস আছে। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র ১৮৭১ সালে এম এ পাস করিয়া যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন, তখন হইতে তাঁহার বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সূত্রপাত হয়। ইহার কিছু পরে সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত মিলিত হইয়া তিনি 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' মাসে মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। অক্ষয়চন্দ্র চণ্ডীদাসের এবং সারদাচরণ বিদ্যাপতির ভার লয়েন। বিদ্যাপতির পদাবলী অতঃপর 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে' প্রকাশিত হইতে থাকে এবং পরে একত্রীকৃত হইয়া ১২৮৫ সালে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পরে সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে, অর্থব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে উহা ১৩১৬ সালে পণ্ডিতপ্রবর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে ঐ সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে ১৩৪১ সালে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের উপর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি ঐ পদগুলি সাজাইয়া এবং কতকগুলি নূতন পদ সংযোজিত করিয়া ঐ সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ৺সারদাচরণ মিত্রের সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র, প্রথম খণ্ড রূপে এই পদগুলি প্রকাশ করেন। উহার সাত বৎসর পরে বন্ধুবর অমূল্যচরণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শরৎবাবু ঐ সংস্করণ সম্পূর্ণ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করেন, আমি ৩১০ সংখ্যক পদ হইতে সমস্ত অবশিষ্ট পদের ব্যাখ্যা করিয়া একটি শব্দসূচীসহ উহা সম্পাদন করি। এই সম্পাদনায় আমার বন্ধু ও ভূতপূর্ব ছাত্র মৈথিলভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যানন্দ ঠাকুর এম্‌-এ, বি এল, সাহিত্যবিনোদ মহাশয় আমার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্যানন্দ ঠাকুর আজ ইহলোকে নাই; তিনি যে অকুণ্ঠভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন আজ তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি নবীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রস্তুত করিবার চিন্তা মনে উদিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণের পদগুলি সম্বন্ধে আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল অমূল্য বাবুর উপর এবং অমূল্য বাবু বেশীর ভাগ নির্ভর করিয়াছিলেন নগেন বাবুর উপর। কাজেই বিদ্যাপতির পদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একখানি কাব্য সম্পাদনে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই আমি করিতে পারি নাই। অর্থাৎ মূলের সহিত পাঠ মিলাইয়া, ভাষার বিশুদ্ধি স্থাপন করিয়া এবং অন্য আকর গ্রন্থ হইতে পদ আহরণ পূর্বক ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার কোনও সুযোগ আমার ছিল না।

এই সময়ে আমার বন্ধু শ্রীমান্ বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, (ইতিহাস ও অর্থনীতি), পি-এইচ্-ডি, আরা, এইচ্ ডি, জৈন কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া যান। বিমানবিহারী বিদ্যাপতির কাব্যের অনুরাগী ; তিনি বহুদিন Journal of the Behar Research Society, Patna University Journal, নাগরী প্রচারিণীপত্রিকা প্রভৃতিতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছিলেন। মৈথিলী ভাষার অনুশীলনে তাঁহার অমূল্য সুযোগ ঘটিবে, ইহা আমি নিশ্চিত জানিতাম। শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের নিকট আমি প্রস্তাব করিলাম যে তৃতীয় সংস্করণ প্রণয়ণে বিমানবিহারীর সহকারিতা একান্ত আবশ্যক ; ঐ প্রস্তাবে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং বিমানবিহারী আমাদের আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করিলেন। শ্রীমান্ বিমানবিহারী শুধু ভাষাবিদ্ নহেন, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি প্রামাণিক পণ্ডিত্যের জন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি সম্প্রতি দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সম্পাদনা সম্পর্কে যাহা তাঁহার সর্বাপেক্ষা যোগ্যতা বলিয়া আমি মনে করি, তাহা হইতেছে তাঁহার বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কাব্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ। আমার আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক, মদীয় কীর্তনগুরু,স্বর্গীয় অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজি মহোদয়ের দৌহিত্র।

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীমান বিমানবিহারী বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহে, পাঠোদ্ধারে, অর্থ-নির্ধারণে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রাচীন পুঁথিগুলি হইতে বহু নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সংস্করণকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পদ নির্বাচন, ক্রমঅনুসারে সন্নিবেশ, পাঠান্তর উদ্ধার, শব্দসূচী প্রণয়ণ প্রভৃতি বিষয়ে যে কৃতিত্ব তাহার সমস্তই তাহার প্রাপ্য।

বিদ্যাপতির পদের যে ঐতিহাসিক প্রচ্ছন্ন পটভূমি আছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বহুমূল্যবান তথ্য সম্বলিত একটী ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় বিদ্যাপতির কাল ও তাঁহার পদরচনার কালের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধানী ও বিশেষজ্ঞ পাঠকের অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আশা করি। পদের ব্যাখ্যা ও শব্দার্থের জন্য প্রধানতঃ আমিই দায়ী ; এ বিষয়েও বিমানবিহারীর সাহায্যলাভ করিয়া আমি উপকৃত হইয়াছি।

পরিশেষে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের অধ্যবসায় ও উৎসাহের জন্য তাহাকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীমান্ বিমানবিহারীর সুকন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মালবিকা চাকী এম্-এ, ও শ্রীমতী মঞ্জুলিকা মজুমদার বি-এ, প্রাচীন পুঁথি নকল করায় ও প্রেসকপি তৈয়ারী করায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভূমিকা

১

বিদ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা

জনসমাজে বিদ্যাপতির কবি-খ্যাতি অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু কবি নহেন। তিনি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনীকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত লেখক ও স্মার্ত নিবন্ধকার হিসাবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক। বিষ্ণুশর্মার মতন গল্পের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষা দিবার জন্য তিনি "পুরুষপরীক্ষা" রচনা করেন, বৈষয়িক কাজকর্ম চালাইতে হইলে যে ধরণের পত্র লেখার প্রয়োজন সে যুগে হইত, তাহা শিখাইবার জন্য সংস্কৃতে "লিখনাবলী" লেখেন, কীর্তিসিংহ কি করিয়া অসলান্ ('অর্সলান' নামে একটি তুর্কী শব্দ পাওয়া যায়, যাহার অর্থ সিংহ—তুর্ক-আফ্ঘান যুগে কয়েক ব্যক্তির নাম অর্সলান দেখা যায়—অসলান্ হয়তো অর্সলানের অপভ্রংশ) নামক মুসলমানের হাত হইতে পিতৃরাজ্য মিথিলা উদ্ধার করেন তাহা লইয়া "কীর্তিলতা" নামে এক চমৎকার ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করেন; মিথিলা হইতে নৈমিষারণ্য পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে যত তীর্থ আছে তাহার পূর্ণ বিবরণ দিয়া "ভূপরিক্রমা" নামে গেজেটিয়র্ ধরণের এক ভৌগোলিক গ্রন্থ লেখেন, শিবসিংহের রণনৈপুণ্য ও প্রেমনৈপুণ্য চিত্রিত করিয়া অবহট্ঠ ভাষায় "কীর্তিপতাকা" রচনা করেন। তাহার লিখিত "শৈবসর্বস্বসার", "দানবাক্যাবলী" ও বিশেষ করিয়া "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" স্মৃতির প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি সুনিপুণ ব্যবহারশাস্ত্রবিদরূপে "বিভাগসার" গ্রন্থে উত্তরাধিকারী নিরূপণ ও তাহাদের মধ্যে ধনসম্পত্তির বণ্টনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"কীর্তিলতায়" "কীর্তিপতাকায়" ও শিবসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণ বিষয়ক পদে যুদ্ধবিগ্রহের জীবন্ত বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে কবি শুধু লেখনীই পরিচালনা করিতেন না। তিনি হয়তো তাঁহার প্রপিতামহের অগ্রজ পুত্র চণ্ডেশ্বরের মতন যুদ্ধেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যে সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অসংখ্য পদাবলীতে রহিয়াছে। কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর অন্য কোন কবির এরূপ বহুমুখী প্রতিভার কথা আমাদের জানা নাই। বিদ্যাপতির সামান্য কিছুদিন পরে ইতালীতে এইরূপ প্রতিভাশালী দুইজন কলাকারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা হইতেছেন লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি ও

মাইকেল এঞ্জেলো। লিওনার্দো (১৪৫২-১৫১৯) একাধারে স্থপতি, চিত্রকর, গায়ক, দার্শনিক ও এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) কাব্যে, স্থাপত্যে, চিত্রকলায় ও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সমান প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহারা শুধু একটি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে, অবহট্‌ঠ ভাষায় এবং মৈথিল ভাষায় কাব্যাদি লিখিয়াছেন এবং এই তিন ভাষাতেই সমান পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মৈথিলী পদাবলীকে শুধু মিথিলার লোকে নহেন পরন্তু বাংলা ও হিন্দীভাষা ভাষীরাও নিজ নিজ সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ্ বলিয়া বিবেচনা করেন।

২
বিদ্যাপতির বংশ পরিচয়

মধ্যযুগের অনেক কবি ও গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষে বা কবিতার ভণিতায় নিজের মাতা-পিতা ও অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদের কিছু বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মিথিলার লেখকেরাও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি তাঁহার কোন গ্রন্থে অথবা কোন অর্ব্বাচীন পদে নিজের বংশ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। এমন কি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Indian Antiquaryতে প্রকাশিত শিবসিংহকর্ত্তৃক বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রামের দানপত্রের তাম্রলিপিতেও বিদ্যাপতির পিতার নাম পর্য্যন্ত নাই। জন্ বীমস্ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquaryতে লিখিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতির আসল নাম বসন্ত রায় এবং তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়; তাঁহারা জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বাসস্থান ছিল যশোহর জেলার বর্ণাটোরে। ১৮৮২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" প্রমাণ করেন যে বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। জন্ বীমস্ তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের Indian Antiquaryতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সারাংশ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষদের নামও উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। তাঁহার ছয় বৎসর পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্যার্ জর্জ্জ্ এব্রাহাম্ গ্রিয়ার্সন্ (যিনি সে সময়ে মিঃ গ্রিয়ার্সন্ নামে পরিচিত ছিলেন ও দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন) মিথিলার পল্লী অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের নাম (বিষ্ণুনাথ—হরাদিত্য—কর্ম্মাদিত্য—দেবাদিত্য—বীরেশ্বর—জয়দত্ত—গণপতি) ও অধস্তন দ্বাদশ পুরুষের

নাম (হবপতি—বতিধব—বনু—বিশ্বনাথ—পীতাম্বব—নাবায়ণ—দীনমণি—তুলা—একনাথ—ভৈয়া—ফণীলাল—বদবীনাথ) তাঁহাব Maithil Chrestomathy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রকাশ কবেন। নেপাল দববাবে প্রাপ্ত হলায়ুধ মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বেব এক প্রতিলিপিব পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে "পক্ষে সিতেহসৌ শশিবেদরামযুক্তে নবম্যাং নৃপলক্ষ্মণাব্দে" অর্থাৎ ৩৪১ লক্ষ্মণ সম্বতে, ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থেব লিপিকাব শ্রীরূপধব "সপ্রক্রিযসত্তপাধ্যান, নিজকুল কুমুদিনীব চন্দ্রস্বরূপ প্রতিপক্ষেব নিকট সিংহস্বরূপ সচ্চবিত্র ও পবিত্র পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়েব" নিকট অধ্যয়ন কবিতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতিব ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ, বদবীনাথ জীবিত ছিলেন। ১৪৬০ হইতে ১৮৮১ পর্য্যন্ত ৪২১ বৎসবে তেব পুরুষ হইলে, প্রতি পুরুষেব ৩২ বৎসব ৪ মাস ১৮ দিন হয়; ইতিহাসে সাধাবণতঃ ২৫ বৎসব প্রতি পুরুষেব কাল ধবা হয়। উক্ত বংশলতা হইতে দেখা যায যে বিদ্যাপতিব বংশেব লোকেবা অসাধারণ দীর্ঘজীবী ছিলেন।

গ্রিযার্সনেব পববর্ত্তী মৈথিল গবেষকগণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও মিথিলাব পঞ্জী অনুসন্ধান কবিযা বিদ্যাপতিব পূর্ব্বপুরুষদেব নিম্নলিখিত বংশলতা স্থিব কবিযাছেন—
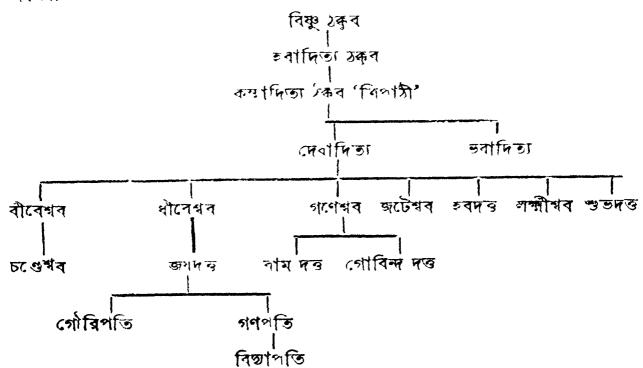
এই বংশলতা অনুসাবে বিদ্যাপতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বাজমন্ত্রী বীবেশ্বব, গণেশ্বব চণ্ডেশ্বর প্রভৃতির অধস্তন পুরুষ।

গ্রিয়ার্সন্ প্রদত্ত বংশলতায় দেবাদিত্যের পিতার নাম কর্ম্মাদিত্য পাওয়া যায়। উপরে লিখিত বংশলতাতেও বীরেশ্বর ও গণেশ্বরের পিতামহের ও দেবাদিত্যের পিতার নাম কর্ম্মাদিত্য। কিন্তু বীরেশ্বরের ও তাঁহার পুত্র চণ্ডেশ্বর, গণেশ্বর ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দ দত্ত নিজ নিজ গ্রন্থে কর্ম্মাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। সকলেই দেবাদিত্যের কুলে জাত বলিয়া গৌরববোধ করিয়াছেন। যথা বীরেশ্বরের "ছন্দোপদ্ধতি"র সূচনায়—

দেবাদিত্যকুলে জাতঃ খ্যাতস্ত্রৈলোক্যসংসদি।
পদ্ধতিং বিদধে শ্রীমান শ্রীমান্ বীরেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ (১)

গণেশ্বর তাঁহার 'সুগতি সোপানে" দেবাদিত্যের উল্লেখ করিয়াই নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন—

অভূদ্দেবাদিত্যঃ সচিবতিলকো মৈথিলপতে-
র্নিজপ্রজ্ঞাজ্যোতির্দলিতরিপুচক্রান্ধতমসঃ।
সমন্তাদশ্রান্তোল্লসিত সুহৃদর্কোপলমণৌ
সমুদ্ভূতে যস্মিন্ দ্বিজকুলসরোজৈর্বিকসিতং ॥ (২)

চণ্ডেশ্বর কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর, শুদ্ধিরত্নাকর, পূজারত্নাকর বিবাদরত্নাকর, গৃহস্থরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি, শৈবমানসোল্লাস রাজনীতিরত্নাকর প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোনখানিতেই কর্ম্মাদিত্যের নাম করেন নাই। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র গোবিন্দ দত্ত "গোবিন্দমানসোল্লাসে" দেবাদিত্য, তৎপুত্র গণেশ্বর, গণেশ্বরের অগ্রজ বীরেশ্বরের কীর্ত্তি সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন। দেবাদিত্যের পিতা কর্ম্মাদিত্য যদি মন্ত্রী হইতেন তাহা হইলে হয়তো বীরেশ্বর, গণেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, রামদত্ত বা গোবিন্দদত্ত কোথাও না কোথাও তাঁহার নাম গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতেন। অথচ চন্দা ঝা 'পুরুষপরীক্ষা"র ভূমিকায় ও নগেন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর ভূমিকায় কোন একজন মন্ত্রী কর্ম্মাদিত্যকে দেবাদিত্যের পিতা বলিয়াছেন। তাঁহারা মন্ত্রী কর্ম্মাদিত্যের দ্বারা ২১৩ ল স অর্থাৎ ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক দেবীমন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপির উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ

(১) বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ-সোসাইটী-প্রকাশিত মিথিলার হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ—খণ্ড ১, পৃঃ ১২২

(২) ঐ, পৃঃ ৪০৪—৪০৬, পুঁথিসংখ্যা ৪২৯, সুগতিসোপানের এক প্রতিলিপি ২২৪ ল. স. বা. ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে নেপালে এক মৈথিল ব্রাহ্মণের দ্বারা করানো হইয়াছিল। নেপাল দরবারের পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৩)। ডাঃ উমেশ মিশ্র লিখিয়াছেন যে ইনি কর্ণাটকুলসম্ভব রাজা নান্যদেবের মন্ত্রী ছিলেন (৪)। নান্যদেবের রাজ্যকাল ১০৯৭ হইতে ১১৩৩ খৃষ্টাব্দ। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে যে রাজা পরলোকগত হইয়াছেন তাঁহার মন্ত্রী দুইশত বৎসর পরে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র লিখিয়াছেন যে কর্ম্মাদিত্য রাজা হরিসিংহদেবের রাজ্যকালে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির স্থাপন করেন (৫), কিন্তু তিনি নিজের গ্রন্থের পরিশিষ্টে হরিসিংহদেবের রাজ্যকাল লিখিয়াছেন ১২৯৬ হইতে ১৩২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ। গিয়াস-উদ্দীন-তুঘলক ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর মিথিলায় নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ইহা সুবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা। চণ্ডেশ্বর কৃত্যরত্নাকরে (৬) লিখিয়াছেন যে তিনি হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। কর্ম্মাদিত্য চণ্ডেশ্বরের প্রপিতামহ; সুতরাং হরিসিংহের ২৪ বৎসরের রাজ্যকালের মধ্যে চারপুরুষের মন্ত্রিত্ব করা সম্ভব নহে। চণ্ডেশ্বর ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে নেপাল অভিযানে সাফল্যলাভ করার পর নিজের দেহের ওজনের সমান স্বর্ণদান করিয়াছিলেন এই কথা তিনি তাঁহার দানরত্নাকর, বিবাদরত্নাকর ও কৃত্য চিন্তামণিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত্যরত্নাকরে এই তুলাদানের উল্লেখ নাই বলিয়া জয়গোপাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কৃত্যরত্নাকর ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। (৭) কৃত্যরত্নাকরে চণ্ডেশ্বর 'স্ফুরতি' এই বর্ত্তমানকাল ব্যবহার করিয়া পিতা বীরেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পিতামহ দেবাদিত্যের সম্বন্ধে 'আসীৎ' এই

(৩) শ্লোকটী এই—

> অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ
> মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে মুনিতিথৌ স্বাত্যাং গুরৌ শোভনে।
> হবীপট্টনসংজ্ঞকে সুবিদিতে হৈহট্টদেবীশিলা
> কর্ম্মাদিত্য সুমন্ত্রিণেহ বিহিতা সৌভাগ্যদেব্যাজ্ঞয়া॥

ইহা হাবীডীহ গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

(৪) বিদ্যাপতি ঠাকুর—পৃঃ ৯-১০। শিবনন্দন ঠাকুর ও 'মহাকবি বিদ্যাপতি'তে (পৃঃ ১২—১৩) ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) History of Maithil Literature, Vol. 1, পৃঃ ১৩৫-৬ এর পাদটীকা।

(৬) India Office Catalogue, সংখ্যা ১৩৮৭

(৭) শ্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রিণামতিমতানেন প্রসন্নাত্মনা।
নেপালাখিলভূমিপালজয়িনা ধর্ম্মেন্দুহৃদ্ধাম্নিনা।
বাগ্মত্যাঃ সরিতস্তটে সুরধুনী সামাংদধত্যাঃ শুচৌ।
মার্গেমাসি যথোক্তপুণ্যসময়ে দত্তস্তুলাপুরুষঃ॥

অতীতকাল লিখিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে ঐ সময় দেবাদিত্য জীবিত ছিলেন না। ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে চণ্ডেশ্বরের পিতামহের মৃত্যু হইলে ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য কর্ত্তৃক মন্দির স্থাপন করা সম্ভাব্যের সীমার বাহিরে না হইলেও অনেক দূরে। সুতরাং যেহেতু বীরেশ্বর, গণেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, রামদত্ত ও গোবিন্দদত্ত কর্ম্মাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই এবং যেহেতু ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে জীবিত মন্ত্রী কর্ম্মাদিত্যের চণ্ডেশ্বরের প্রপিতামহ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, সেই হেতু হাবীডীহ গ্রামের শিলালিপিতে উল্লিখিত মন্ত্রী কর্ম্মাদিত্যকে দেবাদিত্যের পিতা কর্ম্মাদিত্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া ধরাই যুক্তিসঙ্গত। এরূপ না ধরিলে সন্দেহ উঠে যে বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষ মন্ত্রী কর্ম্মাদিত্য ও বীরেশ্বরের পিতামহ কর্ম্মাদিত্য এক ব্যক্তি কিনা এবং বিদ্যাপতি বীরেশ্বর চণ্ডেশ্বরের বংশের লোক কি না (৮)। কিন্তু এরূপ সন্দেহ উঠাইলে মিথিলার ব্রাহ্মণদের বংশপঞ্জীর সত্যতাকে সন্দেহ করিতে হয়। এরূপ সন্দেহের অবকাশ অল্প।

দেবাদিত্য মিথিলার কর্ণাটরাজবংশের সন্ধিবিগ্রাহিক মন্ত্রী বা Foreign Minister ছিলেন। তাঁহার পুত্র গণেশ্বর সুগতিসোপানে পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরেশ্বরের পাণ্ডিত্য, পদমর্য্যাদা ও দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। দেবাদিত্যের সাতপুত্রের মধ্যে বীরেশ্বর পিতার সন্ধিবিগ্রাহিকের পদ পাইয়াছিলেন; গণেশ্বর 'মহামহত্তক' অথবা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। গণেশ্বর নিজেকে মহারাজাধিরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সামন্ত নৃপতিদের পরিষদে সভাপতিত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র রামদত্তও স্বকৃত ছান্দোগমন্ত্রোদ্ধার" গ্রন্থে "মহারাজাধিরাজস্য মহাসামন্তপাণিনো মহামহত্তকেশস্য শ্রীগণেশ্বরের" পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষার অষ্টম কাহিনীতে বীরেশ্বরের

মিথিলার হস্তলিখিত পুথির বিবরণ ১খণ্ড, পৃ ২০২। কে পি জয়সোয়াল, রাজনীতিরত্নাকরের ভূমিকা, পৃঃ ১৪।

(৮) এরূপ সন্দেহ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন—"Another attempt has been made to connect the family of Vidyapati with that of Caṇdesvar on account of the fact that 'Devaditya' is a name common to the two families. Karmaditya who gave the temple of Tilakesvar in 1332 A. D. cannot be the great grand-father of Caṇdesvar who made a gift of his own weight in gold in 1314 A. D. and was at that time a very powerful minister. We have therefore no grounds upon which to base the identity of the two families. It may be correct to speak of Karmaditya as an ancestor of Vidyapati and not of Caṇdesvar." (Journal of the Department of Letters, Cal. Univ, Vol. XVI, P 35).

সহৃদয়তার উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি সুবুদ্ধিকথায় গণেশ্বরের চতুরতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (৯)। পঞ্জীতে দেবাদিত্যের অন্যান্য পুত্রের সম্বন্ধে আছে যে জটেশ্বর ভাণ্ডাগারিক বা Treasury র অধ্যক্ষ, হরদত্ত স্থানান্তরিক বা কর্ম্মচারীদের transfer করার কর্ত্তা, লক্ষ্মীদত্ত মুদ্রাহস্তক বা Keeper of the Seal এবং শুভদত্ত রাজবল্লভ ছিলেন (১০)। দেবাদিত্যের সাতপুত্রের মধ্যে কেবল বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বর বিশুদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বার্ত্তিকনৈবন্ধিক। কিন্তু তাঁহার লেখা কোন বই পাওয়া যায় নাই।

গণেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদত্ত তাঁহার "গোবিন্দমানসোল্লাসে" নিজেকে নয়সাগর অর্থাৎ রাজনীতি বিশারদ ও কবিকিঙ্কর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (১১)। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতার তৃতীয় পল্লবে সম্ভবতঃ ইঁহাকেই অন্যতম মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বরের ভ্রাতারা বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা প্রচুর দানধ্যান করিয়াছেন, বড় বড় অট্টালিকা বানাইয়াছেন; আবার মিথিলার সমাজ সংগঠনের জন্য স্মৃতির প্রামাণ্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন (১২)। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বর পণ্ডিত হইলেও উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন না। ধীরেশ্বরের পুত্র ও বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত পাণ্ডিত্যে বা পদমর্য্যাদায় বৈশিষ্ট্য

---

(৯) আসীন্মিথিলায়াং কর্ণাটকুলসম্ভবো নরসিংহ দেবো নাম রাজা, তস্য সাংখ্য-সিদ্ধান্ত পারগামী-দণ্ডনীতিকুশলো গণেশ্বরনামধেয়ো মন্ত্রী বভূব। পুরুষপরীক্ষা, চণ্ডী ঝা সংস্করণ পৃঃ ৬৭।

(১০) "গঢবিসপী সং বীজী বিষ্ণুশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মসুতো হরাদিত্যঃ, হরাদিত্যসুতঃ কর্ম্মাদিত্যঃ, কর্ম্মাদিত্যসুতৌ সান্ধিবিগ্রহিক দেবাদিত্য রাজবল্লভ-ভবাদিত্যৌ, দেবাদিত্যসুতাঃ ভাণ্ডাগারিক বীরেশ্বর বার্ত্তিকনৈবন্ধিক ধীরেশ্বর—মহামহত্তক গণেশ্বর— ভাণ্ডাগারিক জটেশ্বর—স্থানান্তরিক হরদত্ত—মুদ্রাহস্তক লক্ষ্মীদত্ত রাজবল্লভ শুভদত্তাঃ ভিন্নমাত্রিকাঃ।" কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল কর্ত্তৃক রাজনীতি রত্নাকরের ভূমিকায় পৃঃ ১৯ উদ্ধৃত।

(১১) গোবিন্দদত্ত পিতা গণেশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"শ্রীমানেষ মহামহত্তক মহারাজাধিরাজো মহান্
সামন্তাধিপতির্বিকস্বর যশঃ পুষ্পস্য জন্মদ্রুমঃ
চক্রে মৈথিল নরভূমিপতিভিঃ সপ্তাঙ্গরাজ্যস্থিতিং
প্রৌঢানেক বশম্বদৈক হৃদয়ো দোঃ স্তম্ভসংভাবিতঃ॥

(১২) বীরেশ্বর ছন্দোগপদ্ধতি (মিথিলার হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ ১৯৯২) গণেশ্বরের ছান্দোগ্য-শ্রী-কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধপদ্ধতি (১৯২৩) গঙ্গাপত্তলক ঐ (পৃঃ ৮৪—৮৩)।

অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। জযদত্তেব পুত্র ও বিদ্যাপতিব পিতা গণপতিকে অনেকে "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীব" লেখক গণপতি হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন(১৩)। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকাব গণপতি তিন জাযগায বিদ্যাপতির মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত কবিয়াছেন ; এবং গ্রন্থের শেষে নিজেকে শ্রীযোগীশ্বর-সম্ভব বলিযাছেন (১৪)। সুতবাং ইনি বিদ্যাপতিব পিতা হইতে পাবেন না। মিথিলাব পল্লী সম্বন্ধে পারদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ ঝাও এই মত পোষণ করেন (১৫)। বিদ্যাপতিব বৃদ্ধ প্রপিতামহ বডলোক হইলেও প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবিতে পাবেন নাই। আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন, অপেক্ষাকৃত দবিদ্র বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি বডলোক আত্মীযেব পবিচয দিতে চাহেন না বলিয়াই কি বিদ্যাপতিব কোন গ্রন্থে ও পদে দেবাদিত্য, বীরেশ্বর, গণেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, গোবিন্দদত্ত, বামদত্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান ও প্রভূত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিব সহিত তাঁহাব নিজেব সম্বন্ধেব কথা উল্লেখ কবেন নাই? বিদ্যাপতিব বংশ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ছিল সন্দেহ নাই। মিথিলাব বাজপবিবাবেব সহিত এই বংশেব ঘনিষ্ঠতা ওইনীবাবেব কামেশ্বরের অধস্তন পুরুষদেব মিথিলাব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবাব বহুপূর্ব্ব হইতে। সেই জন্যই বিদ্যাপতি মাত্র কবি ও পণ্ডিত হইযাও কামেশ্বর-বংশেব বাজাদেব সহিত অন্তরঙ্গতা বাখিতে পারিযাছিলেন।

৩

বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গ

বিদ্যাপতি কোন সালে, কত বৎসব বযসে কবিতা ও নিবন্ধ বচনা কবিতে আবম্ভ কবেন, কোন বৎসবে কি লিখিযাছেন, এমন কি তিনি কোন সময হইতে কোন সময পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায নাই। তাঁহাব বচিত পদে ও গ্রন্থে তাঁহাব পৃষ্ঠপোষক বাজা, বাণী, মন্ত্রী ও সুলতানদেব নাম-উল্লেখ দেখা যায। তাঁহাদেব কালনির্ণযেব উপব বিদ্যাপতিব বচনার ও জীবনেব কযেকটি প্রধান প্রধান ঘটনাব সময নিরূপণ নির্ভব কবে। কযেকখানি তাবিখযুক্ত পুঁথি হইতেও কাল-নির্ণযেব কিছু সহাযতা পাওযা যায। মিথিলাব গ্রন্থে ও শিলালিপিতে লক্ষ্মণ সম্বতে কাল নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। কীলহর্ণ প্রমাণ করেন

(১৩) নগেন্দ্র গুপ্ত—পদাবলীর ভূমিকা ৷৵

(১৪) মিথিলার হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮

(১৫) মিহির, ৩৮ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৫

যে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সম্বতের প্রথম বৎসর (১৬)। জয়সোয়াল দেখান যে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের পর মিথিলায় চান্দ্র বর্ষ স্বীকৃত হওয়ায় ল স ও খৃষ্টাব্দের পার্থক্য বাড়িয়া যায় (১৭)।

প্রথমে বিদ্যাপতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের যে পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে ও পদে দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বিদ্যাপতি কীর্তিলতায় ওইনীবার বা ওইনীবংশের যশোগান করিয়াছেন। এই বংশ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত হইয়াও ভুজবলের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (১৮)। এই বংশে কামেশ্বর রায়ের জন্ম হয় (১৯)। তাঁহার পুত্র ভোগীশ্বর খুব দানশীল ছিলেন। ফিরোজশাহ সুলতান তাঁহাকে প্রিয়সখা বলিয়া আদর করিতেন (২০)। তাঁহার পুত্র গএনেস বা গঅনরাঅ (২১) দান, মান, বল, কীর্তি ও সৌন্দর্য্যে গরীয়ান্ ছিলেন। ইঁহাকে রাজ্যলোভে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অসলান ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বতের (১৩৭২ খৃঃ অঃ) মধুমাসের (চৈত্র মাসের) কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে হত্যা

(১৬) Indian Antiquary, Vol. XIX, 1890, পৃঃ ৭।

(১৭) J B O R. S., 1934, পৃঃ ১৫।

(১৮) ওইনী বংস প্রসিদ্ধ জগ কো তসু করহ ন সেব।
দুহু একথ ন পাবিঅই ভুঅবই অরু ভূদেব॥
কীর্তিলতা, পল্লব ১।

(১৯) তাকুল কেরা বড্ডপন কহবা কওন উপাএ।
জঞ্জমি অ উপন্নমতি কামেসর সন রাএ॥
ঐ

(২০) তসু নন্দন ভোগীস রাঅ বর ভোগ পুরন্দর
হুঅ হুআসন তেজিকন্ত কুসুমা উহ সুন্দর।
জাচক সিদ্ধি কেদার দান পঞ্চম বলি জানল॥
ঐ

পিঅসখ ভণি পিঅরোজ সাহ সুরতান সমানল।
ঐ

(২১) রায় গুরু কিত্তিসিংহ গএনেস সুঅ; পৃঃ ৪, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং।
তাসু তনঅ নঅবিনঅ নঅ গরুঅ রাএ গএনেস; ঐ পৃঃ ৫।
পাতিসাহ উদ্দেসে চলু গঅনরাঅকো পুত্ত; ঐ পৃঃ ৯।
অরু লোঅন্তর সগ্গ গউ গঅণ রাএ মরু বাপ; ঐ পৃঃ ২০।

অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (Journal of Letters, 1927, p 35) বলেন যে গএনেস বা গঅনরাঅ "may phonetically correspond to গণনেশ, গগনেশ্বর and গগনরায় and not to

করেন (২২)। তাঁহার তিন পুত্র—বীরসিংহ, কীর্ত্তিসিংহ ও রাঅসিংহ। বিদ্যাপতি প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পিতৃহন্তার কবল হইতে রাজ্য উদ্ধারের আশায় বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ জৌনপুরের ইব্রাহিম সাহের শরণাপন্ন হইলেন। ইব্রাহিম সাহ তাঁহাদের লইয়া নানাদেশে অভিযান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি মিথিলার দিকে আসিতেছেন না দেখিয়া দুই ভাই মায়ের দুশ্চিন্তার কথা ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

তাঁহারা শেষে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মিথিলায় তো আমাদের ভাই রাঅসিংহ আছেন—তিনি সংগ্রাম-পরাক্রমে রুষ্ট সিংহের মতন। তাঁহার সঙ্গে আরও আছেন—সন্ধিভেদ-বিগ্রহে সুনিপুণ আনন্দখান, সুপবিত্র মিত্র হংসরাজ, গুণে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী গোবিন্দ দত্ত ও বীর হরদত্ত (২৩)। অনেক দিন অপেক্ষা করার পর ইব্রাহিম মিথিলা অভিযানে উদ্যোগী হইলেন। ইব্রাহিম সাহ ও তৎপুত্র মামুদ (২৪) সৈন্যসামন্ত লইয়া ত্রিহুতে আসিলেন। কীর্ত্তিসিংহের সহিত অস্‌লানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। অস্‌লান পরাজিত হইলেন, কিন্তু

গণেশ or গণেশ্বর"। কিন্তু মৈথিল পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুর, মঃ মঃ ডাঃ উমেশ মিশ্র ও ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র ইঁহাকে গণেশ্বর বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২২) লক্‌খণ সেন নরেশ লিহিঅ জবে পক্‌খ পঞ্চ বে।
তম্মহমাসহি পঢম পক্‌খ পঞ্চমী কহিঅজে॥
রজ্জলুদ্ধ অসলানে বুদ্ধি বিক্কমবলে হারল
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল॥ কীর্ত্তিলতা, পল্লব ২।

(২৩) তহাঁ অচ্ছএ মন্তি আনন্দখান, জে সন্ধি-ভেদ-বিগ্গহে হো জান।
সুপবিত্ত-মিত্তো সিরি হংসরাজ, সববস্স উপেক্‌খই অম্হ কাজ॥
সিরি অম্হ সহোদর রাঅসিংহ, সংগাম পরক্কম রুট্‌ঠসিংহ।
গুণে গরুঅ মন্তি গোবিন্দ-দত্ত, তসু বংস-বড়াই কহণে কও।
হরক ভগত হরদত্ত নাম, সংগ্রাম কম্ম অজ্জুনমান।

রাঅসিংহ ক সকলে রাজসিংহ মনে করিয়াছেন, কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন (বিদ্যাপতি গোষ্ঠী পৃঃ ৯) তাঁহাকে রামসিংহ বলিয়া ধরিয়া লিখিয়াছেন—"মিথিলামহীমহেন্দ্র" মহারাজাধিরাজ; রামসিংহদেবের রাজ্যকালে (১৪৪৬ সংবৎ—১৩৯০ খৃষ্টাব্দ) লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(২৪) টমাস্ (Chronicles of Pathan Kings of Delhi) সাহেবের মতে ইব্রাহিম ১৪০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জৌনপুরে রাজত্ব করেন (পৃঃ ৩২০)। কিন্তু Cambridge Historyর মতে তিনি ১৪০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার পুত্র মামুদশাহ ১৪৩৬ বা ১৪৪০ হইতে ১৪৫৭ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কীর্ত্তিসিংহ তাঁহাকে প্রাণে মারিলেন না। বোধ হয় যুদ্ধে বীরসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল; তাই ইব্রাহিম কীর্ত্তিসিংহকে রাজা করিলেন (২৫)।

কীর্ত্তিলতা কীর্ত্তিসিংহের রাজত্বকালেই লিখিত হইযাছিল, কেননা প্রত্যেক পল্লবের পুষ্পিকায "চিরমবতু মহীং কীর্ত্তিসিংহো নরেন্দ্রঃ" "সদা সফলসাহসো জয়তি কীর্ত্তিসিংহো নৃপঃ" প্রভৃতি বাক্যে বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করা হইয়াছে এবং শেষের শ্লোকে বলা হইযাছে যে কীর্ত্তিসিংহের এই বীরত্ব কাহিনী অক্ষয হউক ও 'খেলনকবি' বিদ্যাপতির ভারতী কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক (২৬)।

বিদ্যাপতি ভূপরিক্রমায দেবসিংহ ও শিবসিংহের নাম করিযাছেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীকার করিযাছেন যে দেবসিংহের নির্দ্দেশে ঐ গ্রন্থ লিখিযাছেন (২৭)। এই গ্রন্থ রচনার সময দেবসিংহ নৈমিষারণ্যে কি জন্য গিযাছিলেন? তীর্থ যাত্রার জন্য যাইলে, সেখানে গ্রন্থ লেখাইবার সার্থকতা কি? সংসার হইতে অবসর লইযা বাণপ্রস্থের উদ্দেশ্যে সেখানে থাকিলেও গ্রন্থ লেখানোর সঙ্গত কারণ পাওযা যায না। দেবসিংহকে এই গ্রন্থে রাজা প্রভৃতি কিছুই বলা হয নাই—শিবসিংহকেও নহে। এই সব দেখিযা সন্দেহ হয় যে ভূপরিক্রমা লেখার সময় দেবসিংহ রাজনৈতিক কারণে মিথিলার বাহিরে বাস করিতেছিলেন।

বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষায ভবসিংহ, তাঁহার পুত্র দেবসিংহ ও পৌত্র শিবসিংহের নাম করিযাছেন। এই গ্রন্থ তিনি শিবসিংহের আদেশে লিখিযাছেন (২৮)।

(২৫) বন্ধবজন উচ্ছাহ কর তিরহুতি পাইঅ রূপ।
পাতিসহ জসু তিলক কর কিত্তিসিংহ ভউ ভূপ॥
কীর্ত্তিলতা, চতুর্থপল্লব।

(২৬) এবং সঙ্গরসাহস প্রমথনপ্রালব্ধলব্ধোদযাং
পুষ্ণাতু শ্রিযমাশশাঙ্কতরণী শ্রীকীর্ত্তিসিংহো নৃপঃ
মাধুর্য্য প্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তারশিক্ষাসখী
যাবদ্‌ বিশ্বমিদং চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী॥
কীর্ত্তিলতার শেষ শ্লোক।

(২৭) দেবসিংহ নিদেশাচ্চ নৈমিষারণ্যনিবাসিনঃ।
শিবসিংহস্য পিতুঃ সূত্রপিঠ নিবাসিনঃ।
পঞ্চষষ্ঠি দেশযুতাং পঞ্চষষ্ঠি কথান্বিতাং।
চতুঃখণ্ড সমাযুক্তামাহ বিদ্যাপতিঃ কবি॥
ভূ পরিক্রমা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথি, ৬।৭৯ পৃঃ ল।

(২৮) বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো
বিদ্যাবতামাদি বিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহ ক্ষিতিপাল সূনু
জীয়াচ্চিরং শ্রীশিবসিংহদেবঃ॥

দেখার সময়ে দেবসিংহও জীবিত ছিলেন— কেননা গ্রন্থের শেষ শ্লোকে বর্ত্তমানকাল ব্যবহার করিয়া বলা হইয়াছে "ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহগুণরাশিঃ।" দেবসিংহ বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও শিবসিংহকে ক্ষিতিপতি ও নৃপতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম কবি লিখিলেন যে শুধু শিবসিংহ ও দেবসিংহ নহেন, ভবসিংহও রাজা ছিলেন (২৯)। ভবসিংহের পৌত্র পদ্মসিংহের পত্নী

নিদেশান্নিঃশঙ্কং সদসি শিবসিংহক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং রচয়তি বিদ্যাপতি কবিঃ। পুরুষ পরীক্ষা

মঙ্গলাচরণ শ্লোক ২ এবং ৩।

(২৯) ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং বিজিত্য ভুবিতো হত্বা রিপূন্ সঙ্গরে
হুত্বা চৈব হুতাশনং মখবিধৌ তুষ্ট্বা ধনৈরর্থিনঃ।
বাগ্বত্যাং ভবসিংহদেব নৃপতিস্ত্যক্ত্বা শিবাগ্রে বপুঃ
পূতো যস্য পিতামহঃ স্বরগমদ্দারদ্বয়ালঙ্কৃতঃ॥
সক্করীপুরসরোবরকর্ত্তা হেমহস্তিরথদান বিদগ্ধঃ
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহ-গুণরাশিঃ॥
যো গৌড়েশ্বর-গজ্জনেশ্বর রণ ক্ষৌণীষু লব্ধা যশো
দিক্-কান্তাচয়-কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্রজামম্পাদম্।
তস্য শ্রীশিবসিংহ দেব-নৃপতের্বিজ্ঞপ্রিয়স্যাজ্ঞয়া
গ্রন্থং গ্রথিল-দণ্ড-নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতির্ব্যাতনোৎ॥

Indian Antiquary, Vol. XIV, 1885 July, Grierson "Vidyapati and his Contemporaries." ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায় পুরুষ পরীক্ষার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন ও উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তিনি বোধ হয় খণ্ডিত পুঁথি পাইয়াছিলেন ; তাই গ্রন্থের শেষে ভবসিংহের সহিত শিবসিংহকে এক করিয়া ফেলিয়া লিখিয়াছেন—"এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া রাজ্য এবং সাংসারিক তাবৎ সুখভোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহত্যাগে মুক্ত হইয়াছেন।" এই অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ১৩৫৪ সালে (১৯৪৭) ডাঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে পুরুষপরীক্ষার রচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিবসিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। আমরা নীচে বহু ভাষায় পারদর্শী গ্রিয়ার্সন সাহেবের অনুবাদ দিতেছি—

He whose pure grandfathher (on the banks) of the Vagvati King Bhava Sinha Deva adorned with two wives left his body in the presence of Siva, and went to heaven, after having enjoyed the blessings of his kingdom, and after having conquered the universe and slain his enemies in battle, offering oblations to fire according to the rites of sacrifice and supporting the supplicants by his wealth.

বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় শৈবসর্ব্বস্বসার বা শম্ভু-বাক্যাবলী লিখিবার সময় বিদ্যাপতি পুনরায় ভবসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ এবং নূতন করিয়া পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রথমেই দেখা যায়—

ভূপালাবলি মৌলি মণ্ডন মণি প্রত্যর্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়া
স্তোজ শ্রীভবসিংহভূপতিরভূৎ সর্ব্বার্থিকল্পদ্রুমঃ ॥

কিন্তু বিদ্যাপতি নরসিংহ দর্পনারায়ণের আজ্ঞায় বিভাগসার লিখিবার সময় দেবসিংহ, শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের নাম না করিয়া শুধু বলিয়াছেন—

রাজ্ঞো ভবেশাদ্ধবিসিংহ অসীৎ তৎসুনুনা দর্পনারায়ণেন
রাজ্ঞা নিযুক্তোঽত্র বিভাগসারং বিচার্য্য বিদ্যাপতিরাতনোতি ॥

(রাজেন্দ্র লাল মিত্র পুঁথি সং ২০৩৭),

বর্দ্ধমান, বাচস্পতি মিশ্র ও মিসরুমিশ্রও নরসিংহের পূর্ব্বপুরুষদের কথা লিখিতে যাইয়া দেবসিংহ ও তাঁহার দুইপুত্র শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের নাম বাদ দিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেণ্ডল সাহেব লিখিয়াছিলেনযে বোধ হয় দেবসিংহ, শিবসিংহ

Whose father, Deva Sinha, a conqueror in battle, in whom all worthy qualities were collected, is now alive (ভবতি) who dug the tank of Sankarpura, and was skilled in granting gifts of gold, elephants and chariots.

He who after gaining glory in a terrible battle with the king of Gauda and with (him of) Gajjana, is conducting it to its home in white kunda flower in the ringlets of all the ladies of the quarters. At the order of this Sri Siva Sinha Deva the king, the friend of the learned, Vidyapati completed this ...... treatise on morals. (Indian Antiquary, 1885, P 192)

ভবসিংহদেবকেই চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতি মিশ্র ও মিসরু মিশ্র ভবেশ বলিয়াছেন। মিসরুমিশ্র বিবাদচন্দ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে রাজা ভবেশ হইতে তাঁহার পুত্র হরসিংহ। হরসিংহ হইতে রাজা দর্পনারায়ণ; রাজা দর্পনারায়ণ ও ধীরামহাদেবী হইতে লখিমাদেবীর দয়িত নৃপতি চন্দ্রের উদ্ভব হয়। বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর মিথিলার পুঁথির বিবরণ, সংখ্যা ৩৩১, (পৃঃ ১৯৬-৯৭) ধীরমতীর স্বামী নরসিংহের উপনাম ছিল দর্পনারায়ণ। চণ্ডেশ্বর রাজনীতি রত্নাকর লিখিয়াছেন—

রাজ্ঞা ভবেশেনাজ্ঞপ্তো রাজনীতিনিবন্ধকম্।
তনোতি মন্ত্রিণামার্য্যঃ শ্রীমান্ চণ্ডেশ্বরঃ কৃতী॥

বাচস্পতি মিশ্রের মহাদান নির্ণয়েও ভবেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (J. A. S. B. 1903, P. 31) ভবেশের কাল সম্বন্ধে J. B A. S. XV 1915, পৃঃ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য তথায় অনুমান করা হইয়াছে যে ভবেশ ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন।

ও পদ্মসিংহকে সাধারণতঃ রাজা বলিয়া মানা হইত না (৩০)। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। নরসিংহের পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার পিতা হরিসিংহ ও পিতামহ ভবসিংহ বা ভবেশের পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট। নরসিংহের পিতার অগ্রজ দেবসিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হয়। নরসিংহের পুত্র ধীরসিংহের পরিচয় লিখিতে যাইয়া তাঁহার পিতামহের অগ্রজ দেবসিংহ ও তাঁহার পুত্র শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের কথা লেখা আরও অপ্রাসঙ্গিক। কোন লেখকের অনুক্তি হইতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না, বিশেষ করিয়া যখন শিবসিংহের রাজা হওয়ার কথা শুধু বিদ্যাপতিই বলেন নাই; তাঁহার মুদ্রাও উহার সাক্ষ্য দিতেছে (৩১)। পুরুষ পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে বিদ্যাপতি শিবসিংহ সম্বন্ধে দুইটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন (৩২)—একটি হইতেছে যে শিবসিংহের উপনাম ছিল রূপনারায়ণ এবং অন্যটি হইতেছে যে শিবসিংহ ভব বা শিবের ভক্ত ছিলেন।

অবহট্ট ভাষায় কীর্ত্তিলতা কীর্ত্তিসিংহের রাজ্যকালে, এবং সংস্কৃত ভাষায় ভূপরিক্রমা ও পুরুষ পরীক্ষা দেবসিংহের জীবিত সময়ে লেখা হইয়াছিল। দেবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি পুনরায় অবহট্ট ভাষা অবলম্বনে কীর্ত্তিপতাকা লেখেন। (৩৩)। এই গ্রন্থের প্রথমে শিবসিংহের সম্বন্ধে শৃঙ্গাররসের বর্ণনা আছে: পরে এক সুলতানকে তিনি কি করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিজের কীর্ত্তিপতাকা

(৩০) 'According to several works of Vidyapati, cited by Eg- ... ..., I O. p. 875-6 (see also Grierson, I. A. March 1899, P 57) Bhavesa was succeeded by his elder son Devasimha, and he by his son Sivasimha. It is significant that not only Vardhaman and Vacaspati pass over these kings in silence, but Vidyapati himself does so in Narasimha's reign (Rajendralal Mitra, Notices VI, 68). They were perhaps not generally acknowledged, (J. A. S B. Vol. L XXII, Pt 1, 1903 pp 1-32).

(৩১) Annual Report of the Archeaeogical Survey of India 1913-14.

(৩২) "So endeth the First Part, entitled 'An Exposition of Heroes' of the Test of a Man composed by the poet Vidyapati Thakkura, at the command of His Majesty Siva Sinha endued with all insignia of royalty, entitled Rupa Narayana full of devoted faith in Bhava and blessed with boons by the spouse of Rama." The Test of Man—Royal Asiatic Society Publication - 1935—p 38.

(৩৩) কীর্ত্তিপতাকার মাত্র একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি (পৃষ্ঠা ৮ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত নাই) নেপাল রাজদরবারে মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়াছিলেন মঃ মঃ ডাঃ উমেশ মিশ্র ইহার নকল আনাইয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র জয়কান্ত মিশ্র এই গ্রন্থের দুই চার লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উড়াইলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র ইহার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে গৌড়ের সুলতানকে পরাভূত করার কথা আছে (৩৪)। গ্রন্থের শেষের দিকে আছে— এবং শ্রীশিবসিংহদেব নৃপতেঃ সংগ্রামজাতং যশো
গায়ন্তি প্রতিপত্তনং প্রতিদিশং প্রত্যঙ্গণং সুভ্রুবঃ ॥

বর্ত্তমান সংস্করণ পদাবলী সংগ্রহের অষ্টম ও নবম সংখ্যক পদ অবহট্ট ভাষায় লিখিত হইলেও দেবসিংহের সুরপুরীতে গমনের বর্ণনা আছে। অনুমান হয় যে এই দুইটি পদ কীর্ত্তিপতাকার খণ্ডিত অংশ (৩৫)। শিবসিংহ যে গৌড়ের এক সুলতানকে পরাজিত করিযাছিলেন তাহা বিদ্যাপতি পুনরায় শম্ভু বাক্যাবলীতে বলিয়াছেন। পুরুষ পরীক্ষায় প্রদত্ত সংবাদের অপেক্ষা এখানে আর একটু বেশী খবর কবি দিযাছেন। এখানে বলিয়াছেন যে গৌড়ের ও গজ্জনের রাজা বড় বড় হাতী ও অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিযাছিলেন এবং তাঁহাদিগকে শিবসিংহ শৌর্য্যের দ্বারা পরাভূত করিযাছিলেন (৩৬)। বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় বিদ্যাপতি—শম্ভু বাক্যাবলী বা শৈবসর্ব্বস্বসার (৩৭), শৈবসর্ব্বস্বসার-প্রমাণভূত-পুরাণ সংগ্রহ ও গঙ্গাবাক্যাবলী রচনা করেন। শৈবসর্ব্বস্বসারে ২৫০৭টি শ্লোক আছে। ইহার পঞ্চম শ্লোক

(৩৪) ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র, A History of Maithil Literature, Vol . p. ...

(৩৫) ডাঃ সুকুমার সেনও এই অনুমান সমর্থন করেন—"একটি অবহট্‌ঠ কবিতায়—নিশ্চয়ই কীর্ত্তিপতাকা থেকে উদ্ধৃত—দেবসিংহের পরলোক গমনের ও শিবসিংহের রাজ্যলাভের বর্ণনা আছে। বিদ্যাপতি গোষ্ঠী পৃ. ১৫।

(৩৬) শম্ভু বাক্যাবলীর মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোক। ইহাতে স্পষ্ট আছে "শৌর্য্যাবর্জ্জিত গৌড় গজ্জন মহীপালোপনম্রীকৃতা" তথাপি ডাঃ সুকুমার সেন বলেন "শিবসিংহকে বোধহয় এক সময় গৌড় সুলতানের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল।" ঐ পৃঃ ১৬।

(৩৭) এই গ্রন্থের একাদশ শ্লোকে ইহার নাম বলা হইয়াছে শৈবসর্ব্বস্বসার, কিন্তু দ্বাদশ শ্লোকে ইহাকে শম্ভুবাক্যাবলী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ইহার নাম শৈবসর্ব্বস্বসার হইয়াছিল তাহা "শৈবসর্ব্বস্বসার প্রমাণভূত পুরাণ সংগ্রহ" হইতে বুঝা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থের একখণ্ড দ্বারভাঙ্গা রাজপুস্তকালয়ে আছে—B O R S. Descriptive Catalogue of Mithila Mss, Vol I (1927), p. 4181 বিদ্যাপতি সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তাহা শৈবসর্ব্বস্বসারের বিশ্বাসদেবীর গুণ বর্ণনা হইতে দেখা যায়—

দুগ্ধাম্ভোধেরিব শ্রীগুণগণসদৃশে বিশ্ববিখ্যাতবংশে
সম্ভূতা পদ্মসিংহক্ষিতিপতিদয়িতা ধর্ম্মকর্ম্মৈকসীমা।
পত্যুঃ সিংহাসনাস্থা পৃথুমিখিলমহীমণ্ডলং পালয়ন্তী
শ্রীমদ্ বিশ্বাসদেবী জয়তি গিরিসুতে ভর্ত্তৃবাক্যব্রতীব। ৭

হইতে জানা যায় যে পদ্মসিংহ শিবসিংহের অনুজ। ইনিও সংগ্রামে ভীমসদৃশ ছিলেন। বোধ হয় যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হওয়ায় ইনি নিজে রাজ্য শাসন না করিয়া পত্নীর উপর উহার ভার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বভারতের ইতিহাসে বিশ্বাসদেবীর উচ্চস্থান পাওয়া উচিত। বিদ্যাপতি তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহার কিছুটা সত্য হইলেও তাঁহাকে অসামান্যা বলিতে হইবে। কবি শৈবসর্ব্বস্বসারের সপ্তম হইতে একাদশ শ্লোকে স্রগ্ধরা ছন্দে বিশ্বাসদেবীর গুণগান করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি পতির সিংহাসনে বসিয়া মিথিলামহামণ্ডল পালন করেন, তিনি ন্যায় বা রাজনীতিতে বিশ্বখ্যাত; তাঁহার স্বভাব মধুর এবং বুদ্ধি সমুজ্জ্বল। তাঁহার তুল্য দান কেহ করিতে পারে না। তিনি বিশ্বভাগ নামে তড়াগ খনন করাইয়া তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান করাইয়া দেন। বিশ্বাসদেবী হয়তো খুব বিদুষীও ছিলেন; তাহা না হইলে কবি বিদ্যাপতি গঙ্গাবাক্যাবলীর শেষ শ্লোকে বলিতেন না যে এই নিবন্ধ বিশ্বাসদেবীই লিখিয়াছেন, তিনি (বিদ্যাপতি) শুধু প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহাকে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন (৩৮)। এই গ্রন্থে হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূভাগের কোন তীর্থে কি তীর্থকৃত্য কিরূপভাবে করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদ্যাপতি বিভাগসার গ্রন্থ রাজা দর্পনারায়ণের আদেশে লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানিতে প্রায় ৫৮৫টি শ্লোক আছে। ইহাতে দায়ভাগ,

ইন্দ্রস্যেব শচী সমুজ্জ্বলগুণা গৌরীব গৌরীপতেঃ
কামস্যেব রতিঃ স্বভাবমধুরা সীতেব রামস্য যা।
বিশ্বাঃ শ্রীরিব পদ্মসিংহ নৃপতেরেষা পরা প্রেয়সী
বিশ্বখ্যাত-নয়া দ্বিজেন্দ্রতনয়া জাগর্ত্তি ভূমণ্ডলে ॥ ৮
দাতারঃ কতি নাভবন্ কতি ন বা সন্তীহ ভূমণ্ডলে
নৈকোঽপি প্রথিতঃ প্রদান যশসা বিশ্বাসদেব্যাঃ সমঃ।
যস্যাঃ স্বর্ণতুলা মুখাখিলমহাদান প্রদানা
স্বর্গগ্রাম মৃগীদৃশামপি তুলাকোটি ধ্বনিঃ শ্রূয়তে ॥ ৯
নিত্যং দেবদ্বিজার্থং দ্রবিণ বিতরণারম্ভসম্ভাবিত শ্রীর
ধর্ম্মজ্ঞা চন্দ্রচূড়প্রতিদিবস-সমারাধনৈকাগ্রচিত্তা।
বিজ্ঞাপ্যাজ্ঞাপ বিদ্যাপতি কৃতিনমসৌ বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিঃ
শ্রীমদ্ বিশ্বাসদেবী বিরচয়তি শিবং শৈবসর্ব্বস্বসারম্ ॥ ১১

(৩৮) কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি সূরিণা
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা।
এই গ্রন্থ দ্বারভাঙ্গা রাজলাইব্রেরীতে আছে।

দ্বাদশ পুত্রে লক্ষণ নিরূপণ, অপুত্রক ব্যক্তির ধনের অধিকারী নিরূপণ, স্ত্রীধনবিভাগ, গুপ্তপ্রাপ্তবিভাগ, অসংস্কৃত সংস্কার প্রভৃতির বিচার আছে (৩৯)। দর্পনারায়ণ যে নরসিংহের বিরুদ তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন বিদ্যাপতি তাঁহার দানবাক্যাবলীতে। ভৈরবসিংহ তাঁহার "বিষ্ণুপূজা কল্পলতায়" বিদ্যাপতিকে সমর্থন করিয়াছেন। নরসিংহ দৃপ্ত ও দুর্দ্ধর্ষ অরিকুলের দর্পদলন করিতেন বলিয়া তাঁহার উপনাম হইয়াছিল দর্পনারায়ণ। তাঁহার স্ত্রী ধীরমতীর আজ্ঞায় এই দানবাক্যাবলী লিখিত হয়। ধীরমতী বাপী ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রীদের জন্য আবাসভবন বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি ভিক্ষুদিগকে সরস অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (৪০)। এরূপ দানশীলা মহিষী যে তুলাপুরুষ, স্বর্ণ, হস্তী প্রভৃতির দানের ব্যবস্থা যুক্ত গ্রন্থ লিখাইবেন তাহা স্বাভাবিক। রঘুনন্দন বিবাহতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির দানবাক্যাবলীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩৯) বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ্ সোসাইটীর মিথিলার হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৩৬৮-৬৯। ইহার একখণ্ড পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ঝার নিকটেও আছে।

(৪০) (ক) ভৈরবসিংহের বিষ্ণুপূজা কল্পলতা—বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ্ সোসাইটীর মিথিলার পুঁথির বিবরণ পৃ, ৩৪০—"দৃপ্যদ্দুর্দ্ধর বৈরিদর্পদলনোঽভূদ্দর্পনারায়ণো বিখ্যাতো নরসিংহদেবনৃপতিঃ সর্ব্বার্থ চিন্তামণিঃ।"

(খ) শ্রীকামেশ্বর পণ্ডিতকুলালঙ্কারসারঃ শ্রিয়া-
মাবাসো নরসিংহদেবমিথিলাভূমণ্ডলাখণ্ডলঃ।
দৃপ্যদ্দুর্দ্ধর বৈরিদর্পদলনোঽভূদ্দর্প নারায়ণো
বিখ্যাতঃ শরদিন্দুকুন্দধবলভ্রাম্যদ্যশো মণ্ডলঃ॥
তস্যোদারগুণাশ্রয়স্য মিথিলাক্ষ্মাপালচূড়ামণেঃ
শ্রীমদ্ধীরমতিঃ প্রিয়া বিজয়তে ভূমণ্ডলালঙ্কৃতিঃ॥
দানে কল্পলতেব চারুচরিতে যাঽরুন্ধতীব স্থিরা
যা লক্ষ্মীরিব বৈভবে গুণগণে গৌরীব যা গণ্যতে।
বাপী-কূপজলাধিকাশিবিমলা বিজ্ঞানবাপীসমা
রম্যং তীর্থনিবাসিবাসভবনং চন্দ্রাভমভ্রংলিহম্॥
উদ্যানং ফলপুষ্পনম্রবিটপচ্ছায়াভিরানন্দনং
ভিক্ষুভ্যঃ সরসান্নদানমনঘং যস্যা ভবাস্যা ইহ।
লক্ষ্মীভাজঃ কৃতার্থো ন কৃতসুমনসো যা মহাদানহেম
গ্রামৈরাজীবরাজীবহুলতর পয়াশাগুরাগৈস্তড়াগৈঃ॥
বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিমতিকৃতিনং সপ্রমাণামুদার-
রাজ্ঞী পুণ্যাবলোকা বিরচয়তি নবাং দানবাক্যাবলীং॥

রাজাদেব নামাঙ্কিত স্মার্তগ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির শেষ বই হইতেছে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। ইহাতে এক রাজাবের অধিক শ্লোক আছে। বিদ্যাপতির পরবর্তী অধিকাংশ স্মার্ত পণ্ডিতই দুর্গাপূজার বিধি লিখিতে যাইয়া এই গ্রন্থকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আজ্ঞানুসারে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে পাওয়া যায় যে গ্রন্থরচনার সময়ে নরসিংহদেব বাচিয়া ছিলেন। তিনি মিথিলা ভূমণ্ডলের আখণ্ডল অর্থাৎ ইন্দ্রস্বরূপ। তিনি দানে কর্ণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পদদ্বয় কিরীটরত্নশোভিত রাজারা পূজা করেন। তাঁহার পুত্র ধীরসিংহের প্রতাপ দিন দিন বাড়িতেছে। তিনি সংগ্রামে বৈরীদের জয় করিয়া ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি মর্য্যাদানিলয়, প্রকামনিলয় ও প্রজ্ঞাপ্রকর্ষের আশ্রয়। তাঁহার অনুজ রূপনারায়ণ ভৈরবসিংহদেব নৃপতি পঞ্চগৌড়ের ধরণীনাথকে বা পঞ্চগৌড় ধরণীর নাথদিগকে নম্রীকৃত করিয়াছেন। তিনি দেবীভক্তিপরায়ণ, শ্রুতি ও যজ্ঞকর্মে পারদর্শী, সংগ্রামে তিনি রিপুরাজকংসদলন প্রত্যক্ষনারায়ণ। তাঁহারই আজ্ঞায় বিদ্যাপতি পূর্ব্ব নিবন্ধসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিতেছেন (৪১)।

(৪১) অস্তি শ্রীনরসিংহদেব মিথিলা ভূমণ্ডলাখণ্ডলো।
ভূভৃন্মৌলিকিরীট রত্ননিকর প্রত্যর্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপরদক্ষিণোত্তরগিরি প্রাপ্তার্থিবাঞ্ছাধিক
স্বর্ণক্ষৌণিমণিপ্রদানবিজিত শ্রীকর্ণকল্পদ্রুমঃ॥ ৩

ডাঃ উমেশ মিশ্র অস্তি স্থলে স্বস্তিপাঠ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন পুথি বা মুদ্রিত সংস্করণে এ পাঠ পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই।

বিশ্বখ্যাতনরস্তদীয়তনয়ঃ প্রৌঢ় প্রতাপোদয়ঃ
সংগ্রামাঙ্গণলব্ধবৈরিবিজয় গীতাপ্তলোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলয়ঃ প্রকামনিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়
শ্রীমজ্জূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ॥ ৪
শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড়ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা
নেকোত্তুঙ্গ তুরঙ্গ সঙ্গত সিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ ভৈরবসিংহ দেব নৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়-
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ড কীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥ ৫
দেবীভক্তিপরায়ণঃ শ্রুতিমখপ্রারব্ধপারায়ণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজকংসদলনপ্রত্যক্ষনারায়ণঃ।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী শেষ করার সময়ও যে ধীরসিংহই রাজত্ব করিতেছিলেন — ভৈরবসিংহ নহে — তাহা গ্রন্থের শেষের দুইটি শ্লোক হইতে জানা যায়। ঐ দুইটীর মধ্যে প্রথমটীতে ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহের অনুজ চন্দ্রসিংহের জয়গান করা হইয়াছে এবং শেষটীতে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে শিবের জটায় যতদিন গঙ্গা থাকিবেন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে ভবানী থাকিবেন এবং তাঁহার কপালে শশিকলা থাকিবে, ততদিন যেন শ্রীধীরসিংহ নৃপতির কীর্ত্তি উজ্জ্বল থাকে (৪২)।

কামেশ্বরের বংশে উদ্ভূত নহেন এরূপ একজন রাজাকেও বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখিতে পাই তাঁহার লিখনাবলীতে। তিনি ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে দ্রোণবার মহীপতি সর্ব্বাদিত্যের পুত্র পুরাদিত্য গিরিনারায়ণের আজ্ঞায় অল্প লেখাপড়া জানা লোকের শিক্ষার জন্য ও বিদ্বানদের কৌতুকের জন্য বিদ্যাপতি লিখনাবলী লিখিয়াছেন (৪৩)। শিবনন্দনঠাকুর (৪৪) ও ডাঃ উমেশ মিশ্র (৪৫) বলেন যে পুরাদিত্যের রাজধানী ছিল জনকপুরের নিকটবর্ত্তী রাজবনৌলী গ্রামে। বিদ্যাপতি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন যে সেই নৃপ পুরাদিত্য এই গ্রন্থ

[illegible] হিতকাম্যয়া নৃপবরোঽনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসব পদ্ধতিং স তনুতে দৃষ্ট্বা নিবন্ধস্থিতিম্ ॥৬

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী (Indian Antiquary, 1885, PP. 192—3).

(৪২) যস্য ক্ষীরসমুদ্রযশসো রামস্য সৌমিত্রিবৎ
ক্ষৌণীমণ্ডল মণ্ডনো বিজয়তে শ্রীচন্দ্রসিংহোঽনুজঃ ॥

মৌলীমালানুকারে শিরসি শশিকলা যাবদেতস্য [illegible]
কীর্ত্তিঃ শ্রীধীরসিংহ ক্ষিতি [illegible] [illegible] চাস্তু ॥

India Govt Ms No 4760, পৃঃ [illegible] ক।

(৪৩) সর্ব্বাদিত্যতনুজস্য দ্রোণবারমহীপতেঃ
গিরিনারায়ণস্যাজ্ঞাং পুরাদিত্যস্য পালয়ন্ ॥
অল্পশ্রুতোপদেশায় কৌতুকায় বহুশ্রুতাম।
বিদ্যাপতিস্সতাং প্রীত্যৈ করোতি লিখনাবলীম্ ॥

লিখনাবলী। প্রথম শ্লোক

[illegible] দারভাঙ্গা হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমি দেখি নাই। ডাঃ উমেশ মিশ্রের 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' হইতে উপরের শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

(৪৪) শিবনন্দন ঠাকুরকৃত মহাকবি বিদ্যাপতি পৃঃ ২০

(৪৫) ডাঃ উমেশ মিশ্র—বিদ্যাপতি ঠাকুর পৃঃ ২৮

শিখাইয়াছেন যিনি শত্রুকুলকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ধন অর্থীদিগকে দিয়াছেন, আপন বাহুবলে সপ্তরীদেশ জয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থিতি করাইয়াছেন, এবং আপন জ্ঞাতিদের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন যে অর্জ্জুন ভূপতি, তাঁহাকে যুদ্ধে মারিয়াছেন (৪৬)। আদর্শ পত্রগুলিতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার আচার ব্যবহারেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—যথা দাসদাসীর ক্রয় বিক্রয় চলিত, জমি মাপিয়া ও ফসল দেখিয়া ভূস্বামী খাজনা আদায় করিতেন ইত্যাদি। পত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানীতে ২৯৯ লক্ষণ সম্বৎ তারিখ আছে বলিয়া মনে হয় যে বিদ্যাপতি ইহা ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন।

(৪৬) জিত্বা শত্রুকুলং তদীয় বসুভির্যেনার্থিনস্তর্পিতা
দোর্দর্পার্জ্জিত সপ্তরী জনপদে রাজ্যস্থিতিঃ কারিতা।
সংগ্রামেঽর্জ্জুন ভূপতির্বিনিহতো বন্ধো নৃসংশান্বিতঃ
তেনেয়ং লিখনাবলী নৃপপুরাদিত্যেন নির্মাপিতা॥

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (Journal of Letters, p. 27) ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শিবানন্দ ঠাকুর (পৃঃ ২১) "বন্ধো" পাঠ ধরিয়াছেন। কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উমেশ মিশ্র উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত না করিয়া এক কাহিনী লিখিয়াছেন যে শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি লখিমাদেবী এবং সম্ভবতঃ শিবসিংহের অন্যান্য পরিবারবর্গকে লইয়া ২৯৯ ল, স, এর কাছাকাছি সময়ের জিবনৌলীতে রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয় লন। সেখানে জলাশয় পর্য্যাপ্ত ছিল না বলিয়া বিদ্যাপতি এক বড় পুষ্করিণী খনন করান ও উহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যজ্ঞ করান। "অর্জ্জুন নামক এক বৌদ্ধ মত কা রাজা বহাঁ সপ্তরী মেঁ রাজ করতা থা, উস কে সাথ জো ঔর ভী বৌদ্ধ থে, সবোঁ নে মিল কর ইস যজ্ঞ মেঁ বড়া উপদ্রব কিয়া। পহলে তো শাস্ত্রচর্চ্চা চলী জো পীছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধমে পরিণত হো গই, ঔর অন্ত মে দোনবারবংশীয় মৈথিল ব্রাহ্মণ রাজা পুরাদিত্য কী সহায়তা সে বৌদ্ধলোগ মার ভগাএ গএ ঔর উন কা রাজা অর্জ্জুন যুদ্ধ মেঁ মারা গয়া। উস কা ধন সব ব্রাহ্মণোঁ কো বাঁট দিয়া গয়া। সপ্তরী পরগণা পুরাদিত্য কে রাজ্য মে মিলা দিয়া গয়া। যহীঁ পর বিদ্যাপতি নে 'লিখনাবলী' লিখী থী" (পৃঃ ৪৩)।

ডাঃ সুকুমার সেন আকরগ্রন্থ বা পুথির উল্লেখ না করিয়া শ্লোকটী ছাপিবার সময় "বন্ধো নৃশংসান্বিতঃ" পাঠের পরিবর্ত্তে "বৌদ্ধো নৃশংসান্বিতঃ" পাঠ ধরিয়াছেন। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন —"যাঁরা মনে করেন যে এই অর্জ্জুন ভূপতি ছিলেন তীরহুতের ব্রাহ্মণ—রাজবংশীয় অর্জ্জুনসিংহ তাঁরা নিতান্ত ভ্রান্ত। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইনি যদি নেপালের জয়ার্জ্জুনমল্লদেব (রাজ্যকাল চতুর্দশ শতকের শেষপাদ)—হন তা' হলে বিদ্যাপতির প্রথম রচনা এই লিখনাবলী। নেপালের রাজবংশ তখন পুরাপুরি বৌদ্ধ না হোক বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল খুবই" (বিদ্যাপতি গোষ্ঠী—পৃঃ ১৮) Bendall এর The History of Nepal and Surrounding Kingdoms (J. A. S. B. Vol. LXXII, Part 1, 1903, p. 27) দেখা যায় যে জয়ার্জ্জুনমল্লের রাজ্যকালে লিখিত পুথিতে ১৩৬৩ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেপাল রাজদরবারের পুথির বিবরণ পৃঃ ৩১), ১৩৭১ (ঐ পৃঃ ৮৮) ও ১৩৭৬ (ঐ পৃঃ ১২১)

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে কবি কীর্ত্তিলতায় (১) কামেশ্বর, তৎপুত্র (২) ভোগীশ রায়, তৎপুত্র (৩) গঅনেস বা গঅন রাঅ এবং তাঁহার তিনপুত্র (৪) বীরসিংহ (৫) কীর্ত্তিসিংহ ও (৬) রাঅসিংহের নাম ; ভূপরিক্রমায় (৭) দেবসিংহ ও (৮) শিবসিংহের নাম ; পুরুষ পরীক্ষায় (৯) ভবদেব সিংহ, তৎপুত্র দেবসিংহ ও তৎপুত্র শিবসিংহের নাম ; শৈবসর্ব্বস্বসারে ভবসিংহ, তৎপুত্র দেবসিংহ, তৎপুত্র শিবসিংহ, শিবসিংহের অনুজ (১০) পদ্মসিংহ ও তাঁহার স্ত্রী বিশ্বাসদেবীর নাম ; গঙ্গাবাক্যাবলীতে পুনরায় বিশ্বাসদেবীর নাম ; বিভাগসারে ভবেশ, তৎপুত্র (১২) হরিসিংহ ও তৎপুত্র দর্পনারায়ণের নাম ; দানবাক্যাবলীতে (১৩) নরসিংহ দর্পনারায়ণ ও তৎপত্নী (১৪) ধীরমতীর নাম ; এবং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে নরসিংহ ও তাঁহার তিনপুত্র (১৫) বীরসিংহ (১৬) ভৈরবসিংহ ও (১৭) চন্দ্রসিংহেব নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই পনরজন পুরুষ ও দুইজন নারীর মধ্যে ভবদেব, ভবসিংহ বা ভবেশের সহিত কামেশ্বরের কি সম্বন্ধ অথবা নরসিংহের সহিত শিবসিংহের কি সম্বন্ধ তাহা বিদ্যাপতি বলেন নাই। লিখনাবলীর অর্জ্জুন কে তাহার সম্বন্ধেও কবি নীরব। এসব বিষয়ে খবর পাইতে হইলে মিথিলার পঞ্জী আলোচনা কবিতে হইবে। কামেশ্বরের অধস্তন পুরুষদের মধ্যে তিনি (১) কীর্ত্তিসিংহ, (২) দেবসিংহ (৩) শিবসিংহ (৪) পদ্মসিংহ ও তাঁহার স্ত্রী বিশ্বাসদেবী (৫) নরসিংহ ও তাঁহার স্ত্রী ধীরমতী (৬) ধীরসিংহ, (৭) ভৈরবসিংহ ও (৮) চন্দ্রসিংহের নাম পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সংস্করণ পদাবলীতে দেখা যাইবে যে বিদ্যাপতি কামেশ্বরবংশীয়দের মধ্যে দেবসিংহের নাম চারটী পদে, হরিসিংহের নাম একটি পদে, শিবসিংহের নাম ১৯৮টি পদে (৮ হইতে ২০৫ পর্য্যন্ত), বিশ্বাসদেবীর পতি পদ্মসিংহের নাম একটি পদে (২০৬ সংখ্যক পদ), অর্জ্জুন রায়ের নাম পাঁচটী পদে (২০৭-২১১ সংখ্যক পদে), কুমার অমরসিংহের নাম দুইটী পদে (২১২ ও ২১৩), কংসদলননারায়ণসুন্দর ধীরসিংহের নাম একটি পদে (২১৪ সংখ্যক পদ), রাঘবসিংহের নাম তিনটী পদে (২১৫-২১৭ সংখ্যক পদ), ও নৃপ রুদ্রসিংহের নাম একটী পদে (২১৮ সংখ্যক পদ)

খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। বেণ্ডল্ সাহেব যে বংশাবলী [illegible] তাহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জয়ার্জ্জুন ৪৬৭ নেপাল অব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ৫০২ নেপাল অব্দে অর্থাৎ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লিখনাবলীতে উল্লিখিত ২৯৯ ল. স. বা ১৪১৭—১৮ খৃষ্টাব্দের ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে জয়ার্জ্জুনমল্লের মৃত্যু হইয়াছিল ; সুতরাং লিখনাবলীর অর্জ্জুন জয়ার্জ্জুনমল্ল হইতে পারেন না।

সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। সম্রাট অমর, রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহের সহিত কামেশ্বর বংশীয় শিবসিংহ, ধীরসিংহ প্রভৃতির কি সম্বন্ধ তাহাও জানা প্রয়োজন। সে জন্যও মিথিলার পঞ্জীর সাহায্য লইতে হইবে (৪৭)।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জন বীমস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শিবনন্দন ঠাকুর পর্যন্ত সকল লেখকই পঞ্জী হইতে বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেকের দেওয়া বংশাবলীর খবরের সঙ্গে বিদ্যাপতির নিজের লেখা সংবাদের কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এরূপ পার্থক্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির উক্তিই প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে, কেননা তিনি সমসাময়িক এবং তাঁহার উক্তিতে ভুলভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা কম। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৪৮) ও তাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদক জন বীমস (৪৯) পঞ্জীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছিলেন যে শিবসিংহের তিন পত্নী— রাণী পদ্মাবতী, রাণী লখিমা দেবী ও রাণী বিশ্বাসদেবী—তাঁহার পরে পর্য্যায়ক্রমে রাজ্য করেন ও তৎপরে শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা নরসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে শিবসিংহের ছোটভাই পদ্মসিংহ তাঁহার রাণী পদ্মাবতীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং বিশ্বাস দেবী পদ্মসিংহের স্ত্রী না হইয়া শিবসিংহের স্ত্রী হইয়া গিয়াছেন (৫০)। সারদাচরণ মিত্রের সংগৃহীত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় অযোধ্যাপ্রসাদকৃত উর্দ্দু ভাষায় লিখিত দ্বারভাঙ্গার ইতিহাস হইতে যে বংশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে পদ্মসিংহের নামই নাই। সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত পঞ্জীর তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন "পঞ্জীগ্রন্থ অনুসারে দেবসিংহ তাঁহার (শিবসিংহের) পিতা ছিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী ও বিশ্বাসদেবী

(৪৭) বর্ত্তমান সংস্করণের ২৬ সংখ্যক পদ। ডাঃ সুকুমার সেন রামভদ্রপুরের পুথির অথবা শিবনন্দন ঠাকুরের 'মহাকবি বিদ্যাপতি" (দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১৯) ও 'বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদাবলী" না দেখিয়াই লিখিয়াছেন 'বিদ্যাপতির কোন পদে পদ্মসিংহ বিশ্বাসদেবীর উল্লেখ নাই।'

(৪৮) বঙ্গদর্শন ১২৮২ সাল, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

(৪৯) Indian Antiquary Vol IV, Oct 1875 পৃঃ ২৯৯।

"Sib Singh had three wives—the three Ranis mentioned above (Rani Padmavati Devi 1450 A D for 1½ years, Rani Lakhima Devi 1452 for 9 years and Rani Biswas Devi 1461 for 12 years) reigned in succession, and after them reigned Nara Singha, Sib Singh's cousin

(৫০) পদ্মসিংহ যে শিবসিংহের ছোট ভাই তাহা বিদ্যাপতি শৈবসর্ব্বস্বসারের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের সপ্তম শ্লোকে বিশ্বাসদেবীকে "পদ্মসিংহ ক্ষিতিপতিদয়িতা" বলা হইয়াছে।

তাঁহার মহিষী ছিলেন।" তিনি পাদটীকায় আরও বলিয়াছেন—"পঞ্জীগ্রন্থ—এই গ্রন্থে মৈথিল রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় আছে। এখানি অনেক বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রিয়াসন্ সাহেব সারদাচরণ মিত্রের উল্লিখিত ভূমিকার অনুবাদ Indian Antiquary তে বাহির করেন এবং পঞ্জীর ঐতিহাসিকতার প্রমাণ দিয়া একটি বংশলতা বাহির করেন (৫১)। উহাতে ভোগেশ্বরের নীচে লেখা হইয়াছে তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই (No issue)। কিন্তু কীর্ত্তিলতায় পাওয়া যায় যে তাহার বীরসিংহ, কীর্ত্তিসিংহ ও রাজসিংহ নামে তিনটী পুত্র ছিল। উহাতে ত্রিপুরসিংহের পুত্রের নাম সর্ব্বসিংহ দেওয়া হইয়াছে, অথচ অর্জ্জুনের নাম নাই। বর্তমান সংস্করণের ২০৮ সংখ্যক পদে "ত্রিপুর সিংহসুত অরজুন নাম" পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঝার পুরুষ-পরীক্ষার সংস্করণের পরিশিষ্টে কীর্ত্তিলতার কিছু উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া গ্রিয়ার্সন্ সাহেব ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি সংশোধিত বংশলতা বাহির করেন (৫২)। তাহাতেও বীরসিংহের নাম বাদ পড়িয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে গ্রিয়ার্সন্ চন্দ্রঝা সংগৃহীত স্থানীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে ভোগীশ্বর রাজা হইয়া তাহার ভাই ভবসিংহের সহিত রাজ্যভাগ করিয়া লন; কীর্ত্তিসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা অপুত্রক অবস্থায় মৃত হন এবং তাহারা ভোগীশ্বরের নিকট হইতে যে অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই অংশও ভবসিংহের অবস্তনদের হাতে আসে; সেই সময়ে ভবসিংহের বংশধর ছিলেন শিবসিংহ; তাঁহার বয়স ছিল পনর বৎসর এবং তিনি পিতা দেবসিংহের জীবিত অবস্থাতেই যুবরাজরূপে রাজ্য করিতেছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্যামনারায়ণ সিংহ ইংরাজী ভাষায় যে মিথিলার ইতিহাস প্রকাশ করেন তাহাতে তিনিও পঞ্জীর মতানুসারে কামেশ্বরের বংশলতা দেন ও উহাতে

(৫১) J A 1885 July, পৃঃ ১৮৭, পাদটীকা ২১: The [illegible] the most extra-ordinary series of records in existence It is composed of an immense number of palm-leaf mss. containing an entry for the birth and marriage of every pure Brahman in Mithila, they go back for many hundred years, the *Panjiars* say for more than a thousand. These *Panjiars* or hereditary genealogists, go on regular annual tours entering the names of the Brahmans born in each village during the past year, as they go along. The names are all entered, as no Brahman can marry any woman who has not been entered in the *Panj* and *vice versa*" গ্রিয়ার্সন্ সাহেব উক্ত প্রবন্ধের পঞ্চম পরিশিষ্টে (১৯৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"I here add a geneological tree of King Siva Sinha, which I have compiled from the *Panjis* of Mithila".

(৫২) Indian Antiquary 1899, March, পৃঃ ৫৮।

বিশ্বাসদেবীকে শিবসিংহের স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করেন (৫৩)। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শিবনন্দন ঠাকুর "মহাকবি বিদ্যাপতি" নামে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতেও (৫৪) ঐ বংশের পীঠিকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গঅনেসের অন্যতম পুত্র রাঅসিংহের নাম নাই, এবং ভৈরবসিংহকে ধীরসিংহের পুত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর পঞ্চম শ্লোকে ভৈরবসিংহকে ধীরসিংহের অনুজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পঞ্জীর এইসব গোলমাল হয়তো লক্ষ্য করিয়া সুপণ্ডিত ডাঃ উমেশ মিশ্র তাঁহার "বিদ্যাপতি ঠাকুর" গ্রন্থে কামেশ্বর বংশের কোন বংশলতা দেন নাই। সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরীর সুপণ্ডিত গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঝা পঞ্জী লইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন এবং মিথিলার প্রাচীন সমাজ ও ইতিহাসের অনেক অমূল্য তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন পঞ্জীতে ভুল খবর নাই, শুধু পড়িবার ও বুঝিবার দোষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকেরা নানারূপ ভুল সংবাদ দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির গ্রন্থে ও পঞ্জীতে যে সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা মিলাইয়া পড়িয়া পদাবলী বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত পীঠিকার সারাংশ দেওয়া যাইতে পারে :—
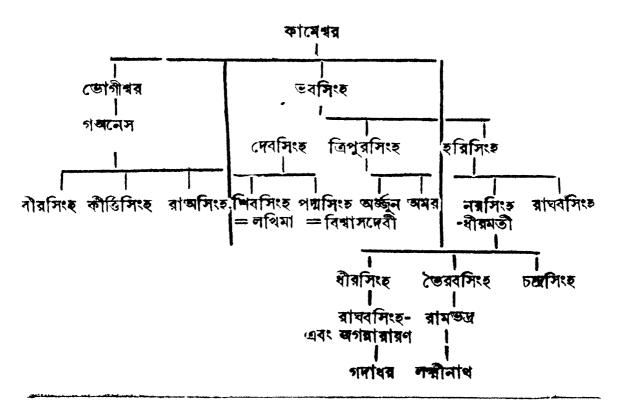
(৫৩) History of Tirhut, পৃঃ ৮৩—৮৪।

(৫৪) শিবনন্দন ঠাকুর কৃত মহাকবি বিদ্যাপতি, পৃঃ ২৭।

উক্ত পীঠিকায ২১৮ সংখ্যক পদে উল্লিখিত রুদ্রসিংহের নাম নাই। পণ্ডিত রমানাথ ঝা বলেন যে রুদ্রসিংহ ছিলেন বামেশ্ববেব পুত্র, মহামহাত্তক কুসুমেশ্বরের পৌত্র এবং শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা (৫৫)। কুমার অমর ও অর্জ্জুন উভযেই শিবসিংহের খুল্লতাত ত্রিপুবসিংহেব পুত্র (৫৬)। কামেশ্ববেব বংশে দুইজন রাঘব পাওয়া যায—প্রথম হইতেছেন শিবসিংহেব খুল্লতাত হরিসিংহের তৃতীয পুত্র বাজা বাঘবসিংহ বিজযনাবাযণ, দ্বিতীয হইতেছেন হরিসিংহেব পৌত্র ও ধীবসিংহেব পুত্র বাঘবসিংহ। বর্ত্তমান সংস্কবণ পদাবলীব ২১৫ হইতে ২১৭ সংখ্যক পদে উল্লিখিত বাঘবসিংহকে শিবসিংহেব খুড়তুতো ভাই বলিয়া ধরা অধিকতব যুক্তিসঙ্গত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিদ্যাপতির যে সকল গ্রন্থ ও পদ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাব মধ্যে প্রথম কীর্ত্তিলতা কীর্ত্তিসিংহেব বাজ্যকালে লেখা এবং শেষ দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী নবসিংহদেবেব জীবন কালে ধীবসিংহেব বাজত্বে ভৈববসিংহেব আদেশে লেখা। পুরুষ (generations) হিসাবে তিনপুরুষেব মধ্যেই কবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত কামেশ্বব বংশীয সমস্ত পৃষ্ঠপোষকেব নাম পাওযা যাইতেছে। কালানুযাযী এইসব পৃষ্ঠপোষকেব নাম সাজাইযা তাঁহাদেব আদেশে বা উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ বা পদেব উল্লেখ কবিতেছি—

১। কীর্ত্তিসিংহ—কীর্ত্তিলতা;

২। দেবসিংহ ভূপবিক্রমা ও ১, ৩, ৪, ৫, ৬ সংখ্যাক পদ (কীর্ত্তিসিংহের জ্ঞাতিকাকা);

৩। হবিসিংহ—৭ সংখ্যক পদ (দেবসিংহেব ভাই);

৪। শিবসিংহ—কীর্ত্তিপতাকা, পুরুষপবীক্ষা ও ৮ হইতে ২০৫ সংখ্যক পদ;

৫। পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবী—শৈবসর্ব্বস্বসাব, শৈবসর্ব্বস্বসাব প্রমাণভূত (শিবসিংহেব ভাই) পুবাণ সংগ্রহ, গঙ্গাবাক্যাবলী ও ২০৬ সংখ্যক পদ;

৬। অর্জ্জুন ও অমর—২০৭-২১১ এবং ২১২-২১৩ সংখ্যক পদ (শিবসিংহেব খুড়তুতো ভাই);

৭। বাঘবসিংহ—২১৫-১৭ সংখ্যক পদ (শিবসিংহেব খুড়তুতো ভাই হবিসিংহের পুত্র);

(৫৫) ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র—History of Maithil Literature, vol 1, পৃঃ ১৪ পাদটীকা ২৫।

(৫৬) ঐ—পৃঃ ১৩৫—৩৬ তে প্রদত্ত বংশলতা।

৮। রুদ্রসিংহ—২১৮ সংখ্যক পদ
(শিবসিংহেব জ্ঞাতিভ্রাতা);

৯। নরসিংহ ও ধীরমতী—বিভাগসাব, দানবাক্যাবলী
(শিবসিংহের খুড়তুতো ভাই হবিসিংহের পুত্র);

১০। ধীবসিংহ-ভৈববসিংহ-চন্দ্রসিংহ—দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী ও ২১৪ সংখ্যক পদ
(শিবসিংহের খুড়তুতো ভাইযের ছেলে)।

কামেশ্বব বংশের রাজা রাণী ও রাজকুমাব ছাড়া বিদ্যাপতি অপর কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদেব মধ্যে তিনজন সম্ভবতঃ ঐ বংশেরই মন্ত্রী এবং অপর দুইজন মুসলমান। মন্ত্রীদের নাম রেণুকাদেবীর পতি মহেশ্বর (২১৯-২২১ সংখ্যক পদ) জুড়মদেবীর কান্ত মহেশ্বর (২২২ সংখ্যক পদ), রূপিণী দেবীর পতি রতিধর (২২৪ সংখ্যক পদ), 'দসা সএ অবধান' অর্থাৎ যে দশ শত বিষয একসঙ্গে অবধান কবিতে পারে এমন 'রাএ দামোদর'। ইঁহারা কোন রাজার মন্ত্রী ছিলেন, কোন সমযে জীবিত ছিলেন প্রভৃতি বিষয়ে আমবা কিছুই জানি না। ২২৫ সংখ্যক পদে উল্লিখিত মালিক বহারদিন সম্বন্ধেও আমরা কোন তথ্য অবগত নহি। নগেনবাবু লিখিযাছেন যে ঐ ব্যক্তি "দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান গাযক ছিলেন", কিন্তু ফেরিস্তা ও তারিখ-ই-মোবারকশাহীতে বড বড সেনাপতির উপাধি দেখা যায মালিক।

বর্ত্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় পদটীতে বিদ্যাপতি "মহলম জুগপতি গ্যাসদীন সুলতানের" দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কবিতেছেন দেখা যায। ইঁহাব প্রকৃত নাম ঘিযাস্-উদ্-দীন্ আজম শাহ। ইঁহার পিতা সিকন্দাব শাহ, পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সামস্ উদ্-দীন ইলিয়াস শাহ। ইনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সম্ভবতঃ ৭৯৩ হিজরীতে বাংলাব সিংহাসনে অধিবোহণ করেন। তাঁহাব যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিযাছে তাহাদের তাবিখ ৭৯৫ হইতে ৮১৩ হিজরী। স্যার যদুনাথ সবকার তাঁহাব রাজ্যকাল ১৩৮৯ হইতে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন (৫৭)। ঘিয়াস্ উদ্-দীন্ জৌনপুরেব প্রথম সুলতান খাজা জাহান বা মালিক সরভারকে (১৩৯৪-১৩৯৯) হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট ইয়ুংলো বাংলায় দৌত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ঘিয়াস্-উদ্-দীন্ ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে নিজেব দুত পাঠাইয়াছিলেন। কথিত আছে সুপ্রসিদ্ধ

(৫৭) History of Bengal, Vol II, পৃঃ ১১৩। নগেন গুপ্ত (ভূমিকা, পৃঃ ৩৸৶০) ও ডাঃ উমেশ মিশ্র (পৃঃ ৪৭) ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে ঘিয়াস্-উদ্-দীনের মৃত্যু ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে হয়।

কবি হাফেজ ইঁহাকে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী সুলতানকে বিদ্যাপতির পক্ষে কবিতা উপহার দেওয়া স্বাভাবিক। প্রশ্ন হইতেছে যে এই কবিতা তিনি মিথিলায় জৌনপুরের অধিকার স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কি পরে পাঠাইয়াছিলেন? মালিক সরভার ১৩৯৫ হইতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ত্রিহুতে নিজের অধিকার স্থাপন করেন (৫৮)। তাঁহার ত্রিহুত বিজয়ের পর বিদ্যাপতি বাংলার সুলতানকে পদ লিখিয়া উপহার দিতে সাহসী হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ—যদিও ঘিযাস্-উদ্-দীনের সহিত সারভাবের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া ঐরূপ উপহার দেওয়া রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত নাও হইতে পারে। ঐ পদটী ঘিযাস্-উদ্-দীনের জীবিতকালে অর্থাৎ ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ বা তাহার পূর্ব্বে যে লিখিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নগেনগুপ্তের সংস্করণের ৪৮৪ সংখ্যক পদে হুসেন শাহের, ৮০১ সংখ্যক পদে রাউ ভোগিসরের, ৩৪ সংখ্যক পদে রাএ নসবৎসাহের, ৪৪ সংখ্যক পদের "কীর্ত্তনানন্দ" ধৃত পাঠান্তরে পঞ্চ গৌড়েশ্বর নসীর শাহের এবং ৫২৯ সংখ্যক পদে আলমশাহের নাম পাওয়া যায়। এই পদগুলিকে আমরা বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ রচনা বলিয়া কেন মানিয়া লইতে পারি নাই তাহার বিচার করিতেছি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৮৪ সংখ্যক পদের ভণিতা রূপে ছাপিয়াছেন—

ভনই বিদ্যাপতি নব কবিসেখর
পুহবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা॥

পদটীর নীচে তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণীতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ উভয় আকর গ্রন্থের মধ্যে যে কোন পাঠান্তর আছে এমন কথা নগেনবাবু বলেন নাই। তাঁহার তালপত্রের পুঁথি নিখোঁজ হইয়াছে, কিন্তু দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত রাগতরঙ্গিণীর ৬৭ পৃষ্ঠায় ভণিতাটী নিম্নলিখিত রূপে রহিয়াছে—

ভনই জসোধর নব কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহা।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা॥

(৫৮) Cambridge Shorter History of India. পৃঃ ২৬২—"Sarvar extended his authority not only over Oudh, but also over the Doab, as far as Koil, and on the east into Tirhut and Bihar".

রাগতরঙ্গিণীর এই আসল পাঠটী বদলাইয়া নগেনবাবু জসোধরের স্থানে বিদ্যাপতি বসাইয়াছিলেন এবং এই পরিবর্ত্তনের জন্য বিদ্যাপতির জীবনকাল অসম্ভবরূপে দীর্ঘ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল (৫৯)। জসোধর বা যশোধরের এই পদটীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বিদ্যাপতির আলোচনাকারীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে নবকবিশেখর বা কবিশেখর ছিল বিদ্যাপতির উপাধি। এই পদটী বিদ্যাপতির রচনা নহে প্রমাণিত হওয়ায় নগেনবাবুর তালপত্রের পুঁথির না হউক, অন্ততঃপক্ষে তাঁহার দ্বারা উহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

নগেনবাবুর ৮০১ সংখ্যক পদটীতে রাউ ভোগিসরের নাম আছে এবং এটীরও আকর তালপত্রের পুঁথি। কিন্তু উহার ভাষা এত আধুনিক, ভাব এত তরল ও রচনাশৈলী এত নিকৃষ্ট যে উহাকে বিদ্যাপতির বাল্যকালের রচনা বলিয়াও স্বীকার করা যায় না (৬০)। রাউ ভোগিসর যদি কীর্ত্তিসিংহের পিতামহ ভোগীশ্বর হন,

(৫৯) নগেন বাবু ঐ পদের টীকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত হুসেন শাহ "বঙ্গদেশের পাঠান শাসন কর্ত্তা"। হুসেন শাহের রাজ্যকাল হইতেছে ১৪৯৩—১৫১৯ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যাপতি তাঁহার রাজ্যকালে জীবিত থাকিতে পারেন না বুঝিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ঐ হুসেন শাহ হইতেছেন জৌনপুরের সুলতান, যিনি ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় রাগতরঙ্গিণীর পাঠ দেখিলে আর এরূপ অনুমান করিতেন না।

(৬০) পদটী এই :—

মোরাহি রে অঁগনা চাঁদন কেরি গছিআ
তাহি চঢ়ি কুররএ কাকরে।
সোনে চঞ্চু বঁধএ দেব মোঞে বাঅস
জঞো পিআ আওত আজ রে॥
গাবহ সহি লোরি ঝুমরি মঅন
আরাধনে জাঞু॥
চউদিস চম্পা মউলি ফুললি
চান্দ উজোরিএ রাতি।
কইসে কএ মঅন অরাধবা রে
হোইতি বড়ি রতি সাতি॥
বিদ্যাপতি কবি গাবিআ রে
তোঁকে অছ গুনক নিধান।
রাউ ভোগিসর গুন-নাগরা রে
পদমা দেবি রমান॥

অর্থাৎ আমার অঙ্গনে চন্দন বৃক্ষের সারি, তাহাতে বসিয়া কাক মুহু মুহু ডাকিতেছে। হে বায়স!

এবং বিদ্যাপতি যদি তাঁহার সময়ে কবিতা লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার রচনা কাল চার পুরুষের জীবনব্যাপী হয়। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর নিহত হন। ঐ পদটী বিদ্যাপতির রচনা হইলে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভোগীশ্বরের রাজ্যকালে কবির বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ হওয়া দরকার অর্থাৎ ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার জন্ম হইয়াছিল মানিতে হয়। কীর্ত্তিলতা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই; অথচ তাহাতে কবি নিজেকে খেলন কবি বলিয়াছেন। ও বালচন্দ্রের সহিত নিজেকে তুলনা করিযাছেন। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইলে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বযস হয ৫০ বৎসর। পঞ্চাশ বৎসর বযসের লোক নিজেকে খেলন কবি বলিযা পরিচিত করেন না। ঐ পদটী অন্য কেহ লিখিয়া বিদ্যাপতির নাম দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

নগেনবাবুর ৩৪ সংখ্যক পদটী রাগতরঙ্গিণীর ৪৪ পৃষ্ঠা হইতে লওয়া। পদটীর শেষ দুই চরণ এই—

কবিশেখর ভণ অপরুব রূপ দেখি।
রায় নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি॥

এই পদের নীচে লোচন লিখিযাছেন।

"ইতি বিদ্যাপতেঃ" তাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় পদকল্পতরুর ১৯৭সংখ্যক পদের ভণিতা হইতে। ঐ পদটী রাগতরঙ্গিণীতে প্রদত্ত পদের বাংলা সংস্করণ বলিযা মনে করা যাইতে পারে।

উহার ভণিতায আছে—

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গরগর অন্তর॥

কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়; আর পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ভণিতায় যে পদ আছে তাহার ভাষা দেখিয়া মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিতে

যদি প্রিয়তম আজ আসে তো তোমার চঞ্চু সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব। সখি ঝুমরিলোরি গান ক... মদন আরাধনায় যাইব। চৌদিকে চম্পক ও মল্লিকা ফুটিয়াছে; রাত্রি চাঁদের কিরণে উজ্জ্বল। কিরূপে মদনের আরাধনা করিব? রতির বড় শাস্তি হইবে (নগেন বাবুর অনুবাদ, বড় রতি শান্তি হইবে)। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, তোমার জন্য গুণনিধান গুণী নাগর পদ্মাদেবীর বল্লভ রাউ ভোগিসর আছেন।

পদটী পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যবিহীন। প্রথমে নাগরের আসার কথা, পরে নায়িকার অভিসারের কথা আছে। চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বল রাত্রিতে কাক ডাকে না।

উহা আরোপ করা কঠিন। এইসব কারণে আমরা পদটীকে সন্দিগ্ধশ্রেণীতে স্থান দিযাছি। যদি ঐ পদ বিদ্যাপতির রচনা হয়, তাহা হইলে উক্ত নসরদশাহ গৌড়ের সুলতান হুসেনশাহের পুত্র নসরদশাহ হইতে পারেন না। হুসেনশাহের রাজ্যকালে যদি বিদ্যাপতির জীবিত থাকা সম্ভব না হয, তাঁহার পুত্রের রাজ্যকালে কবির পক্ষে পদ রচনা করা আরও অসম্ভব হয। পদে উল্লিখিত নসরদ শাহ সম্ভবতঃ ফিরোজ তুঘলকের পৌত্র নসরৎখান তুঘলক। ইনি ফিরোজের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ দীন মামুদ তুঘলকের সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন ও ১৩৯৫ হইতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজেকে সুলতান বলিযা ঘোষণা করিযাছিলেন।

নগেন্দ্রবাবুর ৪৪ সংখ্যক পদটী কোন মৈথিল পুথিতে বা নেপালের পুথিতে পাওয়া যায় নাই। ইহা বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংগৃহীত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি (পৃঃ ১১) ও পদকল্পতরুতে (২০১ পদ) এবং কীর্ত্তনানন্দে পাওযা যায়। প্রথমোক্ত পদসংগ্রহের গ্রন্থ দুইখানিতে ভণিতা আছে—

চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

কিন্তু কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা—

নসীর শাহ ভাণে মুঝে হানল নয়ন বাণে
চিরে জীব রহু পঁচ গৌড়েসর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

মূলে নসীরশাহ না থাকিলে পরবর্ত্তী কোন অনুলিপিকারের পক্ষে তাঁহার নাম বসাইয়া দেওয়া সম্ভব মনে হয না। এই পঞ্চগৌড়েশ্বর নসীরশাহ হইতেছেন সুলতান নসির-উদ্-দীন মামুদ (১৪৪২-১৪৫৯)। ঘিযাস-উদ্-দীন আজম শাহকে কবি যেমন প্রথম নাম ধরিযা গ্যাসদীনে বলিয়াছেন, তেমনি এখানেও উক্ত সুলতানের প্রথম নাম ধরিযা নসির বলা হইয়াছে মনে হয। রাগতরঙ্গিণীর ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায যে কংসনারাযণ নামে এক কবি ভণিতায লিখিতেছেন—

সুমুখি সমাদ সমাদরে সমদল নসিরাসাহ সুরতানে।
নসিরাভূপতি সোরম দেই পতি কংসনরাএণ ভাণে॥

কংসনারাযণ হইতেছে ভৈরব সিংহের পৌত্র লক্ষ্মীনাথের বিরুদ। দেবী মাহাত্ম্যের এক পুথির পুষ্পিকা হইতে জানা যায যে ইনি ১৫১১ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন সুতরাং তাঁহার ভণিতায যে নসিরাসাহের নাম আছে তিনি হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ (১৫১৯-১৫৩২)। নগেনবাবুর ৪৪ সংখ্যক পদের নসিরাসাহ যদি

নসরৎশাহ হন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে পদটী কংসনারায়ণের নিজের অথবা তাঁহার রাজসভার কবি গোবিন্দদাস অথবা শ্রীধরের রচনা হইতে পারে। উক্ত তিনজন কবিই বিদ্যাপতির অনুকরণকারী এবং তাঁহাদের রচিত পদে পরবর্ত্তীকালে বিদ্যাপতির নাম ভণিতায় ঢুকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। কেবলমাত্র বাংলাদেশে ঐ পদটী পাওয়া যাইতেছে বলিয়া কেহ এরূপ তর্কও তুলিতে পারেন যে উহা শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য ছোট বিদ্যাপতির রচনা।

নগেনবাবু বিদ্যাপতিকে এক আলমশাহের সহিতও সংযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সংস্করণের ৬ সংখ্যক নানা বিষয়ক পদটী (পৃঃ ৫২৯) তিনি কোথায় পাইয়াছেন লেখেন নাই; কিন্তু টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন "মৈথিল পুঁথিতে টীকা আছে—'বিদ্যাপতি কাঁ উপাধি দশাবধান ছল যে দিল্লী দরবার সে ভেটল ছল'— বিদ্যাপতির উপাধি দশাবধান ছিল যাহা দিল্লী দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে বন্দী শিবসিংহকে দিল্লীর বাদশাহ বিদ্যাপতির গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মুক্ত করিয়া দেন। এই প্রবাদের যাথার্থ্য কতক এই পদ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। আলমশাহ কে ঠিক বলিতে পারা যায় না।" আমরা কিন্তু পদটীকে রাগতরঙ্গিণীতে (৬১) নিম্ন আকারে পাইতেছি—

উপর পয়োধর নখরেখ সুন্দর মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জানি সুমেরু সসিখণ্ড উদিত ভেল জলধরজালে ঝাঁপলা॥
অভিসারিণি হে কপট করহ কাঁ লাগী।
কোন পুরুষ গুণে লুবুধ তোহর মন রয়নি গমওলহ জাগী॥
কারনে কওঁনে অধর ভেল ধুসর পুনু কোনে আরত দেলা।
দুধক পরসে পবার ধবল ভেল অরুণ মঞ্জিউ ভএ গেলা॥
নবিপনারি গজে গঞ্জি নড়াউলি পরসলি সুর কিরণে।
ঐসন দেখিয় কপট করহ জনু বেকত লুকাওব কওনে॥
দস অবধান ভন পুরুব পেম গুণি প্রথম সমাগম ভেলা।
আলমসাহ প্রভু ভাবিনি ভজিরহু কমলিনি ভমর ভুললা॥

রাগতরঙ্গিণীতে ইহার নীচে এমন কোন টিপ্পনী নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে ইহা বিদ্যাপতির রচনা অথবা 'দসাবধান' বিদ্যাপতির উপাধি। নগেনবাবু ঐ পদের পাঠ বদলাইয়া 'উপরে পয়োধর' স্থানে 'গোর পয়োধর' ও 'ঝাঁপলা' স্থলে 'ঝপলা'

..., ..সত্যব্রজদত্ত, পৃঃ ৮৩।

করিয়াছেন মাত্র। এই পদটী যে বিদ্যাপতির রচনা এরূপ কোন প্রবাদ বাংলা-দেশেও নাই। কেননা ঐ পদটী ভাঙ্গিয়া পদকল্পতরুর ২৪৫ সংখ্যক পদ হইয়াছে, অথচ উহাতে কোন ভণিতা নাই—

অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোহারি মন
রজনী গোঙায়লি জাগি॥
জনু পদ্মারি গজ গেহ নচায়ল
পরশল সুবকি রমণে।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত লুকায়ত কোনে॥
দুধক পরশে পঙার ধরা ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল।
গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল॥

বিদ্যাপতির যুগে সৈয়দ বংশের এক আলমশাহ ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে ও বাদাউনে বাস করেন। তিনি শিবসিংহের সমসাময়িক হইতে পারেন না কেননা কাব্যপ্রকাশবিবেকের পুথিতে পাওয়া যায় যে শিবসিংহ ১৪১০ খৃষ্টাব্দে মিথিলায় রাজা করিতেন, আর ১৪৪৪-৪৮ খৃষ্টাব্দ নরসিংহ দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র ধীরসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন। আলমশাহ একজন নগণ্য নরপতি ছিলেন (৬২) এবং তাঁহার সহিত মিথিলার কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ না থাকার সম্ভাবনা বেশী (৬২)। প্রবাদ যে শিবসিংহ দিল্লীর কোন সুলতানের

(৬২) আলমশাহ কি ধরণের সুলতান ছিলেন তাহা Cambridge Shorter History (পৃঃ ২০৯)র নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে—"When Muhammad died in 1444, no point on his frontier was more than forty miles distant from Delhi, and the kingdom inherited by his son who took the title of Alam Shah or 'world king', comprised little more than the city and the neighbouring villagee He was more feeble minded and mean-spirited than even his father had been, and in 1447 when he marched to Budaun, he found that city so attractive that he decided, in spite of the protests of his adviser, to reside there rather than at Delhi, and in 1448 he retired thither, leaving the control of affairs at the capital in the hands of his two brothers-in-law" 'Chronicles of Pathan Kings of Delhi'র গ্রন্থকার টমাসের মতে আলমসাহ ১৪৬০ হইতে ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সহিত যুদ্ধ করেন ও বন্দী হন। এই প্রবাদ কতটা সত্য তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য বিদ্যাপতির সময়ের ও তাহার কিছু আগেব ও পরের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যাপতি কিরূপ পাবিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কবিতা বচনা কবিযাছিলেন তাহা বুঝিবাব জন্যও এই আলোচনার আবশ্যকতা আছে।

৪

বিদ্যাপতির যুগে মিথিলা ও উত্তর ভারত

পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথমার্দ্ধকে গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির যুগ বলিয়া ধবিযাছেন (৬৩)। ঐ সময়েব কিছু পূর্ব্বে ও কিছু পরেও তিনি কোন কোন কবিতা ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ পঞ্চাশ বৎসরই তাঁহাব রচনাব শ্রেষ্ঠ যুগ।

দিল্লীব তুঘ্‌লক্‌ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা ঘিযাস্‌-উদ্‌-দীন্‌ তুঘ্‌লক্‌ (১৩২০-২৫) ১৩২৪ খৃষ্টাব্দেব ২৫শে ডিসেম্বব তাবিখে মিথিলাব কর্ণাট বংশীয বাজা হবিসিংহদেবকে পবাজিত করিয়া ত্রিহুতকে দিল্লীব সাম্রাজ্যভুক্ত কবিযা লন (৬৪)। সেই সময় হইতে ত্রিহুতেব পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইল। ত্রিহুতে তুঘ্‌লক্‌ সাম্রাজ্যের একটি টাকশাল স্থাপিত হইল এবং তাহাব নাম হইল তুঘ্‌লকপুব উর্ফ ত্রিহুত। চম্পারণ জেলাব সিমবাওন পবগণাব নিকটবর্ত্তী ও বর্ত্তমান নেপাল বাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত সিমবাওন গড়েব দুর্গশোভিত বাজধানী হইতে পলাযন কবিযা হরিসিংহদেব নেপালে যাইযা কিছুদিন বাজ্য কবেন। ঘিযাস্‌-উদ্‌-দীন্‌ তুঘ্‌লক্‌ হরিসিংহদেবেব গুরুবংশেব কামেশ্বরকে সামন্তবাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কবেন। কামেশ্বব দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণী মহকুমাব অন্তর্ভুক্ত সুগৌণা নামক স্থানে বাজধানী স্থাপন করেন।

মহম্মদ বিন্‌ তুঘ্‌লকেব (১৩২৫-১৩৫১) রাজত্বেব শেষভাগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতাব সুযোগ লইযা পূর্ব্ব ভারতে অনেক হিন্দুসামন্তরাজা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কামেশ্বব তাঁহাদেব মধ্যে একজন ছিলেন কিনা জানা যায না। কিন্তু ১৩৪৫ ৪৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান সামস্‌-উদ্‌-দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) ত্রিহুত জয কবেন এবং নেপালেও অভিযান করেন।

(৬৩) গ্রিয়ার্সন ১৮৮১ হইতে ৫৪ বৎসবকাল বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পুরুষপরীক্ষার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"Vidyapati flourished and was a celebrated author during at least the first half of the 15th century" (পৃঃ ১১)।

(৬৪) জয়সোয়াল রাজনীতি রত্নাকরের ভূমিকা, পৃঃ ১৩।

নেপাল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত বিজয় অভিযান করেন এবং তৎপরে চম্পারণ ও গোরক্ষপুর জয় করিয়া লন (৬৫)। এই সময় সম্ভবতঃ চম্পারণ ও গোরক্ষপুরের রাজাদের মতন কামেশ্বরও সামস-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন। সেই জন্য দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ তুঘ্‌লক্ (১৩৫১ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ) যখন ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বেদী ও অযোধ্যা হইতে কুশী পর্য্যন্ত ভূভাগ পুনরধিকার করিলেন এবং বিশেষ করিয়া গোরক্ষপুর, করূষ ও ত্রিহুতের রাজাদিগকে দমন করিলেন (৬৬), তখন কামেশ্বরকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্র ভোগীশ্বরকে ত্রিহুতের সামন্ত নৃপতির পদ প্রদান করিলেন (৬৭)। ফিরোজ শাহের রাজত্বের শেষভাগে সাম্রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁহার ১৩৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দের সিন্ধু অভিযান নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান অথবা ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ভোগীশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাএ গএনেস রাজা হইলেন। কিন্তু সম্রাটের সুদূর সিন্ধুদেশে অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অসলান (সম্ভবতঃ অর্সলানের অপভ্রংশ) নামক এক ব্যক্তি গএনেসকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বতের চৈত্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবারে, অর্থাৎ ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঘটে বলিয়া বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতায় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

লক্ষ্মণসেন নরেশ লিহিঅ জবে পক্ষ পঞ্চ বে।
তম্মহু মাসহি পঢম পক্ষ পঞ্চমী কহিঅ জে॥
রজ্জলুদ্ধ অসলান বুদ্ধি বিক্কম বলে হারল।
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএণেসয় মারল॥ (৬৮)

(৬৫) History of Bengal, Vol. II, পৃঃ ১০৪-৫।

(৬৬) আফিফ কৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী।

(৬৭) Darbhanga District Gazetteer, 1907, পৃঃ ১৭—"The first of the line, Kameshwara was deposed by Firoz Shah in 1353, who gave the throne to his younger son Bhagisvare, who was his personal friend." ফিরোজসাহ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিল্লী হইতে অভিযানে বাহির হন। সুতরাং ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি ত্রিহুত জয় করিতে পারেন না। পঞ্জী অনুসারে ভোগীশ্বর কামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র নহেন। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতায় ভোগীশ্বরকে ফিরোজসাহের প্রিয়সখা বলিয়াছেন—

"পিঅসখ ভণি পিঅরোজসাহ সুরতান সমানল"

(৬৮) কীর্ত্তিলতা, দ্বিতীয় পল্লব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাবুরাম সাক্‌সেনা উভয়েই "পক্ষ পঞ্চবে"র অর্থ করিয়াছেন বে = ২ পঞ্চ = ৫, পক্ষ = ২ = ২৫২ সংখ্যা। কিন্তু জয়সোয়াল বলেন

এই অসলান কে তাহা জানা যায় না। তবে তিনি যে ইব্রাহিম শাহের জৌনপুর রাজ্যের সিংহাসনাধিরোহণের ২১ বৎসর পর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০২-৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলার একাংশে আধিপত্য করিতেছিলেন তাহা কীর্ত্তিলতার বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। ইব্রাহিম শাহের ত্রিহুতে অভিযানের সময় কীর্ত্তিসিংহ অসলানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাভূত করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে কীর্ত্তি-লতাতেও বিদ্যাপতির কবিত্ব শক্তির সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। কীর্ত্তিসিংহের সহিত অসলানের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনায় কবি অবহট্ট ভাষায় সংস্কৃত তোটক ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা —

হসি দাহিন হত্থ সমত্থ ভই।
রণরও পলট্টিঅ খগ্গ লই॥
তঁহি এক্কহি এক্ক পহার পলে।
জহি খগ্গহি খগ্গহি ধার ধরে॥
হঅ লগ্গিয় চঙ্গিম চারুকলা।
তরবারি চমক্কই বিজ্জুজ্বালা॥
টরি টোপরি টুট্টি শরীর রহে।
তনু শোণিত ধারহি ধার বহে॥

অর্থাৎ (অসলান) হাসিয়া রণরত যে দক্ষিণ হস্ত সমর্থ ছিল তাহাতে পালটিয়া খড়্গ লইলেন। যেখানে খড়্গে খড়্গে সংঘর্ষ হইল, সেখানে একের পর একে আঘাত পড়িল। অশ্ব সুন্দর চারুকলা দেখাইল। তরবারি হইতে যেন বিদ্যুৎপ্রভা বাহির হইতে লাগিল। দেহের অনেক জায়গা কাটিয়া গেল—শোণিতের ধারা বহিতে লাগিল।

যে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম যখন গএণেসের পুত্র কীর্ত্তিসিংহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন গএণেসের হত্যা ইব্রাহিমের রাজ্যকাল ১৪০১—১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন, এইজন্য তিনি 'জবে' শব্দটী 'যথন' অর্থে না লইয়া সংখ্যাবাচক জ — ৫, বে — ২ অর্থাৎ ৫২ বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ২৫২র সহিত এই ৫২ যোগ করিয়া ৩০৪ লসং = ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে হত্যার তারিখ নিরূপণ করিয়াছেন (J. B. O. R. S. Vol XIII, 1927, পৃঃ ২৯৭)। এরূপভাবে যোগ করিয়া তারিখ লেখার রীতি কোথাও ছিল না। তাহা ছাড়া আমরা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাব্যপ্রকাশবিবেকের পুঁথির (India Govt. Ms. Pol 1179) পুষ্পিকা হইতে জানিতে পারি যে ২৯১ লসং অর্থাৎ ১৪১০ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন। শিবসিংহের রাজ্যারম্ভের ১৩ বৎসর পরে গএণেসের মৃত্যু, তারপর কীর্ত্তিসিংহের রাজ্য, তারপর শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজ্য করা অসম্ভব।

১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ত্রিশ বৎসর মিথিলার অবস্থা কিরূপ ছিল? কীর্ত্তিলতায দেখা যায় যে এ সময়ে মিথিলায অরাজকতা দেখা দিয়াছিল—

ঠাকুর ঠক ভএ গেল, চোবেঁ চপ্পুবি ঘব লিজ্ঝিঅ।
দাসে গোসাঞ নিগহিঅ, ধম্ম গএ ধন্ধ নিমজ্জিঅ॥
খলে সজ্জন পবিভবিঅ কোই নহি হোই বিচাবক।
জাতি অজাতি বিবাহ, অধম উত্তম কাঁ পারক॥
অখ্খর—বস বুঝ্ঝ নিহাব নহি,
কই কুল ভমি ভিখ্খারি ভঁউ।
তিবহুত্তি তিবোহিত সব্বগুণে,
রাএ গএণেস জবে সগ্গ গঁউ॥

অর্থাৎ ঠাকুব বা সম্ভ্রান্ত লোক (barons) ঠক বা প্রবঞ্চক হইল; চোর ঘব দখল কবিল। দাস প্রভুকে নিগৃহীত কবিল; ধর্ম্ম ধন্ধে পড়িযা নিমজ্জিত হইল। খল সজ্জনকে পবাভূত করিল। বিচাবক কেহ থাকিল না। জাতি অজাতির মধ্যে বিবাহ হইল। অধম উত্তমেব উপব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কবিল। বিদ্যাবস বুঝিবাব লোক দেখা যাইল না। কুলীন ব্যক্তি ভিক্ষুকে পবিণত হইল। গএণেস স্বর্গগত হইলে তিবহুতেব সকল গুণ তিবোহিত হইল।

এই বর্ণনা পডিয়া মনে হয অবাজকতা বেশ কিছুদিন স্থাযী হইযাছিল। ২।৪ বৎসরেব মধ্যে জাতি অজাতিব মধ্যে বিবাহ হয না, বিদ্যাবস বুঝিবাব লোক বিরল হয না। এই অনুমানেব বিরুদ্ধে প্রশ্ন হইতে পারে যে এত দীর্ঘদিন অবাজকতা চলিলে কামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র ও ভোগীশ্বরেব ছোটভাই ভবেশ বা ভবদেব সিংহ রাজ্য করিযাছিলেন কখন? কীর্ত্তিলতাব বর্ণনা পডিযা তো মনে হয যে প্রথমে কামেশ্বর, তৎপরে ভোগীশ্বর, তাবপব গএণেস রাজা হন এবং গএণেসেব পর ইব্রাহিম কীর্ত্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসন দেন। অথচ বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষায ভবসিংহের উল্লেখ কবিতে যাইয়া শুধু 'ভুক্ত্বা বাজ্য সুখং' বলেন নাই, স্পষ্টভাবে তাঁহাকে নৃপতি আখ্যায অভিহিত করিযাছেন। শৈবসর্ব্বস্বসাবেও কবি তাঁহাকে ভূপতি বলিয়াছেন। মিসরু মিশ্র বিবাদচন্দ্রে ভবেশকে 'সার্ব্বভৌম বাজা' বলিযাছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য জয়সোযাল বলেন "The first king of this dynasty was the younger brother of Kamesa; he is called Bhavesa or

Bhavasinha in Mss. After 1370 he seems to have become king (৬৯)। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতায় কামেশ্বরকে "রাঅ" বা রাজা বলিয়াছেন ; সুতরাং কামেশ্বরকে তাঁহার বংশের প্রথম রাজা না বলিবাব কোন হেতু নাই। মিথিলার পঞ্জী অনুসারে ভবেশ কামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নহেন, কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় চণ্ডেশ্বর রাজনীতিরত্নাকর লেখেন (৭০)। যদি ভবেশ ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজ্যাধিরোহণ করিতেন, এবং তাহার পর চণ্ডেশ্বর ঐ গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাপতি গএণেসের হত্যার পর অরাজকতা হইয়াছিল বলিতেন না এবং বিদ্যাচর্চ্চা লোপ পাইয়াছিল বলিতেও সাহসী হইতেন না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন চন্দা ঝা কর্ত্তৃক সংগৃহীত মিথিলার ঐতিহাসিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন যে ভোগীশ্বর রাজা হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ভবসিংহের সহিত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন (৭১)। ভোগীশ্বর ও ভবেশ একই সময়ে রাজ্য করিতেন এবং অসলান কামেশ্বর বংশের উভয় শাখাকেই অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই অনুমানের স্বপক্ষে বিদ্যাপতির ভূপরিক্রমার প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে দেবসিংহ নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং বিদ্যাপতি তাঁহার ও শিবসিংহের নাম লইবার সময় তাঁহাদের সম্বন্ধে রাজা বিশেষণ প্রয়োগ করেন নাই। দেবসিংহ যদি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেন, তাহা হইলে সেই জায়গায় বসিয়া বিদ্যাপতির দ্বারা বই লেখাইতেন না। তিনি সপুত্র এবং অন্ততঃ কিছুকালের জন্য কবি বিদ্যাপতি সহ নৈমিষারণ্যে থাকিয়া সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

গএণেসের মৃত্যু সময়ে বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ হয়তো নিতান্ত শিশু ছিলেন। তাঁহাদের বয়স যখন ৩০।৩২ বৎসর হইল তখন তাঁহারা পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশায়

(৬৯) রাজনীতি রত্নাকরের ভূমিকা. পৃঃ ২৩।

(৭০) রাজ্ঞা ভবেশেনাজ্ঞপ্তো রাজনীতিনিবন্ধকম্।
তনোতি মন্ত্রিণামার্য্যঃ শ্রীমান্ চণ্ডেশ্বরঃ কৃতী॥
রাজনীতিরত্নাকর, ২য় শ্লোক।

(৭১) "Bhogiswara, when he came to the throne divided the kingdom with his brother Bhava Sinha. Kirtti Sinha died childless, and so did his brother, and the half of the kingdom which they inherited from Bhogiswara went over to Bhava Sinha's family, the representative of which then was Siva Sinha, who was a youth of fifteen years of age and was then reigning as Yuvaraja during the lifetime of his father Deva Sinha, and who from that time governed the whole of Tirhut". Indian Antiquary, 1899, p. 58.

জৌনপুরে যাইয়া ইব্রাহিমের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার নিকট যাইবার পূর্ব্বে হয়তো কামেশ্বর বংশের লোকেরা প্রথমে বাঙ্গলার সুলতান ঘিয়াস্-উদ্-দীন্ আজমশাহের এবং পরে দিল্লীর সুলতান নসরৎখানের সাহায্যে অসলানের কবল হইতে মিথিলা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় বিদ্যাপতির পদের ভণিতায় ঐ দুইজন নরপতির নামোল্লেখে।

১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজশাহের মৃত্যুর পর এক বাংলাদেশ ছাড়া উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র ঘোরতর অশান্তি দেখা দেয়। দিল্লীর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। ফিরোজের উত্তরাধিকারীরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া হীনবল হইয়া পড়িলেন। ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুলতান ফিরোজের পুত্র সুলতান মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার এক পুত্র মাত্র ৪৬ দিন রাজ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার অপর এক পুত্র মামুদ, নাসির্-উদ্-দীন্ মামুদ উপাধি ধারণ করিয়া সুলতান হইলেন; কিন্তু আমীর ও মালিকেরা ফতেখাঁর পুত্র ও ফিরোজের পৌত্র নসরৎ খাঁকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নাম হইল সুলতান নাসির্-উদ্-দীন্ নস্রৎশাহ। তারিখ-ই-মুবারক্শাহীতে দেখা যায় যে নস্রৎ খাঁ দোয়াব বা অন্তর্বেদীর জিলাগুলির ও সম্ভল, পাণিপথ, ঝাঝের ও রোহতকের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন, আর মামুদের অধীনে দিল্লীর চতুষ্পার্শস্থ কিছু ভূখণ্ড রহিল (৭২)। খাজা জাহান জৌনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। গুজরাত, মালব ও খান্দেশ দিল্লীর আনুগত্য ত্যাগ করিল। মামুদের ক্ষমতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলংয়ের আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হইল। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তৈমুর সমরখন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নস্রৎ খাঁ অন্তর্বেদ হইতে অভিযান করিয়া মীরাট এবং তথা হইতে দিল্লী অধিকার করিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইক্বাল্ কর্ত্তৃক পরাজিত হন ও মেওয়াটে প্রাণত্যাগ করেন (৭৩)। ঐ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া তারিখ-ই-মুবারক্শাহীর গ্রন্থকার বলেন যে গুজরাৎ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলি জাফর খাঁ ওয়াজিবুল্ মুল্‌কের কবলে; মুলতান, দীপালপুর ও সিন্ধুর অংশবিশেষ মসনদ আলি খিজর খাঁর অধীনে; মহোবা ও কলপি মামুদ খাঁর অধিকারে; কনৌজ, অযোধ্যা, আগ্‌রা, দালমৌ, সন্দিলা, বহরৈচ, বিহার ও জৌনপুর খাজা জাহানের অধীনে; ধর দিলওয়ার খাঁর অধীনে; সমানা খলিব খাঁর অধীনে এবং বিয়ানা

(৭২) তারিখ্-ই-মুবারক্শাহী J. B. O. R. S. ১৯২৭, পৃঃ ২৮..

(৭৩) ঐ পৃঃ ২৬৬-৬৭ (ডাঃ কমলকৃষ্ণ বসুর অনুবাদ)।

সামস্ খাঁ উহাদের শাসনভুক্ত ছিল। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য আদৌ ছিল না। চলচ্চিত্রের অভিনয়ের দ্রুত তালে রাজা, আমীর ও সুলতানদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। আজ যে রাজা, কাল সে নির্ব্বাসিত। কোন রাজ্যের সীমানাই স্থায়ী ছিল না। এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মিথিলায় অরাজকতা ও বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহের জৌনপুরে যাইয়া ইব্রাহিম শাহের সাহায্য প্রার্থনা করা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।

তৈমুরলংয়ের দিল্লী আক্রমণের পূর্ব্বেই বোধ হয় জৌনপুরের প্রথম সুলতান খাজা জাহান ত্রিহুতের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন (৭৪)। ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাজ্যাধিরোহণ করিয়াই যে ত্রিহুতে আসিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তারিখ্-ই-মুবারক্-সাহী হইতে জানা যায় যে ১৪০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মামুদ ও তাঁহার সেনাপতি ইক্বাল কনৌজ আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যখন দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধ বাধ হইয়াছিল তখন ইক্বালের প্রভুত্ব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুলতান মামুদ সহসা শিকার করিবার অছিলায় ইকবালকে ছাড়িয়া ইব্রাহিমের নিকট গেলেন। কিন্তু ইব্রাহিম তাঁহাকে কোন উৎসাহ না দেওয়ায় তিনি কনৌজে ফিরিয়া গেলেন (৭৫)। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে ইব্রাহিম ১৪০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন (৭৬)। সুতরাং ইব্রাহিম ১৪০২ হইতে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ত্রিহুতে আসিয়া কীর্ত্তিসিংহকে সামন্ত নৃপতির পদ প্রদান করেন।

বন্ধবজন উচ্ছাহ কর তিরহুতি পাইঅ রূপ।
পাতিসাহ জসু তিলক কর কিত্তিসিংহ ভউ ভুপ॥
কীর্ত্তিলতা, চতুর্থপল্লব।

কীর্ত্তিসিংহের রাজ্যাধিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (৭৭) ত্রিহুত জৌনপুরের সামন্তরাজ্য ছিল। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে জৌনপুরের

---

(৭৪) "In a short time he brought under his sway the chiefs of Kanauj, Kara, Oudh, Sandila, Dalamau, Baharaich, Bihar and Trihut and subdued the refractory Hindu chieftains" Tarikh-i-Mubarak Sahi, Elliot IV, p. 29.

(৭৫) J. B. O. R. S 1927, পৃঃ ২৬৯।

(৭৬) Briggs—Ferishta, Vol. IV. Ch VII.

(৭৭) History of Bengal, Vol II, পৃঃ ১৩৫। পূর্ণিয়া জেলার বারুর পরগণা গৌড়ের সুলতান রুকণ-উদ্-দীন বরবাকের অধীনে ছিল একথা আমরা দিনাজপুরে প্রাপ্ত ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের এক লেখা হইতে জানিতে পারি।

শেষ সুলতান হুসেন ত্রিহুত আক্রমণ করিয়া ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন দেখিতে পাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ৭৯ বৎসর জৌনপুরের সুলতানেরা দিল্লীর সুলতানদের অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী হইযাছিলেন। সেই যুগে যে দিল্লীর সাম্রাজ্যের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং মিথিলার শিবসিংহ বা তাঁহার পরবর্ত্তী অন্য কোন রাজার দিল্লীর সহিত সম্বন্ধ রাখার সম্ভাবনা ছিল না বলিলেই চলে। দিল্লীর অধিকার কনৌজের পূর্ব্বভাগে এ সময়ে স্থাপিত হয় নাই। ইব্রাহিম শাহের ভযে সৈয়দ বংশের মবারক শাহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ শাহ সন্ত্রস্ত ছিলেন। ইব্রাহিম শাহের পুত্র মামুদ শাহ (১৪৪০-৫৭) কয়েকবার দিল্লী আক্রমণ করেন। সৈযদ বংশের শেষ সম্রাট শাহ আলম (১৪৪৪-৫১) নিরুপদ্রব জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ছাড়িযা ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বাদাযুনে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং জৌনপুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মামুদ শাহের কনিষ্ঠ পুত্র হুসেনের হস্তে নিজের ভগিনীকে সম্প্রদান করেন। তিনি বাদাযুন হইতে ফিরিলেন না দেখিযা দিল্লীর ওমরাহগণ বাহলল লোদীকে সিংহাসনে বসাইলেন। শাহ আলমের ন্যায় অপদার্থ সম্রাট জৌনপুরের সামন্তরাজ্য ত্রিহুতের অধিপতি শিবসিংহকে বন্দী করিবেন এবং বিদ্যাপতি পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবেন ইহা অসম্ভব। বাহলল লোদী মামুদের আক্রমণে এতদূর বিপন্ন হইয়াছিলেন যে তিনি জৌনপুরের সামন্তরূপে দিল্লী শাসন করিতে সম্মত আছেন বলিযা সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু মামুদ ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের চতুর্থ সুলতান মামুদের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদও দিল্লীর উপর আক্রমণ চালান। মহম্মদের ভ্রাতা হুসেন (১৪৫৮-১৪৭৯) দুইবার দিল্লী আক্রমণ করেন ও প্রথমবার আক্রমণের সময় বাহলল পুনরায জৌনপুরের সামন্তরাজ্য হইতে রাজী হন। কিন্তু ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বাহলল জৌনপুরের সুলতানকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়।

মিথিলা জৌনপুরের সামন্তরাজ্যরূপে পরিগণিত হইলেও তথাকার হিন্দু নরপতিরা সর্ব্বতোভাবে জৌনপুরের অধীন হন নাই। ঐ যুগে হিন্দু সামন্তরাজদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সারদাচরণ মিত্র মহাশয ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় যে উক্তি করিয়াছিলেন, আজও তাহা প্রযোজ্য: "আফগান ও পাঠানেরা বঙ্গ ও বেহারে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিতান্ত মূর্খ ছিল; এজন্য প্রজাশাসনভার পূর্ব্ববৎ হিন্দুদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। হিন্দুরাজগণ মুসলমানদিগের

অধীনরাজ হইয়া তাহাদিগকে কর প্রদান করিতেন মাত্র, রাজ্য শাসনে হিন্দু রাজারাই একাধিপত্য করিতেন।"

কীর্ত্তিসিংহ ১৪০২ হইতে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। কেন না ১৪১০ খৃষ্টাব্দে আমরা শিবসিংহকে তীরভুক্তি বা ত্রিহুতের মহারাজাধিরাজরূপে দেখিতে পাই (৭৮)। দেবসিংহের জীবনকালেই যে শিবসিংহকে রাজা বলা হইত তাহা আমরা বিদ্যাপতির "পুরুষ পরীক্ষার" শেষের শ্লোকের "ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহ নৃপতিঃ" এই চরণ হইতে জানিতে পারি। "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনীর" তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকে দেখা যায় যে নরসিংহদেব বাঁচিয়া থাকার সময়েই তাঁহার পুত্র ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহকে রাজা বলা হইয়াছে। কামেশ্বর বংশের রাজারা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করাকে কুলধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন এই অনুমান করার কারণ আছে। ঐ বংশের রাজা, দেবসিংহের পিতা ভবেশের আজ্ঞায় রচিত "রাজনীতি রত্নাকরের" চতুর্দ্দশ প্রকরণে (রাজরক্ত রাজ্যদানম্) চন্দ্রেশ্বর লিখিয়াছেন—

(৭৮) "কাব্যপ্রকাশবিবেকের" পুথির (হাওয়া গবর্ণমেন্টের পুথির), (১১৭ক) পুষ্পিকায় ঐ তারিখ নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়—"ইতি তর্কাচার্য্য ঠক্কুর শ্রীশ্রীধর বিরচিতে কাব্যপ্রকাশ বিবেকে দশম উল্লাসঃ॥ শুভমস্তু॥ সমস্ত বিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুর নগরে সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া খৌয়াল সং শ্রীদেবশর্ম্মা বলিয়াস সং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা হস্তাভ্যাং।" লসং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০॥ (J. A. S. B ১৯১৫, পৃঃ ৩৯২)। শিবসিংহের রাজ্যকালের একটিমাত্র নিঃসন্দিগ্ধ তারিখ এই ২৯১ লসং বা ১৪১০ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যাপতি হয়তো শিবসিংহের নিকট হইতে বিসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঐ গ্রাম ভোগদখল করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ সময়ে দলিল হিসাবে সরকারের নিকট যে তাম্রপত্র দাখিল করেন তাহাতে দানপত্রের তারিখ লক্ষ্মণ সম্বৎ ২৯৩ (১৪১২ খৃষ্টাব্দ), শক ১৩২১ (১৩৯৯ খৃষ্টাব্দ), সম্বত ১৪৫৫ (১৪০০ খৃষ্টাব্দ) ও সন ৮০৭ লিখিত ছিল। আকবর ২৯৩ ল সং'র ১৭০ বৎসর পরে ফসলি সন প্রবর্ত্তন করেন। ঐ তারিখের উল্লেখ থাকায় দানপত্রখানি জাল মনে করা হয়। চার রকম অব্দে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহার কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। সেজন্যও উহাকে জাল বলা হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন অনেক কষ্টে উহার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সক, সম্বত ও ফসলি সন ছিল না শুধু ল. স. ছিল (Indian Antiquary, 1885)। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বিদ্যাপতির বংশধরেরা ঐ তারিখগুলি গোপন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন। দানপত্র যে জাল তাহা Proceedings of the Asiatic Society, Bengal, August 1895, Vol. LXVII, প্রথমখণ্ড পৃঃ ৯৯ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৭ বঙ্গাব্দের প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

যদা রাজা জরাযুক্তো রোগার্ত্তো নিস্পৃহোঽপি চ।
আসন্ন মৃত্যুং বিজ্ঞায় কুলধর্ম্ম বিচারয়ন্॥
তদা পৌরজনান্ সর্ব্বানাহুয় মন্ত্রযেচ্চতৈঃ
সপ্তাঙ্গানি চ রাজ্যানি জ্যেষ্ঠপুত্রায দাপয়েৎ॥

দেবসিংহ সম্বন্ধে কীর্ত্তিসিংহের খুল্লতাত। কীর্ত্তিসিংহের পরলোক গমনের সময় দেবসিংহ "জরাযুক্ত ও নিস্পৃহ" হইয়াছিলেন বলিয়া হয়তো সামান্য কিছুদিন রাজ্য করিয়াই উপযুক্ত পুত্র শিবসিংহকে রাজ্য দান করিয়াছেন। চণ্ডেশ্বর উক্ত গ্রন্থে রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে রাজা কুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার কপালে তিলক দিয়া বলিবেন—"আজ হইতে এই রাজ্য আমার নহে; এই রাজা প্রজা রক্ষা করুন।"

"অদ্যারভ্য ন মে রাজ্যং রাজাঽযং রক্ষতু প্রজাঃ।
ইতি সর্ব্ব প্রজাবিষ্ণুং সাক্ষিণং শ্রাবযেন্মুহুঃ॥"

শিবসিংহ তিন বৎসর নয় মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৪১০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে রাজা হইয়াছিলেন। মোটামুটি তাঁহার রাজত্বকাল ১৪১০ হইতে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি "পুরুষ পরীক্ষায়" ও "শৈবসর্ব্বস্বসারে" লিখিয়াছেন (৭৯) যে শিবসিংহ গৌড়ের রাজাকে নম্রীবৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে গৌড়ের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল জানা প্রয়োজন।

বিদ্যাপতি যে "গ্যাসদীন সুরতানের" দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সৈফ-উদ্-দীন হামজা শাহ ১৪০৯—১০ খৃষ্টাব্দে ১৫।১৬ মাসের জন্য রাজত্ব করেন। ঐ সময়ে দিনাজপুরের রাজা গণেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব শালী সামন্ত ছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার অনুমান করেন যে গণেশ রাজকর্ত্তা বা king-maker হইয়া উঠেন। অনুমান ১৪১১ হইতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিহাব-উদ্-দীন বায়াজিদ শাহ ও ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র আলা উদ্-দীন ফিরোজশাহ কয়েক মাসের জন্য রাজত্ব করেন। তারপর গণেশ নিজেই দনুজমর্দ্দন উপাধি ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (৮০)। তবাকৎ-ই-আকবরী ও ফেরিস্তার মতে

(৭৯) "পুরুষপরীক্ষার" শেষ শ্লোকে—"যো গৌড়েশ্বর গজ্জনে ধর রণে ক্ষৌণীষু লব্ধা যশঃ" (Indian Antiquary, 1885 July) অথবা পাঠান্তর "যো গৌড়েশ্বর-গজ্জনেশ্বর রণ-ক্ষৌণীষু লব্ধা যশো" আছে। "শৈবসর্ব্বস্বসারে" আছে—"শৌর্য্যাবর্জ্জিত গৌড়গজ্জন মহীপালোপনম্রীকৃতা।"

(৮০) History of Bengal, Vol II, পৃঃ ১১৬—১২৭।

তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করেন (৮১); কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার মুদ্রাদির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রাজত্বকাল ৮১৭ হইতে ৮২১ হিজরি বা ১৪১৩ ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে মিথিলার শিবসিংহের সমসাময়িক গৌড়েশ্বর ছিলেন সৈফ উদ্-দীন হামজা শাহ, সিহাব উদ্-দীন বাযাজিদ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ও গণেশ বা দনুজমর্দ্দনদেব। রিযাজ-উস্ সালাতিনে দেখা যায় যে গণেশ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেছেন এই অভিযোগ করিয়া পীর নুর কুতব-উল-আলাম জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহের নিকট খবর পাঠান ও ইব্রাহিম শাহ প্রচণ্ড সৈন্যদল লইয়া ৮১৮ হিজরী বা ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে অভিযান করেন এবং অভিযানের কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর ভয় পাইয়া ইব্রাহিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক নতি স্বীকার করেন (৮২)। এই বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে।

পদাবলীর বর্ত্তমান সংস্করণের অষ্টম পদে দেখা যায় যে শিবসিংহ যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে গুরুতর প্রতাপ দেখাইয়াছিলেন; নবমপদে পাওয়া যায় যে তিনি রামরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ইব্রাহিম শাহের আদেশে গৌড়ে যাইয়া গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নম্রীকৃত করিয়াছিলেন একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজপুতদের সহিত মুঘলদের শতবর্ষাধিক মৈত্রীর পর প্রবল প্রতাপান্বিত ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে ইব্রাহিমশাহ বাংলার হিন্দুরাজার অত্যাচার হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শিবসিংহকে পাঠাইতে সাহসী

(৮১) তবাকৎ-ই-আকবরী, লাক্ষ্ণৌসং পৃঃ ৫২৪, ফেরিস্তা ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৭।

(৮২) রিযাজ-উস-সালাতিন, পৃঃ ১১০-১১২। এই উক্তির সমালোচনা করিয়া স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন—"True history shows that the story of Ibrahim Shah having invaded Bengal in person in 818 A. H. can not be true. But that does not necessarily mean that no general of the Jaunpur kingdom led an army into Bengal. Against the mail-clad heavy cavalry of upper India the Bengal irregular infantry of Paiks and Dhalis and small force of rugged horsemen mounted on diminutive Morang ponies, could make no stand. On the other hand the invaders from the dry Oudh country too could not maintain their hold on the population, nor keep their men and horses fit in the steaming swamps of Bengal when the monsoon started. So a truce was patched up by mutual consent and the Jaunpur force went back, probably for a money consideration and certainly on the promise that Ganesh would convert his son Jadusen to Islam and make him Sultan of Bengal in his own place (History of Bengal, Vol II, p p. 127-129)

হন নাই নিশ্চয়। তাহা হইলে শিবসিংহ কোন গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? আমাদের মনে হয় যে তিনি গণেশের সহিত যোগ দিয়া সৈফ-উদ্-দীন হামজা শাহ অথবা সিহাব উদ্ দীন বায়াজিদ শাহকে নম্রীকৃত করিয়াছিলেন। তুঘলক বংশের শেষ সম্রাট মামুদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া হিন্দুরা মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্ব ভারতে ঐ প্রচেষ্টার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রাজা গণেশ; আর তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহ। শিবসিংহ ইব্রাহিম শাহের অধীনতাও মানিয়া চলিতে রাজী ছিলেন না, কেননা তিনি দনুজমর্দ্দনের ন্যায় নিজের নামে মুদ্রা চালাইয়াছিলেন দেখিতে পাই। সেই জন্য জৌনপুরের সৈন্যদল ৮১৮ হিজরীতে বাংলা অভিযানের পথে অথবা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শিবসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। প্রবাদ যে শিবসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দেশ হন এবং তাঁহার পত্নী লখিমাদেবী দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া কুশশ্রাদ্ধ করেন। চন্দা ঝা বলেন শিবসিংহের পর মিথিলায় কিছুদিন আবার অরাজকতা চলিতে থাকে।

এই অরাজকতার সময় বা কিছু পরে ত্রিহুতের পশ্চিমাংশে ও নেপালের দক্ষিণাংশে গোরক্ষপুর ও চম্পারণে আর একটী ব্রাহ্মণ রাজবংশের উদ্ভব হয়। বেণ্ডল্ সাহেব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত নেপাল রাজদরবারের পুঁথির বিবরণ হইতে এই বংশের তিনজন রাজার ও তাঁহাদের সময়ের উল্লেখ পাইয়াছেন। একখানি পুঁথি ১৪৯২ সম্বতে ১৪৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীসিংহ দেবের রাজত্বকালে চম্পকারণ্য নগরে লেখা হইয়াছিল। আর দুইখানি পুঁথি লেখা হইয়াছিল মদনসিংহদেবের রাজত্বকালে ১৪৫৩-৪ ও ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে। উহার প্রথমখানিতে তাঁহাকে বিপ্ররাজা বলা হইয়াছে। মদনসিংহদেবই সম্ভবতঃ "মদনরত্নপ্রদীপের" লেখক। এই রাজাদের মুদ্রার সম্মুখভাগে "গোবিন্দচরণপ্রণত" রাজার নাম ও পশ্চাদ্ভাগে "শ্রীচম্পকারণ্য" লিখিত আছে (৮৩)। সুতরাং ইহাঁরা স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। এই বংশের সহিত শিবসিংহের বংশের কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না; তবে উভয় বংশই ব্রাহ্মণ ও উভয় বংশের রাজার নামের সহিত সিংহ শব্দের যোগ দেখিয়া মনে হয় যে সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।

(৮৩) Bendall—The History of Nepal and surrounding kingdoms—J. A. S.B, 1903 p.p 1—32.

এই সময়ে আর একটি রাজার ও রাজ্যের নাম পাওয়া যায় বিদ্যাপতির "লিখনাবলীতে"। ঐ রাজার নাম পুরাদিত্য, তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বাদিত্য—রাজ্যের নাম দ্রোণবার। শিবসিংহের যেরূপ বিরুদ ছিল রূপনারায়ণ, ইঁহার সেইরূপ উপনাম ছিল গিরিনারায়ণ। জনকপুরের নিকটবর্ত্তী রাজবনৌলিতে ইঁহার রাজধানী ছিল।

কর্ণাটবংশীয় মিথিলার শেষ রাজা হরিসিংহদেবের বংশধরেরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপালে রাজত্ব করিতেন। হরিসিংহের একজন অধস্তন পুরুষ, জয়স্থিতি নেপাল-রাজকন্যা রাজল্লদেবীকে বিবাহ করিয়া ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজা হন। নেপাল দরবারের কয়েকখানি পুঁথির পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে জয়স্থিতি মল্ল ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে, জয়সিংহরাম ১৩৯৫-৯৭ খৃষ্টাব্দে, জয়ধর্ম্ম মল্ল ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ও জয়জ্যোতির্মল্ল ১৪২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিদ্যাপতির যুগে নেপালের সহিত মিথিলার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ট না হইলেও, সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রচুর ছিল। এইজন্য বিদ্যাপতির পদাবলী, কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকার প্রাচীন পুঁথি নেপালে অনুলিখিত হইয়াছিল ও অদ্যাবধি রাজদরবারে সংরক্ষিত আছে।

শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ বোধ হয় শিবসিংহের নিরুদ্দেশের অব্যবহিত পরেই রাজা হন নাই। প্রবাদ যে মন্ত্রী অমিয়কর পাটনায় যাইয়া সুলতানের নিকট হইতে অভয়দান প্রার্থনা করেন ও তাহা লাভ করিবার পর পদ্মসিংহ রাজা হন। সের সাহের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে পাটনায় কোন সুলতান অথবা তাঁহার প্রভাবশালী রাজকর্ম্মচারী বাস করিতেন না। মনে হয় জৌনপুরে যাইয়া অমিয়কর ইব্রাহিম সাহের নিকট পদ্মসিংহের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লাভের পর পদ্মসিংহ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু পদ্মসিংহের স্ত্রী বিশ্বাস দেবীই পতির সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য চালাইতেন এই কথা বিদ্যাপতি 'শৈবসর্ব্বস্বসারে' বলিয়াছেন।

ইঁহাদের কোন সন্তান না থাকার দরুণ অথবা অন্য কোন কারণে দেবসিংহের ভ্রাতা হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ রাজ্যলাভ করেন। হরিসিংহ কখনও রাজা হন নাই। বিদ্যাপতি "বিভাগসারে" তাঁহার কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রাজা ভবেশ হইতে হরিসিংহ এবং তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ রাজা হন। দর্পনারায়ণ নরসিংহের বিরুদ ছিল। জয়সোয়াল্ মাধেপুরা মহকুমার কাণদাহা গ্রামে ইঁহার একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহার তারিখ শকাব্দ

"শরসবমদন"—শর = ৫, সব = ৭, মদন = ১৩ 'অঙ্কস্য বামাগতি' ন্যায়ে ইহার অর্থ হয় ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ (৮৪)। কিন্তু জয়সোয়াল বলেন যে নরসিংহের পুত্র ধীরসিংহকে "সেতুদর্পনীর" পুঁথির পুষ্পিকার কার্ত্তিক ৩২১ লসং বা ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে ও মহাভারতের কর্ণপর্ব্বের পুঁথিতে ভাদ্র ৩২৭ ল সং বা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বলা হইয়াছে (৮৫); সুতরাং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের রাজত্বকাল হইতে পারে না এবং ঐ তারিখ ১৩৫৭ শক অর্থাৎ ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দ হওয়া উচিত। কিন্তু 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এরূপ কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন নাই; কেননা বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে নরসিংহের উল্লেখ "অস্তি" শব্দে করিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে নৃপতি বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কামেশ্বরবংশে এরূপ রীতি ছিল। ১৪৪০ হইতে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নরসিংহ ও তৎপুত্র ধীরসিংহে অবশ্যই মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে যে ধীরসিংহের ভ্রাতা ভৈরবসিংহের নাম করা হইয়াছে, তিনি ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দেও রাজত্ব করিতেন, কেন না ঐ বৎসরে তাঁহার রাজত্বকালে বর্দ্ধমানের গঙ্গাকৃত্য বিবেকের পুঁথি লেখা হয়। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নরসিংহের পুত্রেরা মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত উত্তরভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্কটাকীর্ণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন, অত্যাচার ও রাজন্যবর্গের দ্রুত ভাগ্যপরিবর্ত্তন সে যুগের প্রাত্যহিক ঘটনা ছিল। এই আবেষ্টনীর মধ্যে কামেশ্বর বংশের নৃপতিদের আনুগত্য করার জন্য বিদ্যাপতিকেও কয়েকবার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

---

(৮৪) J. B O. R S. XX, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ, পৃঃ ১৫-১৯।

(৮৫) সেতুদর্পণীর পুষ্পিকায় আছে—"পরমভট্টারকেত্যাদি মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবীয়ৈকবিংশত্যধিক শত এয়তমাব্দে কার্ত্তিকামাবস্যায়াং শনৌ সমস্ত প্রক্রিয়া বিরাজমান রিপুরাজ কংসনারায়ণ শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমদ্ ধীরসিংহ সুভুজ্যমানায়াং তীরভুক্তৌ অলাপুরতপা প্রতিবদ্ধ সুন্দরী গ্রামবসতা সদুপাধ্যায় শ্রীসুধাকরণোমাত্মজেন ছাত্র শ্রীরত্নেশ্বরেণ স্বার্থ পরার্থং চ লিখিতমিদং সেতুদর্পণী পুস্তকমিতি।" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষিক গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকী আমাবস্যা শনিবারে পড়ে নাই—১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে পড়িয়াছিল। সুতরাং সেতুদর্পণীর এই তারিখের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। কিন্তু J B. O. R. S. Vol. X. পৃঃ ৪২-৪৩ এ প্রকাশিত কর্ণ পর্ব্বের পুথির বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ধীরসিংহ ৩২৭ ল. স. ভাদ্রমাসে অর্থাৎ ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। এই তারিখে সন্দেহের কারণ নাই।

৫। বিদ্যাপতির জীবনী ও কালনির্ণয়

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বিদ্যাপতি ইব্রাহিমশাহের জৌনপুরের সিংহাসনাধিরোহন করার দুই একবৎসর পরে অর্থাৎ ১৪০২—১৪০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে "কীর্ত্তিলতা" রচনা করিয়াছিলেন। "কীর্ত্তিলতা" রচনার সময় কবির বয়স যে পঁচিশ বৎসরের অধিক হয় নাই তাহা অনুমান করার পক্ষে দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, তিনি নিজেকে "খেলন কবি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৮৬)। সম্ভবতঃ তাঁহার খেলাধুলা করার বয়স তখনও অতিক্রান্ত হয় হয় নাই বলিয়া লোকে তাঁহাকে "খেলন কবি" বলিত। দ্বিতীয়তঃ, তরুণসুলভ দম্ভপ্রকাশ করিয়া তিনি ঐ কাব্যের সূচনায় বলিয়াছেন যে বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির বাণীতে দুর্জ্জনের উপহাস লাগে না—বালচন্দ্র পরমেশ্বর হরের শিরে শোভা পায় ও বিদ্যাপতির বাণীবিদগ্ধ জনের মন মুগ্ধ করে (৮৭)। বালচন্দ্রের সঙ্গে উপমা থাকাতেও কবির বয়স অল্প ছিল মনে হয়। কিন্তু "কীর্ত্তিলতা" যে কবির প্রথম রচনা এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কবি যদি পূর্ব্বেই প্রশংসা ও সমাদর লাভ না করিতেন তাহা হইলে "কীর্ত্তিলতা"য় সহসা বলিতে সাহসী হইতেন না যে "ইহা নিশ্চয়ই বিদগ্ধ জনের মনমোহন করিবে।" সম্ভবতঃ ইব্রাহিম শাহ কীর্ত্তিসিংহকে তিলক দিয়া মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে কবি ঘিয়াস্ উদ্-দীন্ আজম শাহকে কবিতা উপহার দিয়া তাঁহার সাহায্যে অসলানের হাত হইতে মিথিলা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর ৩৪ সংখ্যক পদটী যদি বিদ্যাপতির রচনা হয়, তাহা হইলে এটীও কীর্ত্তিলতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়, কেননা উহাতে যে রায় নসরৎ সাহের উল্লেখ আছে তিনি ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ

(৮৬) কীর্ত্তিলতার শেষে

এবং সঙ্গরসাহস প্রমথন প্রালব্ধলব্ধোদয়াং
পুষ্ণাতি শ্রিয়মাশশাঙ্কতরণীং শ্রী কীর্ত্তিসিংহো নৃপঃ।
মাধুর্য্যপ্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তার শিক্ষাসখী
যাবদ্ বিশ্বমিদং চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী॥

(৮৭) বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হরসির সোহই
ঈ নিচ্চই নাঅর মন মোহই॥

করেন এবং ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ইব্রাহিম শাহের জৌনপুর সিংহাসন প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব্বে, মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংশয় উঠিতে পারে যে মৈথিলী ভাষায় কবিতা লিখিয়া কবি আবার অবহট্ট ভাষায় কাব্য লিখিবেন কেন? ইহার নিরসন কল্পে বলা যায় যে কবি দেবসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া মৈথিলী কবিতা লিখিবার পর (বর্ত্তমান সংস্করণের ৩—৬ পদ) অবহট্ট ভাষায় দেবসিংহের মৃত্যু ও শিবসিংহের রাজ্যাধিরোহণ বিষয়ক কবিতা (৮ ও ৯ সংখ্যক পদ) রচনা করিয়াছেন দেখিতে পাই। মনে হয় যে সব বিষয়ে কবিতা পড়িবার আগ্রহ কেবলমাত্র মিথিলা-বাসীদেরই হইবার কথা, এরূপ বিষয় লইয়া কবি অবহট্ট ভাষায় রচনা করিয়াছেন; পূর্ব্ব ভারতের কাব্যরসিকেরা যেরূপ কবিতা শুনিতে উৎসুক হইবার সম্ভাবনা তাহা তদানীন্তন বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত মৈথিলী ভাষায় লিখিয়াছেন; আর সমগ্র ভারতের পণ্ডিত সমাজের জন্য যখন "ভূপরিক্রমা", "পুরুষপরীক্ষা", "বিভাগসার", "শৈবসর্ব্বস্বসার" প্রভৃতি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, তখন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

"ভূপরিক্রমা" কীর্ত্তিলতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। "ভূপরিক্রমা" রচনার সময় দেবসিংহ ও শিবসিংহ নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থে তাহাদের নাম উল্লেখ করার সময় বিদ্যাপতি তাহাদিগকে নৃপতি বা কুমার কিছুই বলেন নাই। কীর্ত্তিসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহারা হয়তঃ অসলানের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় যে বিদ্যাপতি মিথিলায় ছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। দারভাঙ্গা রাজলাইব্রেরীর সুপণ্ডিত গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঝাকে এ বিষয় প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে মিথিলায় কিম্বদন্তী আছে যে "ভূপরিক্রমা" লেখার সময়ে বিদ্যাপতি ছাত্ররূপে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থ লেখার পূর্ব্বে তিনি নিশ্চয়ই মিথিলা হইতে নৈমিষারণ্য পর্য্যন্ত ভূভাগ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে এই ভূভাগের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণ লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। কীর্ত্তিসিংহের যশোগাথা রচনা করিবার পর রাজসভায় কবির সমাদর হইয়াছিল সুতরাং সে সময় তাঁহার নৈমিষারণ্যে বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য দেবসিংহ সামান্য কিছুদিন রাজত্ব করেন ও পরে শিবসিংহের উপর রাজ্যভার প্রদান করেন। দেবসিংহের জীবিতকালে ও শিবসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হইবার পর "পুরুষপরীক্ষা" রচিত হয়। ইহার প্রারম্ভে

শিবসিংহকে 'ক্ষিতিপালসুনু' ও শেষে 'ক্ষিতিপতি' বলা হইয়াছে। দেবসিংহের মৃত্যুর পর কবি শিবসিংহেব বীবত্ব ও নাগরত্ব বর্ণনা কবিযা ' কীর্ত্তিপতাকা" রচনা করেন; সুতরাং "পুরুষপরীক্ষা"র পব "কীর্ত্তিপতাকা"ব রচনা হইযাছিল। শিবসিংহের রাজ্যকালে রচিত বলিযা প্রমাণিত ২০১টি পদ পাওযা গিযাছে। (বর্ত্তমান সংস্করণের ৮ হইতে ২০৫ সংখ্যক পদ ও পণ্ডিত বমানাথ ঝা সংগৃহীত তিনটী পদ) এই পদগুলিতে শিবসিংহেব নাম ভণিতায উল্লিখিত হইয়াছে। যে সব পদে কোন রাজার নাম নাই, তাহাব মধ্যে কোন পদ যে শিবসিংহেব বাজ্যকালে রচিত হয নাই এরূপ কথা জোর কবিযা বলা যায না। শিবসিংহের মৃত্যুব পরও কবি বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু শিবসিংহের মৃত্যু বা নিরুদ্দেশেব পর বিদ্যাপতিকেও কামেশ্বব বংশের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দ্রোণবারেব অধিপতি পুবাদিত্যেব শবণ লইতে হয়। এই সময়টা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুখকর ছিল না। যিনি মৈথিলী, অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিযা কবি ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিযাছেন তাঁহার পক্ষে অল্প লেখাপড়া জানা লোককে চিঠি লেখানো শিখাইবাব জন্য "লিখনাবলী" রচনা করা যেন নিতান্তই পেটের দাযে কাজ কবাব মতন দেখায। লিখনাবলীর কযেকখানি পত্রের তারিখ ২৯৯ লসং বা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ। ঐ গ্রন্থ ঐ সমযেই লিখিত হইযাছিল।

পুবাদিত্যের বাজধানী ছিল বাজবণৌলিতে। যদি বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের পুঁথি সত্যই তাঁহাব লেখা হয, তাহা হইলে কবি অন্ততঃ দশ বৎসরকাল রাজবনৌলিতে ছিলেন। ঐ পুথির শেষে যে কযেকটী অস্পষ্ট অক্ষবে লেখা শব্দ আছে তাহার পাঠোদ্ধাব নিম্নলিখিতরূপ কবা হইযাছে—

"শুভমস্তু সর্ব্বার্থগতা সংখ্যা লসং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতে লিপিরিয়মিতি" (৮৮)।

(৮৮) নগেন গুপ্তের ভূমিকা পৃঃ ৷/০। এই পুথি দারভাঙ্গা রাজলাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে ও গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঝা ইহা আমাক দেখাইয়াছিলেন। পুথির হস্তাক্ষর মুক্তার ন্যায়; মূলপুথির লেখা এখনও অস্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু পুথির তারিখটীর পাঠভেদ লইয়া মতান্তর আছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উহার তারিখ লিখিয়াছিলেন ৩৪৯ লসং বা ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে। ডাঃ উমেশ মিশ্র তাঁহার "বিদ্যাপতি ঠাকুর" নামক গ্রন্থের প্রথমেই ইহার ফটো দিয়া লিখিয়াছেন "লক্ষণ সেন সম্বৎ ৩০৯ কী লিখী হুই বিদ্যাপতি কী হস্তলিপি (শ্রীমদ্ভগবত্‌কী)"। তাঁহার পুত্র ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র History of Maithil Literature এ (পৃঃ ১৮৫) লিখিয়াছেন "Rama Nath Jha and I myself have worked out and seen that it is 309 La Sam."। লাহেরিয়া সরাই মিত্র মণ্ডল হইতে

মিথিলাব রাজনৈতিক অবস্থা কিছু শান্ত হইলে এবং শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ সিংহাসনে বসিলে বিদ্যাপতি পুনরায কামেশ্বর বংশের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসেন। তিনি পদ্মসিংহের নাম উল্লেখ করিয়া পদ (২০৬ সংখ্যক) রচনা করেন এবং বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় "শৈবসর্ব্বস্বসার" ও "গঙ্গাবাক্যাবলী" লেখেন। তারপর তিনি নরসিংহের রাজ্যকালে "বিভাগসার" ও "দানবাক্যাবলী" ও তাঁহার পুত্র ধীরসিংহের রাজ্যকালে ভৈরবসিংহের আজ্ঞায "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করেন। স্মৃতিগ্রন্থ রচনাকালে যে বিদ্যাপতি কবিতা লিখিতেন না তাহা নহে। বর্ত্তমান সংস্করণের ২১৪ সংখ্যক পদে "কংসদলন নারাযণ সুন্দর" বা ধীরসিংহের নাম পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির এক পঞ্চমাংশেরও কম পদে রাজাদেব নাম আছে; অন্য পদের অনেকগুলি যে শিবসিংহের মৃত্যুর পর কবির পরিণত বয়সে লেখা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পরে দিব।

বিদ্যাপতি কখন জন্মিযাছিলেন, কতদিন বাঁচিযাছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিম্বদন্তি, অনুমান, কল্পনা ও ইতিহাসের আংশিক দৃষ্টি লইয়া নানা মুনি নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ সমালোচক সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব সঙ্কলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায কবির জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে শুধু লেখেন যে "বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন" এবং "খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই তাঁহার পদাবলি প্রকাশিত হইযা থাকিবে"।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলেন যে ২৯৩ ল, সং বা ১৪১২ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহ রাজা হন। "প্রবাদ আছে শিবসিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। সাড়ে তিন বৎসব রাজ্য করিয়া তিনি যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয় এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা হয়। শিবসিংহের জন্ম যদি ল, সং ২৫৩ মানিযা লওয়া যায তাহা হইলে বিদ্যাপতির জন্ম ২৪১ ল. সং (১৩৬০ খৃষ্টাব্দ) অনুমান করা যাইতে পারে।" কিন্তু রাজ্যাধিরোহণের সময় শিবসিংহের বয়স পনের বৎসর ছিল এরূপ জনশ্রুতি চন্দা ঝা শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপব নির্ভর করিয়া গ্রিয়ার্সনও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা লিখিয়াছিলেন (৮৯)। নগেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় অনুমান "১৩৭৩ সালের পূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন

প্রকাশিত "মৈথিলী গদ্যমঞ্জুষা" গ্রন্থের "বিদ্যাপতিকা হাত কা লিখলা ভাগবত" প্রবন্ধেও ৩০৯ ল. স. পাঠ ধরা হইয়াছে।

(৮৯) Indian Antiquary, 1899, পৃঃ ৫৮।

ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই” (২০)। তাঁহার এরূপ বলিবার কারণ এই যে তিনি ষ্টুয়ার্টসাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে পাইয়াছিলেন যে “১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাস-উদ্দীনের মৃত্যু হয়।” ঘিয়াস্-উদ্-দীন-আজম শাহ ১৪০৯ খৃষ্টাব্দেও জীবিত থাকিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে যদি ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির জন্ম হয়, তাহা হইলে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার বয়স হয় মাত্র বার বছর। এরকম একটি ছোট ছেলে “গ্যাসউদ্দীনের মনস্তুষ্টির জন্য” গোপনে উপভুক্তা নায়িকার “উধসল কেসকুসুম” ও “খণ্ডিত দশন অধরে”র বর্ণনা করিবে একথা বলিতে নগেনবাবুর মনে কোন সংশয় জাগে না ইহা আশ্চর্য্যের কথা বটে।

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া কথিত একটি পদে আছে—

সপন দেখল হম সিবসিংহ ভূপ
বতিস বরস পর সামর রূপ।
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন
আব ভেলহুঁ হম আয়ু বিহীন ॥ (২১)

এই পদটী নেপালের পুথি, রাগতরঙ্গিণী, রামভদ্রপুরের পুথি এমন কি নগেনবাবুর “তালপত্রের পুথিতে”ও পাওয়া যায় নাই। যদি তর্কের খাতিরে ইহাকে অকৃত্রিমও বলা যায়, তথাপি ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে শিবসিংহের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। এইপদে শুধু এইটুকু জানা যায় যে শিবসিংহের পরলোকগমনের ৩২ বৎসর পরেও বিদ্যাপতি বাঁচিয়া ছিলেন। নগেনবাবু অনুমান করিয়াছেন যে বিদ্যাপতি ৩২৯ ল. সং (১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিকমাস শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথিতে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি অন্ততঃ ৩৪১ ল. সং ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে মুড়িয়ার গ্রামনিবাসী ছাত্র শ্রীরূপধরকে পড়াইতেছিলেন (২২)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাপতির মৃত্যুকাল ধরিয়াছেন ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ। তিনি নগেনবাবুর ৪৮৪ সংখ্যক পদে হুসেন শাহের উল্লেখ পাইয়া অনুমান করেন যে ঐ হুসেন শাহ বাংলার সুলতান (১৪৯২-১৫১৯) নহেন, জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন শাহ যিনি ১৪৫৮ হইতে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব

(২০) নগেন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা, পৃঃ ৩৶৹।

(২১) নগেন গুপ্ত সংস্করণ, পৃঃ ৫৩৩।

(২২) Catalogue of Palm Leaf Mss. in Nepal Darbar (1905) ৮৪,৩,৩২০।

করেন (৯৩)। কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নগেনবাবুর ৪৮৪ সংখ্যক পদটী মোটেই বিদ্যাপতির লেখা নহে—"জসোধর নবকবিশেখরের" রচনা।

পদকল্পতরুর ভূমিকায সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বিসফীর দানপত্র ও "অনলরন্ধ্রকর" পদকে অকৃত্রিম মানিয়া লইয়া ২৯৩ ল. সংকে ১৪১২ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। শিবসিংহ রাজ্যাধিরোহণ করিয়াই বিদ্যাপতিকে গ্রাম দান করিযাছিলেন ধরিয়া তিনি বলেন "সে সময় তাঁহার (বিদ্যাপতির) বয়স অন্যূন বিশ বৎসর হইয়াছিল অনুমান করিলে, আন্দাজ ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কবা যাইতে পারে।" সতীশবাবু যদি লক্ষ্মণ সম্বতকে নির্ভুলভাবে খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে ২৯৩ ল. সতে বিদ্যাপতিকে ৩২ বৎসব বয়স্ক বলিতে পারিতেন। ৩২ বৎসরের প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে মৈথিলভাষায় পদ, সংস্কৃতভাষায "ভূপবিক্রমা" ও "পুরুষপরীক্ষা" ও অবহট্ট ভাষায় কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকা লিখিয়া "অভিনব জয়দেব" ও "মহা পণ্ডিত" আখ্যায় বিভূষিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বিদ্যাপতির মৃত্যুর কালনির্ণয়েও সতীশবাবু ভ্রান্ত ধারণাব বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন—"রাজা দর্পনারাযণ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন" ও "ভৈরবসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে।" কিন্তু কানদাহা লিপিতে নরসিংহ দর্পনারায়ণ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বলিয়া ও বর্দ্ধমানের গঙ্গাকৃত্য বিবেকের ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে লেখা পুথিতে ভৈরবেন্দ্রকে নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইযাছে। ভৈরবসিংহের পৌত্র লক্ষ্মীনাথ কংসনারাযণ ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিথিলাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৯৪)।

অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে যে যদিও আমরা কেবলমাত্র প্রমাণ পাই যে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই জীবিতছিলেন, তথাপি তিনি ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন ধরিলে সত্যের অপলাপ নাও হইতে পারে (৯৫)। শিবনন্দন ঠাকুব (৯৬) বলেন যে

(৯৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, পৃঃ ২৮—২৯।

(৯৪) নেপাল রাজ দরবারের পুথির বিবরণ পৃঃ ৬৩ এবং বেণ্ডল সাহেবের প্রবন্ধ J.A.S.B. ১৯০৩, পৃঃ ৩১।

(৯৫) Journal of the Department of Letters (Calcutta University) Vol. XIV, 1927.

(৯৬) শিবনন্দন ঠাকুর 'মহাকবি বিদ্যাপতি' (এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয় ও তাঁহার মৃত্যুর পর লাহেরিয়া সরাই,পুস্তক ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত হয়) পৃঃ ৩৬-৩৯।

"বিদ্যাপতি নে ল. সং ২৫২ (জব গণেশ্বর কো মৃত্যু হুই থী) কে লগভগ কীর্ত্তিলতা রচনা কী থী" এবং "ইস সময় বিদ্যাপতি কম সে কম বীস বরস কে অবশ্য হোঙ্গে। ইস প্রকার অনুমান সে মালুম পড়তা হায় কি বিদ্যাপতি কা জন্ম ২৩২ (১৩৫১ খৃষ্টাব্দ) মে হুয়া হোগা।" এই উক্তি আদৌ যুক্তিসহ নহে। ২৫২ ল. স. বা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে "কীর্ত্তিলতা" রচিত হওয়া অসম্ভব; কেন না যে জৌনপুর সুলতানের সাহায্যে কীর্ত্তিসিংহ মিথিলার সিংহাসন লাভ করেন বলিয়া বিদ্যাপতি বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ইব্রাহিমশাহ ১৪০১ খৃষ্টাব্দে সুলতান হন। রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা সম্ভব হইলেও, ইব্রাহিম শাহের সুলতান হওয়ায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পক্ষে ইব্রাহিমের মিথিলা অভিযান বর্ণনা করা অসম্ভব॥ শিবনন্দন ঠাকুর "সপন দেখল হম" পদের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের স্বপ্নফল সম্বন্ধে শ্লোক মিলাইয়া ঠিক করিয়াছেন যে ঐ স্বপ্ন দেখার আটমাসের মধ্যে ৩২৯ ল সং বা ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি ৩৪১ ল. সং. বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।

ডাঃ উমেশমিশ্র (৯৭) বলেন যে গণেশ্বরের মৃত্যু সময়ে অর্থাৎ ২৫২ ল সং বা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির বয়স দশ এগার বৎসর ছিল; কেননা প্রবাদ যে তাঁহার পিতা গণপতি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গণেশ্বরের রাজসভায় যাইতেন। এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, কেননা বিদ্যাপতির পিতা রাজার সভাসদ ছিলেন এরূপ কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ডাঃ উমেশ মিশ্র আরও বলেন যে "কীর্ত্তিলতা" রচনার সময় কবির বয়স অন্ততঃ বিশ বৎসর হইয়াছিল। তাহা হইলে তাঁহার মতে "কীর্ত্তিলতা" ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি অর্থাৎ ইব্রাহিম শাহের জৌনপুরের সিংহাসন লাভের ২১ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তিনি নসরৎ শাহকে বাংলার হুসেন শাহের পুত্র মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে বিদ্যাপতি ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নসরৎ শাহের নামযুক্ত পদে যদি হুসেন শাহের পুত্রই লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতাকে বাদ দিয়া তাঁহার উল্লেখ করার কোন সার্থকতা নাই—কেননা হুসেন শাহ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৬০ বৎসর হয় দেখিয়া ডাঃ মিশ্র বলিয়াছেন—"কদাচিৎ নসরৎশাহ রাজা হোনে কে পূর্ব্ব হী বড়ে লোক প্রিয় হো গএ থে, ইস লিএ লোগোঁ নে উন্হে পহলেহী সে

(৯৭) ডাঃ উমেশ মিশ্র ভূমিকা বিদ্যাপতি ঠাকুর (হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ, ১৯৩৭) পৃঃ ৩৬-৫৭]

রাজা কহনা আরম্ভ কর দিয়া হো, ঔর ইসী লিএ বিদ্যাপতি নে ভী উহ্নে রাজা লিখা হো।" কিন্তু ঐ নসরৎ শাহ ফিরোজ তুঘলকের পৌত্র, তাঁহার রাজ্যকাল ১৩৯৪-৯৯ খৃষ্টাব্দ। বর্ত্তমান সংস্করণের ২১৫,২১৬ ও ২১৭ সংখ্যক পদে উল্লিখিত রাঘবসিংহের সহিত ধীরসিংহের পুত্র রাঘবসিংহকে ডাঃ মিশ্র অভিন্ন মনে করিয়াছেন, কিন্তু ধীর-সিংহের পিতৃব্যের নামও যখন রাঘবসিংহ ছিল তখন বিদ্যাপতি তাঁহাকেই পদ তিনটী উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে কালানুচিত্য দোষ ঘটে না। ধীরসিংহের পুত্র রাঘব যে কখনও রাজা হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। ধীরসিংহের পৌত্র রুদ্রনারায়ণের সহিত ২১৮ সংখ্যক পদে উল্লিখিত নৃপ রুদ্রসিংহকে ডাঃ উমেশ মিশ্র অভিন্নমনে করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পুত্র ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র উঁহাকে শিবসিংহের জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়াছেন (৯৮)। এক্ষেত্রে পিতা পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবেন আশা করি।

ডাঃ উমেশ মিশ্রের পর বর্ত্তমান ভূমিকা লেখক পাঁচটী বিভিন্ন প্রবন্ধে বিদ্যাপতির সময় ও পদাবলীর আকর পুথিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন (৯৯)। তাহার পর বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করিয়াছেন ডাঃ শহীদুল্লাহ (১০০)। ইনি নসির শাহের সহিত নাসির-উদ্-দীন মামুদশাহের অভিন্নত্ব স্বীকার করিযাছেন; আলমশাহকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিল্লীর অযোগ্য সুলতান এবং নসরৎশাহকে ১৩৯৪-৯৯ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর নগণ্য সুলতান বলিয়া মানিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইনি হুসেন শাহের নামাঙ্কিত পদটী বিদ্যাপতির রচনা ভাবিয়া উক্ত হুসেন শাহকে জৌনপুরের সুলতান (১৪৫৮-১৪৭৭) ধরিয়াছেন; কিন্তু "রাগতরঙ্গিণী" অনুসারে উহা জশোধরের রচনা, বিদ্যাপতির নহে তাহা পূর্ব্বেই

(৯৮) History of Maithili Liter ... ১৪০, পদটীকায়—

"It is more right to identify Rudra Sinha with this figure than with Oinivara Rudranarayana. Rudra Sinha's relation to the ruling family will become clear from the following gemology supplied by Pandit Ramanath Jha from the Parjis: Rudra-Sinha was Maharaja Siva Sinha's cousin and the grandson of Mahamahattava Kusumeswara, and the son of Rameswara."

(৯৯) বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত (ক) Bhanitas in Vidyapati's Padas, JBORS 1942, Pt IV (খ) Mithila in the age of Vidyapati, B. N. College Magazine 1943 (গ) Maithila poets in the age of Vidyapati — Patna University Journal Vol. IV No.1. (ঘ) বিদ্যাপতি কা সময়—নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা ৫৩ বর্ষ অঙ্ক (ঙ) The Ramabhadrapur Ms. containing Vidyapati's songs J. B. R. S. Vol XXXIV, পৃঃ ২৮—৩২।

(১০০) Indian Historical Quarterly, 1944, Vol. XX, পৃঃ ২১১-১৭।

দেখাইয়াছি। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ জয়সোয়ালের মত মানিয়া গণেশের হত্যার তারিখ ১৪২৩ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু শিবসিংহ ১৪১০ খৃষ্টাব্দে যখন রাজা হইয়াছিলেন পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার ১৩ বৎসর পরে গণেশের হত্যা হওয়া অসম্ভব। ডাঃ শহীদুল্লা ১৩৯০ বা ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিয়াছেন। কিন্তু ১৪১০ খৃষ্টাব্দের লেখা "কাব্যপ্রকাশবিবেকে"র পুথিতে বিদ্যাপতিকে সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায় বলা হইয়াছে। শহীদুল্লা সাহেবের মত ঠিক হইলে ১৪১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির বয়স হয় তের বা কুড়ি। এত অল্প বয়সে 'সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায়' রূপে অভিহিত হওয়া প্রতিভাবান কবির পক্ষেও কঠিন। ডাঃ শহীদুল্লা অনুমান করেন যে বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দেবী মন্দিরে শিলালিপি স্থাপনের সময় ৬০ বা ৮০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন (১০১)। কিন্তু ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মাদিত্যের প্রপৌত্র চণ্ডেশ্বর সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ও প্রধানমন্ত্রী হইয়া তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং চণ্ডেশ্বরের পিতৃব্য ও বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বর ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে পারেন না। কিন্তু চণ্ডেশ্বরের পিতামহ দেবাদিত্য, আর বিদ্যাপতির বৃদ্ধ প্রপিতামহ দেবাদিত্য যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ডাঃ শহীদুল্লার প্রথম অনুমান ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিদ্যাপতির জন্ম মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইলেও "কাব্যপ্রকাশবিবেকে"র পুথি লেখানোর সময় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর হয় এবং ঐ বয়সের লোক সদুপাধ্যায় আখ্যায় অভিহিত হওয়া বিচিত্র নহে।

ডাঃ সুকুমার সেন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি গোষ্ঠী" নামক পুস্তিকায় ১৯২৭ হইতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া অথচ সেগুলির অনেকাংশ ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির কালনির্ণয় নগেন্দ্র নাথ (ও তাঁর অনুবর্ত্তীরা) রাজকৃষ্ণ গ্রীয়র্সনের অতিরিক্ত কিছু বলতে পারেন নি।" তিনি আরও বলেন "বিদ্যাপতির জীবৎকাল নির্দ্ধারণ করতে গেলে প্রথমে আবশ্যক তাঁর পোষ্টা রাজা জমিদারদের শাসনকাল

(১০১) "Supposing that in 1332 A. D. Karmaditya was 80 years old, at the most Devaditya 55, Dhireswara 30, Jayadatta 5, Ganapati could have been born at 1352 A. D. and Vidyapati at 1377 A. D. We have calculated this on the basis of 25 years for each generation. If, however, we suppose Karmaditya to have been 60 year old at the time of erection of the temple then the date of birth of Vidyapati would be 1397 A. D. Considering the references we may reasonably put the date of Vidyapati between 1390 and 1490 A. D. J. H. Q, XXI পৃঃ ২১৭।

ঠিক করা।" তাই তিনি ঠিক করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"ভোগেশ্বরের দুই পুত্র গণেশ্বর (বা গণেশ) এবং ভবেশ্বর (বা ভবেশ)" (পৃঃ ৯); পুনরায় "(ভোগীসর রাও পদমাদেই) পাই একটি পদে। এঁরা কীর্ত্তিসিংহের পিতামাতা হ'লে এবং ভণিতা অকৃত্রিম হ'লে পদটি বিদ্যাপতির কবিজীবনের প্রথমদিকের রচনা" (পৃঃ ২৯)। কিন্তু বিদ্যাপতির "কীর্ত্তিলতা"য় পাওয়া যায় যে ভোগীশ্বর কীর্ত্তিসিংহের পিতা নহেন, পিতামহ; আর মিথিলার পঞ্জীতে আছে যে ভবেশ ভোগীশ্বরের পুত্র নহেন, ভ্রাতা। ডাঃ সুকুমার সেন বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন তারিখ বা আনুমানিক কালও দেন নাই। তবে তিনি বিদ্যাপতির ছাত্র শ্রীরূপধরের হাতে লেখা "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের" পুষ্পিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিদ্বৎসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন (১০২)। উহাতে পাওয়া যায় যে ৩৪১ ল সং বা ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিদ্যাপতি রূপধরকে পড়াইতেন। প্রাচীনকালে কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তির নামের সহিত "শ্রী" শব্দ যোগ করা হইত। সেইজন্য ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। এই সময়ে তাঁহার বয়স আশী বৎসরের বেশী ছিল।

বিদ্যাপতির কাল ও জীবনী বিষয়ে নানারূপ বিচার বিতর্কের ফলে যে সব সিদ্ধান্ত করা হইযাছে তাহার সার নিষ্কর্ষ নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

(১) ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম।

(২) ১৮৯৪-৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পদ লিখিয়া ঘিয়াস্-উদ্-দীন আজমসাহ ও নসরৎ শাহকে উৎসর্গ করা। ১৯৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের প্রথম সুলতান

(১০২) সুকুমারবাবু ২২ পৃষ্ঠার পদটীকায় লিখিয়াছেন যে তিনি নেপাল দরবারের পুথিতে পুষ্পিকাটী পাইয়াছেন। আসলে এটি তিনি পাইয়াছেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in Nepal Darbar পৃঃ ৪৮ (৩৩৯০)। পুষ্পিকাটি তিনি যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যাপতির সচ্চরিত্র বিশেষণের "পরম" শব্দটি নাই এবং মূলের "পঠিতা" শব্দ "পঠতা" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পুষ্পিকাটীর পাঠ এই—

লসং ৩৪১ সুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকুলকুমুদিনী চন্দ্র বাদিমত্তভ সিংহ পরম সচ্চরিত্র পবিত্র শ্রী বিদ্যাপতি মহাশয়েভ্যঃ পঠিতা ছাত্র শ্রীরূপধরেণ লিখিতমদঃ পুস্তকম্।

পক্ষে সিতেঽসৌ শশিবেদরাম
যুক্তে নবম্যাং নৃপ লক্ষ্মণাব্দে।
শ্রীপূর্ব্ব সোমেশ্বর সদ্ দ্বিজেন
পুত্রী বিশুদ্ধা লিখিতা চ তাম্রে॥

ত্রিহুত জয় করেন। তাহার পূর্ব্বে, অথচ ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে নসরৎখানের দিল্লীর সুলতান পদ দাবী করার পরে, ঐ পদ দুইটী লিখিত হইয়াছিল।

(৩) ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি নময়ে নৈমিষারণ্যনিবাসী দেবসিংহের আদেশে "ভূপরিক্রমা" রচনা।

(৪) ১৪০২—১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইব্রাহিম শাহ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসন প্রদান ও সেই সময়ে "কীর্ত্তিলতা" রচনা।

(৫) ১৪১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির আদেশে "কাব্য-প্রকাশ-বিবেকে"র পুথির অনুলিপি। এই সময়ে কবি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ঐ সময়ে (দেবসিংহের জীবিত অবস্থায়) "পুরুষ পরীক্ষা" রচনা ও দেবসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে "কীর্ত্তিপতাকা" রচনা।

(৬) ১৪১০—১৪১৪ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে শিবসিংহের রাজ্যকালে অন্ততঃ দুইশত পদ রচনা।

(৭) ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দ্রেণবারের অধিপতি পুরাদিত্যের আশ্রয়ে রাজবনৌলিতে লিখনাবলী রচনা।

(৮) ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজবনৌলিতেই বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক ভাগবতের অনুলিপি সমাপ্ত করা।

(৯) ১৪৩০—৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর নামে একটি পদরচনা ও "শৈবসর্ব্বস্বসার" ও "গঙ্গাবাক্যাবলী" রচনা।

(১০) ১৪৪০—৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে "বিভাগসার", "দানবাক্যাবলী" ও "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা।

(১১) ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে স্মৃতিব অধ্যাপকরূপে 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের' অধ্যাপনা।

বিদ্যাপতির পদের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ কবিতায় কোন রাজা বা মন্ত্রীর নাম নাই। এই গুলির অধিকাংশ শিবসিংহের মৃত্যুর পর এবং পদ্মসিংহ, বিশ্বাসদেবী নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহের আশ্রয়ে আসিবার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। ঐ সময়ে কবি কামেশ্বর বংশেব আশ্রয়চ্যুত হইযা রাজবনৌলিতে বাস করিতেন। তাঁহার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে।

এই বয়সেই সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়া থাকে। রাজনামাঙ্কিত ২২৫টি পদের মধ্যে ত্রিশটির বেশী বিরহের পদ নাই। এইরূপ পদ দেখিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি

জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।" কিন্তু রাজসভার আবহাওয়ায় যে সব পদ রচিত হয় নাই, যেগুলি কবি তাঁহার দুঃখের দিনে একলা বসিয়া রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি গভীরতর সুর, একটি নিবিড়তর আনন্দ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ছাপ রহিয়াছে।

৬

পদাবলীর আকর পুথিগুলির বিচার

বিদ্যাপতি নিজের জীবনকালেই মহাকবি বলিয়া পূর্ব্বভারতে সমাদৃত হইয়াছিলেন; তাঁহার পদাবলী আস্বাদন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পরম আনন্দ লাভ করিতেন (১০৩), এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মিথিলায় ও বাংলাদেশে বহু ব্যক্তি কবিযশঃ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন একখানি গ্রন্থে তাঁহার সমস্ত পদ একত্র সংগৃহীত হয় নাই। যদি বা এরূপ কোন সংগ্রহ কখনও করা হইয়া থাকে, তাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ নেপাল, মিথিলা ও বাংলাদেশে সংগৃহীত প্রাচীন গীত সংগ্রহের পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। আবার অনেক পদ কোন প্রাচীন পুথিতেই পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির ভণিতা আছে বলিয়া গত শতাব্দীর শেষ পাদে গ্রিয়ার্সন ও চন্দা ঝা এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বেণীপুরী ও "মিথিলা গীত সংগ্রহের" প্রকাশকেরা লোকমুখে শুনিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদসম্বলিত প্রাচীন পুথিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা—(ক) নেপালের পুথি; (খ) মিথিলায় প্রাপ্ত "রাগতরঙ্গিণী", শিবনন্দন

---

(১০৩) বৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীচৈতন্যের সহচর রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরূপ ও সনাতনের নিকট শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনবার তিন বিভিন্ন স্থানে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদগান শুনিয়া অনুপম আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করিতেন।

যথা (ক) কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
দুঁহে শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥ (চৈঃ চঃ ৩৫)

(খ) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥ (ঐ ৩।৭)

ঠাকুর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত রামভদ্রপুর পুথি ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বর্ণিত তরৌণির তালপত্রের পুঁথি; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি", "পদামৃতসমুদ্র", "পদকল্পতরু", "সংকীর্ত্তনামৃত" ও "কীর্ত্তনানন্দ"। এই পুথিগুলির মধ্যে একখানি সম্বন্ধেও এমন বলা যায় না যে উহাতে কেবলমাত্র বিদ্যাপতির পদ আছে—অন্য কোন কবির রচিত একটি পদও নাই।

নেপাল পুথি

নেপালের পুথিখানি নেপাল দরবার লাইবেরীতে সংরক্ষিত আছে। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল ও ডক্টর শ্রীঅনন্ত প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীর উদ্যোগে ও দরভঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে ইহার আলোকচিত্র প্রতিলিপি গৃহীত হয়। ঐ ফটোকপির একখণ্ড পাটনা কলেজ লাইব্রেরীতে ও অপর খণ্ড পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় লাইবেরীতে রাখা হইয়াছে। আমি উহা সম্পূর্ণরূপে নকল করিয়া লইয়াছি। যেখানে যেখানে পাঠোদ্ধারে সন্দেহ হইয়াছে, সেখানে ডক্টর অনন্ত প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য লইয়াছি।

নেপালের পুথিখানি পুরাতন মৈথিলী লিপিতে লেখা। অধিকাংশ অক্ষরই বাংলা অক্ষরের অনুরূপ। হাতের লেখা দেখিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে পুথিখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে মৈথিলী লিপিতে লিখিত মহাভারতের কর্ণপর্ব্বের পুথির অক্ষরের (যাহার নমুনা J B O R S. দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৭ দেওয়া হইয়াছে) সহিত এই পুথির অক্ষরের খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। পুথিখানিতে ১০৪ খানি পত্র আছে। পুথিখানির কোন নাম ছিল না; আধুনিক সময়ে কেহ দেবনাগর অক্ষরে উপরে লিখিয়া দিয়াছেন "বিদ্যাপতিকা গীত"; ইহা যদি আসল নাম হইত তাহা হইলে "বিদ্যাপতিক গীত" মৈথিলী অক্ষরে পুথির উপরে ও ভিতরে লেখা থাকিত। বস্তুতঃ ইহাকে বিদ্যাপতির গীত সংগ্রহ বলা ভুল; কেননা ইহাতে অন্ততঃ আরও তের জন অন্য কবির ভণিতাযুক্ত ১৫টী পদ আছে (১০৪)।

(গ) স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ গ্যাত
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ। (ঐ ৩।৭)

(১০৪) পদসংখ্যা ৩০ রাজপণ্ডিত কৃত; ৪১ কংসনৃপতিকৃত; ৪৮ আতম কৃত; ৫৬ কংস-নরাএণ কৃত; ৬০ বিষ্ণুপুরীকৃত; ১৩০ লখিমিনাথ কৃত; ১৩২ রতন কৃত (রাগতরঙ্গিণী পৃঃ ১০৫ অনুসারে) ১৪৬ সিরিধর কৃত; ১৭০ নৃপমলদেব কৃত; ১৭৫ অমৃতকর কৃত; ১৭৯ অমিঞকর

নেপালের পুথিতে পদগুলিতে সংখ্যা দেওয়া নাই; আমি ক্রমিক সংখ্যা বসাইয়া দিয়াছি। সর্বসমেত ২৮৭টী পদ বা গীত ইহাতে আছে। কিন্তু পদসংখ্যা ১৬র প্রথম নয় চরণের সহিত তিনটি মাত্র চরণ নূতন যোগ করিয়া পদসংখ্যা ৮ হইয়াছে। ১৬ সংখ্যক পদের শেষে আর নয় চরণ বেশী আছে। উভয় গীতই মালব রাগে গেয়। পদসংখ্যা ৭ মালব রাগে গেয়, পদসংখ্যা ৯৩ ধনছী রাগে গেয়, কিন্তু উভয় পদই এক। ঐরূপ পদসংখ্যা ৯৮ ও ১৭৪ একই পদ, কিন্তু প্রথমটির রাগ ধনছী, ও দ্বিতীয়টির কানন। পদসংখ্যা ১২৩ ও ২০৭ উভয়ই কোলার রাগে গেয়; শেষের দুইচরণ ছাড়া আর সব কয় চরণে দুই পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সুতরাং নেপালের পুথিতে প্রকৃতপক্ষে ২৮৩টি পদ আছে; তন্মধ্যে ২৫৬টি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত। এই পদগুলির মধ্যে অল্প বেশী কিছু পাঠান্তরসহ নয়টি "রাগতরঙ্গিণী"তে, ৪৫টি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথিত তরৌণির তালপত্রের পুথিতে, ৪টি "পদকল্পতরু"তে, ১২টি রামভদ্রপুর পুথিতে ও ৭টি গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহেও পাওয়া যায়। নগেন বাবু তাঁহার সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে ১৫৭টি পদের নীচে নেপালের পুথি হইতে উহা লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর ১৪টি পদ নেপাল পুথি ও তালপত্রের পুথি বা মিথিলার গীত হইতে লইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সংস্করণে আরও আটচল্লিশটি এমন পদ আছে, যাহা তিনি অন্য আকর হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন বলিলেও, কিছু পাঠান্তরের সহিত নেপাল পুথিতে পাওয়া যায় (১০৫)।

নগেন্দ্রবাবু নেপাল পুথির সমস্ত পদ প্রকাশ করেন নাই; কি কারণে কতকগুলি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং অপরগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাও বলেন নাই।

কৃত; ২০৪ পৃথ্বিবিচন্দ কৃত; ২২৪ ভানু কৃত; ২৬৯ ধীরেসর কৃত, ২৭০ রুদ্রধর কৃত। [illegible]
১২টি পদে কোনপ্রকার ভণিতা নাই:—৩৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৯, ১৬০, ১৭২, ১৮৯, ২০৪, ২৭৪, ২৭৯ ও ২৮১। সুতরাং এই ১২টি পদের রচয়িতা কে বা কাহারা তাহা জানিবার উপায় নাই।

(১০৫) নিম্নে উহার তালিকা দেওয়া হইল—প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির ও বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যা নগেন গুপ্তের সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের পদের ৭ (৮৪), ১৮ (১০৪), ১৯ (২৬০), ২১ (৯৭), ৩০ (৫০৯), ৪৯ (৭১৮), ৬৮ (১৩০), ৭৫ (৪৯৫), ৮১ (৭৫৫), ৮৬ (১৪৬), ৮৯ (৪১৮), ৯৮ (৫৮৩), ১০৫ (৬৯৪), ১১২ (২৬৭), ১২৫ (৯১), ১৪৩ (৬৬৬), ১৬১ (২৮৭), ১৬৭ (২০৬), ১৭৩ (২৬৬), ১৭৭ (৩০০), ১৮২ (৬৫১), ১৯১ (৭৬৬), ১৯২ (২৬৯), ২১৭ (৩৭), ২২১ (৫৪), ২২৯ (৫৪১), ২৩৫ (২২৮), ২৩৬ (৮১৮), ২৪১ (৫২৮), ২৪২ (৪৭১), ২৪৫ (৬৯৪), ২৫৭ (৭২৮), ২৫৮ (৬০৭), ২৬০ (৭৯৪), ২৬১ (২৪৮), ২৭৩ (১৯৬), ২৭৫ (৬১১), ২৮৬ (৬০৩), ২৬ (প্রঃ ৪), ১৮৩ (প ৯), ২৪৬ (প্র ১৪), ২৪৯ (২৩০), ২৪২ (প্র ৮), ২৪০ (হর ৩২), ২৭৯ (হর ২৭৪), ২৭৮ (হর ২০), ২৭৭ (হর ১১), ২৭৬ (হর ৯)।

তিনি লিখিয়াছেন—"কতকগুলি পদ এই সঙ্কলনে প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ পুঁথিখানি মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।" বিদ্যাপতির পদের উপর ভাষাতত্ত্ব বা বিষয়গত কোনরূপ মৌলিক গবেষণার জন্য নেপালের পুথিখানি মুদ্রিত হওয়া অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক হইলেও, উহা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই (১০৬)। আমরা চারটি পদ ছাড়া নেপাল পুথির সমস্ত পদই বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিযাছি (১০৭)। বিদ্যাপতির লিখিত ৬৬টি নূতন পদ, যাহা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(১০৬) ডাঃ সুভদ্র ঝা আজ দশ বৎসর কাল ধরিয়া বলিতেছেন যে তিনি উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ও উহার ভাষাতত্ত্বঘটিত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন; কিন্তু উহা আজও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার ন্যায় ভাষাতত্ত্ববিদ্ মৈথিল পণ্ডিতের এরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বিদ্যাপতির পদ আলোচনা করা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই।

(১০৭) যে চারিটী পদ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী—১০৮ ও ১৬০ সংখ্যক পদ নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ২৭ ও ২০৪ সংখ্যক পদ দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। নিম্নে পদ চারিটী দিতেছি:—

২০৪ সংখ্যক পদ, পৃঃ ৭৩ খ, পং ১, কোলাব রাগে—

সরসিজ বন্ধু রিপু বরি তনয় হহ
অহনিশি কিছু ন সোহাবে
কমলাজনক তনয় অতিসিতল
মোহি মারি কীপারে ॥ ধ্রু ॥
বিহি অবে অধিক বিরোধী
কেও নহি তইসন গুরুজন পবিজন
জে পিআ দে পববোধী ॥
গিরিজাসুতপতি ভোঅন ভোঅন
সে দাহিন অতি মন্দা।
হরি সুঅপহু পিঅ চেরি
রাহু গণি পাএব ছাড়ুত ছন্দা ॥
ভজহি তুরিত ধনি
নৃপতি শিরোমণি জেপরবেদন জানে।

২৭ সংখ্যক পদ, পৃঃ ১১খ, পংক্তি ৩, মালব রাগে—

হরিরিপু বরদ পএ গৃহরিপু তাহব কান হে
তাসু ভীমকত বিরহে বেআকুল
সে সুনি হৃদয়াসাল হে ॥ ধ্রু ॥
সুন সুন্দরি তেজ মান বুঝ গমনে
অনুদিন তনু খিনি তুহিন নহি জীনি
তুঅ দরসনে তা জীবনে ॥

যা অন্য কোন সঙ্কলন কর্ত্তা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সঙ্কলিত হয় নাই, নেপাল পুথি হইতে এই সঙ্কলনে প্রদত্ত হইল (১০৮)।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন "নেপালের পুঁথিতে বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও পদ নাই" (সাহিত্য পরিষৎ সং পৃঃ ১০১)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে কেননা ইহাতে আর তেরজন কবির রচিত ১৫টি পদ আছে। এই পদগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই, "বিদ্যাপতীত্যাদি" শব্দ লেখা নাই ; পরন্তু অন্য কবির ভণিতা আছে। কিন্তু নিজের মত স্থাপন করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নগেন্দ্রবাবু উক্ত পুথির বিষ্ণুপুরী লিখিত ৬০ সংখ্যকপদ, সিরিধর

হরিরিপু অসন ত্রসন বরগোজম মুক্কাস
গোবিজম গোবিনা
ধরে কপোল গহি সৌদন্তি
সুন্দরি গোই মিলল সসিহি বণা॥
হরিরিপু নন্দ প্রিয়া সহোদর
দেইল তাহু কামিনী॥
বিদ্যাপতীত্যাদি॥

১০৮ সংখ্যক পদ (পৃঃ ২৯ ক, পংক্তি ৩) ধনছী রাগে—

চান্দ গগন রহ আতুর তারাগণ সুর উগএ পরচারি।
নিচল সুমেরু আথক কনকাচল আনব কএোনে পরচারি॥
কহ্নাই নয়ন ইহল বনিবারি জে অলপা……ধ্রু :
ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি।

১৬০ সংখ্যক পদ (পৃঃ ৫৭ ক, পংক্তি ৪) মালব রাগে—

তোহি পটত বেক বিকাহি লাবএ
এহি জগ নহী অউরু কেই দৃষ্টি আবএ
সতযুগ কে দানি অরু করন বলি হোএ
গএ হরি চন্দহে তিমরি ধরুন পাবএ
দুজ অহ অছু

(১০৮) প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির ও দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের পদের ৩-৫০৫, ৩৫-৩৯৩, ৩৬-৫১১, ৩৭-৫৬১, ৩৯-৩৬১, ৪০-৫৬৬, ৪২-৪৫৪, ৪৬-৫৮৯, ৫৯-৪৯৯, ৬২-৫৮৫, ৭৪-৫৮৭, ৭৮-৫৮৬, ৯০-৫৮৮, ৯১-৫১৩, ৯২-৩২২, ৯৪-৩৬৭, ৯৬-৪০৭, ১০১-৪০৬, ১০২-৩৬৬, ১০৩-১৯৪, ১০৪ ৫৭৮, ১১৫-৪০৯, ১১৯-৪৪৬, ১২০-৪০৫, ১২৭ ৫০৭, ১৩৬-২৪৩, ১৪০-৫৫৯, ১৫৬-৫৬০, ১৬৯-৩৬৪, ১৯৪-৩৭২, ১৯৬-৩৭৮, ১৯৮—৫৫৭, ২০১—৫৫৬, ২০২—৫৭৭, ২০৬—৫৫৫, ২১০—৪০৮, ২২০—৪৯৬, ২২১—৪, ২২২—৫৪৪, ২৩৪—৩১০, ২৩৭-৪০৪, ২৪০—২৫০, ২৪৭-৫৭৬ ২৫১--১২০, ২৫৩—২৪০, ২৮৩,—৪১০।

লিখিত ১৪৬ সংখ্যক পদ, নৃপমল্লদেব লিখিত ১৭০ সংখ্যক পদ, অমৃতকর বা অমিঞকর লিখিত ১৭৫ ও ১৭৯ সংখ্যক পদ ও পৃথিবিচন্দ লিখিত ২০৪ সংখ্যক পদ বাদ দিয়াছেন। অন্য কবির রচিত অপর নযটি পদকে বিদ্যাপতির রচনা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অসম্ভব কার্য্য করিতে হইয়াছে যথা :—কংসনৃপতি লিখিত ৪১ সংখ্যক পদটী তিনি তাঁহার সংস্করণের ৭০৮ সংখ্যক পদরূপে ছাপিবার সময়

"কংসনৃপতি ভণ ধৈরজ কর মন
পূরত সবে তুঅ আস"

অংশ একেবারে বাদ দিযাছেন—যদিও তিনি কেবলমাত্র নেপাল পুথি হইতে এই পদ পাইযাছেন লিখিয়াছেন। সন্দেহ হইতে পারে যে তিনি নেপালের এক পুঁথি দেখিয়াছিলেন, আমি অন্য পুঁথির ফটো দেখিয়াছি। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি নেপালের শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর বাহাদুর মৃগাঙ্ক সাম শের জঙ্গ বাহাদুর রাণাকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পত্র লিখিলে তিনি জানান যে নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে একখানির অধিক বিদ্যাপতির পদের পুথি কখনও ছিল না বা এখনও নাই। আমি যে পুথির ফটো দেখিযাছি, সেই পুথিই যে নগেন্দ্রবাবু ব্যবহার করিযাছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায স্থানে স্থানে আধুনিক বাংলা অক্ষরে তাঁহার লেখায (যথা পুথির ৮৬ক পৃষ্ঠায)। নেপাল পুথির ৪৮ সংখ্যক পদের ভণিতায আছে :—

"আতম গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই"

ঐ পদ নগেন্দ্রবাবু ৮২৭ সংখ্যক পদরূপে ছাপিবার সময ভণিতা বদলাইয়া ছাপিযাছেন—

"কবি বিদ্যাপতি গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই"।

এস্থলেও তিনি স্বীকার করিযাছেন যে কেবলমাত্র নেপালের পুথিতেই এই পদ পাওযা যায়। নেপাল পুথির ২৬৯ সংখ্যক পদটীর ভণিতা—

"নরনারাযণ নাগরা করি ধীরেসর ভানে"

নগেনদ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের ৪৩ সংখ্যক পদরূপে উহা ছাপিবার সময় ভণিতা বদলাইয়া করিয়াছেন—

"নরনারাযণ নাগরা করি ধীরেসর ভানে"

এবং ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"সরস কবি ধীরে কহিতেছে। সরস কবি—বিদ্যাপতি" (পৃঃ ২৭)। নেপাল পুথির ২৭০ সংখ্যক পদটীর শেষে আছে :—

"অইসন জে করিঅ সে নহি করবে
কবি রুদ্রধর এহু ভানে"

নগেন্দ্র বাবু ঐ পদটী তাঁহার ৫০১ সংখ্যক পদরূপে ছাপিতে যাইয়া নিম্নলিখিত আর দুই লাইন নীচে যোগ করিয়া দিয়াছেন :—

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা দেবী রমানে।

এখানেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে পদটী নেপালের পুথি ছাড়া অন্য কোথাও ঐ পদ পাওয়া যায় নাই। পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির পদে রুদ্রধরের নাম মিথিলারও পুঁথিতে পাওয়া যায়।" যেখানেই অন্য কবির পদ বিদ্যাপতিতে আরোপ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে কবি অন্য লোকের নাম দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। নেপাল পুথির ২২৪ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে :—

চন্দ্রসিংহ নরেস জীবও
ভানু জম্পএ রে।"

নগেন্দ্র বাবু উহা ৩২২ সংখ্যক পদরূপে অবিকল ছাপিয়া ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"স্বরচিত পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি নিজের নাম না দিয়া ভানু নামক অপর কোন ব্যক্তির নাম দিয়াছেন।"

অনেক স্থলে নগেন্দ্র বাবু কেবলমাত্র নেপাল পুথি হইতে গৃহীত পদেও ইচ্ছামত ভণিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন। নেপাল পুথির ২৫ সংখ্যক পদের নীচে আছে "বিদ্যাপতীত্যাদি", কিন্তু উহা সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ৬৯৭ পদরূপে নিম্নলিখিত ভণিতার সহিত ছাপা হইয়াছে—

'ভণই বিদ্যাপতি গাওলবে
রস বুঝএ রসমন্তা
রূপনারাএণ নাগর রে
লখিমা দেবি সুকন্তা॥

নেপাল পুঁথিতে ১৯২টি পদের ভণিতার চরণ বাদ দিয়া কেবল "ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি" বা শুধু "বিদ্যাপতীত্যাদি" লেখা হইয়াছে। কিন্তু যাটটি পদে

বিদ্যাপতির নামের সম্পূর্ণ ভণিতা পদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে (১০৯)। এই ষাটটী পদের মধ্যে শিবসিংহের নাম তেরটি পদে, বৈদ্যনাথের নাম ১টী পদে ও বৈজলদেবার নাম ১টিতে আছে। দেবসিংহের নাম ২২১ সংখ্যক পদে (বর্ত্তমান সংস্করণের ৪ সংখ্যক পদে) আছে। বিদ্যাপতি নিজের নামের সহিত কবিকণ্ঠহ'র উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন তিনটী পদে ও নিজের নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু কবিকণ্ঠহার ভণিতা দিয়াছেন ৭টি পদে (১১০)। সুতরাং নেপাল পুথি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে বিদ্যাপতির উপাধি "কবিকণ্ঠহার" ছিল।

(খ) মিথিলায় প্রাপ্ত পুথি

(১) রাগতরঙ্গিণী

লোচনকবি কৃত রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে বিদ্যাপতির ৫১টি পদ পাওয়া যায়। এই পদগুলির মধ্যে নয়টী নেপালের পুথিতে ও ১টি শিবনন্দন ঠাকুর সংগৃহীত রামভদ্রপুর পুথিতে পাওয়া যায় (১১১)। শেষোক্ত পদটী রাগতরঙ্গিণীতে ভণিতাহীনরূপে

(১০৯) প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির ও দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের :—

১-২৯৩, ১৪-৫৬৮, ১৯-৯১, ২০-১৮৩, ২৯-৫২৬, ৪২-৪৫৪, ৪৩-৪৮৮, ৪৫-৪৩৬, ৪৬-৫৮৯, ৫৪-৪৫০, ৫৮-৪৪৭, ৫৯-৫৯৪, ৬১-৫৪২, ৬২-৫৮৫, ৬৮-২২২, ৭৭-৩০৬, ৭৯-৩৮, ১০৩-১৯৪ ১০৫-১৭০, ১০৭-৪২৯, ১০৯-১৪৭, ১১১-৩৫৪, ১১৩-১৩৫, ১১৪-৪৫, ১২৫-২৬০, ১৩৫-৬০৯, ১৪০-৫৫৯, ১৪১-৬০৮, ১৪৭-১৫৯, ১৪৮-৭০, ১৫১-৪০০, ১৫৫-২৭২, ৬৫-৫৭১, ১৬৬-১৯৯, ১৬৭-৭৪, ১৭৩-৬৬, ১৭৬-৪১৩, ১৭৮-'২০, ১৮০-১৭৭, ১৯০-৫০, ১৯৩-৫৭০, ২০২-৫৭৭, ২১৪-২৬২, ২১৬-৪৮১, ২১৯-৩২৯, ২৩২-৪৮০, ২৩৮-৪২, ২৩৯-৩২৬, ২৪৫-১৭০, ২৪৯-৪৭৮, ২৫২-৪৭০, ২৫৪-৩৭৮, ২৫৭-১৬৪, ২৬৮-৪৯০, ২৭৩-২০১, ২৭৬-৫৯৩, ২৭৭-৬০২, ২৭৮-৫৯৭, ২৮৪-৫৯৯।

(১১০) "কবিকণ্ঠহার' উপাধি সহিত বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যায় নেপাল পুথির ৪২, ১১১ ও ২৪৫ সংখ্যক পদে। শুধু কবিকণ্ঠহার ভণিতা আছে ৩১, ২১৩, ২৮৫ ও ২৮৬ সংখ্যক পদে। শুধু কণ্ঠহার ভণিতা ৩৮ সংখ্যক পদে আছে।

(১১১) বর্ত্তমান সংস্করণের পদসংখ্যা—

২৯, ৮২, ২২৮, ৪৫৫, ৮৮, ৪৯৭, ৪২, ৭৮, ১০৪। শেষোক্ত পদটী বর্ত্তমান সংস্করণের ১৯২ সংখ্যকপদ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক

সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া নগেন্দ্রবাবু উহা বাদ দিয়াছেন ; কিন্তু রামভদ্রপুর পুথিতে উহার শেষ চারি চরণ এইরূপ :—

ভনই বিদ্যাপতি অরে রে বরযুবতি
অনুভব পেম পুরানা রে।
রাজ সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানা রে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন : "এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁথির আকারে মিথিলায় পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে মহেশ ঠাকুরের রাজ্যকালে লোচন নামক কবির দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হয়" (পৃঃ ২৮/০)। গ্রিয়ার্সন সাহেব দরভঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের নিকট উহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে রাজলাইব্রেরীতে উহা ছিল, কিন্তু কোথাও উধাও হইয়াছে। তখন মিথিলার বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করিতে করিতে গচ্ছহী ড্যোঢ়ী নিবাসী ইন্দ্রপতিসিংহের নিকট উহার একখণ্ড পাওয়া যায়। ঐ প্রতিলিপি প্রাচীন নহে, কেননা উহা দেবনাগর অক্ষরে লেখা। মিথিলার কোন প্রাচীন পুথি দেবনাগর অক্ষরে লেখা নহে। যাহা হউক উহা অবলম্বন করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র দ্বারভাঙ্গা রাজপ্রেস হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে লোচন মঙ্গলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকে লিখিতেছেন—

"ধীর শ্রীমহিনাথ ভূপতিলকঃ শাস্তেধুনা মৈথিলান্॥

সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন যে তিনি মহীনাথের অনুজ নরপতির আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবি এক পদের (পৃঃ ৪৫) ভণিতায় লিখিয়াছেন—

লোচনভন বুঝ সরস বিমলমতি
মধুমতি পতি মহিনাথ মহীপতি॥

অপর একটি পদের (পৃঃ ৪৮) ভণিতায় বলিয়াছেন—

লোচন ভন উরবসি মনরঞ্জক নৃপনরপতি রস জান

দারভঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠকুর, তৎপুত্র শুভঙ্কর, তৎপুত্র সুন্দর এবং সুন্দরের পুত্র মহীনাথ। লোচন এই পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকে দিয়াছেন। শ্যামনন্দন সিংহের মতানুসারে মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন এবং মহীনাথ ১৬৬৮ হইতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য

করেন (১১২)। সুতরাং এই লোচন কবি, যিনি নিজেকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন যে মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন ও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাগতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী নামক এক গ্রন্থ—যাহাতে বিদ্যাপতির পদ আছে—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা হইতে পণ্ডিত দত্তাত্রেয় কেশব যোশী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যোশী ঐ গ্রন্থের পুথি এলাহাবাদে পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের পুষ্পিকায় নাকি আছে যে লোচন লক্ষ্মণ সেনের পিতার সমসাময়িক (১১৩)। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নগেন্দ্রবাবু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লোচনের রাগতরঙ্গিণী হইতে অনেক পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে উদ্ধার করিয়াছেন, আর উহার নয় বৎসর পরে এলাহাবাদ হইতে—যেখানে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝার ন্যায় মৈথিল পণ্ডিতেরা ছিলেন—এক লোচনের রাগতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় দরভঙ্গা হইতে প্রকাশিত রাগতরঙ্গিণী সম্ভবতঃ দেখেন নাই এবং আমি পুণা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ দেখি নাই। সুতরাং যোশী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে এখন উপনীত হওয়া যায় না।

যাহা হউক নগেন্দ্রবাবু রাগতরঙ্গিণী মিথিলাতেই পাইয়াছিলেন এবং আমরা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাইয়াছি তাহাও মিথিলার পুথি হইতে প্রকাশিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুদ্রিত রাগতরঙ্গিণীতে যে সব পদের ভণিতায় স্পষ্টতঃ অন্য কবির নাম আছে, তাহাও নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির ভণিতায় চালাইয়া দিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১১২) শ্যামনন্দন সিংহ কৃত History of Tirhut, পৃষ্ঠা ২১৭

(১১৩) Visva Bharati Quarterly Nov—Jan. 1943-44

পৃঃ ২৫৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন যে inclusion of Vidyapati's songs and Moslem Ragas "led some people to believe that Lochana Pandita must have flourished in the 14th century But the Puspika sloka would conclusively prove that the book dates back to a much earlier period" (পৃঃ ঐ ২৫১)

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব্ব গ্রন্থে (পৃঃ ৭৬৭—৬৮) বলিয়াছেন" ১০৮২ শকাব্দে—১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্ ও ফিরদোস্ত—রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

(১) নগেনবাবুর ৪৮৪ সংখ্যক পদ রাগতরঙ্গিণী ও তালপত্রের পুথি হইতে লওয়া।

ঐ পদ যে রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ৬৭) অনুসারে জশোধর নব কবিশেখরের রচনা তাহা এই ভূমিকার ১৷৷৴০ ও ১৸০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

(২) নাগেন্দ্রবাবুর ১৬ সংখ্যক পদের ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি গাবে
বড় পুনে গুণমতি পুনমত পাবে॥

ঐ পদ রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৭৬) নিম্নলিখিত ভণিতায় আছে—

কবি রতনাঈ ভানে।
সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ১০৫) কবি রতনের আর একটি পদ আছে।

(৩) নগেন্দ্রবাবুর ৬৪২ সংখ্যক পদের ভণিতা

বিদ্যাপতি কবি ভান।
অচির হোয়ত সমাধান॥

রাগতরঙ্গিণীর (পৃঃ ৮০) ভণিতা—

প্রীতিনাথ নৃপ ভাণ।
অচিবে হোযত সমাধান॥

(৪) নগেন্দ্রবাবু ১২৬ সংখ্যক পদ রাগতরঙ্গিণী হইতে লইযাছেন বলিয়া স্বীকার করিযাছেন। রাগতরঙ্গিণীব (পৃঃ ৮০) ভণিতা —

ভবানীনাথ হেন ভানে
নৃপ দেব জত রস জানে
নব কান্হে লো॥

নগেন্দ্র বাবু উহা বদলাইয়া করিযাছেন—

কবি বিদ্যাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংহ রস জানে
নব কান্হে লো॥

(৫) রাগতরঙ্গিণীর (পৃঃ ৯৮) "ধৈরজকর ধরণীধর ভাণ" পদটি নগেন্দ্র বাবু ৭৯২ সংখ্যক পদরূপে গ্রহণ করিবা ভণিতায় দিয়াছেন "ধৈরজধরু বিদ্যাপতি ভান।"

(৬) নগেন্দ্র বাবুর ৫৯ সংখ্যক পদ রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ১০০) হইতে লওয়া হইলেও ভণিতার "গোবিন্দ বচন সারে" বদলাইয়া তিনি "বিস্তাপতি বচন সারে" করিয়াছেন।

(৭) নগেন্দ্র বাবুর ৬০ সংখ্যক পদের ভণিতা—

সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে

কিন্তু ঐ পদের ভণিতা রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ১৬১)—

প্রণবি জীবনাথ ভানে।

(৮) নগেন্দ্র বাবুর ৫৭৬ সংখ্যক পদের ভণিতা—

বিস্তাপতি কবিবর এহু গাব।
সকল অধিক ভেল মন্মথ ভাব॥

রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ১১৫) তে ঐ পদের ভণিতা—

রসময় শ্যামসুন্দর কবি গাব।
সকল অধিক ভেল মনমথ ভাব॥
কৃষ্ণ নারায়ণ—ই রস জান।
কমলারতিপতি গুণকনিধান॥

(৯) রাগতরঙ্গিণীর (৪৮ পৃঃ) "উপমিঅ আনন" প্রভৃতি পদটীর নীচে লোচন লিখিয়াছেন—"ইত্যাদি রাজ্ঞঃ শ্রীনিবাস মল্লস্য"; কিন্তু নগেন্দ্রবাবু উহা ঐ গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন স্বীকার করিয়া বিস্তাপতির উক্ত সংখ্যক পদরূপে ছাপিয়াছেন।

(১০) নগেন্দ্র বাবুর ১৯ সংখ্যক পদ রাগতরঙ্গিণী হইতে লওয়া।

ঐ পদের ভণিতায় তিনি ছাপিয়াছেন—

ভনই বিস্তাপতি এহু পরব পুন তহ
ঐ সনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংঘ
লখিমা দেইকব কন্ত রে॥

কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৭২) উহা এইরূপ—

গজসিংহ ভন এহু পুরব পুনতহ
ঐ সনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম
অসমতিদেইকের কন্ত রে॥

বস্তুতঃ নগেন্দ্র বাবু রাগতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত সিংহভূপতি (রাগতরঙ্গিনী পৃঃ ৬০, ন. গু. ৩৫৮), (ঐ পৃঃ ৭৪-৭৫, ন. গু. ১৭৫), লছমিনারায়ণ (ঐ পৃঃ ৬৫, ন. গু. ৮২৯), গজসিংহ (ঐ পৃঃ ৬৮, ন. গু. ৬৩৫) (ঐ পৃঃ ৭২, ন. গু. ১৯), নৃপসিংহ (ঐ পৃঃ ৭৩-৭৪, ন. গু. ৯৪), কবি রতনাঈ (ঐ পৃঃ ৭৬ ৭৭, ন. গু. ১৬), প্রীতিনাথ (ঐ পৃঃ ৮০, ন. গু. ৬৪২), অমিঅকর (ঐ পৃঃ ৮৪, ন. গু. ৩১৭), ভবানীনাথ (ঐ পৃঃ ৯১, ন. গু. ১২৬), ধরণীধর (ঐ পৃঃ ৯৮, ন. গু ৭৯২), গোবিন্দ দাস (ঐ পৃঃ ১০০, ন. গু. ৫৯) (ঐ পৃঃ ১০১-২, ন. গু. ৫২৩) ও শ্রীনিবাস মল্ল রচিত পদগুলি বিদ্যাপতিতে আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার ৬৪১ সংখ্যক পদের নীচে মিথিলার পদ লেখা থাকায় এবং ভণিতায়

"ভনই বিদ্যাপতি ওরে সহি নেহ
সুপুরুস বচন পসান রেহ"

থাকায় উহা আমরা ৪৪০ সংখ্যক পদরূপে ছাপিযাছি। কিন্তু এখন রাগতরঙ্গিনীর ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় উহার শেষ চারি চরণ পাইতেছি :—

সে সবে বিসরু আবে রে রে কী হেতু।
মরও মনথ হেমকর কেতু॥
কবি কুমুদী কহ বে রে
থির রহ সুপুরুষ ব ন পসান রেহ॥

পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের ৪৪০ সংখ্যক পদটি বাদ দিয়া পড়িবেন ও উহা কাটিয়া দিবেন।

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির ৫১টি অকৃত্রিব পদেব মধ্যে তিনটীতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই, কিন্তু লোচন "ইতি বিদ্যাপতে." লিখিয়াছেন। ৩৬টিতে বিদ্যাপতির নাম আছে। দুইটী পদে কণ্ঠহার ভণিতা আছে, এবং তাহাব সহিত শিবসিংহের উল্লেখ আছে।

(২) রামভদ্রপুরের পুথি

রামভদ্রপুরের পুথির আবিষ্কারক পণ্ডিত বিষ্ণুলাল ঝা শাস্ত্রী। ইনি বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ্চ, সোসাইটীর অধীনে অনেক মৈথিলী পুথি সংগ্রহ করেন। দরভঙ্গা জেলার রামভদ্রপুরে এই পুথিখানি পাইয়া তিনি স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুর এম-এ. কে খবর দেন। ঠাকুর মহাশয় উহা ধার লইয়া দশ মাস কাল ধরিয়া অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে "বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী" গ্রন্থে

উহা প্রকাশ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর লাহেরিয়াসরাইয়ের 'পুস্তক ভাণ্ডার' কর্ত্তৃক তাঁহার "মহাকবি বিদ্যাপতি" শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ঐ পদগুলি পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত বিষ্ণুলাল শাস্ত্রী মহাশয় পুথিখানি রামভদ্রপুর হইতে আনিয়া পাটনা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ কালিকিঙ্কর দত্ত মহাশয়কে দেন এবং ডাঃ দত্ত উহা আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া অনুগৃহীত করেন

পুথিখানিতে চারজন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। উহা তালপত্রে লেখা, কিন্তু সকল তালপত্র সমান প্রাচীন নহে। কিন্তু কোন অক্ষর বা তালপত্র দুইশত বৎসরের কম প্রাচীন নহে। এই পুথি ডাঃ অনন্ত প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীকে দেখাইলে, তিনিও আমার এই মত সমর্থন করেন।

পুথিখানি খণ্ডিত। পুথির দশম পত্রে ২৮ সংখ্যক পদটি প্রথমে পাওয়া যায়। শেষ পদের সংখ্যা ৪১৮, এবং শেষ পত্রের সংখ্যা ১২১। কিন্তু বর্ত্তমানে ৩৫ খানির বেশী পত্র পাওযা যায় না। সুতরাং যদি অনুমান করিযা লওয়া যায় যে ১২১ পত্রেই পুথি সমাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি মূল পুথির মাত্র শতকরা ২৯ ভাগ পাওয়া গিয়াছে বলিতে হয়। এখন পুথিতে ৯৩টি পদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শিবনন্দনঠাকুর মহাশয় ৮৬টি পদ প্রকাশ করিয়াছেন। পুথিতে দেখিয়াছি যে ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১৬১, ১৮৬ এবং ১৮৮ সংখ্যক পদেব অধিকাংশেব পাঠোদ্ধার করা গেলেও ঠাকুর মহাশয় ঐগুলি পরিত্যাগ কবিয়াছেন। তিনি ৪০ সংখ্যক পদটীও পাঠোদ্ধার করিতে না পারিযা ছাড়িয়া দিয়াছেন; কিন্তু ঐ পদটীতে বিদ্যাপতির ভণিতার সহিত কুমার অমরসিংহের নাম উল্লিখিত থাকায় উহার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। নগেন্দ্রবাবুর তরৌণির তালপত্রের পুথিতে—

ভন বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত
কুমর অমর জ্ঞানোদেই কন্ত॥

ভণিতাযুক্ত আর একটি পদ আছে।

রামভদ্রপুর পুথির ১২টি পদ নেপালের পুথিতেও পাওয়া যায় (১১৪)। এই পুথির ৩০৫ সংখ্যক পদটীর রাগতরঙ্গিণীব পৃঃ ৫৪—৫৫ তে কিছু পাঠান্তর সহ পাওয়া যায়; কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে ভণিতা নাই এবং বিদ্যাপতির রচনার কোন

(১১৪) প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির পদের ও দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের ১—২৯৮, ৪৫৪, ৪৪—২৬৭, ৫৫—৩৩৪, ৬৩—৪৮৬, ৬৭—১৩৪, ৮০—৫৩১, ১০৯—১৪৭, ১১৬—৫৫, ১২৯—৩৬৬, ২৩০—৮১, ২৩৯—৩২৬।

নির্দ্দেশও নাই। সেইজন্য নগেন্দ্রবাবু এটি তাঁহার সংস্করণে গ্রহণ করেন নাই। রামভদ্রপুর পুথিতে উহার ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি অরে রে বরযুবতি
অনুসঅ পেম পুরানা রে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানা রে॥

বর্ত্তমান সংস্করণের ১৯২ সংখ্যক পদরূপে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। রামভদ্রপুরের পুথি না পাওয়া গেলে এই সুন্দর পদটী বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া জানা যাইত না।

রামভদ্রপুরের পুথির ৯৩টি পদের মধ্যে ৬০টিতে বিদ্যাপতির ও ২টিতে অমিয় করের ভণিতা আছে। বাকী ৩১টি পদের মধ্যে ৪টি নেপাল পুথি হইতে জানা যায় যে বিদ্যাপতিব রচনা ও অপর একটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেব তালপত্রের পুথি হইতে বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্তরূপে পাওযা গিযাছে (ন গু ২২৭)। অপর ২৬টি পদ যে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক রচিত এমন কোন প্রমাণ নাই। স্বর্গীয শিবনন্দন ঠাকুর মহাশয় ধরিযা লইয়াছিলেন যে রামভদ্রপুরের পুথিতে যত পদ পাওয়া গিযাছে, সবগুলিই বিদ্যাপতির রচনা। কিন্তু এই কথা ঠিক হইলে, অমিযকরেব ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ (৩৯৮ ও ৪১৩ সংখ্যক) ইহাতে থাকিত না।

প্রথমোক্ত পদটীর ভণিতায আছে —

ভনই অমৃত অনুবাগে
কপটে কুসুমসর কৌতুকে গাবে।
জসমাদেবি রমানে
ভৈরবসিংহ ভূপ রস জানে॥

বিদ্যাপতি ভৈরবসিংহকে 'দুর্গা ভক্তি তবঙ্গিনী' উৎসর্গ করিযাছেন, কিন্তু কোন পদে তাঁহাব নাম উল্লেখ করেন নাই। অমৃত বা অমিয কবের ২টি পদ নেপালের পুঁথিতে, ২টি বামভদ্রপুরেব পুথিতে ও ১টি বাগতরঙ্গিণীতে পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রগুপ্ত মহাশয়ও নেপাল পুথিতে প্রাপ্ত অমিয়কবের পদ দুইটি বিদ্যাপতিতে আরোপ করিতে সাহস করেন নাই।

(৩) তরৌণীর তালপত্রের পুঁথি

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—
"রাজকর্ম্ম উপলক্ষে দরভঙ্গায় থাকিতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত এই পুঁথিখানি

প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট উহা পাইযাছি। এই পুঁথি ও বিদ্যাপতির হস্তলিখিত ভাগবত পুঁথি তরৌণী গ্রামে ৺লোকনাথ ঝার গৃহে রক্ষিত ছিল।" কিন্তু সমস্তিপুরের সুপ্রসদ্ধি ঘোষ বংশের রাযবাহাদুর ক্যাপ্‌টেন্ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা রায়বাহাদুর রাধারমণ ঘোস যখন (১৯৩২ খৃঃ) পাটনায় যথাক্রমে মেডিক্যাল্ কলেজ হাঁসপাতালেব সুপারিণ্টেডেণ্ট্ ও শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটাবীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তাঁহাদের নিকট আমি শুনিয়াছি যে দেওঘর নিবাসী বিদ্যাপতি-বংশীয় কোন ব্রাহ্মণ ঐ পুথি তাঁহাদের পিতামহ বৈষ্ণবপ্রবর বিপিনবিহাবী ঘোষ মহাশয়কে প্রদান করেন। সমস্তিপুরের তদানীন্তন মুন্সেফ মোহিনীমোহন দত্ত উহা তাঁহাদেব পিতৃব্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে দেন, সারদাবাবু আবার উহা নগেন্দ্রবাবুকে ব্যবহাব করিতে দেন। নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ প্রকাশেব পর উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পুথিশালায প্রদান করেন; কিন্তু তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর বসুমতী সংস্করণ প্রকাশের সময আব ঐ পুথি দেখিতে পান নাই। এইরূপে বিদ্যাপতির পদাবলীর এক মূল্যবান আকর পুথি লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে ঐ পুথিতে প্রায় ৩৫০ পদ ছিল (ভূমিকা ২৸৵০) এবং উহাতে বিদ্যাপতি ব্যতীত আব কাহারও পদ নাই (পৃঃ ১০১)। বসুমতী সংস্করণের ভূমিকায তিনি বলিযাছেন যে ঐ পুথিতে প্রদত্ত বিদ্যাপতির সমস্ত পদই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাব সাহিত্য পরিষৎ সংস্কবণে যে সব পদের নীচে "তালপত্রেব পুঁথি" আকররূপে লিখিত হইযাছে তাহা গুণিযা আমবা দেখিতেছি যে তিনি তরৌণীর পুথি হইতে ২৩৯টী পদ লইযাছেন। সুতবাং বলিতে হয যে অন্য কবির রচনা বলিয়া তিনি শতাধিক পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ পুথিতে প্রদত্ত সকল পদই যে বিদ্যাপতির রচনা নহে তাহার প্রমাণ নগেন্দ্রবাবু ৭৮৩ সংখ্যক পদে রাখিয়া গিযাছেন। ঐ পদের ভণিতা :—

ভনে পঞ্চানন ঔখদ আনন
বিরহ মন্দ ব্যাধি।
জতহি পাউতি হরি দরসন
ততহি তেজতি আধি॥

এই পদটী যে পঞ্চানন নামধেয় কোন কবির রচনা তাহা জোর করিযা বলা যায়। নগেনবাবুর ৩৬৬ সংখ্যক পদটী তালপত্রের পুঁথি হইতে লওয়া, কিন্তু উক্ত পদ

উমাপতিকৃত পারিজাত হরণ নাটকে পাওয়া যায়। উমাপতি বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কালের লোক তাহা লইয়া বিতর্ক আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে Asiatic Society Journal (Part 1) যে গ্রিয়ার্সন্ ঐ পদ উমাপতি কৃত বলিয়াছেন।

তরৌণীর পুথির পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে উহা হইতে নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক গৃহীত ২৩৯টি পদের মধ্যে ১০৩টিতে কবির পৃষ্ঠপোষকদের নামের উল্লেখ আছে, ১০১ টির ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে, কিন্তু কোন রাজার নাম নাই; ৩১টি পদে কোনপ্রকার ভণিতা নাই, অতএব ঐগুলি বিদ্যাপতির রচনা কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

(গ) বাংলাদেশের প্রাচীন পদসংগ্রহ পুথিতে বিদ্যাপতির পদ

(১) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি

অধুনা প্রচলিত সমস্ত পদসংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" প্রাচীনতম। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০৫খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা সমাপ্ত করেন। সুতরাং "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সঙ্কলিত হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে। এই সঙ্কলনে ৩১৫টি মাত্র পদ আছে; তন্মধ্যে অনেকগুলিই তাঁহার নিজের রচনা। পদকর্ত্তা হিসাবে তিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতা ব্যবহার করিযাছেন। সুপ্রসিদ্ধ পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহার 'বল্লভ' ভণিতার পদগুলিতে শ্লিষ্ট 'বল্লভ' শব্দের সাহায্যে তিনি শ্রী রাধা বল্লভশ্রীকৃষ্ণ ও বল্লভ নামক পদকর্ত্তা— দুইটী অর্থই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু 'বল্লভ' শব্দের শেষোক্ত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া পদগুলিকে ভণিতাহীন বে-ওয়ারিশ মাল বিবেচনায় বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ২৩১)। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আটটী পদে সুস্পষ্ট বল্লভ ভণিতা থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রবাবু ঐগুলি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া চালাইয়াছেন (১১৫)। অপর আটটী ভণিতাহীন পদও ক্ষণদাগীতচিন্তামণি হইতে লইয়া তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন (১১৬)। এই পদগুলি যে বিদ্যাপতির রচনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। ক্ষণদাগীতচিন্তামণির যে সংস্করণ শ্রীধামবৃন্দাবনের দেবকীনন্দন প্রেস হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(১১৫) নগেন্দ্রবাবুর সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ৮৯, ৯০, ১৩৬, ১৭৭, ১৯৪, ২৫৭, ২৮৪ ও ৫৯০ সংখ্যক পদ বল্লভভণিতা যুক্ত, সুতরাং বর্ত্তমান সংস্করণে ঐগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(১১৬) উক্ত সংস্করণের ৬৫, ১৪৩, ১৫৬, ২০৮, ৫৪৯, ৫৭২, ৫৭৪ ও ৮২৫।

হইয়াছে, তাহাতে পদগুলি এত বিকৃত আকারে ছাপা হইয়াছে যে উহা হইতে কোনরূপ পাঠান্তর প্রদান করা আমরা সঙ্গত মনে করি নাই।

(২) পদামৃতসমুদ্র

"পদামৃতসমুদ্রে"র সঙ্কলন কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র। অনুমান হয় তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে ৭৪৬টি পদ আছে; তন্মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত পদের সংখ্যা ২২৮ ও গোবিন্দ দাসের পদ ২৭০টি। বাংলা পদগুলির তিনি সংক্ষিপ্ত ও রসপূর্ণ সংস্কৃত টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্রে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ৬৪টি পদ দেখা যায়। রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও রসবোধের নিকষে যে পদগুলি পরীক্ষিত হইয়া রসোত্তীর্ণ হইয়াছে সেগুলি উৎকৃষ্ট পদ সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি পদে মৈথিলী শব্দের পরিবর্ত্তে বাংলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কয়েকটি পদ যেন কীর্ত্তন গান করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ছোট ও বাঙ্গালী শ্রোতার সহজবোধ্য করা হইয়াছে। বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণে অনেক ছাপার ভুল আছে বলিয়া উহা ব্যবহার না করিয়া আমরা পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি হইতে পাঠান্তরাদি দিয়াছি।

(৩) পদকল্পতরু

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলনের কিছুকাল পরে গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণবদাস "পদকল্পতরু" সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহের মধ্যে এই গ্রন্থ আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ৩১০১টী পদ আছে। এই ভূমিকার শেষে প্রদত্ত—থ নির্ঘণ্ট হইতে দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট বিদ্যাপতির ভণিতা-যুক্ত ১৬১টি পদ আছে; তন্মধ্যে মাত্র ১৪টি পদ নেপাল ও মিথিলার প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় (১১৫)। বাকী ১৪৭টি পদ কেবলমাত্র বাংলা দেশেই পাওয়া গিয়াছে, অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে—"চিরচন্দন উরে হার ন দেলা", "এভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর", "তাতল সৈকত-বারি বিন্দুসম", "মাধব বহুত মিনতি করোঁ তোয়," প্রভৃতি ভাবঘন পদগুলি কেবলমাত্র বাংলাদেশেই

(১১৫) এ চোদ্দটা পদের পদকল্পতরুর সংখ্যা ও [illegible] ৮০—২৩২, ১১২-৬৬৯, ১৯৩—২৩০, ২০৭—২২৮, ২৫৪-৪৯১, ৭৪০-৪৮৪, ৮৫৫-২৫৫, ১০৬১-২৯, ১০৮১-৪৯৭, ১০৯৫—৪৯৩, ১৩৩৬—২৩, ১৬৮৩-৪৪৩, ১৮৭৯-১৭৭, ১৯৪৩—৫৪৮।

সংবক্ষিত হইযাছে। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু বিত্তাপতির পদ আস্বাদন করিয়া পরম আনন্দ পাইতেন, তাই বাঙ্গালী ভক্তেবা বাছিযা বাছিযা এই সব পদ সযত্নে রক্ষা করিযাছিলেন। কীর্ত্তনিযা গায়কদের মুখে মুখে গীত হইবাব সমযে এগুলির বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, যে সব শব্দ বাংলাদেশে একেবাবে অপ্রচলিত বা যাহার অর্থ বুঝিতে বাঙ্গালী শ্রোতার কষ্ট হইত, সে সব শব্দ ও পদবিন্যাস বদলাইতে এই সব কীর্ত্তনিযাবা ইতস্ততঃ করেন নাই।

পদকল্পতরুতে বিত্তাপতিব ভণিতাযুক্ত প্রত্যেকটি পদই যে মিথিলার কবি বিত্তাপতির রচনা এ কথা জোর করিযা বলা যায না। আমবা ১৯০ সংখ্যক পদটীতে শিবসিংহ ও লছিমা দেবীব উল্লেখ ও বিত্তাপতিব ভণিতা আছে দেখিযা এবং রাধামোহন ঠাকুব ও বৈষ্ণবদাসেব সংগ্রহে উহা স্থান পাইয়াছে বলিয়া "রাজনামাঙ্কিত" পদগুলিব মধ্যে সন্নিবিষ্ট কবিযাছি, কিন্তু উহাব ভাষা খাঁটি বাংলা। ঐরূপ খাঁটি বাংলা পদ আবও অনেকগুলি আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়েব ন্যায উৎসাহী সংগ্রহকর্ত্তাও ঐগুলিব মধ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত পাঁচটী পদকল্পতরুর পদ নিজেব সংগ্রহে স্থান দিতে পাবেন নাই :—

(১)

শুন লো রাজার ঝি
তোবে কহিতে আসিয়াছি।
কানুহেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ কবিলা কি ॥
বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিযা
ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখাইয়া বয়ান-চান্দে
তারে ফেলিল বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥

হৃদয় দরশি থোর
তার মনি করি চোর
বিদ্যাপতি কহ শুন ল সুন্দরি
কানু জিয়ায়রি মোর ॥ পদকল্পতরু ২১৫ ।

(২)

আজি কেনে তোমা এমন দেখি ।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা ।
না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা ॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা ।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে ।
মরমি জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি ।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ় ।
গোপত পিরিতি বিষম বড় ॥ পদকল্পতরু ২২৬ ।

(৩)

সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি ।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি করল মুরারি ॥
সজনি কীয়ে করব পরকার ।
কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার ॥
নারীর দীঘনিশাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে ।
পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহ্বো তছু পাশে ॥

আনি দেউ পিউ রাখহ আমার জিউ
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
ত্বরিতহিঁ মীলব কান॥ পদকল্পতরু ১৬৪২।

(৪)

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিযা মধুপুর॥
শুন সখি হামারি বেদন।
বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন॥
হামারি দুখ সখি কো পাতিয়াওয়ে।
মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরি হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী॥
নিঁদ নাহি আওয়ে শয়ন নাহি ভায়।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহায়॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ পদকল্পতরু ১৭৩২।

(৫)

এমন পিযার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।
গড়োর কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিযে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিযা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দারিদ যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
হিযার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ পদকল্পতরু ২৫২৫।

বিদ্যাপতির নাম স্পষ্টভাবে ভণিতায় থাকিলেও, এই সমস্ত পদ মিথিলার বিদ্যাপতির রচনা নহে। এগুলি তবে কাহার রচনা সে বিচার "বাঙ্গালী বিদ্যাপতি" শীর্ষক নিবন্ধে করিব।

নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত পদগুলি ছাড়িয়া দিয়া সুবিবেচনার কাজ করিলেও, অন্য কয়েকটি পদের বেলায় অনুরূপ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেন নাইঃ—যথা পদকল্পতরুর খোলের বোল পদ্যের আকারে লেখা ১৫০২ সংখ্যক পদে তাঁহার সংস্করণে ৬১০ সংখ্যক পদ রূপে স্থান পাইয়াছে। পদকল্পতরুর ২৩৮, ২৫০, ২৫১, ৩৯৯, ৪৫৮, ৫১১, ৫২৮, ৬৬৬, ৭২১, ৭২৭, ৭২৮, ১০৯৩, ১১০৩, ১১০৭, ১৬১৯, ১৬৭২, ১৬৮০, ১৯৫২, ১৯৮২, ২০০৮ এবং ২০৩৮ সংখ্যক পদও তিনি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে স্থান দিয়া কবির যথার্থ পদনির্ব্বাচনের সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

পদকল্পতরুর ১৯৯৫ সংখ্যক পদটীতে মৈথিল বিদ্যাপতির রচনার সহিত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা অদ্ভুতরূপে মিশিয়া গিয়াছে। পদটী এই :—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ২
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥ ৪
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥ ৬
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরেষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিযার না॥ ৮
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥ ১০

ইহার প্রথম চারি চরণ বিদ্যাপতির রচনা সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে আগমন করিলে অদ্বৈত আচার্য্য

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥

কিন্তু মিথিলার কবি কি করিয়া

"শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরেষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥"

এই খাঁটি বাংলা কথা লিখিবেন তাহা বুঝা যায় না। নগেন্দ্রবাবু ৮২৪ সংখ্যক পদে এই দুই চরণ মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লিখিয়াছেন—

"শীতের ওঢ়ন পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥"

ন. গু. (৮২৪ সংখ্যক পদ)

এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

"এই পদের ভাষা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" ইত্যাদি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটী চরণ পদকল্পতরুর ১৯৯৫ ও সঙ্কীর্ত্তনামৃতের ৪৮১ সংখ্যক পদে রহিয়াছে। সুবিজ্ঞ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রে (পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথির ১৫৪ পত্রে) ঐ দুই চরণ নিম্নলিখিত পদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—

ভাটিয়ারি রাগ রূপকতালেঃ :—
দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূরে গেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধর কি পানে বিরহ দূর গেল॥
ভনলু বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ৮১০ সংখ্যক পদে এই পাঠই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদকল্পতরুর ১৯৯৭ সংখ্যক পদে উক্ত দুই চরণ বাদে ইহার আর সব চরণ আছে। সুবিজ্ঞ রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় পদকল্পতরুর ১৯৯৫ সংখ্যক পদের দুইটি মাত্র কলিতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি—

"সমুচিত ওথদে না বহে বেআধি" লিখিবার পর নূতন পদ আরম্ভ করিয়াছেন -
তিরোতিয়া (অর্থাৎ ত্রিহুতের) রাগ রূপক তালাভ্যাং

আর দূরদেশে হাম পিয়া না পাঠাউ।
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাউ।

এই দুই চরণের পর আবার আর একটি নূতন পদের আরম্ভ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বিদ্যাপতির পদের মধ্যে বাংলা দেশে যে ভেজাল দেওয়া হইতেছিল তাহা ঠাকুর মহাশয় যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস ও নগেন্দ্র বাবু সে বিচার বুদ্ধি দেখাইতে পারেন নাই।

সংকীর্ত্তনামৃত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এই পদ-সংগ্রহের পুথি সংগ্রহ করেন। পুথির লিপিকাল ১৬৯৩ শকাব্দ বা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ; সঙ্কলন কর্ত্তা দীনবন্ধু দাস। তিনি নিজের আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

প্রপিতামহের নাম শ্রীঠাকুর হরি।
তার পাদপদ্মধূলি নিজ শিরে ধরি॥
পিতামহ ঠাকুর নাম শ্রী নন্দ কিশোর।
তাঁহার করুণাবলে হেন ইৎসা মোর॥
পিতা শ্রী বল্লবীকান্ত ঠাকুরের দয়া।
সেই বলে লিখি আমি ভক্তি শক্তি পাঞা॥

তিনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যশাখাভুক্ত ছিলেন। তিনি ৪০ জন কবির রচিত ৪৯১টি পদ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বিদ্যাপতির রচিত পদ ১০টি। কিন্তু তাঁহার ৪৬৭ ও ৪৬৮ সংখ্যক পদ দুইটী বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কীর্ত্তনানন্দ

কীর্ত্তনানন্দ হইতে নগেন্দ্রবাবু অনেকগুলি পদ লইয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে কোন ভণিতা নাই, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে উহা বিদ্যাপতির লেখা পদ। কীর্ত্তনানন্দ অর্ব্বাচীন পদ সংগ্রহ; তাহার সঙ্কলন কর্ত্তার নাম ধাম জানা যায় না; কোন প্রাচীন পুথিও পাওয়া যায় না। ১২৩২ বঙ্গাব্দে (১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) লেখা পুথি অবলম্বন করিয়া বনওয়ারিলাল গোস্বামী এই গ্রন্থ মুর্শিদাবাদ হিতৈষী প্রেস হইতে প্রকাশিত করেন। কীর্ত্তনানন্দে সর্ব্বসাকুল্যে ৩৫৯টি পদ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা ৫৮টী।

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

আমার মাতামহ নিত্যধামগত অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদযের স্বহস্ত-লিখিত একখানি বিদ্যাপতি পদ সংগ্রহের খণ্ডিত পুথি পাইয়া বাঁধাইয়া রাখিযাছি। এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয নাই এমন কয়েকটি পদ উহাতে পাইয়াছি ও যথাস্থানে ঐগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

৭

বিদ্যাপতির পদের অকৃত্রিমতার বিচার

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, বিদ্যাপতির পদাবলী রূপ ভাগারথীধারার ভগীরথ। জঙ্গল কাটিয়া যাঁহাকে পথ করিতে হয়, তাঁহার ভুলভ্রান্তি, ত্রুটী বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। পরবর্ত্তী গবেষকদের কর্ত্তব্য হইতেছে সেই সমস্ত দোষ ত্রুটীর সংশোধন করা। কিন্তু যিনি প্রথম পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রতিপদে শ্রদ্ধায ভক্তিতে মস্তক অবনত হয়। এই মনোভাব লইয়াই আমরা নগেন্দ্রবাবুর অমূল্য সঙ্কলনের সমালোচনা করিতেছি।

বিদ্যাপতির পদনির্ব্বাচন বিষয়ে নগেন্দ্রবাবু নিম্নে উদ্ধৃত মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন: "পদনির্ব্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোনরূপ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন নাই। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতির, না থাকিলে নয়। বিদ্যাপতির নাম-যুক্ত পদ কবির না হইতে পারে এবং অপর ভণিতাযুক্ত বা একেবারে ভণিতাশূন্য পদও তাঁহার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তার পরিচয় দেন নাই। ভাষা ও ভাবগত প্রমাণ, শব্দযোজনা ও ছন্দোবন্ধে কবির যে বিশেষত্ব আছে, সে সকলের প্রতি কোন সঙ্কলনকার লক্ষ্য করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে একই সঙ্কলনে ভিন্ন ভিন্ন পদের ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্ণ ও সজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে তৎসমুদায় একই কবির রচনা বলিয়া কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিদ্যাপতির নামসম্বলিত কোন পদ পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও সঙ্কলনকারের কর্ত্তব্য সম্ভব-অসম্ভব সম্বন্ধে প্রমাণাদি ও যুক্তি প্রয়োগে

একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া এবং বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। ভ্রষ্টলক্ষ্য সঙ্কলনকারগণ নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। কবির অনুকরণের প্রাচুর্য্যে সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিদ্যাপতির যেরূপ অনুকরণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রূপ হয় নাই" (ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩।/০)।

নগেন্দ্রবাবু নিজে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, পদাবলীর সঙ্কলনে তিনি তাহা অনুসরণ করিলে আজ আমাদিগকে তাঁহার নির্ব্বাচিত ২০৩টি পদ পরিত্যাগ করিতে হইত না। তাঁহার নির্ব্বাচিত যে সমস্ত পদ আমরা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই, তাহার একটি তালিকা এই ভূমিকার শেষে নির্ঘণ্ট রূপে দেওয়া হইল। বিশাল পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে অনেক পদের রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত পদসংগ্রহ পুথি সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানিতে কোথাও বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া ইঙ্গিত না থাকিলে, কেবলমাত্র ভাষা, ভাব ও ছন্দের মিল দেখিয়া কোন পদকে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম রচনা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কেমনা নগেন্দ্রবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে বিদ্যাপতির অনুকরণে বহুপদ রচিত হইয়াছে। উপরে যে তালিকার কথা বলিয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে তিনি ৫১টি ভণিতাহীন বা অজ্ঞাত কবির পদ বিদ্যাপতিতে আরোপ করিয়াছেন।

তাঁহার "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী"র অনেকগুলি পদ কয়েকজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—"প্রায় চল্লিশ বৎসরব্যাপী সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের ও ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনের ফলে আমাদের যে সামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, উহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে বিদ্যাপতির পদনির্ব্বাচন, পদ-বিন্যাস, পাঠ-নির্ণয় ও অর্থ-নির্ণয়ে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণেও শতাধিক মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ১৬৯)। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের Journal of the Department of Letters, Calcutta University, ষোড়শ খণ্ডে বলেন "All songs bearing the ভণিতা's of শেখর, কবিশেখর, রায়শেখর, বল্লভ, কবিবল্লভ, ভূপতি, সিংহভূপতি, ভূপতি-নাথ, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, কণ্ঠহার, জয়দেব, অভিনব জয়দেব, দশ অবধান, পঞ্চানন, কবিবরশেখর, চম্পতি, চম্পতিপতি, সরস, সরসকবি, সরস রাম, লখিমিনাথ (No. 163), কংস-

নারায়ণ, রুদ্রধর, রাজপণ্ডিত and others have been indiscriminately absorbed in Mr. Gupta's compilation of Vidyapati's songs." (পৃঃ ৫৩)।

(ক) গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পদ

বর্ত্তমান যুগে বাংলাদেশে যেমন সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদসংগ্রহের প্রথম চেষ্টা করেন তেমনি মিথিলায় গ্রিয়ার্সন্ সাহেব সারদাবাবুর গ্রন্থ প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে An Introduction to the Maithily Language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির ৮২টি পদ লোকমুখে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি কোন প্রাচীন পুথির সাহায্য পান নাই। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলির মধ্যে কয়টি প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া এই ভূমিকার শেষে প্রদত্ত গ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। উহা হইতে দেখা যাইবে যে তাঁহার ৮২টী পদের মধ্যে ৫৫টী আজ পর্য্যন্ত নেপাল, মিথিলা বা বাংলা দেশের কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ ৫৫টী পদের মধ্যে ৪টি পদকে আমরা নাতিপ্রামাণিক মনে করি, কেননা ঐ পদ কয়টী পরবর্ত্তী কালের মৈথিল পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত "মিথিলাগীত সংগ্রহে" অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। গ্রিয়ার্সনের ২৩ সংখ্যক পদ চন্দ্রনাথের ভণিতায়, ২৬ সংখ্যক পদ নন্দীপতির ভণিতায়, ৪৯ সংখ্যক পদ রুদ্রধার ভণিতায় ও ৬৯ সংখ্যক পদ ধৈর্য্যপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। তাঁহার ৩৭ সংখ্যক পদটি রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ৮৪-৮৫) ও নগেনবাবুর তালপত্রের পুথিতে অমিযকরের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু পদকল্পতরু (১৫২৩) তে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। অন্য ৭৭টি পদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। ঐগুলির মধ্যে ৪টী পদ নেপালের পুথিতে, ৩টী রাগতরঙ্গিণীতে, ২টী ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে ও ১টী পদামৃত সমুদ্রে ও ১৩টী নগেন্দ্রবাবুর তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন "গ্রিয়ার্সন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টী পদ ও সেগুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংকলিত হয় নাই।" তাঁহার সঙ্কলনেও কিন্তু গ্রিয়ার্সনের ৯, ১৬, ১৭,

১৮, ২৯, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৫৯, ৬৩, ৬৭, ৭৪ এবং ৭৭ এই তেরটি পদ মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু এই পদগুলিতে সন্দেহ করিবার বা ত্যাগ করিবার মতন কিছুই নাই। আমরা গ্রিয়ার্সনের ৭৭টি পদ অকৃত্রিম ও ৫টি পদ নাতিপ্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

(খ) কবির উপাধি ও উপনাম

আমরা বিদ্যাপতির পদগুলির আকরসমূহ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া ৭৯৯টি পদকে অকৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি (১১৬)। এই পদগুলি নেপালের পুথি, রামভদ্রপুরের পুথি, রাগতরঙ্গিণী, তরৌণির পুথি, গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহ, পদামৃতসমুদ্র, ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি, পদকল্পতরু, সংকীর্ত্তনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। এই ৭৯৯টি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির যে সব উপাধি দেখা যায়, সেই উপাধিগুলির মধ্যে কোন একটি যেখানে ভণিতায় পাওয়া যাইবে, সেখানে বিদ্যাপতির নাম না থাকিলেও তাহাকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রাথমিক অনুমান করিয়া পরে ভাব ও ভাষা বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অপর পক্ষে এই ৭৯৯টি পদের মধ্যে একটিতেও যদি কবিরঞ্জন, কবিশেখর, শেখর, চম্পাতি, বল্লভ, ভূপতিসিংহ, দসঅবধান প্রভৃতি ভণিতা না দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ সব ভণিতাযুক্ত পদ বিদ্যাপতির রচনা না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। একজন কবির অসংখ্য উপাধি বা উপনাম থাকা স্বাভাবিক নহে। আর এমন কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নাই যে বিদ্যাপতি নিজে পঞ্চানন, অমিয়কর, ধৈরযপতি, জশোধর, রুদ্রধর, আতম, বিষ্ণুপুরী, লখিমিনাথ, ভানু, কংসনারায়ণ, রতন, সিরিধর, পৃথিবীচন্দ প্রভৃতি অজস্র ছদ্মনামে পদ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির উপাধি কবিকণ্ঠহার ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণের ৩৫৩ ও ৪৫৪ সংখ্যক পদে দেখা যাইবে যে নেপাল পুথির পদের ভণিতায় "বিদ্যাপতি কহ কবি কণ্ঠহার" বা "ভণই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার" রামভদ্রপুরের পুথি হইতে গৃহীত ২৮

(১১৬) বর্ত্তমান সংস্করণের প্রথম চার খণ্ডে প্রদত্ত ৭৯৬ পদের সাহিত, ক পরিশিষ্টে মুদ্রিত ৬টী পদ ও ভূমিকার ষষ্ঠ প্রকরণের নেপাল পুথির বিচারের ১০৭ সংখ্যক পাদটীকায় লিখিত ৪টী পদ একুণে ৮০৬টী পদ হইতে আমাদের ১৯০, ৪৪০ এবং ২৭৩ সংখ্যক সিংহভূপতিযুক্ত পদ ও নবকবিশেখরের ভণিতাযুক্ত ৬১৫, ৬৯৪, ৬৪৫ ও ৭১৭ সংখ্যক পদ একুণে ৭টি পদ বাদ দিলে ৭৯৯টি পদ অকৃত্রিম বলিয়া ধরা যায়।

ও ২৭৭ সংখ্যক পদে, তরৌণির তালপত্রের পুথি হইতে সঙ্কলিত ২০, ১৪০, ৪০২ এবং গ্রিয়ার্সন্ ও তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত ২৫৯ ও ৩০৭ সংখ্যক পদে একুণে নয়টী পদে অনুরূপ ভণিতা আছে। এই জন্য কবির নাম না থাকিলেও ১৫, ৩০, ৪১, ৪৮, ৯৩, ১৫৭, ২১০, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪৭৩, ৪৭৭ এবং ৫২৯ এই কয়টী পদে উক্ত প্রাচীন পুথিগুলিতে কবিকণ্ঠহার, সরসকবি কণ্ঠহার বা শুধু কণ্ঠহার ভণিতা থাকায় আমরা নিঃসন্দেহে ঐগুলি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণের ৬৭, ৯৬, ১৩৫, ২১৩ ও ৪১৩ সংখ্যক পদে কবি ভণিতা দিয়াছেন "সরস কবি বিদ্যাপতি"; এই জন্য ১১১ ১১২, ১২০ ও ২০৮ সংখ্যক পদে "সরস কবি ভানে" বা নেপাল পুথির ২৫১ সংখ্যক পদে কেবলমাত্র "সরস ভাণ" দেখিয়া ঐগুলিও বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।

কবির নাম স্পষ্টভাবে লিখিত নাই, ভণিতায় কেবলমাত্র "নবজয়দেব" বা "অভিনব জয়দেব" আছে এমন পদ পাঁচটী বর্ত্তমান সংস্করণে পাওয়া যাইবে (৯, ৭৭, ৯৮, ১০৭ ও ৫৫৮)। বিসপীর দানপত্রে আছে:—"গ্রামো-যেমস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভিনব-জয়দেব-মহারাজ পণ্ডিতঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽতো গ্রামকস্থা যয়মেতেষাং বচনকরীভূকর্ষকাদি কর্ম্ম করিষ্যথেতি লক্ষ্মণসেন সম্বৎ ২৯৩ শ্রাবণ সুদিতীগুরৌ।" এই বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে কবির উপাধি অভিনব-জয়দেব ছিল; কিন্তু ঐ দানপত্রের অকৃত্রিমতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণের ৯৮ সংখ্যক পদ হইতে দেখা যাইবে যে নেপাল পুথিতে এই পদের নীচে কেবলমাত্র "ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে, এবং নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্রের পুথিতে কবির নাম উল্লেখ না করিয়া

"রাজা সিবসিংহ রূপনারায়ণ
কবি অভিনব জয়দেবে" ভণিতা আছে।

সুতরাং প্রাচীনকালেও কবির উপাধি "অভিনব জয়দেব" ছিল জানা যাইতেছে (১১৭)। "অভিনব জয়দেব" কবির উপাধি ছিল স্বীকার করিলেও কেবলমাত্র "জয়দেব" ভণিতাযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর তরৌণী পদাবলীর ৪০ সংখ্যক পদ আমরা অকৃত্রিম

(১১৭) আমাদের ৯৮ সংখ্যক পদটীর ১১ চরণ ও দ্বাদশ চরণের "উয়ে রূপ" পর্য্যন্ত রামভদ্রপুরের পুথির ৮৩ পৃষ্ঠায়, ৩০৬ সংখ্যক পদরূপে আছে; উহা সম্পূর্ণ নহে। তথাপি শিবনন্দন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী" (পৃঃ ৫৯) ও "মহাকবি বিদ্যাপতি" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮) গ্রন্থে নগেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত ভণিতা ছাপিয়াছেন। এই স্থলে ঠাকুর মহাশয় নিজের আকর পুথির উপর নির্ভর না করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়াছেন।

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, কেননা বিদ্যাপতি সহসা নিজেকে জয়দেব নামে অভিহিত করিবেন কেন? আর ঐ পদটী কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় নাই।

আমি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের Bihar and Orissa Research Societyর Journal এর চতুর্থ খণ্ডে "Bhanitâs in Vidyapati's Padas" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে নেপালের রামভদ্রপুরের ও নগেন্দ্রবাবুর তরৌণির তালপত্রের পুথিতে এবং রাগতরঙ্গিণী কিম্বা গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহে এমন একটি পদও নাই যেখানে বিদ্যাপতির নামের সহিত "কবিশেখর", "শেখর," "নবকবিশেখর", "চম্পতি" অথবা "কবিরঞ্জন" উপাধিযুক্ত আছে। নেপালের ও মিথিলার আকর পুথিতে "কণ্ঠহার" উপাধি থাকিলেও বাংলাদেশের প্রাচীন পদসঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে এমন একটি পদও নাই যেখানে বিদ্যাপতির নামের সহিত "কণ্ঠহার" যুক্ত আছে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে আমি লিখিয়াছিলাম—"In view of these facts, editors of a critical edition of Vidyapati's *padas* should be extremely cautious in accepting as Vidyapati's composition any *pada* with the *bhanitâ* of *Kaviranjana, Kavisekhara, Navakavisekhara, Sekhara* or *Campati*. In all the sources discussed above we find that wherever our poet has referred to Sivasinha or any other king or queen of the family of Sivasinha he has mentioned either their name or their *viruda* and has never referred to them as simply Bhupatisinha".

কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণের জন্য পদনির্ব্বাচনের সময় আমি ভূপতিসিংহ ভণিতাযুক্ত একটি পদ (২৭৩) ও নবকবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদকল্পতরুর (১০৬, ২৩২, ৩৮৬ ও ১৮৩২) চারটী পদ যথাক্রমে ৬১৫, ৬৯৪, ৬৪৫, ও ৭১৭ সংখ্যক পদরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহার জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভূপতিসিংহ ভণিতার পদটী রাগতরঙ্গিণীতে আছে বটে, কিন্তু লোচন এমন কোন মন্তব্য করেন নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে ইহা বিদ্যাপতির রচনা। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের জহুরী রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে শেষ চারি চরণের পরিবর্ত্তে পাঠ ধরিয়াছেন—

কান্ত কাতর কতহু কাকুতি
করত কামিনি পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥

রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের পদসংগ্রহের রীতির উপর যাহাদের আমার ন্যায় শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা পদটীকে সন্দিগ্ধপর্য্যায়ে ফেলিয়া পাঠ করিবেন এই অনুরোধ। নবকবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদ চারিটীর অকৃত্রিমতার কোন objective প্রমাণ আমি দিতে অক্ষম, কেননা নেপালের বা মিথিলার কোন প্রাচীন পুথিতে কোন পদ বিদ্যাপতির নামের সহিত নবকবিশেখরউপাধিযুক্ত নাই। পদকল্পতরুর কোন পুথিতেও এমন কোন পাঠান্তর নাই যাহা হইতে জানা যায় যে এ কয়টী বিদ্যাপতির রচনা। প্রথমোক্ত পদ তিনটী সম্বন্ধে হয়তো মনের অগোচরে নগেন্দ্রবাবুকে অন্ধ অনুকরণ করিয়াছি। এই চারিটী পদকেও নাতিপ্রামাণিকরূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

(গ) ভণিতা বিচার

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ভাষা ও রচনাশৈলীর সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া পদকল্পতরু, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থের অনেক পদ বিদ্যাপতিতে আরোপ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপাধি কবিশেখর ছিল তাহার একটি মাত্র প্রমাণ এই যে লোচন রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪৪) "আলেন লোচুঅ বচনে বোলএ হাঁসি" ইত্যাদি পদটীর ভণিতা :—

"কবিশেখর ভন অপরুবরূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি"

লিখিয়া নীচে মন্তব্য করিয়াছেন "ইতি বিদ্যাপতেঃ।" পদকল্পতরুর ১৯৭ সংখ্যক পদ উহার সহিত প্রায় অভিন্ন, কিন্তু উহার ভণিতা :—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর
রাই-রূপ হেরি গরগর অন্তর॥"

কবিশেখর উপাধি অনেক প্রাচীন লেখকেরই ছিল। মৈথিলী ভাষার আদি লেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের উপাধি ছিল কবিশেখর; রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৬৭) উদ্ধৃত একটি পদের লেখক যশোধর নবকবিশেখর; আবার গ্রিয়ার্সন্ যখন বিদ্যাপতির পদসংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন তখন মিথিলায় হর্ষনাথ কবিশেখর নামে এক কবি জীবিত ছিলেন ও তাঁহার পদও গ্রিয়ার্সন আধুনিক ভাষায় উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। পদকল্পতরুর পদকর্ত্তাদের সূচী প্রস্তুত করিবার সময় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবিশেখরের ৪২টি পদ, শেখরের ৯৮টি পদ ও রায়শেখরের ৩৫টি পদের উল্লেখ করিয়াছেন। পদকল্পতরূদ্ধৃত পদগুলি ভাল করিয়া পড়িলে বুঝা যাইবে যে

কবিশেখর, শেখর ও রায়শেখর একই ব্যক্তি। ২১৮৯ সংখ্যক পদের ভণিতায় কবিশেখর বলিতেছেন :—

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার
কহ কবি শেখর গতি নাহি আর ॥

২৩৭২ সংখ্যক পদে শেখর বলিতেছেন :—

প্রাণ মোর সনাতন রঘুনাথ জীবন
ধন মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্রীরঘুনন্দন পতি তাহা বিনু নাহি গতি
যার গুণে ভব-ভয় নাই ॥

২৩৭৩ ও ২৩৭৪ সংখ্যক পদ হইতে দেখা যায় যে রায় শেখর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দের শিষ্য। পূর্ব্বোক্ত পদের ভণিতা "রায় শেখর কর আশে" এবং আরম্ভ—

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব-মদন
শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখ বর বিমল সুধাকর
উয়ল শ্রীখণ্ড-সমাজে ॥

শেষোক্ত পদের ভণিতা—

পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥

শেখর, রায়শেখর ও কবিশেখব তিন নামের পদেই যখন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনকে গুরু বলিয়া বর্ণণা করা হইয়াছে তখন তিন জনই এক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। ঐ রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যেব পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র। সুতরাং এই কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন সিদ্ধান্ত করা যায়। রায় শেখরের "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শেখর,রায়শেখর ও কবিশেখর ভণিতার অনেক পদই সাদা বাংলা ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কিন্তু তিন ভণিতাতেই বিদ্যাপতির অনুকরণে লেখা পদ দেখা যায়, যথা

২১৫৮ র ভণিতা—

কম্বুকণ্ঠে মণি-হার বিরাজিত
কাম-কলঙ্কিত শোভা।
চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জির ঝঙ্কৃত
রায় শেখর মন লোভা ॥

২৫৯৭ সংখক পদ, যাহা নগেন্দ্র বাবু ২৭৫ সংখ্যক পদরূপে বিদ্যাপতির পদাবলীতে গ্রহণ করিয়াছেন, কবিশেখর ভণিতাযুক্ত এবং উহাতে আছে—

ঐছনে আয়লি তপনক গেহ
পূজা-উপহার তহিঁ রাখলি কেহ।

উহার শেষ দুই চরণ—

কহ কবিশেখর শুন সুকুমারি।
কাহে লাগি কাতর মিলব মুরারি।

নগেন্দ্রবাবু উহা পদকল্পতরু হইতে লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার শেষ চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

ধইরজ ধএ রহ মিলত মুরারি॥

শ্রীরাধার সূর্য্যপূজা করিতে যাওয়া শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের অনুভব; বিদ্যাপতির কোন পদে এরূপ কোন ঘটনার ইঙ্গিত নাই। পদকল্পতরুর ২৫৯৮ সংখ্যক পদের শেষ চারি চরণ এই :—

বিপদ সপদ কিয়ে বুঝই না পারি।
কৈছনে বঞ্চয়ে সো সুকুমারি॥
বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত।
শেখর সহ ধনি মিলব নিতান্ত॥

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ২৫৫ সংখ্যক পদে ইহার মৈথিলি রূপ দিলেও সুবলকে লোপ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির কোন অকৃত্রিম পদে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, ললিতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি নাম নাই। এই নামগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনদের দ্বারাই বহুলাংশে প্রচারিত হইয়াছিল, যদিও পুরাণাদিতে এই সব নামের অন্ততঃ কতকগুলি পাওয়া যায় (১১৮)।

(১১৮) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে [illegible] সখাদের নাম পাওয়া যায় যথা :—

হে স্তোককৃষ্ণ। হে অংশো। শ্রীদামন্। সুবলার্জ্জুন।।
বিশাল বৃষভৌজস্বিন্। দেবপ্রস্থ। বরূথপ।॥

সনাতন গোস্বামী টীকায় বলিয়াছিলেন—হে স্তোকেতি শ্রীদাম্নো মুখ্যত্বেপি স্তোককৃষ্ণস্যাগ্রে সম্বোধনং সনামত্বেন মিত্রত্বাৎ সম্মুখে বর্ত্তমানত্বাচ্চ। তাঁহার মতে শ্রীদামই মুখ্য সখা। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পশ্চিম, তৃতীয়লহরী ১৫) বলিয়াছেন যে "এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো

নগেন্দ্রবাবু উক্ত পদটী পদকল্পতরু হইতে লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু— 'শেখর সহ ধনি মিলব নিতান্ত'

চরণকে 'শেখর কহ ধনি মিলব নিতান্ত' রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। 'সহ' কে 'কহ' না করিলে যে কিছুতেই উহা বিদ্যাপতির পদ বলা যায় না, তাহা নগেন্দ্রবাবু জানিতেন। এই রহস্য বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী পদকর্ত্তারা নিছক কাব্য-রস সৃষ্টি করিবার জন্য পদ লিখিতেন না। তাঁহারা পদরচনা ও পদকীর্ত্তনকে সাধনার অঙ্গস্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহারা কুমারীরূপে নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া সখীর অনুগা হইয়া সেবার আনুকূল্য করিবেন এই প্রার্থনা করিতেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার তাঁহারা দর্শক ও পোষক। তাঁহারা সখীর কৃপা পাইবার সাধনা করিতেন। এই সাধনার সুন্দরতম অভিব্যক্তি দেখা যায় নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা"য় ও "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা"য়। তাঁহার একটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ॥

মতঃ"; কিন্তু ইঁহাদের চেয়েও যাঁহারা অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ তাঁহারা হইতেছেন—"সুবল, অর্জ্জুন গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদি"। প্রিয় নর্ম্মসখাদের মধ্যে সুবলের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীরূপ গোস্বামীই প্রথম স্থাপন করেন। সুতরাং সুবলের নামযুক্ত যত পদ যেখানে পাওয়া যাইবে সমস্ত শ্রীরূপ গোস্বামীর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীদের রচনা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ৭১ অধ্যায়ের ২০—২২ শ্লোকে সুবলের নামই নাই—সেখানে আছে, শ্রীদাম, বসুদাম, সুদাম কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ ও অংশুভদ্র।

সখীদের মধ্যেও শ্রীরূপ গোস্বামীই বিশাখা ও ললিতাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের ৭০ অধ্যায় ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদন সুন্দরী, প্রিয়া, মধুমতী, চন্দ্ররেখা ও হরিপ্রিয়াকে প্রধানা বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (বাঙ্গালা, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫২৯) ললিতা বিশাখাদির নাম নাই—সেখানে শ্রীরাধার সখী সুশীলা, শশিকলা, চন্দ্রমুখী, মাধবী, কদম্বমালা, কুন্তী, যমুনা, সর্ব্বমঙ্গলা, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, পারিজাতা, জাহ্নবী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, গৌরী, স্বয়ংপ্রভা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, সরস্বতী, ভারতী, অপর্ণা, রতি গঙ্গা, অম্বিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, চম্পা ও চন্দনন্দিনী।

গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

এই সেবা-অভিলাষ আছে বলিয়াই শেখর কবি রাধার সহিত যাইতে চান এবং "শেখর সহ ধনি মিলব নিতান্ত" বলেন। তাঁহার অন্যান্য পদের ভণিতাতেও এই সেবার ভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদকল্পতরুর ২৭০৬ সংখ্যক অভিসারের পদের আরম্ভ—

কাজর-রুচি হর রয়নি বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা ॥

এই পদটী উদ্ধৃত করিয়া নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ১॥) বলিয়াছেন "এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।" কিন্তু উহার ভণিতার প্রতি লক্ষ্য করিলে কখনই ইহাকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনা বলা যায় না। ভণিতায় আছে—

যতনহি নিঃসক নগর চুরন্তা
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা।

শ্রীরাধা অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারে বাহির হইয়াছেন; মিলনের অপরিসীম উৎকণ্ঠায় তাঁহার আভরণ ও লীলাকমল ভার মনে হইতেছে; তিনি নূপুর, কিঙ্কিণী, হার প্রভৃতি সব ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পদকর্ত্তা শেখর সেই সব আভরণ বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নেপাল ও মিথিলায় বিদ্যাপতির যে সব পদ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভণিতার তুলনা করা যাউক।

দেবসিংহ ও শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদগুলি বিদ্যাপতির প্রথম বয়সের রচনা। এই পদগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত নায়ক নায়িকা লইয়া লেখা। শিবসিংহের সময়ে লিখিত পদে যেখানে রাধা বা মাধবের নাম আছে, সেখানেও কবি তাঁহাদিগকে নায়ক নায়িকার type রূপে দেখিয়াছেন—ভক্তিভাবে দেখেন নাই। বর্ত্তমান সংস্করণের ১৬৪ সংখ্যক পদ বিরহের; নায়িকা "কতহু ন দেখিঅ মধাই" বলিয়া বিলাপ করিতেছেন; কবি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

লখি দেবিপতি পূরিহ মনোরথ
আবিহ সিবসিংহ রাজা।

১৭৪ সংখ্যক পদেও বিরহিনীর বারমাস্যার উত্তবে কবি আশ্বাস দিতেছেন যে "রূপনারায়ণ পূরথু আস", বিরহিনীর আশা রাজা শিবসিংহ পূর্ণ করিবেন। ১৭৫ সংখ্যক পদটী সুপ্রসিদ্ধ "জখনে আওব হরি বহব চরণ ধরি কিন্তু ভণিতায় কবি বলিতেছেন যে তোমাব ভাবনা কি, তোমার জীবন আধার বাজা শিবসিংহ আছেন, তিনি ভগবানেব একাদশ অবতার। ৬১ সংখ্যক পদে শিবসিংহকে হরি-সদৃশ, ৮৯ পদে একাদশ অবতাব ও ১০১ পদে অভিনব বাহু ও ১৮৫ পদে 'কেলিকল্পতরু নাগর গুরুবর রতন' বলা হইযাছে।

বর্ত্তমান সঙ্কলনের ১৭৭ সংখ্যক পদটাতে "মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী" বলিয়া দূতী বা সখী বিরহিনীব অবস্থা নাবকেব নিকট বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু নগেন বাবুর তালপত্রেব পুথির ভণিতা অনুসারে কবি আশ্বাস দিতেছেন যে

"রাজা সিবসিংঘ রূপনাবায়ণ
করথু বিরহ উপচারে"।

এই পদটী খুব সুন্দর। বাংলার বৈষ্ণব সঙ্কলন কর্ত্তারা ইহা গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু রাধার বিরহ উপচার শিবসিংহ করিবেন, এরূপ কথা তাঁহারা বলেন কিরূপে? তাই দেখি পদকল্পতরুতে (১৮৭৯ সংখ্যক পদ) ইহার ভণিতা হইয়াছে— ভণযে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি

বিবহক ইহ উপচারি"

কিন্তু বিরহের কি উপচাব তাহা এই পরিবর্তিত ভণিতায় বলা হইল না। ২০৯ সংখ্যক পদে অভিসারিণী নায়িকার বধ বলিযা অর্জুন রায যে "যুবতিব গতি" স্বরূপ তাহা কবি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সংস্কবণেব ৪৯৩ সংখ্যক পদটী বিপরীত বতির। নগেন বাবুর তাল-পত্রের পুথি ও গ্রিয়ার্সনের ৩৩ সংখ্যক পদ অনুসারে উহার ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি রসময বাণী।
নাগরি রম পিয় অভিমত জানী॥

পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৯২) ও পদকল্পতরু (১০৯৫) উহার পরিবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবোচিত ভণিতা দেওয়া হইয়াছে—

ভণহুঁ বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে রসিক কৈছে তোহারি মুরারি॥

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "পদ্যাবলী"তে শ্লোক সংগ্রহের সময় বহু প্রাচীন শ্লোককে পরিবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবীয় রূপ দিয়াছিলেন একথা ডাঃ সুশীলকুমার দে প্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিদ্যাপতির এমন বহুপদ পাওয়া যায় যাহাতে রাধাকৃষ্ণের নাম গন্ধও নাই (১১৯) অথবা যাহা রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না (১২০)। ৫২৪ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে কবি বিরহিণী নারীকে বলিতেছেন কলিযুগের পরিণতিই এইরূপ, জন্মান্তরীন কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কোন বৈষ্ণব মহাজন এরূপ নির্ম্মম কথা শ্রীরাধাকে শুনান নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরভাবের কথা অনেক আছে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনাইয়া নায়িকাকে চমক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা আছে, তেমনি বিদ্যাপতিরও কয়েকটি পদে দেখা যায়। ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩ ও ৩৪৪ পদে কবি সঙ্গমভীতা রাধাকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিতেছেন যে হরির নিকট আবার ভয় কি ?

কপট তেজিকহ্ন ভজহ জে হরিসঞো

অন্তকাল হোঅ ঠাম ক্হে।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মাধুর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ৫৬৮ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"কতএ দমোদর দেব বনমালি।

কতএ কহমে ধনি গোপগোআরি॥

বিদ্যাপতি নায়িকাকে উপদেশ দিয়াছেন, আশ্বাস সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়াছেন কিন্তু কখনও কোন পদে নিজেকে লীলার সঙ্গিনীরূপে নায়িকার সহিত একাত্মতা

(১১৯) [illegible] ২ ৩, ৪, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২, [illegible], ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ২৮১, ২৮২, ৫২৩, ৫৫৫, ৫৮৫ প্রভৃতি বহু পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধ নাই।

(১২০) ৩৪৮ সংখ্যক পদে নায়িকা আক্ষেপ করিতেছে যে নায়ক রসসবেলায় নিদ্রায় ব্যাকুল;

"কাম কলারস কত জিগাউবি

পুব পছিম ন জান"

৮১ সংখ্যক পদে নায়িকা বলিতেছেন গোরু চেনাই গোপের কাজ, নিবীবন্ধ খুলিল, আশার সঞ্চার করিল তবুও কাছে আসিল না। ৩৪৭ সংখ্যক পদে অবশ্য "মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার" আছে, কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন "শ্রীরাধা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠ, লম্পট ইত্যাদি মর্ম্মন্তুদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কাম কলায় অনভিজ্ঞ বা অরসিক বলিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরম নিন্দুকও কখনও তাঁহার সেই অপবাদ দিতে পারে নাই।" ৫৫৪ সংখ্যক পদে মুরারির কথা থাকিলেও নায়িকা বিরহ জ্বালায় সন্দেহ করিতেছেন "অবন ধরম সখি বাঁচত মোর"।

স্থাপন করেন নাই (১২১)। শ্রীরূপগোস্বামী প্রবর্ত্তিত ভজনরীতি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সেরূপ করা সম্ভবও ছিল না।

নগেন্দ্রবাবু শেখর, রায় শেখর, কবিশেখর প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে ৪২টি বিদ্যাপতিতে আরোপ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তিনি শেখর ও রায়শেখর নাম বদলাইয়া কবিশেখর করিয়াছেন এবং শেখরের সখীর অনুগ হইয়া সেবার ভণিতা কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন (১২২)।

(১২১) ...সংখ্যক পদ "ভনম বিদ্যাপতি সুন তওঁ নারি, পহক দুষণ দিঅ বিচারি" কবি শ্রীরাধার পক্ষে নহেন, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে। ২৮২ পদে কবি অবশ্য রাধার অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বলিতেছেন—"পহু অবলেপএ দোস বিচারি"। ৩০৭ পদে নায়িকাকে দিবা-অভিসারে যাইতে মানা করিতেছেন। ৩১৬ পদে নায়িকাকে এই বলিয়া উৎসাহ দিতেছেন যে অভিসারে গেলে পরের উপকার হইবে, "ভল জন করথি পরক উপকার।" মানিনী রাধাকে কবি বলিতেছেন—"হরিসঞো কোপ ন করএ সআনী"; হরি যেহেতু ভগবান সেইহেতু তাঁহার প্রতি কোপ করা উচিত নহে। বৈষ্ণবীয় ভাবের দিক হইতে বিদ্যাপতির সবচেয়ে নিষ্ঠুর ভণিতা পাওয়া যায় ৫৫০ সংখ্যক পদে, যেখানে দূতী শ্রীরাধার বিরহ অবস্থা বর্ণনা করিবার পর কবি বলিতেছেন যাহাকে প্রবাসী কান্ত স্মরণ করে না, তাহার রূপেই বা কি গুণেই বা কি?

কন্ত দিগন্তর জাহি ন সুমর।
কা তসু রূপ কি গুনে॥

বিরহ পদের অধিকাংশ স্থলেই বিদ্যাপতি 'ধেরজ ধৈরহ মিলত মুরারি" অথবা "কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন। আর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য কবি শেখর বলিতেছেন—

"ধৈরজ ধর হাম আনব যাত" (৩২৭ সংখ্যক পদ পদকল্পতরু ন গু. ৩০২)

কবিশেখরের সান্ত্বনা দেওয়ার রীতি পদকল্পতরুর ২৫৮৩ পদে দেখা যায়, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু এই পদটী বিদ্যাপতিতে আরোপ করেন নাই:—

পরাধীন হৈয়া প্রেম কৈলু পর সনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥
এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর।
গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর॥

(১২২) এই পাদটীকায় কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—

পদকল্পতরু সংখ্যা ও ভণিতা	নগেন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা ও ভণিতা (প্রত্যেকটী পদের নীচে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন পদকল্পতরু, অথচ নিঃসঙ্কোচে পাঠ ও নাম বদলাইয়াছেন)
২৫১৪ কামিনি-কাহিনি দেবি-সম্বাদ। কহ কবিশেখর নহ পরমাদ॥	১৮৭ কামিনি কহিনী কহ সম্বাদ কহ কবিশেখর নহ পরমাদ॥

(ঘ) বিদ্যাপতির পদে শ্যামনাম

বিদ্যাপতির পদের আকর গ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি যে কবি কোথাও শ্যামনাম ব্যবহার করেন নাই। কোন আকর গ্রন্থে কৃষ্ণের কোন নাম কতবার ও কতগুলি পদে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক "চ" নির্ঘণ্টে পাইবেন; নিম্নে উহার সংক্ষিপ্তসার দিতেছি। কাহ্নু নামটি কাহ্নাই, কহ্না, কাহ্না, কাহ্ন, কানু ও কানাইরূপে পাইয়াছি।

২৫১৩ পদের প্রারম্ভে আছে:— ভগবতি দেবতি সময় সে জানি। রাইক মন্দিরে করল পয়ানি॥ এই প্রসঙ্গেই "দেবি-সম্বাদ" প্রযুক্ত হইয়াছে।	নগেন্দ্রবাবু [illegible] 'সম্বাদ' করিয়াছেন, না হইলে স্বতন্ত্র পদ হয় না, আর পূর্ব্ব পদের ভাষা এতবেশী খাঁটি বাংলা যে উহাকে মৈথিলীতে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করা যায় না।
২১২২ কহয়ে শেখর কি কয় লাজে। কহনা কাহিনি সখির মাঝে॥	১৮৯ কহ কবিশেখর কি কয় লাজে। কহ ন কহিনী সখিনি সমাজে॥
২৫১৫ রায়শেখর অনুমানে। রাইক অমিয়া সিনানে॥	১৯৩ কবিশেখর অনুমানে। রাহিক অমিয় সিনানে॥
২৭০৮ শেখর পহুপর মীলল যাই। আনলি নাগর ভেটলি রাই॥	২৩৬ শেখর পহুপর মিলল যাহি। আনল নাগর ভেটল রাহি॥
২৭০৫ শেখর কহতহিঁ পন্থ বিথার। অভিসর সুন্দরি ভয় নাহি আর॥	২৪৯ কবিশেখর কহ পন্থ বিথার। অভিসর সুন্দরি ভয় নহি আর॥
২৭৫১ অরুণ উদয় ভেল জটিলা শব্দ পাইল। কবি শেখর গুণ গান॥	২৬৩ অরুণ উদয় ভেল জটিলা শব্দ পাওল কবিশেখর ইহ ভান।
২৭৫৬ রায়শেখর জানে ইহ রস-রঙ্গ। পরবশ প্রেম সতত নাহি ভঙ্গ॥	২৬৪ কবিশেখর জান ইহ রস রঙ্গ। পরবশ পেম সতত নহ ভঙ্গ॥
২৫৯৭ কহ কবিশেখর শুন সুকুমারি। কাহে লাগি কাতর মিলব মুরারি॥	২৭৫ কহ কবিশেখর শুনু সুকুমারি। ধইরজ ধএ রহ মিলত মুরারি॥
৯৮৪ তুরিতে চাল অব কিয়ে বিচারহ জিবন মধু আগুসা'র। রায় শেখর বচনে অভিসর কিয়ে সে বিধি'ন বিথার॥	২৯০ তোরিত ভল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মধু অগুসার। কবিশেখর বচনে অভিসর কিয়ে সে বিবিন বিথার॥
৯৮৫ মন মাহা সাখি দেয়ত পুনবার। কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥	২৯২ মন মধু সাখি দেত পুনুবার। কহ কবিশেখর কর অভিসার॥
৫০৩ শেখর কহয়ে প্রিয়মন কর থীর। সহজই নায়রি-ভাব গভীর॥	৪০৪ কহ কবিশেখর মন কর থীর। সহজহি নাগরি ভাব গভীর॥
২৬০ কহ শেখর বর জীওলেই তব সোই দেয়াসিনি গেল॥	৫৩৩ কহে কবিশেখর জীথ লয় তব। সেহো দেয়াসিনি গেল॥
২৫২৩ পরিরম্ভণ বেরি মুদলু আঁখি তাহে যে তৈ গেলশেখর সাখি॥	৫৫৫ পরিরম্ভন বেরি মুদল আঁখি। তাহে তৈ গেল কবিশেখর সাখি॥

পরিরম্ভনের সময়ও সখীরূপা শেখর কবি সাক্ষী আছেন, একথা বিদ্যাপতির পক্ষে বলা অসম্ভব।

কৃষ্ণের নাম	নেপাল পুঁথি	রামভদ্রপুর পুঁথি	রাগতরঙ্গিণী	ন গু. তালপত্র	গ্রিয়ার্সন	বাংলাদেশে প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থে মৈথিল বিদ্যাপতির পদে	সর্বসাকুল্যে
মাধব	৪১	১৭	৭	৩৭	২৩	৫০	১৭৫ বার
কানু	৩৯	১০	১	৪৩	৯	৩৫	১৩৭ বার
হরি	৩৩	৮	৪	২৫	১১	২৫	১০৬ বার
মুরারি	৯	৩	৩	১৩	৬	১১	৪৫ বার
গোবিন্দ	২	×	×	×	×	×	২ বার
দামোদর বনমালি	১	×	১	১	×	২	৫ বার
মধুসূদন বা মধুরিপু	২	×	১	২	×	×	৫ বার
গোপ	৫	×	×	১	×	×	৬ বার
নন্দের নন্দন	১	×	×	×	×	×	১ বার
কৃষ্ণ	×	১	×	×	×	×	১ বার
কালা	×	×	১	×	×	×	১ বার
মোহন	×	×	×	×	১	×	১ বার
রাধারমণ	×	×	×	×	×	১	১ বার
সর্বসাকুল্যে স্বতন্ত্র পদে	১৩৩	৫৮	১৯	৯১ ৩১টিপদে কৃষ্ণের একাধিক নাম আছে	৪২ ৮টি পদে কৃষ্ণের একাধিক নাম আছে	১০৫ ১৯টি পদে কৃষ্ণের একাধিক নাম আছে	৪৮৫ বার ৪২০টি পদে
পুঁথিতে মোট পদ সংখ্যা	২৮৭	৯৩	৫১	২০৫	৮২	১৭০	৮৮৮

বিভিন্ন আকর গ্রন্থগুলি হইতে ৮৮৮টি পদ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে উহার মধ্যে কোথাও শ্যামনাম বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কয়েকটি স্থলে একই পদ নেপালের পুথিতে, রামভদ্রপুরের পুথিতে, রাগতরঙ্গিণীতে, গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহে ও পদামৃতসমুদ্র, ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু, সংকীর্ত্তণামৃত প্রভৃতি কয়েক আকর গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া স্বতন্ত্র অকৃত্রিম পদের সংখ্যা ৮৮৮ স্থলে ৭৯৯ হইবে। এইসব পদের মধ্যে নেপাল পুথির ২৪১ সংখ্যক পদে, যাহা গ্রিয়ার্সনের ৭৭ ও বর্ত্তমান সঙ্কলনের ৪৭২ পদ, আছে হরি তোমার কুটিল মন্দ কটাক্ষ দেখিয়া মনে হয় তোমার শরীরের ভিতরও শ্যাম—"ভিতরহু শ্যাম সরীরে" বা "ভিতরহু শ্যাম শরীরে"। নগেন্দ্র বাবুর তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত বর্ত্তমান সংস্করণের ২২৫ পদেও শ্যাম শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে,—"নহি সরস্বাসয় সামরঙ্গ"।

জয়দেবও গীতগোবিন্দে কোথাও শ্যাম শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করেন নাই। তিনি ৩।১৪ গীতে কেশবের বিশেষণরূপে "শ্যামাত্মা কুটিলঃ", ১১।১১ গীতে "মূর্দ্ধি শ্যামসরোজদাম", মাথায় নীলোৎপলের মালা, এবং ১১।২৬ গীতে "শ্যামল মৃদুল-কলেবর" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথম সংস্করণের ২৩২ পৃষ্ঠায় "সামল কোমল দেহ তোমার" ও ৩৯২ পৃষ্ঠায় "সামল মেঘ" আছে, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণের নামরূপে শ্যাম শব্দের ব্যবহার নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২২।১৫ শ্লোকে শ্যামসুন্দর (পাঠান্তরে শ্যামসুন্দর) তে "দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্" আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ উহার পাঠ "শ্যাম" এই ক্রিয়াপদরূপে গ্রহণ করিয়া ভাল বলিয়াছেন; আর সনাতন গোস্বামী টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "শ্যামশ্চাসৌ সুন্দরশ্চেতি যদ্বা শ্যামেষু সুন্দরস্তস্য।

নগেন্দ্র বাবুর ৪৬২ সংখ্যক পদে দেখা যায়:—

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই।
ঐ সে করব যৈসে বৈরি ন হসই॥ ২
পরিচয় করব সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব সখি তুয় চতুরাই॥ ৪
পহিলহি বৈসব শ্যাম কএ বাম।
সঙ্কেত জনাওব মঝু পরণাম॥ ৬
পুছইতে কুশল উলটায়ব পানি।
বচন ন বান্ধব শুনহ সয়ানি॥ ৮ প্রভৃতি

(বর্ত্তমান সঙ্কলনের ৬৫২ পদ দ্রষ্টব্য)

এই পদ তিনি কোথায় পাইয়াছেন লিখেন নাই। পদকল্পতরুর ৪৭৩ সংখ্যক পদটীও এই, শুধু শ্যাম নামযুক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠচরণ উহাতে নাই ; যথা—

হরি বড় গরবি গোপ মাঝে বসই।
ঐছে কহবি যৈছে বৈরি না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল যাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পুথি ঘাঁটিয়া পাঠান্তরসহ পদকল্পতরু সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু কোন পুথিতে নগেন্দ্রবাবুধৃত পঞ্চম ও ষষ্ঠচরণ পান নাই। সুতরাং ঐ দুই চরণ কোন পরবর্ত্তী কীর্ত্তনিয়া কর্ত্তৃক পদের আকররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ভ্রমক্রমে পদের অংশরূপে ঢুকিয়া গিয়াছে।

এই বিচার হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে কোন পদে যদি শ্যাম নাম থাকে, তাহা হইলে উহার ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম থাকিলেও, উহা মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ৪০, ৩৭২, ৩৮৩, ৬৭৫ ও ৮২১ সংখ্যক পদ যথাক্রমে পদকল্পতরুর ৭২১, ৫২৮, ২০৩৮, ১৯৫২ ও ১১০৭ সংখ্যক পদ হইতে লইয়াছেন। এই পাঁচটী পদেই শ্যাম নাম আছে এবং ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে। পদকল্পতরুর স্থায় প্রামাণিক সঙ্কলনের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই পদ কয়টীকে কেন মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলিতে পারিতেছি না, তাহা পদকয়টীর ভাষা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। নিম্নের উদ্ধৃতি পদকল্পতরু হইতে, কেননা নগেন্দ্রবাবু ঐ পদগুলিকে মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া উহাদের নীচে পদকল্পতরু বা অপর কোন আকরের নাম করেন নাই। পদকল্পতরুর—

৭২১ পদের প্রারম্ভ :—

নাহি উঠল তীরে রাই কমল-মুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখি
কৈছনে হেরব বয়ান॥

উহার ৫২৮ পদটি এই :—

অবনত-বয়নি ধরণি নখে লেখি।
যে কহে শ্যামনাম তাহে না পেখি॥
অরণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নিরস অরুণ কমল-বর-বয়ণী।
নয়ন-লোরে বহি যায়ত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বয়নে উত্তর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল॥

বিদ্যাপতির ৭৯৯টি অকৃত্রিম পদের মধ্যে কোথাও বনদেবীর নাম বা সূর্য্যপূজার ইঙ্গিত নাই।

পদকল্পতরুর ২০৩৮ সংখ্যক পদে আছে—

সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥

'পায়ে ধরিয়া সাধা' একেবারে খাঁটি বাংলা idiom, ইহা মিথিলার কবির লেখা হইতে পারে না।

১৯৫২ সংখ্যক পদের ভাষাও ঐরূপ :—

সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈলে আন।
অব নাহি নিকষয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥

পদকল্পতরুর ১১০৭ সংখ্যক পদের ভাষা—

দোঁহার তুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন-শ্যাম রমণি-রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দুহুঁর বয়ানে বযান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগরি ঠোর॥

উদ্ধৃত পদগুলির ভাষার বিচার করিবার সময় পাঠক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য স্মরণ রাখিবেন: "বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নহে, উহা মিথিলার তৎকালীন প্রচলিত ভাষা; উহাতে সংস্কৃত 'তৎসম' শব্দ অপেক্ষা 'তদ্ভব' মৈথিলী শব্দ ও মিথিলার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ (idiom) অনেক বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালার তথা-কথিত 'ব্রজবুলী' পদাবলী কোনও প্রদেশের কোনও সময়ের প্রচলিত ভাষা নহে, ইহা বিদ্যাপতির মৈথিল রচনার অনুকরণে কিছু মৈথিলী, কিছু হিন্দী ও কিছু বাংলা শব্দের মিশ্রণে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের দ্বারা সৃষ্ট কেতাবী ভাষা। ইহাতে 'তদ্ভব' শব্দ অপেক্ষা 'তৎসম' সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য ও রচনায় বঙ্গ-ভাষা সুলভ সংস্কৃত প্রবণতাই অধিক লক্ষিত হয়; মৈথিল রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ ইহাতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয না। এই তথা-কথিত ব্রজবুলীতে যদিও ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ে প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের মৈথিল ভাষায় অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা হেতু ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাঁহাদের রচনায় বিরল নহে।"

(৬) চম্পতি, বল্লভ ও ভূপতি ভণিতার কবিতা

নগেন্দ্রবাবু চম্পতি ভণিতাযুক্ত পাঁচটি পদ (তাঁহার সংস্করণের ৩৭৪, ৩৯৪, ৪০১, ৪২০ ও ৫৭৩) বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে বিদ্যাপতির উপাধি চম্পতিও ছিল। কিন্তু পদকল্পতরুতে উক্ত কবির যে দশটী পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটির (২০২৫ সংখ্যক পদ) ভণিতা—

চরণপ্রিয় জন রায় চম্পতি
রচই ভাবিনি সাথ।

এই চম্পতি রায়ের পরিচয় দিতে যাইয়া রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীগৌরচন্দ্রে ভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র—চম্পতি রায নামা মহাভাগবত আসীৎ। স এব গীতকর্ত্তা।" পদকল্পতরুর ৩৬৮ সংখ্যক পদের—যাহা নগেন্দ্রবাবু ৩৭৪ সংখ্যকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—শেষ ছয় চরণ এইরূপ—

মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি খারে পিয়াস॥
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কুপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

ইহার ভাব ও ভাষার সহিত মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনার বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। নেপাল বা মিথিলার কোন পদে যখন বিদ্যাপতির চম্পতি উপাধি পাওয়া যায না এবং চম্পতি রায নামক একজন স্বতন্ত্র কবির কথা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন, তখন ঐ কবির রচনা বিদ্যাপতিতে আরোপ করিলে, মৈথিল-কোকিলের গৌরব হ্রাস ছাড়া বৃদ্ধি পাইবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বৈদ্যের ন্যায় চম্পতিও বিদ্যাপতি উপাধি ধারণ করিয়া গৌরববোধ করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিযাছি যে বল্লভ বা হরিবল্লভ নামটি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উপনাম। বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি বল্লভ ছিল এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বল্লভ ভণিতার কোন কবিতা বিদ্যাপতির রচনা হইতে পাবে না।

ভূপতি ভণিতার ৭টী (ন. গু. ৩৭৫, ৩৮০, ৪১৯, ৫৩৬, ৭৫৮, ৭৬১ ও ৮১৫) ও ভূপতি সিংহ ভণিতার ২টী পদ (ন গু ৩৭৮ ও ৫৯১) নগেন্দ্রবাবু পদকল্পতরুর পদসংখ্যা ৪৭৮, ৫৩৯, ৪৭৯, ৪৮৩, ১৮৭৮, ১৭২৬, ১৯৮৩, ৪৭৭ এবং ১০৮০ হইতে গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতিতে আরোপ করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে সিংহ ভূপতি নাম যুক্ত ৩টী, ভূপতি নামযুক্ত ৪টি ও ভূপতিনাথ নামযুক্ত ২টি পদ পাওয়া যায়। নগেন্দ্রবাবুর ৫৩৬ ও ৫৯১ পদে শ্যাম নাম, ৩৭৮ পদে বৃন্দা নাম এবং ৪১৯ পদে ললিতার নাম আছে। সবগুলি পদের ভণিতাতেই কবি "চম্পতিপতি অব রাই

মানাইতে, আপ সিধারহ কান," "ভূপতি কি কহব তোয়, তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়", "হা হা, সো ধনি হামে না হেরব, সিংহভূপতি রস গায়" প্রভৃতি সখীভাবে কথা বলিয়াছেন, যাহা বিদ্যাপতিতে কোথাও পাওয়া যায় নাই।

(চ) বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—কবিরঞ্জন বৈদ্য

পদকল্পতরুতে কতকগুলি খাঁটি বাংলা পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় দেখা যায়। মৈথিলী ভাষা যতই পরিবর্ত্তিত হউক, কখনও "শুনলো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিযাছি", "আজি কেনে তোমা এমন দেখি", প্রভৃতি পদ কোনক্রমেই মিথিলার বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার Modern Literary History of Hindustan গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"Numbers of imitators sprang up, many of whom wrote in Bidyapati's name, so that it is now difficult to separate the genuine from the imitations, especially as the former have been altered in the course of ages to suit the Bengali idiom and metre." (পৃঃ ১০)। এই উক্তির পর ৬২ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পদাবলী সাহিত্য লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে দেখা যাইতেছে যে প্রতাপরুদ্রের আমাত্য চম্পতির বিদ্যাপতি উপাধি ছিল বলিয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে (সতীশচন্দ্র রায়, পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ১১২); আর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য কবিরঞ্জন বৈদ্যকে ছোট বিদ্যাপতি বলিত (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে, ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ৩য় সংখ্যা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩)। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত গোপালদাসের "রসকল্পবল্লীতে" গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় বর্ণনায় আছে যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে—জসরাজ খান্ দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৮, পৃঃ ১৪৬) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু রামগোপাল দাস কৃত "রঘুনন্দন-শাখা-নির্ণয়" গ্রন্থে নিম্নলিখিত উক্তি পাইয়াছেন—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়॥

পদ যথা—

"শ্যামগৌরবরণ একদেহ" ইত্যাদি

"গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্ বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎসিত-পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব-কলা-নিধানঃ॥"

"ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে-দুর্গতি॥

এই উক্তিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে কবিরঞ্জন উপাধি নহে—নাম; যেমন চিত্তরঞ্জন দাস মহালয়কে 'দেশবন্ধু' বলিত, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক দেশবন্ধু গুপ্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আছেন। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বাংলা পদ যাহা পাওয়া যায় তাহা কবিরঞ্জনের রচনা হওয়া সম্ভব মনে হয়। ঐ পদগুলিতে আদি রসের আধিক্য দেখা যায়। গৌরাঙ্গ-নাগর-বাদী শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের সকল কবির রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। পদগুলির মধ্যে কবিত্ব মনোরম, বিদ্যাপতির প্রভাবও প্রচুর—তাই হয়তো লোকে তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়াছিল।

মৈথিল বিদ্যাপতি যেমন কোন কোন স্থলে নিজের নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু 'কবিকণ্ঠহার, 'কণ্ঠহার', 'সরসকবি' বা 'সরস' ভণে বলিয়াছেন, তেমনি কবিরঞ্জন বৈদ্যও অনেকক্ষেত্রে নিজের নাম না করিয়া শুধু উপাধি 'বিদ্যাপতি' লিখিয়া পদরচনা করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে নিজের প্রকৃত নাম কবিরঞ্জন ভণিতাতেও পদ লিখিয়াছেন। এইরূপ ৭টি পদ পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী নগেন্দ্রবাবু ২০৩ ও ৫৮৬ সংখ্যক পদরূপে বিদ্যাপতির পদাবলীতে চালাইয়াছেন। ২০৩ সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুর ২৫৬ সংখ্যক পদ এবং উহাতে আছে—

যব নিবিবন্ধ খসায়ল কান।
আপন দিব তবে যদি কিছু জান॥

নগেন্দ্রবাবু উহা পদকল্পতরু হইতে লইয়াছেন বলিলেও, পাঠ বদলাইয়া করিয়াছেন—

আপন সপথ হম কিছু যদি জান॥

"দিব্যি দেওয়া" স্পষ্ট বাংলা idiom, সুতরাং কোন প্রাচীন পুথিতে না পাওয়া গেলেও তিনি উহাকে 'সপথ হম' ইত্যাদি রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

তাঁহার "উদসলকুন্তল ভারা, মুবতি শিঙ্গার লখিমি অবতারা" ইত্যাদি ৫৮৬ সংখ্যক পদটী পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে আছে; কিন্তু "মদন"কে কবিরঞ্জন "মযনা" বলিয়াছেন ও "পালটল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি মাঝের নিম্নলিখিত চার চরণ ছাড়িয়া দিয়াছেন—

কুচকুম্ভ পালটল বযনা।
রস-অমিয়া জনু ঢারল মযনা॥
প্রিযতম কব তহিঁ দেবা।
মবসিজ মাহে জনু রহল চকেবা॥

কবিরঞ্জন রচিত পদকল্পতরুর ১৭৬০ সংখ্যক পদে আছে—

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাযব।
কবে পিতা নন্দ যশোদা মাযের স্থানে
ক্ষীরসর মাথন খাযব॥
কবে প্রিয ধবলী শাঙলী সুরভি লেই
সখা সঙ্গে দোহি দোহাযব।
কবে প্রিয শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরায়ব॥

মৈথিলরূপ দেওযা সম্ভব নহে জানিযা নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির পদাবলীতে এটির আর স্থান দেন নাই।

এই কবিরঞ্জন তন্ত্রোক্ত ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করিতেন। সেইজন্য তাঁহার অনেক পদের ভণিতায দেখা যায়:—

ত্রিপুরা-চরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান॥
(পদকল্পতরুর ২১৮৯ পদের পাঠান্তর)

ডাঃ সুকুমার সেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৩ পৃষ্ঠায "কৃষ্ণপদামৃত সিন্ধু" (পৃঃ ১৭০) হইতে উদ্ধার করিযাছেন—

কহে কবিরঞ্জন ত্রিপুরাচরণে মন
অবধান কর তুহুঁ কান।
সহচরী কহে কথা ত্বরিতে পাঠাও তথা
তবে সে হইবে সমাধান॥

৮। বিদ্যাপতির সমসাময়িক মিথিলার কবিবৃন্দ

ইতিহাসে দেখা যায় যে ভার্জ্জিল্, দান্তে, পেত্রার্ক্, সেক্সপীয়র্, মিল্টন্, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবি তাঁহাদের দেশে সেই যুগের একমাত্র কবি নহেন। তাঁহাদের জন্য অনেক কবি সেখানে পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে চন্দ্রের চতুষ্পার্শে নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহাদের চারিদিকে শোভা পাইয়াছেন। বিদ্যাপতিকে মিথিলার কাব্যগগণের নিঃসঙ্গ নক্ষত্ররূপে এতকাল গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু রাগতরঙ্গিণী, নেপালের পুথি ও রামভদ্রপুরের পুথি অবধানতার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার সমসাময়িক অমৃতকর বা অমিয়কর, জীবনাথ, ভীষ্ম, ধীরেশ্বর, ভানু, হংসনারায়ণ, গোবিন্দদাস, শ্রীধর, কবির পুত্র হরিপতি, পুত্রবধূ চন্দ্রকলাও প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। ইঁহাদের পদ ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়া আমি Patna University Journalএর January 1948 সংখ্যায় 'Maithil Poets in the Age of Vidyapati, প্রকাশ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ প্রবন্ধ দেখিতে পাবেন ও বর্ত্তমান সংস্করণের গ, ঘ, ঙ ও চ পরিশিষ্টে ঐ সব কবির পদ পাঠ করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত উঁহাদের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে পারেন।

অমিয়করের পাঁচটী পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে শিবসিংহ ও একটিতে ভৈরবসিংহের নাম আছে। সুতরাং কবি বিদ্যাপতির একেবারে সমসাময়িক। জীবনাথের একটিমাত্র কবিতা রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ১১১-১২) পাওয়া যায়। উহাতে "মেধা দেইপতি রূপণরাএনের" নাম আছে, সুতরাং কবি শিবসিংহের সভায় ছিলেন জানা যায়। নগেন্দ্রবাবু (৬০ সংখ্যক পদ) ভণিতা বদলাইয়া "প্রণবি জীবনাথ ভণে"কে "সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে" পরিণত করিয়াছেন। ভীষ্মের তিনটী কবিতা রাগতরঙ্গিণীতে আছে (পৃঃ ৬২-৬৩, ৫৭-৫৮ ও ৬৯)। উহার মধ্যে প্রথম দুইটী ভণিতায় জগনারায়ণের নাম আছে।

হরিহর প্রণিইঅ ভীষম ভান
প্রভাবতীপতি জগনরাএন জান।

এবং প্রভাবতী দেই পতি মোরঙ্গ মহীপতি
নৃপ জগনরাএণ জান।

তৃতীয় পদটীর ভণিতায়—

ধৈরজ ধর ধনিকন্ত আওত
কুমার ভীষম ভান।
ই রস বিন্দক নরনরাএণ পতি
ধরমা দেই রমান॥

ভীষ্মও তাহা হইলে রাজবংশের লোক ছিলেন, না হইলে নিজের নামের সহিত কুমার শব্দ যোগ করিতেন না। জগনারায়ণ ধীরসিংহের পুত্র ও ভৈরবসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। নরনারায়ণ ভৈরবসিংহের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র।

কবি ধীরেসরও উক্ত নরনারায়ণের নাম স্বরচিত পদে (নেপাল ২৬৯, ন গু ৪৩ পরিবর্ত্তিত ভণিতা) করিয়াছেন, সুতরাং ইনিও বিদ্যাপতির Junior contemporary বা অপেক্ষাকৃত বয়সে কম সমসাময়িক।

ভানুর কবিতা নেপাল পুথির ২২৪ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়। পদটীতে চন্দ্রসিংহ নরেশের নাম আছে। ঐ চন্দ্রসিংহ হইতেছেন ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। নগেনবাবু পদটীতে "ভানু জম্পএবে" শব্দের ব্যাখ্যা তাঁহার ৩২২ সংখ্যক পদে করিয়াছেন যে বিদ্যাপতি ভানুর নাম দিয়া কবিতা লিখিয়াছেন।

কংসনারায়ণকে ঠিক বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলা যায় না, কেননা তিনি বিদ্যাপতির শেষ পৃষ্ঠপোষক ভৈরবসিংহের পৌত্র, উঁহার প্রকৃত নাম লখিমিনাথ এবং বিরুদ কংসনারায়ণ। ইঁহার দুইটি কবিতা রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৭৭ ও ৯৭ ও ৩টি নেপালের পুথিতে (৪১, ৫৬, ১১৩) পাওয়া গিয়াছে।

গোবিন্দ দাসের দুইটী কবিতা রাগতরঙ্গিণীতে আছে (পৃঃ ১০০, ১০১-২) এবং উভয় কবিতার ভণিতাতেই সোরমদেবিপতি কংসনারায়ণের নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই মৈথিল কবি গোবিন্দদাস ভৈরবসিংহের পৌত্র লখিমিনাথ কংসনারায়ণের সমসাময়িক। কবি সিরিধরও কংসনারায়ণের সভায় ছিলেন।

বিদ্যাপতির পুত্রবধূ চন্দ্রকলার একটি পদ রাগতরঙ্গিণীতে আছে। বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরিপতি ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং নগেন্দ্রবাবু ঐ ভণিতার একটি পদ প্রকাশ করিয়াছেন।

৯। বিদ্যাপতির পদে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে বিদ্যাপতির যে সব পদ গৃহীত হইয়াছিল, বৈষ্ণব সাধকগণ তাহার প্রত্যেকটীই রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য মনে করিতেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বর্ত্তমান সংস্করণের ৪১ পদ নায়িকার রূপ দেখিয়া অনুরাগের, ৬৯ ও ৭৮ ও ৮৪ পদ কৌতুক বা লাপের, ৪৯৭, ৬৯৭ ও ৬৯৮ পদ বিপরীত রতির। এই পদগুলির মধ্যে এমন কোন বিশেষ শব্দ বা ভাব নাই যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে কবি রাধাকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লিখিত পদসমূহ লিখিয়াছেন।* 'চ' নির্ঘণ্টে রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, গোপ প্রভৃতি বৃন্দাবন লীলাদ্যোতক সমস্ত শব্দবিহীন পদের একটি পূর্ণ তালিকা দিয়াছি। উহা হইতে দেখা যাইবে যে বিদ্যাপতির ৭৯০টি অকৃত্রিম পদের মধ্যে ৩৮৪টি পদে, অর্থাৎ শতকরা ৪৮.০৬ পদে রাধাকৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ নাই, এবং সেগুলির অধিকাংশই লৌকিক ঘটনা ও শৃঙ্গার রস লইয়া লেখা এবং ৩৫টি মাত্র হরগৌরী ও গঙ্গা বিষয়ক।

কবি তরুণ বয়সে ও শিবসিংহের রাজসভার আবেষ্টনীতে যে সব পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু প্রাকৃতনায়ক-নায়িকার শৃঙ্গাররস বর্ণনা। ঐ সময়ে রচিত পদে রাধা বা মাধবের নাম থাকিলেও কবি প্রকৃতপক্ষে লীলারস গান করেন নাই। এই উক্তির স্বপক্ষে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। বর্ত্তমান সংস্করণের ৫৫৪ ও ৫৭৫ পদে (গ্রিয়ার্সন ৬২ ও ৬৭) মুরারি ও মাধব নাম আছে, কিন্তু নায়িকা বিরহ-খিন্না হইয়া বলিতেছে :—

* প্রশ্ন উঠিতে [illegible] বৈষ্ণবগণ ঐ পদগুলি রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় বলিয়া মনে করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গি এমন পরশপাথর যে লোহা তাহার স্পর্শে সোণা হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ) দেখা যায় যে প্রভু কাব্য প্রকাশেধৃত (১ম উঃ, ৪র্থ অঙ্ক) নিম্নলিখিত পদটী পড়িয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসিবেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

যিনি আমার কৌমার্য্যহরণ করিয়াছিলেন এখন তিনিই আমার স্বামী; আজও সেই চৈত্র রজনী, সেই মালতী ফুলের সুগন্ধবাহি—কদম্ববনবায়ু বহিতেছে; কিন্তু আমার চিত্ত সুরতব্যাপারে রেবাতটে বেতসী তরুতলের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে। অর্থাৎ গোপন প্রণয়ের যে আস্বাদ তাহা বিবাহিত জীবনে পাওয়া যাইতেছে না। এমন একটি শ্লোক পড়িয়া প্রভুর মনে হইয়াছে কুরুক্ষেত্রে মাধবের সঙ্গে মিলিতা শ্রীরাধার মনোভাবের কথা। এই দৃষ্টি ভঙ্গীটী বাংলার বৈষ্ণব সাধকেরা মহাপ্রভুর নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বিদ্যাপতির সব পদকেই রাধামাধব লীলা বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুণসর জোর॥ (৫৫৪)
মাধব জনু দীঅহ মোর দোস।
কতদিন রাখব হুনক ভরোস॥ (৫৭৫)

শ্রীরাধা কোনক্ষেত্রেই বিরহক্লেশ দূর করিবার জন্য অপর নায়কের কথা ভাবিতে পারেন না। প্রাকৃত নায়িকার বিরহজ্বালাকে কবি ৫২৪ পদে জন্মান্তরীন্ কর্ম্মফল বলিতে দ্বিধা করেন নাই। ১৬৪ সংখ্যক পদে নায়িকা "কতহু ন দেখিঅ মধাই" বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, আর কবি তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন—

লখি দেবিপতি পূরিহ মনোরথ
আবিহ সিবসিংহ রাজা।

ঐ পদের গ্রিয়ার্সন ধৃত পাঠে দেখা যায় যে কবি নায়িকাকে বলিতেছেন—অনেকেরই প্রভু তো বিদেশে যাইয়া থাকেন, কি করিবে বল; তাঁহাকে দোষ দিও না; তিনি বাধ্য হইয়া বিদেশে আছেন; সুতরাং তুমি ঘরে বসিয়া হরির চরণ সেবা কর। ৫৯১ পদে (গ্রিয়ার্সন ৭৯) শিশুপতি লইয়া বিপন্না এক তরুণীর মনের দুঃখের কথা আছে। তরুণীকে পতি কোলে করিয়া বাজারে যাইতে হয়; সে হাটের লোককে ধরিয়া বাপকে খবর পাঠায় যে তাহার ঘরে দুধও নাই, গোরু কিনিবার পয়সাও নাই, বাপ যেন একটি গোরু পাঠান, না হইলে তাঁহার জামাতাকে কি খাওয়াইয়া সে মানুষ করিবে। এমন এক পদেও কবি মুরারির নাম করিয়াছেন ও রমণীকে ব্রজনারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

ভণই বিদ্যাপতি সুনু বৃজনারী।
ধৈরজ ধর বহু মিলত মুরারী॥

নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ বিদ্যাপতির প্রায় সমস্ত পদের উপরে "মাধবের উক্তি", "রাধার উক্তি", "দূতী বা সখীর উক্তি" প্রভৃতি লিখিয়া যেমন কবির বাক্যের রস উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের নিকট বিদ্যাপতিকে রসাভাসযুক্ত পদ লেখার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদের আলোচনা করিবার জন্য কোন কোন পদ রাধাকৃষ্ণ লীলার এবং কোন কোন পদ নিছক শৃঙ্গার-রসের, তাহার বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। "বিদ্যাপতির শ্রীরাধা" প্রভৃতি প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেন বটে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীতে শুধু শ্রীরাধার কথা নাই। উহাতে স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী (বারবণিতা) নায়িকার কথা যেমন আছে, তেমনি বালা, তরুণী,

যুবতী ও বৃদ্ধার কথাও আছে। উদাহরণ স্বরূপ ষষ্ঠ পদে বৃদ্ধা কুটনির কথা, ১৬১ পদে স্বকীয়া নায়িকাব কথা ও ৩৪৮ এবং ৪০১ পদে প্রগল্‌ভা কুলটার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১০। কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ

বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। "কীর্ত্তিলতায" তিনি নিজেকে "খেলন কবি" বলিযা বালচন্দ্রের সঙ্গে স্বীয় কবিত্বের উপমা দিযাছেন ; আব অতি বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস কবিবাজের ন্যায জড়াতুর হইয়া লিখিযাছেন—

কৈসন কেস কী ভএ বিভচ্ছল বন ভবী রহু কাঠ।
আখি মলমলি কান ন সুনীঅ সুখি গেল তনু আট॥
দান্ত ভরী মুখ খোখব ভএ গেল জনি কমাওল সপ।
ঠাম বৈসলেঁ ভুবন ভমিঅ ঝরী গেল সব দাপ॥
জাহি লগী গৃহচাতর লাওল বুঝল সবে অসাব।
আখি পাখী দুহু সমার সোএল জনিতসবে বিকার॥ (৬০৭ পদ)

এত দীর্ঘদিন ধরিযা যিনি কবিতা লিখিযাছেন এবং যাঁহার জীবন সুখ দুঃখের তবঙ্গদোলায পুনঃ পুনঃ দোলাযিত হইয়াছে ও যাঁহাকে ১০।১২ জন পৃষ্ঠপোষক রাজার উত্থান ও পতন দেখিতে হইযাছে, তাঁহাব কাব্যের মধ্যে একটা মানসিক ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কবিতা কখন বচিত হইযাছে তাহা জানা যায় না বলিযা এই ক্রমবিকাশেব গতি এতদিন ধবা পড়ে নাই। আমরা সেই ক্রমবিকাশেব ধাবা লক্ষ্য করিবার জন্য রাজনামাঙ্কিত পদগুলি যতদূর সম্ভব কালানুযাযী সাজাইয়া প্রকাশ কবিতেছি। অবশ্য একথা জোর করিয়া বলা যায না যে রাজনামবিহীন সমস্ত পদই কবিব বৃদ্ধ বয়সের রচনা ; তবে একথা ঠিক যে দেবসিংহ নামাঙ্কিত ৫টি পদ, গ্যাসদীন সুরতান নামাঙ্কিত ১টী, হরিসিংহ নামাঙ্কিত ১টী ও শিবসিংহ নামাঙ্কিত ২০২টী পদ একুনে অন্ততঃ ২০৯টি পদ বা অকৃত্রিম পদেব শতকবা অন্ততঃ ২৬টি পদ কবিব তরুণ বয়সেব রচনা। এই পদগুলির বিষযবস্তু ও ভণিতার সহিত বাজনামবিহীন যে সব পদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলিও আমরা বিদ্যাপতির যৌবনকালের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি। উদাহবণ স্বরূপ বলা যায় যে ৫৭০ হইতে ৫৮১ সংখ্যক প্রহেলিকা পদগুলি ১৯৪ হইতে ২০২ সংখ্যক পদের প্রহেলিকার সহিত সমান এবং সবগুলি একই যুগে বচিত। Crossword Puzzleএব সমাধানের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়ায়

রীতি যখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই তখন মনে করা যাইতে পারে যে রাজসভার আবহাওয়ায় কবি রাজারাণী ও সভাসদদের চিত্তবিনোদনের জন্য এগুলি লিখিয়াছিলেন। তেমনি ৬৬ হইতে ৭৩ পর্য্যন্ত পদে সখীদের কৌতুকের সহিত ২৯৭ হইতে ৩০০ সংখ্যক পদের ভাব এমন কি স্থানে স্থানে ভাষাও একই প্রকার—যথা :—৬৮র সহিত ২৯৮ পদ, ৬৯র সহিত ৩০০ সংখ্যক পদ—সুতরাং এগুলিও কবির জীবনের এক রঙ্গকৌতুকময় অধ্যায়ে রচিত হইয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কবির মনের আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সব পদের রূপ, রস, বর্ণের ইন্দ্রধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। চারিদিকে যেন একটা সুখের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। চপলচঞ্চল গতিতে, তরলিত ভঙ্গীতে কবির পদগুলি নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। কল্পলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন নায়িকার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গগনের চাঁদ চুরি করিয়া লইয়াছে অভিযোগে সখীরা নায়িকাকে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইতেছে ; কিন্তু অন্য সখীরা বলিতেছে সে কি কথা, চাঁদে কলঙ্ক আছে, সে রাহুর কবলে পড়ে, আর আমাদের সখির মুখে যে আকাশের চাঁদ আর পাতালের কমল একসঙ্গে বাস করিতেছে। সে নায়ককে বলে রাহুর ভয়ে চাঁদ আমার নিকট সুধা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে, উহা যেন পান করিও না, আমার উপর চুরির দায় লাগিবে। নায়িকা সখীদের নিকট শিক্ষা পাইতেছে কি করিয়া

কুন্দ ভমর সঙ্গম সম্ভাসন
নযনে জগাওব অনঙ্গে।
আসা দএ অনুরাগ বঢ়াওব
ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে॥ (৮২)

এ যুগের লেখা বসন্ত উৎসবের গানগুলিতে একদিকে যেমন নবপল্লব, শ্বেতপদ্ম ও অশোক পুষ্প দিয়া বসন্তকে বরণ করিবার কথা আছে (১৪০ পদ), অন্যদিকে নায়িকার মনে আশা জাগিতেছে যে তাহার দয়িত বুঝি ফিরিয়া আসিবে (১৫২) ; যে নায়িকার মনে সেরূপ আশা নাই সে কন্দফলের দোহাই দিতেছে (১৫৩) আবার কোন নায়িকা গোপনে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া সখীদের সুচতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাইতেছে (১৩৯ পদ)।

কিন্তু শিবসিংহের রাজ্যকালের অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে রুদ্রসিংহ নামাঙ্কিত পদে দেখা যায় যে বসন্তের বিজয় অভিযানের অন্তরালে যে সব বিরহিনীদের মর্ম্মভেদী

ক্রন্দন লুক্কায়িত আছে তাহার প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—

বিরহি বিপদ লাগি
কেসু উপজল আগি (২১৮ পদ)

কিংশুক ফুলে চারিদিক লালে লাল হইয়া গিয়াছে, যেন বিরহীদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাজনামহীন বসন্তের পদ তিনটী রাধামাধবের বনবিহার লইয়া লেখা (৪৭৩-৭৭)।

অভিসার ও বিরহ লইয়া যে সব পদ কবি শিবসিংহের যুগে লিখিয়াছিলেন তাহার সুরের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের ঐ সব বিষয় লইয়া লিখিত পদের পার্থক্য একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ৮৯ পদে নায়িকা করিবর ও রাজহংসকে গতিছন্দে পরাজিত করিয়া সঙ্কেতগৃহে যাইতেছে; তাহার অন্তরের ভাব সম্বন্ধে একটি কথাও কবি বলিতেছেন না. কেবল তাহার বিভিন্ন অঙ্গের সহিত কমল চকোর, সফরী, গৃধিনী, বেল, তাল, সিংহ প্রভৃতির উপমা দিতেছেন। অভিসারিকাকে কিভাবে ও কি সাজে অভিসারে যাইতে হইবে তাহারই সরস বর্ণনা পাওয়া যায় ৯০ হইতে ৯৪ পদে। ৯৫ সংখ্যক পদে নায়িকা প্রথমে সাহস করিয়া বলিতেছে যে কুলের শঙ্কায় ও গুরুজনের ভয়ে সে প্রিয়তমকে যে কথা দিয়াছে তাহা ভঙ্গ করিবে না; কিন্তু তাহার পরই সে কেমন করিয়া সুকৌশলে নিজেকে সজ্জিত করিয়া শুক্লাভিসার করিবে তাহার বর্ণনা দিতেছে। ৯৭ ও ৯৮ সংখ্যক পদেও ঐ বেশভুষা ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা খুব সরসভাবে করা হইয়াছে—যেমন—অভিসারের পথে যেন একটি কথাও বলিও না, কেননা তোমার বচন হইতেছে মধুমাখা, যেই কথা বলিবে অমনি গন্ধে গন্ধে ভ্রমর আসিয়া তোমার অধরমধু পান করিবে। বর্ষাভিসারের ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ সংখ্যক পদ কবিত্ব হিসাবে তুলনীয়। বিশেষ করিয়া ১০৬ সংখ্যক পদের শব্দ ঝঙ্কার ভাব-গাম্ভীর্য্য নায়িকার আকুল প্রার্থনা—"এমন প্রেম কাহারও যেন না হয়" মর্ম্ম স্পর্শ করে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কবি অর্জ্জুন রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া অনুরূপ বিষয়ে যে পদটী লিখিয়াছিলেন (২০৯ পদ) তাহার আন্তরিকতা যেন আরও বেশী—সখি অভিসারিকাকে বলিতেছে—

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুন তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর॥

শুধু যে পথ বিঘ্নসঙ্কুল তাহা নহে, মাঝে আবার দুস্তর নদী, তাহা কেমন করিয়া পার হইবে ? সখি ! তোমার "আরতি ন করিঅ ঝাপ" তোমার যে প্রেম কত গভীর তাহা লুকাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার দেহরক্ষীরূপে পঞ্চশর আছে, তাই তোমায় ভয় করে না, আমার কিন্তু হৃদয় কাঁপিতেছে। ইহার মধ্যে

সুন্দরি কওন পুরুস ধন জে তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার

কথায় যেটুকু চাপল্য আছে তাহা রাজনামবিহীন ৩৩১ পদে অন্তর্হিত হইয়াছে — সেখানে সখী বিস্মিত হইয়া কেবল বলিতেছে—

দুতর জঙ্গন নরি সে আইলি বাহু তরি
এতবাএ তোহর সিনেহ

এরূপ যে দুস্তর যমুনানদী তাহা কেবলমাত্র বাহুতে ভর দিয়া সাঁতরাইয়া আসিলে—এত গভীর তোমার প্রেম। ৩৩০ পদেও কোন রাজার নাম নাই ; তাহাতে দেখি এমনি এক দুর্যোগের রাত্রে বনমালী চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছেন গোপী ইহার মধ্যে কেমন করিয়া অভিসারে আসিবে ? কবি তাঁহাকে বলিতেছেন "তোমার চেয়ে সে যে বেশী চতুরা"। এখানে বাহিরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সহিত অন্তরের দ্বন্দ্ব যেমন স্বল্প কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি ভণিতার মধ্যে রাধা বনমালীর প্রতি কবির একটি মমত্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর রাজনামবিহীন ৩৩২ সংখ্যক পদটীর মধ্যে ভাবের গাঢ়তার ও অনুরাগের তীব্রতার যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তুলনা রাজসভার আবহাওয়ায় লিখিত একটি পদেও পাওয়া যায় না। এখানে রাধিকা মদন জ্বালায় নহে, মাধবের দৈহিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে নহে, কেবল "তুঅ গুণ মনে গুনি" প্রবল বর্ষণের মধ্যে, মহাভয় ভীমা রজনীতে অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে রমণী দেওয়ালে সাপের ছবি দেখিলেও ভীষণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, সে সাপের মাথার মণি হাত দিয়া লুকাইয়া সস্মিত বদনে তোমার নিকট আসিল (সাপের মাথায় মণি জ্বলে, সেই আলোতে পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে "করে ঝপইত ফণিমণি)"। সে

নিঅ পহু পরিহরি স'তরি বিথম নরি
আঁগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী।

ইহাতে কবি বিস্মিত হন নাই, কেননা কাম ও প্রেম যখন একমত হইয়া যায় তখন কি না করাইতে পারে—

কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে ক ন করাবে ॥

রাজসভায় বসিয়া কবি শুধু মদনের ও মদনসখার প্রতাপের কাহিনী গাহিতেছিলেন, পরিণত বয়সে প্রেমের চিত্র আঁকিতেছেন। কাম ও প্রেমের পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বেও যে রসিকজনের নিকট বিদিত ছিল তাহার প্রমাণও এই পদে পাওয়া যায়।

শিবসিংহ ও তৎপরবর্ত্তী কালের বিরহের পদগুলির মধ্যেও কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। শিবসিংহের সময়ে লিখিত ৪৮টি বিরহের পদ, অন্য রাজা ও রাজপুরুষের নামাঙ্কিত ৬টি; রাজনামবিহীন পদের মধ্যে নেপালে ও মিথিলায় ১০২টি (৪৬২-৫৬৩ পদ) ও বাংলাদেশে প্রচলিত ৩৯টি (৭১৩-৭৫১), সর্ব্বসাকুল্যে ১৯৫টি বিদ্যাপতির রচিত বিরহ পদ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাপতি কেবল সুখের কবি, দুঃখের গান তিনি বড় একটা গাহিতেন না। একথা যে ঠিক নহে তাহা এই সংখ্যার পর্য্যাপ্ততা হইতে দেখা যাইবে।

শিবসিংহের সময়ের বিরহের পদগুলির অধিকাংশই হয় চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী (conventional) লেখা, না হয় ভাসা ভাসা রকমের। সুখ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি যেন দুঃখের সুরটী ধরিতে পারেন নাই। ১৭৯ ও ১৮১ সংখ্যক পদে কোকিলের কলরবে কান বন্ধ করা, কুসুমিত কানন দেখিয়া নয়ন মুদিয়া থাকা, বিরহে ক্ষীণতনু হওয়া, চন্দনে অগ্নির জ্বালা অনুভব করা, কখনো সন্তাপ, কখনো শীত বোধ করা প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত বিরহ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ১৮০ সংখ্যক পদে কবি হেঁয়ালী করিয়া বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন—যথা, বিরহ-কাতর হইয়া নায়িকা শরতের শশীকে মুখরুচি, হরিণকে লোচনলীলা, চমরীকে কেশপাশ, দাড়িম্বকে দন্তশোভা ও সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিল। রাজনামবিহীন ৫৫৪ ও ৫৫৬ সংখ্যক পদের হেঁয়ালিও এই সময়ের রচনা মনে হয়। শিবসিংহের নামযুক্ত ১৭০ সংখ্যক পদে বিরহিনী নায়িকার একটি হৃদয়গ্রাহী শব্দচিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন—যথা—

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥

অহনিসি গরএ নয় জলধার।
খঞ্জনে গিলি উগিলত মোতি হার॥

কিন্তু ইহার মধ্যে উপমার বৈচিত্র্য ও শব্দের ঝঙ্কার যেন ভাবের গভীরতাকে ফুটিতে দেয় নাই। কেবলমাত্র বাংলাদেশে প্রাপ্ত ১৭৬ সংখ্যক পদটীর চিত্র বেশ ভাবঘন—

বামকরে কপোল লুলিত কেস-ভার।
কর-নখে লিখ মহি আঁখি-জলধার॥

দুঃখের দিনে অর্জ্জুন রায়ের আশ্রয়ে বসিয়া কবি যে বিরহের গানটী (পদসংখ্যা ২১০) লিখিয়াছিলেন তাহাতে শব্দ অল্প কিন্তু ভাব গভীর। চরম দুঃখের সময় উচ্ছ্বাসের স্রোত যে নিরুদ্ধ হইয়া যায় তাহা কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছেন—

সহজ সিতল ছল চন্দ
সবতহ সে ভেল মন্দ।
বিরহ সহাইঅ নারি
জৈবককে ন হনিঅ মারি।

যে চাঁদ ছিল সহজ শীতল সে এখন সকল রকমেই মন্দ হইল। নারীকে প্রাণে মারিত যদি তো অনেক বেশী ভাল ছিল, এ যে মরণের অধিক বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করাইতেছে।

শিবসিংহের পৌত্রপর্য্যায়ভুক্ত রাঘবসিংহের নামাঙ্কিত ২১৬ সংখ্যক পদটী কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা। তাহাতে দেখি বসন্ত, মলয়ানিল, চন্দ্র, কোকিল প্রভৃতি বিরহ-উদ্দীপক বাহিরের জিনিষের কোন অপেক্ষা নাই; শুধু রাধিকার মুখের হাসিটি শুকাইয়া গিয়াছে,—

জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি
অহোনিস রহইছি জাগি॥

তাহার নয়নের নিদ্রা কে হরণ করিয়া লইয়াছে; ডাঙ্গায় পড়িয়া মাছের অবস্থার মতন তাহার দশা হইয়াছে। আর সে বিরহে কি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে?

"অহনিস জপ তুঅ নামে"

রাজনামবিহীন ৫৩৭ পদেও এই নাম জপের কথা আছে—"অনুখন জপএ তোহরি পএ নাম"; ৫৪৩ পদেও ইহার প্রতিধ্বনি:—

"সরস মৃণাল কইএ জপমালী।
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী॥

৫৪৮ পদে পাওয়া যায় যে এই বিরহে যখন প্রাণসংশয় হইয়াছে, যখন নিশ্বাস বহিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তখন যদি তাহার চেতনা ফিরাইবার জন্য—

কেহ বোল আএল হরী।
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী॥

৫২৯ পদে নায়িকা দূতীর দ্বারা খবর পাঠাইতেছে—

নাম লইতে পিঅ তোর।
সর গদগদ করু মোর॥

অর্জ্জুন নামাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত ২১০ সংখ্যক পদের ভাষার সহিত রাজনামবিহীন ৫৬৩ পদের ভাষার ও ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মতন। দূতী যাইয়া নায়ককে বলিতেছে—

নয়ন তেজয় জলধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনী করয় অনন্দা॥

তুমি তো দূরে চলিয়া আসিয়াছ, তাই বলিয়া কি প্রেমের কথা ভুলিয়া যাইবে? লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কি চাঁদ কুমুদিনীকে আনন্দ দান করে না? "দুরহুক দুর গেলেঁ দো গুন পিরীতী"। নেপাল পুথি হইতে গৃহীত ৫২৬ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা দুঃখের আতিশয্যে বলিতেছেন—

জলউ জলধি জল মন্দা।
যহা বসে দারুণ চন্দা॥

গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত ৫৩৩ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা হৃদয়ভেদী ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন আমার মোহন কুব্জার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিল, আমার প্রতি স্নেহ ভুলিয়া গেল।

কত দিন তাকব বাট।
হে সখি, শূন ভেল জমুনা ঘাট॥

তিনি না হয় মধুপুরেই থাকুন, শুধু একটিবার মাত্র আসিয়া দর্শন দিন—

ওতহু রহথু গয় ফেরি।
হে সখি, দরশন দেথু এক বেরি॥

গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত আর একটি পদে (৫৪০ পদ) সখীরা উদ্ধবকে বলিতেছেন—

জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নহি জিউতে রে
বধ লাগত কাহে॥

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাপতি তাঁহার তনু ও মন দিয়া বলিতেছেন না, না, রাধার প্রাণ হানি হইতে পারে না, আজই হরি গোকুলে আসিবেন—

ভনই বিদ্যাপতি তন মন রে
শুন গুনমতি নারী।
আজ্ আওত হরি গোকুল রে
পথ চল্ ঝট ঝারী॥

এখানে বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের পদানুবর্ত্তী কবিদের মতন সখী বা দূতীর অংশ গ্রহণ না করিলেও, শ্রীরাধার বিরহ-ব্যথায় কাতর হইয়া বলিতেছেন আজই হরি গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন। পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু হইতে গৃহীত ৭৩৩ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে কবি গোকুল-মাণিকের মথুরাপুরে যাওয়া ব্যাপারটাই বিশ্বাস করেন না—শ্রীরাধার বিরহ গাথার উত্তরে কবি বলিতেছেন "কৌতুকে ছাপিব হি রহ কান"।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা না থাকিলেও, বিদ্যাপতি বিশ্বাস করেন না যে তাঁহার কৃষ্ণ গোকুল ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছেন। নেপালের পুথিতে প্রাপ্ত বিরহের একটি পদে (৫৪২ পদ) তিনি দূতীর দ্বারা মাধবকে শুনাইয়াছেন—

নদি বহ নয়নক নীর।
পড়লি রহএ তহি তীর॥
সব খন তরম গেআন।
আন পুছিঅ, কহ আন॥

এই কথা শুনিয়া হরি পূর্ব্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—

বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত শুনি সারঙ্গ পানি॥
হরখি চলল হরি গেহ।
সুমরিএ পুরুব সিনেহ॥

মাধবের গেহ যে গোকুলেই, মথুরা বা দ্বারকায় নহে পরিণত বয়সে বিদ্যাপতি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বসন্তবর্ণন, অভিসার ও বিরহের শিবসিংহনামাঙ্কিত পদগুলির সহিত পরবর্ত্তীকালে লিখিত বিদ্যাপতির পদসমূহ তুলনামূলকরূপে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে কবি প্রথম জীবনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলারস গান করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগের মৈথিল পণ্ডিতেরা এই সহজ সত্যটি মানিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, তাঁহাব হরগৌরী গীতই মিথিলার শিবমন্দিরে গীত হয় আর অন্যান্য পদ মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গাহিয়া পরস্পরের মনোরঞ্জন করে। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ উমেশ মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—"মুঝে তো য়হী প্রতীত হোতা হ্যায় কি কবি কেবল শৃঙ্গারিক থা ঔর উস কা জীবন ভী প্রায়ঃ এসে হী লোগোঁ কে সাথ রাজ সভাওঁ মে ব্যতীত হুআ। য়হ পূর্ব্বমে ভী কহা গয়া হৈ কি কবি রাধা ঔর কৃষ্ণকে সচ্চে স্বরূপ সে অপরিচিত নহী থা; কিন্তু সচ্চা প্রেম (জিসে হম রাধাকৃষ্ণ কী ভক্তি কহতে হৈ) কবি নে অপনী ইন কবিতাওঁ মে কহী নহী দিখাযা। প্রাযঃ উস কা উদ্দেশ্য ভী যহ নহী থা। উন দিনোঁ মিথিলা মে ভক্তি কী বিশেষ চর্চ্চা ভী নহী থী জৈসা কি চৈতন্যদেব কে সময় বংগাল মে থী" (বিদ্যাপতি ঠাকুর, পৃঃ ৮৯-৯০)।

কালানুযায়ী বিদ্যাপতির পদ না সাজাইবার দোষে ডাঃ উমেশ মিশ্রের ন্যায় পণ্ডিতপ্রবরও বিদ্যাপতির চিত্তের ক্রমবিকাশের ধারাটী ধরিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি শিবসিংহের বাজসভার আবহাওযায সত্যই শৃঙ্গাররসের কবি ছিলেন। ঐ সময়ের লেখা রাধাকৃষ্ণ নামযুক্ত পদও প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার রসের কবিতা। কিন্তু অন্ততঃ দশ বৎসর কাল (লিখনাবলীর রচনা ২৯৯ ল. স. হইতে ভাগবতের লিপিকাল ৩০৯ ল. স) রাজবনৌলিতে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ও বিপদের মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাব সমব তাঁহার মনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল যাহাব ফলে তাঁহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রূপান্তরটীই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ডাঃ মিশ্র ও শিবনন্দন ঠাকুর (মহাকবি বিদ্যাপতি, পৃঃ ১৫৯-১৮১, যাহাতে অন্যান্য ব্যক্তির মতখণ্ডন উপলক্ষ্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে Searchlightএ প্রকাশিত আমার মতও তিনি সমালোচনা করিয়াছেন) বলেন যে বিদ্যাপতির

পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে শৈব ছিলেন এবং সমসাময়িকেরাও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বরের ভ্রাতা গণেশ্বরের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দ দত্ত "গোবিন্দমানসোল্লাস" রচনা করিয়াছেন এবং তাহার মঙ্গলাচরণে নিজকে "হরিকিঙ্কর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা বর্দ্ধমান তাঁহার "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

সার্দ্ধং রাধিকয়া বনেষু বিহরন্তস্যাশ্চ কপোলস্থলে
ঘর্মাম্ভোবিসরং প্রসারিণমপাকর্ত্তুং করেণ স্পৃশন্।
তত্র প্রথুতসাত্বিকাম্বুমিলনাদো জায়মানে জবাদ-
ব্যাদ্বো বিফলপ্রযাসবিকলো গোপালরূপো হরিঃ॥

সেই গোপালরূপ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন যিনি বনে রাধাসহ ভ্রমণ করিবার সময় শ্রীরাধার কপোলস্থলে ঘর্ম্ম দেখিয়া তাহা মুছিবার জন্য করস্পর্শ করিলে শ্রীরাধার সাত্বিকভাবজাত স্বেদ হ্রাস না পাইয়া আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেইজন্য যে হরি বিফলপ্রযাসে বিকল হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবিদের রাধাকৃষ্ণ পদ রচনার সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিলেও বিদ্যাপতির শেষ বয়সের পোষ্টা ভৈরবসিংহের আদেশে যে "দণ্ডবিবেক" লেখা হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য না মানিয়া পারা যায় না।

তা ছাড়া আমাদিগকে বাহিরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেই বা হইবে কেন? বিদ্যাপতির ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫ সংখ্যক প্রার্থনার পদ কয়টীই কি তাঁহার শেষ জীবনের অনুতাপ ও বৈষ্ণবীয় ভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নহে? যৌবন কালে তিনি শৃঙ্গার রসে নিমগ্ন ছিলেন ও সেই বিষয়েই পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ করিতেছেন—

"যাবত জনম হম তুয় পদ ন সেবল
যুবতি মতি মঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল
সম্পদ বিপদহি ভেলি॥" (৭৬৪)
"নিধুবনে রমনী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা" (৭৬৩)

কিন্তু শেষ বয়সে একান্ত আত্মসমর্পণের ভাব লইয়া কবি বলিতেছেন—

"মাধব হম পরিণাম নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ (৭৬৩)
"সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥" (৭৬৪)
"মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ (৭৬৫)

এই পদ তিনটীর আন্তরিকতায় কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন কি ?

অবশ্য মাধবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিবের নিকটও প্রার্থনা জানাইযাছেন (৭৬৯ ও ৭৭০ পদ); কেননা হরি ও হরের মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্য দেখেন নাই ৭৭৬ পদে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনাই কৈলাস ॥

আর বার্দ্ধক্যের অসহায়তাব মধ্যে গাহিয়াছেন—

হরিহর পয পঙ্কজ সেবহ তে ন রহ অবসাদা (৬০৭ পদ)।

২২।১০।৫১
হরপ্রসাদদাস জৈন কলেজ
আরা

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

নেপাল পুথির পদের নির্ঘণ্ট (ক)

প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির ও দ্বিতীয় সংখ্যা মিত্র মজুমদার সংস্করণের

মালব রাগ

১ — ২৯৩
২ — ৩২৭
৩ — ৫০৫
৪ — ২২৭
৫ — ১১৩
৬ — ২৬৬
৭ — ২৫৪
৮ — ১৬০
৯ — ২৫৭
১০ — ৪৭৬
১১ — ২৫৫
১২ — ৪২৪
১৩ — ৪১৪
১৪ — ৫৬৮
১৫ — ৪১২
১৬ — ১৬০
১৭ — ৩৫৩
১৮ — ৪৩
১৯ — ৯১
২০ — ১৮৩
২১ — ৪২
২২ — ৩৭৬
২৩ — ৩১৮

মালব রাগ

২৪ — ৪৫১
২৫ — ৫০৪
২৬ — ৫৭৪
২৭ — ভূমিকা পাদটীকা
২৮ — ৩০৪
২৯ — ৫২৬
৩০ — পরিশিষ্ট, গ ১
৩১ ৫১৮
৩২ — ৪১৫
৩৩ — ৪১৫
৩৪ — ৬
৩৫ — ১১১
৩৬ — ৫১১
৩৭ — ৫৬১
৩৮ — ৫০৮
৩৯ — ৩৬১
৪০ — ৫৬৬
৪১ — পরিশিষ্ট, গ ২
৪২ — ৪৫৪
৪৩ — ৩৮৮
৪৪ — ২৬৭
৪৫ — ৪৩৬
৪৬ — ৫৮৯

মালব রাগ

ধনছী (ধনেশ্রী) রাগ

ধনছী (ধনেশ্রী) রাগ

ধনছী (ধনেশ্রী) রাগ

১০৪ — ৫৭৮
১০৫ — ১৭০
১০৬ — ২৮৮
১০৭ — ৪২৯
১০৮ — ভূমিকা পাদটীকা পৃঃ ৩৮৵০
১০৯ — ১৪৭
১১০ — ৪৮৯
১১১ — ৩৫৪
১১২ — ২৯৮
১১৩ — ১৩৫
১১৪ — ৪৫
১১৫ — ৭০৯
১১৬ — ৫৫
১১৭ — ৪১৮
১১৮ — ৭০১
১১৯ — ৪৪৬
১২০ — ৪০৫
১২১ — ৪১৯
১২২ — ২৯৭
১২৩ — ২৬৯
১২৪ — ৪২৭
১২৫ — ২৬০
১২৬ — ৩৮৯
১২৭ — ৫০৭
১২৮ — ৪১৭
১২৯ — ৩৪৬
১৩০ — পরিশিষ্ট গ ৬
১৩১ — ৮০১
১৩২ — পরিশিষ্ট গ ১৫

ধনছী (ধনেশ্রী) রাগ

১৩৩ — ৭৯৮
১৩৪ — ৮০৩
১৩৫ — ৬০৯
১৩৬ — ২৪৩
১৩৭ — ৩৮৫
১৩৮ — ৪৩৩
১৩৯ — ২৭১
১৪০ — ৫৫৯
১৪১ — ৬০৮

আসাবরী রাগ

১৪২ — ৩২৫
১৪৩ — ৪৫৫
১৪৪ ৩৮০
১৪৫ — ১০৮
১৪৬ — পরিশিষ্ট গ ৭
১৪৭ — ১৫৯

মলারী (মল্লার) রাগ

১৪৮ — ৭০
১৪৯ — ৫০০
১৫০ — ৩১২
১৫১ — ৫৯৫
১৫২ — ৭২০
১৫৩ — ৪০০
১৫৪ — ২৫৭
১৫৫ — ২৭২
১৫৬ — ৫৬০
১৫৭ — ৫১৬
১৫৮ — ৫২৮
১৫৯ — ৪৫৯

মলারী (মল্লার) রাগ

১৬০ — ভূমিকা পাদটীকা পৃঃ ৩৮৴০

অহিরাণী (আহিরী) রাগ

১৬১ — ৩১৭

১৬২ — ২২৯

১৬৩ — ৩৬৮

১৬৪ — ৫৫২

১৬৫ — ৫৭১

১৬৬ — ১৯৯

১৬৭ — ৭৪

কেদার (কেদারা) রাগ

১৬৮ — ৪৩৮

১৬৯ — ৩৬৬

১৭০ — পরিশিষ্ট গ ৮

১৭১ — ৫৩৪

কোলাব (?) রাগ

১৭২ — ৭৯৯

কানন (কানেড়া) রাগ

১৭৩ — ৬৬

১৭৪ — ৪৯৭

১৭৫ — পরি. গ. ৯

১৭৬ — ৪১৩

১৭৭ — ২০৯

১৭৮ — ৩২০

১৭৯ — পরি. গ ১০

কোলাব (?) রাগ

১৮০ — ১৭৭

১৮১ — ৫৫১

১৮২ — ৫২৪

কোলাব (?) রাগ

১৮৩ — ৫৮৪

১৮৪ — ৪৫৩

১৮৫ - ৪৩৯

১৮৬ — ৩৮৪

১৮৭ -- ৩২৮

১৮৮ — ২৪৭

১৮৯ — ৮০০

১৯০ - ৫০

১৯১ — ১৩০

১৯২ — ৩

১৯৩ ৫৭৬

১৯৪ — ৩৭২

১৯৫ - ৪৯১

১৯৬ — ১৫৮

১৯৭ — ৫০৬

১৯৮ — ৫৫৭

১৯৯ — ৭৫৮

২০০ — ৩৭১

২০১ — ৫৫৬

২০২ — ৫৭৭

২০৩ — ২৪৪

২০৪ — ভূমিকা পাদটীকা পৃঃ ২৮০

২০৫ — ৩৩১

২০৬ — ৫৫৫

২০৭ — ৫৭০

২০৮ — পরি. গ ১১

২০৯ — ৪২৩

২১০ — ৪০৮

২১১ — ৪৫৬

কোলাব (?) রাগ

২১২ — ২৭৬
২১৩ — ৯৩
২১৪ — ২৬২

সারঙ্গ রাগ

২১৫ — ২৩৮
২১৬ — ৪৮১
২১৭ — ২২৮
২১৮ — ২২৬
২১৯ — ৩২৯
২২০ — ৭৯৬
২২১ — ৪
২২২ — ৫৪৪
২২৩ ৩৩৯

গুর্জ্জরী রাগ

২২৪ পরি গ ১২
২২৫ ৩০৫
২২৬ ৪৮৪
২২৭ — ২৯৭
২২৮ ৪৫৭
২২৯ — ৮২
২৩০ — ৮১
২৩১ — ৪৫২

বরণী (?) রাগ

২৩২ — ৪৮০
২৩৩ — ৩৪৭
২৩৪ — ৩১০
২৩৫ — ২৯
২৩৬ — ১৯৩
২৩৭ — ৪০৪

বরণী (?) রাগ

২৩৮ — ৪২
২৩৯ — ৩২৬
২৪০ — ২৫০
২৪১ — ৪৭২
২৪২ — ৪৪৯
২৪৩ — ৩৯২
২৪৪ — ৩৫৫
২৪৫ — ১৭০
২৪৬ ১৯৮
২৪৭ ৫৭৬
২৪৮ ৫৭১
২৪৯ — ৪৭৮
২৫০ — ২৯০
২৫১ — ১১০
২৫২ — ৪৭০
২৫৩ — ৩৪০

ললিত রাগ

২৫৪ — ৩৭৮
২৫৫ — ৪৮২
২৫৬ — ২৭৮
২৫৭ — ১৬৪
২৫৮ — ১৩৯

নাট রাগ

২৫৯ — ৫৬৫
২৬০ — ১০৪

বিভাস রাগ

২৬১ — ৮৮
২৬২ — ৯৮
২৬৩ — ৫১২

বিভাস রাগ

২৬৪ — ৩৫৬
২৬৫ — ৩৬০
২৬৬ — ৪২৮
২৬৭ — ৪১১
২৬৮ — ৪৯০
২৬৯ — পরি. গ ১৩
২৭০ — পরি গ ১৪
২৭১ — ২৯৯
২৭২ — ৩০২
২৭৩ — ৩০১
২৭৪ — ৪০২
২৭৫ — ৩৭০

ধনছী (ধনেশ্রী) রাগ

২৭৬ — ৫৯৩

রাগ উল্লিখিত নাই

২৭৭ — ৬০২
২৭৮ — ৫৯৭
২৭৯ — ৭৭১

বসন্ত রাগ

২৮০ — ৫৯৮
২৮১ — ৮০৪
২৮২ — ৫৭২
২৮৩ — ৪১০
২৮৪ — ৫৯৯
২৮৫ — ৪৭৭
২৮৬ — ৪৭৩
২৮৭ — ৫২৭

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদের নির্ঘণ্ট (খ)

প্রথম সংখ্যা পদকল্পতরুর ও দ্বিতীয় সংখ্যা নগেন গুপ্ত সংস্করণের। * চিহ্ন মিথিলা বা নেপালেও পাওয়া যায় অর্থে। তৃতীয় সংখ্যা মিত্র মজুমদার সংস্করণের।

৪৯ — ১৩২ — ৬৬৬
৫৭ — ৫১ — ৬২২
৫৯ — ৩৬ — ৬২৩
৬১ — ৮১ — ৯১৭
৬৩ — ১০৬ — ৬৬৫
৬৪ — ১৩৫ — ৬৭০
৬৬ — ১৫৮ — ৬৭১
৮০ — ১২ — অমিল — ২৩২ *
৮২ — ৩ — ৬১৪
৮৩ — ৯ — ৬১০
৯২ — ৪০৭ — ৬৫১
৯৬ — ৮৮ — ৪৪
১০৪ — ৪ — ৬১২
১০৫ — ১০ — ৬১৬

১০৯ — ৯৫ — ৬৬৩

১১০ — ১০৬ — ৬৬৫

১১১ — ১৩৪ — ৬৭৩

১১২ — ১৩০ — ৬৬৯ *

১৩১ — ২১৩ — ৬৮৮

১৯৩ — ৪৯ — ২১০ *

১৯৪ — ৪২ — ৬১৮

১৯৫ — ৩১ — ৬২৪

১৯৭ — ৩৪ — ৯৩২

২০১ — ৪৪ — ৩১

২০৭ — ৩৭ — ২২৮ *

২০৮ — ৩৯ — ৬২৭

২০৯ — ৩৮ — ৬২৪

২১১ — ৪১ — ?

২১৫ — × — × খাঁটি বাংলা পদ

২২২ — ১৪১ — ৬৭২

২২৬ — × — × খাঁটি বাংলা পদ

২৩৭ — ১৯৯ — ×

২৩৮ — ৭৪ — ×

২৩৯ — ১৯৭ — ৬৯২

২৪৬ — ৩২৪ — ৬৯৫

২৫০ — ১৯২ — ×

২৫১ — ২০০ — ×

২৫২ — ২০২ — ৬৯১

২৫৩ — ১৮৮ — ৬৯

২৫৪ — ২০১ — ৪৯১ *

২৬০ — ২১৪ — ৬৯৩

২৭১ — ২৫০ — ৮৯

৩৬৮ — ৩৭৪ — ৯২৪ ?

৩৮৭ — ৩৫১ — ৬৪৭

৩৯৯ — ৫৩৪ — ×

৪৩৮ — ৬৫৯ — ৭০৭

৪৫২ — ৪৬০ — ৯২৫

৪৫৮ — ৪৬৩ — ×

৪৭৩ — ৪৬২ — ৬৫২

৪৮৪ — ৫৩১ — ৬৬২

৪৯৩ — ৪৪৬ — ৬৬৪

৪৯৪ — ৪২৭ — ৬৪১

৪৯৭ — ৪২৩ — ৬৫৪

৫০০ — ৩৯৯ — ৬৫০

৫১০ — ৩৫৯ — ৬৪৮

৫১১ — ৩৫৬ — ×

৫১২ — ৩৭০ — ৬৪৯

৫২১ — ৫২৫ — ×

৫২৪ — ৫৩০ — ৬৬০

৫২৮ — ৩৭২ — ×

৫৩০ — ১৮১ — ৬৫৭

৫৩৪ ৩৯৯ — ৬৫০

(৫০০র সহিত অভিন্ন)

৫৪৯ — ৫২৪ — ৬৪৬

৬০১ — ৪৬৮ — ৬৩৯

৬১২ — ৫৩৫ — ৬৫৮

৬১৩ — ৫৩২ — ৬৫৯

৬৬৬ — ৫৭৭ — ×

৭২১ — ৪০ — ×

৭২৬ — ৫৫৯ — ×

৭২৭ — ৫৬১ — ×

৭২৮ — ৫৬৮ — ×

৭২৯ — ৫৬৩ — ৭০০

৭৩০ — ৫৬২ — ৭০১

৭৩২ — ৫৫৮ — ৬৯০

৭৪০ — ৫৬০ — ৪৮৪ *

৮৩১ — ৬৮ — ৬৩৩

৮৫৫ — ৬৯ — ২৪৫, ৭০৫

৯১১ — ৫৪৮ — ৭৫৯

৯৩৯ — × — × ন.গু. পদ ৬৪২

৯৪৯ — ২৭৮ — ৬৩১

৯৫০ — ৬৪৭ — ৬৪৩

৯৬৩ — ৩৯৭ — ৬৬১

৯৬৫ — ৪৯৪ — ৭০৬

৯৬৮ — ৭০৩ — ৯২০

৯৬৯ — ৭০২ — ৫৩৫

৯৭১ — ৭৩৮ — ৭৪৯

৯৭৬ — ২৮২ — ৬৩৬

৯৭৭ — ২৫৬ — ৬৩৮

১০১২ — ৩১১ — ৯২২

১০৫৯ — ২৩ — ২২

১০৬১ — ২২৮ — ২৯

১০৭৯ — ৫৮৪ — ৬৯৭

১০৮১ — ৫৮৩ — ৪৯৭ *

১০৯৩ — ৫৮০ — ×

১০৯৫ — ৫৮২ — ৪৯১

১০৯৬ — ৫৮৫ — ৬৯৮

১০৯৯ — × — × ৬৬৯

১১০০ — ৫৮১ — ×

১১০৩ — ২০৮ — ×

১১০৭ — ৮২১ — ×

১৩৩৬ — ১১৭ ২১ *

১৩২৮ — ১১৮ — ৬২০

১৪০৮ — ৭০৪ —

১৪৩১ — ৬০৪ — ৭০৭

১৪৩২ — ৬০৫ — ৭১২

১৫০০ — ৬০৬ — ৭১১

১৫০১ — ৬১১ — ১১০

১৫০২ — ৬১০ — × খোলেরবোল ও শ্যাম নাম

১৫২৩ — ৩১৭ — ৮৯৪

১৬০৩ — × — ১৯০

১৬১৭ — ৭৪০ — ৭৪৬

১৬১৯ — ৬২১ — ×

১৬৩৮ — ৬২৪ — ৯১৯

১৬৩৯ — ৬২৫ — ৭৩৩

১৬৪১ — ৬৭৩ — ৭২৬

১৬৪২ — × — পরিশিষ্ট, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ২৪

১৬৭০ — ৬৭৬ — ৭২৭

১৬৭২ — ৬৫৮ — ×

১৬৮০ ৬৪৬ — ×

১৬৮৩ — ৭৫২ — ৫৪১ *

১৬৮৫ — ৭৮৫ — ৭৪০

১৬৮৬ — ৭৪৫ — ৭১৫

১৬৮৭ — ৭৯১ — ৭৫১

১৭০১ — ৭৫০ — ৭১৭

১৭১২ — ৬৬০ — ৭১৬

১৭১১ — ৭২৬ — ৭১৪

১৭১৪ — ৬৭৪ — ৭২২

১৭১৫ — ৭২৭ ৭১৩

১৭৩০ — ৭১৩ — ৭১৮

১৭৩২ — × — × নবকবিশেখর

১৭৩৫ — ৭১৪ — ৭২০

১৭৬৪ — ৭৯৫ — ৭৫৬
১৮২৭ — ৭৩৩ — ৭২৯
১৮৩২ — × — ৭১৭
১৮৬১ — ৬৬৮ — ৭২৩
১৮৬২ — ৬৬৪ — ৭২৮
১৮৭৬ — ৭৪৯ — ৭৪৪
১৮৭৭ — ৭৮৬ — ৭৪২

গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত ৮২টি পদের নির্ঘণ্ট (গ)

প্রথম সংখ্যা গ্রিয়ার্সনের, দ্বিতীয় সংখ্যা মিত্র মজুমদার সংস্করণের ; গ্রিয়ার্সনের যে পদগুলি নগেনবাবুর সংস্করণে নাই তাহার ডাহিন দিকে × চিহ্ন।

১ — ২২৮ — রাগত পৃ ৭৩, নগু তালপত্র (৩৭)
২ — ২৫৪ নেপাল ৭, তালপত্র নগু ৮৪
৩ — ২৬১ তালপত্র নগু ৮৫
৪ — ২৫৯ তালপত্র নগু. ৮০
৫ — ৩৭৪ —
৬ — ৩৬
৭ — ৩৩২ তালপত্র নগু. ৫২১
৮ — ২৮৬
৯ — ৫৭৯ ×
১০ — ১৮১ — তালপত্র নগু ৭৬১ ও ৭৮৪
১১ — ৬০৫
১২ — ৩১৯ তালপত্র নগু ২৭৯
১৩ — ৯৪
১৪ — ২৫
১৫ — ২৩৬
১৬ — ২৩৩ ×
১৭ — ২৩৪ ×
১৮ — ২৩৫ ×
১৯ — ৩০৭ তালপত্র নগু ৩১২
২০ — ৩৬৩
২১ — ৩৫১
২২ — ২৪২
২৩ — ৮৮৯ — চন্দ্রনাথের ভণিতায মিথিলায পাওযা গিযাছে।
২৪ — ১৭ — তালপত্র নগু. ২৭
২৫ — ৩০৬, ৩১১ রাগত পৃঃ ৭৮
২৬ — ৮৯০ ভোলা ঝা সংগৃহীত মিথিলা গীত সংগ্রহে (১ম) নন্দীপতির ভণিতায
২৭ — ৫৭
২৮ — ২৭৪, ২৮৫ ক্ষণদা গীত চিন্তামণি পৃঃ ১৮
২৯ — ২৭৮ ×
৩০ — ৫৯ — তালপত্র নগু. ১৫০
৩১ — ৪৮৫ তালপত্র নগু ১৬২
৩২ — ১৮৬ তালপত্র নগু ৭৯৭
৩৩ — ৪৯৩ পদামৃত সমুদ্র পৃঃ ৯২, পদকল্পতরু ১০৯৫ ; নগু তালপত্র ৫৮২

৩৪ — ৩০০
৩৫ — ৪৮৩
৩৬ - ৩৩৬ নগু তালপত্র ৩২০
৩৭ — ৮৯৪ — রাগত' পৃঃ ৮৪-৮৫
অমিয কর ভণিতা ; পদকল্পতরু ১৫২৩
বিদ্যাপতি ভণিতা, ক্ষণদাগীত
চিন্তামণি পৃঃ ১৯৯ ভণিতাহীন নগু.
তালপত্র ৩১৭
৩৮ — ৪৯১ নগু তালপত্র ২০১
৩৯ — ১৫২ ×
৪০ -- ৭০ — নেপাল ১৪৮,
তালপত্র নগু ১২৮
৪১ — ১৪৯
৪২ — ৪৬০
৪৩ — ৪৬১
৪৪ — ৩৭১
৪৫ — ৩৯৮ নগু তালপত্র ৪৪৮
৪৬ — ৫৬৩ ×
৪৭ - ৬০১ ×
৪৮ ৭৬২
৪৯ — ৮৯১ - মিথিলা গীত সংগ্রহে
রুদ্র ঝা কৃত
৫০ — ৪৩৭
৫১ -- ৩৭৫
৫২ — ৪৬১
৫৩ — ৪৬৪
৫৪ — ৩৮৩ নগু তালপত্র ৪৫৮
৫৫ — ৪৯৮

৫৬ — ৫২৫
৫৭ — ৫৩২
৫৮ — ৫১৪
৫৯ — ৫৭০ ×
৬০ — ১২৩
৬১ - ১১৫
৬২ — ৫৫৪
৬৩ — ৫৮০ ×
৬৪ — ৫৪০
৬৫ ১৫৯
৬৬ — ১৬৪ — নেপাল ২৫
৬৭ ৫৭৫ ×
৬৮ — ৫১১
৬৯ — ৮৯২ মিথিলা গীতসংগ্রহে
ধৈরযপতির পদ
৭০ — ৫০৩
৭১ - ৫০.
৭২ — ১৭০ নেপাল .০৫ও -৭৫,
নগু তালপত্র ৬৯৪
৭৩ ১৬৫ নগু তালপত্র ৬৫৬
৭৪ ২৬৫ ×
৭৫ ১৬১
৭৬ ১১৬
৭৭ -- ৮৭৯ ×
৭৮ ৬০৬
৭৯ ৫৯১
৮০ — ৫৯০
৮১ -- ৬০০
৮২ — ৬০১

নির্ঘণ্ট (ঘ)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশযের ১৩১৬ (১৯০৯ খৃঃ) সংস্করণের পদ এই সংস্করণের, কোন পদ সংখ্যায দেওয়া হইযাছে তাহার নির্দ্দেশ। ইহা হইতে ঐ সংস্করণের কোন কোন পদ বাদ দেওয়া হইযাছে বুঝা যাইবে। প্রথম সংখ্যা ন. গু. সংস্করণের দ্বিতীয সংখ্যা মিত্র-মজুমদার সংস্করণের পদের।

১ — ৮৬৫
৩ — ৬১৪
৪ — ৬১২
৫ — ৬১৫
৬ — ৬১৩
৮ — ৬১৭
৯ — ৬১০
১০ — ৬১৬
১১ — ২২৬
১২ — ২৩২
১৩ — ২২৭
১৪ — ২১৪
১৫ — ৩৭
১৭ — ২৫
১৮ — ৭৯৮
২০ — ২০
২১ — ২১
২৩ — ২২
২৫ — ২৩৬
২৭ — ১৭
২৮ — ৪৯২

২৯ — ৩২
৩০ — ২৩১
৩১ — ৬২৪
৩২ — ৫
৩৪ — ৯৩২
৩৬ — ৬২৩
৩৭ — ২২৮
৩৮ — ৬২৬
৩৯ — ৬২৭
৪২ — ৬১৮
৬২৫
৪৪ — ৩১
৯৩১
৪৭ — ৮২৫
৪৯ — ২৩০
৫০ — ৩৯
৫১ — ৬২২
৫২ — ৩৮
৫৩ — ৬২১
৫৪ — ৪ আংশিক
৫৫ — ৬১৯

৫৬ — ৬৩০
৫৭ — ৬২৯
৫৮ — ৮২৭
৬১ — ২৩৯
৬২ — ২৩৮
৬৩ — ৩৩
৬৪ — ৩৪
৬৬ — ২৪১
৬৭ — ৬৩২
৬৮ — ৬৩৩
৬৯ — ২৪৫
৭১ — ২৩৭
৭২ — ৮২৮
৭৩ — ২৪৭
৭৫ — ৪১
৭৬ — ২২০
৭৭ — ৮২৯
৭৮ — ২৪৬
৭৯ — ২৪৪
৮০ — ২৫৯
৮১ — ৯১৭

৮২ — ২৫৫
৮৩ — ৯২৭
৮৪ — ২৫৪
৮৫ — ২৬১
৮৭ — ২৫৭
৮৮ — ৬৪
৯১ — ২১০
৯২ — ৫৫
৯৩ — ৪৫
৯৫ — ৬৬৩
৯৬ — ৭৯৯
৯৭ — ৪২
৯৮ — ২৫৬
৯৯ - ২০৭
১০০ - ৬১৪
১০১ — ২৬৯
১০৩ — ২৫৭
১০৪ — ৪৩
১০৫ — ৮২৬
১০৬ — — ৬৬৫
১১০ — ৭৪৩
১১২ — ২৬৭
১১৩ — ২৬৬
১১৪ — ৭০৩
১১৫ — ২৪
১১৬ — ৩০২
১১৭ — ২৩
১১৮ — ৬২০
১১৯ — ৪০
১২০ — ২২৪

১২১ — ৩৩৯
১২২ — ৪৮
১২৩ — ৩৪২
১২৪ — ৩৪৪
১২৫ — ৪৯
১২৭ — ৫১
১২৯ — ২৬৮
১৩০ — ২৭০
১৩১ — ২৪৮
১৩২ — ৬৬৬
১৩৩ — ২৭১
১৩৪ — ৬৭৩
১৩৫ — ৬০৯
৬৭০
১৩৮ — ২৭২
১৪০ — ২৮৮
১৪১ — ৬৭২
১৪২ — ২৮৯
১৪৪ — ২৭৬
১৪৫ — ২৯০
১৪৬ — ২৯২
১৪৭ — ৮৯০
১৪৮ — ২৭৪
২৮৫
১৪৯ — ৮০০
১৫০ — ৫৯
১৫১ — ২৭৫
১৫২ — ৬৭৪
১৫৩ — ৫৭
১৫৪ — ৬৭৯

১৫৫ — ২৭৮
১৫৭ — ২৮৪
১৫৮ — ৬৭১
১৫৯ — ২৮০
১৬০ — ৬০
১৬১ — ৬৭৬
১৬২ — ৪৮৫
১৬৪ - ২৮১
১৬৫ - ৬৮১
১৬৬ — ৬৮৪
১৬৭ — ৬৮৫
১৬৯ - ৬৮২
১৭০ — ২৮৩
১৭১ — ৬১
১৭২ ৬৮৩
১৭৩ — ৬১৬
১৭৪ ৮১১
১৭৫ — ২৭৩
১৭৬ — ২৭৭
১৭৭ — ৬৮৭
১৮০ — ২৯১
১৮১ — ২৯৫
১৮২ — ২১৩
১৮৩ ২৬
১৮৪ — ৮৩০
১৮৫ — — ২৯৭
১৮৬ — ১৮
১৮৮ — ৬৯
১৯১ — ৬৮
১৯৫ — ৩০০

১৯৬ — ৩০১

১৯৭ — ৬৯২

১৯৮ — ৭০

২০১ — ৪৯১

২০২ — ৬৯১

২০৪ — ৪৮৭

২০৫ — ৭৩

২০৬ — ৭৪

২০৭ — ৭৫

২১১ — ৬৭৫

২১২ — ২৮৬

২১৩ — ৬৮৮

২১৪ — ৬৯৩

২১৫ — ৪৬

২১৬ — ৩৪৫

২১৭ — ৫৬

২১৮ — ৩৪৬

২১৯ — ৫২

২২০ — ৫৩

২২১ — ৩৪৩

২২২ — ৩৪১

২২৩ — ৩৪৮

২২৪ — ৩৪৭

২২৫ — ১১২

২২৬ — ২৯৯

২২৭ — ৯৮

২২৮ — ২৯

২২৯ — ৩০৫

২৩০ — ২৫২

২৩১ — ৮০

২৩২ — ৬৫

২৩৩ — ৪৭৮

২৩৪ — ৮৫

২৩৫ — ৩২৭

২৩৭ — ৩০৬

২৩৯ — ৩০৮

২৪০ — ৯০

২৪১ — ৬৩৫

২৪২ — ১০০

২৪৩ — ৩২০

২৪৪ — ৩০৪

২৪৫ — ৯৩

২৪৬ — ৯৭

২৪৭ — ৩১২

২৪৮ — ৮৮

২৫০ — ৮৯

২৫১ — ৩০৩

২৫৪ — ৩২১

২৫৬ — ৬৩৮

২৫৮ — ৬৩৭

২৫৯ — ৩৩৮

২৬০ — ৯১

২৬১ — ২৪৮

২৬২ — ৩৩৭

২৬৬ — ৬৬

২৬৭ — ২৯৮

২৬৮ — ২

২৬৯ — ৩

২৭০ — ৬৯৪

২৭১ — ৮৩৩

২৭২ — ৮৮৮

২৭৩ — ৩১৪

২৭৪ — ৩২৪

২৭৮ — ৬৩১

২৭৯ — ৩১৯

২৮০ — ৮৮৯

২৮১ — ৩১১

২৮২ — ৬৩৬

২৮৩ — ৯২

২৮৬ — ৩১৭

২৮৭ — ৩১৭

২৮৮ — ৩১৮

২৮৯ — ৩১৫

২৯১ — ৩২৬

২৯৩ — ৩২৮

২৯৪ — ১০৪

২৯৫ — ৩৩০

২৯৭ — ১০৫

২৯৮ — ৮০১

২৯৯ — ৩২৯

৩০০ — ২০৯

৩০১ — ৩৫৬

৩০৩ — ৮৩২

৩০৪ — ৪৪৮

৩০৫ — ৩৬৩

৩০৬ — ৩৫৩

৩০৭ — ৩৬৫

৩০৮ — ৯৪

৩০৯ — ৯৫

৩১০ — ৩৩৫

৩১১ — ৯২২
৩১২ — ৩০৭
৩১৩ — ৩৩৪
৩১৫ — ৩৩৩
৩১৭ — ৮৯৪
৩১৮ — ৩২৫
৩১৯ — ২৯৪
৩২০ — ৩৩৬
৩২১ — ৪৮৩
৩২৪ — ৬৯৫
৩২৬ — ৩৫১
৩২৭ — ৩৫০
৩২৮ — ৭০
৩২৯ — ৩৪৯
৩৩০ — ১১১
৩৩১ — ৬৬৮
৩৩২ — ৬৬৭
৩৩৩ — ২২৩
৩৩৪ — ৪২৫
৩৩৬ — ১০৫
৩৪০ — ১১৬
৩৪১ — ৩৮০
৩৪২ — ১১৪
৩৪৩ — ১২৭
৩৪৪ — ৩৭৬
৩৪৫ — ৩৭৭
৩৪৬ — ৩৭৮
৩৪৭ — ৩৭৯
৩৪৮ — ৪৩৪
৩৪৯ — ৪৩৫
৩৫০ — ৩৮১
৩৫১ — ৬৪৭
৩৫২ — ৬৪৫
৩৫৪ — ১৩৩
৩৫৫ — ১২১
৩৫৭ — ৩৮২
৩৫৮ — ৮৩৯
৩৫৯ — ৬৪৮
৩৬১ — ৩৮৪
৩৬২ — ৮৫৬
৩৬৩ — ৩৮৫
৩৬৪ — ১২২
৩৬৫ — ৮৩৮
৩৬৭ — ৮০২
৩৬৮ — ৮০৩
৩৬৯ — ৮৯১
৩৭০ — ৬৪৯
৩৭১ — ১৩০
৩৭৩ — ৩৮৬
৩৭৪ — ৯২৪
৩৭৬ — ৩৮৭
৩৭৭ — ৩১৫
৩৭৯ — ৯২৩
৩৮১ — ৬৫৭
৩৮৪ — ৩৮৮
৩৮৬ — ৩৮৯
৩৮৭ — ৩৯০
৩৮৮ — ৪০২
৩৮৯ — ৩৯১
৩৯০ — ৩৯২
৩৯১ — ৪০০
৩৯২ — ৬৪০
৩৯৩ — ১১৭
৩৯৫ — ৩৯৪
৩৯৭ — ৬৬১
৩৯৯ — ৬৫০
৪০০ — ৪৪২
৪০২ — ৪১১
৪০৫ — ২২৯
৪০৬ — ৪১২
৪০৭ — ৬৫১
৪০৮ — ৪১৩
৪১০ — ৪১৬
৪১২ — ৪৩৭
৪১৩ — ৩৯৫
৪১৪ — ৭১
৪১৫ — ৪১৬
৪১৬ — ৪১৫
৪১৭ — ৪২
৪১৮ — ৪১৬
৪২১ — ১১৩
৪২২ — ৪১৭
৪২৩ — ৬৫৪
৪২৪ — ৮৪০
৪২৫ — ৩৯৬
৪২৬ — ৪৬১
৪২৮ — ৮৩৪
৪২৯ — ৫১২
৪৩০ — ৩৭৩
৪৩১ — ৪১৮

৪৩২ — ৪১৯
৪৩৩ — ৬৫৫
৪৩৪ — ৩৯৭
৪৩৫ — ৪২০
৪৩৭ — ৪৪৭
৪৩৮ — ২২৫
৪৩৯ — ১৪৭
৪৪০ — ৪৩৬
৪৪১ — ৪৩৯
৪৪২ — ২৪৯
৪৪৩ — ২৬২
৪৪৪ — ১৩৪
৪৪৫ — ৬৫৬
৪৪৬ — ৬৬৪
৪৪৭ — ৪৩৩
৪৪৮ — ৩৯৮
৪৪৯ — ৩৯৯
৪৫০ — ১৩২
৪৫১ — ৪৩২
৪৫২ — ৮৩৭
৪৫৩ ৮৩৬
৪৫৪ ৬৪৪
৪৫৫ — ১১৮
৪৫৬ — ৪৩১
৪৫৭ — ৪২৯
৪৫৮ — ৩৮৩
৪৫৯ — ৩৬০
৪৬০ — ৯২৫
৪৬১ — ৪২৮
৪৬২ — ৬৫২

৪৬৬ — ৪২৭
৪৬৭ — ১৪৮
৪৬৮ — ৬৩৯
৪৬৯ — ৪৬৩
৪৭১ — ৪৪৯
৪৭২ — ৪৪৫
৪৭৩ — ১৪৯
৪৭৪ — ৪৬৪
৪৭৫ — ১৫০
৪৭৬ — ৪৬৫
৪৭৭ — ১২৮
৪৭৮ — ৪৬৬
৪৮০ — ২৬৯
৪৮১ — ৪০৩
৪৮২ — ১০৮
৪৮৩ — ৩৭৪
৪৮৫ — ৭৯
৪৮৬ — ৮৩৫
৪৮৭ — ৪৬২
৪৮৮ — ৭০১
৪৮৯ ৮৬৩
৪৯০ — ৭৫০
৪৯১ — ৪৫১
৪৯২ — ৪৬৭
৪৯৩ — ৪২৪
৪৯৪ — ৭০৬
৪৯৫ — ১২৯
৪৯৬ — ৩৬৮
৪৯৭ — ৪৫৬
৪৯৮ — ৪২৩

৪৯৯ — ৪৬৮
৫০০ — ১৫১
৫০২ — ৮৪২
৫০৩ — ১৩৫
৫০৪ — ৫০
৫০৫ — ১৫২
৫০৬ — ৪৪৩
৫০৭ — ১৫৩
৫০৮ — ৪৬০
৫১০ — ৪৫২
৫১১ — ৩৫৭
৫১২ — ৪৫৩
৫১৩ — ১৫৪
৫১৪ — ৩৫৫
৫১৫ — ৩৫৪
৫১৭ — ১৫৫
৫১৮ — ৪৫৭
৫১৯ — ৪৬৯
৫২০ — ৪৪৪
৫২১ — ৩৩২
৫২২ ৩৩১
৫২৪ ৬৪৬
৫২৬ — ৪৭০
৫২৭ — ৪৭১
৫২৮ — ৪৭২
৫৩০ — ৬৬০
৫৩১ — ৬৬২
৫৩২ — ৬৫৯
৫৩৯ — ৮৫৪
৫৪০ — ৩০

৫৪১ — ৮২
৫৪৮ — ৭৫৯
৫৫৩ — ৫৫৮
৫৫৬ — ২৪২
৫৫৭ — ৪৪১
৫৫৮ — ৬৯০
৫৬০ — ৪৮৪
৫৬২ — ৭০১
৫৬৫ — ২৪০
৫৬৬ — ৪৮০
৫৬৭ — ৭৯০
৫৬৯ — ৮৫৫
৫৭০ — ৪৮৯
৫৭১ — ৪৮৮
৫৭৫ — ৮৭৮
৫৭৯ — ৬
৫৮২ — ৪৯৩
৫৮৩ — ৭৯৭
৫৮৪ — ৬৯৭
৫৮৫ — ৬৯৮
৫৮৭ — ৭৯৫
৫৮৮ — ৪৮৬
৫৮৯ — ৪৯৪
৬৯৬
৫৯২ — ৮৫৩
৫৯৪ — ৪৭৭
৫৯৫ — ৪৭৯
৫৯৯ — ৭৭
৬০০ — ১৩৮
৬০১ — ৮০৪

৬০২ — ৮৪৩
৬০৩ — ৪০৩
৬০৪ — ৭০৭
৬০৫ — ৭১২
৬০৬ — ৭১১
৬০৭ — ১৩৯
৬০৮ — ৪৭৫
৬০৯ — ২১৯
৬১১ — ১১০
৬১২ — ২১৮
৬১৩ — ১৭০
৬১৪ — .৪১
৬১৬ — ৫০০
৬১৭ — ১৫৬
৬১৮ — ১৫৭
৬১৯ — ৭৭৪
৬২০ — ৪৯৮
৬২৪ — ৯১৯
৬২৫ — ৭৩৩
৬২৬ — ১৫৮
৬২৭ — ১৫৯
৬২৮ — ৭২৪
৬৩ — ৫১৫
৬৩১ — ৫৭৯
৬৩২ — ৫৭৬
৬৩৪ — ৫১৭
৬৩৭ — ৫১৮
৬৩৮ — ১৬০
৬৪০ — ৫২০
৬৪১ — ৪৪০

৬৪৩ — ৪৩০
৬৪৪ — ১৬১
৬৪৫ — ৫২১
৬৪৭ — ৬৪৩
৬৪৮ — ১৬২
৬৪৯ — ৫২২
৬৫০ — ৫২৩
৬৫১ — ৫২৪
৬৫২ — ১৬৩
৬৫৩ — ৫১৭ খ
৬৫৪ — ১৬৪
৬৫৫ — ১৮৮
৬৫৬ — ১৬৫
৬৫৭ — ৭৩১
৬৫৯ ৭০৭
৬৬০ — ৭১৬
৬৬১ — ৭১৭
৬৬২ ৮৫০
৬৬৩ — ৫০১
৬৬৪ — ৭২৮
৬৬৫ — ৯১৮
৬৬৬ — ৪৫৫
৬৬৮ — ৭২৩
৬৬৯ — ৯২১
৬৭০ — ৫২৫
৬৭১ — ৩৭০
৬৭২ — ৮৫৭
৬৭৩ — ৭২৬
৬৭৪ — ৭২২
৬৭৬ — ৭২৭

৬৭৭ — ৫২৬
৬৭৮ — ১৬৬
৬৮০ — ৮৪৫
৬৮১ — ৭১০
৬৮২ — ৫২৭
৬৮৩ — ৫২৮
৬৮৪ — ৮৪৪
৬৮৬ — ৮৯২
৬৮৭ — ৫২৯
৬৮৮ — ৫৩০
৬৮৯ — ১৬৭
৬৯০ ৫০২
৬৯১ - ১৬৮
৬৯২ — ৫৩১
৬৯৩ ১৬৯
৬৯৪ — ১৭০
৬৯৫ ৫০৬
৬৯৭ ৫০৬
৬৯৮ ৫৩২
৬৯৯ ৫৩৩
৭০০ — ২০৫
৭০১ ৭০২
৭০২ - ৫৩৫
৭০৩ ৯২০
৭০৪ ৫৩৯
৭০৫ — ৩৫৯
৭০৬ — ৫৩৬
৭০৭ - ৫০৩
৭০৯ — ৫৭০
৭১০ — ৫৩৭

৭১১ — ৭১৯
৭১২ — ৮৪১
৭১৩ — ৭১৮
৭১৪ — ৭০
৭১৫ — ১৭১
৭১৭ — ৫০৬
৭১৮ — ১৭২
৭১৯ — ১৭৩
৭২০ — ৫৩৮
৭২১ — ২০৮
৭২২ — ৫০৯
৭২৩ - ২১২
৭২৪ — ২১৭
৭২৫ ১১১
৭২৬ ৭১৪
৭২৭ ৭১৩
৭২৮ নেপাল
২৫৭, খ্রিঃ ৬৬
৭২৯ ৭৪
৭৩১ ৭৩৪
৭৩৩ — ৭২৯
৭৩৫ ৮৭৬
৭৩৬ ১৭৫
৭৩৭ ৭২৫
৭৩৮ — ৭৪৯
৭৩৯ — ৫৪০
৭৪০ — ৭৭৬
৭৪১ — ৫৭১
৭৪২ — ৫৪২
৭৪৩ — ৭৪৭

৭৪৪ — ৭৪৫
৭৪৫ — ৭৩৫
৭৪৬ — ১৭৬
৭৪৭, ৭৪৮ } — ১৭৭
৭৪৮ — ২১৬
৭৪৯ — ৭৪৭
৭৫০ ৭৩৭
৭৫২ — ৫৭৩
৭৫৩ — ৫৭৬
৭৫৪ — ৫৪৭
৭৫৫ — ১৭৮
৭৫৬ — ১৭৯
৭৫৭ — ৫৭৮
৭৫৯ — ৮৫২
৭৬০ — ৭৩৮
৭৬২ - ৫৪৯
৭৬৩ — ৭
৭৬৫ — ৫৩০
৭৬৬ - ১৮০
৭৬৭ ৫৫১
৭৬৮ — ৭৩৯
৭৬৯, ৭৮৭ } — ১৮১
৭৭০ — ৫৩৮
৭৭১ — ১৮২
৭৭২ — ১৮৩
৭৭৩ — ২৬৪
৭৭৫ — ৫০৮
৭৭৭ — ৬৫৩

৭৭৯ — ৭৩৬
৭৮০ — ১৮৪
৭৮১ — ৮৪৭
৭৮২ — ৫৫২
৭৮৫ — ৭৪০
৭৮৬ — ৭৪২
৭৮৭ — ১৮৫
৭৮৮ — ৭৪৮
৭৯০ — ৬২৮
৭৯১ — ৭৫১
৭৯৩ — ৫৫৩
৭৯৪ — ৩৬
৭৯৫ — ৭৫৬
৭৯৬ — ৫৬৪
৭৯৭ — ১৮৬
৭৯৮ — ৫৬২
৭৯৯ — ৮৫৯
৮০০ — ৮৬০
৮০২ — ১৪২
৮০৩ — ২২১
৮০৫ — ৭৫৩
৮০৬ — ৭৫৪
৮০৭ — ৭৫৫
৮০৮ — ৮৬২
৮০৯ — ৮৬১
৮১০ — ৭৬১
৮১১ — ৬০৫
৮১২ — ৭৬০
৮১৩ — ৫৬৯
৮১৬ — ১৩৭
৮১৭ — ৫৬৭
৮১৮ — ১৯৩
৮১৯ — ৪৭৬
৮২০ — •৫৭
৮২৩ — ৭৫৮
৮২৭ — ১৮৭
৮৩০ — ৫৬৮
৮৩১ — ৮৫৭
৮৩২ — ৯২৬
৮৩৩ — ৭০৪
৮৩৪ — ৭৬২
৮৩৬ — ০৬৪
৮৩৭ — ৭৬৫
৮৩৮ — ৭৬৩
৮৩৯ — ৬০৮
৮৪০ — ৬০৭

ন গু হব গৌরী

১ — ১
২ — ৭৬৬
৩ — ৫৯২
৪ — ১১
৫ — ১০
৬ — ৭৬৭
৮ — ৭৭৬
৯ — ৫৯৩
১০ — ৭৭৭
১১ — ৬০২
১২ — ৭৭৮
১৩ — ৬০১
১৪ — ৬০০
১৫ — ৭৮০
১৬ — ৭৮১
১৭ — ৭৮২
১৮ — ৭৮৩
১৯ — ৫৯৬
২০ — ৫৯৭
২১ — ৭৮৪
২২ — ৯১৩
২৩ — ৭৮৫
২৪ — { ৭৭১, ৭৯৭ }
২৫ — ৭৮৬
২৬ — ৭৮৭
২৭ — ৭৮৮
২৮ — ৭৮৯
২৯ — ৫৯৪
৩০ — ৭৯০
৩১ — ৭৯১
৩২ — ৫৯৮
৩৩ — ৫৯৫
৩৪ — ৭৯২
৩৫ — ১২
৩৬ — ৭৯৩
৩৭ — ৭৯৪
৩৮ — ১৩
৩৯ — ৭৯৫
৪১ — ৫৯৯
৪২ — ৭৬৯
৪৩ — ৭৭০
৪৪ — ৬০৯

গঙ্গা গীত

১ — ৬০৬
২ — ৭৭৪
৩ — ৯৩৩

নানাবিষয়ক পদ

১ — ৮৭৬
২ — ৬০৪
৩ — ১৯১
৪ — ৩৫
৫ — ৮৫৮
৭ — ২০৩
৯ — ৮
১০ — ৯
১১ — ৯১৪
১২ — ৯১৫
১৩ — ৪৫৯

পরকীয়া নায়িকা

১ — ৮৭৮
২ — ৮৭৯
৩ — ৫৮২
৪ — ১৬
৬ — ৫৮৩
৭ — ৮৮০
৮ — ৮৮১
৯ — ৫৮৪
১০ — ৮৮২
১১ — ৫৯০
১২ — ৫৯১
১৩ — ২০৫
১৪ — ২০৪
১৫ — ৬

প্রহেলিকা

১ — ৩২৩
২ — ৫৫৪
৩ — ৮৮৪
৪ — ৫৭৪
৫ — ১৯৫
৬ — ৫৭৬
৮ — ৫২৭
৯ — ৫৮১
১০ — ১৯৬
১১ — ১৯৭
১২ — ৫৭১
১৩ — ১৯৯
১৪ — ১৯৮
১৫ — ৮৮৫
১৬ — ২০০
১৭ — ২০১
১৯ — ২০২
২০ — ৮৮৬

নগেন্দ্র গুপ্ত সংস্করণে
মোট পদ ৯৩৫
তন্মধ্যে বাদ দেওয়া
হইয়াছে ২০৩
ও গৃহীত ৭৩২
এই সংস্করণে নূতন
যোগ করা হইয়াছে
২০১
সর্ব্বসমেত পদ ৯৩৩
নূতন ২০১ পদের
মধ্যে —
নেপাল পুথি হইতে ৪৬
রামভদ্রপুর পুথি
হইতে ৬৭
পদকল্পতরু হইতে ১
পদামৃত সমুদ্র
হইতে ২
বেনীপুরী সংস্করণ
হইতে ১২
মিথিলা গীত সংগ্রহ
হইতে ২৩
গ্রিয়ার্সন হইতে ১৩
রমানাথ ঝার সংগ্রহ
হইতে ৪
পণ্ডিত বাবাজী মহো-
দয়ের পুথি হইতে ৮
বিবিধ ১৬
২০১

নির্ঘণ্ট (৬)

নগেনগুপ্ত সংস্করণের যে সব পদ বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার তালিকা এবং বাদ দেওয়ার কারণ।

২ পদকল্পতরু ২৬৭১ সংখ্যক অজ্ঞাত লেখকের।

৭ — প স. (পৃঃ ৩১)।

১৩ — রাগতরঙ্গিনী পৃ. ৭৬, কবি রতনাই কৃত।

১৯ — ঐ পৃঃ ৭২, গজসিংহকৃত।

২২ — বটতলার ছাপা বই হইতে, জটিলা নাম থাকায় জাল।

২৫ — কীর্ত্তনানন্দ হইতে লওয়া কিন্তু উহাতে ভণিতা নাই।

২৬ — পদকল্পতরু ২৫৫৫, কবিশেখর কৃত বাঙ্গালা পদ।

৩৩ — কীর্ত্তনানন্দ, ভণিতাহীন।

৩৫ — ঐ

৪০ —
৪১ — } — শ্যামনাম আছে।

৫৩ — নেপাল পুথি ধীবেসব কৃত।

৫৫ — কীর্ত্তনানন্দ, ভণিতাহীন।

৫৬ — ঐ ভণিতাহীন।

৫৮ — রাগতরঙ্গিনী, কংসনারায়ণকৃত পৃঃ ৭৭।

৫৯ — ঐ পৃঃ ১০১-১০২ গোবিন্দদাস ভণ কংসনরাএণ।

৬০ — ঐ পৃঃ ১১১, জীবনাথকৃত।

৬৫ — ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, ভণিতাহীন

৭০ — পদকল্পতরু, ভণিতাহীন।

৭৭ ঐ ২৩৮ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির।

৮৬ — পদামৃত সমুদ্র, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির ভণিতা।

৮৯ — ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, বল্লভকৃত।

৯০ — ঐ

৯৪ — রাগতরঙ্গিনী পৃ ৭৩ "নৃপসিংহ বহ"।

১০২ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন।

১০৭ বটতলা বাঙ্গালী বিদ্যাপতি "বাহি বিবাব

১০৮ — পদকল্পতরু, কবিশেখরকৃত।

১০৯ — ঐ ভণিতাহীন।

১১১ — কীর্ত্তনানন্দ, প ত ১৮০ গোপালদাশ? ভণিতাহীন।

১২৬ - রাগত, ভবানীনাথ

১২৮ — পত কবিশেখর

১৩৬ — ক্ষণদা, বল্লভ

১৩৭ — বটতলা, বাঙ্গালীবিদ্যাপতি

১৩৯ — পত কবিশেখর

১৪৩ — ক্ষণদা ভণিতাহীন

১৫৬ — ক্ষণদা, ভণিতাহীন

১৬৩ — নেপাল, লখিমিনাথ

১৬৮ — ক্ষণদা পৃ. ২৩ টীকা, কবিরঞ্জন

১৭৭ — ক্ষণদা, বল্লভ

১৭৮ — পত° কবিশেখর
১৮৭ — পত° কবিশেখর
১৮৯ — পত
১৯০ — বিদ্যাপতির পদ ভাঙিয়া
অনুকরণ
১৯২ — প. ত. ২৫০
১৯৩ — প. ত কবিশেখর
১৯৪ — ক্ষণদা, বল্লভ
১৯৯ — বটতলা, ছোট বিদ্যাপতি
২০০ — প. ত ২৫১ ছোট ঐ
২০৩ — কবিরঞ্জন
২০৮ — প ত ১১০৩ ছোট বিদ্যাপতি
সুবল শব্দের প্রয়োগ
২০৯ -- প ত. সুবল
২১০ — পত° বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস
২৩৬ — পত°, শেখর
২৩৮ — ক্ষণদা, ভণিতাহীন
২৪৯ — পত° কবিশেখর
২৫২ — পত° কবিশেখর
২৫৩ — পত শেখর
২৫৫ - পত° শেখর (সুবল)
২৫৭ — ক্ষণদা, বল্লভ
২৬৩ — পত কবিশেখর (জটিলা ললিতা
২৬৪ — পত কবিশেখর
২৬৫ — পত' শেখর
২৭৫ — পত' শেখর, সূর্য্যমন্দিরে পূজা
২৭৬ — পত কবিশেখর
২৭৭ — রসমঞ্জরী ভণিতাহীন
২৮৩ — ক্ষণদা, বল্লভ
২৮৫ — কীর্ত্তনানন্দ, কবিরঞ্জন

২৯০ — পত' কবিশেখর
২৯২ — পত কবিশেখর
২৯৬ — রসমঞ্জরী কবিরঞ্জন
৩০২ — পত' কবিশেখর
৩১৪ — রসমঞ্জরী কবিরঞ্জন
৩১৬ পত ১৩১০ কবিশেখর
৩২২ — নেপাল ২২৪, ভানু
৩২৩ পত ভণিতাহীন
৩২৫ — পত' কবিশেখর
৩৩৫ ভণিতাহীন
৩৩৮ -- কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৩৩৯ -- ঐ ভণিতাহীন
৩৫৩ — রাগত ভণিতাহীন
৩৫৬ — পত ৫১১ ছোট বিদ্যাপতি
৩৬০ — রাগত', শ্রীনিবাস মল্ল
৩৬৬ — উমাপতি, পারিজাত হরণ
৩৭২ — পত ৫২৮ ছোট বিদ্যাপতি
৩৭৫ — পত' ৪৭৮ ভূপতিনাথ
৩৭৮ — পত সিংহ ভূপতি
৩৮০ — পত' ভূপতি
৩৮২ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৩৮৩ — পত ২০৩৮ ছোট বিদ্যাপতি
৩৮৫ — পত ভণিতাহীন
৩৯৪ — কীর্ত্তনানন্দ, চম্পতি
৩৯৬ — পত জ্ঞানদাস ৪৯৬
পারিজাত হরণ
৩৯৮ — পত' ভণিতাহীন
৪০১ — পত' কীর্ত্তনানন্দ, চম্পতি
৪০৩ — পত' ৫০২ ভণিতাহীন
৪০৪ — পত' কবিশেখর

৪০৯ — কীর্ত্তনানন্দ, জগদানন্দ
৪১১ — হবিপতি
৪১৯ — পত ৪৭৯ ভূপতিনাথ
৪২০ — পত ৪৮০, চম্পতি
৪২৭ — পত ৪৯৪ ছোট বিদ্যাপতি
৪৩৬ — পত কবিশেখব
৪৬৩ — পত ৪৫৮ ছোট বিদ্যাপতি
৪৬৪ — মিথিলা হবিপতি
৪৬৫ — কীর্ত্তনানন্দ কবিশেখর
৪৭০ — পত কবিশেখর
৪৭৯ — নেপাল ১০২ কংসনারায়ণ
৪৮৪ — রাগত, জসোধব
৫০১ — নেপাল ১১৪ রুদ্রধর
৫০৯ — নেপাল ৩০ রাজপণ্ডিত
৫২৩ — রাগত ১০১, দাস গোবিন্দ
৫২৫ — সংকীর্ত্তণামৃ ৩৯৬ ছোট বিদ্যাপতি
৫২৯ — পত ভণিতাহীন
৫৩৩ — পত কবিশেখর
৫৩৪ — পত ৩৯৯ রায় শেখর
৫৩৬ — পত ভূপতি
৫৩৭ — পত কবিশেখর
৫৩৮ — দাসগোবিন্দ
৫৪২ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৫৪৩ — কীর্ত্তনানন্দ, ভনিতাহীন
৫৪৪ — অজ্ঞাত ভণিতাহীন
৫৪৫ — পত ৬২৮, কবিশেখর
৫৪৬ — পত ১০৫৮, কবিশেখর
৫৪৭ — অজ্ঞাত ভণিতাহীন (শ্যাম)
৫৪৯ — ক্ষণদা ভণিতাহীন
৫৫০ — পত কবিশেখব
৫৫১ — কীর্ত্তনানন্দ কবিরঞ্জন
৫৫২ — অজ্ঞাত কবিশেখর
৫৫৪ — অজ্ঞাত কবিশেখর
৫৫৫ — ঐ ঐ
৫৫৯ — অজ্ঞাত বিদ্যাপতি (রায়শেখর)
৫৬১ — প. ত. ৭২৭ ছোট বিদ্যাপতি
৫৬৩ — পত ৭২৯ ঐ
৫৬৪ — অজ্ঞাত বিদ্যাপতি (রায়শেখব)
৫৬৮ — পত ৭২৮ ছোট বিদ্যাপতি
৫৭২ — ক্ষণদা ভণিতাহীন
৫৭৩ — প ত. চম্পাতিপতি
৫৭৫ — ক্ষণদা ভণিতাহীন
৫৭৬ — রাগত পৃ ১১৫ কৃষ্ণনারায়ণ
৫৭৭ — পত ৬৬৬ বিদ্যাপতি (রায)
৫৭৮ — মিথিলা (হবিপতি)
৫৮০ — প ত ১০৯৩ বিদ্যাপতি ছোট
৫৮১ — পত ১১০০ বিদ্যাপতি ছোট
৫৮৬ — পত ১০৭৮ কবিরঞ্জন
৫৯০ — ক্ষণদা বল্লভ
৫৯১ — পত সিংহভূপতি
৫৯৩ — কীর্ত্তনানন্দ কবিশেখর
৫৯৬ — পত কীর্ত্তনানন্দ বিদ্যাপতি + গোবিন্দদাস
৫৯৭ — পত কবিশেখব
৫৯৮ — অজ্ঞাত কবিশেখর
৬১০ — পত ১৫০২ বিদ্যাপতি ছোট
৬১৫ — অজ্ঞাত বিদ্যাপতি রাধামোহন
৬২১ — পত ১৬১৯ বিদ্যাপতি ছোট
৬২২ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন

৬২৩ — ঐ ভণিতাহীন
৬২৯ — ঐ ভণিতাহীন
৬৩৫ — মিথিলা বাগত গজসিংহ
৬৩৬ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৬৩৯ — পত ভণিতাহীন
৬৪২ — বাগত প্রীতিনাথ নৃপ
৬৪৬ — পত ১৬৮০ বিদ্যাপতি ছোট
৬৫৮ — পত ১৬৭২ বিদ্যাপতি ছোট
৬৬৭ — পত ভণিতাহীন
৬৭৫ — পত ১৯৫২ বিদ্যাপতি (শ্যাম)
৬৭৯ — মিথিলা ন গু স্বীকার করিয়াছেন বিদ্যাপতির নহে
৬৮৫ — অজ্ঞাত কবিশেখর
৬৯৬ — মিথিলা বিদ্যাপতি
৭০৮ — নেপাল কংসনৃপতিভণ
৭১৬ — অজ্ঞাত চম্পতি
৭৩০ — অজ্ঞাত, সিংহভূপতি
৭৩২ মিথিলা বিদ্যাপতি
৭৩৪ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৭৫১ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৭৫৮ – পত ভূপতি
৭৬১ – পত ১৭২৬ ভূপতি
৭৭৭ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৭৭৬ — কীর্ত্তনানন্দ ভণিতাহীন
৭৭৮ — অজ্ঞাত ভণিতাহীন, রাবনারায়ণ

৭৮৩ — তালপত্র, পঞ্চাননকৃত
৭৮৯ — অজ্ঞাত কবিশেখর
৭৯২ — বাগত ৯৮ পৃঃ ধরণীধর
৮০১ — তালপত্র বাউ (ভে গিসর)
৮০৪ — পত ১৯৮২ বিদ্যাপতি
৮১৭ — অজ্ঞাত ভণিতাহীন
৮১৫ — পত ১৯৮৩ ভূপতিসিংহ
৮২১ — পত ১১০৭ বিদ্যাপতি
৮২২ — পত ২০০৮ গোবিন্দদাস
৮২৪ — অজ্ঞাত বিদ্যাপতি
৮২৫ — ক্ষণদা ভণিতাহীন
৮২৬ — কীর্ত্তনানন্দ কবিশেখর
৮২৭ — আতম (নেপাল ১৬০)
৮২৯ — বাগত লছমিনাথ
৮৩৫ — বাগত পাওয়া যায় না
৭ — হরগৌরী নেপাল কবিরতন
৪০ নানা — ভন জয়দেব হরি বিষয়ক
৬ „ — দস অবধান ভণ
৮ „ — অজ্ঞাত

পরকীয়া

৫ –

প্রহেলিকা

৭ —

১৮ —

সার্ব্বসাকুল্যে বাদ ২০৩ পদ

বাদ দেওয়া পদের আকর ও ন গু সংখ্যা

নেপাল—৯ (৪৩, ১৬৭, ৫২২, ৪৭৯, ৫০১, ৫০৯, ৭০৮, ৮২৭, হর ৭,)

রাগতরঙ্গিনী ১৬ (১৬, ১৯, ৪৮, ৫৯, ৬০, ৯৪, ১২৬, ৩৫৩, ৩৬০, ৪৮৭, ৫২৩, ৫৭৬, ৬৪২ ৮২৯, ৭৯২, ৮৩৫)

তালপত্রের পুথি ১ (৭৮৩)

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ১৭

(৬৫, ৮৯, ৯০, ১৩৬, ১৪৩, ১৫৬, ১৬৮, ১৭৭, ১৯৪, ২৩৮, ২৫৭, ২৮৪, ৫৪৯, ৫৭২ ৫৭৪, ৫৯০, ৮২৫)

কীর্ত্তনানন্দ ২৮

(২৪, ৩৩, ৩৫, ৪৫, ৪৬, ১০২, ১১১, ২৮৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৮২, ৩৯৭, ৪০৯, ৪৬৫, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৫১, ৫৯১, ৫৯৬, ৬২২, ৬২৩, ৬২৯, ৬৬৬, ৭৩৪, ৭৫১, ৭৭৬, ৮২৬)

রসমঞ্জরী ৩

(২৭৭, ২৯৬, ৩১৭)

পদকল্পতরু ৮৪

(২, ২৬, ৬০, ৭৪, ১০৮, ১০৯, ১২৮, ১৩৯, ১৫৮, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২০০, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২৩৬, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৯০, ২৯২, ৩০২, ৩১৬, ৩২৩, ৩২৫, ৩৫৬, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪১৯, ৪২০, ৪২৭, ৪৩৬, ৪৬৩, ৪৭০, ৫২৯, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৫০, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৮, ৫৭৩, ৫৭৭, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮৬, ৫৯১, ৫৯৬, ৫৯৭, ৬১০, ৬২১ ৬৩২ ৬৪৬, ৬৫৮, ৬৬ , ৬৭৫, ৭৫৮, ৭৬১, ৮০৪, ৮১৫, ৮২১, ৮২২)

নির্ঘণ্ট (চ)

নেপালের পুথিতে যে সব পদে কৃষ্ণের কোন নাম পাওয়া যায় তাহার তালিকা। প্রথম সংখ্যা নেপাল পুথির, দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের পদের।

মাধব	৭৮ — পরি গ ১	১৮০ — ৭৭
১ — ২৯১	৭০ — ২৮১	১৮১ — ৫৫১
২ — ৩২৭	৭২ — ২৪০	১৮২ — ৫২৪
১৭ — ৩৫৩	৮৩ — ৫৪১	১৯০ — ৫০
১৯ — ৯১	১৩০ — পরি গ ৬	১৯৪ — ৩৭২
২২ — ৩৭৬	১৪২ — ৩২৫	১৯৫ — ৪৯২
২৫ — ৪৫১	১৫২ — ৬২০	১৯৯ — ৪৫৮
২৬ — ৫৭৪	১৬৪ — ৫৫২	২১২ — ২০৬
৩০ — পরিঃ গ ১	১৬৫ — ৫৭১	২২৭ — ২৯৪
৩২ — ৪৩৫	১৬৯ — ৩৬৪	২২৮ — ৪৫৭

১১০ — ৪৮৯
১১৪ — ৪৫
১৪০ — ৫৫৯
১৫২ — ৪২০
১৫৬ — ৫৬০
১৬৮ — ৪৩৮
১৭৩ — ৬৬
১৯৩ — ৫৭০

১৯৬ — ৩৫৮
২০৯ — ৪২৩
২১০ — ৪০৮
২১৮ — ২২৬
২৩৯ — ৩২৬
২৪৫ — ১৭০
২৫৩ — ৩৪০
২৮২ — ৫৭২
২৮৭ — ৫২৭

নন্দের নন্দন

২১৫ — ২৩৮

গোপ

১২৮ — ৪১৭
১২৯ — ৩৪৬
১৩৯ — ২৭১
২৩০ — ৮১
২৩৭ — ৪০৪

রাগতরঙ্গিণীর যে যে পদে কৃষ্ণের নাম আছে তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা

মাধব — ৮১, ৮৫, ৯৪, ১০৪, ১০৮, ১১৬, ১১৬ = ৭
হরি — ৫৪, ৫৫, ১০৪, ১০৭ = ৪
মুরারি — ৪৭. ৭৬ ৭৯ = ৩
মধুসূদন — ৪৭ = ১
বনবারি — ৪৭ = ১
কান্থ — ৪১, ৯১, ৯৪ = ৩
কালা — ৪১ = ১

রামভদ্রপুরের পুথির যে যে পদসংখ্যায় কৃষ্ণের নাম আছে

মাধব — ৩৭, ৪০, ৪১, ৬১, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৬, ১৬৪, ১৭১, ১৮৬, ৩৮২, ৩৮৭, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৭ = ১৭

কান্থ — ৩১, ৩৬, ৪২, ৪৬, ৬৭, ১৬৭, ১৮৮, ৪০০, ৪০৫, ৪১৫ = ১০
হরি — ৬৬, ১৬৬, ৩০৫, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯৬, ৪১৪, ৪১৭ = ৮
মুরারি — ২৮, ১৫৯, ৩০৫ = ৩
কৃষ্ণ — ৩৮৯ (কওহব সমাদ কৃষ্ণকে মোর)।

নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্রের পুথি

নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণের পদসংখ্যা

(ঘ নির্ঘণ্টে পাঠক বর্ত্তমান সংস্করণের সংখ্যা পাইবেন)

মাধব — ৬৪, ৭২, ১৫৭, ১৮২, ২৩২, ২৪৮, ২৫৯, ২৬৬, ২৭১, ২৯৭, ৩১৭
৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৪৭১, ৪৮৩, ৫০৭, ৫১৭, ৫১৯, ৫২০, ৫২১,
৫২৭, ৬০২, ৬০৮, ৬৫৫, ৭২৫, ৭৪৭, ৭৫৫, ৭৫৭, ৭৬২, ৭৬৪,
৭৬৫, ৭৬৭, ৭৬৯, ৭৭১, ৭৭১, ৭৮০, ৮১৬ = ৩৭

কাহ্নু প্রভৃতি—১২, ২৭, ৫৮, ৬৩, ৭৫, ৮০, ১২৫, ১৪৬, ১৫৯, ১৮১, ২১৭, ২১৯
২২৫, ২৪০, ২৬০, ২৭৩, ৩২০, ৩২৬, ৩৪২, ৩৭৬, ৩৯৩, ৪১৩,
৪২৫ ৪৬৭, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৮৬, ৫০০, ৫৫৩, ৫৯৯, ৬১৯, ৬৩৮,
৬৪৮, ৬৫৯, ৬৮০, ৬৮৯, ৬৯৪, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৪১৮, ৮১৭ = ৪৩

হরি — ৭৯, ৯৭, ৯৯, ১২৭, ১৬২, ২২০, ২২১, ২৮৭, ৩০৩, ৩০৭, ৪২৯
৪৪৯, ৫১১, ৬৪৫, ৬৫৩, ৬৫৬, ৭১৮, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৫২, ৭৬৬,
৭৮০, ৭৯৭, ৮১৩, ৮১৮ = ২৫

মুরারি — ১৭৬, ২৩৪, ২৭৯, ৫২২, ৭৯৫, ৭৯৯, ৫১৯, ৫৮৭, ৬৩১, ৬৪০
৬৯৪, ৭৫২, ৭৬৭ = ১৩

বনমালী — ২৯৫ = ১

মধুরিপু — ৬৬ = ১

মধুসূদন — ৬০৩ = ১

কৃষ্ণনাম না থাকিলেও যমুনা, গোপ, পুরুষোত্তম, রাহী প্রভৃতি শব্দ আছে

২৪৬, ৩২৭, ৪৩৮, ৭৫০, ৭৪১ = ৫

গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পদে কৃষ্ণের নাম

মাধব — ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৯, ৩৭, ৭১, ৪৩, ৫১,
৫৩, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৭, ৭৭, ৭৬, ৭৭ = ২৩

কহ্নাই প্রভৃতি—৪, ৫, ২১, ২৪, ৩৪, ৩৬, ৪৮, ৬৩, ৭২ = ৯

হরি — ১১, ২১, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪৮, ৫২, ৬৪, ৭৩, ৭৪ = ১১

মুরারি — ১২, ২০, ২৩, ৬২, ৬৪, ৭২ = ৬

মোহন — ৬৮ = ১

বাংলাদেশের প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থগুলির পদে কৃষ্ণের নাম

পদসংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের

মাধব — ৪৭, ৬০, ১০৬, ১১৬, ১১৯, ১৮৫, ৬১১, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৬২, ৬৭১, ৬৭৩, ৬৮৩, ৬৮৫, ৬৮৭, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৯, ৭১৪, ৭১৬, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৯, ৭৫১, ৭৫৫, ৭৫৭, ৭৫৯, ৭৬৩, ৭৬৫ = ৫০

কান প্রভৃতি — ৪৭, ১১৬, ১৮৯, ৬১০, ৬১২, ৬২৯, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭২, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮০, ৬৯২, ৭০৬, ৭০৭, ৭১৩, ৭২৮, ৭৩০, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৮, ৭৪৩, ৭৪৭, ৭৪৯, ৭৫২ = ৩৫

হরি — ৬১, ৮৭, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৫২, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬৪, ৬৬৭, ৬৭১, ৬৮১, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৯১, ৭১২, ৭২০, ৭২১, ৭২৬, ৭২৮, ৭৩৮, ৭৪২, ৭৫৫, ৭৬১, ৭৬৪ = ২৫

রাধারমণ — ১১০ = ১

বনমারি — ৬১, ৬৮৫ = ২

মুরারি ৬১, ৬২৭, ৬৩২, ৬৮২, ৬৮৮, ৭০৬, ৭২৫, ৭২৭, ৭৩৯, ৭৫০, ৭৫৬ = ১১

বৃন্দাবনের আবহাওয়া অর্থাৎ যমুনা, গোপ গোবর্দ্ধন প্রভৃতি শব্দ

৮৯, ৬২১, ৬৩০, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৫৬, ৬৭৪, ৬৯৩, ৭০১, ৭১১, ৭১২, ৭৩২, ৭৪৮ = ১৩

রাধাকৃষ্ণের, গোপ, গোপী, যমুনা, গোবর্দ্ধন প্রভৃতির কোনরূপ উল্লেখ-বিহীন পদের তালিকা

নেপাল পুথির : (সংখ্যা নেপাল পুথির পদের, ক নির্ঘণ্টে বর্ত্তমান সংস্করণের পদসংখ্যা পাওয়া যাইবে।)

৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৮, ২৩, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৭৯,

৮০, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩২, ২৩৪, ২৩৮, ২৪০, ২৪৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৫, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭ = ১৩৫

মন্তব্যঃ—১১২, ১৪৯, ১৬২, ১৭৭, ১৭৮, ২০৫, ২৩৩ সংখ্যক পদে রাধে, যমুনা, গোপ, মধুরপতি প্রভৃতি শব্দ আছে, ৫১ সংখ্যক পদে নায়িকা বলিতেছেন "লাখকোটী তোহে সামী" সুতরাং ভগবানের প্রতি ইহা প্রযোজ্য।

নগেন্দ্রগুপ্তের তালপত্রের পুথির

(সংখ্যা নগেনগুপ্ত সংস্করণের, ঘ নিঘণ্টে বর্ত্তমান সংস্করণের সংখ্যা পাওয়া যাইবে)

১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৯, ৩০, ৩৭, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪, ৬২, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৯১, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২০, ১২৯, ১৩০, ১৫০, ১৬৪, ১৭০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৯১, ১৯৬, ২০১, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৬, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৪২, ২৬২, ২৬৭, ২৬৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৯, ২৯৪, ৩০০, ৩১২, ৩১৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৫, ৪০৮, ৪১৮, ৪২৪, ৪২৮, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৮২, ৪৮৫, ৫০২, ৫০৫, ৫১২, ৫১৩, ৫৪০, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৯৫, ৬০৭, ৬০৯, ৬১২, ৬৪৭, ৬৫১, ৬৭৮, ৬৮৪, ৬৮৭, ৭১২, ৭১৫, ৭১৯, ৭২১, ৭২৩, ৭৯৩, ৮০২, ৮৭০ = ১১৪

গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পদে

(সংখ্যা গ্রিয়ার্সনের পদের)

১, ২, ৩, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ১৯, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, = ৪০টী পদ

রামভদ্রপুর পুথির

(পদসংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের)

১৪, ১৫, ২৮, ৮৩, ৮৬, ৯৯, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১৩১, ১৪৫, ১৪৭, ২০৯, ২১০, ২৫১, ২৬৭, ২৮২, ৩০৯, ৩২৯, ৩৩৪, ৪৫৪ = ২১

রাগতরঙ্গিনীর পদে

(পদসংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের)

২, ৫, ১১, ১২, ২৯, ৩০, ৪০, ৪৬, ৮০, ৮২, ১২১, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৮, ২১৪, ২৪৫, ২৮১, ২৯১, ৩০৩, ৩০৬, ৩২৪, ৫৬৪, ৫৯২ = ২৫

বাংলাদেশের প্রাচীন সঙ্কলন সমূহে

(পদসংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণের)

৩১, ৬২, ৬৯, ৭৮, ৮৪, ১৯০, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২৪, ৬২৬, ৬২৮, ৬৩১, ৬৩৮, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৫৭, ৬৫৫, ৬৬৩, ৬৬৬, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭৫, ৬৭৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৫, ৭০৮, ৭১৫, ৭১৮, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৮, ৭৬০, ৭৬২ = ৪৯

বিদ্যাপতি

প্রথম খণ্ড

রাজনামাঙ্কিত পদাবলী

কালানুযায়ী সন্নিবিষ্ট

(১)

বিদিতা দেবী বিদিতা হো

অবিরল কেস সোহন্তী।

একাএক[১] সহস কো ধারিনি

জনি[২] রঙ্গা পুরনন্তী[৩] ॥

কজ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅ[৪]

উজ্জলরূপ তুঅ বাণী।

রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅএ[৫]

গঙ্গা কহিএ পানী ॥

ব্রহ্মাঘর[৬] ব্রহ্মানী কহিএ

হরঘর কহিঅএ গোরী[৭]।

নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ

কে জান উৎপতি তোরী ॥

বিদ্যাপতি কবিবরে[৮] এহো গাওল

জাচক জনকে গতী।

হাসিনি দেইপতি গরুড় নরায়ণ

দেবসিংহ নরপতি ॥

রাগত°, পৃঃ ৮৯, ন গু (হর) ১, অ ৯১১

পাঠান্তর—ন. গু (১) একানেক (২) জরি (৩) পুরনন্তী (৪) কহিঅ ও (৫) কহিএ (৬) কহিএ (৭) গৌরী (৮) কবিবর।

শব্দার্থ—বিদিতা হো—জ্ঞানগম্যা, প্রকাশিতা হও ; একাএক—একলাই ; সহসকো—সহস্রের ; সোহন্তী—শোভাযুক্তা ; জনি—যেন ; ন.গু. 'জরি' পাঠ ধরিয়া উহার অর্থ অরি বা শত্রু করিয়াছেন ; রাগতরঙ্গিনীর 'জনি' পাঠেই অর্থ ভাল হয়। রঙ্গা—রঙ্গস্থল বা যুদ্ধক্ষেত্রে। পুরনটী—নগরনর্ত্তকী ; ন.গু 'পুরনন্তী' পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন 'পূর্ণকারিণী' এবং তাঁহার মতে 'জরি রঙ্গপুরনন্তী'র অর্থ—'শত্রুর সহিত যুদ্ধে আত্মবিভূতিসমুৎপন্ন বহু সহস্র সৈন্যদ্বারা যুদ্ধস্থল পূর্ণ করেন'। রাগতরঙ্গিনীর 'জনি রঙ্গা পুরনটী' পাঠের অর্থ—যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নগরনর্ত্তকীর ন্যায় অবলীলাক্রমে নৃত্য করেন। কজ্জল—কৃষ্ণরূপ ; পরচণ্ডা—প্রচণ্ডা।

দেবসিংহ—শিবসিংহের পিতা ও ভবসিংহের পুত্র। বিদ্যাপতি তাঁহার 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের শেষ শ্লোকেও দেবসিংহের দান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সঙ্কবী পুরসরোবর কর্ত্তা হেমহস্তিরথদানবিদগ্ধঃ
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহ গুণরাশিঃ ॥

তাঁহার 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থে দেবসিংহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

দত্তং যেন দ্বিজেভ্যো দ্বিরদমথমহাদানমপ্যেবমাকা
কা বার্ত্তা স্বল্পদানে কনকময়তুলা পুরুষো যেন দত্তঃ।
যস্য ক্রীড়াতড়াগস্থলয়তি সততং শাসনে বারিরাশি
দেবেনহসৌ দেবসিংহঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কস্য ন স্যান্নমস্যঃ।

এরূপ দানশীল রাজাকে 'যাচকজনগতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া বিদ্যাপতি চাটুকারিতা করেন নাই। দেবসিংহের আদেশে তিনি 'ভূপরিক্রমা' নামক গ্রন্থ লেখেন। যথা—

দেবসিংহনিদেশাচ্চ নৈমিষারণ্যবাসিনঃ
শিবসিংহস্য পিতুঃ স্বস্তপীড়নিবাসিনঃ ॥
পঞ্চষষ্টিদেশযুতাং পঞ্চষষ্টিকথান্বিতাম
চতুঃখণ্ডসমাযুক্তামাহ বিদ্যাপতিঃ কবিঃ।

অনুবাদ—হে ঘনকেশশোভিনি দেবি! জ্ঞানগম্যা হও, প্রকাশিতা হও। তুমি একাই সহস্রকে ধারণ কর, যুদ্ধস্থলে পুরনর্ত্তকীর ন্যায় যেন অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে থাক। তুমি কজ্জলরূপে কালী নামে পরিচিতা, উজ্জ্বলরূপে বাণী বা সরস্বতী। সূর্য্যমণ্ডলে তোমাকে প্রচণ্ডা কহে, জলরূপে গঙ্গা বলে। ব্রহ্মার ঘরে তুমি ব্রহ্মাণী, হরের গৃহে গৌরী, নারায়ণ গৃহে কমলা। তোমার উৎপত্তি কে জানে? কবিবর বিদ্যাপতি এই গান করেন—যে হাসিনী দেবীর পতি, গরুড় নারায়ণ উপাধিধারী রাজা দেবসিংহ যাচকজনের গতিস্বরূপ অর্থাৎ যাচকদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

(২)

উধসল কেসকুসুম ছিরিআএল
খণ্ডিত দশন অধরে।
নয়ন দেখিঅ জনি তরুন কমলদল
মধুলোভে বৈসল ভমরে॥
কলাবতি কৈতব ন করহ আজ।
কওন নাগর সঙ্গ[১] রয়নি গমওলহ
কহ মোহি পরিহরি লাজ॥
পীন পয়োধর নখরেখসুন্দর
করে বাঁধহ[২] কাঁ গোরি
মেরু শিখর নব উগি গেল সসধর
গুপুতি ন রহলিএ চোরি॥
বেকতও চোরি গুপুত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরে জীবে[৩] জীবথু
গ্যাসদীন[৪] সুরতান।

রাগত°, পৃঃ ৫৭ ন গু ২৬৮, অ ২৬১

শব্দার্থ—উধসল - আলুথালু হইয়াছে ; ছিরিআএল—ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; কওন - কোন ; গমওলহ—কাটাইলে ; কৈতব—ছলনা ; মহলম - ভগবান যাঁহার নিকট কোন বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন, ফার্সি ভাষায় তাঁহাকে 'মহলম' বলে।

গ্যাসদীন—নগেনবাবু ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া গ্যাসউদ্দীনের মৃত্যুর তারিখ ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে গিয়াসউদ্দীন ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা সিকন্দরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ অল্পদিন রাজত্ব করিয়া ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে পরলোকগত হন ; সুতরাং গিয়াসউদ্দীন শিবসিংহ ও দেবসিংহের মিথিলায় রাজত্ব করার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। কিন্তু এই পদটী দেবসিংহের রাজ্যাধিরোহণের পূর্ব্বে কি পরে লিখিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

অনুবাদ ঃ—কেশ আলুথালু, (কেশের) কুসুমদাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অধর দশনে খণ্ডিত। দেখিতেছি নয়ন যেন রক্তিম কমলদলের ন্যায়, (তাহাতে) মধুলোভে ভ্রমর বসিয়া আছে, অর্থাৎ রাত্রি জাগরণে চোখ লাল হইয়াছে ও

পাঠান্তর—নগেনবাবু এই পদ রাগতরঙ্গিনী হইতে লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত পাঠের সহিত রাগতরঙ্গিণীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :—

[১] সঙ্গে [২] রাখহ [৩] চিরেজিব [৪] গ্যাসদেব।

মন্তব্য—এইপদে কোথাও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, ইহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া লেখা।

চোখের নীচে কালোদাগ পড়িয়াছে। কলাবতি, আজ ছলনা করিও না, লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে বল, কোন নাগরের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ। সুন্দরি! পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাকিতেছ কেন? মেরুশিখরে (স্তনে) নব শশধর (নখরেখা) উদিত হইলে, চুরি গোপন থাকে না। বিদ্যাপতি বলেন ব্যক্ত চুরি কতক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিবে? ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত যুগপতি সুলতান গ্যাসদীন দীর্ঘায়ু হইয়া জীবিত থাকুন।

(৩)

উধসল[১] কেস পাস লাজে গুপুত হাস
রজনি[২] উজাগরে[৩] মুখ ন উজলা,
নখপদ[৪] সুন্দর পীন পয়োধর
কনকসম্ভু[৫] জনি কেসু পূজলা॥
ন ন ন ন কর সখি পরিনত[৬] সসিমুখি
সকল চরিত তোর বুঝল বিসেখী॥
অলস গমন তোর বচন বোলসি ভোর
মদন মনোরথ[৭] মোহগতা।
জৃম্ভসি পুনু পুনু জাসি অরস তনু
আতপে ছুইলি মৃণাল লতা॥
বাস পিন্ধ বিপরিত তিলক তিরোহিত
নয়ন[৮] কজর জলে অধর ভরু।
এত সব লছন সঙ্গ বিচছন
কপট রহত কতিখন জে ধরু[৯]॥
ভনে[১০] কবি বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মধুকরে পাউলি মালতি ফুললী।
হাসিনি দেবি পতি দেবসিংহ নরপতি
গরুড় নরায়ন রঙ্গে ভুললী॥

নেপাল ১৯২, পৃঃ ৬৯ক, পং ১, ন. গু তালপত্র ২৬৯, অ ২৬২

শব্দার্থঃ—উধসল বা উধকল বিপর্য্যস্ত। উজাগরে—জাগার দরুণ। নখপদ—নখের চিহ্ন। কনকসম্ভু—সোনার শিব (স্তন)। কেসু—কিংশুক ফুল (নখের চিহ্ন জনিত লালিমা)। বিসেখী—বিশেষ করিয়া। জৃম্ভসি—হাই তুলিতেছ। জাসি—হইয়াছে। আতপে—উত্তাপে। পিন্ধ—পরিয়াছ। লছন—লক্ষণ।

অনুবাদ—(সখি।) তোমার চুল আলুথালু, লজ্জায় হাসি চাপিয়া আছ, রাত জাগায় মুখ বিবর্ণ (উজ্জ্বল নহে)। তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন (দেখিয়া মনে হয় যেন) সোনার শিবকে কেহ কিংশুক ফুল দিয়া পূজা করিয়াছে।

পাঠান্তর—নেপাল পুঁথিতে : (১) উধকল (২) রয়নি (৩) উজাগরি (৪) পীনপয়োধর নখক্ষত সুন্দর (৫) কলস (৬) শারদ (৭) মনোহর (৮) অরে কাজর পেসিলু কমলোদরী (৯) ধরী (১০) নেপাল পুঁথিতে শেষ চারি চরণ নাই, তৎপরিবর্ত্তে "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

হে পূর্ণচন্দ্রমুখি সখি! তুমি না, না, না, না বলিলেও তোমার সকল চরিত্র বেশ বুঝিয়াছি। তোমার চলিতে আলস্য, কথা জড়াইয়া আসিতেছে, তুমি মদনের প্রভাবে মোহগ্রস্তা হইয়াছ। তুমি বার বার হাই তুলিতেছ, তোমার দেহ রসহীন হইয়াছে, যেন মৃণাললতাতে উত্তাপ লাগিয়াছে। তুমি উল্টা করিয়া বসন পরিয়াছ, তোমার তিলক মুছিয়া গিয়াছে, নয়নের কাজলের জল অধরে লাগিয়াছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া বেশ বুঝিতেছি যে তোমার সম্ভোগ ঘটিয়াছে। ছলনা কতক্ষণ চলিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে যুবতিপ্রধানা, বুঝিলাম প্রস্ফুটিত মালতীফুল মধুকর লাভ করিল। হাসিনি দেবির পতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি রঙ্গে ভুলিলেন।

(৪)

হাস বিলাসিনি দসন দেখি জনি তরলিত জোতী।
সার চুনি চুনি হার মঞে গাথব চান্দ পরিহব মোতী॥
দএ গেলি দএ গেলি দুইহি ভোমরা।
পুনু মন কর ততহি জাইঅ দেখিঅ দোসরি বেরা॥
দিবস ভমর কমল সুতল সীসি বেড়িললি পাখী।
খঞ্জন নয়নি তাহি পরিরহ তৈসনি লোলুমি আঁখী॥
ভনে বিদ্যাপতি যে জন নাগর তাপর রতলি নারি।
হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ নরপতি পরসন হোথু মুরারি॥

নেপাল ২২১, পৃঃ ৭৯ ক, পং ৫

শব্দার্থ—দসন—দন্ত; জনি—যেন; চুনি চুনি—বাছিয়া বাছিয়া; দএ গেলি দএ গেলি—দিয়া গেল, দিয়া গেল। দুইহি ভোমরা—দুই কালো নয়নের কটাক্ষ। দোসরি বেরা—দ্বিতীয় বার। 'দিবস ভমর কমল' প্রভৃতি দুই চরণের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। রতলি—অনুরক্ত হইল।

অনুবাদ—হাস্যবিলাসিনীর দন্তপংক্তি দেখিয়া মনে হয় যেন তরলিত জ্যোতিঃ। ভাল ভাল মুক্তা বাছিয়া লইয়া আমি হার গাথিব এবং চন্দ্রবদনাকে পরাইয়া দিব। আমাকে দুইটী ভ্রমরতুল্য কালো চোখ দিয়া কটাক্ষ দিয়া গেল, দিয়া গেল। মনে হয় সেখানে যাইয়া আবার তাহাকে দেখি।........ ....। বিদ্যাপতি বলেন যে যে ব্যক্তি নাগর অর্থাৎ রসিক, তাহার প্রতি এই নারী আসক্ত হইল। হাসিনি দেবীর পতি রাজা দেবসিংহের প্রতি মুরারি প্রসন্ন হউন।

ন. গু. ৫৪ সংখ্যক পদটী নিম্নে প্রদত্ত হইল; ইহার সহিত উপরে লিখিত পদের মাত্র তিনটী চরণের সাদৃশ্য দেখা যায়। পদটী শিবসিংহকে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং ইহার বিষয়বস্তুও পৃথক্।

দএ গেলি সুন্দরি দএ গেলী রে দএ গেলি দুই দিঠে মেরা।
পুনু মন কর ততহি যাইঅ দেখিঅ দোসরি বেরা॥
সার চুনি চুনি হার জে গাথল কেবল তারা জোতী।
অধর রূপ অনুপম সুন্দর চান্দে পরাইহলি মোতী॥

ভমর মধু পিবি পিবি মাতল শিশিরে তীজল পাখা।
অলপ কাজরে নয়ন আঁজল নহুমি দেখিঅ আঁখি॥
কত জতনে দূতী পঠাওল আনয় গুয়া পান।
সগর রজনী বইসি গমাওল হৃদয় তসু পখান॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ নাগর ও নহি ও রস জান।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন লখিমা দেবি রমান॥

ন. গু. তালপত্র ৫৪, অ ৭৮

অনুবাদ—দিয়া গেল, সুন্দরী দিয়া গেল, দুই চক্ষুর মিলন দিয়া গেল। মনে হয় আবার সেখানে যাই, তাহাকে আবার দেখি। (সুন্দরীর রূপ দেখিয়া মনে হয় যেন) বাছিয়া বাছিয়া কেবল জ্যোতির্ম্ময় তারা দিয়া যেন হার গাঁথা হইয়াছে। অধরকূপ অনুপম সুন্দর চন্দ্রে যেন মুক্তা বসান হইয়াছে (দাঁতের সহিত মুক্তার ও চাঁদের সহিত মুখের তুলনা দেওয়া হইয়াছে)। অল্প কজ্জলে রঞ্জিত তাহার চোখ দেখিয়া মনে হয় যেন ভ্রমর মধু পান করিয়া মত্ত হইল এবং শিশিরে তাহার পাখা ভিজিল। কত যত্ন করিয়া গুয়া পান আনিবার জন্য দূতী পাঠাইলাম (নায়িকা গুয়াপান পাঠাইলে বুঝিতে হইবে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে); সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম, তাহার হৃদয় পাষাণ। বিদ্যাপতি বলেন, শুন নাগর সে ও রস জানে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর বল্লভ।

(৫)

সসন-পরস খসু অম্বর রে দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর-তর চমকয়ে রে জনি বীজুরী রেহ॥
আজ দেখলি ধনি জাইতে রে মোহি উপজল রঙ্গ।
কনকলতা জনি সঞ্চর রে মহি নিরঅবলম্ব॥
তা পুন অপরুব দেখল রে কুচ-জুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিছু কারন রে সোঝা মুখ-চন্দ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে রস বুঝএ রসমন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে হাসিনিদেবি কন্ত॥

রাগত° পৃ ৪৬, ন. গু. ৩২, মু ৩১

শব্দার্থ—সসন—শ্বসন অর্থাৎ পবন। খসু—খসিল। অম্বর—বসন। তর—তল, তলায়। মোহি—আমার। মহি—ভূমিতে। নিরঅবলম্ব—বিনা অবলম্বনে। সোঝা—সম্মুখে।

মন্তব্য—নগেন গুপ্ত "বিগসিত নহি কিছু কারনরে সোঝামুখচন্দ"র অর্থ করিয়াছেন—"তাহার পর অপরূপ কুচকমলযুগল দেখিলাম, কিছু কারণে সম্মুখে তাহার মুখচন্দ্র বিকসিত হয় নাই।" 'সম্মুখে মুখচন্দ্র' শব্দ নিরর্থক মনে হয়। "কিছু কারনে" ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গুপ্ত বলিতেছেন—"পবনে বস্ত্রস্রস্ত হওয়াতে সুন্দরী অঞ্চলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়াছিল।"

অনুবাদ—পবনের স্পর্শে বসন বিস্রস্ত হইল, আমি সুন্দরীর দেহ দেখিলাম। মনে হইল যেন নূতন মেঘের নীচে বিদ্যুৎরেখা চমকাইতে দেখিলাম। সুন্দরী নীল সাড়ী পরিয়াছিল, (নীল সাড়ীকে নবজলধরের সহিত এবং তাহার গায়ের রংকে বিদ্যুতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে)। আজ সুন্দরীকে যাইতে দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। (তাহার গমন দেখিয়া মনে হইল যেন) সুবর্ণলতা বিনা অবলম্বনে চলিয়া বেড়াইতেছে। তারপর তাহার অপূর্ব্ব কমলতুল্য কুচযুগ দেখিলাম। উহা বিকসিত নহে (প্রস্ফুটিত কমলের তুল্য কুচ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে না, কমলকলির তুল্য কুচ নবযৌবনার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে), তাহার কিছু কারণ আছে। (সে কারণ হইতেছে) সম্মুখে মুখরূপ চন্দ্র রহিয়াছে (চন্দ্র রাত্রিকালে উদিত হয়, সে সময় কমল বিকসিত হয় না)। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন যে রসমন্ত রস বুঝেন। হাসিনী দেবীর কান্ত রাজা দেবসিংহ নাগর।

(৬)

হমে ধনি কুটনি পরিনতি নারি।
বৈসহু বাস ন কহো বিচারি॥
কাহুকে পান কাহু দিঅ সান।
কত ন হকারি কএল অপমান॥
বয় পরমাদ ধিযা মোর ভেল।
আহে জোবন কতয় চল গেল॥
ভাঙ্গল কপোল অলক ভবি সাজ।
সঙ্কুল লোচনে কাজর আজ॥
ধবলা কেস কুসুম কর বাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস॥

থাথর থৈয়া থন দুও ভেল।
গরুঅ নিতম্ব কঁহা চল গেল॥
জোবন সেস সুখাএল অঙ্গ।
পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনঙ্গ॥
খনে খস ঘোঘট বিঘট সমাজ।
খনে খনে অব হকাবলি লাজ॥
ভনহি বিদ্যাপতি রস নহি ছেও।
হাসিনি দেইপতি দেবসিংঘ দেও॥

নেপাল ৩৪ পৃঃ ৯৭ ক প ২, ন গু (পরকীয়া)

১৫, অ ১০২৬

শব্দার্থ—বৈসহু—বয়স, সান—সঙ্কেত, ধিয়া—ধিক্কার, গুপ্তের মতে কন্যা।

অনুবাদ—আমি পরিণত বয়স্কা কুটনি রমণী। বয়স ও বাসস্থান বিচার না করিয়া কথা বলি। কাহাকেও পান দিই, কাহাকেও সঙ্কেত করি কাহাকেও বা ডাকিয়া অপমান করি। বড় ভুল করিলাম লোকের নিকট ধিক্কার পাইলাম। হায়! কোথায় যৌবন চলিয়া গেল।

পাঠান্তর—নেপাল পুঁথিতে প্রথম ছয় চরণ নাই। সপ্তম চরণ হইতে ষোড়শ চরণের পরিবর্ত্তে নেপাল পুঁথিতে আছে

ভাগল কপোল অলকে নল সাজি।
সোহরল নয়ন কাজরে আজি।
পকলা কেশ কুসুম পরগাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস॥
আহরিএ সকতএ চলি গেল।
বড় উপতাপ দেখি মোহ ভেল॥

থোথল থৈআথল দুহু ভেল।
গোরুঅ নিতম্ব সেহও দুর গেল॥
জীবন শেষ সুখাএল অঙ্গ।
পছে হেলি পুণএ উমত অনঙ্গ॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

মন্তব্য—নেপাল পুঁথির পাঠ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ। ন গু ধৃত প্রথম ছয়চরণ না থাকিলে কবিতাটী উচ্চশ্রেণীর হইতে পারে।

গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, চুল দিয়া উহা ঢাকিবার চেষ্টা করি, চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে, তবু আজও উহাতে কাজল দিই। পাকা চুলে ফুল দিই। যত অধিক সাজি, লোকে তত উপহাস করে। স্তনদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, গুরু নিতম্ব কোথায় চলিয়া গেল। যৌবনের শেষ হইল, অঙ্গ শুকাইল, পিছনে ফিরিয়া দেখি উন্মত্ত অনঙ্গ গড়াইয়া পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া লোক সমাজে ঘোমটা খসিয়া পড়ে, ডাকিলে মাঝে মাঝে লজ্জা হয়। বিদ্যাপতি বলেন এক ফোঁটাও রস নাই। হাসিনী দেবীর পতি দেবসিংহদেব।

নেপাল পুঁথির পাঠের অনুবাদ—

ভাঙ্গা গাল চুল দিয়া ঢাকিয়া লইল, আজ চোখে কাজল পরিয়া সাজ করিল। পাকা চুলে ফুল পরিল। যতই সাজগোজ করে, ততই বেশী উপহাস পায়। সামনে দিয়া সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল, দেখিয়া আমার মনে বড় লজ্জা (অনুতাপ) হইল। তাহার স্তন দুইটী ঝুলিয়া পড়িয়াছে নিতম্বের গুরুত্বও দূর হইল। যৌবনের শেষে অঙ্গ শুকাইয়া গিয়াছে। তথাপি পিছন হইতে উন্মত্ত অনঙ্গ তাড়া করিয়া চলিয়াছে।

(৭)

সুপুরুস প্রেম সুধনি অনুরাগ।
দিনে দিনে বাঢ অধিক দিন লাগ।
মাধব হে মথুরাপতি নাহ।
অপন বচন অপনে নিরবাহ॥
কমলিনী সূর আনে আনে অনুভাব
ভমি ভমি ভমর মদন গুণ গাব॥
ভনই বিদ্যাপতি এহ রস ভান।
সিরি হরিসিংঘ দেব ই রস জান॥

ন গু ৭৬৩, অ ৭৫৮

শব্দার্থ—সুধনি—ভাগ্যবতী নায়িকা। লাগ—স্থায়ী হয়। নিরবাহ—পালন কর, পূর্ণ কর। সূর—সূর্য্য। আনে আনে—অন্য প্রকারের। হরিসিংহ—দেবসিংহের ভ্রাতা, ভবদেবসিংহের দ্বিতীয় পুত্র এবং শিবসিংহের পিতৃব্য।

অনুবাদ—সুপুরুষের প্রেম এবং সুধনির অনুরাগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, অধিককাল স্থায়ী হয়। হে মথুরাপতি! হে নাথ! হে মাধব! নিজের কথা (প্রতিশ্রুতি) প্রতিপালন কর। কমলিনীর সূর্য্যের প্রতি যে অনুরাগ তাহা অনন্যসাধারণ। (কিন্তু) ভ্রমর (একনিষ্ঠ না হইয়া) নানা ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মদনের গুণ গান করে। বিদ্যাপতি বলেন এই রস শ্রীহরিসিংহদেব জানেন।

অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরবএ
সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও
বার বেহপ্পএ জাউলসী॥
দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ
অদ্ধাসন সুররাএ সরু।
দুহু সুরুতান নীন্দে অবে সোঅউ
তপন হীন জগ তিমিরে ভরু॥
দেখহু ও পৃথিমী কে রাজা
পৌরুস মাঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর
দেবসিংঘ সুরপুর চলিও॥
এক দিন সকল জবন বল চলিও
ওকা দিস সে জম রাএ চরু।

দুঅও দলটি মনোরথ পূরেও
গরুঅ দাপ সিবসিংহে করু॥
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পূরেও
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারন
সুরগন সতে গগন ভরু॥
আরম্ভিঅ অন্তেঠি মহামখ
রাজসূয় অসমেধ জহা।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ
জাচককাঁ ঘর দান কঁহা॥
বিজ্জাবই কবিবর এহু গাবএ
মানব মন আনন্দ ভএও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠ্‌ঠো
উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও॥

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ১৩০৭ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। ন. গু (নানা) ৯, অ ১০০৭

মন্তব্য :—'কীর্ত্তিলতা'য় ব্যবহৃত অবহট্ঠ ভাষার সহিত এই পদের ভাষা অভিন্ন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করিয়া, পরে কোন এক সময়ে অবহট্ট ভাষায় কিছু লিখিয়াছিলেন। কেননা, দেবসিংহকে যে সকল পদ উৎসর্গ করা হইয়াছে তাহা দেবসিংহের রাজত্বকালেই লেখা। ঐসব পদের ভাষা মৈথিলী। আর এই পদটাতে দেবসিংহের দেহাবসানের কথা লিখিত হইয়াছে, অথচ এটী অবহট্ট ভাষায় লিখিত। সুতরাং 'কীর্ত্তিলতা' অবহট্ঠ ভাষায় রচিত বলিয়া উহা এ কবির প্রথম রচনা তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পদে উল্লিখিত তারিখ লইয়া কিছু গোলমাল আছে। ১৩২৪ শকে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ হইতে পারে না। ডা জয়সোয়াল প্রমাণ করিয়াছেন (JBORS, Vol XX, pp 20-23) যে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ ধরিয়া গণনা করা হইত। এই হিসাবে ১৩৩৪ শকে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের চৈত্রমাস হয়, ১৩২৪ শকে নহে। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী (JASB 1915) জ্যোতির্বিক গণনা করিয়া পাইয়াছেন যে চৈত্র বদী ৬, ১৩৩৪ শকে বৃহস্পতিবার হইয়াছিল, ১৩২৪ শকে হয় নাই। এই বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য কেহ কেহ বলেন যে পদটার দ্বিতীয় চরণের 'কর' শব্দ 'পুর' হইবে, তাহা হইলে ১৩৩৪ শক পাওয়া যায়। এই মত গ্রহণ করিলে বলা যায় যে শিবসিংহ ১৪১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রবাদ সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় শিবসিংহের বয়স ২০।২২ বছর বেশী ছিল না। মিথিলার কবি ও পণ্ডিত চন্দাঝার নিকট শুনিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন—"Bhogisvara, when he came to the throne divided the kingdom with his brother Bhava Sinha. Kirtti Sinha died childless, and so did his brother, and the half of the Kingdom which they inherited from Bhogisvara went over to Bhava Sinha's family, the representative of which then was Siva Sinha, who was a youth of fifteen years of age and was then reigning as Yuva-raja during the lifetime of his father, Deva Sinha, and who from that time governed the whole of Tirhut" (Indian Antiquary, 1899 Page, 58). দেবসিংহ ঠিক কয় বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

শব্দার্থ- অনল—৩ রন্ধ্র—৯ কর—২ লক্খন নরবএ—লক্ষ্মণাব্দ সমুদ্দ—৪, কর ২, অগিনী—৩, সসী—১, চৈত কারি ছঠি—চৈত্র কৃষ্ণা ষষ্ঠী, বার বেহপ্পএ- বৃহস্পতিবার একা দিস—অন্যদিকে। বিভিন্ন স্থানে বিদ্যাপতি কবির এই প্রকারের নাম 'কীর্ত্তিলতা'য় পাওয়া যায়, যথা—

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নাহি লাগই দুজ্জন হাসা ॥

অর্থাৎ বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা এই দুইয়ে দুর্জ্জনের হাসি লাগে না।

অনুবাদ—২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ, ১৩২৪ শকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মিলিত বৃহস্পতিবার দিবাবসানকালে দেবসিংহ পৃথিবী ছাড়িয়া সুররাজের অর্দ্ধাসন পাইলেন। দুই সুলতান (অসলান ও দেবসিংহ) এক শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, তখনই জগৎ তিমিরে ভরিল। পৃথিবীর রাজার জীবনের মতন পুণ্যবান দেখ সত্বরে গঙ্গায় কলেবর ত্যাগ করিয়া দেবসিংহ সুরপুরে চলিলেন। একদিকে যবনের সৈন্যদল চলিল, অন্যদিক হইতে শিবরাজের সৈন্য চলিল। দুই দল নিজেদের অভীষ্ট পূরণ করিতে চাহিল। শিবসিংহ প্রচণ্ড প্রতাপ দেখাইলেন। স্বর্গের কল্পবৃক্ষ হইতে কুসুমবৃষ্টি হইয়া দশদিক পূর্ণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। রণচূড়ামণিকে দেখিবার জন্য সুরগণ আকাশ ভরিয়া শোভা পাইলেন। যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তাহা রাজসূয়, অশ্বমেধের তুল্য। পণ্ডিতের ঘরে আচারের ও যাচকদের বাড়ীতে দানের প্রশংসা হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি ইহা গান করিতেছেন। সকলের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে বসিলেন। লোকেরা উৎসবে বিষাদ ভুলিয়া গেল।

(৯)

দূর দুগগম দমসি ভঞ্জেও
গাঢ় গঢ় গূঢ়ীঅ গঞ্জেও
পাতিসাহ সসীম সীমা
সমর দরসেও রে ॥
ঢোল তবল নিসান সদ্দহি
ভেরি কাহল সঙ্খ নদ্দহি
তীনি ভুঅন নিকেত
কেতকি সান ভরিও রে ॥
কোহে নীরে পয়ান চলিও
বায়ু মধ্যে রায় গরুও
তরনি তেঅ তুলাধার
পরতাপ গহিও রে ॥

মেরু কনক সুমের কম্পিয়
ধরনি পূরিয় গগন ঝম্পিয়
হাতি তুরয় পদাদি পয়ভর
কমন সহিও রে ॥
তরল তর তরবারি রঙ্গে
বিজ্জুদাম ছটা তরঙ্গে
ঘোর ঘন সঙ্ঘাত
বারিস কাল দরসেও রে ॥
তুরয় কোটি চাপ চূরিয়
চার দিস চৌ বিদিস পূরিয়
বিসম সার আসার
ধারা ধোরনী ভরিও ॥

মন্তব্য:—এই পদের সহিত কীর্ত্তিলতায় প্রদত্ত যুদ্ধের বর্ণনা তুলনীয়।

অন্ধ কূপ কবন্ধ লাইঅ
ফেরবি ফফ্ফরিস গাইঅ
রুহির মত্ত পরেত ভূত
বেতাল বিছলিও ॥
পার ভই পরিপন্থি গঞ্জিঅ
ভূমি মণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিঅ
চারু চন্দ্র কলের কীত্তি
সুকেত কা তুলিও ॥

রাম রূপে স্বধর্ম্ম রিখ্অ
দান দপ্পে দধীচি রখ্খিঅ
সুকবি নব জয়দেব
ভনিও রে ॥
দেবসিংঘ নরেন্দ্র নন্দন
সক্র নরবই কুল নিকন্দন
সিংঘ সম সিবসিংঘ রায়া
সকল গুনক নিধান গণিও রে ॥

ন গু. (নানা) ১০, অ ১০০৮

শব্দার্থ—দুগ্গম—দুর্গম ; দমসি—আঘাত করিয়া ; ভঞ্জেও—ভাঙ্গিয়া ফেলে ; সদ্দহি—শব্দ হইল। নদ্দহি—নিনাদিত হইল। কোহে—পর্ব্বতে। কূঅ—কূপ। লাইঅ—ফেলিল। ফেরবি—শৃগাল। ভই—হইয়া। পরিপন্থি—শত্রু।

অনুবাদ—দুরস্থিত দুর্ভেদ্য দুর্গ আঘাতের চোটে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাদশাহের রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত যুদ্ধ দেখা দিল ঢোলের তবল শব্দ, ভেরীর ডঙ্কা ও শঙ্খের ধ্বনিতে ত্রিভুবন নিকেতন পূর্ণ হইল ('কেতকি সন' শব্দের অর্থ বুঝিলাম না)। পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত জলের ন্যায়, প্রবল) বাতাসের মধ্যে গরুড়ের গতির ন্যায়, সূর্য্যের তেজের ন্যায় প্রতাপ গ্রহণ করিল। সুমেরু পর্ব্বত নড়চড়া করিল। উঠিল. আকাশের গর্জ্জনে পৃথিবী পূর্ণ হইল, হস্তী অশ্ব পদাতিকের পদভর কে সহ্য করিবে ? তরবারির ঘন ঝনঝনা দেখিয়া মনে হয় যেন বর্ষাকালের ঘন ঘোর মেঘের মধ্যে বিদ্যুদ্দামের ছটা তরঙ্গিত হইল। কোটি অশ্বের পদাঘাতে (ধরণী) চূর্ণ হয়। বিশাল শরবাণে চারিদিক পূর্ণ হইল। অন্ধকূপে কবন্ধ নিক্ষিপ্ত হইল, শৃগাল চীৎকার করিয়া গাহিতে লাগিল। তখন শত্রুদলকে গঞ্জন করিয়া ভূমণ্ডল মুণ্ডমণ্ডিত করিল, সুন্দর চন্দ্রকলার তুল্য উর্দ্ধে তার কীর্ত্তি তুলিল। রামরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিল, দানগৌরবে দধীচির সমতুল্য হইল, সুকবি নবজয়দেব গাহিলেন। দেবসিংহ নরেন্দ্রের পুত্র, শত্রু নরপতিদের বংশলোপকারক শিবসিংহ রাজাকে সকল গুণের নিধান গণনা করিবে।

(১০)

কনক-ভূধর-সিখরবাসিনি
চন্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি
দসন কোটি বিকাস বঙ্কিম-
তুলিত চন্দ্র কলে।
ক্রুদ্ধ সুররিপু বলনিপাতিনি
মহিস শুম্ভনিসুম্ভ ঘাতিনি
ভীতভক্ত ভয়াপনোদন
পাটল প্রবলে ॥

জয় দেবি দুর্গে দুরিততারিনি
দুর্গমারি বিমর্দকারিনি
ভক্তিনম্র সুরাসুরাধিপ
মঙ্গলায়তরে।
গগনমণ্ডল গর্ভগাহিনি
সমরভূমিসু সিংহবাহিনি
পরসু পাস কৃপান সায়ক
সঙ্খ চক্রধরে ॥

অষ্ট ভৈরবি সঙ্গসালিনি
সুকর-কৃত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজসোনিত পিসিত বদ্ধিত-
পারনা রভসে।
সংসারবন্ধনিদানমোচিনি
চন্দভানুকৃসানু লোচিনি
যোগিনীগন গীত শোভিত
নৃত্যভূমি বসে॥

জগতিপালন জনন মারন
রূপ কার্য্য সহস্র কারন
হরিবিরঞ্চি মহেস সেখর-
চুম্ব্যমান পদে।
সকল পাপকলা পরিচ্যুতি
সুকবি বিদ্যাপতি কৃত স্তুতি
তোসিতে সিবসিংঘ ভূপতি
কামনা ফলদে॥

ন. গু. (হব) ৫, অ ৯১৪

অনুবাদ– সুবর্ণপর্ব্বতের (সুমেরুর) শিখরবাসিনী, শুভ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় চারুহাসিনী, দশনাগ্রভাগের বঙ্কিম বিকাশ যাঁহার চন্দ্রকলার ন্যায়, যিনি ক্রুদ্ধ দেবারির বল নিপাত করেন, মহিষ শুম্ভনিশুম্ভের বধ করান, ভীত ভক্তের ভয় দূর করিতে যিনি পটু এবং সমর্থা, যিনি পাপ হইতে উদ্ধারকারিণী, দুর্গমশত্রু বিমর্দ্দনকারিণী, ভক্তিতে বিনম্র সুর ও অসুরের পতির (মহেশ্বরের) কল্যাণকারিণী, (সেই) দুর্গাদেবীর জয়। যিনি গগনমণ্ডলে গভগাহিণী (?), সমরভূমিতে পরশু, পাশ কৃপাণ বাণ শঙ্খ ও চক্রধারিণী ও সিংহবাহিনী, অষ্ট ভৈরবী যাঁহার সঙ্গে ফেরে, নিজের হাতে কাটা মুণ্ডসমূহের যিনি মালাধারিণী, যিনি দানবদের রক্ত এবং মাংসের দ্বারা পারণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন, যিনি সংসার বন্ধনি মূল হইতে মোচন করেন, যাঁহার চক্ষুতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আছে, যিনি যোগিনীদের গীতদ্বারাপূর্ণ নৃত্যভূমিতে আনন্দ করেন, যিনি জগতের উৎপত্তি, পালন, প্রলয়রূপ সহস্র কার্য্যের কারণস্বরূপ, যাঁহার পদ হরিবিরিঞ্চিমহেশের শেখরদ্বারা চুম্ব্যমান, যিনি সকল পাপ ও বিচ্যুতি (ক্ষমা করেন), সেই কামনাপূরণকারিণী দেবীর এই স্তুতি শিবসিংহ ভূপতিকে তুষ্ট করিবার জন্য বিদ্যাপতি কবি করিলেন।

(১১)

জয় জয় ভগবতি ভীমা ভয়ানী[১]।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী॥
হরি হর ব্রহ্মা পুছইতে ভমে।
একও ন জান তুঅ আদি মরমে॥
ভনই বিদ্যাপতি রাএ[২] মুকুটমণি।
জিবও রূপনরাএন[৩] নৃপতি ধরনি॥

বাগত' পৃ ১০৮, ন গু. (হব) ৪, অ ৯১৩

শব্দার্থ—ভমে—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ—জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী, তুমি ব্রহ্মবাদিনী, চারিবেদে (চারিবেদরূপে) তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ। হরি, হর ও ব্রহ্মা তোমার তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ান। একজনও তোমার আদি মর্ম্ম জানে না। বিদ্যাপতি বলেন রাজাদের মুকুটমণিস্বরূপ নৃপতি রূপনারায়ণ পৃথিবীতে জীবিত থাকুন।

পাঠান্তর:—ন.গু. নিম্নলিখিত পাঠ দিয়াছেন (১) ভবাণী (২) রায় (৩) রূপনরায়ন।

(১২)

বাঁধএ বিকটজটা
তথিহ[1] চঁদিন ফোটা।
কত জুগ সহস বয়স বহি[2] গেলা।
উমত মহাদেব সুমত ন ভেলা॥

মৌলি মেলএ ছার।
সহজ[3] ন তেজএ পার॥
সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জীবও[4] সিবসিংঘ রাউ॥

রাগত' পৃ ১০৭, ন গু. (হর) ৩৫, অ ৯৪২

অনুবাদ—(শিব) বিকট জটা বাঁধেন, তাহাতে (কপালে) চাঁদের ফোটা রহিয়াছে। বয়স কত সহস্র যুগ হইল, তথাপি উন্মত্ত মহাদেবের সুমতি হইল না। সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন শিবসিংহ রাজা জীবিত থাকুন।

(১৩)

নিতে মোয়ঁ জাওঁ ভিখি আনও মাগি।
কতহু ন গেল মোরা সঙ্গহু লাগি॥
ঝোরি আহু লেবাকে নহি উসাস।
ই পোসি হোএত পরতরক আস॥
এহে গউরি মোর কওন দোস।
বইসলে জেম গন কওন ভরোস॥
থূল পেট ভূমি লড়এ ন পার।
সিব দেখএ ন পারহ হমর বার॥
খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ।
মোরে নামে ভিখি মাগি খাউ॥

দেখহ লোক হে অইসনি জোএ।
মনুস উপরি কইসে মাউগ হোএ॥
আপনা পুত কে ন জানএ কাজ।
নিঠুর ভই কত মোহু সয় বাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি দেবকি দেও।
করিঅ করম জইসে হস ন কেও॥
গণপতি দেখলে হোঅ কাজ।
রাএ সিবসিংঘ একছত্র রাজ॥

ন.গু (হর) ৩৮, অ ৯৪৫

অনুবাদ—(শিবের উক্তি) আমি রোজ যাইয়া ভিখ মাগিয়া আনি, আমার সঙ্গে কখনও (গণেশ) যায় না। ঝুলি লইবার অবসর নাই, পরের ভরসায় থাকিলে উপবাসী থাকিবে। ইহাতে গৌরি! আমার কি দোষ? গণেশ বসিয়া থাকে, তাহার ভরসা কি?

(গৌরীর উক্তি) (আহা আমার বাছা গণেশের) পেট মোটা, (বেচারা) নড়িতে চড়িতে পারে না। আমার ছেলেকে শিব দেখিতে পারে না। বরং তাহাকে তাড়াইয়া দাও, ও বাহির হইয়া যাক্‌, আমার নামে ভিক্ষা মাগিয়া খাইবে। লোকে দেখুক যে স্বামীর চেয়ে স্ত্রী কত শ্রেষ্ঠ। নিজের ছেলের কাজ কে না জানে? আমার সহিত নিষ্ঠুরের মতন কত বকাবকি করিতেছে।

বিদ্যাপতি বলেন, হে দেবাদিদেব, এমন কাজ করিও না যাহাতে লোকে হাসে। গণপতিকে দেখিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। রাজা শিবসিংহ একচ্ছত্র রাজা।

পাঠান্তর:—ন.গু. (১) তহ্যথিহ (২) বাত (৩) সহজহ (৪) জাব।

(১৪)

সুখল সর সরসিজ ভেল ঝাল।
তরুণ তরণি তরু ন রহল হাস ॥
দেখি দরনি দরসাব পতাল ॥
অবহু ধরাধর ধরসি ন ধার ॥
জলধর জলঘন গেল অসেখি।
করএ কৃপা বড় পরদুখ দেখি ॥
পথিক পিআসল আব অনেক
দেখি দুখ মানএ তোহর বিবেক ॥

পলট নআসা নিরস নিহারি
কহদহু কওন হোইতি ই গারি ॥
কওন হৃদঅ নহি উপজএ রোস
ওল ধরি করিঅ এহেঁ পএ দোস ॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিকন্ত ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৬০

অনুবাদ—সরোবর শুখাইয়া গিয়াছে; কমল ঝরিয়া পড়িয়াছে; সূর্য্যতেজ প্রচণ্ড; গাছপালাও সবুজ নাই। মাটি এত ফাটিয়া গিয়াছে যে মনে হয় যেন পাতাল দেখা যাইতেছে। হে মেঘ! এখনও জলধারা বর্ষণ করিতেছ না। পরের দুঃখ দেখিয়া মহৎ লোক কৃপা করে। এখন অনেক পথিক পিপাসার্ত্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়া তোমার বিবেক দুঃখিত হইতেছে। ইহারা যদি জল না পাইয়া ফিরিয়া যায়, তো তাহা কাহার পক্ষে গ্লানিকর হইবে তুমিই বলো। (তুমি রাগ করিয়াছ) রাগ আর কাহার মনে না হয়? তবে তুমি বড্ড বেশী রাগিয়াছ (ওল=সীমা, রাগের সীমা অতিক্রম করিয়াছ) এই তোমার দোষ। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবির কান্ত রসমন্ত রাজা শিবসিংহ বুঝেন

(১৫)

পহুসঞো উতরি বোলব বোল
অইসন মন ন মানএ মোর।
সে জদি বচনে ফলে উদাস
আপনি ছাহরি তেজ ন পাস
সখি পাবসি মন্দ সাথ
হর ও আদর আপন নাথ।
কৈরব সুরুজ কমল চন্দ
পরপুরুষক সিনেহ মন্দ।

নাগর ভএ যদি হটোর মান
একহি জনমে ইহর আন।
সরস ভন কবি কণ্ঠহার
সুন্দরি রাখ কুল বেবহার।
ই সব রূপনরাএন জান
রাণি লখিমা দেবি রমান ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৮৭

শব্দার্থ—ছাহরি—ছায়া; কৈরব—কমল।

অনুবাদ—তুমি যে নাথের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিবে ইহা আমার ভাল লাগে না। সে যদি কথাবার্ত্তায় বা কাজে উদাসীনতাও দেখায়, তথাপি ছায়া যেমন কায়াকে ত্যাগ করে না, সেইরূপ করিও। সখি! তুমি দুষ্টদের সহিত মিলিতেছ, তাহারা নিজের নাথের সহিত প্রেম ভুলাইয়া দেয়। কুমুদিনীর যেরূপ সূর্য্যের, কমলের যেরূপ চন্দ্রের প্রতি প্রেম

মন্তব্য :—আপাতদৃষ্টিতে এই পদটী [illegible] পদ মনে হয়। কিন্তু 'জলধর' ও 'রোষ' শব্দ থাকায় ইহা মাধবের মা. ....তেছ মনে হয়।

মন্তব্য :—পরপুরুষের প্রতি আসক্তির নিন্দামূলক কবিতা বিদ্যাপতির পদাবলীতে দুর্লভ। এই পদটী সেই ধরণের।

যাবাপ তেমনি (কুলনাবীব) পবপুরুষেব প্রতি প্রেম গর্হিত। তুমি যদি নাগবী হইয়া মান বাখিতে চাও তবেই একই জন্মে অন্যকে ইচ্ছা কব। সবস কবিকণ্ঠহাব বলিতেছেন হে সুন্দবি। কুলেব গৌবব বক্ষা কব। বাণী লখিমাদেবিব বমণ রূপনাবায়ণ এ সব জানেন।

(১৬)

কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর
বিহগে গহল নিজ ঠামে।
অরে রে পথিক জন থির রে করিঅ মন
বড় পাঁতর তুব গামে॥
ননদি কসিএ বড়ু পবদেস বস পহু
সাসুহি ন সুঝ সমাজে।
নিঠুব সমাজ পুরাব উদাসীন
আওব কি কহব বেআজে॥

চন্দন চারু চম্পা ঘন চামব
অগব কুঙ্কুম ঘববাসে।
পবিমল লোভে পথিক নিত সঞ্চব
তই নহি বোলয় উদাসে॥
বিদ্যাপতি ভন পথিক বচন শুন
চিতে বুঝি কব অবধানে।
বাজা শিবসিংঘ রূপ নাবায়ণ
লখিমা দেই বমানে॥

ন গু। পবকীয়া। ৪ অ ১০১৫

শব্দার্থ—মিলল—মিলিত হইল, মুদিত হইল। সুঝ—লক্ষ্য কবিতে পাবা। সমাজে—নিকটে, এখানে কাছেব জিনিষ। বেআজে—অতিবিক্ত।

(সন্ধ্যাকালে) কমলেব দল মুদিত হইল, ভ্রমবেবা চলিল, পাখীবা নিজ নিজ আবাসে গেল। হে পথিক, নিজেব মন স্থিব কব, গ্রাম বড় দূব, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রান্তব। আমাব ননদ কলহপ্রিয়া আছে, স্বামী বিদেশে থাকেন, শাশুড়ী কাছেব জিনিষও চক্ষে কবিয়া দেখিতে পান না। সমাজ নিষ্ঠুব এবং উদাসীন যে আমাব খোঁজও লয় না। এব চেয়ে বেশী আব কি বলিব? চারু চন্দন চম্পক ঘন চামব, অগুরু কুঙ্কুমেব গন্ধে গৃহ সুবাসিত পবিমল লোভে পথিক নিত্য আনাগোনা কবে সেইজন্য তাহাদেব নাই উদাসীনতা বলিয়া বলি না। বিদ্যাপতি বলেন হে পথিক। কথা শোন মনে ভাল কবিয়া বুঝিয়া দেখ। বাজা শিবসিংহ রূপনাবায়ণ লখিমাদেবীব পতি।

(১৭)

ভল ভেল দম্পতি সৈসব গেল।
চবণ-চপলতা লোচন লেল॥
দুহুক নয়ন কব দূতক কাজ।
ভুসন ভএ পবিণত ভেল লাজ॥
আব[১] অনুখন দেঅ আঁচব হাথ।
কাজ[২] সখী সঁয় নত কএ মাথ॥

হন অবব বাল সুন সুন কানু।
নাগব কবথু অপন অবধান॥
ভ উহ ধনু গুন ক জব-বেখ।
মার[৪] নয়ন সব পুংখ অবশেখ॥
বসময বিদ্যাপতি কবি গাব।
বাজা সিবসিংঘ বুঝ রস ভাব॥

গ্রিয়ার্সন ২৪, ন গু ২৭, অ ৭১

পাঠান্তর—ন গু. তালপত্রে (১) আবে (২) বাজ (৩) হমে অবধারল (৪) ধহুসি (৫) মারতি রহত পোখ অবসেধ

শব্দার্থ—ভল ভাল, দম্পতি—দম্পতীর পক্ষে, শৃঙ্গার রসের পক্ষে। অবধান—সাবধান হউক, ভঁউহ—ভ্রূ, অবশেষ— অবশিষ্ট থাকে।

অনুবাদ—দম্পতীর (অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের পক্ষে) ভাল হইল যে শৈশব চলিয়া গেল। চরণের চপলতা লোচন গ্রহণ করিল (অর্থাৎ নয়ন চঞ্চল হইল)। এখন দুইজনের নয়নই দূতের কাজ করে (চোখে চোখে কথা হয়)। লজ্জা এখন ভূষণে পরিণত হইল। এখন থাকিয়া থাকিয়া অঞ্চলে হাত দেয় (বুকে আঁচল টানিয়া দেয়)। সখীদের সহিত কথা বলিতে বলিতে (লজ্জায়) মাথা নীচু করে। হে কানাই, শুন শুন, আমি নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছি যে এখন নাগরের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। (নায়িকার) ভ্রূ হইয়াছে ধনুক, আর কাজলের রেখা হইয়াছে ধনুকের গুণ, সে এমন করিয়া বাণ মারে (কটাক্ষ নিক্ষেপ করে) যে কেবল (তীরের) পুচ্ছটী অবশিষ্ট থাকে (আর বাকীটা সব মর্মস্থলে যাইয়া বেঁধে)। রসময় কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, রাজা শিবসিংহ রসের ভাব বুঝেন।

(১৮)

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি
আজি কালি কত ভেদ।
সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ॥
সুন্দরি কনক কেআ মুতি গোরী
দিনে দিনে চান্দ কলা সঞো বাঢলি
জউবন শোভা তোরী॥
বাল পয়োধর বদন সহোদর
অনুমানিয় অনুরাগে।
কওনে পুরুষ করে পরসএ পাওল
জে তনু জিনল পরাগে॥

মন্দ হাসে বঙ্কিম কএ দরসএ
চঙ্গিম ভঁউহ বিভঙ্গে।
লাজে বেআকুলি সামুন হেরএ
আউল নয়ন তরঙ্গে॥
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবএ।
নব জউবন নব কন্তা
সিবসিংহ রজা এহো রস জানএ
মধুমতি দেবী সুকন্তা॥

ন গু তালপত্র ১৮৬, মি ১৯০

অনুবাদ—আজও দেখিতেছ, কালও দেখিয়াছ, আজ আর কালের মধ্যে কত ভেদ (অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে শৈশব অন্তর্হিত হইয়াছে ও যৌবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে)। বেচারা শৈশব সীমা ছাড়িল এবং যৌবন তাহাকে বিতাড়িত করিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিল। তোমার গৌরবর্ণ মূর্ত্তি যেন সুন্দর কনকের দ্বারা নির্ম্মিত। তোমার যৌবনশ্রী দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। মনে হয় নবোদ্গত কুচ অনুরাগে বক্তিম মুখের মতন লাল হইয়াছে। এমন কোন পুরুষের করের স্পর্শ পাইলে যে নিজের সৌরভের দ্বারা তোমার দেহকে জয় করিল? মৃদুমন্দ হাসিয়া, ভ্রূভঙ্গ করিয়া কুটিল দৃষ্টিপাত করিলে তোমাকে অধিক উজ্জ্বল দেখায়। লজ্জায় এত আকুল যে সম্মুখের দিকে তাকায় না, কিন্তু নয়নতরঙ্গের দ্বারা প্রাণ আকুল করিয়া দেয়। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন নবকান্তার নবযৌবন। মধুমতীদেবীর সুকান্ত শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন।

পাঠান্তর—ন গু বলেন 'বাল পয়োধর বদন সহোদর' ইহার পাঠান্তর 'বালপয়োধর গিরিক সহোদর'। কিন্তু নবোদ্গত স্তন গিরির সহোদর তুল্য হয় না, অনুরাগে যেমন বদন রক্তিমাভ হয়, কুচকোরকও সেইরূপ লাল আভাযুক্ত হয়। সেইজন্য 'বদন সহোদর' পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

(১৯)

কুচজুগ ধরএ কুম্ভথল কান্তি
বাঙ্ক নখর খত অঙ্কুস ভান্তি।
রোমাবলি নগসুণ্ডকে অনরূপ
পানি পিঅএ চল নাভীকূপ॥
দেখহ মাধব কএলিঅ সাজ
বালা চলতি জোবন গজরাজ॥
মদন মহাউর্তে কএল পসাহ
লীলাও নাগর হেরয় চাহ॥
পুনু লোচন পথ সীম ন আউ
সৈসব রাজভীতি পরাউ।
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিকন্ত॥

রামভদ্রপুর পুঁথি পদ, ৬৭

শব্দার্থ- বাঙ্ক - বাঁকা, নগসুণ্ডকে—হাতীর শুঁড়।

অনুবাদ কুচযুগ কুম্ভ (হস্তীর মস্তক) স্বরূপ হইল, তাহাতে বাঁকা নখক্ষত যেন অঙ্কুশের মত দেখাইতেছে। রোমাবলী হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, উহা যেন জল পান করিবার জন্য নাভিকূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মাধব! দেখ বালা সাজসজ্জা করিয়া যৌবনরূপ গজরাজে চড়িয়া চলিতেছে। মদনরূপ মাহুত উহার প্রসাধন করিল। সে লীলাভরে নাগরকে দেখিতে চাহিতেছে। হে শৈশব! আর চোখের সামনে আসিও না; (যৌবনরূপ) রাজার ভয়ে পালাও। বিদ্যাপতি বলেন লখিমা দেবীর কান্ত রসমন্ত রাজা শিবসিংহ বুঝেন।

(২০)

অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ
মধুরী ফুলে পূজ অরবিন্দ॥
তহু তুহু সুললিত নয়ন সামরা।
বিমল কমল দল বইসল ভমরা॥
বিশেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমণী।
সুরপুর সঞো চলি আইলি গজগমনী॥
গিম সঞো লাবল মুকুতা হারে।
কুচ-জুগ চকেব চরই গঙ্গাধারে॥
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বুঝ সিবসিংহ নৃপ মহোদার॥

ন গু তালপত্র ২০, অ ৬৪

শব্দার্থ—মধুরীফুল—বান্ধুলীফুল, সামরা—শ্যামল, বিশেখি—বিশেষ; গিম—গ্রীবা; লাবল - নামিল, ঝুলিল; চকেব—চক্রবাক; চরই—চরিতেছে।

অনুবাদ—সুন্দর বদনে অধর সুশোভিত (রহিয়াছে), যেন বান্ধুলী ফুলে কমলকে পূজা করা হইয়াছে। সেইস্থানে দুই সুললিত শ্যামল নয়ন, (যেন) বিমল পদ্মেতে ভ্রমর বসিল। এই রমণী হইতে শ্রেষ্ঠতরা (রমণী) কখন দেখি নাই; এযেন সুরপুর হইতে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া আসিয়াছে, (ইহার) গ্রীবা হইতে মুক্তার হার দুলিতেছে, (তাহা দেখিয়া যেন মনে হইতেছে) কুচ (রূপ) চক্রবাকদ্বয় গঙ্গার ধারে (হারের পাশে) চরিয়া বেড়াইতেছে। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলিতেছেন মহোদার শিবসিংহ এই রস বুঝেন।

(২১)

চাঁদসার লএ মুখ-ঘটনা করু[১]
লোচন চকিত চকোরে।
অমিয় ধোএ আঁচরে জনি পোছল
দহ দিশ ভেল উজোরে॥
কামিনি কোনে গঢলী।
রূপ স্বরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী॥
গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ
মাঝ খীনিম নিমাই।
ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি
ত্রিবলি লতা অরুঝাই॥
ভনই বিদ্যাপতি অদ্ভুত কৌতুক
ই সব বচন সরূপে।
রূপনরায়ন ই রস জানথি
শিবসিংহ মিথিলা ভূপে॥

ন. গু তালপত্র ২০, অ ৬৬

শব্দার্থ—ঘটনা করু—নির্ম্মাণ করিল, ধোএ—ধুইয়া, নিমাই—নির্ম্মাণ করিয়া, অরুঝাই জড়াইয়া।

অনুবাদ— (বিধাতা) চন্দ্রের সার লইয়া মুখের সৃষ্টি করিল, চকোরের আঁখির ন্যায় চঞ্চল নয়ন (সৃষ্টি করিল), যেন অমৃত দিয়া মুখ ধুইবার পর অঞ্চল দিয়া মুছিল, (তাহাতে সে অমৃত চারিদিকে পড়িয়া গেল উহাতে) দশদিক আলোকিত হইল। কামিনীকে কে গড়িল? রূপের স্বরূপ বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, নয়নে সেই রূপ লাগিয়া রহিল। সে গুরু নিতম্বের ভারে চলিতে পারে না। (বিধাতা) মধ্যভাগ (কটি) ক্ষীণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে, (উহা) ভাঙ্গিয়া যাইবে ভয়ে মদন (উহাতে) ত্রিবলীলতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, (ইহা) অদ্ভুত কৌতুক, এই সকল বচন সত্য মিথিলার নরপতি শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস অবগত আছেন।

(২২)

সুধামুখি কো[১] বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু অরুলোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কাল-ভুজঙ্গিনি
শ্রীযুত[২]-খঞ্জন-খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগি নিশ্বাস[৩]-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি-চঞ্চু-ভরম-ভয়ে
কুচ-গিরি সান্ধি[৪] নিবাসা॥
তিন বানে[৫] মদন জিতল[৬] তিন ভুবনে
অবধি রহল-দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে[৭] রসিক জন
সোঁপল তোহারি[৮] নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কো[৯] পয়ে জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণ[১০]।

প. ত. ১০৫৯, ন গু ২০, অ ৬৮

ন. গু. এই পদ মিথিলায় পান নাই, পদকল্পতরু হইতে লইয়াছেন, কিন্তু পদটীতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—
(১) কে (২) শিবিযুত (৩) নিশাস (৪) সন্ধি (৫) বাণ (৬) তেজল (৭) বধইতে (৮) তোহর (৯) কেওপথ (১০) রমানে।

শব্দার্থ—কো বিহি—কোন বিধাতা; মনোভব মঙ্গল—মদন নব কল্যাণকারক, অরু—আর, সয়েঁ—হইতে, ভুজগি-নিশ্বাস-পিয়াসা—সাপ যেন নিঃশ্বাস লইতে।

অনুবাদ—কোন বিধাতা এই সুধামুখী বালাকে নির্ম্মাণ করিল? এ যেন ত্রিভুবনবিজয়ী মালা এবং মদনের কল্যাণকারিণী। বদন সুন্দর, লোচন কজ্জলে রঞ্জিত, (দেখিয়া মনে হয় যেন) সোণার কমলের (মুখের) মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী (কজ্জল) রহিয়াছে, আর (তাহার পাশে) শ্রীযুক্ত (সুন্দর) খঞ্জন (নয়ন) খেলা করিতেছে। নাভিবিবর হইতে লোমলতাবলী বাহির হইয়াছে, যেন ভুজঙ্গিনী নিঃশ্বাস লইবার জন্য বাহিরে চলিয়াছে, সে (ভুজঙ্গিনী) যেন নাসাকে গরুড়ের চঞ্চু মনে করিয়া কুচযুগের সন্ধিস্থলে নিবাস করিল (লুকাইল)। (মদনের পাঁচটী বাণ, তাহার মধ্যে) তিন বাণে মদন তিন জগত জয় করিয়া লইল, আর অবশিষ্ট দুইবাণ—যেন নিঠুর বিধাতা রসিক জনকে বধ করিবার জন্য তোমার নয়নে সমর্পণ করিল। বিদ্যাপতি বলেন হে শ্রেষ্ঠ যুবতি! এই রস কে জানে? রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ এবং লখিমাদেবী ইহার প্রমাণ।

(১৩)

বামা অধিক চন্দিম ভেল।
কতনে জতনে কত অদবুদ
বিহি বিহি তোহি দেল॥
সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু
সামর চিকুর ভার॥
জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল
পাছু কএ অন্ধকার॥
চঞ্চল লোচন বাঙ্কে নিহারএ
অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবনে পেলল
অলি ভরে উলটাএ॥
উনত উরজ চিরে ঝপাবএ
পুনু পুনু দরসাএ।
জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ
হিমগিরি ন লুকাএ॥
এহনি সুন্দরি গুণক আগরি
পুনেঁ পুনমত পাব।
ই রস বিন্দক রূপনরাঅন
কবি বিদ্যাপতি গাব॥

ন. গু তালপত্র ১১৭, প ত. ১৩৩৬, অ ১২০ ও ৪৭৫

পদকল্পতরুতে পদটী নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়—

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
শাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশি সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি অন্ধিয়ার॥
বামা হে অধিক চন্দ্রিম ভেল।
কত না যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চিরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দিবর পবনে পেলল
অলিভরে উলটায়॥

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণ॥

শব্দার্থ—চন্দিম—উজ্জ্বল, শোভাযুক্ত (প. ত, র চন্দ্রিম শব্দ চন্দিম শব্দের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীর শব্দ পরিবর্তন)। বিহি—বিধান, বিহি—বিধাতা, তোহি—তোকে, সামর—শ্যামল, পেলল—আন্দোলিত হইল, উনত—উন্নত, উরজ—কুচ, গোঅএ—গোপন করিতে চাহে, আগরি—অগ্রগণ্যা। মৈথিল পদে 'জনি' শব্দ আছে, উহার অর্থ যেমন, বাংলায় উহা 'জনু'তে পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু 'জনু'র অর্থ যেন না।

অনুবাদ—বামা অধিক শোভাশালিনী হইল। কত না যত্ন করিয়া অদ্ভুত বিধানে বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিল। সুন্দর বদনে সিন্দুরের বিন্দু এবং ঘনকৃষ্ণ কেশভার দেখিয়া মনে হয় যেন সূর্য্য (সিন্দুর বিন্দু) চন্দ্র (মুখ) এক সঙ্গে অন্ধকারকে (কেশকে) পিছনে রাখিয়া উদিত হইল। চঞ্চল লোচন বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছে, অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোলিত কমল (নয়ন) ভ্রমরের (অঞ্জনের) ভারে উলটাইয়া গিয়াছে। উন্নত কুচযুগ বস্ত্রদ্বারা লুকাইতেছে, বারংবার দেখাইতেছে, যতই না কেন যত্ন করিয়া গোপন করিতে চাও, হিমগিরিকে (কুচকে) কি লুকান যায়! এরূপ গুণে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে পুণ্যবান পুণ্যবলে লাভ করে। কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন এই রস রূপনারায়ণ জানেন।

(১৭)

সহজ পসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
আকাস পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ॥
বিধি নিরমলি রামা দোসরি লাছি সমা
ভল তুলাএল নিরমান॥
কুচ মণ্ডল সিরি হেরি কনক গিরি
লাজে দিগন্তর গেল।
কেও অইসন কহ সেও ন জুগুতি পহ
অচল সচল কইসে ভেল॥

মাঝ খীন তনু ভরে ভাঁগি জাএ জনু
বিধি অনুসএ ভেল সাজি।
নীল পটোর আনি অতি সে সুদৃঢ় জানি
জতনে সিবিজু রোমরাজি॥
ভন কবি বিদ্যাপতি কামে রমনি রতি
কউতুক বুঝ রসমন্ত।
সবি সিবসিংহ রাউ পুরুব সুকৃতে পাউ
লখিমা দেবি রানি কন্ত॥

শব্দার্থ—সহজ—স্বভাবতঃ, দরশ—দর্শন করিলে, আকাশ পাতাল বস ইত্যাদি—চাঁদ আকাশে এবং সরোরুহ (পদ্ম) পাতালে থাকে, তাহারা একত্রে কি করিয়া মিলিত হইল?

অনুবাদ—স্বভাবতঃই প্রসন্ন মুখ, দর্শনে হৃদয়ে সুখ হয়, (নয়নের জ্যোতিঃ যেন) তরল তরঙ্গ। চাঁদ (মুখ) আকাশে এবং কমল (নয়ন) পাতালে থাকে, উভয়ের একসঙ্গে বাস কেমন করিয়া ঘটিল? বিধাতা দ্বিতীয়

লক্ষ্মীর মতন করিয়া রামাকে নির্ম্মাণ করিল, নির্ম্মাণকালে ভাল করিয়া তুলনা করিয়াছিল। কুচমণ্ডলের শোভা দেখিয়া কনকগিরি (সুমেরু) লজ্জায় দিগন্তরে গেল এইরূপ কেহ কেহ বলে। কিন্তু ইহা যুক্তিসহ মনে হয় না, কেননা অচল কিরূপে সচল হইল? কটি ক্ষীণ, দেহের ভারে উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; (দেহ) সাজাইয়া বিধাতার এই অনুতাপ হইল; তাই নীল রেশমের সুতা অতিশয় দৃঢ় জানিয়া উহা দিয়া রোমরাজি সৃষ্টি করিলেন। বিদ্যাপতি কবি বলেন, রমণীর কামে আসক্তি আছে, এই কৌতুক রসমন্ত বুঝেন। লখিমাদেবী রাণীর কান্ত রাজা শ্রীশিবসিংহ পূর্ব্বসুকৃতিবশে (এরূপ রমণী) লাভ করেন।

(১৫)

মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে।
পল্লবরাজ চরণ-জুগ সোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥
মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার কহ সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥

অধর বিম্ব সন দসন দাড়িম-বিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূরি বসু[১] নিয়রো ন আবথি
তেঁ নহি করথি গরাসে॥
সারঙ্গ নয়ন বচন[২] পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দস সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌমতি[৩]
এহন জগৎ নহি জানে[৪]।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমাদই প্রতি ভানে[৫]॥

গ্রিয়ার্সন ১৪, ন গু ১৭, অ ৬৯

শব্দার্থ—কতেক—কত, সরূপে—প্রত্যক্ষ, পল্লবরাজ—কমল, ফুলায়ল—ফুটাইল, পাঈ—পায়, সুরসরি—স্বর্গগঙ্গা, উগথিক—উদিত হইয়াছে, নিয়রো—নিকটে, আবথি—আসে, সারঙ্গ নয়ন—হরিণের মতন চোখ, বচন পুন সারঙ্গ—গলার স্বর সারঙ্গ অর্থাৎ কোকিলের মতন, সারঙ্গ তসু সমধানে—সারঙ্গ (মদন) তাহার কটাক্ষ, সারঙ্গ উপর—কমলতুল্য মুখের উপর। উগল—উদিত হইল। দস সারঙ্গ—দশটী ভ্রমরতুল্য চূর্ণ কুন্তল। সারঙ্গ শব্দের অর্থ—হরিণ, ভ্রমর, সর্প, মেঘ, ময়ূর, কোকিল, কামদেব ও পদ্ম হয়।

অনুবাদ—মাধব! সুন্দরীর রূপের কথা কি বলিব? বিধাতা কত যত্ন করিয়া সাজাইল, নিজের চোখে দেখিলাম। তাহার চরণদ্বয় কমলের ন্যায় শোভিত, তাহার গতি গজরাজের তুল্য। সোনার কদলীর (উরুর উপর) সিংহ (কটি) সাজাইল; তাহার উপর মেরুর মতন কুচ রাখিল। মেরুর উপর দুটী কমল ফুটাইল, তাহারা বিনা নালেও শোভা পাইল। মণিময় হার যেন গঙ্গার ধারা, তাই কমল শুখাইয়া যাইতেছে না। অধর বিম্বফল তুল্য, দন্ত দাড়িম্ববীজতুল্য, রবি (সিন্দুর বিন্দু) ও

পাঠান্তর—ন.গু. এই পদ তালপত্রের পুঁথিতে পান নাই; ইহা গ্রিয়ার্সনে আছে। অথচ ন গু তে নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—(১) সুন বর (২) বয়ন পুনি (৩) জৌবতি (৪) ইহ রস কেও পত্র জানে (৫) লখিমা দেই রমানে।

'সসি' (মুখ) পাশাপাশি উদিত হইয়াছে। রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, নিকট আসে না, তাই রবিশশীকে গ্রাস করে না। তাহার নয়ন হরিণের মতন, বচন কোকিলের মতন, তাহার কটাক্ষে মদন রহিয়াছে। কমলতুল্য মুখের উপর দশটী ভ্রমর (চূর্ণ কুন্তল) কেলি করিয়া মধুপান করিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন শুন যুবতিশ্রেষ্ঠ ! এ রস কে জানে ? লখিমাদেবীর পতি রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ ইহা জানেন।

(১৬)

সাজনি অকথ কহি ন জাএ।
অরুণ অরুন সসিক মণ্ডল
ভীতর রহ লুকাএ ॥
কদলি উপর কেসরি দেখল
কেসরি মেরু চঢ়লা।
তাহি উপর নিশাকর দেখল
কির তা উপর বইসলা ॥
কীর উপর কুরঙ্গিনি দেখল
চকিত ভমএ জনী।

কীর কুরঙ্গিনি উপর দেখল
ভমর উপর ফণী।
এক অসম্ভব আওর দেখল
জল বিনা অরবিন্দা।
বেরি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দুতিঅ চন্দা ॥
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথা
ই রস কেও কেও জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ণ
লখিমা দেই রমান ॥

ন গু, তালপত্র ১৮৩, অ ১৮১

শব্দার্থ—অকথ অকথ্য আশ্চর্য্য, অরুণ অরুণ—বালারুণ, আরক্ত পদতল। সসিক মণ্ডল ভীতর রহ লুকাএ —পায়ের প্রত্যেকটী নখ চন্দ্রের তুল্য, দশটী নখ যেন শশীর মণ্ডল তাহার ভিতর পদতলরূপ অনুদিত সূর্য্য লুকাইয়া রহিয়াছে। কির, কীর—শুকপাখী (নাসার সহিত তুলনা করা হয়), বইসলা—বসিয়া আছে ; কুরঙ্গিনি—হরিণী (নয়ন) ; বেরি—দুই ; দুতিঅ—দ্বিতীয়ার।

অনুবাদ—সখি ! অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, উহা বলা যায় না এমন। বালহীন অরুণ (অনুদিত সূর্য্যের মতন রক্তিমবর্ণ পদতল) শশিমণ্ডলের (পদনখের মধ্য) মধ্যে লুকাইয়া আছে। কদলীর (উরুর) উপর সিংহ (কটি) দেখিলাম, তাহার উপর মেরু (কুচ) চড়িয়াছে। শুকপাখীর (নাসার) উপর হরিণী (নয়ন) দেখিলাম ভ্রমরের (চূর্ণকুন্তলের) উপর সর্প (বেণী) দেখিলাম, আর এক আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলাম জল নাই অথচ কমল (পয়োধর) ফুটিয়াছে, দুইটি পদ্মের উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ (নখের চিহ্ন)। বিদ্যাপতি বলেন আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই রস কে জানে ? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর পতি।

(২৭)

চরণ কমল কদলী বিপরীত।
হাস কলা সে হরএ সঁচীত ॥
কে পতি আওব এহু পরমান।
চম্পকেঁ কএল পুহবি নিরমাণ ॥

এরে মাধব পলটি নিহার।
অপরূব দেখিঅ জুবতি অবতার ॥
রূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।
জনমু সেমার লতা বিনু নীর ॥

চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল।
কামকমান চান্দ উগি গেল ॥
উপর হেরি তিমিরেঁ করু বাদ।
ধমিলেঁ কএল তাকর অবসাদ ॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্ত ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৭৬

শব্দার্থ—সাঁচীত—সহৃদয়, পুহবি পৃথিবী, ধমিল—কেশকলাপ।

অনুবাদ—চরণদ্বয় কমলস্বরূপ আর (উরুদ্বয়) যেন উল্টাইয়া বসানো কদলীবৃক্ষ, হাস্যকলা এমন সুন্দর যে সহৃদয়ের মন হরণ করিয়া লয়। এ কথা কে বিশ্বাস করিবে যে পৃথিবী চাঁপাফুলের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে? (নায়িকার পায়ের তলার ভূমি যেন চম্পার ন্যায় শোভা পাইতেছে অথবা পৃথিবী ও এই নারী যেন চাঁপাফুল দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে)। হে মাধব, ফিরিয়া দেখ কি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী দেখা যাইতেছে। নদীর (ত্রিবলীর) কূলে যেন গভীর এক কূপ (নাভি), সেখানে জল নাই তবু শৈবাল (রোমাবলী) জন্মিয়াছে। (নয়নরূপী) দুই খঞ্জন পক্ষী যেন চকিত চকিত করিয়া খেলা করিতেছে। (ভ্রূদ্বয়) যেন কামধনুর জ্যাসদৃশ। বদন তাহার চন্দ্রতুল্য, (তাহার আবির্ভাবে মনে হয় যেন চাঁদ উঠিয়াছে)। (মুখচন্দ্রের) উপর তিমিরতুল্য কেশপাশ, চন্দ্র ও তিমিরে বিবাদ বাধিল, (কেশকলাপ মুখচন্দ্রকে ঢাকিয়া দেয় সেইজন্য) তিমিরেরই জয় হইল। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর কান্ত রায় শিবসিংহ এই রস বুঝেন।

(৮)

ওহু রাহু ভীত এহু নিসঙ্ক
ওহু কলঙ্কী ই ন কলঙ্ক ॥
সম বোলাইতে অনুচিত মন জাগ
সোনাক তুলনা কাগ কি নাগ ॥
এ সখি পিআ মোর বড় অগেআন
বোলথি বদন তোর চান্দ সমান।
চান্দহু চাহি কুটিল কুটাখ
তত্যে কামিনী কিঙ্কর রাখ ॥

উথি অছ সুধা, ইথী অছ হাস
এতবা অছ কিছু তুলনা ভাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার
তনিকা দোসর কামপ্রহার ॥
রাজা রূপনরাএন ভান
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০২

শব্দার্থ—তনিকা তাহার।

অনুবাদ—ও (চন্দ্র) রাহুভীত, এ (তোমার মুখ) নিঃশঙ্ক, চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক। এই দুইকে সমান বলা তেমনি অনুচিত যেমন সোনার সহিত কাক অথবা সাপের সহিত তুলনা করা অন্যায়। প্রিয় আমার বড়ই অজ্ঞান, তাই তোমার মুখের সহিত চাঁদের তুলনা করে। কামিনী কুটিল কটাক্ষ বিকীর্ণ করে, চাঁদ তাহা পারে না, সেইজন্যই কামিনী দয়িতকে কিঙ্কর করিয়া রাখে। উহাতে সুধা আছে, তোমার মুখে হাসি আছে, দুইএর সমতা এখানেই কিছু দেখা যায়। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলেন যে তাহার (নায়িকার) কামউদ্দীপন করিবার শক্তি বেশীর ভাগ আছে। লখিমাদেবীর রমন রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহের এই জ্ঞান আছে।

(২৯)

আঁচরে বদন ঝপাবহ গোরি
রাজ সুনৈচ্ছিঅ চাঁদক চোরি।
ঘরঘরেপেঁ হরি গেলচ্ছ জোহি
এখনে দূষণ লাগত তোহি ॥
বাহর সুতহ হেরহ জনু কান্ত
চাঁন ভরমে মুখ গরসত রান্ত।
নিরভি নিহার ফাস গুণ তোল
বান্ধি হলত তোহ খঞ্জন বোলি ॥
ভনহি বিদ্যাপতি হোহু নিশঙ্ক
চাঁন্দহুঁ কঁা কিছু লাগু কলঙ্ক ॥

রাগত প্‌ ৫৬, নেপাল ২৩৫ পৃ ৮৫ ক,
ন গু তালপত্র ২২৮, প ত. ১০৬১।

এই পদটি খুবই প্রসিদ্ধ। এক এক পুঁথিতে কিন্তু ইহার এক এক রূপ।
নেপাল পুঁথিতে—

অম্বরে বদন ঝপাবহ গোএরি
রাজ শুনইছি চান্দক চোরি ॥
ঘরে ঘরে পহরী গেল অছ জোহি
অবহী দুসন লাগত লাগত তোহি ॥
সুন সুন সুন্দরি হিত উপদেশ
স্বপনেহু জনু হো বিপদক লেশ ॥
হাস সুধা রস ন কর জোর।
ধনিকে বণিকে ঘন বোলব মোর ॥
অধর সমীপ দসন কর জোতি।
সিন্দুর সীম বেসাউলি মোতি ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি—

ন.গু. তালপত্রে—প্রায় নেপাল পুঁথির অনুরূপ পাঠ। চতুর্থ চরণে দুইবার 'লাগত' নাই। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের পরিবর্ত্তে আছে—

কতএ লুকাএব চাঁদক চোব
জতহি লুকাওব ততহি উজোর।

৮ম চরণে 'জোব' স্থলে উজোর ও 'ঘন' স্থলে 'ধন' আছে।

পদকল্পতরুর পাঠে ভণিতার পূর্ব্বের দুই চরণ—

চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক
ও যে কলঙ্কিত তহুঁ নিষ্কলঙ্ক ॥

অনুবাদ—হে গৌরী! বসনে বদন ঢাকিয়া রাখ, রাজা শুনিয়াছেন যে চাঁদ চুরি গিয়াছে। ঘরে ঘরে প্রহরীরা খুঁজিতেছে, এখনই তোমার দোষ হইবে। যে তুমি চাঁদ চুরি করিয়াছ, না হইলে তোমার মুখ চাঁদের মতন হইল কি করিয়া?) চাঁদকে যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, যেখানে লুকাইয়া রাখিবে, সেই জায়গাই উজ্জ্বল হইবে। হাসিরূপে সুধারসে (দন্ত পংক্তি) উজ্জ্বল করিও না, কেননা বণিক ও ধনী বলিবে যে এ ধন (দশনরূপ মুক্তা) তাহাদের। অধরের সীমায় দশনের উজ্জ্বল জ্যোতি হইবে, সিন্দুরের (অধরের) প্রান্তে যেন মুক্তা বসান হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলেন নিঃশঙ্ক হও, চাঁদের কিছু কলঙ্ক আছে।

নেপাল পদের অতিরিক্ত দুই চরণের অর্থ—সুন্দরী হিত উপদেশ শুন, স্বপ্নেও যেন তোমার বিপদের লেশমাত্র না ঘটে।

রাগতরঙ্গিনীর পঞ্চম হইতে অষ্টম চরণের অনুবাদ—

বাহিরে শুইতেছ, কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়, (দেখিতে পাইলে) রাহুর মতন তোমার মুখচন্দ্রকে গ্রাস করিবে। শিকারীরা ফাঁসগুণ লইয়া দেখিতেছে, তোমার খঞ্জন নয়ন দেখিয়া বাঁধিয়া লইবে। বিদ্যাপতি বলেন নিঃশঙ্ক হও, চাঁদেও কিছু কলঙ্ক আছে।

(৩০)

কুসুমবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ।
নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুণ জনি নিঅ দেহ॥
আজ দেখু গজরাজপতি বরজুঅতি ত্রিভুবন সার।
জনি কামদেবক বিজয়বল্লী বিহলি বিহি সংসার॥
সরদ সসধর সবিস সুন্দর বদন লোচন লোল।
বিমল কঞ্চন কমল চঢ়ি জনি খেল খঞ্জন জোর॥
অধর নব পল্লব মনোহর দসন দালিম জোতি।
জনি নিবিল বিদ্রুমদলে সুধারসে সীচি ধরু গজমোতি॥
মত্ত কোকিল বেণু বীণাবাদ তিহুঅন ভাস।
জনি মধুর হাক পসাহি আনন করএ বচন বিকাস॥
অমর ভূধরসম পয়োধর মহঘ মোতিমহার।
হেম নিম্মিত শম্ভুশেখর গঙ্গ নির্ম্মল ধার॥
করভ কোমল কর সুসোভন জঙ্ঘজুগ আরম্ভ।
জনি মদনমল্ল বেআম কারণে গঢ়ল হাটকথম্ভ॥
সুকবি এহু কণ্ঠহারে গাওল রূপ সকল সরূপ।
দেবি লখিমা কন্ত জানএ সিবি সিবএ সিংহভূপ॥

রাগ ৩ ৫২ পৃঃ, ন. গু. তালপত্র ৫৪০, অ ৫৫২

শব্দার্থ—কুসুমবান—কামদেব, রেহ—রেখা, নিবিল—নিবিড়, বিহলি—বিহি (বিধি) শব্দ ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থ, সৃষ্টি করিল। লোল—চঞ্চল, জোর—জোড়, জনি—যেন।

অনুবাদ—মদনদেবের বিলাসকানন স্বরূপ কেশে (সুন্দর) সিন্দুরের রেখা, যেন সুন্দর নিবিড় মেঘের ভিতর হইতে অরুণ নিজের দেহ দেখাইতেছে। আজ ত্রিভুবনের সার গজেন্দ্রগমনা শ্রেষ্ঠ যুবতীকে দেখিলাম। তাহাকে যেন বিধাতা সংসারে কামদেবের বিজয়লতারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার বদন শরৎকালের শশধরের মতন সুন্দর এবং নয়ন চঞ্চল, উহা দেখিয়া মনে হয় যেন খঞ্জনযুগল বিশুদ্ধ সোনায় গড়া কমলে চড়িয়া খেলা করিতেছে। তাহার অধর নব-পল্লবের তুল্য সুন্দর, দশনে দাড়িম্বের জ্যোতিঃ, যেন সুধারসে সিক্ত বিমল প্রবালদলের মধ্যে গজমতি ছড়াইয়া দিয়াছে। তাহার বচনবিলাসের সময় মধুর হাসি দেখিয়া মনে হয় যেন ত্রিভুবনে মত্তকোকিল, বেণু ও বীণাধ্বনি একসঙ্গে সাজাইয়া আনা হইয়াছে। সুমেরুতুল্য পয়োধরের উপর মহার্ঘ মুক্তাহার দেখিয়া মনে হয় যেন সুবর্ণনির্ম্মিত শিবের মাথায় গঙ্গার নির্ম্মল ধারা। করভের কোমল শুণ্ডের ন্যায় সুশোভিত জঙ্ঘাযুগলের আরম্ভ (প্রথম দিক) দেখিয়া মনে হয় যেন মদনরূপ মল্ল ব্যায়ামের জন্য সোনার স্তম্ভ গড়িয়াছেন। সুকবি কণ্ঠহার রূপের যথাযথ বর্ণনা করিয়া ইহা গাহিলেন। লখিমাদেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ ইহা জানেন।

(৩১)

যব গোধুলি সময় বেলি[১]
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর[২] বিজুরি-রেহ।
দন্দ পসারি[৩] গেলি॥

পাঠান্তর—ক্ষণদায়—পদের প্রথমে 'ধনি গো আজু'

(১) পেখলু বালা খেলি (২) জলধরে (৩) ধন্ধ বাড়াইয়া

ধনি অলপ বয়েস[১] বালা।
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা॥
থোরি দরসনে আশ ন পূরল
বাঢ়ল মদন-জালা॥

গোরি কলেবর নূনা[২]
জনু আচরে উজোর সোনা।[৩]
কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন
দুলহ লোচন-কোণা॥

ইসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বানে।
চিরঁজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভনে॥

প ত ২০১, ক্ষণদা পৃ ১১, কীর্ত্তনানন্দ পৃ ১৩২, ন. গু. ৪৫, অ ৪২

অনুবাদ—গোধূলির সময় যখন সুন্দরী গৃহ হইতে বাহির হইল, (তখন দেখিলাম যেন) নবজলধর ও বিদ্যুৎরেখা বিবাদ-বিস্তার করিয়া গেল। (সতীশচন্দ্র রায়ের ব্যাখ্যা—গোধূলির অন্ধকারাবৃত জলধর-তুল্য শ্যামল অঙ্গে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী নায়িকার দেহ কান্তি ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিয়া যাওয়ায় এবং তদ্দ্বারা গোধূলির অন্ধকার কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিদূরিত হওয়ায় জলধর ও বিদ্যুতের বিবাদরূপে এস্থলে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।) ধনী অল্পবয়সী বালা, যেন গাঁথা ফুলের মালা, অল্প দেখিয়া আশা মিটিল না, মদনজ্বালা বাড়িল। তাহার দেহ ছোট ও গৌরবর্ণ, আর তাহার অঞ্চলে যেন সোনা (কুচ রূপ)। সিংহ জিনিয়া তাহার কটি এবং দুর্লভ নয়ন কোণ। ঈষৎ হাসিয়া সে আমাকে নয়ন বাণ হানিল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন পঞ্চ গৌড়েশ্বর চিরজীবি হউন।

পাঠান্তর—(১) (সে যে) অলপবয়সি (২) লূনা (৩) কাজর উজোর সোনা।

কীর্ত্তনানন্দের আরম্ভ—'ধনি গো মো দেখিলি সব মন্দির বাহর ভেলি'

ভণিতায় "নশির সাহ সনে মঝে হানল মদন বাণ।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

ন. গু বলেন 'পদকল্পতরুতে ভণিতায় রূপনারায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে পঞ্চ গৌড়েশ্বর আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দভঙ্গ হয়। নির্ণয়ে রূপনারায়ণ সংশোধিত পাঠ, কিন্তু উহাও মূল পাঠ নহে। মূল পাঠ কীর্ত্তনানন্দে পাওয়া যায়।

মন্তব্য পঞ্চ গৌড়েশ্বর সাধারণতঃ রাঢ়, বরেন্দ্র বঙ্গ, বাগরী এবং মিথিলাকে একত্রে পঞ্চ গৌড় বলা হইত। বিষ্ণু স্কন্দপুরাণে আছে

সারস্বত কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলা
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যোত্তরবাসিনঃ।

নগেনবাবু পদটির ভণিতায় রূপনারায়ণ দিয়াছেন অথচ পদকল্পতরুতে পঞ্চগৌড়েশ্বর এবং কীর্ত্তনানন্দে নসির সাহ ভণিতা আছে। নগেনবাবু নিজেও রূপনারায়ণ ভণিতাকে অকৃত্রিম মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বলেন নসীর সাহ অথবা নসরৎসাহ দুবে বাঙ্গলার পাঠান রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি তাঁহারও উপযুক্ত। বাঙ্গলার প্রধান সুলতানদের মধ্যে হাজী ইলিয়াস সাহের পৌত্র, নাসীর উদ দীন মামুদ শাহ ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (Advanced History of India, by Majumdar, Roy Chaudhury and Dutta 1946 পৃঃ৩৪৫ ও পৃঃ ৬০৫), দ্বিতীয় নাসির উদ্ দীন মামুদ শাহ ১৪৮৯ হইতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, আর সৈয়দ আলাউদ্ দীন হুসেন শাহের পুত্র নাসির উদ্ দীন নসরৎ শাহ ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দেবসিংহ ও গিয়াস্ উদ্ দীন আজম শাহকে (১৩৯২—১৪১০) যে কবি পদ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণকারী নাসির উদ দীন নসরৎ শাহকে পদ উৎসর্গ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় নাসির উদ্ দীন মামুদ শাহ মাত্র একবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বল রাজা ছিলেন। সেই জন্যই যদি কীর্ত্তনানন্দের ভণিতাকে অকৃত্রিম বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে হাজী সামস্ উদ দীন ইলিয়াস্ শাহের (১৩৪৫—১৩৫৭) পৌত্র প্রথম নাসির উদ্ দীন মামুদ শাহকে (১৪৪২—১৪৬০ খৃ) এই পদ উৎসর্গ করিয়াছেন বলিতে হয়। এই অনুমান যথার্থ হইলে কালানুযায়ী সন্নিবিষ্ট পদাবলীতে ইহার স্থান রাজনামাঙ্কিত পদ সমূহের সর্ব্বশেষে হওয়া উচিত; কেননা বিদ্যাপতির ১৪৪২ খৃষ্টাব্দের পরে লেখা অন্য পদ পাওয়া যায় না।

(৩২)

চিকুর নিকর তম সম
পুনু আনন পুনিম সসী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী॥
আজে মোএ দেখলি বারা।
লুবুধ মানস চালক মঅন
কর কী পরকারা॥
সহজ সুন্দর গোর কলেবর
পীন পওধর সিরী।
কনঅলতা অতি বিপরিত
ফলল জুগল গিরী॥
ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন
কে ন অদবুদ জানে।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে॥

ন গু তালপত্র ২৭, অ ২৮

শব্দার্থ—চিকুর নিকর—কেশপাশ, পুনিম সসী—পূর্ণিমার চাঁদ পতিআওব—প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাস করিবে; মঅন—মদন, পরকারা—প্রতীকার করিব, সিরী শ্রী শোভা. ফল—ফলিল।

অনুবাদ—(সুন্দরীর) কেশকলাপ অন্ধকারের ন্যায়, কিন্তু বদন পূর্ণিমার চাঁদের মতন, আর নয়ন কমলতুল্য। কে বিশ্বাস করিবে যে (অন্ধকার, পূর্ণচন্দ্র এবং পঙ্কজ) একস্থানে থাকিতে পারে? আজ আমি বালাকে দেখিলাম। মন লুব্ধ হইল, মদন তাহাকে চালনা করিল আমি কেমন করিয়া ঠেকাইব? সহজ সুন্দর গৌরবর্ণ কলেবর, তাহাতে পীন পয়োধর শোভা পাইতেছে যেন কনকলতার উপর আশ্চর্যজনকভাবে যুগলগিরি ফলিল। বিদ্যাপতি বলেন, বিধাতার কাজ যে অদ্ভুত হয় তাহা কে না জানে? রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

(৩৩)

জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।
উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটী॥
তরুতর ভেটল তরুন কহ্নাই।
নয়ন তরঙ্গে জনি গেলিহু সনাই॥
কে পতিয়াএত নগর ভরলা।
দেখইতে সুনইতে মোর হৃদয় হরলা॥
পলটি ন হেরল গুরুজন লাজে।
বচন মোএ চুকিলিহু সখিহি সমাজে॥
এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।
আবে মোরা মরম লাগল পচবানে॥
নিঠুর সখি বিসবাস ন দেই।
পরক বেদন পর বাটি ন লেই॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু রসভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে॥

ন গু তালপত্র ৬৩, অ ১০

শব্দার্থ—সাঁকড়ি—সঙ্কীর্ণ; বাটী—বাট, পথ; উবটি—ফিরিয়া; পরিপাটী—ভাল করিয়া; সনাই—স্নান করিয়া; চুকিলহু—ভুল হইল; বিসবাস—বিশ্বাস।

অনুবাদ—যমুনার তীরে তীরে সঙ্কীর্ণ (আঁকাবাঁকা) পথ, (তাই মুখ) ফিরাইয়া আর ভাল করিয়া সঙ্গ হইল না, অর্থাৎ দেখা গেল না। তরুণ কানাইয়ের সহিত যখন তরুতলে দেখা হইল, তখন সে যেন নয়ন তরঙ্গে আমাকে স্নান করাইয়া গেল। কে বিশ্বাস করিবে যে এই জনাকীর্ণ নগরীর মাঝে দেখিতে দেখিতে আমার হৃদয় হরণ করিল! গুরুজনের লজ্জায় আর ফিরিয়া দেখিলাম না। সখীদের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার ভুল হইতে লাগিল। এতদিন আমি নিজের জ্ঞানে (আয়ত্তে) ছিলাম, এখন আমার মর্ম্মস্থলে পঞ্চবাণ লাগিল। নিষ্ঠুর সখী বিশ্বাস করে না, পরের ব্যথা পরে ভাগ করিয়া লয় না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন এই রস লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ জানেন।

(৩৪)

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরন রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসার এ পাঁখি॥

মাধবে বোললি মধুর বানী
সে সুনি মুহু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পচবান॥
তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তইসন জাগু।
চূনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলআ ভাগু॥

ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন যায়।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
সাম সুন্দর কায়॥

ন গু তালপত্র ৬৪, অ ১১

শব্দার্থ—রহলিহু—রহিলাম। বারল—নিবারণ করিলাম, নিবৃত্ত করিলাম। পিবএ—পান করিতে। ধাওল—দৌড়াইয়া গেল। জনি—যেন। ততহু—সেইস্থান। সঁয়—হইতে। ধএল—ধরিল। বাম—বৈরী। পসেব—স্বেদ। পসাহনি—প্রসাধন। তইসন—সেইরূপ। চুনি চুনি—চুণচুণ শব্দ করিয়া। কাঁচুঅ—কাঁচলি।

অনুবাদ—(মাধবের সহিত যখন দেখা হইল তখন) আমি মুখ নীচু করিয়া রহিলাম, লোচন-চোরকে বারণ করিলাম (নয়ন চুরি করিয়া তাহাকে দেখিতে গেল, আমি নয়নকে নিবৃত্ত করিলাম) কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের দিকে ধায়, আমার নয়ন তেমনি প্রিয়ের মুখরুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেখান হইতে জোর করিয়া আমি চোখকে হঠাইয়া আনিলাম, চরণের দিকে চোখ রাখিলাম। মধুপানোন্মত্ত মধুকর যেমন উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে (তেমনি আমার চোখ চরণে লাগিয়া থাকিলেও বারংবার মাধবের মুখ দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল)। মাধব কথা বলিল, আমি শুনিয়া কান বন্ধ করিলাম। সেই অবসরে পঞ্চবাণ মদন ধনু ধরিয়া আমার প্রতি শত্রুতা করিল অর্থাৎ আমাকে আহত করিল। স্বেদে দেহের প্রসাধন ভাসিয়া গেল, এমন পুলক

জাগিল যে কাঁচুলি চুনচুন করিয়া ফাটিয়া গেল, বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন কর কম্পিত হইতেছে, বলিবার কথা বলা যায় না। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ শ্যামসুন্দর কায়।

নগেন গুপ্ত মহাশয় অমরশতক হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তুলিয়াছেন—

তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ
তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ ॥

বিদ্যাপতি অমরুর এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল, জনি সে চাঁদ চকোর', 'মধুপ মাতল উড়এ ন পার তইঅও পসার এ পাখি,' প্রভৃতি বাক্যে নূতন রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৩৫)

নীল কলেবর পীত বসন ধর
চন্দন তিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত
তথিহি উদিত সসিকলা ॥
হরি হরি অনতয় জনু পরচার।
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার ॥

পুরুব দেখল পয় সপনে ন দেখিঅ
ঐসনি ন করবি বুধা।
রস সিঙ্গার পার কে পাওত
অমোল মনোভব সিধা ॥
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
জানল সকল মরমে।

সিবসিংঘ রায় তোরা মন জাগল
কাহ্নু কাহ্নু করসি ভরমে ॥

ন গু. (নানা) ৮, অ ১০০৬

শব্দার্থ—অনতয়- অন্যত্র। জনু পরচার—যেন প্রচার করিও না। সিধা—সিদ্ধি। অমোল—অমূল্য।

অনুবাদ—নীলকলেবর পীতবসনধারী, শ্বেত চন্দনের তিলক, যেন শ্যামল মেঘ বিদ্যুতে (পীতবসনে) মণ্ডিত হইয়াছে, আর তাহাতে শশিকলার (চন্দনতিলক) উদয় হইয়াছে। হরি হরি, অন্য কাহাকেও যেন বলিও না, আজ আমি স্বপ্নে নন্দকুমারকে দেখিলাম।

পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি, স্বপ্নে দেখি নাই এরূপ মনে করিও না। শৃঙ্গার রসের পার কে পায়? মদনের সিদ্ধি অমূল্য।

বিদ্যাপতি বলেন হে যুবতিশ্রেষ্ঠ তোমার সকল মর্ম্ম জানিলাম। শিবসিংহ রায় তোমার মনে জাগিয়াছে, ভ্রমবশে কানু কানু করিতেছ।

(৩৬)

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পবন বহু ধীরে।

সপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিএ
মুখ সোঁ দূরি করু চীরে ॥

তোহর বদন সন চান হোঅথি নহি
জইও জতন বিহি দেলা।
কএ বেবি কাটি বনাওল নব কয়
তইও তুলিত নহি ভেলা॥

লোচন তুঅ কমল নহি ভএ সক
সে জগ কে নহি জানে।
সে ফেবি জাএ মুকেলাহ জল-ভএ
পঙ্কজ নিজ অপমানে॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনু বব জৌবতি
ঈ সভ লছমী সমানে।
বাজা সিবসিংঘ রূপনবায়ন
লখিমা দেই পতি ভানে॥

গিয়ার্সন ৬, ন. গু. ১৯৭, অ ১৯৫

শব্দার্থঃ—পাওলি পাইলাম। সপনহুঁবপ—যেন স্বপ্নে।

অনুবাদ—সবস বসন্ত সময় পাইলাম। দক্ষিণ পবন ধীবে বহিতেছিল। স্বপ্নে যেন এক পুরুষ কহিল তোমাব মুখ হইতে কাপড সবাও। যদিও বিধাতা অনেক যত্ন করিয়াছেন তথাপি চাঁদকে তোমাব মুখেব মতন কবিতে পাবেন নাই কয়েকবাব চাঁদকে কাটিয়া নূতন কবিয়া বানাইলেন, তথাপি চাঁদ মুখেব সমান হইল না। কমল যে লোচনেব তুল্য হয় নাই—জগতে কে না জানে? পঙ্কজ নিজেব অপমানেব লজ্জায় জলেব ভিতব যাইয়া লুকাইল। বিদ্যাপতি বলেন হে শ্রেষ্ঠ যুবতি! শুন এ সবই লক্ষ্মীব সমান। লখিমাদেবীব পতি বাজা শিবসিংহ রূপনাবায়ন ইহা জানেন।

(৩৭)

লঘু লঘু সঞ্চব কুটিল কটাখ।
তুঅও নয়ন লহ এক হোক লাখ॥
নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল।
এক কমল দুই খঞ্জন খেল॥
কহ্নাই নয়না হলিঅ নিবাবি।
জে অনুপম উপভোগ ন আবএ
কী ফল তাহি নিহাবি॥

চাঁদ গগন বস অও তাবাগণ
সূব উগল পবচাবি।
নিচয় সুমেরু অধিক কনকাচল
আনব কওনে উপাবি॥
জে চুরু কয় সায়র সোখল
জিনল সুবাসুব মারি।
জল থল নাব সমহি সম চালএ
সে পাবএ এহি নারি॥

ভনই বিদ্যাপতি জনু হবড়াবহ
নাহ ন হিয়বা লাগ।
দূতী বচন থিব কএ মানব
রাএ সিবসিংঘ বড় ভাগ॥

ন. গু. তালপত্র, ১৫, অ ৬০

শব্দার্থ—হলিঅ—যাও ; সুব—সূর্য্য ; চুরূ—অঞ্জলি ; সায়র—সাগব ; হরড়াবহ—ব্যস্ত ; হিয়রা—হৃদয়।

অনুবাদ—কুটিল কটাক্ষ ধীবে ধীবে সঞ্চবণ কবে তাহাতে যেন দুই নয়ন এক লক্ষ বলিয়া মনে হব। নয়ন এবং বদন এই দুইয়েব উপমা হইতেছে এক কমল (বদন) এবং দুই খঞ্জন (নয়ন)। এক কমলে দুই খঞ্জন খেলা করিতেছে। কানাই ওদিকে চাহিও না ; যে অনুপম (সুন্দব বস্তু) উপভোগে আসিবে না, তাহাকে দেখিয়া কি ফল? আকাশে চাঁদ ও তাবা থাকে, সূর্য্য উদিত হইলে সব প্রকাশিত হয়। সুমেরু নিশ্চয় কনকাচল, (তাহাকে) কে উপাড়িয়া আনিবে? যে অঞ্জলি কবিয়া সাগব শোষণ করিতে পাবে, সুরাসুবকে মারিয়া জয় করিতে পাবে, জল ও স্থলে সমভাবে নৌকা চালাইতে পাবে, সেই এই নাবীকে লাভ করিতে পারে। বিদ্যাপতি বলে, ব্যস্ত হইও না, হৃদযে (এখনও) নাথ লাগে নাই অর্থাৎ এখনও এই নাবীব অনুবাগ জন্মে নাই। দূতীব বাক্য স্থিব কবিয়া মানিবে। বাজা শিবসিংহ অতি ভাগ্যবান্।

(৩৮)

সহজহি১ আনন সুন্দব বে
ভ উহ সুবেখলি আঁখি।
পঙ্কজ মধু পিবি মধুকব
উড়এ পসাবএ পাখি॥
ততহি ধাওল দুহু লোচন বে
জতহিং গেলি বব নাবি।
আসা লুবুবল ন তেজএ বে
কৃপনক পাছু ভিখাবি॥
ইঙ্গিত নযন তবঙ্গিত দেখল
বাম ভঁউহ ভেল ভঙ্গ।
তখনে না জানল তেসবে
গুপুত মনোভব রঙ্গ।
চন্দনে চবচু পয়োধব
গ্যম গজমুকুতা হাব।
ভসমে ভবল জনি শঙ্কব
সিব সুবসরি জলধাব॥

বাম চবণ আগুসাবল
দাহিন তেজইতে লাজ।
তখন মদন সবে পূবল
গতি গঞ্জএ গজবাজ॥
আজ জাইতে পথ দেখলি বে
রূপে বহল মন লাগি।
তেহি খন সঞো গুন গৌবব বে
ধৈরজ গেল ভাগি॥
রূপ৩ লাগি মন ধাওল রে
কুচ কঞ্চন গিবি সাঁধি।
তে অপবাধে মনোভব বে
ততহি ধএল জনি বাঁধি॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল বে
বস৪ বুঝ বসমন্তা।
রূপনবাযন৫ নাগর বে
লখিমা দেবিক সুকন্তা॥

ন গু তালপত্র ৫২ নেপা ৭৯, পৃ ২৯ ক, পং ৪, ক্ষণদা পৃ ৩৪৮ (ভণিতাহীন) অ ৭৬

পাঠান্তর—নেপালপুথিতে (১) 'ততহি ধাওল দুহু লোচন রে' প্রভৃতি হইতে আরম্ভ হয়য়াছে। কিন্তু 'সহজহি আনন' প্রভৃতি 'কৃপণক পাছু ভিখারি'র পর আছে। (২) তেহি পথে (৩) রূপ লাগল মন ধাওল রে। (৪) গুণ বুঝ রসিক সুজান (৫) রাজহি রূপ নরাএন রে লখিমা দেবী রমানে। নেপালপুঁথিতে—'ইঙ্গিত নয়ন' হইতে গঞ্জএ গজরাজ পর্যান্ত নাই।

শব্দার্থ– ভঁউহ—ভ্রূ ; সুরেখলি—সুরেখাযুক্ত ; তেসবে—তৃতীয় ব্যক্তি ; গৃম—গ্রীবা।

অনুবাদ—সহজ সুন্দর মুখ ও ভ্রূর সুরেখাযুক্ত চোখ (দেখিয়া মনে হয় যেন) ভ্রমর (ভ্রূ) পঙ্কজের (বদনের) মধু পান করিয়া উড়িবার জন্য পক্ষ (চোখের পলক ও পদ্ম) বিস্তার করিয়াছে। যেখানে বা যে পথে সেই বরনারী গমন করিল, সেই পথে আমার দুই নয়ন ধাবিত হইল, যেমন আশালুব্ধ ভিক্ষুক কৃপণের পিছনে পিছনে ধায়। (আমাকে) ইসারা করিবার জন্য নয়ন তরঙ্গিত এবং বাম ভ্রূ বঙ্কিম হইল, সে সময় তৃতীয় ব্যক্তি অনঙ্গের গুপ্তরঙ্গ জানিতে পারিল না। তাহার চন্দনচর্চ্চিত পয়োধর ও গলার গজমুক্তাহার (দেখিয়া মনে হইল যেন) শঙ্কর (কুচ) ভস্মে আবৃত হইয়াছেন ও তাঁহার মাথায় গঙ্গার জলধারা (মুক্তাহার)। সে বামচরণ অগ্রসর করিল, দক্ষিণ ত্যাগ করিতে লজ্জা পাইল (নায়িকারও যাইতে ইচ্ছা ছিল না, তাই দক্ষিণ পদ বাড়াইতে লজ্জা পাইল ; কিন্তু 'দাহিন' শব্দে 'দাক্ষিণ্যের' ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে, সে ক্ষেত্রে অর্থ হইবে সে দাক্ষিণ্য ত্যাগ করিতে লজ্জা পাইল বলিয়াই যেন আগে বামচরণ বাড়াইল)। গজরাজের গঞ্জনাকারী গতি (দেখিতে দেখিতে) মদন শরসন্ধান করিল। আজ তাহাকে যাইতে পথে দেখিলাম, তাহার রূপ মনে লাগিয়া রহিল। সেই সময় হইতে গুণের গৌরব ও ধৈর্য্য পলায়ন করিল। রূপের জন্য মন কুচরূপ কাঞ্চনগিরির সন্ধিপথে ধাবিত হইল। সেই অপরাধে মনোভব মনকে সেইখানেই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, হে রসমন্ত রস বুঝ। লখিমাদেবীর পতি রূপনারায়ন নাগর।

(৩৯)

অম্বর বিঘটু[১] অকামিক[২] কামিনি
কবে কুচ ঝাঁপু সুছন্দা[৩]।
কনক-সম্ভু সম অনুপম[৪] সুন্দর
দুই পঙ্কজ[৫] দস চন্দা॥

কত রূপ কহব বঝাই।[৬]
মন মোর চঞ্চল লোচন বিকলে
ও ও অনইতে জাই॥[৭]

ক্ষণদা গীতচিন্তামণির পাঠ নিম্নে দিলাম,—ইহা হইতে বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালা দেশে কিভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সহজই আনন সুন্দর রে
ভাঙ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজ মধুকর পিবি মধুরে
উড়য়ে পসারল পাখি॥
আজু পেখনু ধনী যাইত রে
রূপ রহল মন লাই।
কোটি সুধাকর বদন মণ্ডল
আঁখি তিরপিত নাহি পাই॥

অতএ ধাওল মোরি লোচন রে
যহি যহি গেলি বরনারী।
আশালুবধ নাহি তেজই রে
কৃপণকো পাছে ভিখারি।
অতএ রহল মন মো রহু রে
কনয়া কুচ গিরি সান্ধি।
তে অপরাধে মনোভব রে
জোরি রাখল মন বান্ধি॥

৩৯। **কীর্ত্তনানন্দের পাঠান্তর**—(অধিকাংশ স্থলেই অশুদ্ধ ও অর্থহীন) (১) বিঘ্যচুহ (২) আকামুক (৩) সন্ধান্ধা (৪) কুচযুগ নিরুপম (৫) পঙ্কজে (৬) কি আর কতরূপ কহব বুঝাই (৭) উহ আনিতে ইহ যাই।

আড়[৮] বদন কএ মধুর হাস দএ
সুন্দরি রহু সির লাই।
অওঁধা[৯] কমল কান্তি নহি পূরএ
হেরইত জুগ বহি জাই॥

ভনই[১০] বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
পুহবী নব পচবানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে॥

ন. গু. তালপত্র ৫০, কীর্ত্তনানন্দ পৃঃ ১২২, অ. ৭৪

শব্দার্থ—বিঘটু—সরিয়া গেল। অকামিক—অকস্মাৎ। সুছন্দা—সুন্দর রূপে। অনইত—অনায়ত্ত। লাই—নীচু করিয়া। অওঁধা—উল্টান, নতমুখ। পুহবী—পৃথিবী।

অনুবাদ—অকস্মাৎ কামিনীর বসন সরিয়া গেল। সে (দুই) হাত দিয়া (কুচযুগ) সুন্দররূপে ঢাকিল, যেন কনক-শম্ভুকে (কুচকে) অনুপম সুন্দর দুই পঙ্কজ (কর) এবং দশটি চন্দ্র (নখচন্দ্র) দিয়া ঢাকা হইল। কিরূপে বুঝাইয়া বলিব? আমার মন চঞ্চল ও লোচন বিকল হইল, উভয়ই আমার আয়ত্তের বাহিরে গেল। মুখ আড় করিয়া, মধুর হাসিয়া সুন্দরী মাথা নীচু করিল, যেন উলটানো কমলের কান্তি পূর্ণরূপে দেখা গেল না বলিয়া (দেখিতে দেখিতে) যুগ বহিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন হে যুবতিশ্রেষ্ঠা শুন! লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ পৃথিবীতে নবীন মদন।

(৪০)

জনি হুতবহ হবি আনি মেরাওল
তা সম ভেল বিকার।
দুহু ও নয়ন তোর বিসম মদন সর
শালয় হৃদয় হমার।
হরি হরি কাঁ লাগি সুমুখি বিহুসি হসি
হেরলহ জীবন পরল সন্দেহ॥

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নাগর
সবহু হোএত পরকার।
রাজা সিবসিংঘ গাওল-এন
লখিমা দেবী উদার॥

রাগত° পৃঃ ৫৫, ন. গু. ১১৯, অ ১২২

শব্দার্থ—হুতবহ—অগ্নি। মেরাওল—মিলাইল। শালয়—শেল বিদ্ধ করে। বিহুসি হসি—স্মিত হাস্য করিয়া। জনি—যেন।

পাঠান্তর—(৮) আড়নয়নে কহে বিহসি হাসি রহে সুন্দরী রহসি বলাই (৯) অওবে কমল জনু মধুমাখি তেজই হেরইতে যুগ বহি যাই (১০) বিদ্যাপতি কবি গাইয়ে ইহ রস বুঝে রসবন্তা। রাজা শিবসিংহরূপ নারায়ণ লেখুক দেবী লছমা॥

অনুবাদ—যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় তেমনি আমার বিকার বর্দ্ধিত হইল। বিষম মদনশর তুল্য তোমার দুই নয়ন আমার হৃদয় ভেদ করিল। হরি! হরি! কি কারণে সুমুখী স্মিতহাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আমার জীবনসংশয় হইল। তাহার পীনপয়োধরের উপর অপরূপ সুন্দর মোতির হার যেন কনকাচলের (কুচের) উপর স্বর্গসরিতের দুই বিমল জলধারার ন্যায় প্রতিভাত হইল। বিদ্যাপতি বলেন হে শ্রেষ্ঠ নাগর! শুন, সব কিছুরই প্রতীকার হয়। রাজা শিবসিংহ এবং উদার লখিমাদেবী এইরূপ গাহেন।

(৪১)

জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি
দুহু মনে দুখ লাগু।
দুহুক আসা দীপ মিঝাএল
মদন আঁকুর ভাঁগু॥
বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ
দুহু সমীহএ মেলি।
একক হৃদয় অওক ন পাওল
তেঁ নহি ফাউলি কেলী॥
বাম নয়না জঞো ভেল দূতে
ও দাহিন রহু লজাই।
চেতন চেতন গুপুতি পিরিতি
পর কহহু ন জাই॥
জই নব চন্দ পুরন্দর অম্বর
চন্দন তাসু সমানে।
দসমি দসা পথ অগিরঞো
ন করঞো তেসর কানে॥

মোহন সব মনোভবে সাজল
তনু পসাহল আগী।
কিছু অবসর কী সখি বোলতি
পুনু দরসন লাগী॥
সীতলি উকুতি জেহে জগুতি
সমদল ছল আনে।
অব সগানা জানি কহ্নাই
মানি হল ধনি ধানে॥
দপ্পন মুখ প্রতিবিম্ব নাএরী
বেকত ভেল বিকারে।
পুনুক আসা কাম পুরাবও
ভনে কবি কণ্ঠহারে॥
হরি সবাঁসে জগত জানিতা
রূপনরায়ন রন্তা।
রাএ সিবসিংঘ সুচিরে জীবও
লখিমা দেবী সুকন্তা॥

ন. গু ৭৫, তালপত্র অ ৩

শব্দার্থ—দীঠি—দৃষ্টি। বিছুড়লি—ছাড়াছাড়ি হইল। মিঝাএল—নিভিয়া গেল। আঁকুর—অঙ্কুর। ভাঁগু—ভাঙ্গিল। সঁতাবএ—সন্তপ্ত করে। সমীহএ—ইচ্ছা করে। ফাউলি—পাইল। সাজল—সন্ধান করিল। পসাহল আগী—আগুনে ফেলিয়া দিল। মানি—জানিয়া, বুঝিয়া। হল—যায়। ধানে—সন্নিধানে, নিকটে।

অনুবাদ—যখন দুইজনের দৃষ্টির ছাড়াছাড়ি হইল, তখন দুইজনেরই মনে দুঃখ লাগিল। উভয়েরই আশা দীপ নিভিয়া গেল, মদন অঙ্কুরেই ভাঙ্গিয়া গেল। দুইজনেই বিরহদহনে সন্তপ্ত হইল, দুইজনেই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিল। একের হৃদয় অপরে পাইল না, তাই কেলিও হইল না। বামনয়না যেন নিজেই নিজের দূতী হইল, নায়ক দক্ষিণ (অনুকূল) হইয়াও লজ্জিত হইয়া রহিল। চতুরে চতুরে গুপ্ত প্রণয়, পরকে বলাও যায় না। যেমন পুরন্দরের অম্বরে নবচন্দ্র (ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করায় সহস্রাক্ষ অথবা সহস্র নবচন্দ্রের রেখার তুল্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহার

অন্তরে চন্দ্র শীতল না হইয়া জ্বালাদায়ক হইয়াছিল) তেমনি চন্দন যন্ত্রণাদায়ক হয়, দশমী দশা স্বীকার করিয়া লয়, তবুও তৃতীয় ব্যক্তির কাণে (প্রেমের কথা) তুলে না। মদন মোহন শর সন্ধান করিল, দেহে যেন অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। কিন্তু পুনরায় দর্শনলাভের ছুতা না পাইলে সখীকে কি বলিবে ? অন্যের দ্বারা শীতল উক্তিতে যে সকল যুক্তির কথা বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিল, তাহার মর্মার্থ বুঝিয়া ধনীর নিকট যদি কানাই আসে, তবে বুঝিব সে চতুর। দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি বিকার ব্যক্ত হইল। কবি কণ্ঠহার বলেন, পুনরায় দর্শনের আশা, কাম পুরাইবেন। রাজা রূপনারায়ণকে জগতে হরিসদৃশ জানিও। লখিমাদেবীর সুকান্ত রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন।

(৪২)

লাখ[১] তরুবর কোটিহি[২] লতা
জুবতি কত ন লেখ।
সব[৩] ফুল মধু[৪] মধুর[৫] নাহী[৬]
ফুলহু ফুল বিসেখ॥
জে ফুল[৮] ভমর নিন্দহু সুমর
বাস[৯] ন বিসরএ পার।
জাহি[১০] মধুকর উড়ি উড়ি পড
সেহে সংসারক সার॥
সুন্দরি, অবহু বচন সুন।
সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি
আপু সরাহহি[৭] পুন॥

তোহরে[১১] চিন্তা তোহরে কথা[১১]
সেজহু তোরিএ চাঞো।
সপনহু[১১] হরি পুনু পুনু কএ
লএ উঠ তোরিএ নাঞো॥
আলিঙ্গন[১১] দএ, পাছু নিহারএ
তোহি বিনু সুন কোর।
অকথ[১২] কথা আপু অবথা
নয়নে তেজয়ে নোর॥
রাহি বাহী জাহি মুঁহ সুনি
ততহি অপপএ কান।
সিরি সিবসিংঘ ই রস জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

রাগত পৃ ২০৪ তলপত্র ন গু ৯৭ : নেপাল ২১, পৃ ৯ক, পং ৫ (ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি), অ ১০৯,

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) লাখে (২) কোটিহি কোটিহি (৩) সবতি (৪) ফুলামধু (৫) মধুকর (৬) মধুহু মধু বিশেষ—"নাহী ফুলহু ফুল বিসেখ" এর পরিবর্ত্তে। (৭) সরাহসী (৮) মধু (৯) বাসি (১০) এলি মধুকর জহি ডাউপল সোহে সসারক সার
(১১) তোরি সরাহলি তোরি এ চিন্তা
তোষইহ তোরিএ ঠাম
সপনেক তোহি দেখি পুনু কএ
লএ উঠ তোরিএ নাম॥
(১২) পাছিলি কথা অকথ কথা লাজে ন তেজয়ে নোর।

রা. গ. ত অনুসারে পাঠান্তর-রাগত আরম্ভ "লাখহুঁ লতা কোটি তরুম" (১৩) তোরিএ চিন্তা তোরি বরতা, সেজহু তোরিএ ঠাম।
(১৪) সপনহু হরি তোহিন বিসরল এ উঠ তোরিএ নাম। (১৫) বের।
(১২) হৃদয় কথা গুপতি বোধা
লাজে ন ছোড়ায়ে নোর।
ভনিতায় আছে
"সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল নিঅ মনে অবধারী
থকর পেমে পরাধীন বাঁলহু সেহে কলাবতী নারী।"
রাগ তরঙ্গিনীতে অথবা নেপাল পুঁথিতে
"রাহি বাহী জাহি ....ইত্যাদি" নাই।

শব্দার্থ—তরুবর—তরুবর। বিসেখ—বিশেষ। নিন্দহু—নিদ্রাতেও। সুমর—স্মরণ করে। ইছ—ইচ্ছা করে। সরাহহি—প্রশংসা করে। নাওঁ—নাম। আপু অবথা—নিজের অবস্থা।

অনুবাদ—(যেমন) তরুবর শাখ, অথচ লতা কোটিসংখ্যক, তেমনি কত যুবতীই যে আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকল ফুলের মধু মধুর নহে, ফুলের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। ভ্রমর যে ফুলের গন্ধ ভুলিতে পারে না, নিদ্রাতেও যাঁহার কথা স্মরণ করে, যাহাতে বার বার উড়িয়া উড়িয়া আসে, সেই ফুলই সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুন্দরি! এখনও কথা শুন। সকলকে ত্যাগ করিয়া হরি তোমাকেই (পাইতে) ইচ্ছা করেন, তোমারই প্রশংসা করেন। হরি তোমারই চিন্তা করেন, তোমার কথাই বলেন, শয্যাতেও তোমাকেই চান। স্বপ্নের মধ্যে হরি তোমারই নাম লইয়া বারবার উঠেন, আলিঙ্গন দেন, পিছন ফিরিয়া তাকান কিন্তু তোমার বিহনে তাঁহার শূন্য ক্রোড়। তাঁহার অবস্থা কহা যায় না, নয়নে নীর বহিতে থাকে। যেখানে 'রাই' 'রাই' শব্দ শুনেন, সেইখানেই কাণ দেন, কবি বিদ্যাপতি বলেন শ্রীশিবসিংহ এই রস জানেন।

(৪৩)

আসায়ে[১] মন্দির[২] নিসি গমাবএ
সুখে ন সূত সঁয়ান
জখন জতএ[৩] জাহি নিহারএ
তাহি তাহি তোহি[৪] ভান॥
মালতি! সফল জীবন তোর।
তোর[৫] বিরহে ভুঅন ভমএ
ভেল মধুকর ভোর॥
জাতকি কেতকি কত ন অছএ[৬]
সবহি[৭] রস সমান।
সপনহু[৮] নহি তাহি[৯] নিহারএ
মধু কি করত পান॥
বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি
সবহি তোহি[১০] নিরূপ।
তোহি বিনু পুনু পুনু মুরছএ
অইসন প্রেম-স্বরূপ[১১]॥
সাহর[১২] নবহু সউরভ ন লহ
গুঞ্জরি গীত ন গাব।
চেতন পাপু চিন্তাএ আকুল
হরখ সবে সোহাব॥
জাকর হৃদয়[১২] জতহি রতল
সে ধসি ততহি জাএ
জইওও জতনে বাঁধি নিরোধিঅ
নিমন নীর থিরাএ।
ই রস রাএ সিবসিংহ জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান।
রানি লখিমা দেবি বল্লভ
সকল গুণ নিধান॥

ন. গু. ১০৪ তালপত্র

নেপাল ১৮, পৃ ৮ ক, পং ১, (ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি) অ ১১৬

শব্দার্থ—আসায়ে—আশাতে। গমাবএ—কাটায়। জতএ—যেখানে। ভুঅন—ভুবন। ভোর—বিহ্বল। সাহর—সহকার। নবহু—নূতন। সোহাব—শোভা পায়। ধসি—বেগের সহিত।

নেপাল পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) আসা (২) মন্দির বৈস (৩) জখনে জতহে (৪) তুঅ (৫) তোরে (৬) অছ পেম (৭) কুসুম তোরে (৮) সপনকু (৯) কাহু (১০) তোব (১১) পেম (১২) ইহার পরিবর্ত্তে নেপাল পুঁথিতে আছে :—
"জকর হৃদয় জতএ রহল ধসি পএ ততহি জাএ
জেঅও জতনে বান্ধি নিরোধিঅ নিমন নীর সমাএ।"

অনুবাদ—আন্যাতে গৃহে রাত্রি যাপন করে, সুখে শয্যায় শয়ন করে না, যখন যাহা যেখানে দেখে, তাহাতেই তোর কথা মনে হয়। মালতি তোর জীবন সফল, তোর বিরহে ভুবন ভ্রমণ করিয়া ভ্রমর বিহ্বল হইল। জাতী, কেতকী কত আছে, সকলেরই রস সমান। স্বপ্নেও তাহাদের দেখে না, মধু কি করিয়া পান করিবে ? বন, উপবন, কুঞ্জ-কুটীর সবস্থানেই তোকে নিরূপণ করে। তোর বিরহে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, এই রূপ প্রেমের স্বরূপ। সহকারের নব সৌরভ সহিতে পারে না, গুঞ্জরিয়া গান গাহে না, চতুর পাপ চিন্তায় আকুল হয়, হর্ষে সব শোভা পায় অর্থাৎ চতুর ব্যক্তি দুশ্চিন্তায় আকুল হয়, কিন্তু আনন্দের সময় সমস্ত দ্রব্যই ভাল লাগে। যাহার হৃদয় যেখানে অনুরাগী, সে সেই স্থানেই বেগে ধাবিত হয়। যদিও সযত্নে জলকে বাঁধিয়া রোধ করে, তথাপি সে নীচের দিকে স্থির হয়। কবি বিদ্যাপতি বলে, রাণী লখিমা দেবীর স্বামী সকল গুণনিধান রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৪৪)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু খেনে হাস।
কি কহএ গদ গদ ভাস॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপএ দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনরায়ন সাখি॥

পং ৩৯৬ ; ন. গু ৮৮, অ. ৯৮

অনুবাদ—হে ধনি, শুন, তোমাকে না পাইয়া কানাই পাগল হইয়াছে। বিনা কারণে কখন হাসে, কখনও গদ্‌গদ স্বরে কি বলে। আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা ধিক,' 'হা ধিক' বলে। তাহার দুর্ব্বল দেহ কাঁপিতে থাকে, কেহ ধরিয়া (কম্পন) থামাইতে পারে না। বিদ্যাপতি বলেন রূপনারায়ণ ইহার সাক্ষী।

(৪৫)

সে অতি নাগর গোকুল কাহ্ন।
নগরহু নাগরি তোহি সবে জান॥
কত বেরি সাজনি কী কহব বুঝাএ।
কএলে ধন্ধে ধরম দুর জাএ॥
সুন্দরি রূপগুনহু সভা সার।
আদি অন্ত নহি মহঘ পসার॥
সরূপ নিরূপি বুঝউলিসি তোহি।
জনু পরতারি পঠাবসি মোহি॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝ রসমন্ত।
সিরি সিবসিংঘ লখিমা দেবি কন্ত॥

নেপাল ১১৪, পৃ ৪১ ক, পং ২, ন গু ৯৩, অ ১০৩

শব্দার্থ—বেরি—বারবার ; ধন্ধে—সংশয়মূলক কাজ ; মহঘ পসার—বহুমূল্য দ্রব্য ; পরতারি—প্রতারণা করিয়া।

অনুবাদ—সেই কানাই গোকুলের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাগর, আর নগরের সকলেই তোমাকে নাগরী বলিয়া জানে। হে সখি ! কতবার আর তোমাকে বুঝাইব যে সংশয়যুক্ত কাজ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সুন্দরি ! রূপগুণ হইতে শ্রেষ্ঠ আদ্যন্ত (প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত) মহার্ঘ বস্তু আর নাই। তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি আমাকে যেন প্রতারণা করিয়া

(কানাইয়ের নিকট) পাঠাইও না। বিদ্যাপতি বলেন যে লখিমাদেবীর কান্ত শ্রীশিবসিংহ রসমন্ত ইহা বুঝেন। নগেন গুপ্ত এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অমূল্য বিদ্যাভূষণ এই পদের অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

"গোকুলে কানাই অতি নাগর (রসিক), নগরের মধ্যে তুমি যে (প্রধান) নাগরী তাহা সকলেই জানে॥ সজনি, কতবার বুঝাইয়া বলিব (কার্য) করিলে ধর্মবিষয়ে সংশয় দূর হইবে অর্থাৎ এ কার্য ধর্ম-বিরুদ্ধ কিনা, সে সংশয় নষ্ট হইবে॥ সুন্দরি, রূপ গুণের সার (তোমার আছে), মহার্ঘ পসারের আদি অন্ত নাই অর্থাৎ অত্যন্ত বেশী দামে তোমার রূপগুণ বিক্রয় হইবে॥ স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম। প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে (শ্রীকৃষ্ণের কাছে) পাঠাইও না॥ বিদ্যাপতি বলিতেছে, লখিমা দেবীর পতি রসিক শ্রীশিবসিংহ ইহা বুঝেন॥" এই অনুবাদে সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়; কেননা নগেনবাবু প্রথমেই ইহাকে দূতীর উক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং ৭ম ও ৮ম চরণের অনুবাদে লিখিয়াছেন—"সত্যকথা নিরূপণ করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম, প্রতারণা করিয়া আমাকে পাঠাইও না (মাধবকে বঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা আশা দিয়া আমাকে তাহার কাছে পাঠাইও না)।" মাধবকে মিথ্যা আশা দিয়া দূতী পাঠানোর কোন পূর্বাভাস পদের প্রথম দিকে নাই।

(৪৬)

পিয়া পরবাস আস তুঅ পাসহি
তেঁ কি বোলহ জদি আন।
জে পতিপালক সে ভেল পাবক
ইথী কি বোলত আন॥

সাজনি অঘটন ঘটাবহ মোহি।
পহিলহি আনি পানি পিয়তমে গহি
করে ধরি সোপলিহু তোহি॥
কুলটা ভএ জদি পেম বঢ়াইঅ
তেঁ জীবনে কী কাজ।
তিলা এক রঙ্গ রভস সুখ পাওব
রহত জনম ভরি লাজ॥

কুলকামিনি ভএ নিজ পিয় বিলসএ
অপথে কতহু নহি জাই।
কী মালতী মধুকর উপভোগএ
কিম্বা লতাহি সুখাই॥
বিদ্যাপতি কহ কুল রখলে রহ
দূতি বচনে নহি কাজ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেবি সমাজ॥

রাগ ত, পৃঃ ৯২, ন. গু. ২১৫, অ ২১৬

শব্দার্থ—আস—আশা; পাবক—দহনকারী, ভক্ষক; গহি—লইয়া; কতহু—কখনও; সুখাই—শুকাইয়া যায়।

অনুবাদ—প্রিয় প্রবাসে (সেই হেতু) তোমার নিকট আশা, সেইজন্য কি অন্য কথা বলিতেছ? যে রক্ষক সেই দাহক অর্থাৎ ভক্ষক হইলে অপরে কি বলিবে? সজনি, আমার অঘটন ঘটিবে, প্রথমে তুমি (আমার) হস্ত আনিয়া প্রিয়তমের হস্তে সমর্পণ করিলে। কুলভ্রষ্টা হইয়া যদি প্রেম বাড়াই, সেই জীবনে কি কাজ? এক তিল অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য রঙ্গ আনন্দ সুখ পাইব, (তাহাতে) জীবন ভরিয়া লজ্জা রহিবে। কুলকামিনী হইয়া নিজ প্রিয়ের সহিত বিলাস করে, কখনও অপথে যায় না অর্থাৎ অন্যাসক্তা হয় না, মালতী হয় ভ্রমর কর্তৃক উপভুক্ত অথবা লতাতেই শুকাইয়া যায় (তথাপি অন্যের প্রতি আসক্ত হয় না)। বিদ্যাপতি বলে, কুল লইয়াই থাক, দূতীর বচনে প্রয়োজন নাই। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (লখিমাদেবীর সম্মুখে) এই কথা বলিতেছেন।

(৪৭)

গগনক চান্দ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়ল নিতি।
যত কিছু কহল সবহু ঐছন ভেল
চীতপুতলী সমরীতি॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে অবুঝ অবুঝ করি মানএ
কতএ বুঝাযবি তাই॥
তোহারি মধুর গুণ কতহি থাপলু
সবহু কঠিন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনী
কর কমল নাসহএ পরাণে॥
বিদ্যাপতিবাণী শুন শুন গুণমণি
আপে করহ পযান।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ণ *
লছিমা দেই রসগান॥

(পণ্ডিতবাবাজী পুঁথি, পদ ৯৮)

শব্দার্থ—চীতপুতলীসম—চিত্রিত পুত্তলিকাবং। থাপলু—স্থাপন করিলাম প্রমাণ করিলাম। পযান—প্রস্থান, নিজেই যাও।

অনুবাদ—মাধব! আমি তাহাকে রোজ রোজ কত বুঝাইলাম হাতে যেন আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিলাম; (কিন্তু) যতকিছু বলিলাম, সবই যেন ব্যর্থ হইল কেননা সে পটে আঁকা ছবির মতন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—রাই কিছুতেই বোধ মানিল না। বুঝাইতে গেলে যে অবুঝ (বোকা) বলিয়া বসিয়া থাকে তাহাকে কেমন করিয়া বুঝান যায়? তোমার মধুরগুণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে (পরপ্রেম) কঠিন বলিয়া মনে করিল, যেমন রাত্রির বরফ পাত হইলে কমল করস্পর্শও সহ্য করিতে পারে না (হাতে ধরিলেই ঝরিয়া পড়ে)। হে গুণমণি! তুমি বিদ্যাপতির কথা শুন, নিজেই (তাহার নিকট) যাও। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও লছিমাদেবীর পতি এই রসগান।

(৪৮)

কারএ মোঞে গেলহু ফুল।
মোতি মাণিকে তূল॥
সাজনি সাজি অছোরসি মোরি॥

গরুবি গরুবি আরতি তোরি।
দিঠি দেখইত দিবস চোরি॥
এত কহ্নাই পর ধন লোভ।
জে নহি লুবুধ সেহে পএ সোভ॥
নিকুঞ্জকের সমাজ।
ইথী নহী মুখ লাজ॥
ঢাঁকি বোবে[১] ন অপজস রাসি।
সে করে কাহ্নু জেন লজাসি।
জখনে নাগর নগর জাসি॥
পীন পয়োধর ভার।
মদন রাএ ভণ্ডার॥
রতনে জড়িলো তা হরি মাথ।
মলিন হোএত ন দেহে হাথ॥
কবি ভন কণ্ঠহার।
রস এতএ কে পাব।
সিরি সিবসিংহ জানএ তন্ত।
রতন সন লখিমা কন্ত॥
সব কলারস জে গুণমন্ত॥

রা গ ত° পৃঃ ৯১, ন.গু. ১২২, অ ১২৫

পাঠান্তর—নগু স্বীকার করিয়াছেন যে এই পদ রাগতরঙ্গিণী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু (১) মুদ্রিত পুথির 'বোবে' স্থলে 'রহে ন' করিয়াছেন।

শব্দার্থ—তোরঅ—তুলিতে, অছোড়ল—কাড়িয়া লইলে, গরুবি গরুবি আরতি তোরি—তোমার দোহাই; গরুবি গরুবি—ভারী ভারী; আরতি—আর্ত্তি, দোহাই। ন.গু. 'তোরি' অর্থে ভাঙ্গিয়া করিয়াছেন।

অনুবাদ—মুক্তামাণিক্যের তুল্য ফুল তুলিতে গেলাম, আমার সাজি কাড়িয়া লইলে (সাজনি শব্দের অর্থ সখী, কিন্তু সখা অর্থে এস্থানে গ্রহণ করিলে তবে সঙ্গতি হয়, কেননা সমগ্র পদটী রাধা কানাইকে বলিতেছেন; সখীর প্রতি রাধার উক্তি হইলে "হাত দিও না, স্তন মলিন হইয়া যাইবে" এই উক্তির সার্থকতা থাকে না)। তোমার দোহাই আমি আর্ত্তি করিতেছি, তোমার নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি। তুমি কি দিন দুপুরে চোখের উপর চুরি করিবে? কানাই পরের ধনে তোমার এত লোভ? যে লোভী নহে, সেই শোভা পায়। নিকুঞ্জের নিকট এমন কাজ করিতে তোমার লজ্জা হয় না? অপযশরাশি ঢাকা থাকে না। কানাই এমন কাজ করিতেছ যাহাতে নগরের লজ্জা সমাজে গেলে তুমি লজ্জা পাইবে। পীনপয়োধরভাব মদন রাজার ভাণ্ডার তাহার শীর্ষে বস্ত্রহার জড়ানো রহিয়াছে; তাহাতে হাত দিও না, মলিন হইয়া যাইবে। কবি কণ্ঠহার বলিতেছেন—এখানে কে থাকিতে পারে? বস্ত্রতুল্য লখিমার কান্ত শ্রীশিবসিংহ সকল কলারসে গুণবান, তিনি এই পদ্ধতি জানেন।

(৪৯)

তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব।
হউ ন করিঅ কহ্নু কর মোহি পার।
সব তহ বড় থিক পর উপকার॥
আইলি সখি সবে সাথে হমার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥
হমরা ভেলি কাহ্নু তোহরেও আস।
জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস॥

ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।
জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম॥
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক॥
তোহেঁ পর নাগর হমে পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
ই রস সকল সে পাবে॥

ন. গু. তালপত্র ১২৫, রাগত° পৃঃ ৯৪, অ ১২৮

পাঠান্তর—উপরে নগুর পাঠ দেওয়া হইল; তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে এই পদ তাল পত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী হইতে লইয়াছেন। কিন্তু রাগতরঙ্গিণীর মুদ্রিত পুস্তকে আছে—

কুলগুণগৌরব শীল সোভাও
সবে লএ চঢ়লিহু তোহরহি নাও।

হমে অবলা কত কহব অনেক
আইতি পড়লা বুঝি অবিবেক॥
হউ তেজ মাধব কর মোহি পার
সবহুতহি বড় থিক পর উপকার।
হমরা ভেলি আবে তোহরি আস
[illegible]॥

তোহেঁ পর পুরুষ হমহু পর নারি।
হৃদয় কাঁপ তুঅ রীতি বিচারি,
ভলমন্দ জানি করিঅ পরিণাম॥
জস অপজস পএ রহএ ঠাম,
ভনই বিদ্যাপতি তোহেঁ গুণমান
[illegible] কে নহি জান।

ন. গু. পাঠের **অনুবাদ**—তোমার গুণগৌরব ও সুশীল স্বভাব জানিয়া আমি তোমার নৌকায় চড়িলাম। কানাই, হঠকারিতা করিও না, আমাকে পার করিয়া দাও, সব চেয়ে ভালো কাজ পরোপকার করা। আমার সাথে যে সকল সখী আসিয়াছিল তাহারা ভালমতে পার হইয়া গেল। কানাই, আমি তোমার ভরসায় আছি, যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা প্রতিপালনে উদাসীন হইও না। পরিণাম ভাল কি মন্দ জানিয়া কাজ করিও, যশ ও অপযশ দুইই (এই) স্থানে (জগতে) রহিয়া যায়। আমি অবলা, আর অধিক কি বলিব, তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছি, যাহা বিবেচনার কাজ বলিয়া বোঝ, তাহাই কর। তুমি পর-পুরুষ, আমি পরনারী; তোমার প্রকৃতি বিচার করিয়া আমার হৃদয় কাঁপে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই সকল রস পাইবেন।

রাগতরঙ্গিনীর পাঠের **অনুবাদ**—আমি আমার কুল, গুণগৌরব, শীল ও স্বভাব সব লইয়া তোমার নৌকায় চড়িলাম। আমি অবলা, আর কত বলিব? বুঝি অবিবেচনা বশে এরূপ করিয়া ফেলিয়াছি। (অন্যান্য অংশ নগুর অনুরূপ।

(৫০)

দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব খন
বিহি ন দাহিন রহ[১] বাম লো।
সোহ পুরুষবর জেহে ধৈরজ কর
সম্পদ বিপদক ঠাম লো॥
মাধব বুঝল সবে অবধারি লো।
জস অপজস দুঅও চিরে থাকএ
আওর দিবস[২] দুই চারি লো॥

আপন করম অপনহি ভুঁজিঅ
বিহিক চরিত নহি বাধ লো।
কাএর[৩] পুরুষ হৃদয় হারিমর
সুপুরুষ সহ অবসাদ লো॥
তীনি ভুবন মহী অইসন[৪] দোসর নহী
বিদ্যাপতি কবি ভানে[৫]।
রাজা সিবসিংহ[৬] নরাএন
লখিমা দেবি রমানে[৭]॥

নেপাল ১৯০, পৃ ৬৮ ক, পং ৩, ন. গু. ৫০৪, অ ৫১৮

শব্দার্থ—দাহিন—অনুকূল; বাম—প্রতিকূল; কাএর—কাপুরুষ; হারিমর—হারাইয়া মরে; অবসন্ন হইয়া পড়ে; মহী—মধ্যে।

অনুবাদ—সব সময়ে ভাল বা মন্দ দিন থাকে না, বিধিও সর্ব্বদা অনুকূল বা প্রতিকূল থাকেন না। সম্পদ ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া যে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ। মাধব! সব অবধারণ করিয়া বুঝিলাম যে যশ ও অপযশ দুইই চিরকাল থাকে, আর সব দুইচার দিন থাকে। আপন কর্ম্ম আপনিই ভোগ করি; বিধাতার কাজ রোধ করা যায় না। কাপুরুষের হৃদয় অবসন্ন হয়, সুপুরুষ অবসাদ সহ্য করে। কবি বিদ্যাপতি বলেন লখিমা দেবীর রমণ-রাজা শিবসিংহের মতন তিন ভুবনের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই।

ন. গু. এইপদ নেপাল পুঁথি হইতে লইয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত পাঠান্তর সাধন করিয়াছেন:— (১) ন (২) সেহে (৩) দিন (৪) কাতর (৫) ভান লো (৬) রূপনারাএন (৭) রমান লো।

কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।
গিরি কইসে মুকাএত নব সসি রেখ॥
আরতি অধিক ন করিঅ লোভ।
সব রাখএ পহিলহি মুখসোভ॥
ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।
দুহু কুল অপজস পহিল পসার॥
খর কএ খেব লেহে নিঅ দান।
রসিক পএ রাখ গোপীজন মান॥
তোঁহেঁ জদুকুল হম কুলিন গোআলি।
অনুচিত বাট ন কর বনমালি॥
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি।
বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি॥

রাজা রূপনরায়ন জান।
রাএ সিবসিংঘ সুখমা দেই রমান॥

তালপত্র ন. গু. ১২৭, অ ১৩০

শব্দার্থ—মুকাএত—লুকাইবে; নবসসিরেখ—নখের ক্ষতস্বরূপ নূতন শশিরেখা; মুখসোভ—লোকলজ্জা; পহিল পসার—প্রথম বিক্রেয় সামগ্রী; খর—সমুচিত; খেব—খেয়ার পারাণী; অনুচিত বাট—অন্যায় পথ বা অন্যায় কাজ।

অনুবাদ—কুচে নখর লাগিবে সখীজন দেখিবে, গিরি কেমন করিয়া নূতন শশিরেখা লুকাইবে? অতিশয় আরতির (অনুরাগের) লোভ করিতে নাই, সকলেই সর্বাগ্রে মুখশোভা (লোকলজ্জা) রাখে। হরি হৃদয়ের হার অপহরণ করিও না। প্রথম পসারেই (দোকানের প্রথম সামগ্রীতেই) অর্থাৎ নূতন যৌবনে দুই কুলে অপযশ হইবে। উচিতমত নিজের খেয়ার পারাণী লও। হে রসিক! গোপীজনের মান রাখ। তুমি যদুবংশের (পুরুষ) আর আমি সৎকুলের গোপী, হে বনমালি, অনুচিত পথ (ব্যবহার) করিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, ওরে গোপী, মুরারির আদর অধিক পুণ্যেই সম্ভব হয়। সুখমাদেবী-পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন।

(৫১)

রাহু তরাসে চাঁদ হম মানি।
অধর সুধা মনমথে ধরু আনি॥
জিব জঞো জোগাএব ধরব অগোরি।
পিবি জনু হলহ লগতি হম চোরি॥
সহজহি কামিনি কুটিল সিনেহ।
আস পসাহ বাঁক সসিরেহ॥
কী কহু নিরখহ[1] ভঞুক[2] ভঙ্গ।
ধনু হমে[3] সঁপি গেল অপন অনঙ্গ॥
কঞ্চনে কামে গঢ়ল কুচ কুম্ভ।
ভঙ্গইত মনব দেইত[4] পরিরম্ভ[5]॥
কৈতব করথি কলামতি নারি।
গুন গাহক পহু বুঝথি বিচারি॥
ভনই বিদ্যাপতি ন করহি বাধ।
আসা বচনে পুবহি ধনি সাধ॥
গরুড়নরায়ন নন্দন জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥

নেপাল ২৫৩, পৃ ৯২ ক, পং ১ (ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি)
ন. গু. ২১৯, তালপত্র, অ ২২০

পাঠান্তর—নেপাল, পদ—"কী কহু নিরখহ......'হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (১) নিরেখহ (২) ভৌহ বিভঙ্গ (৩) মোহি (৪) দেইতে (৫) "পরিরম্ভের" পর এই দুই চরণ নেপাল পুঁথিতে আছে—"চতুর সখি জন সারথি নেহ
আসেপ মাহি বঙ্ক শশিরেহ।"
ইহার পর—"রাহু তরাসে.........সসিরেহ" আছে।

শব্দার্থ—জীবজঞো—প্রাণের মত ; জোগাএব—যোগাইব, সাবধানে রাখিব ; ধরব অগোরি—আগলাইয়া রাখিব ; ভঞু ক ভঙ্গ—ভ্রুভঙ্গ ; ভঙ্গইত—ভঙ্গিতে ; মনব—মনে হইবে ; পরিরম্ভ—আলিঙ্গন ; কৈতব—ছলনা।

অনুবাদ—আমাব মুখকে রাহুভীত চন্দ্র মনে কবিয়া মন্মথ অধবে সুধা আনিয়া রাখিয়াছে। জীবনের মত সন্তর্পণে আগলাইয়া রাখিব, পান কবিয়া যাইও না, আমাব চবি (চুবিব অপবাদ) লাগিবে। স্বভাবতঃই রমণীর বঙ্কিম ভ্রূ, (তদুপরি) আননে বঙ্কিম শশিবেখা অর্থাৎ মুখে তিলক সাজান বহিয়াছে। কানাই, (আমার) ভ্রূভঙ্গিমা কি দেখিতেছ, মন্মথ নিজের ধনু আমাকে দান কবিয়া গেল। কন্দর্প আমাব কুচকুম্ভ সুবর্ণে নির্মাণ করিল, আলিঙ্গন করিতে মনে হইবে ভাঙিয়া যাইবে। সুকৌশলী বমণী কৌতুক কবিতেছে, গুণগ্রাহী প্রভু বিচাব কবিয়া বুঝিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, বাধা দিও না, ধনি, আশাব বচনে সাধ পূর্ণ কব। গরুড নাবায়ণেব পুত্র লখিমা দেবীব পতি বাজা শিবসিংহ জানেন।

(৫৩)

হঠে ন হলব মোব ভুজ-জুগ জাতি।
ভাঙ্গি জাএত বিস কিসলয়-কাঁতি ॥
হঠ ন কবিয় হবি ন কবিয় লোভ।
আরতি অধিক ন রহ সুখ-সোভ ॥

হটিএ হলিয় নিঅ নয়ন-চকোব।
পীবি হলত ধসি সসিমুখ মোর ॥
পরসি ন হলবে পয়োধর মোর।
ভাঙ্গি জাএত গিবি কনক-কটোর ॥

ভনই বিদ্যাপতি ই বস ভান।
লখিমা পতি সিবসিংহ নৃপ জান ॥

ন গু তালপত্র ২২০, অ ২২১

শব্দার্থ—হঠে—হঠকাবিতা কবিয়া ; হলব—যাইবে ; জাতি—চাপিয়া দেওয়া, বিস—বিষ, মৃণাল ; কিসলয় কাঁতি—কিশলয় কান্তি, হটিএ হলিয়—তাডাতাডি সবাও।

অনুবাদ—হঠকাবিতা কবিয়া আমাব ভুজযুগল চাপিয়া ধবিও না কিশলয়কান্তি মৃণাল (ভুজ) ভাঙিয়া যাইবে। হবি, বণ (প্রকাশ) কবিও না, লোভ কবিও না, অধিক আসক্তিতে সুখ-শোভা থাকে না। আপনার নয়ন-চকোর সবাইয়া লইয়া যাও, বেগে আসিয়া আমাব মুখশশী পান কবিবে। আমাব কুচ স্পর্শ কবিতে যাইও না, পর্বত সম সুবর্ণ বাটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। বিদ্যাপতি বলে, লখিমাপতি বাজা শিবসিংহ এই বসেব ভাব জানেন।

(৫৪)

কতএক হমে ধনি কতএ গোয়ালা।
জলে থরে কুসুম কৈসনি হো মালা।
পবন ন সহ দীপক জোতী
ছুইলেহু মলিনি হো মোতী।
কি বোলিবো অরে সখি কি বোলিবো···
অব আবহ পুমু এসনা কাসে।

কাএ নিবেদসি কুমতি সআনী
সব ভন মধুর তীন্তি বড়ি বানী
পরব ন নীত করএ সব কোই
করিএ পেম জঞো বিরহ ন হোই।
নাগবি জন কে বচহুঁ বিনাসা
র্যেহু বচনে রাখি গেলি আসা

ভণই বিদ্যাপতি এহ রস জানে
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০৩

শব্দার্থ—কতএ—কোথায় ; থরে—স্থলে ; নীত—নিত্য ; বচহুঁ—কথাতে।

অনুবাদ—কোথায় আমার মতন সুন্দরী, আর কোথায় গোয়ালা ! জলের ও স্থলের ফুল লইয়া কিরূপে মালা গাঁথা হইবে ? দীপের শিখা পবন সহে না ; মতি ছুঁইলেই মলিন হয়। আমি আর কি বলিব সখি……। তুমি চতুরা কুমতি কাহাকে কি বলিতেছ ? তোমার সব মধুর, কেবল কথা বড় তেতো। নিত্য কেহ পর্ব্ব (উৎসব) করে না (একথা ঠিক, কিন্তু) প্রেম করিলে যেন বিরহ না হয় (প্রেমের উৎসব যেন নিত্য হয়)। (কবি বলেন) নাগরীর কথায় বিমুখতা, কিন্তু ক্রুদ্ধ বচনেও যেন আশা দিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন লখিমা দেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৫৫)

সে অতি নাগর[১] তঞে সব সার।
পসরও মল্লী পেম পসার ॥
জোবন[৩] নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মুল[২] ইহহ জতে সরূপ ॥

সাজনি রে[৪] হরি রস বনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার ॥
বিধি-বসে[৫] অধিক কর জনু মান।
সোরহ[৬] সহস গোপীপতি কাহ্ন

তোহ[৭] হুনি উচিত রহত নহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিছেদ ॥

নেপাল ১১৬, পৃ ৪১, পং ৪ ; রামভদ্রপুর পদ ১৬৩ ; ন. গু. ৯২ ; অ ১০২
নেপাল পুঁথিতে ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

অনুবাদ—সে অতি নাগর অর্থাৎ অত্যন্ত রসিক, তুমি সকলের সার। হে মল্লিকা, প্রেমের পসরা সাজাও। যৌবন-নগরীতে রূপের ব্যবসা করিবে, যাহা উপযুক্ত মূল্য তাহাই পাইবে। হে সজনি, হরি রসের বণিক্, গোপ ভ্রম করিয়া (তাহাকে) মূর্খ মনে করিওনা। বিধিবশে অধিক মান করিও না—কানাই ষোড়শ সহস্র গোপীর পতি। তোমাতে তাহাতে ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। মন্মথ মধ্যস্থ থাকিয়া পরিচ্ছেদ করিবে অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৫৬)

কউড়ি পঠওলে পাব নহি ঘোর।
ঘীব উধার মাঁগ মতিভোর ॥
বাস ন পাবএ মাঁগ উপাতি।
লোভক রাসি পুরুখ থিক জাতি ॥

---

(১) পুঁথিতে 'নাগরি' আছে কিন্তু উহাতে অর্থ সঙ্গতি হয় না। এইজন্য নগেন বাবু 'নাগর' করিয়াছেন। (২) নগেন বাবু 'ইহহ'কে 'হোইহ' করিয়াছেন।

রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—সে অতি নাগর তএ রসসার
পসরও বীথী পেম পসার।
এই পাঠ নেপাল পুঁথির পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

(৩) জোবন নগর বেসাহত রূপ (৪) সে (৫) অবে করব নহি মান। (৬) জইঅও ষোলহ সহস পতি কাহ্ন (৭) তহি তোহি উচিত রহত যো ভেল "মনমথ……পরিচ্ছেদ" এরপর রামভদ্রপুরের ভনিতায় আছে—ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান।

কি কহব আজ কি কৌতুক ভেল।
অপদহি কাহুক গৌরব গেল ॥
আএল বইসল পাব পোআর।
সেজক কহিনী পুছএ বিচার ॥
ওছাওন খণ্ডতরি পলিআ চাহ।
আওর কহব কত অহিরিনি-নাহ ॥
ভনই বিদ্যাপতি পহু গুনমন্ত।
সিরি সিবসিংঘ লখিমা দেই কন্ত ॥

ন. গু. তালপত্র ২১৭, অ ২১৮

শব্দার্থ—কউড়ি—কড়ি; ঘোর—ঘোল; ঘীব—ঘৃত; উধার—ধার; মাঁগ—চায়; মতিভোর—ভ্রষ্টমতি; থিক—হয়, আছে; অপদহি—অস্থানে; পোআর—খড়; বিআর—বিচার; ওছাওন—বিছানা; খণ্ডতরি—ছেঁড়া চাটাই।

অনুবাদ—মূল্য পাঠাইলেও ঘোল পায় না, মতিচ্ছন্ন ঘৃত ধারে চায়। থাকিবার স্থান পায় না, খাদ্য সামগ্রী চায়, পুরুষজাতি লোভের রাশি। আজ কি কৌতুক হইল কি বলিব, অস্থানে কানাইএর গর্ব গেল। আসিলে, বসিতে বিচালি পায়, (কিন্তু) শয্যার কথার বিচার অর্থাৎ শয্যা কোথায় (তাহাই) জিজ্ঞাসা করে। শয্যা (যাহার) জীর্ণ মাদুর, (সে) পালঙ্ক চায়, গোয়ালিনী-পতির কথা কত বলিব? বিদ্যাপতি বলে, প্রভু গুণবান্ শ্রীশিবসিংহ লখিমা দেবীর পতি।

(৫৭)

প্রথমহি গেলি ধনি প্রীতম পাশে।
হৃদয় অধিক ভেল লাজ তরাসে ॥
ঠারি ভেলিহি ধনি আঙ্গো ন ডোলে।
হেম মুরত সনি মুখহুঁ ন বোলে ॥
কর ধুহু ধয় পহু পাশ বৈসাএ।
রুসলি ছলি ধনি বদন সুখাএ ॥
মুখ হেরি তাকয় ভমর ঝাঁপি লেল।
অঙ্কম ভরি কঁ কমলমুখি লেল ॥

ভনই বিদ্যাপতি দইহ সুমতি মতি।
রস বুঝ হিন্দুপতি হিন্দুপতি ॥

গ্রিয়ার্সন ২৭, ন. গু. ১৫৩, অ ৪৭৬

শব্দার্থ—প্রীতম—প্রিয়তম; ঠাঢ়ি ভেলিহি—দাঁড়াইয়া রহিল; আঙ্গো ন ডোলে—অঙ্গ নড়ে না; সনি—মতন; ধর—ধরিয়া; পহু—প্রভু; রুসলি—রাগে, ক্রোধে; তাকয়—দেখে; অঙ্কম—বুকে।

অনুবাদ—সুন্দরী যখন প্রথম প্রিয়তমের পাশে গমন করিল, তখন তাহার হৃদয় লজ্জা ও ভয়ে আকুল হইল। ধনী দাঁড়াইয়া রহিল তাহার অঙ্গ নড়ে না, সোনার প্রতিমার মত তাহার মুখে কোন কথা নাই। প্রভু দুই হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল; (তাহাতে) ধনী যেন রাগ করিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। ভ্রমর (নায়ক) তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে দেখিয়া, সে মুখ ঢাকিয়া লইল। (তখন নায়ক) কমলমুখীকে বক্ষে ভরিয়া লইল (আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল)। বিদ্যাপতি বলেন সুমতি সম্মতি দাও; হিন্দুপতি হিন্দুপতি রস বুঝেন।

মন্তব্য—হিন্দুপতি মিথিলার রাজাদিগের উপাধি ছিল। মৈথিলভাষায় লিখিত 'পারিজাত হরণ' নাটকে ভণিতায় প্রায়ই দেখা যায়—

সুমতি উমাপতি ভানে
মহেসরি দেই গতি হিন্দুপতি জানে।

এই পদের ভণিতাতেও 'সুমতি' ও 'হিন্দুপতি' শব্দ আছে। এই পদটী গ্রিয়ার্সন লোকমুখে শুনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। উমাপতির পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

(৫৮)

ন বুঝএ রস নহি বুঝ পরিহাস
নহি আলিঙ্গন, ভউহ বিলাস।
সব রস তহি খনে চাহহ তাহি
সাগর কওনে পএবেহী থাহি।
মাধব, সখি মোরি সহজ অআনি
রস বুঝতি তও হোইতি সআনি।

অনুভবি বুঝতি জখনে সম্ভোগ
তাহি খন কোপহুঁ করবাঁ জোগ।
এখনক আরতি হর পএ দন্দ
মুন্দলা মুকুল কতএ মকরন্দ।
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ
বড় পুনমন্ত পাব পএ ভাগ।

রূপনরাএন বুঝ রসমন্ত
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্ত।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৭১

অনুবাদ—এ রস, পরিহাস, আলিঙ্গন ভ্রূবিলাস প্রভৃতি কিছুই বুঝে না। (এরূপ মুগ্ধার নিকট) সব রস তুমি চাহিতেছ। সাগরের গভীরতা যেমন মাপা যায় না তেমনি ইহার নিকট সব রস আশা করা যায় না। মাধব! আমার সখী স্বভাবতঃ অজ্ঞান। যখন উচিত বয়স হইবে তখন রস বুঝিবে। যখন সে অনুভবের দ্বারা সম্ভোগ বুঝিতে পারিবে তখন তাহার উপর ক্রোধ করিলে শোভা পাইবে (এখন নহে)। এখন যদি অভিলাষ প্রকট কর তবে কেবল কলহ হইবে। বদ্ধ মুকুলে পরাগ কোথায়? বিদ্যাপতি বলেন, পুণ্যবন্ত জন নব অনুরাগের পাত্র হন। লখিমাদেবীর কান্ত রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ রসমন্ত, তিনি বুঝেন।

(৫৯)

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি[১]।
পতিগৃহ সখিহি সুতাওলি[২] বোধি॥
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ[৩]।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ[৪]॥
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেল[৫] ন মিলএ দেলহু হিম কোটি॥
বসন ঝপাএ[৬] বদন ধর গোএ।
বাদর[৭] তর সসি বেকত ন হোএ॥

ভুজ-জুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥
লগ নহিঁ সরএ, করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥
এতদিন সৈসব লাওল সাঠ।
অব ভএ মদন পঢ়াওব পাঠ॥
গুরুজন পরিজন ডুঅও নেবার।
মোহর মুদল[৮] অছি মদন-ভঁডার॥

ভনই বিদ্যাপতি ইহো রসভান[৯]।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা বিরমান।

তালপত্র ন. গু. ৯৫০, গ্রিয়ার্সন ৩০, অ ১৫৬

গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) অনুরোধি (২) সোহাওলি (৩) হোই (৪) কোই (৫) মেলি (৬) ছপায় বদন ধন গোএ (৭) 'বাদর তর' হইতে 'অব ভএ মদন পঢ়াওব পাঠ' তক্ গ্রিয়ার্সনে নাই (৮) মুনল (৯) রসজান।

এই পদ পণ্ডিতবাবাজীর হাতে লেখা পুঁথিতে নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়।

বালম্ভু রসিক বিলাসিনী ছোটী।
মেকন মিলয়ে দিনেহিঁ ধন কোটী॥

কত অনুরোধি আনলো পরবোধি।
রতিগৃহে সখিনী সুতায়লে বোধি॥

অনুবাদ—কত অনুনয় করিয়া, কত সান্ত্বনা দিয়া, অনুগত হইয়া সখীগণ (নায়িকাকে) স্বামিগৃহে শয়ন করাইল। ধনী বিমুখী হইয়া অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া শুইল, সম্মুখে ফিরিয়া (শুইল) না। যে (সেনা-) দল পলাইয়া গিয়াছে, কেহ কি তাহা ফিরাইতে পারে? প্রিয় কামুক আর প্রিয়া অল্পবয়স্কা, বিলাসিনা বালিকা, কোটি সুবর্ণ দিলেও মিলিয়া মিলে না (মিলনে সম্মতি দেয় না)। মুখ বস্ত্রে ঢাকিয়া গোপন করিয়া রাখে, মেঘের নীচে চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ নীলবস্ত্রের নিম্নে মুখশশী প্রকাশ পায় না। নব কাঁচা সুবর্ণ (নির্মিত) পয়োধরকে দুইটী বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে। জোর করিয়া কোলে করিলেও কাছে আসে না, হাতের উপর হাত রাখিয়া যুক্তহস্ত করে। এতদিন শৈশব সঙ্গে ছিল, এখন মদন আসিয়া পাঠ শিখাইবে। আত্মীয়স্বজন ও গুরুজন উভয়েরই নিবারণে কন্দর্পের ভাণ্ডার মোহর দিয়া মুদ্রিত আছে অর্থাৎ বন্ধ আছে। বিদ্যাপতি বলে, লখিমা-রমণ রাজা শিবসিংহের এই রস জ্ঞান আছে।

(৬০)

পহিলহি রাধা মাধব ভেট।
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট॥
অনুনয কাকু করতহি কানু।
নবীন রমনি ধনি রস নহি জান॥
হেরি হরি নাগর পুলক ভেল।
কাপি উঠু তনু, সেদ বহি গেল॥
অথির মাধর ধরু রাহিক হাথ।
ধরে কর রাখি সব ধনি মাথ॥
ভনই বিদ্যাপতি নহি মন আন।
রাজ সিবসিংঘ লখিমা রমান॥

ন. গু (বটতলার ছাপা বই হইতে) ১৬০, অ ১৬৫

অনুবাদ—মাধবের প্রথম দর্শনেই রাধা চকিতে চাহিয়া বদন অবনত করিল। কানাই অনুনয় কাকুতি করিতে লাগিল, নবীন রমণী ধনী রস জানে না। (তাহা দেখিয়া) নাগর হরির পুলক হইল, তনু কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল। অস্থির মাধব রাধার হাত ধরিল, (তাহাতে) হাতে হাত রাখা দিয়া (মাধবের হাত) মাথায় রাখিল অর্থাৎ মাথার শপথ করিল, বুঝাইল আমাকে ছাড়িয়া দাও। বিদ্যাপতি বলিতেছে মনে অন্য নাই অর্থাৎ মনে অনিচ্ছা নাই। রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর পতি।

সুন্দরী বিমুখী ধনি অতি খিন হই।
ভাঙ্গল দরবহুঁ ভাবই কত।
আচরে চাপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশি বেকত ন হই॥
নগনাহি সরয়ে শুনয় নাহিঁ বোল।
কর এক বেরি করহিঁ করযোর॥
দুহু দুহু চাপি জাবধন সাচে।
কুচ কাঞ্চন কোরি ফল কাঁচে॥
দরশন পরশন দুয়য়ে নিবারে।
মুহুরে মুদল আছে মদন ভাণ্ডারে॥
এতদিন সখীসব আছলি ঠাঠে।
অবগাহিঁ সরএ মদন পটাঅল পাঠে॥
সুকবি বিদ্যাপতি রস ভানে।
ইহ রস লখিমা দেই পরমাণে॥

শব্দার্থ—পণ্ডিতবাবাজী পুঁথির ধারে নিম্নলিখিত শব্দার্থ লিখিয়াছেন—

যাবধন—**যৌবন**; **নগনাহি**—**নিকট**; সাঁচে—সঞ্চয়; কোরিকল কাঁচে—কাঁচা বদরিফল। ন গুপ্তর পাঠে 'বেদনি' শব্দের অর্থ কামুক।

(৬১)

নিবি-বন্ধন হরি কিএ কর দূর।
এহো পএ তোহর মনোরথ পূর॥
হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীঠ বুঝল বনমারি॥
হমর সপথ জোঁ হেরহ মুরারি॥
লহু লহু তব হম পারব গারি॥

বিহর সে রহসি হেরনে কৌন কাম।
সে নহি সহবহি হমর পরান॥
কহুঁ নহি সুনিএ এহন পরকার।
করএ বিলাস দীপ লএ জার॥
পরিজন সুনি সুনি তেজব নিসাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাস॥

ভনই বিদ্যাপতি এহো রস জান।
নৃপ সিবসিংঘ লখিমা-বিরমান॥

ন. গু. (অজ্ঞাত) ১৭১, অ ১৭৬

শব্দার্থ—ঢীঠ—ধৃষ্ট, শঠ ; লহু লহু—লঘুভাবে (অনুচ্চ স্বরে) ; জার—উপপতি।

অনুবাদ—হে হরি, নীবিবন্ধন দূর কর কেন ? এইরূপ করিয়াই অর্থাৎ নীবিবন্ধন মুক্ত না করিয়াই তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর। দেখিয়া কি সুখ তাহা বিচার করিয়া বুঝ না, বনমালী, বুঝিলাম তুমি বড় ধৃষ্ট। আমার শপথ, হে মুরারি, তুমি যেন দেখিও না, (দেখিতে গেলে) আমি কিন্তু আস্তে আস্তে গালি দিব। গোপনে বিহার কর, দেখিয়া কি কাজ ? আমার হৃদয় তাহা সহ্য করিবে না। এই প্রকার কোথাও শুনি নাই, (যে) প্রদীপ জ্বালিয়া উপপতি বিলাস করে। পরিজনগণকে শুনিয়া শুনিয়া অর্থাৎ তাহারা নিকটে আছে কিনা জানিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরিজনেরা নিকটে আছে, ধীরে ধীরে বিহার (কর)। বিদ্যাপতি বলিতেছে, লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৬২)

তোহি নব নাগর হাম ভীতি রমণি।
কেলি করব দুয় বল জানি॥
অধিক মাচন কে সহয়ে পার।
কোমল হৃদয় বহু ভার॥
তখনেহ হরিলেল কাঁচু চোরি।
কতপর যুগতি কয়ল অঙ্গ মোরা॥

তখনক ঢিটিপন কহই ন জায়।
লাজে বিমুখী ধনি রহলি লজায়॥
করে ন মিঝায়ল দুবর দীপে।
লাজে না মর নারি কঠ জীবে॥
ভন বিদ্যাপতি অয়নক ভান।
কলয়ে জানল পুন হউত বিহান॥

রাজা ভূপতি রূপনারায়ণ জান।
লছিমা দেই রহে বিরমাণ॥

পণ্ডিতবাবাজীর পুথির ৭৫ সংখ্যক পদ।

অনুবাদ—তুমি নবীন নাগর, আমি ভীতা রমণী ; দুইজনের বল জানিয়া কেলি করিবে। অধিক অত্যাচার কে সহিতে পারে ? আমার কোমল হৃদয়,·· ····· ···বহু ভার। তখনই কাঁচুলি চুরি করিয়া লইল, (লজ্জা নিবারণের জন্য) অঙ্গ মুড়াইয়া কত উপায় করিল। তখনকার নির্লজ্জ ব্যবহারের কথা বলা যায় না। লজ্জায় ধনী মুখ ফিরাইয়া লজ্জিত

হইয়া রহিল। (নায়ক) দুর্ব্বল দীপ হাত দিয়া নিভাইয়া দিল না, নারীর জীবন কঠিন, তাহ লজ্জায় পারিয়া গেল না। বিদ্যাপতি বলেন সেই সময়ের জ্ঞান কি বলিব? কলকাকলী হইতে জানা গেল যে পুনরায় বিহান বা প্রাতঃকাল হইল। লখিমা দেবীর রমণ রাজা রূপনারায়ণ ভূপতি জানেন।

(৬৩)

জামিনি দূর গেলি, মুকি গেল চন্দ।
ভেলিহু সিদ্ধি ন বঢ়াইঅ দন্দ॥
তসু ছলধুনি সুনি জীব মোর কাপ।
মএ জাএব জমুনা জোরি ঝাপ॥
হট তেজ মাধব জাএবা দেহ।
রাখল চাহিঅ গুপুত সিনেহ॥
জাগি জাএত পুরপরিজন মোর।
ফাব চোরি জও চেতন চোর॥
মএ জানল পি ম।
উসঠ ন কর সঠ বঢ়াওল পেম॥
ধনি পরিবোধলি হরি রস রাখি।
বোললিএ বচন সুধামধু মাখি॥
ভণই বিদ্যাপতি ই রস জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবী রমান॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০৬

শব্দার্থ—জোরি—জোর করিয়া ; উসঠ—নীরস।

অনুবাদ—রাত অনেক হইয়াছে, চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে ; তোমার কাজে সিদ্ধি হইল, এখন আর কলহ বাধাইও না। তোমার ছলনাপূর্ণ বাণী শুনিয়া আমার পরাণ কাঁপিতেছে। আমি জোর করিয়া যমুনায় ঝাঁপ দিব। মাধব! হটকারিতা ছাড়, যদি প্রেম গোপন রাখিতে চাও। আমার ঘরের লোকজন জানিয়া যাইবে। চালাক চোর চুরিতে সিদ্ধ হয়। আমি জানিলাম·· · বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমকে নীরস করিও না। হরি সুধা ও মধুমাখা বচন বলিয়া রসরক্ষা করিল এবং ধনীকে প্রবোধ দিল। বিদ্যাপতি বলেন লখিমা দেবীর রমন রাজা শিবসিংহ এ রস জানেন।

(৬৪)

চারি পহর রাতি সঙ্গহি গমাওল অবে পহু ভেল ভিনসারা।
চান্দ মলিন ভেল নখত মণ্ডল গেল হম দেহু মুকুতি গোপালা।
মাধব ধনি সমদহ উঠি জাগী
এসনি কএ পরিবোধি পটইহহ পুনু আবএ ও অনুরাগী।
জে কিছু পিআ দেল কঞ্চুআ ঝাপি লেল হৃদয় কএল নি···বাসে।
কেশ রুঝাএল, অধর সুখাএল, সখিন্হি কর বড় উপহাসে।
ভণই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি দণ্ড নিকট পরমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন লখিমাদেবি রমানে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০৪ (ক)

শব্দার্থ—ভিনসারা—প্রভাত ; (সমদও—নিবেদন করে) সমদল—সংবাদ দিয়াছিল ; পরমাণ—প্রমাণ।

অনুবাদ—(নায়িকার সহিত যে দূতী আসিয়াছিল সে বলিতেছে), প্রভু ! সারারাত তো একসঙ্গে কাটাইলে, এখন প্রভাত হইল ; চাঁদ মলিন হইয়াছে, নক্ষত্রমণ্ডল ডুবিয়া গিয়াছে ; গোপাল ! এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। মাধব ! জাগিয়া উঠিয়া ধনীকে বিদায় দাও। এমন করিয়া বুঝাইয়া পাঠাও যে সে পুনরায় অনুরাগবশে আসে। প্রিয়তম যাহা কিছু দিল (নখক্ষত) সে কাঁচুলিতে ঢাকিয়া লইল এবং হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিল। তাহার কেশ আলুথালু হইল, অধর শুখাইয়া গেল, সখিরা দেখিয়া বড় উপহাস করিবে। বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতি দণ্ড পাইয়াছ প্রমাণ হইল। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

(৬৫)

উঠ উঠ মাধব কি সুতসি মন্দ।
গহন লাগ দেখু পুনিমক চন্দ॥
হার-রোমাবলি জমুনা-গঙ্গ।
ত্রিবলি ত্রিবেনী বিপ্র-অনঙ্গ॥
সিন্দুর-তিলক তরনি সম ভাস।
ধূসর মুখ সসি নহি পরগাস॥

এহন সময় পূজহ পঁচবান।
হোঅ উগরাস দেহ রতিদান॥
পিক মধুকর পুর কহইত বোল।
অলপও অবসর দান অতোল॥
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাএ সিবসিংঘ সব রসক নিধান॥

তালপত্র ন গু ২১২, অ ২০৩

অনুবাদ—(প্রথম সমাগমে আগতা নায়িকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সখী বা দূতী ঐ বিবর্ণ মুখের সহিত চন্দ্রগ্রহণের তুলনা করিয়া বলিতেছে) মাধব ! এখন চুপচাপ শুইয়া আছ কেন ? দেখ পূর্ণিমার চন্দ্র (নায়িকার মুখচন্দ্র) গ্রহণ লাগিয়াছে। তাহার মুক্তাহার গঙ্গাধারার তুল্য, রোমাবলী যমুনার তুল্য ত্রিবলি ত্রিবেণীর সমান আর কামদেব পুরোহিত। সিন্দুরবিন্দু সূর্য্যতুল্য, (গ্রহণ লাগায়) মুখ ধূসর (বিবর্ণ), চন্দ্রের কান্তি উহাতে নাই। এরূপ সময়ে তুমি মদনের পূজা কর, নায়িকাকে রতিদান দাও, চন্দ্র রাহুমুক্ত হউক (অর্থাৎ সম্ভোগকালে নায়িকার মুখের বিবর্ণতা বিদূরিত হইবে ও বদন প্রফুল্ল হইবে)। এখন কোকিল ও ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। এই সুযোগ স্বল্পকাল স্থায়ী, ইহার মধ্যেই অতুলনীয় দান (রতিদান) করিতে হইবে। বিদ্যাপতি কবি এই রস জানেন। রাজা শিবসিংহ সব রসের আধার।

(৬৬)

অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল।
জনি রতোপল পবনে[১] পাওল॥
আকুল চিকুরে[২] বদন ঝাপল।
জনি তমাচক্রে[৩] চাঁদ চাপল॥

মাধব ককেঁ[৪] জাইতি বাসা।
দেখি সখীজন হো[৫] উপহাসা॥
ফুজলি নীবী আনি মেরাউলি।
জনি সুরসরি উতরে[৬] ধাউলি॥

নেপালের পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) পবন (২) চিকুর আনন (৩) তমচাক্রে (৪) কে সে (৫) হোই (৬) উতরে

নখখত৭ দেল কুচ সিরীফল।
কমলে ঝাঁপি কি হো কনকাচল॥
ভন৮ বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল।
ই রস রাএ সিবসিংঘ পাওল॥

নেপা। ১৭৩, পৃ ৬১খ, পং ৪, তালপত্র ন. গু ২৬৬, অ ২৫৯

শব্দার্থ—ঘুমি ঘুমাএল—ঘুরিয়া ঘুরিল—বারবার ঘুরিতে লাগিল (অনিদ্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে; কেলিরহস্য প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় নয়ন চঞ্চল হইয়াছে); রতোপল—লাল কমল; তমাচএ—অন্ধকাররাশি।

অনুবাদ—(রাত্রিজাগরণজনিত) অরুণ লোচন (এধারে ওধারে) ঘুরাইতে লাগিল (কেলিরহস্য প্রকাশ হইবার ভয়ে চঞ্চল হইল), যেন রক্তকমল হাওয়ায় দুলিতে লাগিল। আকুল কেশপাশে বদন ঢাকিল, যেন চাঁদকে অন্ধকারপুঞ্জ ঢাকিয়া ফেলিল। মাধব! বিরূপে (সখী) বাড়ীতে যাইবে, দেখিয়া সখীরা উপহাস করিবে। মুক্ত নীবিবন্ধন আনিয়া মিলাইল, যেন গঙ্গা উত্তর দিকে প্রবাহিত হইল। কুচরূপ শ্রীফলে নখক্ষত দিয়াছ, (করকমলে তাহা কি ঢাকা যাইবে?) কনকাচল কি কমল দিয়া ঢাকা যায়? বিদ্যাপতি কৌতুক করিয়া গাহিতেছেন এই রস রাজা শিবসিংহ পাইলেন।

(৬৭)

ই দসিগালল দখিন চীর
হীরাধার হরাএল হীর।
অইসন নীরজ দেলএ জোলি
বলঅ মাঙ্গল বাঁহ মমোলি।
ভলি পরিণতি ভেলি মুরারি
ভল কএ রাখলি কুলক গারি।
বকুলমালা গাঁথল নাথে
মোহি পিন্ধওলুহুঁ অপনে হাথেঁ।
সাসুঁ সমারল ফুজল বার
ননদে গাঁথল টুটল হার।
সরস কবি বিদ্যাপতি গাব
মনক পাহুন মদন ভাব।
রাজা রূপনরায়ন জান
সিবসিংহ লখিমা দেবী রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৭৯

শব্দার্থ—নীরজ—পদ্ম; বাঁহ—হাত, মমোলি—মুচড়াইয়া গেল।

অনুবাদ—এই দক্ষিণদেশের সাড়ী ছিঁড়িয়া গেল; হীরার মালা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় হীরা হারাইল। এমন করিয়া কমলের মালা গাঁথিলে যে উহা পরিতে যাইয়া মঙ্গল (আয়তির চিহ্ন) বলয় ভাঙ্গিয়া গেল। মুরারি! বেশ পরিণতি হইল, কুলের গ্লানি ভাল করিয়া গোপন করিলাম। নাথ বকুলমালা গাঁথিয়া নিজ হাতে আমাকে পরাইয়া দিল। শাশুড়ী এলো চুল বাঁধিয়া দিল। ননদ ছেঁড়া হার গাঁথিয়া দিল। সরস কবি বিদ্যাপতি গান করেন। মদনের ভাব (কামভাব আজ) মনের অতিথি হইয়াছে। লখিমাদেবীর রমণ রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ জানেন।

---

(৭) "নখ দেখে দেখল কুচ করতল
কমলে ঝাঁপি কি হো কনকাচল॥"

(৮) সুকবি ভনে বিদ্যাপতি গাওল।
ই রস রূপনারাএনে পাওল॥

(৬৮)

সামরি হে ঝামরি তোর দেহ।
কী কহ কে সয়ঁ লাএলি নেহ॥
নীন্দ ভরল অছ লোচন তোর।
অমিয় ভরমে জনি লুবুধ চকোর॥
নিরস ধুসর করু অধর-পঁবার।
কৌন কুবুধি লুটু মদন-ভঁড়ার॥
কোন কুমতি কুচ নখ-খত দেল।
হায় হায় সম্ভু ভগন ভএ গেল॥
দমন-লতা সম তনু সুকুমার।
ফুটল বলয় টুটল গৃম হার॥
কেস কুসুম তোর সিরক সিন্দূর।
অলক তিলক হে সেউ গেল দূর॥

ভনই বিদ্যাপতি রতি-অবসান।
রাজা সিবসিংঘ ঈ রস জান॥

তালপত্র ন. গু. ১৯১, অ ১৯৩

শব্দার্থ—সামরি—হে শ্যামা; ঝামরি—মলিন; সঁয—সহিত; লাএলি নেহ—প্রেম করিলি; অধর-পঁবার—অধররূপ প্রবাল; দমন—দ্রোণপুষ্প; গৃম—গলার।

অনুবাদ—হে শ্যামা! তোর দেহ মলিন হইয়াছে; কার সাথে প্রেম করিয়া আসিলি বলিবি কি? তোর চোখ ঘুমে ভরিয়া আছে, চকোর যেন অমিয়লুব্ধ হইয়াছে। তোমার প্রবালসদৃশ অধরকে রসহীন ও ধসর করিয়াছে; কোন কুবুদ্ধি বুঝি তোর মদন ভাণ্ডার লুঠ করিয়া লইয়াছে। কোন কুমতি তোর কুচে নখের দাগ দিল, হায় হায় শিব (কুচ) বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তোর তনু দমনলতার মতন সুকুমার, কিন্তু তোর বলয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গলার হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তোর কেশের কুসুম, মাথার সিঁদুর, অলকাতিলক সব দূরে গেল! বিদ্যাপতি বলেন রতি-অবসান হইয়াছে। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৬৯)

কহ কথি সাওরি ঝাওরি দেহা।
কোন পুরুখ সয়ঁ নয়লি নেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নিরস পঁড়ার।
কোন লুটল তুঅ অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়-কটোর॥
না জাইহ সোপিয়া তহি একগূনে॥
ফেরি আএলি তুহুঁ পুরুবক পূনে॥

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা সিবসিংঘ লছিমা পরমানে॥

প. ত. ২৫৩, ন. গু. ১৮৮, অ ১৯১

অনুবাদ—(হে সখি) বল দেখি তোমার অঙ্গ আগুনে ঝলসানোর মতন শ্যামবর্ণ হইল কিরূপে? কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করিয়া আসিলে? তোমার সুরঞ্জিত অধর যেন নীরস প্রবালের মত হইয়াছে। কে তোমার অমিয় ভাণ্ডার লুঠ করিয়া লইল? তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর অতিশয় রঞ্জিত (লোহিত) হইল; যেন সোনার বাটী মাজিয়া রাখিল। সেই কান্তের নিকট আর যাইও না, (কেননা) তাহার নিকট হইতে (একমাত্র দয়ার) গুণে ও পূর্ব্বের পুণ্যফলে ফিরিয়া আসিয়াছ। কবি বিদ্যাপতি এই রস জানেন; রাজা শিবসিংহ ও লখিমাদেবী এ বিষয়ে প্রমাণ।

(৭০)

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝওবহ[১]
সাসু করতহি[২] রোসে ॥

কৌতুক কমল নাল সয়ঁ[৩] তোরল
করএ[৪] চাহল অবতংসে।
রোস কোস সয়ঁ মধুকর আওল[৫]
তেঁহি অধর করু দংসে ॥
সরবর-ঘাট বাট কণ্টক-তরু
দেখহি[৬] ন পাবল আগূ।
সাঁকরি বাট উবটি কহু[৭] চললহু
তেঁ কুচ কণ্টক লাগূ ॥

গরুআ কুম্ভ সির থিব নহিঁ থাকএ
তেঁ উধসল কেস পাস।
সখিজন সয়ঁ হম পাছে পড়লিহু
তেঁ ভেল দীঘ নিসাস ॥
পথ অপবাদ[৮] পিসুন পরচারল
তথিহু উতর হম দেলা।
অমরখ চাহি[৯] ধৈরজ নহি রহলে
তেঁ গদ গদ সর ভেলা ॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
ই সভ রাখহ গোঈ।
ননদী সয়ঁ রস-রীতি বঢ়াবহ[১০]
গুপুত বেকত নহি হোঈ ॥

নেপাল ১৪৮, পৃঃ ৫২ খ, পং ৫ ; ন. গু. তালপত্র ৩২৮, গ্রিয়ার্সন ৪০, অ ৩২৫

পাঠান্তর—গ্রিয়ার্সনে (১) বুঝৈবহ (২) করথবহ (৩) হম তোড়লি (৪) করয় চাহলি (৫) ধাওল (৬) হেরি নহি সকলহুঁ (৭) সাঁকর (৮) অপরাধ (৯) তাহি (১০) বচাওব।

নেপাল পুঁথির পাঠ—

সাবাবে ঘাট নিকট সঙ্কট
তরুহে বহিন পাবলে আগু ॥
সঙ্কলি বাট উবটি চসি ভেলিহু
তেহু চকথ কলাগু ॥ ধ্রুব
ননন্দহে সরূপ নিরুপিঅ রোস।
বিনু বিচারে বিহুচার বুঝওলহ
সাসু করলহ রোস ॥

কৌতুকে কমল নালসঞো তোলল
করএ চাহল অবতংসে
রোষে কোষসঞো মধুকর ধাওল
তেহি অধর কর দংস ॥

বগরু অকুমু সির থির নহি থাকএ
তেউ ধসল কেসপাস
আতপ দোসে রোসে চলি অগলিহ
থরতর ভেল নিসাস ॥

বেকত বিনাস করঞো তব ছাযাব
বিদ্যাপতি কবি ভান
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমান ॥

শব্দার্থ—সরূপ—স্বরূপ, আকৃতি; সাসু—শ্বাশুড়ী; তোকল—ভাঙ্গিলাম; অবতংস—শিরোভূষণ; রোখে—রাগিয়া; কোষসঞো—কোষ হইতে; সাঁকরি—সঙ্কীর্ণ; উধসল—আলুথালু; পিসুন—দুষ্টলোক; অমরখ—অমর্ষ, ক্রোধ।

অনুবাদ—ননদি, (আমার) আকৃতি (দেহ) দেখিয়া আমাকে দোষী নিরূপণ করিতেছে। বিনা বিচারে (আমাকে) ব্যভিচারিণী বুঝাইবে, শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে পদ্ম ছিন্ন করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম; ক্রুদ্ধ মধুকর পদ্মকোষ হইতে ধাবিত হইয়া (আমার) অধরে দংশন করিল। সরোবরের ঘাটে পথের কণ্টকতরু আগে দেখিতে পাই নাই। সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলিলাম সেইজন্য কুচে কণ্টক লাগিল। জলপূর্ণ কলসী মস্তকে স্থির থাকে না, সেইজন্য (আমার) কেশপাশ আলুথালু হইল। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য (দৌড়িয়া আসিতে) দীর্ঘ নিশ্বাস হইল। পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, অমর্ষবশতঃ ধৈর্য রহিল না, সেইজন্য আমার কণ্ঠস্বর গদ গদ হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বর যুবতী, এ সকল গোপনে রাখ। ননদীর সহিত রসরীতি বাড়াইবে। (যেন) গুপ্ত বাক্য হয় না।

(৭১)

কী কুচ অঞ্চলে রাখহ গোয়ে।
উপচিত কতএ তিরোহিত হোএ॥
উপজলি প্রীতি হঠহি দুর গেলি।
নয়নক কাজরে মুখ মসি ভেলি॥
তেঁ অবসাদে অবস ভেল দেহ।
খত খরিআ সন ভেল সিনেহ॥
জঞো বাজলি তঞো সংসয় গেলি।
আনি নবও নিধি জনি দেলি॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥

তালপত্র ন গু ৪১৪, অ ৪১০

শব্দার্থ—বাজলি—বলিলে।

অনুবাদ—যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে দূর করা যায় না, কুচ কি অঞ্চলে লুকাইয়া রাখা যায়? তোমার মনে প্রেম উৎপন্ন হইল, তুমি (আমাদের নিকট হইতে মনে মনে) দূরে চলিয়া গেলে। তোমার নয়নে যে কাজল ছিল তাহা যেন মুখের কালি হইল (অর্থাৎ তোমার গোপন প্রণয় কলঙ্কের কারণ হইল—ঐ প্রণয় লুকানো গেল না)। (অনুরাগের ফলে) তোমার দেহ অবসাদে অবসন্ন হইল, তোমার গুপ্তপ্রেম ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। এখন তুমি সব কথা আমাকে খুলিয়া বলিলে, তাহাতে আমার সংশয় বিদূরিত হইল; আমাকে যেন কেহ নূতন বস্তু আনিয়া দিল। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর পতি রূপনারায়ণ শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন।

(৭২)

প্রথমপি হাথ পয়োধর লাগু
পুলকে প্রমোদে মনোভব জাগু।
নীবীবন্ধ কে জান কি ভেলা
চেতন পন··· ··· ··· ······ ।

কি সখি কহব মঞে, কহল ন জাই
হরিক চরিত কহইতে রহওঁ লজাই।
ধাম্মিল ধরই অধরমধু পীবে
বহ..............জাবে।

দহন ন মানে, দোষ ন জানে
গহবর গাঢ় আলিঙ্গন দানে॥
অইসনি কাহিনী ন কহিঅ আ...
.... কহ দোর পরানে।

ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে।

রামভদ্রপুর পদ ৪১৭

শব্দার্থ—দহন—দৈন্য, কাকুতি।

অনুবাদ—প্রথমেই (মাধবের) হাত পয়োধর স্পর্শ করিল ; পুলক প্রমোদে মদন জাগরিত হইল, কি জানি তখন নীববন্ধের কি হইল?........সখি, তোমাকে কি বলিব, বলা যায় না, অথচ হরির চরিত বলিতেও লজ্জা হয়। কেশ ধরিয়া সে অধরমধু পান করে।.. আমি কাকুতি করিলেও মানে না, গাঢ় আলিঙ্গন দানও কোন দোষ বলিয়া স্বীকার করে না। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৭৩)

রামা তোরি বঢ়াউলি কেলি।
কতয় দেখলি নবি নলিনী
মত মতঙ্গজ মেলি॥
গোর সরীর পয়োধর কোরী
পরসে অরুন ভেল।
কনক বলরি জনি রতোপলে
মুকুলে উদয় দেল।
ছৈল জন জদি দৈনে ন পাইঅ
তাহেরি হৃদয় মন্দ।
খনে খনে রতি রভসে আগর
দিনে দিনে নব চন্দ॥

মঞে নবীনা পিয়া সআনা
কুপুত কুসুমবান।
কেসরি কর করিনী পড়লি
তাসু মহতে ছোড়ান॥
সে জে অবসর মনন বিসর
নয়ন চলএ নীর।
সিরিসি কুসুম খগে খেলৌলহ্নি
ভমর ভরে জে ভীর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জৌবতি
পেমক গাহক কন্ত।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
সুরস বিন্দ সুতন্ত॥

তালপত্র ন. গু. ২০৫, অ ২৮৬

শব্দার্থ—বঢ়াউলি—বাড়াইলি ; কতয়—কোথায় ; নবি—নবীনা ; মত—মত্ত ; কোরী—কোরা, নূতন ; বলরি—বল্লরী ; রতোপল—রক্তোৎপল ; ছৈল—রসিক ; আগর—শ্রেষ্ঠ ; সআনা—প্রাপ্তবয়স্ক ; মহতে—কঠিনতার সহিত ; বিন্দ—জানেন ; সুতন্ত—সুতত্ত্ব।

অনুবাদ—(নায়িকা সখীরূপ দূতীকে বলিতেছেন) রামা, তোমার দ্বারাই কেলি বর্দ্ধিত হইল (যাহা কিছু কেলি ঘটিয়াছে তাহার জন্য তুমিই দায়ী); কোথাও দেখিয়াছ কি যে নবনলিনী মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে?

আমাব গৌরবর্ণ দেহ ও নূতন পয়োধর (নায়কের) স্পর্শে অরুণ বর্ণ হইল, যেন কনকলতায় রক্তকমলের মুকুল উদিত হইল। রসিকজন যদি দৈন্য প্রকাশ কবিয়াও না পায়, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়। দিনে দিনে যেমন নূতন চন্দ্র বৃদ্ধি পায়, তেমনি বতি রভস ক্ষণে ক্ষণে (দিনে দিনে) শ্রেষ্ঠতা পায় (কিন্তু নায়ক এক্ষেত্রে বেশী অপেক্ষা করে নাই এই অভিযোগ)। আমি নবীনা, প্রিয় প্রাপ্তবয়স্ক আব মদন কুপিত। সিংহের কবলে হস্তিনী পড়িলে তাহাকে ছাড়ানো কঠিন। সেই যে সময় তাহা ভুলা যায় না, নয়নে নীর বহে; যে শিরীষ কুসুম ভ্রমরের ভয়ে ভীত, তাহাতে পাখী খেলা কবিল। বিদ্যাপতি বলেন শুন যুবতি, কান্ত প্রেমেব গ্রাহক। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সুরসের সকল তত্ত্ব জানেন।

(৭৪)

পহলুক[১] পরিচয় পেমক সঞ্চয়[২]
বজনী আধ[৩] সমাজে।
সকল কলারস সঁভরি[৪] ন ভেলে
বৈরিনি ভেলি মোরি লাজে॥
সাএ[৫] সাএ অনুসএ রহলি বহুতে
তহিহি[৬] সুবন্ধু কে কহিএ[৭] পঠাইঅ
জেঁা[৮] ভমরা হোঅ দূতে॥
খনহি[৯] চীর ধর খনহি চিকুর গহ
কবএ চাহ কুচ-ভঙ্গে।

একলি নারি হম কত অনুরঞ্জব
একহি বেরি সব[১০] রঙ্গে॥
তখন[১১] বিনয় জত সে সব[১২] কহব কত
কহএ[১৩] চাহল কর জোলী।
নব[১৪] রস-রঙ্গ ভঙ্গ ভএ গেল সখি
ওর ধরি ভেল ন বোলী॥
ভনই[১৫] বিদ্যাপতি সুনু বর-জৌবতি
পহু অভিমত অভিমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই বিরমানে॥

নেপাল ১৬৭, পৃ ৫৯খ, তালপত্র ন. গু. ২০৬, অ ২০৭,

শব্দার্থ—পহিলকি বা পহলুক—প্রথম; বজনী আধ সমাজে—মধ্যরাত্রে মিলন; সঁভবি—সামলান; সাএ সাএ—সই লো সই; অনুসএ—অনুতাপ; গহ গ্রহণ কবে; একহি বেবি—একই কালে; কব জোলী—হাত জোড় কবিয়া; ওড—ওল, সীমা।

অনুবাদ—প্রথম পবিচয়ে প্রেমেব সঞ্চয়, অর্ধ বাত্রিতে সাক্ষাৎ, সকল কলাবস সমাপ্ত হইল না, লজ্জাই আমাব বৈরী হইল। সখি, সখি, বহু অনুতাপ বহিল, যদি মধুকব দূত হয়, তবে সেই বন্ধুশ্রেষ্ঠকে বলিয়া পাঠাইব। ক্ষণে বসন ধাবণ কবে, ক্ষণে চিকুব (কেশ) গ্রহণ কবে, হস্তে পয়োধব ভাঙ্গিতে চায়। আমি, একাকিনী রমণী সমস্ত রঙ্গে একই সময়ে কি প্রকাবে অনুবঞ্জন কবিব? তখনকাব বিনয় যত সে সব কত বলিব, জোড়হাত করিয়া বলিতে চাহিল, নূতন এই রস-রঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ পর্যন্ত কথা হইল না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কব, নাথের অভিমান অভিমত অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ। রাজা শিবসিংহ রূপনাবায়ণ লখিমাদেবীব পতি।

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) পহিলুকি (২) সংশয় (৩) আধক (৪) সঁভালি নহ নবে। (৫) সাএ সাএ………বহুতে' চরণ নাই। (৬) কুলিহি (৭) লিখএ (৮) ভমরা জেঁা হো (৯) "কবহু হরিকর কবহু চিকুর গহ
কবহু হৃদয় কুচসঙ্গে।"
(১০) সবে রঙ্গে (১১) আওর (১২) সবে (১৩) বোলএ চাহিঅ (১৪) নবএ রঙ্গ সবে তহ ভইএ মেলে
(১৫) "ও-সব নাগর সুনহু সুচেত
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।"

(৭৫)

পিয় রস পেসল প্রথম সমাজে।
কত খন র খব অখণ্ডিত লাজে ॥
কহ গজগামিনি জত মন জাগে।
অপন নাগরিপন পিয় অনুরাগে ॥
আচব চীব ধবই হসি হেরী।
নহি নহি বচন ভনব কতি বেরী ॥
দুহু মন পুবল উভয় বতিবঙ্গে।
তইঅও সে ধনুগুন ন ছাড় অনঙ্গে ॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু বস জানে।
নৃপ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥

তালপত্র ন গু ২০৭, অ ২০৮

শব্দার্থ—পেসল—কোমল; প্রথম সমাজে—প্রথম মিলনে, অখণ্ডিত লাজে—লজ্জাকে অখণ্ডিত রাখিব, লজ্জা করিয়া থাকিব; চীর—বস্ত্র; কতি বেবী—কতবাব।

অনুবাদ—(সখীব প্রতি নায়িকাব উক্তি) প্রথম মিলনে প্রিয়তমেব কোমল বস (উপভোগ) কবিলাম। কত সময় আর লজ্জাকে অখণ্ডিত রাখিব অর্থাৎ লজ্জা বজায় বাখিব? হে মন্দগামিনি, (তুমিই বলো) প্রিয়তমের প্রেমে নিজের নাগবীপণা মনে কত জাগে। (আমাকে) দেখিয়া হাসিয়া বসন ও অঞ্চল ধবে। কতবাব (আব) না, না করিব? বতিরঙ্গে উভয়েব মন পূর্ণ হইল, তবুও মদন ধনুগুণ ছাড়ে না অর্থাৎ বতিবঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না। বিদ্যাপতি বলে, লখিমাদেবীব পতি রাজা শিবসিংহ এই বস জানেন।

(৭৬)

সাঁঝক বেরা জমুনাক তীরা
কদম্বেরি বন তরু তরা।
অকমি[1] কানরা কি কহব কালা[2]
সোঝাঁহি[3] জুঝল সখি কুসুমসরা ॥
মোহি ভেটল কাহ্নু।
অনতএ কহিনী কহহ জনু ॥
উর চিব হবী করে কুচ ধরী
অধব পিবএ মুখ হেরী ॥
পুনু পুনু ভোবা পরস কুচ মোরা
নিধনে পাওল জনি কনয় কটোরা ॥
অরের[4] জুবতী বুঝলী জুগতি
দোসব মধুব মধুপতী ॥

তোরে অনুমানে বিদ্যাপতি ভানে
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥

রাগ তরঙ্গিণী পৃঃ ৪১; ন. গু. ৫৭৯, অ ৫৮৬

অনুবাদ—সন্ধ্যাবেলা, যমুনার তীব, কদম্ববনের তরুতলে, কি বলিব, সহসা কালা আমাকে অঙ্কে করিয়া মদনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কানাইয়ের সহিত আমার দেখা হইয়াছে এ কথা যেন অন্যত্র বলিও না। সে আমার বুকের কাপড়

পাঠান্তর:—নগু স্বীকার করিয়াছেন যে এই পদ রাগ তরঙ্গিণী হইতে লইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিম্নলিখিত পাঠান্তর সাধন করিয়াছেন (১) অকমি (২), সমরা (৩) সোঁঝহি (৪) অরে জুবতী, বুঝসি জুগুতী, দোসরে মধুপ মধুরপতী।

হরণ করিয়া, করে কুচ ধরিয়া আমার মুখ দেখিয়া অধর (সুধা) পান করিল। বার বার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল; যেন নির্ধন সোনার বাটী পাইল। হে যুবতি, মর্ম্মকথা বুঝিলাম, মথুরাপতি ভ্রমরের দোসর। এই অনুমান অনুসারে বিদ্যাপতি বলিতেছেন রায় শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

(৭৭)

সামর পুরুসা মঝু ঘর পাহুন
রঙ্গে বিভাবরি গেলী।
কাচা সিরিফল নখ মূতি লওলহি
কেসু পখুরিয়া ভেলী॥

সে পিয়া দএ গেল কেসু পখুরিয়া
ধরয় ন পারল মোঞে রে॥

সসি নব ছন্দে অনুরাগক আঁকুর
ধএল মোঞে আচরে গোই
কাজরে কার সখীজন লোচন
দীঠিহু মলিন জনু হোই॥
নূতন নেহ সসারক সীমা
উপচিত কইসনি চোরী।
ব্যাধ কুসুম সব সঞো বিঘটাউলি
বঙ্গ কুরঙ্গিনি মোরী॥

চারি ভাবে হমে ভরমলি অছলাহ
সমদি ন ভেলে মোহি সেবা।
কাহু রুপ সিরি সিবসিংহ আএল
কবি অভিনব জয়দেবা॥

ন.গু. তালপত্র ৫৯৯, অ ৬০৫

শব্দার্থ—সামব—শ্যামল; পাহুন—অতিথি; কাচা সিরিফল—কাঁচা বেল; কেসু পখুরিয়া—কিংশুক ফুলের কুঁড়ির (মতন বর্ণের); আচরে গোই—অঞ্চলে গোপন করিয়া; সসারক সীমা—সংসারে শ্রেষ্ঠ; উপচিত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বিঘটাউলি—নষ্ট করিল। চারি ভাবে—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও স্বরভঙ্গ এই চারিভাবে; সমদি—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ—শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি হইল, বিভাবরী রঙ্গে গেল। সে কাঁচা শ্রীফলে (পয়োধরে) নখমূর্ত্তি দিলে, যেন কিংশুক ফুলের কুঁড়ি হইল। সেই প্রিয়তম কিংশুক-কলিকা (রক্তবর্ণ নখক্ষত) দিয়া গেল, আমি নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। নবশশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর (নখচিহ্ন) আমি অঞ্চলে গোপন করিয়া রাখিলাম। সখীজনের লোচন তো কাজলে কাল, তাদের দৃষ্টিও যেন মলিন হয় (অর্থাৎ তাহারা যেন কুচে নখচিহ্ন দেখিতে না পায়)।

নূতন প্রেম সংসারের সার; যাহা বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা কেমন করিয়া গোপন রহিবে? মদনরূপী ব্যাধ কর্ত্তৃক কুরঙ্গিনীরূপিনী আমার রঙ্গ নষ্ট হইল। (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই)। আমি চারিভাবে (অর্থাৎ স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও স্বরভঙ্গে) পূর্ণ হইলাম, আমার দ্বারা তাহার সেবা ভাল করিয়া হইল না। কৃষ্ণরূপ (শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণতুল্য) শ্রীশিবসিংহ দেব আসিয়াছেন, কবি অভিনব জয়দেব (কহিতেছেন)।

(৭৮)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
সহজে পড়ল হাম গোয়ারক সঙ্গ॥

অবুঝ না বুঝ ভালকে কহে মন্দ।
পৌঞা পিবই কাঁহা কুসুম মকরন্দ॥

অন্ধারক বরণ কভু নহে আন।
বানর মুখে কভু না সোভই পান॥
তাকর সঙ্গে কাহাঁ পিরিতি রসাল।
বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল॥

জাতি সুললিত পবকিত হিন।
অধমক পিরিতি রহই কতদিন॥
অধক পিরিতি না করিয়ে মান।
সুজনক পিরিতি কাঞ্চন সমান॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ বস জান।
সিবসিংহ নরপতি লছিমা পবমান॥

পণ্ডিত বাবাজীব পুঁথিব ৯৫ সংখ্যক পদ

শব্দার্থ—পোআ—পোকা, কীট (পেচকও হইতে পাবে), সুললিত—সুন্দব।

অনুবাদ—সখি! আজিকাব বঙ্গব কথা কি বলিব! সহজেই আজ আমি গেঁয়ো লোকেব সঙ্গে পড়িলাম। যে অবুঝ সে বুঝে না, ভালকে মন্দ বলে। কীট কোথায় কখন মকবন্দ পান কবে? যাহাব কালো ববণ সে কখনও অন্যরূপ হইতে পাবে না। বানবেব মুখে কখনও পান শোভা পায় না। তাহাব সঙ্গে কি কবিয়া রসাল প্রেম হইতে পারে? বানবেব গলায় কি মতিব মালা শোভা পায়? ...... অধমেব প্রেম কতদিন বজায় থাকে? অধমের প্রেমের আদব করিতে নাই; সুজনেব প্রেম কাঞ্চন সমান। বিদ্যাপতি এই বস জানেন, শিবসিংহ নবপতি ও লছিমাদেবী তাহার প্রমাণ।

(৭৯)

কুন্তল কুসুম নিমাল ন ভেল।
নয়নক কাজব অধব ন গেল॥
কনক ধরাধব নহি সসিবেহ।
কোনে পবি কামে পকাসল নেহ॥
এ সখি এ সখি পুরুস অগ্যান।
ভুজঁগ ভনাবথি বঙ্গ ন জান॥

দুবসোঁ সুনিঅ সময় পচবাম।
পবতখ চাহি নহি কে অনুমান॥
উপগতি ভেলিহু ই ভেলি সাতি।
অনুসয় ছিতহি পোহাইলি রাতি॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
বাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥

তালপত্র ন. গু.—৪৮৫, অ ৪৯৭

শব্দার্থ—নিমাল—নির্মাল্য, চূর্ণ বা দলিত, কনক ধবাধব—সোনাব পাহাড়, বচ, সসিবেহ—শশিবেখা, নখক্ষত; ভুজঁগ ভনাবথি—লোকে বলে সর্পেব ন্যায় তীব, দুবসোঁ—দুব হইতে; পরতখ—প্রত্যক্ষ, উপগতি—নিকটে; সাতি—শাস্তি; অনুসয়—আশয়, ছিতহি—থাকিতেই।

অনুবাদ—(সখীব উক্তি) কুন্তলেব কুসুম মথিত হয় নাই নয়নেব কজ্জল অধরে যায় নাই (আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুসুম মলিন হয় নাই, চুম্বনে নয়নেব কজ্জল অধবে লাগিয়া যায় নাই)। পয়োধবে নখক্ষত নাই, কেমন কবিয়া কাম স্নেহ প্রকাশ করিল (কাম নির্দ্দয় ভাবে যুদ্ধ কবিল না)। (নায়িকাব উত্তব) হে সখি, হে সখি, পুরুষ অজ্ঞান, লোকে বলে ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র; (কিন্তু) বঙ্গ জানে না। দুর হইতে শুনা যায় যে, পঞ্চবাণেব সময়। প্রত্যক্ষ না চাহিয়া কে অনুমান করে? (অর্থাৎ প্রত্যক্ষে দেখিতেছি যে, মদনের কোনই প্রভাব নাই।) নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শাস্তি হইল। আশা না মিটিতেই বাত্রি পোহাইল।

(৮০)

সিরিহি মিলিল দেহা   ন কুচে চান রেহা
ঘামে ন পিউল সুগন্ধা।
অধর মধুরি ফুল   দেখিঅ তাহেরি[১] তূল
ধয়েলহি[২] অছ মকরন্দা॥
রামা অইলি হে পিয়া বিসরাই।
পুরুস কেসরি জনি   দমন-লতা ধনি
ছুঅইত জা অসিলাই॥
গেলহি[৩] কয়লহ মান   কী অবসর আন
কী সিসু বাল ভু তোরা।
মুসএ গেলিহে ধন   জাগল পরিজন
লগহি কলাওক চোরা॥
ভনই বিদ্যাপতি   সুন বরজৌবতি
ই রস কেও কেও জানে।
রাজা সিবসিংঘ   রূপনরাএন
লখিমা দেবি[৪] রমনে॥

রাগত. পৃঃ ৯৭, ন. গু. ২৩৯ ; অ ২৩২

শব্দার্থ—সিরিহি—সিরীষ ফুল ; চানরেহা—চন্দ্ররেখা, নখের দাগ ; পিউল—পান করিল ; মধুরি—বান্ধুলী ; বিসরাই—ভুলিয়া ; কেসরি জনি—সিংহের মতন ; অসিলাই—আউলাইয়া যাওয়া, ম্লান হওয়া ; বাল ভু—বল্লভ ; মুসএ—চুরি করিতে।

অনুবাদ—তনু শিরীষ ফুলে মিশিয়াছে, পয়োধরে চন্দ্ররেখা নাই, ঘাম সুগন্ধ পান করে নাই অর্থাৎ দেহ পূর্বে যেমন শিরীষ ফুলের ন্যায় কোমল ছিল সেইরূপ আছে, উহাতে কোন মলিনতা নাই, স্তনে নখ-রেখাও হয় নাই, গাত্র-ঘর্মে সুগন্ধ মুছিয়া যায় নাই। মাধুরী অর্থাৎ বান্ধুলী ফুলের ন্যায় অধর দেখিতেছি অর্থাৎ অধরের রক্তিমাও বিনষ্ট হয় নাই। মধু (ও) রাখা আছে অর্থাৎ কেহ অধরের মধু পান করে নাই। রামা (তুই কি) প্রিয়তমকে বিস্মৃত হইলি? পুরুষ যেন সিংহ, সুন্দরী যেন দ্রোণলতা, স্পর্শ করিতেই আউলাইয়া যায়। যাইতেই কি মান করিয়াছিলি, কিংবা অবকাশে অন্য (মন্দ) কথা বলিয়াছিলি? অথবা তোর কান্ত শিশু? সম্পত্তি হরণ করিতে গিয়াছিলি (এমন সময়) পরিজনেরা জাগিয়া উঠিল, (তাহাতে) চোরের কালিমা লাগিল (চুরি করিতে গিয়া চুরি করিতে পারিলি না ; ধরা পড়িয়া চোরের কলঙ্ক লইলি)। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতীশ্রেষ্ঠ শ্রবণ কর, এই রস কেহ কেহ জানে, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর কান্ত।

(৮১)

হসি নিহারল[১] পলটি হেরি লাজে কি বোলব সাঁঝক বেরি।
হরখেঁ আরতি হরল[২] চীর, সূন পয়োধর, কাঁপ সরীর॥
সখি কি কহব কহইতে লাজ গোরু চিন্হএ গোপক কাজ।
নিবি নিরাসলি, ফুজলি আস[৩], ততেও দেখি ন আবএ পাস॥

(৮০) ন.গু. পাঠান্তর—(১) তহ্রিক (২) ধয়লহি (৩) গেলিহি (৪) দেই।
(৮১) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) নিহারএ (২) আরতি হট হরলহি (৩) বাস।

অও কত কহব মধুর বানি[৪], কাজর দুধেঁ পখালল জানি[৫]।
সখি বুঝাবএ ধরিএ হাথ গোপ বোলাবথি[৬] গোপী সাথ॥
তোহেঁ ন চিহ্নহ রসক ভাব বড়ে পুণে পুণমতি[৭] পাব।
ভন[৮] বিদ্যাপতি সুন তঅেঁ নারি পহুক দূষণ দিঅ বিচারি।
রাজা রূপনরাএন জান সিবসিংহ লখিম দেবি-রমান।

বামভদ্রপুব ৩০, নেপাল ২৩০, পৃঃ ৮২ খ ; পং ৪

শব্দার্থ—ফুজলি—মুক্ত কবিল।

অনুবাদ—ফিবিয়া দেখিয়া হাসিতে দেখিল, সন্ধ্যাকাল, লজ্জাব কথা কি বলিব ? হর্ষে বিমূঢ় হইয়া বসন হরণ করিল, পয়োধর ব্যক্ত হইল, শবীব কাঁপিতে লাগিল। সখি ! কি বলিব, বলিতে লজ্জা কবে, গোক চেনাই গোপেব কাৱ। নিবীবন্ধন খুলিল, আশাব সঞ্চাব কবিল (অথবা নেপাল পাঠান্তবে বসন মুক্ত কবিল) তথাপি দেখি যে কাছে আসে না। আর কত মধুর কথা বলিবে, কাজল কি দুধে ধোওয়া যায় ? হে সখি ! গোপ গোপীদেব মাঝখানে আমার হাত ধরিয়া বুঝাইতে লাগিল—যে তুমি বসের ভাব বুঝ না, বড পুণ্যে পুণ্যবতী'ক পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে নারী শুন, বিচাব করিয়া প্রভুর দোষ দিও। লখিমাদেবীব বমণ রূপনাবায়ণ বাজা শিবসিংহ ইহা জানেন।

(৮২)

কুন্দ ভমর সঙ্গম[১] সম্ভাসন
নয়নে জগাওব[২] অনঙ্গে।
আসা দএ অনুরাগ বঢাওব
ভঙ্গিম[৩] অঙ্গ বিভঙ্গে॥
সুন্দরী[৫] হে উপদেস ধবিএ ধবি
সুনু সুনু সুললিত বানী।
নাগরিপন[৬] কিছু কহবা চাহ
কহলহু বুঝুএ সয়ানী॥

কোকিল কূজিত কণ্ঠ বইসাওব[৭]
অনুরঞ্জব বিতুরাজে।
মধুর হাস মুখমণ্ডল মণ্ডব
ঘড়ি এক তেজব লাজে॥
কৈতব কএ কাতরতা দরসব
গাঢ় আলিঙ্গন দানে।
কোপ[৪] কইএ পরবোধল মানব
ঘড়ি[৮] এক ন করব মানে॥

(৮১) **পাঠান্তর**- নেপাল পুঁথিতে (৪) আওর কি কহব সিনেহ বানি (৫) আনি (৬) বোলাবএ (৭) পুণমত (৮) **ভণবিদ্যাপতির পূর্ব্বে—আবে কি কহহ তথিকি** বাণী, কসি কসৌটি অএলাহ ....জানি।

(৮২) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) ভরম সম্ভ্রম সম্ভাবন (২) জগাএ (৩) লঙ্গিম (৪) "কোপ কলাপ কেস মান মানব অধিক না করবে মানে।"
(৫) "কামিনি তোহে উপদেশ ধরব। যে সুনু সুনু সুন সুললিত বাণী।" (৬) "নাগরপণ কিছু রহ বাড় চাহি অ। কহলেও বুঝএ সয়ানী।" (৭) বঢ়াও (৮) তিল

সম পসেবনি সহ তনু দরসব
মুকুলিত লোচন হেরী।
নখেঁ হনি পিয়া মনিঠাম ছোড়াওব
সুরত বঢ়াওব কেলী[৯] ॥

জুঝল মনমথ[১০] পুন যে জুঝাএব
বোলি[১১] বচন পরচারী।
গেল ভাব জে পুনু পলটাবএ
সেহে কলামতি নারী ॥

সুখ সম্ভোগ সরস কবি গাবএ।
বুঝ সময় পচবানে ॥
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন।
বিদ্যাপতি কবি ভানে ॥ *

রাগত পৃঃ ৬২ ; নেপাল ২২৯, পৃ ৮৪ ক.—পং ৪
ন. গু ৫৪১, অ ৫৫৩

শব্দার্থ—নাগরিপণ—নাগরীর ছলাকলা ; সয়াণী—চতুরা ; কৈতব কএ—ছল বা ভাণ করিয়া ; পসেবনি—ঘাম ; পরচারী—প্রচার করিয়া।

অনুবাদ—কুন্দ যেমন (নীরবে) ভ্রমরকে মিলনের জন্য আহ্বান করে, তেমনি তুমি নয়নে (কটাক্ষে) অনঙ্গকে জাগাইবে ; অঙ্গের ভঙ্গিদ্বারা আশা দিয়া অনুরাগ বাড়াইবে। সুন্দরি, কিছু উপদেশ লও, সুললিত বাণী শোন, কিছু নাগরি পণা বলিতে চাই, যে চতুরা হয় সে বলিলে কথা শোনে (সেই অনুসারে কাজ করে)। কণ্ঠে কোকিলের কূজন তুল্য স্বর করিবে, ঋতু রাজের (বসন্তের) শোভা করিবে, মুখে মধুর হাসি আনিবে, কিছুক্ষণের জন্য লজ্জা ত্যাগ করিবে। গাঢ় আলিঙ্গনের সময় এমন ভাণ করিবে যেন তুমি কাতর হইয়াছ ; রাগ করিবে, আবার প্রবোধ মানিবে, কিছুক্ষণ মান করিবে না। অৰ্দ্ধমুদিত লোচনে (নাগরকে) দেখিয়া তোমার নিজের দেহেও যে ঘাম হইয়াছে দেখাইবে। প্রিয়কে নখাঘাত করিয়া মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইবে ; সুরতে কেলি বাড়াইবে। মন্মথের যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই যুদ্ধে (রসের) কথাবার্ত্তা বলিয়া যে আবার প্রবৃত্ত করাইতে পারে, যে ভাব শেষ হইয়াছে, তাহাকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারে, সেই কলাবতী নারী। সরস কবি সুখ সম্ভোগের কথা গান করিতেছেন, বিদ্যাপতি কবি বলেন হে রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ পঞ্চবাণের সময় বুঝিবে।

(৮৩)

বিরলা কে ভল খিরহর সোম্পলহ, দুধ বহলি, অচ্ছডাঢ়ো
দধি দুধ ঘোর ঘীব সওঁখএক সগরি রওনি সুখে খপলক কাঢ়ী ॥
জত ন অবহুঁ ন চেতহ অপানে
অপুনক কুগতি অপনে নহি জানহ কী উপদেস অআনে ॥
বটই গরাম্বর বান্ধি পটওলহ ভানস তেলক মাঝে।
তেহি বিরল বাঞঁ সুখ মুখে খাএল রাতি দিবস দুহু সাঝেঁ ॥

(৯) বেলি (১০) পুনু জঝোওব। (১১) কেলি বচন পরচারী। ৮২ পদের শেষ চারি চরণ নেপাল পুঁথির।

মুন্দহর ঘর মুন্দহবিআ কএলহ মুস মাসু সব ছাড়ী।
কাটি সংখা বিখ ………. ……….বেধপ্রলক গাড়ী।
ধেন্দুল বান্ধি পটো বাঁ ধএলহ অইসনি তুঅ পরিপাটী।
পত্তরাগী জও খণ্ডে খণ্ডে কএলক মুস মুখে হৃত্তসক কাটী।
গোবরেঁ বান্ধি বীছ্ছ ঘর মেললহ একর হোএত পরিণামে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ণ লখিমা দেবি রমানে।

বামভদ্রপুব পুঁথি, পদ ৬৪

অনুবাদ—(সখীরূপী দূতী নায়িকা কর্তৃক নায়কের নিকট প্রেরিত হইয়া স্বয়ং নায়কেব সহিত সম্ভোগ করিয়াছে; অন্য সখী নায়িকাকে সাবধান কবিয়া দিয়া বলিতেছে)

তুমি বিড়ালকে দুধ রক্ষাব ভাব দিয়াছ, দুধ পড়িয়া গেল, দধি, দুধ, ঘোল, ঘি বাহির করিয়া সে সারারাত সুখে খাইয়া কাটাইল। এখনও তুমি সাবধান হও। আপনার দুর্গতি নিজে না জানিলে অজ্ঞানকে উপদেশ দিয়া কি লাভ। বটই (মাছ) কাপড়ে বাঁধিয়া তেলে ছাড়িয়াছ। বিড়াল তাহা সুখে রাতদিন দুইবেলা খাইল। বন্ধ ঘরে সকলকে ছাড়িয়া ইন্দুরকে রক্ষক রাখিয়াছ। তে বাঁধিয়া রেশমী সাড়ী রাখিয়াছ এমন তোমার পরিপাটী। মুষিক উহা টুকরা টুকরা করিয়া উহাতে বাঁধা মিঠাই মুখে পুরিয়া দিয়াছে। গোবরে বাঁধিয়া বিছা ঘরে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর রমণ।

(৮৪)

"দূতি সরূপ কহবি তুহুঁ মোহে।
মুঞি নিজ কাজে সাজি তুয়া ভূখণ
বিরচি পঠাওল তোহে॥
মুখজ তাম্বুল দেই অধর সুরঙ্গ লেই
সো কাহে ভেল ধুমেলা।"
"তুয়া গুণ কহইতে বসনা ফিরাইতে
ততিহুঁ মলিন ভৈ গেলা॥"
"মুঞি নিজ কর দেই সিমন্ত সোঙারলুঁ
সো কাহে ভেল কুবেশা।"
"তুয়া ইথে লাগি পাও দুহু পড়ইতে
তত্তহি উধসি ভৈ কেশা॥"

"বিনহি ছরমে উর ধকধক ধকি কর
উসসি উসসি ভৈ শাসা।"
"তোহারি বচন দেই উনক বচন লেই
তুরিতে আয়লুঁ তুয়া পাশা॥"
"অপন বসন দেই উনক বসন লেই
আয়লি কোন চরীতে।"
"গেলি ন গেলি যব হি উপজায়ব
আনলুঁ তুয়া পবতীতে॥"
ভণহু বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতি
কহইতে হোয়ে খখেরা॥
রাজা শিবসিংহ রূপ নরায়ণ
দূতিক ইহ উপচারা॥ *

অ ৮৪৫ (সা. প. ২০১ সং পুঁথি হইতে)

*মন্তব্য—এই পদটীতে বিদ্যাপতির কোন মৌলিকতা নাই। সংস্কৃত উদ্ভট পদে ঠিক এই ভাব পাওয়া যায়:—

কস্মাৎ দূতি শ্বসসি বিষমং লম্বরাবর্তনেন।
ভ্রষ্টো রাগঃ কিমধরপুটে ত্বৎকথাজল্পনেন।
লুপ্তো রাগঃ কিমু কুচতটে তৎপদে লুণ্ঠনেন।
বাসস্তস্য ত্বয়ি কথমিদং প্রত্যয়ার্থং তবৈব।

শব্দার্থ— ধুমেলা – ধূসর ; উঁবসি—আলুথালু ; ছরমে – শ্রমে ; উর—বুক ; খখেরা – কলঙ্ক।

অনুবাদ—(নায়িকার সহিত দূতীর কথোপকথন) "দূতি ! আমাকে সত্য করিয়া বলো ; আমি নিজের কাজে তোমাকে সাজাইয়া পাঠাইলাম। মুখের তাম্বুল দিয়া অধর সুরঞ্জিত করিয়া পাঠাইলাম, তাহা কেন ধূসর হইল ?" "তোমার গুণ বলিতে রসনা চালাইতে হইল, তাই মুখ মলিন হইয়া গেল।" "আমি নিজের হাতে তোমার সীঁথি সাজাইলাম, তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরূপে ?" "তোমার জন্ম (নায়কের) পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু হইল।" "বিনাশ্রমে তোমার বুক ধকধক করিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ।" "তোমার কথা তাহাকে বলিয়া তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতে হইয়াছে।" "নিজের বসন দিয়া, তাহার বসন লইয়া আসিলে, এ তোমার কেমন ব্যবহার ?" "গিয়াছিলাম কিনা তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্ম তাহার বস্ত্র আনিয়াছি।" বিদ্যাপতি বলিতেছেন বরযুবতি শুন, কহিতে কলঙ্ক হয়। দূতীর এই ব্যাপার রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ বুঝেন।

(৮৫)

বারি বিলাসিনি আনবি কাঁহা।
তোঁহি কাহ্ন বরু জাসি তাঁহা॥
প্রথম নেহ অতি ভিতি রাহী।
কত জতনে কতে মেরাউবি তাহী॥
জা পতি সুরত মনে অসার।
সে কইসে আউতি জমুনা পার॥
পথহুঁ কণ্টক জাহ বিসুর।
চরন কোমল পথ বিদূর॥

অতি ভআউনি নিবিলি রাতি।
কইসে অঁগীরতি জীবন সাতি॥
এত গুনি মনে তাহি তরাস।
মধু ন আব মধুকর পাস॥
পাইঅ ঠাম বইসলে ন নীধি।
জে কর সাহস তা হো সীধি॥
ভন বিদ্যাপতি সুন মুরারি।
বেরস পললি অছ সে নারি॥

নৃপ সিবসিংহ ই রস জান।
রানি লখীমা দেবি রমান॥

তালপত্র ন. গু. ২৩৪, অ ২৩৫

শব্দার্থ—বরু—বরং ; নেহ—স্নেহ, প্রেম ; মেরাউবি—মিলন করাইব ; জা পতি—যাহার প্রতি ; মনে—বিবেচনা করে ; আউতি—আসিবে ; বিসুর—বিস্মরণ হইয়া, ভুলিয়া ; ভআউনি—ভয়ানক ; নিবিলি—নিবিড় ; অঁগীরতি—অঙ্গীকার করিবে ; বেরস—বিরস ; পললি—পড়লি।

অনুবাদ—বিলাসিনী বালিকাকে কোথায় আনিব ? তুমি কানাই, বরং সেই স্থানে যাও। প্রথম প্রেম ; রাধিকা অত্যন্ত ভীরু, কত যত্ন করিয়া তাহাকে কোন স্থানে মিলাইব ? যাহার প্রতি (পক্ষে) সুরত অসার মনে হয়, সে কেমন করিয়া যমুনাপারে আসিবে ? পথে কাঁটা ভুলিয়া যাইতেছ, পদ কোমল, দূর পথ। অতিশয় ভয়ঙ্কর গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি, কেমন করিয়া জীবনের শাস্তি স্বীকার করিবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তাহার মনে ভয় (হইয়াছে)। মধু ভ্রমরের নিকট আগমন করে না। (এক) স্থানে বসিয়া থাকিলে, নিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে কার্য্যে সাহস করে তাহারই সিদ্ধিলাভ হয়। বিদ্যাপতি বলে, মুরারি, শ্রবণ কর, সেই রমণী বিরস হইয়া পড়িয়া আছে। নৃপ শিবসিংহ রাণী লখিমা দেবীর বল্লভ এই রস জানেন।

(৮৬)

কাছিড় কাছিঅ ই বড়ি লাজ বিনু নঞ্চলে ন ছুটএ কাজ।
কাছিঅ জেহে বহাইঅ সেহ তবে সে মিলএ দুলভ নেহ।
সাজনি ঝাঁটে কর অভিসাব চোরী পেম সংসারেরি সার।
কিছু ন গুনব পথক সঙ্কা সিনী পলল বৈরি কলঙ্কা।
তোর গতাগত জীবন মোর আসা পলল কন্থাই তোব।
তন্থি পটও লাছু তোহব ঠাম দাহিন বচন · বাম।
তইঅও তন্থিকি তহি পিআবি দূতী কএলএ জনি সিআরি।
নাগবি হসলি দূতী হেবি টুটল বোলব মতে কত বেরি।
ভন বিদ্যাপতি ই বস জানি রানি লখিমাদেবি বমান।

রামভদ্রপুব পুঁথি, পদ ৫৮

শব্দার্থ—কাছিড - নদীতটেব নিম্নভূমি, কাহিঅ—অভিলাষ কবা, সিনী -, তইঅও—তথাপি, সিআরী—রসজ্ঞা।

অনুবাদ—নদীবকূলে চুপচাপ বসিয়া (স্নানেব) ইচ্ছা কবা বড়ই লজ্জাব কথা, না নামিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অভিলাষ করিয়া যে (প্রেমেব) স্রোত বহাইয়া দিতে পাবে, দুর্ল্লভ প্রেম সেই লাভ কবে। সখি! শীঘ্র অভিসার কর, গুপ্তপ্রেম সংসারেব সার। পথেব বিপদেব কথা ভাবিও না,·· · · ······ · । তোমার যাওয়া আসা যেন আমার জীবনস্বরূপ (কেননা) কানাই তোমাব আশায় বহিয়াছে। ·· · ······ ··

(৮৭)

প্রথমই দূতি পঢ়ায়লি আখি।
দোয়জহিঁ মন্দ হাসি ভেল সাখি॥
তেয়জহি পুরল পুলকিত দেহ।
বঙ্ক নয়নে হবি বুঝায়ে সেহ॥
কামিনী কোরে পবসায়ল হাথ
পুন পুন কেশ উতাঁরয়ে মাথ॥
তাহে জানল হোঁ নিশি আন্ধিআর।
আপন কানু করব অভিসার॥
ভনযে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
সিংহ ভূপতি লছিমা পরমান॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথির ১০৪ সংখ্যক পদ

শব্দার্থ—পঢ়ায়লি আখি—চোখেব ইঙ্গিত কবিল; দোয়জহিঁ—দ্বিতীয়তঃ; তেয়জহি—তৃতীয়তঃ; কোরে—কোলে; পরসায়ল—স্পর্শ কবাইল।

অনুবাদ—দূতী প্রথমেই চোখের ইঙ্গিত করিল; দ্বিতীয়তঃ (রাধার) মন্দহাসি সাক্ষী হইল; তৃতীয়তঃ (তাহার) দেহ পুলকে পূর্ণ হইল; বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে হরিকে বুঝাইল। কামিনী নিজের বুকে হাত দিল এবং বারংবার মাথার কেশ নামাইল। তাহাতে জানা গেল যে অন্ধকার নিশিতে কানাই যেন নিজে অভিসার করে। বিদ্যাপতি বলেন এই রস জানেন। সিংহভূপতি ও লছিমা তাহার প্রমাণ।

(৮৮)

সুরুজ সিন্দুর-বিন্দু চাঁদনে লিখএ[১] ইন্দু
তিথি কহি গেলি তিলকে।
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার[২]
অঙ্কুস কএল অলকে ॥
মাধব ভেটলি পসাহনি[৩] বেরী।
আদর হেরলক[৪] পুছিও ন পুছলক
চতুর সখী জন মেরী ॥

কেতকি দল দএ[৫] চম্পক ফুল লএ[৬]
কবরিহি থোএলক আনী।
মৃগমদ কুঙ্কুম[৭] অঙ্গরুচি কএলক
সময় নিবেদ সয়ানী ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ অভয়মতি[৮]
কুহু নিকট পরিমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই বিরমানে[৯] ॥

রাগত পৃঃ ৮৫, নেপাল ২৬১, পৃ ৯৫ক, পং ১ (ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি) ন. গু. তালপত্র ২৬৮, অ ২৪৮

শব্দার্থ—চাঁদনে—চন্দনে ; বিপরিত অভিসার—নায়িকা নায়কের জন্য অভিসার করিবে ; পসাহনি বেরী - প্রসাধনের সময় ; কুহু—অমাবস্যা।

অনুবাদ—(দূতী রাধার সহিত অভিসারের সঙ্কেত করিয়া মাধবকে জানাইতেছে) সিন্দুর বিন্দুর দ্বারা সূর্য্য, চন্দনের দ্বারা ইন্দু বুঝাইয়া তিলকের দ্বারা (তিলকের সংখ্যা অনুসারে) তিথি বুঝাইল (যেমন ত্রয়োদশী তিথিতে অভিসারের সঙ্কেত করিলে তেরটি তিলকবিন্দু ধারণ করিল)। বিপরীত অভিসার যেন অমৃতের ধারা বর্ষণ করে ; অলকে অঙ্কুশ করিল (মদনকে দমন করিবার জন্য)। মাধব ! তাহার সহিত প্রসাধন কালে দেখা হইল। আমাকে সাদরে অবলোকন করিল ; চতুরা সখীজনে সঙ্গে ছিল বলিয়া ভাল করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। কবরীতে কেতকী ফুল দিয়া ও চম্পক ফুল দিয়া এবং মৃগমদকুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া চতুরা সময় জানাইল (মৃগমদকুঙ্কুম কৃষ্ণবর্ণের, সুতরাং অন্ধকার রাত্রে কেতকী ও চাঁপাফুল ফুটিবার সময়ে অভিসারে যাইবে এই সঙ্কেত করিল)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, অভয়মতি (হয়তো কোন রাজ-অমাত্য) শোন, অমাবস্যা সত্যই নিকটে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর পতি।

(৮৯)

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি[১]
চললিহুঁ[২] সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥

জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা[৩] ভৃঙ্গ সৈবালে।
ভাভুলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনি
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥

(৮৮) নেপাল পুঁথির **পাঠান্তর**-(১) চান্দনে লিহএ (২) অমিয় গলএ বান (৩) পসাহন (৪) হরলক (৫) লএ (৬) দল দএ (৭) চাঁদনে কুঙ্কুমে

শ্রী. প. উ অনুসারে **পাঠান্তর**- (৮) বইজোবতি (৯) দেবি রমনে।

(৮৯) **পাঠান্তর**—(১) প, স অনুসারে "রাজহংস গতি গামিনি" (২) প. স অনুসারে "চললিহ"—ইহাই বিশুদ্ধ পাঠ, কেননা "চলিলহু" বলিতে "চলিলাম" অর্থ বুঝায়, অথচ এই পদে সাধারণ রূপ বর্ণণা রহিয়াছে। (৩) অলক

নলিনি চকোর সফরি বর[৪] মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আখী।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনি স্রবণ বিসেখী॥
কনক-মুকুর সসি কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর পওারে।[৫]
দসন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ-বীজ
জিনি কম্বু-কণ্ঠ আকারে॥
বেল তালজগ হেম-কলস গিরি
কটোরি জিনিআ কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাস বল্লরি জিনি
ডমরু[৬] সিংহ জিনি মাঝা॥

লোমলতাবলি সৈবল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গিনিরঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিআ গজকুম্ভা॥
উরুজুগ কদলি করিবর-কর জিনি
স্থলপঙ্কজ জিনি[৭] পদপানী।
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বানী॥
ভনই বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি[৮]
রাধারূপ অপারা।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
একাদস অবতারা॥

প. ত. ২৭১. প স পৃঃ ৭৬; ন. গু. ২৫০, অ ২৪৯

অনুবাদ—করিবর (ও) রাজহংসকে গমনে পরাজিত করিয়া (রাধা) সঙ্কেত-গৃহে চলিল। নির্মল বিদ্যুদ্-দণ্ড এবং হেমমঞ্জরী জিনিয়া (তাহার) অতি সুচারু দেহ। কৃষ্ণ মেঘ, অন্ধকার, (ও) চামর জিনিয়া; অলকা মধুকর (ও) শৈবাল জিনিয়া। ভ্রূ কন্দর্পের ধনু, মধুকর, (ও) সর্প জিনিয়া, কপাল অর্ধচন্দ্র জিনিয়া। অক্ষি কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী, খঞ্জন সকলকে জিনিয়া। নাসা তিলফুল, গরুড় ও চঞ্চু জিনিয়া; শ্রবণ গৃধিনী হইতে শ্রেষ্ঠ। মুখ স্বর্ণ মুকুর, চন্দ্র (ও) কমল জিনিয়া, অধর বিম্ব (ফল) এবং প্রবাল জিনিয়া, দন্ত মুক্তা, কুন্দ (ও) করকবীজ (দাড়িম্ববীজ) জিনিয়া, কণ্ঠের আকৃতি কম্বু জিনিয়া। স্তনের সাজ বেল, তালযুগল, সুবর্ণকলস, গিরি, কটোরি (বাটী) জিনিয়া, বাহু মৃণাল, পাশ ও বল্লরী জিনিয়া; মাঝা (কটি) ডমরু ও সিংহ জিনিয়া। লোম লতাগুচ্ছ, শৈবাল, কজ্জল, জিনিয়া; ত্রিবলী রঙ্গিণী তরঙ্গিণী জিনিয়া। নাভি সরোবর পদ্মদল জিনিয়া, নিতম্ব হস্তি-কুম্ভ জিনিয়া। উরুযুগ কদলী (ও) হস্তিশুণ্ড জিনিয়া; পদ ও হস্ত স্থল কমল জিনিয়া; নখের করকবীজ, চন্দ্র (ও) রত্ন জিনিয়া; বচন কোকিল (ও) অমৃত জিনিয়া। বিদ্যাপতি বলিতেছে রাধার সৌন্দর্য্য অপার। রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ, একাদশ অবতার।

(৯০)

নূপুর রসনা পরিহর[১] দেহ।
পীত বসন হে জুবতি পিধি লেহ॥
সিথিল বিলম্বে হোএত হাস।
নহি গএ হোএত কাহুক পাস[২]॥

গমন করহ সখি বল্লভ গেহ।
অভিমত হোএত ইথি ন সন্দেহ॥[৩]
কুঙ্কুম পঙ্ক পসাহহ দেহ।[৪]
নয়ন-জুগল তুঅ[৫] কাজর রেহ॥

(৪) সর (৫) প্রবালে"—কিন্তু 'পভারে' পাঠে পরবর্ত্তী চরণের 'আ' কারের সহিত মিল হয়। (৬) ডম্বরু (৭) 'জিনি' শব্দ নাই। (৮) 'যুবতি'।

(৯০) রামভদ্রপুর পুঁথির পাঠান্তর—(১) পরিহরি (২) গএ রহি হোএত কাহুক পাস (৩) পুরত অভিমত সকল সিনেহ (অপরপক্ষে পুঁথির পাঠাপেক্ষা এই পাঠ অনেক ভাল) (৪) 'কুঙ্কুমে তওন পসাহহি দেহ' (৫) তুঅ

অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ[৬]।
জানি পিসুন জন[৭] বোলব মন্দ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
অভিনব নাগর রূপে মুরারি[৮]॥

রামভদ্রপুর; পদসংখ্যা ৪০০; তালপত্র ন, শু. ২৪০, অ ২৪০

শব্দার্থ—পরিহরি—ত্যাগ করিয়া; পিবি—পরিধান করিয়া।

অনুবাদ—নূপুর ও কাঞ্চী দেহ হইতে ত্যাগ কর (কেননা অভিসারের সময় আওয়াজ হইবে); হে যুবতি! পীত বসন পরিধান করিয়া লও। শিথিলতা হেতু বিলম্বে উপহাস হইবে; কানাইয়ের নিকট যাওয়া হইবে না। সখি, বল্লভগৃহে গমন কর, ইচ্ছাপুর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই (রামভদ্রপুর পুঁথির পাঠ অনুসারে—তোমার ইচ্ছানুরূপ সকল স্নেহ অর্থাৎ প্রেমবাসনা চরিতার্থ হইবে)। কুঙ্কুমচন্দনে দেহ সাজাও; নয়নযুগলে কাজলের রেখা দাও। এখনই অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্র উদিত হইবে; (তোমাকে অভিসারে যাইতে দেখিলে) দুষ্ট লোকেরা নিন্দা করিবে। বিদ্যাপতি বলেন হে রমণীশ্রেষ্ঠ শোন, মুরারি অভিনব নাগররূপে আসিয়াছেন। লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস জানেন।

(৯১)

পুরল পুর পুরজন[১] পিসুনে[২]
জামিনী আধ অঁধার।
বাহু[৩] তরি হরি পলটি জাএব
পুনু জমুনা পার॥
এ কুল কুলকলঙ্ক ডরাইঅ
ও কুলে আরতি তোরি।
পিরিতি লাগি পরাভব সহব[৪]
ইথি অনুমতি মোরি॥
কাহ্ন[৫] তেজ ভুজ গিম পাস।
পহু জনলে দুরন্ত বাঢ়ত
হোএত রে উপহাস॥[৬]
জগত কত ন জুব জুবতী[৭]
কত ন লাবএ পেম।
বাপু পুরুস বিচখন[৮] চাহিঅ
জে কর আগিল খেম॥
গোচর এক মোর পএ রাখব
রাখবি তুঅও লাজ।
কবহু মুখ মলান ন করব
হোএত পুনু সমাজ॥

(৬) অবহি উদিত হোত তম পিবি চন্দ (৭) জনে (৮) ভনিতার শেষে নিম্নলিখিত কয়েকটি চরণ আছে।

"রূপনরাএন এহ রস জান
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেবি রমান"

(৯১) নেপাল পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) পরিজন (২) পিসুন (৩) পৌরি (৪) সহিঅ (৫) মাধব (৬) "জানব কত্তে দুরন্ত কে জাএত অছি হোএত উপহাস"। (৭) জুবজন (৮) বিচেতন

বালম্ভু সমদি চললি বালা
কবি বিদ্যাপতি ভান।
ই রস রানি লখিমাবল্লভ
রাএ সিবসিংঘ জান ॥[১]

নেপাল ১০৯, পৃ ৮ ক, পং ৫ ; ন. গু. তালপত্র ২৬০, অ ২৫৬

শব্দার্থ—পুব—নগর ; পিসুনে—দুষ্টলোকে ; বাহুতরি—বাহু দিয়া সাঁতরাইয়া ; বাপু পুরুষ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; আগিল—ভবিষ্যতের ; খেম—ক্ষেম, মঙ্গল ; সমাঙ্গ—মিলন।

অনুবাদ—পুরজনে ও পিশুনজনে নগর পূর্ণ, অর্ধরজনী, অন্ধকার। মাধব, বাহু দ্বারা পুনরায় যমুনা-পারে ফিরিয়া যাইব অর্থাৎ সন্তরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিব। এই কূলে কুলকলঙ্কের আশঙ্কা ও-কূলে তোর অনুরাগ। প্রেমের জন্য পরাজয় সহ্য করিব, এই আমার অনুমান। কানাই কণ্ঠে বাহু-আলিঙ্গন ত্যাগ কর, প্রভু (স্বামী) জানিলে, উৎপাত বাড়িবে, উপহাস হইবে অর্থাৎ লোকে বিদ্রূপ করিবে। পৃথিবীতে কত যুবক যুবতী প্রেম করে, সেই শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ পুরুষ যে ভবিষ্যতের মঙ্গল চায়। আমার এক নিবেদন রাখিবে, দুই (দিকের) লজ্জা রাখিবে। পুনর্বার মিলন হইলে, কখন মুখ ম্লান করিতে হইবে না। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, বালা, প্রভুকে বুঝাইয়া গমন করিল। রাণী লখিমার বল্লভ শিবসিংহ এই রস জানেন।

(৯২)

গুরুজন নয়ন পগার পবন জঞো
সুন্দরি সতবি চললি।
জনি অনুরাগে পাছু ধরি পেললি
কর ধরি কাম তিড়লী ॥
কি আরে নবি অভিসারক রীতী।
কে জান কওন বিধি কাম পঢাউলি
কামিনি তিহুয়ন জীতী ॥

অম্বর সকল বিভুসন সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী।
কেহু কতহু পথ লখহি ন পাবলি
জনি মসি বুড়লি ভমরী ॥
চেতন আগু চতুরপন কইসন
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥

তালপত্র ন. গু. ২৮৩, অ ২৭৪

শব্দার্থ—পগার—পার হইয়া ; পবন জঞো—পবনের তুল্য ; সতবি—সত্বর ; পেললি—ঠেলিল ; তিড়লি—টানিল তিহুয়ন—ত্রিভুবন, মসি—অন্ধকার ; বুড়লি—ডুবিল ;

অনুবাদ—গুরুজনের চক্ষু অতিক্রম করিয়া সুন্দরী পবনের ন্যায় শীঘ্র চলিল, যেন অনুরাগ পশ্চাৎ হইতে ঠেলিল, কাম হাত ধরিয়া টানিল। কিবা অভিসারের নূতন রীতি, কে জানে কন্দর্প কোন রীতিতে পড়াইল, রমণী ত্রিভুবন জয় করিল। বসন সকল (ও) সকল সুন্দর ভূষণ ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ হইল, পথে কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। যেন ভ্রমরী কালিতে ডুবিল। কবি বিদ্যাপতি বলে, চতুরের কাছে চতুরপনা কেমন করিয়া (করিবে)? লখিমাদেবীর স্বামী রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ।

---

(১) "ভালভু সমদ্দি চলু সসিমুখি
কবি বিদ্যাপতি ভনে
নিক্বত নেহনি মেথেও বহুত নই হুত ছোনেও জান"

বালম্ভু স্থলে "ভালভু" শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে নেপাল পুঁথি লিপিকরপ্রমাদ পুষ্ট বটে।

(৯৩)

প্রণমি মনমথ করহি পাএত।
মনক পাছে দেহ জাএত ॥
ভূমি কমলিনি গগন সূর।
পেম পন্থা কতএ দূর ॥
বাধ ন করহি রামা।
পুর বিলাসিনি পিয়তম কামা ॥
বদনে জীনিকহু করসি মন্দা।
লগ ন আওত লাজে চন্দা ॥

তোহি সঙ্কিয় পথ উজোর
গমন তিমিরহি হোএত তোর।
কাজ সংসয় হৃদয় বঙ্কা।
কত ন উপজএ বিরহ সঙ্কা ॥
সবহি সুন্দরী সাহস সার।
তোহি তেজি কে করএ পার ॥
সকল অভিমত্ত সিদ্ধিদায়ক।
রূপে অভিনব কুসুম-সায়ক ॥

রাএ সিবসিংঘ রস অধার।
সরস কহ কবি কণ্ঠহার ॥

নেপাল ২১৩, পৃ ৭৬খ, পং ২ ; ন. গু. ২৪৫, অ ২৪৫

শব্দার্থ—করহি পাএত—হাতে পাইলে ; লগ—কাছে ; সঙ্কিয়—ভয় পায়।

অনুবাদ—মন্মথকে প্রণাম ; (তিনি) প্রসন্ন হইলে (করায়ত্ত হইলে) মনের পশ্চাতে দেহ যায়। ভূমিতে পদ্ম, আকাশে সূর্য, প্রেমের পথ কি দূর হয় ? রামা, বাধা দিও না, হে বিলাসিনী, প্রিয়তমের বাসনা পূর্ণ কর। তুমি বদনের দ্বারা (চন্দ্রকে) জয় করিয়া ম্লান কর, (কাজেই) লজ্জায় চন্দ্র নিকটে আসে না। (চন্দ্র) পথ আলো করিতে ভয় পায়, তোমার গমন অন্ধকারেই হইবে। কাজে দ্বিধা ও হৃদয় বাঁকা করিলে বিরহের কত শঙ্কা উপজাত হয়। সুন্দরি, সাহস সকলেরই (সকল কাজেরই) সার, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কে (কাজ) করিতে পারে ? সরস কবি কণ্ঠহার বলিতেছেন যে সকল অভীষ্টের সিদ্ধিদায়ক রূপে নবকন্দর্প রাজা শিবসিংহ রসের আধার।

(৯৪)

কহ কহ সুন্দরী ন কর বেআজে[১]।
পুরুব সুকৃত কেদহু পাওল[২]
মদন মহাসিধি কাজে[৩] ॥
মৃগমদ তিলক অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি ॥

বিনু কারন গৃহ করহ গতাগত
মুনি নয়ন অরবিন্দা।
অতি[৪] পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা ॥
চেতন হাথ লাথ নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সকল কলারস জানে ॥

গ্রিয়ার্সন ১৩ ; ন গু. ৩০৮, অ ২৯৬।

শব্দার্থ—কেদহু—কেহ কি ; অকামিক—সহসা।

গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) সুন্দরি, কহ কহ ন কর বেআজ (২) পাওল (৩) কাজে (৪) 'অতি' শব্দ নাই।

অনুবাদ—হে সুন্দরি, ছলনা করিও না. বল, পূর্ব (জন্মের) সুফলের জন্য কেহ কি মদনের কাজে মহাসিদ্ধি লাভ করিল ? কস্তুরী, তিলক, অগুরু (গন্ধ) প্রভৃতি মাখিয়া নীল বসন পরিধান করিয়া গুরুজনের দৃষ্টির দিকে দেখিয়া অর্থাৎ গুরুজন যাহাতে সন্দেহ না করে সেইরূপে পশ্চিম দিকে দেখিতেছে যে, কখন রাত্রি হইবে। আঁখি-পদ্ম মুদ্রিত করিয়া বিনাকারণে গৃহে যাতায়াত করিতেছে, (আঁধারে যাওয়া অভ্যাস করিতেছে এই ইঙ্গিত) অত্যন্ত পুলকিত দেহে অকারণে হাসিয়া প্রফুল্ল মনে (শয্যা হইতে) জাগিয়া উঠিতেছে। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, চতুরের সহিত লাথ (ছলনা) সম্ভব নহে, অর্থাৎ সখী চতুরা, তাহার সহিত ছলনা করিয়া পারিবে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস অবগত আছেন।

(৯৫)

সখি হে আজ জায়ব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহী॥
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূসন কএ গজমোতী।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী॥

ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগন উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
ইহে সিনেহক লোতে॥

ভনে বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
সাহসে সকল কাজে।
বুঝ সিবসিংহ রস রসময়
সোরম দেবি সমাজে॥

রাগত পৃঃ ৯৬ ; ন. গু. ৩০৯, অ ২৯৭

শব্দার্থ—বচন চুকব নহি—যাহা কথা দিয়াছি. তাহা রাখিব ; চাঁদনে—চন্দন ; জইও—যদিও ; সগর—সকল ; সহসে সহসে—সহস্র সহস্র ; ডীঠি—দৃষ্টি ; ওতে—ওত. গোপন ; সঁও—হইতে ; লোতে—অপহৃত সামগ্রী।

অনুবাদ—হে সখি, আমি আজ যাইব, গৃহের গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যচ্যুত হইব না, অর্থাৎ গুরুজনের ভয়ে না যাইয়া আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইব না। চন্দন আনিয়া দেহে অনুলেপন করিব, গজমতির ভূষণ করিব, অঞ্জন না থাকায় নয়নযুগল ধবলজ্যোতি ধারণ করিবে। শ্বেত বসনে অঙ্গ আবরণ করিব, যদিও আকাশ ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র চন্দ্র উদিত হয় (তথাপি) ধীরে ধীরে গমন করিব (নায়িকা জ্যোৎস্না রাত্রিতে শ্বেতবসনে, চন্দনচর্চ্চিত দেহে, শ্বেত আভরণ পরিয়া অভিসার করিবে ; পাছে দেখা যায় এই ভয়ে চোখে কাজল পর্য্যন্ত পরিবে না ; শুক্লা রজনীতে দেহের ও বসন ভূষণের শুভ্রতা মিশিয়া যাইবে)। আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, আমি নিজেকে অন্তরাল করিব না। পরের নিকট হইতে অধিক চুরী করিবে, ইহাই স্নেহের (অনুরাগের) হৃত সামগ্রী। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতি. শোন, সাহস করিলে সকল কাজ (সিদ্ধ হয়), রসময় শিবসিংহ সুরমা দেবীর সঙ্গে রস বোঝেন।

(৯৬)

সহজ সুন্দর লোচন সীমা কাজর অঞ্জনে ন করু ভীমা।
তিলক দএ মৃগমদমসী বদন সরিস ন কর শশী।
চলহিঁ সুন্দরি তেজি বেআজ সুকৃতে মিল সুপহু সমাজ।
পসর সৌরভ কী অঙ্গরাগে উভয় মন জদি অনুরাগে।
পরিহর সখিকের রঙ্গ মুখর সুজন কহা সঙ্গ।
সরস কবি বিদ্যাপতি গাবে মনক পাহুন মদন ধাবে।
রূপনরাএন ই রস জানে রাণি লখিমাদেবি রমানে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ সংখ্যা ৩৫

অনুবাদ—তোমার নয়নের কোণ স্বভাবতঃই সুন্দর, তাহাতে কাজলের অঞ্জন লাগাইয়া ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিও না। কস্তুরীর কালো তিলক লাগাইয়া বদনকে চন্দ্রের সদৃশ করিও না (চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তুল্য, উহাতে মৃগমদতিলক লাগাইলে ঐ তিলক চন্দ্রের কলঙ্ক তুল্য হইবে)। হে সুন্দরি কোন বাহানা না উঠাইয়া (এখন) চল; পুণ্যফলে সুপ্রভুর মিলন লাভ হয়। সৌরভ (তোমার দেহের স্বাভাবিক সুগন্ধ) তো পাওয়া যাইতেছে, যদি উভয়ের মনে অনুরাগ থাকে, তবে অঙ্গরাগে কি লাভ? সখিদের সহিত হাস্যপরিহাস ছাড়, (কেন না) সুজনের মুখরতা শোভা পায় না। সরস কবি বিদ্যাপতি গান করিতেছেন যে মনের অতিথি মদনদেব দৌড়াইয়া আসিতেছেন। লখিমাদেবীর পতি রূপনারায়ণ এই রস জানেন।

(৯৭)

মৃগমদ পঙ্ক অলকা।
মুখ জনু করহ তিলকা॥
নিপুন পুনিমকে চন্দা।
তিলকে হোএত গএ মন্দা॥[১]
সহজহি[২] সুন্দরি বড়ি রাহী।
কি করবি[৩] অধিক পসাহী॥
উজর নয়ন নলিনা।
কাজরে ন কর[৪] মলিনা॥
দুধক ধোএল ভমরা।
মসি বুড়ি জাএত সামরা[৫]॥
পীন পয়োধর গোরা।
উলটল কনক কটোরা॥
চন্দনে ধবল ন করু।
হিমে বুড়ি[৬] জাএত সুমেরু॥
ভনই বিদ্যাপতি কবী।
কতএ তিমির জঁহা রবী॥[৭]

রাগত পৃঃ ১২৩; ন, গু, তালপত্র ২৪৬, অ ২৫৬

শব্দার্থ—জনু—যেন না; নিপুন—সুন্দর; পসাহী—প্রসাধন করিয়া; উজর—উজ্জ্বল; মসি—কালি; বুড়ি—ডুবিয়া; সামরা—কৃষ্ণবর্ণ;

রাগতরঙ্গিনীর পাঠান্তর:— (১) স পুন পুনিকে চন্দা
কলঙ্কে হোএত গএ মন্দা'
(২) সহজে (৩) করতি (৪) করু (৫) সমরা (৬) ঝাপি (৭) "বিদ্যাপতি হেন কবী
কতএ তিমির জঁহা রবী
রূপনারাএন পহু
তোলি হলক গুরু লহু।"

অনুবাদ—অলকে মৃগমদ চন্দন (লেপন) ও মুখে তিলক করিও না। সুন্দর পূর্ণিমার চন্দ্র (অর্থাৎ মুখ) তিলকে ম্লান হইবে। স্বভাবতঃই বাধা (তুমি) অত্যন্ত সুন্দরী, অধিক সাজ-সজ্জা কি করিবে? উজ্জ্বল পদ্ম-চক্ষু কাজলে মলিন করিও না; (তোমার নয়ন যেন) দুধে ধোওয়া ভ্রমর (চক্ষুক্ষেত্র পরিষ্কার এবং চক্ষু গোলক ভ্রমরের মতন কালো) (কাজল দিলে) মসীতে ডুবিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। উপুড়-করা সোণার বাটীর (ন্যায়) গৌরবর্ণ স্থূল পয়োধর। (তাহাকে) চন্দন দ্বারা শুক্ল করিও না, (তাহা হইলে) তিমে (তুষারে) সুমেরু ডুবিয়া যাইবে। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, যেখানে সূর্য্য সেখানে অন্ধকার কোথায়? (রাগ তরঙ্গিনীর ভনিতার অনুবাদ—রূপনারায়ণ প্রভু গুরুলঘু তৌল করিয়া দিবেন)।

(৯৮)

বদন কামিনি হে বেকত ন করবে[১]
চউদিস হোএত উজোরে ॥
চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে[২]
ঐঁঠ কএ[৩] জাএত চকোরে ॥
সুন্দরি তোরিত চলিঅ[৪] অভিসারে।
অবহি উগত সসি তিমিরে তেজব নিসি
উসরত মদন পসারে ॥
অমিয় বচন[৫] ভরমহু জনু বাজহ
সৌরভ বুঝত আনে[৬]।
পঙ্কজ লোভে ভমরে[৭] চলি আওব
করব[৮] অধর মধুপানে ॥
তোহে রসকামিনি[৯] মধুকে জামিনি
গেল চাহিঅ পিয় সেবে[১০]।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
কবি অভিনব জয়দেবে[১১] ॥

তালপত্র ন. গু ২২১ নেপাল ২৩২ পৃ. ৮৫ক পং ৫ রামভদ্রপুর ১০৬, অ ২২৮

শব্দার্থ—লালচে—লোভে; তোরিত—শীঘ্র; অবহি—এখনই; উগত—উদিত হইবে; তিমিরে তেজব নিসি—রাত্রি তিমির ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ শুক্ল হইবে, বাজহ—কহিও, চাহিঅ—চাই।

অনুবাদ—হে রমণি, বদন ব্যক্ত করিও না, চতুর্দিক উজ্জ্বল হইবে চন্দ্র মনে করিয়া সুধারসের লোভে চকোর (তোমার বদন) উচ্ছিষ্ট করিয়া যাইবে। সুন্দরি, তাড়াতাড়ি অভিসারে চল, এখনি শশীর উদয় হইবে, অন্ধকার রজনীকে ত্যাগ করিবে, মদনের দোকান উঠিয়া যাইবে। অমিয় বাক্য ভুলিয়াও যেন বলিও না, অন্যরূপ সুগন্ধ বুঝাইবে, পঙ্কজের লোভে ভ্রমর চলিয়া আসিবে, অধর মধুপান করিবে। তুমি রস কামিনী, মধু (মাসের) যামিনী, প্রিয়তমের সেবা করিতে যাওয়া উচিত, কবি অভিনব জয়দেব, রাজা রূপনারায়ণের (সম্মুখে বলিতেছে)।

(৯৯)

জখনে সঙ্কেত চলু সসিমুখি তখনে ছল অন্ধার।
আন্তর পান্তর বাট উগি গেল চন্দা করম চণ্ডার ॥
পরম পেম পরাভবে পাওল দেখি গমনেরি বাধ।
উতিম বচন জদি বিছুচর আওব কী অপরাধ ॥

(৯৮) নেপালের পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) কামিনী বদন বেকত জনু করিহহ (২) লালচএ' এবং 'রস' নাই। (৩) ঠকএ (৪) চলহি (৫) মধুরে বচনে (৬) সৌরভে জানত আনে (৭) ভমি (৮) করব (৯) মঞো রসভাবিনি (১০) আএল চাহিল নিজ গেহা (১১) শেষ দুই চরণের পরিবর্তে "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

সজনি মন্দির ভেল অসাব।
অপন আরতি আগু ন গুনল সাজি হল অভিসার॥
সুখম হেতু কমনে বিচাবব কমনে চিহ্নল চোর।
আসা দইঅ সুপুরুসে বঞ্চন দূষণ লাগত মোর॥
ন পরে পৌলিহুঁ ন ঘরে গেলিহুঁ দুহু কুল ভেল হানি।
বিধি নিকারুণ পরম দারুন অবে কি করব জানি॥
সংকেত বন-গমন ন সম্ভব পুনু পলটএ ন জাএ।
যুবতি বধ রে আধ পঞ্চসর কাহু ন কহহু জাএ॥
ভনে বিদ্যাপতি সুন তঅ যুবতি অছ এ গুণনিধান।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএন লখিমা দেবি রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪১১

যখন শশিমুখী অভিসারে যাত্রা করিল তখন অন্ধকার ছিল, কিন্তু প্রান্তরের মধ্যপথে চণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। গমনের বাধা দেখিয়া পরম প্রেম পরাভব পাইল। উত্তমের বচন যদি মানিয়া চলি, তবে আর অপরাধ কি? সখি! ঘর শূন্য মনে হয়। নিজের দুঃখের কথা না ভাবিয়া অভিসারে সাজিলাম। সুখের হেতু কেমন করিয়া বিচার করিবে, কেমন করিয়া চোর চিনিবে? সুপুরুষকে আশা দিয়া বঞ্চনা করিবার দোষ আমার লাগিবে। আমি ঘরেও যাইতে পারিলাম না, পরের সঙ্গে মিলিত হইতেও পারিলাম না। বিধি নির্দ্দয় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এখন কি করিব জানি না। সঙ্কেত বনে যাওয়া সম্ভব নহে, ফিরিয়া যাওয়াও যায় না। হে পঞ্চশর, যুবতিকে আধমারা করিলে, একথা কাহাকেও বলা যায় না। বিদ্যাপতি বলেন যুবতি তোমার গুণনিধান আছে। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

(১০০)

প্রথম পহর নিসি জাউ।
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ॥
তম মদিরা পিবি মন্দা।
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা॥
সুন্দরি চলু অভিসারে।
রস সিংগার সঁসারক সারে॥
ওতএ অছএ পিয়া আসে।
এতএ বেঢ়ল গিম মনমথ পাসে॥
সাহসে সাহিঅ অসাধে।
ভিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে॥
সে সামর তোঞে গোরী।
বীজুরি বলাহক লাগতি চোরী॥
হসি আলিঙ্গন দেসী।
মন ভরি জুবতি জনক সুখ লেসী॥
সব সঙ্কা কর দূরে।
কামিনি কন্ত মনোরথ পূরে॥
ভনই বিদ্যাপতি ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেবি রমানে॥

তালপত্র ন. গু. ২৪২, অ ২৪২

শব্দার্থ—জাউ—গেল ; সমাউ—প্রবেশ করিল ; মাতি—মত্ত হইয়া ; উগি জাএত—উদিত হইবে ; ওতএ—ওখানে ; আসে—আশায় ; এতএ—এখানে ; গিম—গ্রীবা ; সাহিঅ—সাধিও ; অসাধে—অসাধ্য ; বলাহক—মেঘ ; দেসী—দাও ; লেসী—লও।

অনুবাদ—রাত্রির প্রথম প্রহর গেল। সুজনেরা আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিল। তমোমদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া এখনই মন্দ (দুষ্ট) চন্দ্র উদিত হইবে। সুন্দরি অভিসারে চল, শৃঙ্গার-রস সংসারের সার। ওখানে প্রিয় আশায় (বসিয়া) আছে। এখানে মদনের পাশ গ্রীবা-বেষ্টন করিয়াছে। সাহস করিলে অসাধ্য সাধন হয়, প্রথম অপরাধ এক তিল (হইলেও) কঠিন হয়। সে শ্যামবর্ণ, তুমি গৌরাঙ্গী, মেঘ ও বিদ্যুতের চুরি (গুপ্ত মিলন সদৃশ) লাগিবে (বোধ হইবে)। হাসিয়া আলিঙ্গন দিবে, হৃদয় ভরিয়া যুবতীজনের সুখ গ্রহণ করিবে। সকল ভয় দূর কর, রমণী কান্তের মনোরথ পূর্ণ করে। বিদ্যাপতি এই জানিয়া বলিতেছে, রাজা শিবসিংহ লখিমা দেবীর পতি।

(১০১)

চান্দক তেজ রঅনি ধর জোতি।
রজত সহিত ধনি পহিরল মোতি॥
চান্দনে তনু অনুলেপ সিঙ্গার
ধম্মিল থোএল কুন্দক ভার॥
হরি কি কহব অনুপম ভাঁতি।
সখি অভিসার দিবস সম রাতি॥
নয়নক কাজর দূর কর ধোএ।
চান্দক উদত্ত কুমুদ জনি হোএ॥
নয়ন চান্দ দুহু এক তরঙ্গ
জমুনা জল বিপরীত তরঙ্গ॥
জমুনা তরি ধনি আইলি রাতি।
তুঅ অনুরাগেঁ অঙ্গিরি কত সাতি॥
বিদ্যাপতি ভন অভিনব কান্হ।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৬৬

অনুবাদ—চন্দ্রের কিরণে রজনী উজ্জ্বল ; ধনী (প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অথবা শ্বেতশুভ্রা হইয়া—প্রকৃতির সহিত মিলিয়া যাইয়া অপরের দ্বারা লক্ষিত না হইবার জন্য) রজতের সহিত মোতির অলঙ্কার পরিল। চন্দনে তনু লেপন করিয়া শৃঙ্গার (বেশ) করিল, (মাথার কালোচুল ঢাকিবার জন্য) কেশকলাপে কুন্দ ফুলের মালা দিল। হরি ! তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য কি বলিব ! সখি দিবসের মতন উজ্জ্বল রাত্রিতে অভিসার করিল। সে নয়নের কাজল ভাল করিয়া ধুইল, মনে হইল যেন চন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনী ফুটিয়াছে। তাহার নয়নে ও চন্দ্রে (সুধার) তরঙ্গ ; কিন্তু যমুনার স্রোত বিপরীত। রাত্রিকালে যমুনা পার হইয়া ধনি আসিল। তোমার প্রেমে কত কষ্ট স্বীকার করিল। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ অভিনবকৃষ্ণ।

(১০২)

করহি সুন্দরি অলক তিলক বাধে
অঙ্গ বিলেপন কর বাধে।
তঅে……লি সে অনুরাগী
ভূষণ হোএত তুখন লাগী।
চল চল তঅে চেতন সাই
আসে পিআসল জনু কছায়ী।
সমুদ কুমুদ লুবুধ রসী
আবহি উগত লুবুধ সসী।

আএল চাহিঅ তরুণি তোর
পিসুন নয়ন ভম চকোর।
চরণ নেপুর উপর সারী
মুখর মেখর করে নেবারী।

অমুর সামর দেহ লুকাই।
চলহি তিমির পথ সমাই।
ভন বিদ্যাপতি যুবতি রিতী
মধুর জানি কর পরতীতী।

রাজা রূপনরাএন জান
সুখে সুখমা দেবি রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪১৫

অনুবাদ—হে সুন্দরি রাধে! অলক তিলক দিয়া কত অঙ্গরাগ করিতেছ?… ……ভূষণ দুঃখের কারণ হইবে। সেইজন্য হে চতুরা সখি! চল চল; তোমার জন্য যেন কানাই পিপাসার্ত না থাকে। প্রস্ফুটিত কুমুদের রসে লুব্ধ শশী এখনই উদিত হইবে। তরুণি! তোমার জন্য আসিলাম দুষ্ট লোকের নয়ন তোমার বদনচন্দ্রের রস পান করিবার জন্য চকোরের ন্যায় ঘুরিতেছে।

এখানে আসিতে চাহিতেছে। চরণের উপর নূপুর তুলিয়া লও, যে মেখলা শব্দ করিতেছে তাহাকে হাত দিয়া বন্ধ কর; অমূল্য শ্যামদেহকে লুকাইয়া অন্ধকারপূর্ণ পথে চল। বিদ্যাপতি বলেন যুবতীর রীতি মধুর জানিয়া বিশ্বাস কর। সুখমা দেবীর রমণ রাজা রূপনারায়ণ জানেন।

(১০৩)

সগরিও রজনি চান্দময় হেরি,
মনে মনে ধনি পুলকলি কত বেরি।
কালি দিবসসঞো হোএত আন্ধার
অপনে সু…হে করব অভিসার।
সখি মঞে কী কহব হৃদয় জত বাস।
অপনেহিঁ নিধি আইলি জনি পাস।

একরূপ রহ জুগ বহি জাএ
তেঁ গুণগৌরবে এহে উপাএ।
খান্ত নিসাকর গরসঞো রাহু
হো নহি দুখ বিরহী জনকাহু।
বিদ্যাপতি ভন সুনু বরনারি
অবসর জানি জে মিলত মুরারি।

রাজা রূপ নরাএন জান
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৫৯

অনুবাদ—(পূর্ণিমার রাত্রে) সারা রাত্রি জ্যোৎস্না দেখিয়া ধনী বারংবার মনে মনে পুলকিত হইল। (সে ভাবিল) কাল হইতে আঁধার হইবে; নিজের ইচ্ছামত অভিসারে যাইতে পারিব। সখি! হৃদয়ের কত আশা, আমি কি বলিব! মনে হয় যেন নিজেই নিধি আমার নিকট আসিল। তাহার গুণগৌরব এমন যে যুগ বহিয়া গেলেও সে একই রূপ থাকে। চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে, তাহাতে বিরহীজন দুঃখিত হয় না। বিদ্যাপতি বলেন যে হে বরনারি শুন, মুরারি অবসরমতন মিলিবেন। লখিমাদেবীর রমণ রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ জানেন।

(১০৪)

রয়নি কাজর বম   ভীম ভুজঙ্গম[১]
  কুলিস পরএ[২] দুরবার।
গরজ তরজ মন   রোস বরিস ঘন[৩]
  সংসঅ পড়ু[৪] অভিসার॥
  সজনী, বচন ছড়ইত[৫] মোহি লাজ।
হোএত সে হোও বরু   সব হম অঙ্গিকরু
  সাহস মন দেল আজ[৬]॥
[৭]অপন অহিত লেখ   কহইত পরতেখ
  হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিন বহ   রাহু কবল সহ
  প্রেম পরাভব থোর॥

চরন বেঢ়িল ফনি   হিত মানলি ধনি
  নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি   সরুপ কহসি মোহি
  সিনেহক কত দুর ওর॥
ঠামহি রহিঅ ঘুমি   পরস চিহ্নিঅ ভূমি
  দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব   তাবে জাইহ জিব
  জাবে ন উপজ সিনেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
  গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
  সকল কলা অবলম্ব॥

নগু তালপত্র ২৯৪, নেপাল ২৬০, পৃ ৯৪ খ, পং ৩, রাগত পৃ ১১৪, অ ২৮৩

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী; বম—বমন করিতেছে; কুলিস—বজ্র; দুরবার—দুর্বার; ঠামহি—একস্থানেই; দিগমগ—ডগমগ, দোলায়মান।

অনুবাদ—রাত্রি কজ্জল (অর্থাৎ অন্ধকার) উদ্গীরণ করিতেছে, ভীম সর্প, দুর্বার কুলিশ বর্ষিত হইতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত হইল, মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে; অভিসারে সংশয় পড়িল। সজনি, কথা না রাখিতে পারিলে আমার লজ্জা হয়। যাহা হয় হউক, আমি কথা রাখিব, মনকে আজ সাহস দিলাম। যদি অল্পক্ষণের জন্যও প্রেম পাই,

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর:—(১) ভুঅঙ্গম (২) পলএ (৩) রা,গ,ত, অনুসারে "গরজে তরস মন রোসে বরিস ঘন" (৪) পলু (৫) বোলইতে (৬) রা,গ,ত, পাঠ—"যেহ হোএঅ সে হোএঅ ও বরু সবে হামে অঙ্গিকরু সাহস মন দএ আজ" (৭) অপনঅহিত লেখ.. .....সিনেহক কতদুর ওর" নেপাল পুঁথিতে নাই, নেপাল পুঁথিতে ভণিতাস্থলে 'ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি'।

রাগতরঙ্গিণীর পাঠান্তর—(৩) গরজে তরস মন রোসে বরিস ঘন সংসঅে পরু অভিসার।
(৬) জে হোএঅ সে হোঅওবরু সবে হমে অঙ্গিকরু, সাহস মন দএ আজ।
ইহার পর 'ঠামহি রহিঅ ঘুমি' প্রভৃতি হইতে 'সিনেহ' তক্ আছে।
'চরণ বেড়লে ফনি, হিতকএ মানল ধনি, নূপুর ন করত রোবে।
সুমুখি পুছও তোহি, সরূপ কহসি মোহি, পেমক কতএক ওর॥
অপন সুহিতমিত দেখিঅ সে পরত ঘন পাইঅ পেমক ওর॥
চাঁদ হরিণ বহ, রাহু কবল সহ, পম পরাভব থোর॥'

মন্তব্য—'আপন অহিত লেখ' .. হইতে 'হৃদয় ন পারিও ওর' এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নগু অনেক কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন—যথা আপনার "অহিত গণনা (ভবিষ্যতের ঘটনা) প্রত্যক্ষ কহিতে হৃদয়ের সীমা পাই না (আপনার অমঙ্গল বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না"। উদ্ধৃত পাঠ অপেক্ষা রাগতরঙ্গিণীর "আপন সুহিতমিত দেখিঅ সে পরত, ঘন পাইঅ পেমক ওর" ভালো মনে হয়। এই পাঠ অনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি।

তাহা হইলে নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল গণনা করি না। চন্দ্র কলঙ্ক বহন করে, রাহুর গ্রাস (ও) সহ্য করে, (কিন্তু) প্রেম অল্প পরাজয়ও (সহ্য করিতে পারে না)। সর্প চরণে বেষ্টন করিল, ধনী মঙ্গল করিয়া মানিল, নূপুরের ধ্বনি হয় না। সুবদনি, তোকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে স্বরূপ (সত্য) বল্, প্রেমের সীমা কতদূর? ঘুরিতে ঘুরিতে একই স্থানে থাকি অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার একই জায়গায় আসি, সন্দেহ উপস্থিত হইয়া (মন) চঞ্চল হয়। হরি, হরি, শিব, শিব, প্রেম ঘটিবার পূর্বেই যেন জীবন যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুচেতনি, শোন, গমন করিতে বিলম্ব করিও না, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার ধারক।

(১০৫)

বাট বিকট ফনিমালা।
চউদিস বরিসএ জলধর জালা॥
হে মাধব বাহু তরিএ নবি ভাগে।
কতএ ভীতি জেঁা দৃঢ় অনুরাগে॥

বন ছলি একলি হরিনী।
ব্যাধ কুসুম সরে পাউলি রজনী॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রূপনরায়ন নৃপ রস জানে॥

তালপত্র ন. গু. ২৯৭, অ ২৮৬

শব্দার্থ—বাট—পথ; ফণিমালা—সর্পসমূহ; চউদিস—চতুর্দ্দিক; তরিএ—পার হইল; নবি—নদী; ভাগে—ভাগ্যবশে; কতএ—কোথায়; জেঁা—যখন; ছলি—ছিল।

অনুবাদ—পথ ভয়ঙ্কর সর্প-সঙ্কুল, চারিদিকে মেঘসমূহ বর্ষণ করিতেছে! হে মাধব! ভাগ্যবশে নদী হাতে সাঁতরাইয়া পার হইলাম। যেখানে অনুরাগ দৃঢ়, সেখানে ভয় কোথায়? বনে হরিণী একাকিনী ছিল, ব্যাধরূপ কুসুমশর (মদন) তাহাকে রাত্রিতে পাইল (বিদ্ধ করিল)। বিদ্যাপতি কবি বলেন, রাজা রূপনারায়ণ রস জানেন।

(১০৬)

ঘন ঘন গরজয়ে, ঘন মেহ বরিখয়ে দশদিশ নাহি পরকাসা।
পথ বিপথহুঁ চিহ্নয়ে না পারিয়ে কোন পুরয়ে নিজ আসা॥
মাধব আজু আয়লুঁ বড়ধন্ধে।
সুখ লাগি আয়লু বহু দুখ পায়লুঁ পাপ মনোমথ সন্ধে॥
কণ্টক পঙ্কয়ে দুয় হাম তোরলুঁ জলধর বরিখএ মাথে।
জত দুখ পায়লু হৃদয় হাম জানলুঁ কাহাকে কহব দুখবাতে॥
লাভকি লোভে দুতর তরি আয়লুঁ, জীউ রহল পুনভাগি।
হেরইতে ও মুখ বিসুরল সব দুখ এনেহ কাহুজানি লাগি॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরযুবতী ইহ সুখ কো পয় জান।
রাজা সিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমাদেই পরমান॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথির ১১৭ সংখ্যক পদ

অনুবাদ—ঘনঘন গর্জ্জন হইতেছে, মুষলধাবে বৃষ্টি পড়িতেছে, দশদিক দেখা যাইতেছে না। কোনটী পথ, কোনটী বিপথ চিনিতে পাবিতেছি না, কেমন করিয়া নিজেব আশা পূবিবে? মাধব, আজ বড় কষ্টে আসিয়াছি। পাপ মনোমথ (শর) সন্ধান করিয়াছিল, সুখের জন্য আসিলাম, (আসিতে) বহু দুঃখ পাইলাম। কণ্টক ও পঙ্ক দুইই আমি পার হইয়া আসিলাম, এদিকে আবার মাথাব উপর জলধর বর্ষণ কবিতেছে। যত দুঃখ পাইলাম, তাহা মনেই জানি, দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? লাভের লোভে দুস্তর (নদী) উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম, পুণ্যবলে প্রাণ বাঁচিয়া গেল। (তোমার) ওই মুখ দেখিয়া সব দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। এ বকম প্রেম কাহাবও যেন না হয়! বিদ্যাপতি বলেন হে যুবতিশ্রেষ্ঠ এইরূপ সুখ কে জানে? রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ ও লখিমাদেবী তাহাব প্রমাণ।

(১০৭)

কুসুম বোলি কেশ পরিহল হার
কাজরে বণ্ডু পয়োধর ভাল।
এসনে............হন লাগ
আরতি জানল অধিক অনুরাগ।
কান্ত হে সকল সুধাসার
আইতি রাধা ফলল অভিসাব।
কুসুম সরাসনে সাজলি কো ·।
দুলভ অছলি সুলভ ভএ গেলি।

পুন পুন কন্ত কহওো করে জোরি
তত রাখব জত আনিঅ বোলি।
এক দিস জীবন অওক দিস পেম
এতৌ নিচা ওটাওল হেম।
হটে ন ধরল কর বচন হমার
আরতি ধস দএ ভেলি জৌন পার।
সবস অনুবাগ বুঝ যদি কেব
অভিমত ভনে অভিনব জয়দেব।

রসময় রূপনরায়ন জান
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান।

বামভদ্রপুব পুঁথি, পদ ৪০৯

কেশে কুসুম বলিয়া মালা পবিলাম; পয়োধবেব উপব কজ্জল লেপন কবিলাম। ইহাতে · · বুঝিলাম তোমার অনুরাগ প্রবল। হে কান্ত! তুমি সকল সুধাব সাব, বাধা তোমাব কাছে আসিল, তাহাব অভিসার সফল হইল। কুসুমশরাসনে সজ্জিত হইল· · যে দুর্লভ ছিল, সে সুলভ হইল। হে কান্ত! বাবংবাব তোমাকে হাত-জোড করিয়া বলিতেছি যে সব কথা বলিয়া আনিয়াছ, তাহা বক্ষা কবিবে। একদিকে জীবন, অন্যদিকে প্রেম।

সহসা কব ধাবণ কবিও না, প্রেমে ঝাঁপ দিয়া যমুনা পাব হইলাম। যদি কেহ সবস অনুবাগ বুঝে, সে হইতেছে অভিনব জয়দেব যে অভিমত (বাণী বলিতে পাবে)। লখিমাদেবীব বমণ বসময় রূপনাবায়ণ রাজা শিবসিংহ জানেন।

(১০৮)

বারিস নিসা মঞে চলি অএলিহু[১]
সুন্দর মন্দির তোর।
কত মহি অহি[২] দেহে দমসল
চরনে তিমির ঘোর॥

নিজ সখি মুখ সুনি সুনি
কহবসি[৩] পেম তোহার।
হমে অবলা সহএ ন পারল
পচসর পরহার॥

১০৮। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর:—(১) আইলিহু (২) কিত অহি মহি (৩) কহবসি

নাগর মোহি মনে অনুতাপ।
কএলাহু সাহস সিধি[4] ন পাবিঅ
অইসন হমর[5] পাপ ॥
তোহ সন পহু গুন-নিকেতন
কএলহ[6] মোর নিকার।
হমহু নাগরি সবে সিখাউবি
জনু কর অভিসার ॥
কত ন নাগর গুনক সাগর
সবে ন গুনক গেহ।
তোহ সন জগ দোসর নহি
তেঁ হমে লাওল নেহ ॥[8]

কেলি কুতূহল দুবহি রহও
দরসনহু সন্দেহ।
জামিনি চারিম পহর পাওল
আব[7] জাওঁ নিজ গেহ ॥
মোরিও সব সহচরি জানতি
হোইতি ই বড়ি সাটি।
বিহি নিকারুন পরম দারুন
মরও হৃদয় ফাটি ॥
ভন[9] বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
আসা ন অবসান।
সুচিরে জীবও রাএ সিবসিংঘ
লখিমা দেই রমান ॥

নেপাল ১৮৫, পৃ ৫৮ খ, পং ১; ন গু তালপত্র ৪৮২, অ ৪২৬

শব্দার্থ—মহি মাটীতে; অহি—সর্প; কএলাহু—করিয়াও; পাবিঅ—পাইলাম; নিকার—ন্যক্কার, অবজ্ঞা; গুণক গেহ—গুণধাম, কিন্তু এস্থলে গুণগ্রাহক অর্থ না করিলে সঙ্গতি হয় না; চারিম—চতুর্থ; সাটি—শাস্তি।

অনুবাদ—হে সুন্দর! বর্ষা রজনীতে আমি তোমার মন্দিরে চলিয়া আসিলাম; মাটীতে কত সাপ দেহকে দংশন করিল, চরণতলে ঘোর অন্ধকার (সেইজন্য সাপ দেখিতে না পাইয়া তাহাদের উপর পা ফেলিয়াছি)। নিজের সখির মুখে তোমার প্রেমের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমি অবলা আর পঞ্চশরের প্রহার সহ্য করিতে পারিলাম না। হে নাগর! আমার মনে এই অনুতাপ যে সাহস করিয়াও সিদ্ধি পাই না—এমনই আমার পাপ। তোমার মতন গুণনিকেতন প্রভুও আমাকে অবজ্ঞা করিল! আমিও সকল নাগরীকে শিখাইব যেন অভিসার না করে। গুণবান কত নাগরই আছে, কিন্তু (পরের) গুণ বুঝিতে সকলে পারে না। তোমার মতন জগতে আর কেহ নাই, তাই আমি তোমার সহিত প্রেম করিলাম। কেলিকৌতুক দূরে যাউক, তোমার সহিত দেখা হওয়াও সন্দেহ; রাত্রি চতুর্থ প্রহর হইল; এখন আমি নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। আমার সহচরীরা সকলে এই কথা জানিলে আমার কঠিন শাস্তি হইবে। বিধাতা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর, আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, আমি মরিব। বিদ্যাপতি বলেন, যুবতি, শুন, আশার শেষ হয় না। লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন।

(১০৯)

তুহুক অভিমত একন মিলনে দূতীকে অপরাধে।
আন আন ঘনে সংকেত ভুলাএল তুহুক মনোরথ বাধে।

---

(১০৮) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(৪) সিদ্ধি (৫) অমর (৬) কএল (৭) বরু (৮) "কতন নাগর গুণক……লাওল নেহ" পর্যন্ত নাই।
(৯) ইহার পরিবর্তে কেবল "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

তরুণী কহঅো কহ সকল মেনে অভিসার।
রাধা নয়ন জরদ জঅো বরিসএ কহ্নায়ী রহল ন জাই।
দূতী অপন চতুরপন খাএল চারিম কহহি ন জাই।
দুঅও পরম বেআকুল মানল জস রাধা তস্সু কান্হ।
এক মনোভব পরিভব দাতা দুঅহু সমহি সমধান।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানএ রায়নি মহ রসমন্তা।
সিবসিংহ রাজা রূপনরাএন লখিমা দেবীকন্তা।

রাম ভদ্রপুর পুঁথি. পদ ৩৯৭

শব্দার্থ—চারিম— চতুর্থ।

অনুবাদ—দুইজনের অভিমত মিলন শুধু দূতীর অপরাধে ঘটিল না। দূতী ভুলিয়া উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করিয়াছিল, তাহাতেই দুইজনের মনোরথ বাধা পাইল। তরুণী বলিল অভিসার কেন সফল হইল না ? রাধা-নয়ন রূপ মেঘ হইতে বর্ষণ হইল, কানাইও স্থির থাকিল না। দূতী নিজের চতুরতা খোয়াইল, একথা চতুর্থ ব্যক্তিকে (রাধা, কৃষ্ণ ও দূতী ছাড়া অন্য লোককে) বলা যায় না। দুই জনই পরম ব্যাকুলমনা হইল, যেমন রাধা, তেমনি কানাই। একই মদন দুইজনকে এক সময়ে (শরপ্রহারে) পরাজিত করিল। বিদ্যাপতি বলেন এই রস রাজাদের মধ্যে লখিমাদেবীর কান্ত রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ জানেন।

(১১০)

ঋতুপতি-রাতি রসিক-বররাজ।
রসময় রাস রভস-রসমাঝ॥
রসবতি রমনীরতন ধনি রাহি[১]।
রাস-রসিক সহ রস অবগাহি[২]॥
রঙ্গিনিগন রস রঙ্গহি নটঙ্গ।
রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটঙ্গ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিনি-রমন বসন্ত॥
রটতি ববাব মহতি কপিনাশ[৩]।
রাধারমন করু মুরলি-বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভান।
রূপনরায়ন ভূপতি জান॥

প. ত ১৫০১; ন.গু. ৬১১, অ ৬১৭

অনুবাদ—বসন্ত রাত্রে রাসের রসময় আনন্দরসের মধ্যে রসিক-শ্রেষ্ঠ (মাধব) বিরাজ করিতেছেন। রসবতী রমণীরত্ন, রাই ধনি, রসিকের সহিত রাসরসে অবগাহন করিতেছেন। রঙ্গিনীরা রসরঙ্গে নাচিতেছে, কিঙ্কিনী ও কঙ্কণ রণরণ বাজিতেছে। (তাহারা) থাকিয়া থাকিয়া রসবন্ত রাগ সৃষ্টি করিতেছে। বসন্ত রতিরসের উদ্দীপনকারিণী রাগিণীগণের রমণ (বল্লভ)। রবাব, মহতী (বীণা) ও কপিনাশ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজিতেছে। রাধারমণ মুরলী বাজাইতেছেন। রসময় কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন রূপনারায়ণ নৃপতি জানেন।

পাঠান্তর—পদকল্পতরুর পাঠে (১) রাই (২) অবগাই (৩) মহতি কপিলাস বা মহতি কপিনাস আছে। মিথিলায় এপদ পাওয়া যায় নাই।

(১১১)

খনরি খন মহঘি ভই কিছু অরুন নয়ন কই
কপটে ধরি মান সম্মান লেহী।
কনক জয়ঁ পেম কসি পুন্থ পলটি বাঙ্ক হসি
আধি সয়ঁ অধর মধু-পান দেহী॥
অরেরে ইন্দুমুখি আঢ় ন কর পিয় হৃদয় খেদ হর
কুসুম-সর রঙ্গ সংসার সারা॥
বচনে বস হোসি জনু সসরি ভিন হোইহ তনু
সহজে বরু ছাড়ি দেব সয়ন-সীমা।
প্রথমে রস ভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে
বাঁধি ভুজ-পাস পিয় ধরব গীমা॥
জদি নয়ন-কমলবর মুকল কের কান্তি ধর
খর-নখর-ঘাত কই সেহে বেলা।
পরম পদ লাভ সম মোদে চির হৃদয় রম
নাগরী সুরত-সুখ অমিয় মেলা॥
সরসকবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে
নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।
সকল জন সুজনগতি রানি লখিমাক পতি
রূপ নারায়ন সিবসিংঘ জানা॥

তালপত্র ন. গু. ৩৭০, অ ৩২৭

শব্দার্থ—খনরিখন—কিছুক্ষণের জন্য; মহঘি—মহার্ঘ্য; কসি—কষিয়া; হোসি—হইবি; সসরি—সরিয়া; গীমা—গ্রীবা; মোদ—আনন্দ।

অনুবাদ—ক্ষণকালের জন্য মহার্ঘ হইয়া, কিছু অরুণ নয়ন করিয়া (কৃত্রিম কোপ করিয়া) কপট মান ধরিয়া (করিয়া) সম্মান (অধিক আদর) লইবি। কষিত কনকের ন্যায় প্রেম (প্রেমকে যেন পরীক্ষা করিয়া লইবি), আবার ফিরিয়া বঙ্কিম হাসিয়া অর্ধ অধরের মধু পান (করিতে) দিবি। ওহে চন্দ্রমুখি, ছল করিস না, প্রিয়তমের হৃদয়ের খেদ হরণ কর, কুসুমশরের (কন্দর্পের) রঙ্গ (কেলি) সংসারের সার। বচনে যেন বশ হইবি না, সরিয়া বিভিন্ন হইবি (অঙ্গে অঙ্গে না স্পর্শ করে এরূপ ভাবে সরিয়া যাইবি); বরং সহজে শয্যার সীমা ছাড়িয়া দিবি (শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবি)। প্রথম রসভঙ্গ হইলে, লোভে তাহার মুখশোভা গেলে (অপসৃত হইলে) প্রিয়তম ভুজপাশে বাঁধিয়া গ্রীবা ধরিবে। যদি নয়নকমলবর মুকুলের কান্তি ধরে (চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত হয়) সেই সময় (প্রিয়তম) খর নখরঘাত করিবে। পরম পদ লাভ তুল্য আনন্দিত হৃদয়ে চিরকাল রমণ (আনন্দ সম্ভোগ) কর হে নাগরি, সুরতসুখ অমৃত মিলন। সরস কবি এই সুরস কহে, হে নারি, চারুতর চতুরপণার সহিত পঞ্চবাণ মদনের আরাধনা কর। সকল সুজন লোকের গতি, রাণী লখিমার পতি, রূপনারায়ণ শিবসিংহ জানেন।

(১১২)

বড় কৌসলি তুঅ রাধে।
কিনল কহ্নাঈ লোচন আধে॥
ঋতুপতি-হটবএ নহি পরমাদী।
মনমথ-মধথ উচিত মুলবাদী॥
দ্বিজ-পিক-লেখক মসি মকরন্দা।
কাঁপ ভমর পদ সাখী চন্দা॥
রহি রতি-রঙ্গ লিখাপন মানে।
শ্রীসিবসিংঘ সরস-কবি ভানে॥

তালপত্র ন.গু. ২২৫, অ ২২৬

শব্দার্থ—হটবএ—হাটওয়ালা, দোকানদার; নহি পরমাদী—প্রমাদী নহে, ভুল করে না; মধথ—মধ্যস্থ।

অনুবাদ—রাধে! তুমি বড় ছলনাময়ী, অর্ধনয়নে কানাইকে কিনিয়াছ। ঋতুপতি দোকানদার অপ্রমাদী নহে অর্থাৎ ভুলিবার লোক নহে, ন্যায্য-মূল্যবাদী (জানিয়া) কামদেবকে মধ্যস্থ স্থির করিল। দ্বিজ কোকিল লেখক, মধু কালী,

মধুকরের পদ লেখনী, চন্দ্র সাক্ষী অর্থাৎ কামদেবকে মধ্যস্থ করিয়া চন্দ্রকে সাক্ষী মানিয়া, কালী কলম যোগাড় করিয়া লেখাপড়া হইয়া গেল। (মান অবস্থায় বাহির হইতে) অনুনয়, কেলিরহস্য, মান-অনুভব-প্রকাশক সরস কবি শ্রীশিবসিংহকে বলিতেছে।

(১১৩)

তোহর বচন অমিঅ ঐসন[১]
তেঁ মতি ভুললি মোরি।
কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ
সাধু ন ফাবএ চোরি॥
সাজনি আবে কি বোলব আও।
আগে[২] গুনি জে কাজ ন করএ
পাছে তো পচতাও॥
অপনি হানি জে কুলক[৩] লাঘব
কিছু ন গুনল তবে।
মনে মনমথ বানহি লাগল[৪]
আওব গমাওল হমে॥

জতনে কত ন কে ন বেসাহএ
গুঁজা কে দহু কীন।
পরক বচনে কুএ ধস দেঅ
তৈসন কে মতিহীন॥
নাগর[৫] ভমর সবে কেও বোলএ
মনে[৬] ধনি জানল মোর।
পটি গুনি হমে সবে বিসরল
দোস নহি কিছু তোর॥
ভন[৭] বিদ্যাপতি সুন তোঞে জুবতি
হৃদয় ন কর মন্দ।
রাজা রূপনারায়ন নাগর
জনি উগল নব চন্দ।

নেপাল ৫, পৃ ৩, পং ২ ; ন. গু. ৪২১, অ ৪১৭

শব্দার্থ—কতএ—কোথাও ; ফাবএ—সাজে ; পচতাও—পশ্চাত্তাপ, বেসাহএ—বিক্রয় করে ; কুএ—কূপ ; ধস দেঅ—ঝাঁপ দেয় ; বিসরল—ভুলিলাম।

অনুবাদ—তোমার কথা অমৃত তুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। ভাল মন্দ হয় কোথায় দেখিয়াছ ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরি সাজে না। সজনি, এখন আর কি বলিব ? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কাজ না করে পশ্চাতে (তাহার) পশ্চাত্তাপ হয়। আপনার হানি, কুলের অগৌরব তখন কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ লাগিল, আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম। যতই যত্নে কেহ বিক্রয় করুক না কেন, গুঞ্জা কি কেহ ক্রয় করে ? পরের কথায় কূপে লম্ফ প্রদান করে এমন মতিহীন কে (আছে) ? নাগরকে সকলেই ভ্রমর বলে, হে ধনি, আমার মনে তাহা জানিয়াছি ; পড়িয়া বিবেচনা করিয়া আমি সব ভুলিলাম, তোর কিছু দোষ নাই। বিদ্যাপতি কহিতেছেন যুবতী, তুমি শুন, হৃদয়ে দুঃখ করিও না। রসিক রাজা রূপনারায়ণ (শিব সিংহ) যেন নব চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন।

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর - (১) এসন (২) আগ (৩) কুলকে (৪) মন মনরথ বানিহি লাগল (৫) ভমর (৬) মনে (৭) "দোষ নহি কিছু তোর" এর পর "ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

(১১৪)

মনসিজ বানে মোর হরল গেআনে।
বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে।
বচনহু চুকলাসি আবে কী ছড়া॥
সমুহ নিহারসি সাহস বড়া॥
কি তোহি বলিবোঁ কাহ্নু কি বোলিবওঁ তোহী।
বেরি বেরি কত পরিপঞ্চসি মোহী॥

ভাঁগিলে ভাসা তোলিলে আসা।
অবে ককেঁ করসি তোয় মুখ পরগাসা।
লাজক অপগমে চীহ্নলী জাতী।
পেম করহ অনতএ গেলি রাতী॥
খণ্ডিত জুবতি কবি বিদ্যাপতি ভানে।
পেয়সি বচনে লজাএল কাহ্নে॥

রুপনরাএন এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥

ম.গু. তালপত্র ৩৪২, অ ৩৩৯

শব্দার্থ—চুকলাসি—বাক্যভ্রষ্ট হইলি; ছড়া—ছাড়া, বাকী; সমুহ—সম্মুখ; পরিপঞ্চসি—প্রপঞ্চ করিতেছিস, বঞ্চনা করিতেছিস; ভাঁগিলে ভাসা—কথা না রাখিলে; কঁকে—কেন; অনতএ—অন্যত্র।

অনুবাদ—মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, তুই আমাকে (তোর) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি। বাক্যভ্রষ্ট হইয়াছিস্, এখন (আর) কি বাকী? সম্মুখে দেখিতেছিস্, (চোখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিস্) বড় সাহস! কি তোকে বলিব কানাই, তোকে কি বলিব? বার বার আমাকে কত বঞ্চনা করিতেছিস্। কথা ভাঙ্গিলি (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলি), আশা ভঙ্গ করিলি, এখন কেন তুই মুখ দেখাইতেছিস। (তোর চক্ষু) লজ্জা দূর হইল (তোর) জাতি (স্বভাব) চিনিলাম, গতরাত্রে অন্যত্র গিয়া প্রেম করিয়াছিলি। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যুবতী খণ্ডিতা, প্রেয়সীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল। লখিমা দেবীর রমণ রূপনারায়ন রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১১৫)

কুঙ্কুম লওলহ নখ-খত গোই।
অধরক কাজর অএলহ ধোই॥
তইও ন ছপল কপট-বুধি তোরি।
লোচন অরুন বেকত ভেল চোরি॥
চল চল কাহ্নু বোলহ জনু আন।
পরতখ চাহি অধিক অনুমান॥
জানওঁ প্রকৃতি বুঝওঁ গুনসীলা।
জস তোর মনোরথ মনসিজ-লীলা॥

ধনসোঁ জউবন ছইলও জাতী,
কামিনী বিনু কইসে গেলি মধুরাতী॥
বচন নুকাবহ বকতও কাজ।
তোয় হঁসি হেরহ মোয় বড় লাজ॥
অপথহু সপথ বুঝাবহ রাধে।
কোন পরি খেওম সঠ অপরাধে॥
ভনই বিদ্যাপতি পিয় অপরাধ।
উদঘট ন কর মনোরধ সাধ॥

দেবসিংঘ সুত এহ রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥

ন. গু. ৩৩৬, অ ৩৩৪

শব্দার্থ—গোই—গোপন করিয়া; ধোই—ধুইয়া; তইও—তথাপি; ধনসেঁ—ধন হইতে; ছইলও—রসিক; কোন পন্নি—কেমনে; খেওম—ক্ষমা করিব।

অনুবাদ—নখক্ষত গোপন করিবার জন্য কুঙ্কুম মাখিয়াছ; অধরের কাজল ধুইয়া আসিয়াছ; তথাপি তোমার কপটতা চাপা রহিল না; তোমার অরুণ লোচন চুরি ব্যক্ত করিতেছে। যাও যাও কানাই, আর যেন অন্য কথা বলিও না। চোখে দেখার চেয়ে অনুমান অধিক (চোখে তোমার পররমণীসঙ্গ না দেখিলেও অনুমানে সব বুঝিতেছি)। তোমার প্রকৃতি জানি, গুণশীলও বুঝি। কাম কেলিতে যশঃ লাভই তোমার মনোগত ইচ্ছা। রসিক জাতির পুরুষ ধন হইতে যৌবন অধিক চায়। বসন্তকালের রাত্রি তোমার কামিনী ছাড়া কাটিল কি করিয়া? কথার লুকাইতে চাহিতেছ কিন্তু কাজে ব্যক্ত হইতেছে। তুমি হাসিতেছ, কিন্তু আমার লজ্জা করিতেছে। অন্যায় কাজ করিয়া আবার শপথের দ্বারা রাধাকে বুঝাইতেছ, শঠের অপরাধ কিরূপে ক্ষমা করিব? বিদ্যাপতি বলেন কান্তের অপরাধ উদ্ঘাটন করিয়া মনের সাধে বাধা করিও না। দেবসিংহের পুত্র লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১১৬)

সহস রমনি সেঁ ভরল তোহর হিয়
কবহু তনি পরসি ন ত্যাগে।
সকল গোকুল জনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তহ্নিক ভাগে॥
পদজাবক হৃদয় ভিন অছ
অরু করজ খত তাহে।
জাহি জুবতি সঙ্গে রজনি গমৌলহ
ততহি পলটি বরু জাহে॥

নয়নক কাজর অধরেঁ চোরাওল
নয়ন অধরকহু রাগে।
বদলল বসন নুকাওব কত খন
তিলা এক কৈতব লাগে॥
বড় অপরাধ উতর নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সকল কলারস জানে॥

তালপত্র ন. গু. ৩৪০, অ ৩৩৭

শব্দার্থ—সহস—সহস্র; সেঁ—সহিত; তনি—তাহার (স্ত্রী লিঙ্গ); পরসি—স্পর্শ, সংসর্গ; তহ্নিক ভাগে—তাহার ভাগ্যের কথা; পদজাবক—পায়ের আলতা; অরু—আর; করজ—নখ;

অনুবাদ—তোমার হৃদয় সহস্র রমণী দ্বারা পূর্ণ। (কিন্তু) তাহার (সেই রমণীর) সঙ্গ ত্যাগ কর না। গোকুলে সকল নারীর অপেক্ষা সেই ধনী পুণ্যবতী, তাহার ভাগ্য কি কহিব? পদের অলক্তক চিহ্ন এবং নখ-রেখা বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে; যে যুবতীর সহিত রাত্রি কাটাইয়াছ সেই খানে বরং ফিরিয়া যাও।

নয়নের কজ্জল অধর হরণ করিয়াছে, অধরের রাগ নয়ন লইয়াছে। বসন বদল হইয়াছে, কতক্ষণ লুকাইবে? ছলনা একতিল (সময়) থাকে। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, বড় অপরাধে উত্তর সম্ভব নয়। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন।

(১১৭)

সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআর।
পিতরক টাঁড় কাজ দহু কওন লহ
উপর চকমক সার॥

হম তো কএল মন গেলহি হোএত ভল
হম ছলি সুপুরুখ ভানে।
তোহর বচন সখি কএল আঁখি দেখি
অমিঅ-ভরম বিস পানে॥
পসুক সঙ্গ হুন জনম গমাওল
সে কি বুঝথি রতিরঙ্গ।
মধু-জামিনি মোর আজু বিফল গেলি
গোপ গমারক সঙ্গ॥
তোহর বচন কূপ ধস জোরল
তেঁ হমে গেলিহু অবাটে।
চন্দন ভরম সিমর আলিঙ্গল
সালি রহল হিয় কাট॥
ভনই বিদ্যাপতি হরি বহুবল্লভ
কএল বহুত অপমান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমাপতি রস জান॥

তালপত্র ন. গু. ৩৯৩, অ ৩৯০

শব্দার্থ—গোআর—গ্রাম্য ব্যক্তি, মূর্খ; তাড়—হাতের এক প্রকার গহনা; কূপ ধস জোরল—কূপে লাফ দিয়া পড়িলাম; অবাটে—অপথে; সিমর—শিমূল; সালি—বিদ্ধ হইল।

অনুবাদ—সখি বুঝিলাম কানাই মূর্খ: পিতলের তাড় কোন কাজে শোভা পায়? উপরে চকমক সার। আমি মনে করিয়াছিলাম, গেলেই ভাল হইবে, আমার জ্ঞান ছিল (কানাই) সুপুরুষ। সখি, তোর কথায় চোখে দেখিয়া অমৃতভ্রমে বিষপান করিলাম। পশুর সঙ্গে সে জন্ম কাটাইল, সে রতিরঙ্গ কি বুঝিবে? আজ মূঢ় গোপের সঙ্গে মধুযামিনী আমার পক্ষে নিষ্ফল গেল। তোর কথায় আমি কূপে লাফাইয়া পড়িলাম। সেইজন্য (তাহাতে) অপথে গেলাম; চন্দন ভ্রমে শিমুল আলিঙ্গন করিলাম, হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হরি বহুবল্লভ, অত্যন্ত অপমান করিল। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন।

(১১৮)

পুনু চলি আবসি পুনু চলি জাসি।
বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি॥
আস দইএ হরিকহু কিএ লেসি।
অধরাও বচনে উতরো ন দেসি॥
সুন দূতী তোঞে সরূপ কহ মোহি।
সঙ্গ সঞো কপট হমর ভেল তোহি॥
তহ্নিকরি কথা কহসি কাঁ লাগি।
জুড়িহু হৃদয় পজারসি আসি॥
তহ্নিকর কউসল মোরা পঅ দোস।
কহলেও কহিনী বাঢ়য় রোস॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥

তালপত্র ন.গু. ৪৫৫, অ ৪৫০

শব্দার্থ—আবসি—আসিস্; জাসি—যাস্; হরিকহু—হরণ করিয়া; অধরাও—অর্দ্ধকথা; তহ্নিকরি—তাঁহার; জুড়িহু—জুড়ানো, শীতল; পজারসি—জ্বালাস্।

অনুবাদ—একবার চলিয়া আসিস্ আবার চলিয়া যাস্, কিছু বলিতে চাহিস্ (অথচ) বলিতে লজ্জা পাস্। আশা দিয়া কেন হরণ করিয়া নিস্? অর্ধ কথা (কহিয়াও) উত্তর দিস্ না। শোন দূতি আমি তোকে সত্য বলিতেছি, তোর জন্যই আমার কপটের সঙ্গে মিলন হইল। তাঁহার কথা কিসের জন্য বলিস্? যে হৃদয় জুড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে অগ্নি জ্বালাস্? তাঁহার কৌশল, দোষ আমার (সে চাতুরী করিবে, আর অপরাধ হইতে আমার হইবে)! (সে সকল) কথা কহিলে রাগ বাড়ে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন ইহা রস; লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ।

(১১৯)

গুরুজন দুরজন পরিজন বারি
ন গুণল লাঘব কুলকে গারি।
জীব কুসুম কএ পূজল নেহ
ভবি উমকল অবে তোহর সিনেহ।
.... বাস
সখি জানব জঞো বড় উপহাস।
পুনু জনু আবহ হমর সমাজ
মঞে নহি রখবে আখিক লাজ।
মুনিহুক কাজ পলএ পরমাদ
হমরাহুঁ জনু সে পল অপবাদ।
সুন্দরি বচনে হলল সির ঝালি,
নাগর ন সহ কুগইআ গারি।
জত অনুরাগ দূর সব গেল।
মোতিক পুতরী বিষধর ভেল।
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি
পহু অবলেপিঅ দোস বিচারি।

রাজা রূপ নরাএন জান
সিরি সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৬৫

শব্দার্থ—অবলেপ—গর্ব।

অনুবাদ—গুরুজন, দুর্জন, পরিবারস্থ লোক সকলকে অগ্রাহ্য করিলাম নিজের সম্মানের লাঘব অথবা কুলের গ্লানির কথা বিবেচনা করিলাম না। প্রাণকে কুসুমের তুল্য করিয়া প্রণয়কে পূজা করিলাম, (কিন্তু) এখন অল্পদিনেই তোমার স্নেহে মন্দা পড়িল। .... সখি জানিলে বড়ই উপহাস করিবে। আমার সহিত মিলিত হইতে যেন আর আসিও না, আসিলে আমি আর চক্ষুলজ্জা রাখিব না। মুনিদেরও কাজে প্রমাদ হয়, আমারও যেন আর কলঙ্ক না হয়। সুন্দরীর কথায় নাগর মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল। নাগর অসভ্যতাপূর্ণ গালি সহ্য করে না। যত অনুরাগ ছিল সব দূরে গেল, মতির পুত্তলী যেন বিষধর সর্প হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছে হে বরনারী, শুন, দোষ বিচার করিয়া প্রভুকে . ...। লখিমাদেবীর রমণ রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ ইহা জানেন।

(১২০)

হরি বিসরল বাহর গেহ।
বসুহ মিলল সুন্দর দেহ॥
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল।
মদনে পাওল আপন তোল॥
কি সখি কহব কহেতে ধাখ।
খখন্দে জও বা কতএ রাখ॥
অপথ পথ পরিচয় ভেল।
জনম আঁতর বেড়া দেল॥
গমনে কৈতবে করসি ওজ।
পরেও পরক করএ খোজ॥
ওছেও জাতি জোলহা জেও।
ওলে ধরি নহি বুলএ সেও॥
দেখল সুনল কহব তোহি।
পুনু কি বোলি পঠাউতি মোহি॥
সভ তি গমন সবস ভান।
ই' রস রূপনরাএন জান॥

নেপাল ২৫১, পৃ ৯১ খ, পং ৪

শব্দার্থ—বিসরল—বিস্মৃত হইল ; বসুহ—পৃথিবীতে ; সানে—সঙ্কেতে ; কোনে—কি প্রকারে ; তোল—তুল্য, নিজের উপযুক্ত ; ধাখ—দুঃখ ; থথন্দে—হেঁয়ালিতে ; জনম আঁতর—জন্ম অন্তর, পরকাল ; ওজ—ছলনা, আপত্তি ; ওছেও—তুচ্ছ ; ওল—সীমা ; বুলএ—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ—হরি সঙ্কেত স্থান ভুলিয়া গেল, পৃথিবীতে (কোথাও তাহার) সুন্দর দেহ মিলিল। এখন সঙ্কেত আর কি প্রকারে কথা বুঝা যাইবে ? মদন তাহার নিজের জুড়িদার পাইয়াছে (হরি মদনের তুল্য)। সখি ! কি বলিব, বলিতেও দুঃখ হয়। হেঁয়ালি যতই করা যাক্, তাহাতে কত ঢাকা যায় ? (আমার) ধর্ম্মবহির্ভূত (অপথ) পথের সহিত পরিচয় হইল ; পরকালে কাঁটা পড়িল। ছলনা করিয়া যাইতে আপত্তি করিতেছ, (কিন্তু) পরও তো পরের খোঁজ লয়। তুচ্ছ জাতি যে জোলা সেও শেষসীমা পর্য্যন্ত যায় না। তুমি যাহা দেখিলে শুনিলে তাহা বলিও, আমাকে আর কি বলিয়া পাঠাইবে ? সরস (কবি) সখীর গমন কথা বলিতেছেন, রূপনারায়ণ এই রস জানেন।

(১২১)

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅ-রস পীবে[১]।
অধর মধুরি ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কত খন জীবে॥
মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে[২]।
ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি
সুখে জাও নিসি অবসানে॥

পর মুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন গুণসি
ন বুঝসি ছইলরী বানী।
অপন অপন কাজ কহইত অধিক লাজ
অরথিত আদর হানী॥
কবি ভন বিদ্যাপতি অরেরে সুনু জুবতি
নেহ নুতন ভেল মানে।
লখিমা দেই পতি সিব সিংঘ নরপতি
রূপ নরায়ন জানে॥

রাগ.ত পৃঃ ৯৭ ; ন.গু. তালপত্র ৩৫৫, অ ৩৫২

অনুবাদ—তোমার বদন চন্দ্র (তুল্য), আমার নয়ন চকোর (তুল্য), (তোমার) রূপামৃত পান করিবে। অধর বন্ধুলী ফুল, প্রিয় মধুকর তুল্য, মধু বিনা কতক্ষণ বাঁচিবে ? হে মানিনি, তোর মন পাষাণে গঠিত। রস-লীলায় কেন হাসিয়া কিছু উত্তর দিস্ না ? (হাস, কথা কও যে) সুখে নিশা কাটিয়া যাউক। পরের মুখের কথা শুনিস্ না, নিজের মনে বিবেচনা করিস্ না। রসিকের কথা বুঝিস না। আপনার কাজের (জন্য) আপনি উপযাচক হইয়া বলিতে অত্যন্ত লজ্জা ও আদরহানি (হয়)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতী, মানে প্রেম নূতন হইল। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন।

রাগত, অনুসারে পাঠান্তর:—(১) পাবে (২) "পসানে' এর পর রাগত. এর পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়,
যথা—"অপনে রভসে হসি কিছুও উত্তর দেসি সুখে জাও নিসি অবসানে
নিঅমনে ন গুনসি পরবোল ন শুনসি ন ছৈল বিন্নানী।
অপন অপন কজা কহহতেঁ পরম লজ্জা অরথিত আদর হানী।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি সবে থন ন করিও মানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন লখিমা দেবি রমনে।

(১২২)

মানিনি মান আবহু কর ওড়।
রয়নি বহলি হে রহলি অছ থোড় ॥
গুনমতি ভএ গুন ন ধরিঅ গোএ।
সুপুরুস দানে অধিক ফল হোএ ॥
বেরা এক হেরহ মনতাপ।
পেমলতা তোড়লে বড় পাপ ॥
লোচন ভরম হমরে করু আস।
তুঅ মুখ পঙ্কজ করও বিলাস ॥

ভনই বিদ্যাপতি মনে গুনি ভান।
সিবসিংঘ রাএ রসিক রস জান ॥

তালপত্র ন. গু. ৩৬৪, অ ৩৬১

শব্দার্থ—ওড়—সীমা, শেষ ; বহলি—কাটিয়া গেল ; রহলি অছ—রহিয়াছে ; থোড়—অল্প ; গোএ—গোপন করিয়া ; তোড়লে—ভাঙ্গিলে।

অনুবাদ—মানিনি, এখন মান শেষ কর, রাত কাটিয়া গেল, একটু মাত্র আছে। গুণবতী হইয়া গুণ গোপন করিয়া রাখিও না, সুপুরুষকে দান করিলে অধিক ফল হয়। একবার (আমার) মনের দুঃখ দেখ, প্রেমলতা ভাঙ্গিলে (ছিঁড়িলে) বড় পাপ হয়। আমার লোচনভ্রমর তোমার মুখপঙ্কজে বিলাস করিবার আশা করিতেছে। বিদ্যাপতি মনে বিবেচনা করিয়া এই কথা কহিতেছেন রসিক শিবসিংহ রাজা রস জানেন।

(১২৩)

নব রতিপতি নব পরিমল নাগর নব মলয়ানিল ধার।
নবি নাগরি নব নাগর বিলসএ পুন কলে সবে সবে পার।
মানিনি আব কি মান তোহার।
অপন মান পাবক ভএ পইসল লুলএ মন ভণ্ডার।
এতদিন মান ভলেহুঁ তোহেঁ রাখল পঞ্চবান ছল থোল।
অবে অনঙ্গ তে সবীবী দেখিঅ সময় পায় কী বোল।
বিদ্যাপতি কহ কে বসন্তসহ মুনিহুঁক মন কী লোভে
লখিমা দেবিপতি রূপনরাএণ ষটঋতু সবে রস সোভে

রামভদ্রপুর পুঁথি ৩৪

শব্দার্থ—পুণ কলে—পুণ্য করিলে; পইসল—প্রবেশ করিল ; লুলএ—জ্বালায়।

অনুবাদ—নবীন কাম, নূতন পরিমল, নব নাগর, আর নূতন মলয়ানিল। নব নাগর নবীনা নাগরীর সহিত বিলাস করিতেছে। পুণ্য করিলে সকলই সব কিছু পাইতে পারে। মানিনি, আর এখন কেন মান করিয়া আছ? তোমার মান আগুনের আকার ধারণ করিয়া তোমার মনরূপ ভাণ্ডারে জ্বালা ধরাইয়াছে। এতদিন যে মান রক্ষা করিতে পারিয়াছ তাহার কারণ কাম কম ছিল। এখন (বসন্ত ঋতু পাইয়া) অনঙ্গেরও যেন অঙ্গ হইয়াছে। সময় উপস্থিত হইলে কিই বা না হয়? বিদ্যাপতি বলেন যে বসন্তকালে মুনির মন হরণ করে। লখিমাদেবীর পতি রূপনারায়ণে ছয় ঋতুর সবই রস শোভা পায়।

(১২৪)

তহ্নিকরি ধসমসি বিরহক সোস
তঞে দিঢ় কএ কৈতব পোস।
সোলহ সহস গোপী পরিহার
তহ্নিকাহুঁ কুল ভেলি সিরনিজার।
মঞে কি বোলব সখি বোলইছ কাহ্নু
সব পরিহরি নাগরি তোহি মান।
সময়ক বসে নহি সব অনুরাগ
ভলাহুক মন মন্দোঅপদ জাগ।
পিঅরী দরসনে নাগর ভুল
ঘাণ্টু গুণে বন তুলসী ফুল।
বিদ্যাপতিভন বুঝ রসমন্ত
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবিকন্ত।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪৬

শব্দার্থ—তহ্নিকরি—তাঁহার ; ধসমসি—মানসিক চাঞ্চল্য, সোস—শুষ্কতা, কৈতব—ছলনা।

অনুবাদ—তাহার (নায়কের) মন ব্যাকুল হইয়াছে, বিরহে সে শুষ্ক হইয়াছে, সেজন্য তুমি দৃঢ় করিয়া ছলনা করিয়া থাক (তাহা হইলে নায়ক তোমার নিকট নিশ্চয়ই আসিবে)। সে ষোল হাজার গোপীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মাথা নত হইয়াছে। সখি আমি আর কি বলিব, কানাই নিজেই বলিয়াছে যে সকল ছাড়িয়া সে তোমাকেই মান দেয়। সকল অনুরাগ সময় মানে না, ভাললোকের মনও মন্দ হইয়া যায়। প্রিয়ার দর্শনের জন্য নাগরের অভিলাষ। বিদ্যাপতি বলেন রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর কান্ত এই রস জানেন।

(১২৫)

পুরুষ ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম
পেঅসি করএ কি পারে।
ডর ন রাখল পহু পরতখ ভেলমহু
গুব ধরি ভেল বিচারে।
ভল ন কএল তোহেঁ সুমুখি সরূপ কোহোঁউ
লেপন পিঅ অপরাধে।
সেহে সআনী নারি পিঅগুণ পরচারি
বেকতও দোস নুকাবে।
নিসি নিসি কুমুদিনি সসধর পেম জিমি
অধিক অধিক রস পাবে।
ভনই বিদ্যাপতি অরে রে বর জুবতি অবহু করিঅ অবধানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন লখিমা দেবি রমানে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩০৪ (খ)

শব্দার্থ—ডর—ভয় ; ওর—সীমা ; বেকতও দোস—ব্যক্ত দোষও।

অনুবাদ—পুরুষ ভ্রমরের মতন ফুলে ফুলে মধু খায়, প্রেয়সী কি করিতে পারে ? সামনাসামনি পড়িয়াও, প্রভু ভয়ডর কিছু রাখিল না, উহার বিচার (জ্ঞানবুদ্ধি) সীমার বাহিরে গিয়াছে। সুমুখি ! তুমি ভাল কাজ কর নাই, সত্য যাহাই হউক, প্রিয়কে অপরাধ দেওয়া উচিত নহে। সেই চতুরা নারী যে প্রিয়ের ব্যক্ত দোষও লুকাইয়া তাহার গুণ প্রচার করে। (তাহাতে) প্রতি রাত্রিতে চাঁদ ও কুমুদের প্রেমের চেয়ে বেশী রস পাইবে। বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতি ! এখনও সাবধান হও। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

(১২৬)

করহুঁ কুসুম কন্দুক রীঅ
ভরি কামিনি মানিনি মান লীঅ।
জমুন তট ভএ দিঅ পসার
রাধ গেনদে খেলন দেখি নিভার।
লঘু লঘু লঘু মদন কটার বাট
পরিপাটি সিখাবএ চাটে চাট।

নিঅ বল্লভ পরিহরি জুবতি ধাব
মঞে পওলে কারন কিছু ন ভাব।
সব বোলেহিঁ পুছএ কাহ্নু কাহ্নু
গাহকি মতে জোহল কি নতমান।
রস বুঝি বিলস সিবসিংহ দেব
লখিমাদেবি পতি-চরণ-সেব।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪২

শব্দার্থ—রীঅ—লইয়া ; নিভার—মনোযোগসহকারে দেখা ; জোহল—খুঁজিল।

অনুবাদ—হাতে ফুলের কন্দুক লইয়া উহার দ্বারা মানিনীদের মান দূর করিয়া দিল। যমুনার তীরে খেলা বসিল ; রাধা কন্দুক ক্রীড়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। (কৃষ্ণ) হাত দিয়া চটাচট কন্দুক মারিয়া ধীরে ধীরে কি করিয়া কামের বাণ চালনা করিতে হয় শিখাইতে লাগিলেন। নিজ নিজ পতি ত্যাগ করিয়া যুবতীরা কেন ধাইতেছে ইহার কারণ কিছুই বুঝিতেছি না। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই কেবলমাত্র 'কানু' 'কানু' বলেন। মনে হয় মান খোয়াইয়া (মানিনীরা মাধবকে) খুঁজিতেছে। লখিমাদেবীর পতি শিবসিংহদেব রস বুঝিয়া বিলাস করেন ও আমি তাঁহার চরণ সেবা করি।

(১২৭)

পরিজন পুরজন বচনক রীতি।
পেম লুবুধ মন ভেলি পরতীতি॥
নিঅ অপরাধ বোলত কী আনে।
কুমুদহি ভেল কমলকে ভানে॥
এহি অনুভবি বুঝল সরূপে।
নয়ন অছইত নিমজ্জলিহু কূপে॥

জদি তোহে মাধব সহজ বিরাগী।
লোচন নীম কএল কথি লাগী॥
পুনু জমু বোলহ অইসনি ভাসা।
কাহুক কউতুকে কাহুক নিরাসা॥
নহি নহি বোলহ দরসহ কোপে।
জতনে জনাএ করইছহ গোপে॥

পরতখ গোপব কে পতিআউ।
বরু মনমথ সরে জীবন জাউ॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
পুহবিহি অবতরু নব পঁচবানে॥
রূপনরাঅন এহু রসমন্তা।
গুননিবাস লখিমা দেই কন্তা॥

তালপত্র ন. গু. ৩৪৩, অ ৩৪০

শব্দার্থ—পবতীতি—প্রত্যয়, বিশ্বাস; গীম গ্রীবা; গোপে—গোপন; পতিআউ প্রতীতি করিবে, বিশ্বাস করিবে; পুহবিহি—পৃথিবীতে।

অনুবাদ—পরিজন এবং পৌবজনগণেব কথাব বীতিতে আমাব প্রেমলুব্ধমনে প্রতীতি (বিশ্বাস) হইল। নিজের অপরাধ অন্যকে কি বলিব? কুমুদে কমলেব ভ্রম হইল। অনুভব কবিয়া ইহাই সত্য বলিয়া বুঝিতেছি যে চক্ষু থাকিতে কূপে নিমগ্ন হইলাম। মাধব, যদি তুমি স্বভাবতই বিবাগী (বিতৃষ্ণ) তবে আমাব গ্রীবাব প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে কেন? পুনবায় এমন কথা যেন বলিও না। কাহারও নিবাশা, কাহাবও কৌতুক। না না বলিতেছ, কোপ দেখাইতেছ। (প্রথমে) আদর জানাইয়া এখন তাহা গোপন কবিতেছ। প্রত্যক্ষ গোপন কবিলে কে প্রতীতি করিবে? মন্মথের শরে জীবন যাউক সে বরং ভাল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন যে এই বস অনুমান হইতেছে যে পৃথিবীতে নবীন মদন অবতীর্ণ হইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীর কান্ত গুণনিধান রূপনারায়ণ এই রসেব বসিক।

(১২৮)

গগন গরজ ঘন[1] জামিনি ঘোব।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর॥
এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ॥
তিলা এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরান॥

দুসহ জমুনা নবি এলিহু[2] ভাঁগি।
কুচজুগ তরল তবনি তঁ লাগি॥
দেহ অনুমতি[3] হে জুঝও পঁচবান।
তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন॥
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব।
অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব[4]॥

রাজা রূপনরাএন জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥

রাগত পৃঃ ১২৬; ন. গু. ৪৭৭, অ ৪৯১

(১২৮) মন্তব্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অভিসারিকা গোপীদের প্রতি প্রথমে যেরূপ কপট ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ দেখা যায়।

পাঠান্তর—ন গু. এই পদ রাগতরঙ্গিনী হইতে লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু (১) 'ঘন' স্থলে 'মেঘা' (২) 'এলিহু' স্থানে 'আইলিহু' (৩) 'অনুমতি' স্থানে 'অনুমতি' (৪) 'বুঝাব' স্থানে 'জনাব' করিয়াছেন।

শব্দার্থ—রতনহুঁ লাগি—রত্নের জন্যও; সঞ্চর—ভ্রমণ করে; এহনা—এমন সময়; নবি—নদী; তবল—উত্তীর্ণ হইলাম; তরণী—ভেলা; জুঝও—যুদ্ধ কর।

অনুবাদ—ঘোর (অন্ধকার) যামিনী, আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। রত্নের লোভেও চোর ঘরের বাহির হয় নাই। এমন সময় (এমন অন্ধকার যে,) নিজের দেহ নিজেই দেখিতে পাই না, নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। (হে) মাধব, এক মুহূর্তের তরে মান পরিত্যাগ কর, তোমার লাগিয়া প্রাণ সংশয় হইল। সেই কারণে (তোমার বিরহে প্রাণ সংশয় বলিয়া) দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম। (হে মাধব) অনুমতি দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক। নগরে তোমার তুল্য আর নাগর নাই। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নারীর স্বভাব, আপনার অভিলাষ উক্তি দ্বারা (স্পষ্টরূপে) জানায়। লখিমাদেবীর বল্লভ রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ ইহা জানেন।

(১২৯)

দুরজন বচন ন লহ[১] সব ঠাম।
বুঝএ[২] ন রহএ জাবে পরিনাম॥
ততহি দূর জা জতহি বিচার[৩]।
দীপ দেলে ঘর ন রহ আঁধার॥[৪]
হমরি বিনতি সখি কহবি মুরারি[৫]।
সুপহু রোস কর দোস বিচারি॥
সে নাগরি তোহে গুনক নিধান।
অলপহি মানে বহুত অভিমান।
ককে বিসরলহি[৬] হে পুরুব পরিপাটি।
লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি॥
ভনই বিদ্যাপতি[৭] এহ রস জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥

নেপাল ৭৫, পৃ ২৭ খ, পং ৩; ন.গু. তালপত্র ৪৯৫, অ ৫০৯

অনুবাদ—সবখানে দুর্জনের কথা থাকে না (ঠিক হয় না।) পরিণাম পর্যন্ত (দেখিলে) বুঝিতে বাকী থাকে না। যত বিচার করিবে, ততই দূরে যাইবে। (দুর্জনের কথা যত বিচার করিবে, তত মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে) ঘরে দীপ জ্বালিলে অন্ধকার থাকে না। সখি আমার এই মিনতি মুরারিকে কহিবে, সুপ্রভু দোষ বিচার করিয়া রোষ করে। (বলিও) সে নাগরী, তুমি গুণনিধান, অল্প কারণে বহু অভিমান (সাজে না)। পূর্বের পরিপাটী (পূর্বে কেমন সুন্দরভাবে প্রেম হইয়াছিল) ভুলিলে কেন? লতাকে (প্রেম-লতাকে) লালন পালন করিয়া (শেষে) কাটিলে কি ফল? বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৩০)

অরে অরে ভমরা তোঞে হিত হমরা
বঁউসি আনহ গজগামিনি রে।
আজু কি রূসলি কালি জঞো বঁউসবি
তীতি গোইতি মধু জামিনি রে॥
তীতি রজনিআঁ তিনি জুগে জনিআঁ
দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে।
সরোবর সোসে কমল অসিলাএল
নগর উজলি ভেল পাঁতর তে॥

(১২৯) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) হএ (২) বুঝল। (৩) 'ততহি দুর জ তহেহি বিচার'—এই পাঠ নেপালের পুঁথিতে আছে, কিন্তু কেহ আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে "ততহি দুর জা জতহি বিচার" পুঁথিতে কাটিয়া করিয়াছেন। (৪) নাই রহ ঘর অন্ধার। (৫) মধুর বচনে সখি কহব মুরারি। (৬) বিসরলি। (৭) ভনিতা স্থলে "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" মাত্র আছে।

একসর মনমথ দুই জিব মারএ
অপন অপন ভিন বেদন রে।
দুই মন মেলি কমনে বেকতাওব
দারুন প্রথম নিবেদন রে॥

মানক ভঞ্জন জসু গুন রঞ্জন
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে।
লখিমা দেই পতি সিবসিংঘ নরপতি
পুরুব জনম তপে পাওল রে॥

তালপত্র ন.গু. ৩৭১, অ ৩৬৮

শব্দার্থ—হিত—হিতৈষী; বঁউসি—মান ভাঙ্গিয়া; রুসলি—রোষ করিল; তীতি—তিক্ত; দেসাঁতর—দেশান্তর।

অনুবাদ—ওরে ওরে ভ্রমর, তুই আমার হিতৈষী, গজগামিনীর মান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে লইয়া আয়। আজ রাগ করিয়া যদি কাল তাহার মান ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মধুযামিনী তিক্ত হইবে। নীরস রজনী (ত্রিযামা) যেন তিন যুগের ন্যায় মনে হইল, চক্ষের আড়াল হইলেই দেশান্তর (মনে হয়), সরোবর শুষ্ক হইয়া কমল ম্রিয়মাণ হইল, নগর উজাড় (উজলি) প্রান্তর হইল। একেশ্বর মন্মথ দুই প্রাণী বধ করিতেছে—তাহাদের আপন আপন বেদনের ভেদ ঘটাইয়া। (এখন) দুইটি মন কিরূপে মিলন প্রকাশ করিবে; (মিলিত হইবে?) প্রথম নিবেদন অত্যন্ত কঠিন (দুই জনেরই মনে অনুরাগ রহিয়াছে অথচ প্রথমে কে কথা কহিবে, তাহাই লইয়া যত গোল।) কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, যাহার রঞ্জন করিবার গুণ (আছে) সেই মানের ভঞ্জন করে। পূর্বজন্মের তপস্যায় লখিমা দেবী শিবসিংহ নরপতিকে পতিস্বরূপ পাইয়াছেন।

(১৩১)

বাঢ়িক পানি কাঢ়ি জা জানি।
ঠাম রহল গএ জে নিজ মানি॥
অইসনহু সুমুখি করহ তোহে রোস।
পুরুসক কী দিঅ এতবাহিঁ দোস॥
দহ দিসঁ ভমর করও মধুপান।
থির ভএ চাহিঅ অপন গেয়ান॥

জাতকি কেতকি মালতি সার।
রমণী ভএ জদি করএ বিহার॥
মধু লএ কে ঘর মধুপক সঙ্গ।
থাবর গৌরব ই বড় রঙ্গ॥
পর-অনুরাগ রাগে গেল মোহি।
সে ময়ে ছড়লে সুমঝএ তোহি॥

ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবিকন্ত॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৬৯

শব্দার্থ—বাঢ়িক—বন্যার; কাঢ়ি—বাহির করিয়া।

অনুবাদ—(নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি একবার অনুরাগ দেখানোতে নায়িকা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন; নায়ক নায়িকাটিকে রোষ পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন) বন্যার জল বাহির হইয়া গেলে, (কোন জলাশয়ের নিজের জল) নিজের স্থানেই থাকে; তেমনি সুমুখি তুমি বৃথা পুরুষকে এত দোষ দিতেছ এবং রাগ করিতেছ (সহসা কোন নারীর সহিত মিলন হইয়াছে, কিন্তু মোহ কাটিয়া গেলে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিলাম)। ভ্রমর দশদিকে মধুপান করিয়া বেড়ায়; তুমি স্থির হইয়া বিচার কর। জাতকি কেতকি মালতি প্রভৃতি রমণী; তাহারা কি বিহার করিয়া বেড়ায়? মধু লইয়া কে মধুপের সঙ্গে ঘুরে? এক জায়গায় তাহারা স্থির হইয়া থাকে (স্থাবর); (মধুপই তাহাদের নিকট আসে)

এই তাহাদের গৌরব—এই কথা খুব কৌতুককর। অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া আমাকে ভুলাইয়াছিল। কিন্তু তুমি তো বুঝিতে পারিতেছ যে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। বিদ্যাপতি বলেন যে লখিমাদেবীর কান্ত বসমন্ত রাজা শিবসিংহ বুঝেন।

(১৩২)

চাহইতে অধর নিঅল নহি লিসি
ধরইতে মোললএ বাঁহী।
সুপহু সিনেহে ন কেলি রতি ভঙ্গলএ
তোহি সনি পাপিনি নাহী॥
মানিনি অবহু পলটি চল পিয়াকা পঅ পল
মেটও সবে অপরাধ॥
কইতবে হাস গোপ তোঞে কএলএ ককেঁ
ককেঁ তোরি ভঁউহ চড়লী।
পিয়া সঞো পউরুস ককেঁ তোঞে বোললএ
জিহ তোরি টুটি ন পড়লী॥

সউরস লাগি পিয় হিঅ অরাহিঅ
বইরস বাস ন করিআ।
অছিকহু বিষতরু পল্লব মেলব
আঁকুর ভাঁগি হলিআ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন সুন গুনমতি
ওর ধরি কে কর মানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমানে॥

তালপত্র নগু ৪৫০, অ ৪৪৫

শব্দার্থ—চাহইতে—চাহিতে, নিঅল—নিয়র নিকট, লিসি—নিস; বাহী—বাহু হাত; সুপহু—সুপ্রভু; সনি—সমান, পঅ পায়, পল—পড়, মেটও—মিটুক. কইতবে—কৈতবে ছলনায়, ককেঁ—কেন; ভঁউহ চড়লী—ভ্রূ উঁচু হইল, ভ্রূকুটী করিলে, পউরুস—পৌরুষ, জিহ—জিহ্বা, সউরস—সুরস, অরাহিঅ—আরাধনা করিবে; বইরস—বিরস, হলিআ—যাইবে, ওরধরি—শেষ পর্য্যন্ত।

অনুবাদ—অধর চাহিলে নিকটে নিস্না (চুম্বন দান করিস্ না), ধরিলে হাত মুচড়াইয়া দিস, সুপ্রভুর সঙ্গে প্রেম করিলি না, কেলি রতি ভাঙ্গিলি তোর তুল্য পাপিনী নাই। মানিনি এখনও ফিরিয়া চল, প্রিয়তমের পায় পড়, সকল অপরাধ মিটুক। কৈতব করিয়া তুই হাসি গোপন করিলি কেন, কেন তোর ভ্রূ উঁচু হইল (ভ্রূ উচ্চ করিয়া রোষ প্রকাশ করিলি কেন)? প্রিয়তমের সহিত তুই পরুষ কথা কহিলি কেন, তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না? সুরসের জন্য প্রিয়তমকে হৃদয়ে আরাধনা করিবে, বিরসের আশ্রয় লইবে না। (হৃদয়ে বিরক্তিকে স্থান দিবে না) বিষতরুর পল্লব মেলিলেই অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া দিবে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতি, শুন শুন শেষ পর্যন্ত (দীর্ঘকাল) কে মান করে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

(১৩৩)

সরদক সসধর সম মুখমণ্ডল
কাঁই ঝপাবসি[১] বাসে।

অলপেও[২] হাস সুধারস বরিসও
ছাড়ও নয়ন পিয়াসে[৩]॥

মানিনি অপনেহু মনে অনুমান[৪]।
রুসইতে আনহু বোল আগেআন।

---

(১৩৩) রাগতরঙ্গিনীর পাঠান্তর—(১) ঝপাবহ (২) অল্পও (৩) ছাড়ও অমিঅ পিয়াসে (৪) কি আরে মানিনি অপনহু মনে অনুমান

হাটক ঘটন সিরীফল সুন্দর	ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
কুচজুগ কুটি[৫] করু আধে।	বিভব দয়া থিক সারা।
পানি পরস রস অনুভব সুন্দরি	মাহ ছাহ ককরো নহি ভাবয়
ন করু[৬] মনোরথ বাধে ॥	গ্রীসম প্রান পিয়ারা ॥[৭]

রাগত পৃঃ, ৯৩, ন.গু. তালপত্র ৩৫৪, অ ৩৫১

শব্দার্থ—কাঁই—কেন; ঝপাবসি—ঢাকিয়া রাখিতেছ; বাসে—বসনে; ছাড়ও—ছাড়ে; থিক—হয়; সারা—সার; ককরো—কাহার; মাহ—মাঝ, স্থলে; ছাহ—ছায়া; গ্রীসম—গ্রীষ্ম; পিয়ারা—প্রিয়; হাটক—স্বর্ণ; ঘটন—গঠন; কুটি—কাটিয়া; আধে—অর্দ্ধ।

অনুবাদ—শরতের চন্দ্রতুল্য মুখমণ্ডল বস্ত্রদ্বারা কেন ঢাকিতেছ? অল্পহাস্য-সুধারস বর্ষণ করিলেও নয়নের পিপাসা মিটিবে। মানিনি, আপনারই মনে বিবেচনা কর, রোষ করিলে অপর লোকে নির্বোধ বলিবে। স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্দ্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছে। সুন্দরি, পাণিস্পর্শ রস অনুভব (রূপ) মনোরথে রোষ পূর্বক বাধা করিও না (দিও না)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতী শোন, সমস্ত বিভবের সার দয়া (অর্থাৎ দয়ার ন্যায় ধন নাই), গ্রীষ্মকালে প্রাণারাম ছায়াযুক্ত স্থান কাহার না ভাল লাগে?

(১৩৪)

জহিআ[১] কাহ্নু দেল তোহে আনি।	পুরুসক চঞ্চল সহজ সভাব[৫]।
মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি ॥	কএ মধুপান দহও[৬] দিস ধাব ॥
আবে দিনে দিনে[২] পেম ভেল থোল।	একহি বেরি[৭] তএ্ঁ ছুর কর আস।
কএ অপরাধ বোলব কত[৩] বোল ॥	কূপ ন আবএ পথিকক পাস ॥
অবে তোহি সুন্দরি[৪] মনে নহি লাজ।	গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।
হাথক কাকন অরসী কাজ ॥	বড় কএকী উপজাওব রঙ্গ[৮] ॥

নেপাল ৮৭, পৃঃ ২৫, ক, পং ২; রামভদ্রপুর পদ ১৬৭, ন.গু. নেপাল ৪৪৪, অ ৪৩৯

শব্দার্থ—জহিআ—যখন; বানি—মূল্য; অরসী—আরসী, আয়না; সভাব—স্বভাব; দহও—দশ।

অনুবাদ—যখন তোকে কানাই আনিয়া দিলাম, মনে হইল যেন (তোর) চতুর্গুণ মূল্য পাইল (বাড়িল)। এখন দিনে প্রেম অল্প (হ্রাস) হইল, অপরাধ করিয়া কত কথা বলিবে? সুন্দরি এখন তোর মনে লজ্জা হয় না? হাতের কঙ্কণ দিয়া এখন আয়নার কাজ চালাও। পুরুষের স্বভাব স্বভাবতই চঞ্চল, মধু পান করিয়া দশ দিকে ধাবিত হয়। তুমি

(১৩৩) (৫) কোটি (৬) কর (৭) নাগরি অঙ্গ বিভঙ্গক আগরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে
রাজা শিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমণে।

(১৩৪) রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) জহখো (২) অবে দিনে দিনে হে (৩) বহুত (৪) সজনি (৫) নেপাল ও রামভদ্রপুর উভয় পুঁথিতেই "স্বভাব" আছে কিন্তু নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "সোভাব" করিয়াছেন। (৬) দসও (৭) বের (৮) বল কএ কা উপজাওব রঙ্গ। নেপাল পুঁথির "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" স্থানে রামভদ্রপুরের পুঁথিতে "ভনই বিদ্যাপতি এহ রস জান। রাএ শিবসিংহ লখিমা দেবি রমান ॥"

একেবারেই আশা ত্যাগ কর (মাধব আসিয়া যে আবার তোমার সাধ্য সাধনা করিবে সে আশা ত্যাগ কর), কূপ (তৃষ্ণার্ত্ত) পথিকের নিকট আসে না। মান ভঙ্গ করিলে অধিক সঙ্গ (মিলন) হয়, বড় করিয়া (নিজেকে বড় করিয়া) কি রঙ্গ উৎপন্ন করাইবে (কি আনন্দ হইবে) ? বিদ্যাপতি বলেন লখিমা দেবীর বল্লভ এই রস জানেন।

(১৩৫)

জতি জতি ধমিঅ অনল
অধিক বিমল হেম।
রভস কোপ কোপ কএকহু নাগর
অধিক করএ পেম॥
সাজনি মনে ন করিঅ রোস।
আরতি জে কিছু বোলএ বালভ
তঁ নহি তন্হিক দোস॥

কত ন তুঅ অনাইতি দরসি
কত কএ নহি দীব।
ও নহি অনঙ্গ অথিক ভুজঙ্গ
পবন পীবি জে জীব॥
সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস নহি অবসান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমান॥

নেপাল ১১৩ ; পৃষ্ঠা ৪০খ, পং ৪, ন.গু. নেপাল ৫০৩, অ ৫১৭

শব্দার্থ—জতি—যত ; ধমিঅ—জ্বলিবে ; রভস—আনন্দ ; আরতি—আর্ত্তি ; অনাইতি—অনায়ত্ত ; দীব—দিব্য, শপথ।

অনুবাদ যত যত অগ্নি জ্বলিবে সুবর্ণ (তত) অধিক নির্ম্মল হইবে। নাগর কৌতুক করিয়া কোপ করিয়া অধিক প্রেম করে। সজনি, মনে রোষ করিও না, বল্লভ আর্ত্ত হইয়া যাহা বলে তাহাতে তাহার দোষ নাই। তোমাকে কত না অনায়ত্ত (অপরের বশীভূত নহে) দেখাইল, কত না দিব্য করিল। (তাহাতেও তুমি মান পরিত্যাগ করিলে না)। (কৃষ্ণ) অনঙ্গ নহে, (অর্থাৎ তাহার ত দেহ আছে) ভুজঙ্গ নহে যে বায়ু পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে ! (তাহার যখন দেহ আছে তখন সে দেহের মিলন চায়)। সরস কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, রস অবসান হয় নাই। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর বল্লভ।

(১৩৬)

মানিনী মান মৌনে মন সাজি
মাধব মনসিজ মনমথ ঝাঁঝি।
বি····· সে কেলি মেলি রসবাধ
তেসরা মাথেঁ সবে অপরাধ।
দূতী ভএ জন্মু জনমএ নারি
বিনু ভেলে ভেলিহু গোআরি

এত এক কোসলে···মন্দ
তরণিক উদঅ লহত কী চন্দ।
পর অনুরোধেঁ বোধ দূর জাএ
নাথ বরাহ তুঅও হল ঘাএ।
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিকন্ত।

রামভদ্রপুর ৫২

অনুবাদ—মালিনী মৌনব্রত লইয়া মান রক্ষা করিতেছে, মাধবের ··· রসভঙ্গ করিয়াছে ; কিন্তু সমস্ত অপরাধের বোঝা তৃতীয় ব্যক্তির উপর চাপান হইয়াছে। কোন নারী যেন দূতী হইয়া না জন্মায়। আমি গ্রাম্যা স্ত্রী না হইয়াও গ্রাম্যা প্রতিপন্ন হইলাম। এত কৌশলে কাজ করিয়াও মন্দ ফল লাভ হইল। সূর্য্য উদিত হইলে চন্দ্র কি দৃষ্টিগোচর হয় ? পরের অনুবোধে (কাজ করিলে) বুদ্ধির কাজ হয় না।······

বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর কান্ত রসমন্ত রাজা শিবসিংহ বুঝেন।

(১৩৭)

অধর সুধা মিঠি দূধে ধবরি ডিঠি
মধু সম মধুরিম বানী রে।
অতি অরথিত জে জতনে ন পাইঅ
সবে বিহি তোহি দেল আনি রে॥
জনু রূসহ ভাবিনি ভাব জনাই।
তুঅ গুনে লুবুধল সুপহু অধিক দিনে
পাহুন আএল মধাই॥

জসু গুন ঝখইতে ঝামরি ভেলি হে
রয়নি গমওলহ জাগি রে।
সে নিবি বিধি অনুরাগে মিলন তোহি
কাহ্নু সম পিয়া অনুরাগি রে॥
ভনই বিদ্যাপতি গুনমতি রাখএ
বালভুকে অপরাধ রে।

রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএন
লখিমা দেই অরাধ রে॥

তালপত্র ন গু ৮১৬, অ ৮১৭

শব্দার্থ—দূধে ধবরি ডিঠি—দুধের (মতন) ধবল দৃষ্টি ; অরথিত—প্রার্থিত ; জনু রূসহ—রোষ করিও না ; পাহুন—অতিথি ; ঝখইতে—শোক করিতে ; বালভুকে—বল্লভের।

অনুবাদ—অধরে মিষ্ট সুধা, দুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি, মধুতুল্য মধুর বাণী, যত্নের সহিত অত্যন্ত প্রার্থনা করিলেও যাহা পাওয়া যায় না, বিধি তোকে সকলি আনিয়া দিল। ভাবিনি, ভাব জানাইয়া মান করিও না। তোর গুণে লুব্ধ হইয়া অনেক দিনের পর সুপ্রভু মাধব অতিথি হইয়া আসিল। যাহার গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে করিতে দেহ মলিন হইল, রজনী জাগিয়া যাপন করিলে, কানাইয়ের তুল্য অনুরাগী প্রিয় বস্তু বিধির কৃপায় তোর মিলন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতী বল্লভের অপরাধ রক্ষা (মার্জ্জনা) কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর আরাধ্য।

(১৩৮)

মাঘ মাস সিরি পঞ্চমী গঁজাইলি
নবএ মাস পঞ্চম হুরুআঈ।
অতি ঘন পীড়া দুখ বড় পাওল
বনসপতী কে বধাই হে[১]॥

সুভ খন বেরা সুকুল পকখ হে
দিনকর উদিত-সমাঈ।
সোলহ[২] সঁপুনে বত্তিস লখনে
জনম লেল রিতুরাঈ হে॥

১৩৮। **পাঠান্তর** :—নগু, রাগত হইতে লইয়াছেন কিন্তু তিনি পাঠ ধরিয়াছেন (১) বনস্পতি ভেলি ধাই হে (২) সোরহ সঁপুনে

নাচএ জুবতিগণ হরখিত জনমল
বাল মধাঈ হে।
মধুব মহারস মঙ্গল গাবএ
মানিনি মান উড়াঈ হে॥
বহ মলয়ানিল ওত উচিত হে
বন ঘন ভও উজিয়ারা।
মাধবি ফূল ভল গজ মুকুতা তুল
তে দেল বন্দনেবারা॥
পীঅরি পাঁউবি মজুঅবি গাবএ
কাহবকাব ধতূবা।
নাগেসব-কলি সংখ ধুনি পূব
তগব তাল সমতুলা॥
মধু লএ মধুকবে বালক দএহলু
কমল-পখুবিআ ঝুলাই
পৌঅনাল তোবিকবি সুত বাঁধল
কেসু কএলি বধনা॥

নব নব পল্লব সেজ ওছাওল
সির দেল কদম্বক মালা।
বৈসলি ভমরী হর উদগাবএ
চক্কা চন্দ নিহারা॥
কনএ কেসুআসুতি-পত্র লিখিএ হলু
রাসি নছত্র কএ লোলা॥
কোকিল গনিত-গুনিত ভল জানএ
বিত বসন্ত নাম থোলা॥
বাল বসন্ত তরুন ভএ ধাওল
বেঢ়এ সকল সংসারা॥
দখিন পবন ঘন আগ উগারএ
কুবলএ কুসুম-পবাগে।
সুললিত হাব মজরি ঘন কজ্জল
আখিতও অঞ্জন লাগে॥

নব বসন্ত বিতু অনুসব জৌবতি
বিদ্যাপতি কবি গায়।
রাজা সিবসিংঘ রূপনবাএন
সকল কলা মনভায়া॥

রাগত পৃঃ ৬৩; ন. গু ৬০০, অ ৬০৬

অনুবাদ - মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীব দিনে পূর্ণগর্ভ (প্রাপ্ত হইল) নবম মাসের পঞ্চম দিন বড় কান্দাইল। অত্যন্ত যন্ত্রণা, বড় দুঃখ পাইল। বনস্পতি (স্ত্রীলিঙ্গে) ধাত্রী হইল, প্রসবকালে অত্যন্ত দুঃখ ও পীড়া হইয়াছিল। [নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন 'এই পদে গজাইলি ও রুআই শব্দেব অর্থ কবিতে পারা গেল না।' গজাইলির অর্থ বেণীপুরী করিয়াছেন 'পূর্ণগর্ভা হইল'। নবম মাস পঞ্চম দিনে প্রসূতি পূর্ণ গর্ভ প্রাপ্ত হয় বটে। চৈত্র বৈশাখ বসন্তকাল ধরিলে জ্যৈষ্ঠ হইতে গণিয়া মাঘ মাস নবম মাসও বটে। 'পঞ্চমহু রুআই' স্থলে পঞ্চম হরুআই—পাঠান্তব (বেণীপুবী) = পঞ্চম দিন হইলে পর।]

শুভক্ষণ বেলা, শুক্লপক্ষ, সূর্যোদয় সময়ে ষোড়শ (অঙ্গ) সম্পূর্ণ বত্রিশ সুলক্ষণে ঋতুরাজ জন্ম লইল। যুবতীগণ হরষিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, শিশু বসন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মধুব মহাবসযুক্ত মাঙ্গলিক গীত গান করিতে লাগিল, মানিনীর মান উড়িয়া গেল (ভঙ্গ হইল)। মলয়ানিল বহিল, শিশুকে (ওত) বায়ু হইতে অন্তরাল করা উচিত। (সেইজন্য

আকাশে) নবীন মেঘ প্রকাশিত হইল। মাধবী ফুল মুক্তার তুল্য হইল। তাহারা (সম্বর্দ্ধনার জন্ত) কটক (বন্দনবারা Gate) নির্ম্মাণ করিল। পীতবর্ণ পাটলি ফুল 'মহুয়রী' গান ধরিল, ধুতুরা তুর্য্যবাদক হইল। নাগেশ্বরকলি তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। [মহুয়রী গীত বিশেষ (বেণীপুরী)]

কমলকলি হইতে মধুকর মধু লইয়া শিশু (বসন্ত) কে দিল, পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া (বালকের) কটিতে সূতা বাঁধিল এবং কিংশুক ফুল বাঘনখ করিল। [যুবজন হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে। —গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ।]

[রঘনারী শিশুর অমঙ্গল নিবারণার্থ বাঘনখ পরাইবার রীতি আছে।] নব নব পল্লবের শয্যা বিছাইল (বালকের জন্ত), মস্তকে কদম্বের মালা দিল। (তাহাতে) ভ্রমরী বসিয়া ঘুম পাড়ানি গান করিতে লাগিল। চক্রাকার (পূর্ণ) চন্দ্র দেখাইল। [হবউদ—(শিশু) পালনের গীত— বেণীপুরী] রাশি নক্ষত্র স্থির করিয়া কনকবর্ণ কেশরপত্রে লিখিল। কোকিল গণিত শাস্ত্র ভাল গণিতে জানে, ঋতু বসন্ত নাম রাখিল। বালক বসন্ত তরুণ (যুবক) হইয়া ধাবিত হইল, সকল সংসার বাড়িতে লাগিল। দক্ষিণ পবন কিসলয় ও কুসুম-পরাগ বহন করিয়া অঙ্গে মাখাইয়া দিল, মঞ্জরীর সুললিত হার হইল, ঘন কজ্জল লইয়া চক্ষে অঞ্জন দিল। বিদ্যাপতি কবি গান গাহিতেছেন, হে যুবতি, নব বসন্ত-ঋতু অনুসরণ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের মনে সকল কলা শোভা পায়।

(১৩৯)

আএল বসন্ত সকল রসমণ্ডল
কুসুম ভেল সানন্দ।
ফুললী মল্লী ভুখল ভমরা
পীবি গেল মকরন্দ॥
ভাবিনি আবে কি করহ সমাধানে।
নহি নহি কএ পরিজন পরবোধহ
লখন দেখিঅ আবে আনে॥

নখ পদ কেসু পয়োধর পূজল
পরতথ ভএ গেল লোতে।
সুমেরু সিখর চঢ়ি উগল সসধর
দহ দিস ভেল উজোতে॥
বিনু কারনে কুণ্ডল কৈসে অ'কুল
এহও জুগতি নহি ওছী।
কুমকুমকের চোরি ভলি ফাউলি
কাঁধ ন ভেলিএ পোছী॥

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
লখিমা দেই রমানে॥

নেপাল ২৫৮, পৃ ৯৪ ক, পং ১ (ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।) ন. গু. তালপত্র ৬০৭, অ ৬১৩

শব্দার্থ—মালি, মল্লী—মল্লিকা; ওছী—ভাল; ফাউলি—পাইল; কেসু—নাগকেশর ফুল (এখানে রক্তবর্ণ)।

অনুবাদ—সকল রস-ভূষিত বসন্ত আসিল। কুসুম আনন্দিত হইল। ফুল্ল মল্লিকার মধু ক্ষুধিত ভ্রমর পান করিয়া গেল। ভাবিনি, এখন কি সমাধান করিবে? না না করিয়া পরিজনদিগকে প্রবোধ দিতেছে, এখন অন্য লক্ষণ দেখিতেছি।

নখের রক্তরাগদ্বারা পয়োধরের পূজা হইয়াছে, (যাহা) গুপ্ত (ছিল তাহা) প্রত্যক্ষ হইয়া গেল! সুমেরুশিখরে শশধর উদয় হইল, দশ দিক্ উজ্জ্বল হইল। বিনা কারণে কুন্তল কেমন করিয়া আকুল হইল, এই যুক্তি ভাল নয়। কুঙ্কুমের ছবি ভাল প্রকাশ পাইয়াছে, স্কন্ধ হইতে মোছা হয় নাই। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতী শ্রেষ্ঠ, লখিমাদেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ প্রত্যক্ষ মদন।

(১৭০)

অভিনব পল্লব বইসক দেল।
ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল॥
করু মকরন্দ মন্দাকিনি পানি।
অরুন অসোগ দীপ দহু আনি॥
মাই হে আজ দিবস পুনমন্ত।
করিঅ চুমাওন রায় বসন্ত॥
সপুন সুধানিধি দধি ভল ভেল।
ভমি ভমি ভমরিহ হঁকারই দেল॥
কেসু কুসুম সিঁদুর সম ভাস।
কেতকি-ধূল বিথুরলহু পটবাস॥
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বুঝ সিবসিংঘ সিব অবতার॥

তালপত্র ন. গু. ৬১৩, অ ৬১৯

শব্দার্থ—বইসক—বসিবার জন্য; পুরহর—মাঙ্গলিক পাত্র, বরণ ডালা, অসোগ—অশোক; দহু—দিল; চুমাওন—বরণ; সপুন—সম্পূর্ণ; কেসু—কিংশুক; বিথুরলহু—বিস্তার করিল; ভাস—দীপ্তি, পটবাস—পট্টবস্ত্র।

অনুবাদ—বসিবার জন্য অভিনব পল্লব দিল, ধবল কমল মাঙ্গলিক পাত্র হইল। মকরন্দ মন্দাকিনীর (গঙ্গা) জল করিল, অরুণ অশোক দীপ আনিয়া দিল। সখি, আজ দিবস পুণ্যমন্ত, বসন্তরাজের বরণ করি। পূর্ণচন্দ্র ভাল দধি হইল, (দধির ফোঁটা চাঁদের মতন দেখায় বলিয়া) ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া (মঙ্গলকার্য্যে সকলকে) আহ্বান করিল। কিংশুক কুসুম সিন্দুর রসের দীপ্তি পাইল, কেতকীর ধূলি (পরাগ) পট্টবস্ত্র বিস্তার করিল। বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, শিব অবতার শিবসিংহ রস বুঝেন।

(১৭১)

দখিন পবন বহ দস দিস বোল।
সে জনি বাদী ভাসা বোল॥
মনমথ কাঁ সাধন নহি আন।
নিরসাবল সে মানিনি মান॥

১৬৯। পাঠান্তর—

* নেপাল পুঁথির—পাঠের সহিত ন.গু. তালপত্রের পাঠ কতকটা মাত্র মিলে। —নেপাল পুঁথির পাঠ সম্পূর্ণ নীচে প্রদত্ত হইল—

"আএল বসন্ত সকল বন রঞ্জক
কুসুমবান সানন্দা।
ফুললি মালি ভুথল ভমরা
পিবি গেল মকরন্দা।
মানিনি আবে কি করবিঅ অবধানে
নহি নহি কএ পরিজন পরিবোধহ
জুগুতি দেথএো তরি আনে
বিমুকারনে কুন্তল কৈসে আকুল
করএো জুগতি কিছু ওষ্ঠী
কুম তাকেবি চোরিউলি ফাউলি
কাঞ্চন অএলাহ পোষ্ঠী॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

মাই হে শীত বসন্ত বিবাদ।
কবনে বিচারব জয়-অবসাদ ॥
দুহু দিশ মধথ দিবাকর ভেল।
দুজবর কোকিল সাখিতা দেল॥
নবপল্লব জয়পত্রস ভাতি।
মধুকর-মালা আখর-পাতি ॥
বাদী তহ প্রতিবাদী ভীত।
সিসির-বিন্দু হো অন্তর শীত ॥
কুন্দ-কুসুম অনুপম বিকসন্ত।
সতত জীতি বেকতাও বসন্ত ॥
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাজা সিবসিংঘ এহো রসজান ॥

ন. গু. ৬১৪, অ ৬২৭

শব্দার্থ—বাদী—মোকদ্দমায় দাবীদার; নিবসাবন নীরস করিল; কবনে—কে; মধথ—মধ্যস্থ; দুজবর—দ্বিজবর; জয়পত্রস—যে পত্রে জয় লেখা হয়; তহ—হইতে; জীতি—জয়; বেকতাও—ব্যক্ত করে।

অনুবাদ—দক্ষিণ পবন বহিতেছে, চারিদিকে শব্দ হইতেছে। সে (দক্ষিণ পবন) যেন (আদালতের) বাদীর ভাষা কহিতেছে। মন্মথের অন্য সাধনা নাই, সে মানিনীর মান নিঃশেষ করিল (মদনের উৎপাতে মানিনীর মান একেবারে দূরীভূত হইল)। সখি, শীত বসন্তের বিবাদ, জয় পরাজয় কে বিচার করিবে? দিবাকর দুই দিকের (পক্ষের) মধ্যস্থ হইল, দ্বিজবর কোকিল সাক্ষ্য দিল। নবপল্লব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকরমালা অক্ষরপংক্তি। বাদী (বসন্ত) হইতে প্রতিবাদী (শীত) ভীত, শীত শিশিরবিন্দুমাত্রে পরিণত (অতিক্ষুদ্র) হইয়া অন্তর্হিত (অন্তর) হইল। অনুপম কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া সতত বসন্তের জয় ব্যক্ত করিতেছে। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহেন, রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৪২)

সুরভি সময় ভল চল মলআনিল
সাহর সউরভ সার লো।
কাহুক বীপদ কাহুক সম্পদ
নানা গতি সংসার লো॥
কে ইলী পঞ্চম রাগে রমন গুন সুমরাঞো
কুসলে আওত মোর নাহ লো।
আজ ধরিএ হমে আসহি অছলিহু
সুমরি ন ছ'ড়ল ঠাম লো।
ভমর দেখি ভঞে ভাবে পরাএল
গহএ সরাসন কাম লো।
ভনই বিদ্যাপতি রূপনরাএন
সিরি সিবসিংঘ দেব নাম লো॥

তালপত্র ন. গু. ৮০২, অ ৮০৩

শব্দার্থ—সাহর—সহকার; কোইলী—কোকিল; সুমরাঞো—স্মরণ করাইতেছে; নাহ—নাথ; পরাএল—পলায়ন করিলাম; গহএ—গ্রহণ করিল।

অনুবাদ—উত্তম সুরভি সময়ে মলয়ানিল বহিতেছে, সহকারের সার সৌরভ। কাহারও বিপদ, কাহারও সম্পদ সংসারের নানা গতি। কোকিল পঞ্চম রাগে বল্লভের গুণ স্মরণ করাইতেছে, আমার নাথ কুশলে আসিবেন। আজ পর্য্যন্ত আমি আশাতেই ছিলাম, স্মরণ করিয়া স্থান (গৃহ) ত্যাগ করিলাম না। ভ্রমর দেখিয়া ভয়ের ভাবে পালাইলাম (ভ্রমর বসন্তের দূত, মদনের উদ্দীপক) কাম শরাসন গ্রহণ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপনারায়ণের নাম শ্রীশিবসিংহ দেব।

(১৪৩)

কোকিল গাবএ মধুরিম বাণি
ঋতু বসন্ত হে অমিঅ রস সানি।
অসময় পসি আলানা পাএ
চেও চেও কবিঅ কাহুন সোহাএ।
সাজনি অবেকত দেহ অসবাস
কাহ্নে জাএব মোহি পাস।

গুরু সুমেরু তহ সুপুরুষ বোল
কুলক ধরম ছড়লেঁ কী ভোর।
কবমক দোষে বিঘটি গেলি সাটি
অগিলা জনম বুঝবি পরিপাটি।
বিদ্যাপতি ভন ন কর বিরাম
অবসর জানি ধরহুও কাম।

রূপনবাএন বুঝ বসমন্ত
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিকন্ত।

রামভদ্রপুব পুঁথি, পদ ১৮৮

শব্দার্থ—ভোব--বিহ্বল ; বিঘটি—বিপবীত , সাটি—শাস্তি।

অনুবাদ—অমিয়বসে পূর্ণ কবিয়া বসন্ত ঋতুতে কোকিল মধুব গান কবিতেছে। অসময়ে যদি খাঁচাব মধ্যে (পাখী) চেও চেও কবে তো তাহা শোভা পাব না। সখি আমাব বস্ত্রাদি সংযত কবিয়া দাও, আমাকে কানাইয়েব নিকট যাইতে হইবে। সুপুরুষেব বাণী সুমেরুপর্ব্বতেব ন্যায় গুরু তাহাতে বিহ্বল হইয়া আমি কুলধর্ম্ম ছাড়িলাম। আমাব কর্ম্মফলে বিপবীত ঘটিল ; আমি শাস্তি পাইলাম। পবজন্মে পাবিপাট্য বুঝিব। বিদ্যাপতি বলেন বিবত হইও না, সুযোগ বুঝিয়া কাম প্রভাব বিস্তাব কবিবে। লখিমা দেবীব কান্ত বসমন্ত রূপনাবাযণ বাজা শিবসিংহ এ বস বুঝেন।

(১৪৪)

তোহরাঁ লাগি ধনি খিনি ভেলি তোহে বড় বোল ছড় কাহ্নু।
রূপলোভ ভেল, দেহ দূব গেল, সে থিব ছাড়ল ভাব।
মাধব, সুন্দরি সমন্দ এ রোএ
জদি তোহে চঞ্চল সুনহ সকন ভএ অপনা ধন্ধ ন কোএ।
আস দইএ পবপেঅসি আনলি কুলসঞো কুলমতি নাবি॥
সে ততবাহি গেলি, ডাইন সকল ভেল, তুহু হল হৃদয় বিচারি.
দূতী বোলইতে কাহ্নু লজাএল বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএণ লখিমা দেবি রমানে।

বামভদ্রপুব পুঁথি, পদ ৩১

শব্দার্থ—সমন্দ এ—সংবাদ পাঠাইল ; সকন—সাবধান , ডাইন—নিন্দাকারিণী।

অনুবাদ—কানাই ! তোমার প্রেমে ধনী ক্ষীণ হইল, কিন্তু তুমি অনেক ছলের কথা বলিতেছ। তোমার রূপে তাহার লোভ জন্মিল, দেহের কথা সে ভুলিয়া গেল, (চিত্তের) স্থিরতা হারাইল।

মাধব! সুন্দরী কাঁদিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে। যদিও তুমি চঞ্চল, তথাপি সাবধানে শুন, আমার (ঠিক) বলিতে কোন ভয় নাই। আমি আশা দিয়া কুলের সহিত কুলবতী পরস্ত্রীকে আনিয়াছিলাম। সে বাহিরে আসিতেই, সকল স্ত্রী তাহার নিন্দা করিল, এইকথা মনে বিচার করিয়া দেখ। দূতীর কথায় কানাই লজ্জা পাইল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর রমণ।

(১৪৫)

·· ···হিনি বালা
কত সহবি কুসুম সরধারা॥
নয়ন নিরন্তর নোরে
বামা করতল মিলল কপোলে॥
অবধি সময় লেখি লেখী
রূপ রহল অছু তনু অবসেখী॥
দখিন পবন বহ সঙ্কা
হৃদহুঁ হার ভুঅঙ্গ সসঙ্কা॥
কবি বিদ্যাপতি কহ আধী
জুবতি অন্ত ভেল বিরহ বেআধী॥
রূপনরাএণ জানে
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিরমানে॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩০৪

অনুবাদ—বিরহিণী বালা আর কত কুসুমশরের প্রহার সহ্য করিবে? তাহার নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে; গালে হাত দিয়া সে সর্ব্বদাই বসিয়া আছে। নাথ যে সময়ের মধ্যে আসিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন (অবধি) তাহা গণনা করিয়া লিখিয়া লিখিয়া সে অত্যন্ত ক্ষীণা হইয়াছে। মলয় পবন তাহাকে দগ্ধ করে, হৃদয়ের হারও সর্প বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতি কহেন ····· ·· বিরহব্যাধিই যুবতীর কাল হইল। লখিমাদেবীর রমণ রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ জানেন।

(১৪৬)

চিন্তাএ্রে আসা কবললি মোরি।
কানকটু ভেলি কহিনী তোরি॥
মনহো ফেদাএল অইসনা কাজ।
পাবনি দীপ মিঝাএল আজ॥
সাজনি কহ কত কহিনী ধন্ধ।
বালাবান্ধ ছুটল অনুবন্ধ॥
তএ্রে জনিতসি আও দোসর কাহু
তেসর জনইত হমর পরাণ॥
জত অনুরাগ রাগ কেঁ গেল।
মহী গোপ বধভাজন ভেল॥
বিদ্যাপতি মন বুঝ রসমন্ত।
রাএ শিবসিংহ লখিমাদেবিকন্ত॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৬

শব্দার্থ—কবললি—কবলিত হইল; খেদাএল—ফেদাইল, নিবৃত্ত হইল; মিঝাএল—নিভিল।

অনুবাদ—চিন্তায় চিন্তায় আমার আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার কথা আর আমার ভালো লাগেনা (কানে কটু লাগে)। ঐরূপ কাজ হইতে মনকেও নিবৃত্ত করিয়াছি; আজ পবিত্র (আশারূপ) দীপকে নিভাইয়াছি। সখি! আর কত বৃথা আশা দাও, সেই বন্ধুর প্রেম টুটিয়া গিয়াছে। তুমি জানো, আর দ্বিতীয়তঃ কানাই জানে, আর তৃতীয়তঃ আমার প্রাণই জানে। ঐ গোপ যত অনুরাগ দেখাইল, তাহার ফলে সে আমার বধের কারণ হইল। বিদ্যাপতির মন লখিমাদেবীর কান্ত রসমন্ত রাজা শিবসিংহ বুঝেন।

(১৪৭)

অপনেহি পেম[১] তরুতার বাঢ়ল
কারন কিছু নহি ভেলা।
সাখা পল্লব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা[২] ॥
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর জঞো মূড়হি সঞো ভাঁগল
অপদহি গেল সুখাএ ॥

কুলক ধরম পহিলহি অলি আওল[৩]
কওনে দেব পলটাএ।
চোর জননি জঞো মনে মনে ঝাখিঞোঁ
রোঞোঁ[৪] বদন ঝপাঞ ॥
অইসনা দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহর বম জনি আগি।
বিদ্যাপতি কহ[৫] অপনহি আউতি[৬]
সিরি সিবসিংঘ লাগি[৭] ॥

নেপাল ১০৯, পৃষ্ঠা ৩৯খ, পং ১, রামভদ্রপুর ১৬৮, ন গু. ৪৩৯, অ ৪৩৪

শব্দার্থ তরুঅর—তরুবর; বেআপল—ব্যাপ্ত হইল; দুরনএ—দুষ্টনীতি; মূর—মূল; জঞো—যেমন; অপদহি—অস্থানে; কওনে—কে; পলটাএ—ফিরাইয়া; ঝাখিঞোঁ—শোক করে; সোহাবএ—শোভা পায়; বম—উদ্গীরণ; আগি—অগ্নি; আউতি—আসিবে।

অনুবাদ—প্রেম তরুবর আপনি (অথবা প্রথমে) বাড়িল, কিছু কারণ ছিল না (অকারণে); শাখা পল্লব কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্নীতি পাইয়া (সেই কারণে) যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে (পড়িয়া) শুকাইয়া গেল। কুলের ধর্মে প্রথমেই অলি আসিল (ভ্রমর মধুপান করিয়া গেল) তাহা কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মায়ের মত মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি। এরূপ (এই অবস্থায়) দেহ, গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া (অনুরোধে নায়ক) আপনি আসিবে।

(১৪৮)

এত দিন ছল পিয়া তোহ হম জেহে হিআ
সীতল সীল কলাপে।
তোহে ন কান ধরু বিনতি দূর করু
দুরজন দুরিত অলাপে ॥
মোহি পতি ভল ভেল ওতহি ওহও গেল
কি ফল বিকল কএ দেহে।
করিঅ জতন পএ জঞো পুনু জোলি হো
টূটল সরস সিনেহে ॥

সুনু কাহ্নু হে জতনে রতন দহু পরিহর কে ॥
দিন দস জৌবন তেহি অনাএত
মন তহু পুছু পরকারে।
তুঅ পরসাদ বিখাদ নয়ন জল
কাজরে মোর উপকারে ॥
তেঁ তঞো করবি মসি মঅন পাস বৈসি
লিখি লিখি দেখবাসি তোহী।
তার হার ঘনসার সার রে সেওলব
সন্তাওত মোহী ॥

১৪৭। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) পহিলহি পেমক (২) সৌরভে দিস ভরি গেলা (৩) সখিআওল (৪) কান্দিঅ (৫) তম (৬) আওত (৭) সিরি সিবসিংঘ রস লাগি।

কামিনি কেলি ভান থিক মাধব
আও কুমুদিনি সঞো চাঁদে।
দুরহু দুরহু তোঁহে পহু তঞো বুঝহ দহু
দরসনে কত আনন্দে ॥

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
লখিমা দেবিপতি রূপনরাএণ
সুখমা দেই রমানে ॥

ন.গু. তালপত্র ৪৬৭, অ ৪৬২

শব্দার্থ—হিআ—হৃদয়; সীলকলাপে—শীলসমূহে; ডরিত-পাপ; পতি—প্রতি; ওতহি—অন্তরালে, গোপনে; ওহও—উহাও; জোলি—জুড়ি; দহু—কি; পরিহব—ত্যাগ; অনাএত—অনায়ত্ত; পরসাদ-প্রসাদ; **বিখাদ—বিষাদ; মঅন—মদন**; দেখবাসি—দেখাইবে; ঘনসার—চন্দন; সন্তাওত—সন্তাপিত করে।

অনুবাদ—প্রিয়তম, এতদিন শীতল সংস্বভাবে তোমার আমার (এক) হৃদয় ছিল, দুর্জ্জনের অনিষ্টকর কথায় (আমার) মিনতি দূর করিলে, কানে ধরিলে না। আমার পক্ষে ভাল হইল, উহাও অন্তরালে গেল (আমার সম্মান গেল) দেহ বিকল করিয়া কি ফল? যে সরস প্রেম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কি যত্ন করিলেই ফের জোড়া দেওয়া যায়? হে কানাই, শুন, যত্নলব্ধ রত্ন কি কেহ ত্যাগ করে? যৌবন দশ দিন মাত্র তাহাও পরবশ। মনকে জিজ্ঞাসা কর, র কি উপায় করিবে? তোমার প্রসাদরূপ বিষাদ (জনিত) নয়ন জল (মিশ্রিত) কজ্জলই আমার সার (উপকার) হইল। তাহাতে (আমার নয়নজলে সিক্ত কজ্জলে) তুমি মসি করিবে, মদনের পাশে বসিয়া লিখিয়া লিখিয়া দেখাইবে। তাড়, হার ও চন্দনলেপ পরিলাম (সেবা করিলাম), কিন্তু আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে (কিছুই ভাল লাগিতেছে না)।

মাধব, কামিনীর কেলি ও কুমুদিনীর সহিত চাঁদের (সম্বন্ধ এক) মনে হয়। প্রভু, তুমি দূরে দূরে রহিয়াছ, তথাপি কি বুঝিয়াছ দর্শনে কত আনন্দ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে বরযুবতি, লখিমা দেবীর পতি সুষমা দেবীর বল্লভ, রূপনারায়ণ পৃথিবীতে মদনের সমান।

(১৪৯)

মাধব বচন করিয়ে প্রতিপালে।
বড় জন জানি সরন অবলম্বলি
সাগর হোএত সতালে ॥
ভুবন ভমিএ ভমি তুঅ জস পাওলি
চৌদিসি তোহর বড়াই।
চিত অনুমানি বুঝি গুন গৌরব
মহিমা কহলো ন জাই ॥

আগা সভ কেও শীল নিবেদয়
ফল জানিয়ে পরিনামে।
বড়াক বচন কবহু নহি বিচলয়
নিসিপতি হরিন উপামে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
এহ গুন কোউ ন আনে।
রাএ সিবসিংঘ রূপনারায়ন
লখিমা দেই প্রতি ভানে ॥

গ্রিয়ার্সন ৪১; ন. গু. ৪৭৩, অ ৪৮৭

শব্দার্থ—প্রতিপালে—প্রতিপালন; সতাল—গভীর; গ্রিয়ার্সন ও ন.গু. মতে হ্রদ, **কিন্তু তাহাতে মানে দাঁড়ায় 'তোমাকে হ্রদপূর্ণ সাগরতুল্য শরণ জানিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম'।** বড়াই—মহত্ত্ব; **আগা—আগে; সভকেও—সকলেই; নিবেদয়—জানায়; বড়াক—বড়লোকের।**

অনুবাদ—মাধব, (অঙ্গীকৃত) বচন পালন করিও। তোমাকে মহৎ জানিয়া শরণ অবলম্বন করিয়াছিলাম। সাগর সুগভীরই হয় (অর্থাৎ যাঁহারা মহৎ তাঁহাদের প্রকৃতি কখনও চপল বা লঘু হয় না।) ভুবন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তোমার যশ, চৌদিকে তোমার মহত্ত্ব (শুনিতে) পাইলাম; (তোমার) গুণগৌরব চিত্তে অনুমান করিয়া বুঝি (কিন্তু) মহিমা কহা যায় না। প্রথমে সকলেই বিনয় জানায়, পরিণামে ফল জানা যায়; মহৎ ব্যক্তির বচন কখনও বিচলিত হয় না। উপমা নিশাপতি হরিণ (চন্দ্র যেমন কলঙ্ককে কদাপি ত্যাগ করে না, মহৎ ব্যক্তি সেইরূপ প্রতিশ্রুত কথাকে কখনও ত্যাগ করে না)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন বরযুবতি, এই গুণ অপর কাহারও নাই। লখিমা দেবীর প্রতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ বলিতেছেন।

(১৫০)

রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি।
পরতহ জতনে পটবিতহ পানি॥
তঁই অরথিত উপচিত ভেলি সে।
তোহেঁ বিসরলি ভল বোলত কে॥
মাধব বুঝল তোহর অনুবোধ।
হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ॥
একহু ভবন বসি দরসন বাধ।
কিছু ন বুঝিঅ পহু কী অপবাধ॥
সুপুরুস বচন সবহুঁ বিধি পূর।
অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাএ বুঝ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥

বাগত পৃ ৮১, ন. গু. ৪৭৫, অ ৪৮৯

শব্দার্থ—রোপলহ—রোপণ করিলে, লহু—লঘু ছোট; পরতহ—প্রত্যহ; পটবিতহ—পটান বা সিঞ্চন করা; অরথিত—অর্থিত, তোমার চাওয়ায়; উপচিত—বর্দ্ধিত; বিসরলি—ভুলিলে।

অনুবাদ—প্রভু, ছোট লতিকা আনিয়া রোপণ করিলে, প্রত্যহ যত্নপূর্বক (তাহাতে) জলসেচন করিলে। সেই হেতু (তোমার যত্নে) সে (প্রেম-লতিকা) বাড়িল; তোমাকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইলে (তুমি যদি তাহাকে ভুলিয়া যাও তাহা হইলে) কে (তাহাকে) ভাল বলিবে? মাধব, তোমার অনুরাগ বুঝিলাম, (আমাকে) দেখিবামাত্র নয়ন নিরোধ করিলে (ফিরাইয়া লইলে)। একই গৃহে বাস করিয়া দর্শন নিষেধ (তোমাকে দেখিতে পাই না), প্রভু, কি অপরাধ কিছুই বুঝি না। সুপুরুষের কথা সকল রকমে (সবহু বিধি) পূর্ণ হয় ('ফুর' না হইয়া 'পূর' হইলেই অধিকতর সঙ্গত হয়) অমর্ষ (ক্রোধ) বিমর্ষকে দূর করে না। (যদি তোমার দুঃখের কোন কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাগ করিয়াছ কেন? রাগ করিলে কি দুঃখের কারণ দূর হয়)। বিদ্যাপতি বলেন যে তিনি এই রস জানেন; লখিমাদেবীর রমণ রায় শিবসিংহ বুঝেন।

(১৫১)

কীহমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদর চৌঠিক সসী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হেরসি ন হঁসী॥
সাএ সাএ কহহ কহহ কহু কপট করহ জনু
কি মোরা ভেল অপরাধে॥

ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু
বচন ন বোলল মন্দা।
সামি সমাজ পেমে অনুরঞ্জিয়
কুমুদিনি সন্নিধি চন্দা॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে॥

তালপত্র ন.গু. ৫০০, অ ৫১৪

শব্দার্থ- একসরি—একেশ্বরী; ভাদব—ভাদ্র; চৌঠিক—চতুর্থীর; সাএ—সই: চুকলিহু—ভুলি নাই; সমাজ—নিকটে।

অনুবাদ—আমি কি সাঁঝের একেশ্বরী তারা, অথবা ভাদ্রচতুর্থীর চাঁদ? এ দুইয়ের মাঝে আমার মুখ কোনটি? যে প্রভু একবার হাসিয়া (আমার মুখ) দেখে না। [সন্ধ্যার একতারা এবং ভাদ্র চতুর্থীর নষ্টচন্দ্র দেখিতে নাই।] সখি, সখি, কৃষ্ণকে বল বল, যেন কপট করে না, আমার কি অপরাধ পড়িল? (বলিও) আমি কখনও তোমার আনুগত্য ভুলি নাই (কখনও) মন্দ বলি নাই। স্বামীর সঙ্গে প্রেমকে অনুরঞ্জিত করিয়াছি (বাড়াইয়াছি), (যেমন) চন্দ্রের সন্নিধানে কুমুদিনী (সেইরূপ)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতি শুন, লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ মেদিনীতে মদনের সমান।

(১৫২)

সে ভল জে বরু বসএ বিদেসে।
পুছিঅ পথুক জন তাক উদেসে॥
পিয়া নিকটহি বস পুছিও ন পুছই।
এহন বিরহ দুখ কে দহু সহই॥

ধনি ধৈরজ কর পিয়া তোর রসিয়া।
অবসউ দিন এক দেত বিহুসিয়া॥
মধুরিও বচন সুন নহি কানে।
আব অবসেও হমে তেজব পরানে॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥

তালপত্র ন গু. ৫০৫, অ ৫১৯

শব্দার্থ—বরু—বরং; পথুক- পথিক, উদেসে—উদ্দেশে, কে দহু—কেহ কি; অবসউ অবশ্য; বিহুসিয়া—স্মিত হাস্য করিয়া।

অনুবাদ—(নায়িকার উক্তি) যে বিদেশে বাস করে সে বরং ভাল, পথিক জনের নিকটেও তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায়। প্রিয়তমের নিকটে বাস করিয়াও জিজ্ঞাসা করে না (কোন সংবাদ লয় না), এমন বিরহদুঃখ কেহ কি সহ্য করিতে পারে? (সখীর উত্তর) ধনি, ধৈর্য ধর তোমার প্রিয়তম রসিক, অবশ্যই একদিন হাসিয়া (তোমাকে আনন্দ) দিবে। (রাধার উক্তি) মধুর (আশ্বাস) বাণীও কানে শুনি না, এখন নিশ্চত আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস বুঝেন।

(১৫৩)

ধন জউবন রস রঙ্গে।
দিন দস দেখিঅ তলিত তরঙ্গে॥

সুঘটেও বিহি বিঘটাবে।
বাঙ্ক বিধাতা কী ন করাবে

মাধব ই তুঅ ভলি নহি রীতী।
হঠে ন করিঅ তুর পুরুব পিরীতী ॥
সচকিত হেরএ আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা ॥
নয়ন তেজএ জলধারা।
ন চেতএ চীর ন পরিহএ হারা ॥

লখ জোজন বস চন্দা।
তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা ॥
জকরা জা সঞো রীতী।
দূরহুক দূর গেলে দো গুন পিরীতী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে ॥

রূপনরাঅন জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥

তালপত্র ন. গু. ৫০৭, অ ৫২১

শব্দার্থ—তলিত তরঙ্গে—তড়িৎ স্রোতে; সুঘটিও—সুসংযোগ; বিঘটাবে—কুঘটিত করে, নষ্টকরে; আসা—আশা; সুমরি স্মরণ করিয়া; চেতএ—মনোযোগ দেয় সাবধান করে; পরিহএ—পরিধান করে।

অনুবাদ—ধনযৌবন রস রঙ্গ দশ দিন তড়িত-তরঙ্গের মত দেখায় (সেইরূপ শোভাশালী ও ক্ষণস্থায়ী)। সুঘটনাও বিধি কুঘটিত করে, বিধাতা বক্র (হইলে) কি না করে? মাধব, তোমার এই রীতি ভাল নহে, অবুঝ হইয়া পূর্ব প্রীতি দূর করিও না। সুপ্রভুর পাশে (সহিত) সমাগম স্মরণ করিয়া সচকিতে আশা (পথ) দেখিতেছে। নয়ন জলধারা মোচন করে, বস্ত্রে মন নাই, হার পরে না। লক্ষ যোজন দূরে চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে। যাহার সহিত যাহার রীতি, দূর হইতে দূরে গমন করিলে দুই গুণ প্রীতি হয়। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, প্রতিশ্রুত কথা সুপ্রভু পালন করে। লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (রস) জানেন।

(১৫৪)

জসু মুখ সেবক পুনিমক চন্দা।
নয়নক নেঞোছন নব অরবিন্দা ॥
অধর নিমাল মধুরি ফুল থাকা।
তোঁহে কবেঁ পাউলি অমিঞ সলাকা ॥
আইলি কলাবতি তুঅ রতি সাধে।
তোহে পরিহরলি কওন অপরাধে ॥
ভঞুহক অনুচর মনমথ চাপে।
পিক পঞ্চম পরিপন্থি অলাপে ॥

জা সয়ঁ বিছুসি দরস অনুরাগে
অনল ঝাঁপতে কএল পআগে ॥
অনুভবি ভঙ্গুর ভাব তোহারে।
সংসঅ ন তেজএ হৃদয় হমারে ॥
কী সে অনাগরি কি তোহেঁ অকামী
সহজ তোহর বা পরজন্তগামী ॥
ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা ॥

নৃপ সিবসিংঘ দেব এহু রস জানে।
সৌভাগে আগরি লখিমা দেই রমানে ॥

তালপত্র ন. গু. ৫১৩, অ ৫২৭

শব্দার্থ—নেঞোছন—নির্ম্মঞ্ছন ; নিমাল—নির্ম্মাল্য ; মধুবিফুল—বান্ধুলী ফুল ; থাকা—থোকা স্তবক ; কফেঁ—ফেন ; ভঞ্হক—ভ্রূর ; পরিপন্থি—শত্রু ; পআগে—প্রয়াগ ; অনাগরি—অরসিকা ; পরজন্তগামী—পর্য্যন্তগামী, অবসানশীল।

অনুবাদ—পূর্ণিমার চন্দ্র যাহার মুখমণ্ডলের সেবা করে (ভৃত্যরূপে), নব অরবিন্দ যাহার নয়নের (নিকট) নির্ম্মঞ্ছন মাত্র (ফুল দিয়া আলাই বালাই দূর করিয়া সে ফুল ফেলিয়া দেওয়া হয়)। অধরের তুলনায় বান্ধুলী ফুলের স্তবকও নির্মাল্য (পূজার পরে যে ফুল পরিত্যক্ত হইয়াছে) ; তুমি কোথায় অমৃতের শলাকা (বর্ত্তি) পাইলে (যাহার জন্ম এত রূপবতী শ্রীরাধাকে উপেক্ষা করিলে) ? কলাবতী তোর রতির আশায় আসিল, তুই কোন অপরাধে (তাহাকে) পরিহার করিলি ? মদনের ধনু যাহার ভ্রূযুগলের (অনুচর), কোকিলের পঞ্চম গান যাহার সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যাহার দর্শনানুরাগ তুমি প্রয়াগতীর্থ মনে করিয়া অনল-ঝম্প করিলে (অর্থাৎ আগুনে ঝাঁপ দিবার মত আবেগে নিমজ্জিত হইলে)। [প্রয়াগ বা ত্রিবেণী সঙ্গম = ভ্রূভঙ্গী, কলকণ্ঠ ও মনোহর রূপ]। তোর ভঙ্গুর ভাব অনুভব করিয়া আমার হৃদয় সংশয় ত্যাগ করে না। সে কি অরসিকা, কিম্বা তুই কামনালেশশূন্য অথবা তোর স্বভাব অবসানশীল (অধিকদিন তোর মনের এক ভাব থাকে না) ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সন্দেহের কথা বলিও না, সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা। সৌভাগ্যে অগ্রগণ্য লখিমাদেবীর বল্লভ নৃপ শিবসিংহ দেব এই রস জানেন।

(১৫৫)

বচন রচন দএ আনলি রাহী।
অবসর জানি বিসরলহু তাহী ॥
তোঁহে বড় নাগর ও বড়ি ভোরী।
অমিয় পিয়ওলহু বিস সৌ ঘোরী ॥
চল চল মাধব ভল তুঅ কাজে।
জত বোললহ তত সকল বেআজে ॥

সুপুরুখ জানি কএল বিসবাসে।
কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥
পুরুখ নিঠুর হিয় পরিচয় ভেল।
পর ধন লাগি নিজও দুর গেল ॥
নিঅ মনে ন গুনল ন পুছল কেও।
অপনা চরন অপনে দেল ছেও ॥

ভনই বিদ্যাপতি এহ রস জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥

তালপত্র ন. গু. ৫১৭, অ ৫৩১

শব্দার্থ—রচন দএ—রচনা করিয়া ; বিসরলহু—ভুলিলে ; ভোরী—মুগ্ধা ; সৌ—সহিত ; ঘোরী—গুলিয়া, মিশাইয়া ; বেআজে—ছলনায় ; বিসবাসে বিশ্বাস ; পতিআএত—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে ; ফুলল অকাসে—আকাশ কুসুমকে ; ছেও—ছেদ, কোপ।

অনুবাদ—বচন রচনা দিয়া (অনেক রকম কথা বলিয়া) রাইকে আনিলাম, সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ভুলিলে ? তুমি বড় নাগর, সে বড় মুগ্ধা, বিষের সহিত মিশাইয়া অমৃত পান করাইয়াছ। যাও যাও মাধব, বেশ তোমার কাজ, যাহা বল তাহা সমস্তই ছলনা। সুপুরুষ জানিয়া (রাধা) বিশ্বাস করিল, আকাশ-কুসুমে কে বিশ্বাস করে ? পুরুষ নিষ্ঠুর হৃদয় পরিচয় হইল (জানা গেল) পরের ধনের জন্ম আপনারও (ধন) দূরে গেল। আপনার মনে বিবেচনা করিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না, আপনার চরণে আপনি ঘা (কোপ) দিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৫৬)

সখি হে বালঁভ জিতব বিদেসে।
হম কুলকামিনি কহইত অনুচিত
তোহএঁ দে-হুহ্নি উপদেসে॥
ই ন বিদেসক বেলি।
দুরজন হমর দুখ ন অনুমাপব
তে তোঁহে পিয়া গেল এলি॥

কিছুদিন করথু নিবাসে।
হমে পূজল জে সে-হে পএ ভুঞ্জব
রাখথু পর-উপহাসে॥
হোয়তাহে কিএ বধভাগী।
জহি খন হুহ্নি মনে মাধব চিন্তব
হমহু মরব ধসি আগী॥

বিদ্যাপতি কবি ভানে
রাজা সিবসিংঘ রূপনারাএন
লখিমা দেই রমানে॥

রাগত[১] পৃঃ ১১৮; ন. গু. ৬১৭, অ ৬২৩

শব্দার্থ—বালঁভ—বল্লভ; জিতব—জয় করিবে, গমন করিবে; দেহুহ্নি—দাও; বেলি—সময়; অনুমাপব—বুঝিবে; গেলএলি—পাঠাইলাম; পয়—অব্যয় শব্দ; রাখথু—রহিবে; হোয়তাহে—হইবে; হুহ্নি—উহাকে; ধসি—ঝাঁপ দিয়া; আগী—অগ্নিতে।

অনুবাদ—হে সখি, বল্লভ বিদেশে যাইবে, আমি কুলকামিনী (তাহাকে আমার) কহা অনুচিত, তুমি উহাকে উপদেশ দাও। বিদেশে যাইবার এ সময় নয়। দুর্জন আমার দুঃখ বুঝিবে না তাই তোমাকে প্রিয়তমের (নিকট) পাঠাইলাম। কিছুদিন (এখানে) নিবাস করুক। আমি যেরূপ পূজা করিলাম (ভজিলাম) সেইরূপ ভোগ করিব। পরের (শত্রুর) বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করুক। (সে) কেন (আমার) বধভাগী হইবে? যখনই মাধব উহাকে (পররমণীকে) চিন্তা করিবে, (তখনই) অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আমি মরিব। বিদ্যাপতি কবি বলেন, লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ।

(১৫৭)

দখিন পবন বহ মন্দ।
মাজরি ঝর মকরন্দ॥
তখনে হলব মনমারি।
লোচন হলব নিবারি॥
পিয় হে জদি তোহে জায়ব বিদেস
ধরব হমর উপদেস॥
মধুকর জদি কর রাব।
জদি পিক পঞ্চম গাব॥

তখনে করব অনুমান।
মুদি রহব বরু কান॥
পরতিরি মানব তীতি।
ধিরজে মনোভব জীতি॥
রাখব আপন পরান।
হমকে কবব জল দান॥
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পরহার॥

নৃপ সিবসিংঘ রস জান।
লখিমা দেই রমান॥

ন.গু. ৬১৮, অ ৬২৪

শব্দার্থ—মাজরি—মঞ্জরী ; হএব—(বথাব মাত্রা) যাইবে ; মনমারি—মনকে মারিয়া, দমন করিয়া ; বরু—বরং ; পরতিরি—পরস্ত্রী ; তীতি—তিক্ত ; ধিরজে—ধৈর্য্যের সহিত ; মনোভব—কাম ; জীতি—জয় করিয়া।

অনুবাদ—যখন দক্ষিণ পবন ধীরে বহে (বহিবে), মঞ্জরী হইতে মকরন্দ ঝরিবে (অর্থাৎ যখন বসন্তাগম হইবে) তখনই মনকে দমন করিবে, চক্ষুকে নিবারণ করিবে (কোন যুবতীর প্রতি চাহিবে না)। হে প্রিয়তম, যদি তুমি বিদেশে যাইবে আমার উপদেশ ধরিবে। মধুকর যদি রব করে, যদি পিক পঞ্চম গায়, তখনি অনুমান করিবে (যে বসন্ত আসিয়াছে), বরং কান বন্ধ করিয়া থাকিবে। পরস্ত্রীকে তিক্ত মানিবে, ধৈর্য্য-দ্বারা কন্দর্পকে জয় করিবে। নিজের প্রাণ রক্ষা করিবে। আমাকে জলদান করিবে। (তুমি বিদেশে গেলে আমি বিরহে মরিয়া যাইব ; আমার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিও)। সুকবি-কণ্ঠহার কহিতেছেন, কামের প্রহার কে সহ্য করে (করিতে পারে) ? লখিমাদেবীর রমণ নৃপশিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৫৮)

কালি কহল পিয়াএ সাঁঝহির
  জাএব মোয়ে মারুঅ দেস।
মোয়ঁ অভাগলি নহি জানল রে
  সঙ্গহি জইতঁহ সেহ দেস॥
হৃদয় বড় দারুন রে
  পিয়া বিনু বিহরি ন জায়ে॥
একহি সয়ন সখি সুতল রে
  অছল বালভ নিসি মোর।
ন জানল কতি খন তেজি গেলরে
  বিছুরল চকেবা জোর॥
সূন সেজ হিয় সালয়ে রে
  পিয়াএ বিনু মরব মোয়ঁ আজি।
বিনতি করঞো সহিলোলিনি রে
  মোহি দেহে অগিহর সাজি॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
  আএ মিলত পিয় তোর।
লখিমা দেই বর নাগর রে
  রাএ সিবসিংঘ নহি ভোর॥

রাগত° পৃঃ ৭৫, ন. গু ৬২৬, অ ৬৩২

শব্দার্থ—সাঁঝহি—সন্ধ্যায় ; মারুঅ—মথুরা ; জইতঁহ—যাইতাম ; বিহরি—বাহির হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া ; বালভ—বল্লভ ; বিছুরল—বিচ্ছিন্ন হইল ; জোর—জোড়া ; সালয়ে—বিদীর্ণ করে ; সহিলোলিনি—সহচরী ; অগিহর—আগুন।

অনুবাদ—কাল সন্ধ্যার সময় প্রিয়তম কহিল মথুরায় যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না, (তাহা হইলে) সেই দেশে সঙ্গে যাইতাম। (আমার) হৃদয় অত্যন্ত কঠিন যে, এখনও প্রিয়-বিরহে বাহির হইয়া যায় নাই। সখি, রাত্রিতে আমার বল্লভ একশয্যায় (আমার সহিত) শয়ন করিয়াছিল, কোন সময় ত্যাগ করিয়া গেল, জানিলাম না ; চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে ; প্রিয় বিরহে আজ আমি মরিব। সখি মিনতি করিতেছি, আমার দেহ অগ্নিতে সাজাইয়া দাও। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, তোর প্রিয় আসিয়া মিলিবে, লখিমা দেবীর সুন্দর পতি রাজা শিবসিংহ ভুলিয়া যান না।

(১৫৯)

দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুনা কর
আহা দই আই কী ভেল।
কোর সুতল পিয়া আন্তবো ন দেঅ হিয়া
কে জান কওন দিগ গেল॥
অরে কৈসে জীউব মঞেরে
সুমরি বালভু নব নেহ॥

একহি মন্দির বসি পিয়া ন পুছএ হঁসি
মোরে লেখে সমুদক পার।
ই দুই জোবনা তরুন লাখ লহ
সে আবে পরস গমার॥
পট সুতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
মোরে পিয়াঞে গাথল হার।
লাখ লেখি তহি হম হরবা গাথল
সে আবে তোলত গমার॥

অরেরে পথিক ভইআ সমাদ লএ জইহ
জাহি দেস বস মোর নাহ।
হমর সে দুখ সুখ তহি পিয়া কহিহ
সুন্দরি সমাইলি বাহ॥
ভনই বিদ্যাপতি অরে রে জুবতি
অবে চিতে করহ উছাহ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি বর নাহ॥

নেপাল ৫৭, পৃ ৫২ ক, পং ৭ ; ন. গু. (নেপাল) ৬২৭, অ ৬৩৩

শব্দার্থ—দহএ—দশদিকে ; বুলিএ—ভ্রমণ করিয়া ; দই—দেবী ; আন্তরো—ব্যবধান ; সুমরি—স্মরণ করিয়া ; বালভু—বল্লভ ; নব নেহ—নূতন প্রেম ; লেখে—লেখার ভাগ্যে ; সমুদক পার—সমুদ্রের পার ; গমার—মূর্খ ; সমাদ—সম্বাদ ; সমাইলি—প্রবেশ করিল ; বাহ—বাহ্ন, অগ্নি ; উছাহ—উৎসাহ।

অনুবাদ—দশদিকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমরী বিলাপ (করুণা) করিতেছে, হায় দেবি, আজ কি হইল ! প্রিয়তম (আমাকে) ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয়ের অন্তর করিত না, (সে) কে জানে কোন দিকে গেল ! বল্লভের নবস্নেহ স্মরণ করিয়া আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব ? একই গৃহে বাস করিয়া প্রিয়তম আমাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে না (কথা কহে না) আমার পক্ষে সমুদ্র পার (চলিয়া গিয়াছে), আমার এই যৌবনের (চিহ্ন স্বরূপ) দুই (পয়োধর) লাখের (লক্ষ রমণীর) অপেক্ষা-তরুণ ; সে এখন মূর্খে স্পর্শ করিবে। ছোট ছোট মুক্তা ক্রয় করিয়া, পট্ট (রেশমের) সূত্র দিয়া প্রিয়ের জন্য আমি হার গাথিলাম। তাহার জন্য লক্ষ হার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ হার গাথিলাম, সে এখন মূর্খে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। হে পথিক ভাই, যে দেশে আমার নাথ বাস করেন, সংবাদ লইয়া যাও। আমার দুঃখ-সুখ সেই প্রিয়তমকে কহিও, (বলিও) সুন্দরী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতী, এখন চিত্তে উৎসাহ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর সুন্দর বল্লভ।

(১৬০)

মঞে ছলি পুরুব পেম ভরে ভোরী।
ভান অছল পিয়া আইতি মোরী॥

এ সখি সামী অকামিক গেলা।
জিবহু অরাধন ন অপন ভেলা॥

জাইত পুছলহ্নি ভলেও ন মন্দা।
মন বসি মনহি বঢ়াওল দন্দা ॥
সুপুরুস জানি কএল হমে সেবা।
পাওল পরাভব অনুভব বেবী ॥

তিল। এক লাগি বহল অছ জীবে।
বিনু সিনেহে এবই জনি দীবে ॥
চাঁদবদনি ধনি ন ঝাঁখহ আনে।
তুঅ গুন সুমরি আওব পুনু কাহ্নে ॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু বস জানে।
বাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই বমানে ॥

নেপাল পদ ৮, পৃ ৪ ক, ভনয়ে বিদ্যাপতীত্যাদি পদ ১৬, পৃ ৭ ক, পং ২, (ভনয়ে বিদ্যাপতীত্যাদি);
ন গু (তালপত্র ও নেপাল) ৬৩৮ ; অ ৬৪৪

শব্দার্থ—ছলি—ছিলাম ; ভোবী—মুগ্ধা , আইতি—আনতের মত , অকামিক—অকস্মাৎ : আবাধন—আবাধনা , **পুছলহ্নি—জিজ্ঞাসা** করিল না ; সেবী মিলন ; সিনেহ—স্নেহ, তৈলে তেল ; দীবে—দীপ ; ন ঝাঁখহ **—শোক করিও না।**

অনুবাদ—আমি পূর্ব প্রেমে মুগ্ধ ছিলাম, (আমার জ্ঞান ছিল যে প্রিয়তম আমার আয়ত্ত বা বশীভূত)। হে সখি, **স্বামী (প্রভু)** অকস্মাৎ চলিয়া গেল, প্রাণ দিয়া আবাধনা করিলেও আপনার হইল না। যাইবার সময় ভাল মন্দ কিছুই **জিজ্ঞাসা** করিল না মনে মনেই সংশয় বাড়াইয়া গেল। সুপুরুষ জানিয়া আমি মিলন করিলাম অনুভবের সময় পরাভব **পাইলাম।** এক তিল মাত্র প্রাণ রহিয়াছে, যেমন তৈল শূন্য প্রদীপ (ক্ষণকাল) জ্বলে। (কবির উক্তি) চন্দ্রবদনি, অন্য **(কথা মনে করিয়া)** শোক করিও না, তোমার গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে।

উদ্ধৃত পদের সহিত নেপাল পুঁথির অষ্টম পদের মোটামুটি মিল আছে। কিন্তু ১৬ সংখ্যক পদ প্রায় সবটাই ঐ **ভাবের** হইলেও অনেক নূতন কথা আছে। নিম্নে নেপাল ১৬ সংখ্যক পদ দেওয়া গেল।—

মঞে সুধি পুরুব পেম ভরে ভোবী।
ভলি অছল পিআ আইতি মোরী।
জাএথনে পুছলহ্নি ভলে ও ন মন্দা।
মন বসি মনহি বঢওলহ্নি দন্দা ॥
এ সখি সামি অকামিক গেলা।
জীবকু সুবিধী ন অপন ন ভেলা ॥
সুপুরুষ জানি কৈলি তুঅ সেবী।
পাওল পরাভব অনুভবি বেবী ॥
তিলাএক লাগি বহল অছ জীবে।
জনি অন্ধার ববই ঘব দীবে ॥

সুখনে মাতি সুনতাপনা।
সন ভেল নীন্দগুণ দরসি অপনা ॥
পাই সুপুরুষ কেকে বোলিব আই।
অনুসর পাওল বচন বড়াই ॥
বচন রভস নহি সুখ নহি হাসে।
ভাগিনে বিচএ ভল বিলাসে ॥
হৃদয় নউবে রহ হেতু জনাহ।
কপোলে পবিসেভব নিঠুর কন্হাই ॥

ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ১৬ সংখ্যক পদের একাদশ হইতে অষ্টাদশ চরণ ও ভণিতার **অনুবাদ**—

যাহারা সুখী তাহারা সুরতের স্বপ্নে মত্ত হয় ; নিদ্রাশূন্য হইলে নিজের গুণপণা দেখায়। সখি! তাহাকে সুপুরুষ কি করিয়া বলিব ? সে কথা দিয়া কাজ সিদ্ধি করিল। (এখন তাহার) কথায় রস নাই, হাসিতে সুখ নাই, ভ্রূবিলাসে ....। (১৬ ও ১৭ চরণের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না)। নিষ্ঠুর কানাইকে কে সেবা করিবে ? বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবীর বল্লভ রায় শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৬১)

পহিলি পিরীতি পরান আঁতর
তখনে অইসন রীতি।
সে আবে কবহু হেরি ন হেরথি
ভেলি নিম সনি তীতি॥
সাজনি জিবথু সঞ পচাস।
সহসে রমনি রয়নি খেপথু
মোবাহু তহিক আস॥
কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ
মাগিঅ স্বামি সোহাগ।
তথুহু অপন করম ভুঞ্জিঅ
জইসন জকর ভাগ॥
সময় গেলে মেঘে বরীসব
কাদহু তেঁ জলধার।
সিত সমাপলে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার॥
রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত।
জউবন গেলে জুবতি পিরিতি
কী ফল পাওত কন্ত॥
ধন অছইত জে নহি ভোগএ
তা মনে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিবাপন
গেলে পলটি ন আব॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সময় বুঝ সয়ান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥

তালপত্র ন. গু. ৬৪৪, অ ৬৫০

শব্দার্থ—আঁতর—অন্তর, অইসন—ঐরূপ, আবে—এখন; কবহু—কখনও; হেরি ন হেরথি—দেখিয়াও দেখে না; তীতি—তিক্ত; সঞ পচাস—শত পঞ্চাশ, সহসে—সহস্র; রয়নি—রজনী; খেপথু—ক্ষেপণ করুক; গউরি—গৌরী; অরাধিঅ—আরাধনা করিয়া; তথুহু—তথাপি; বরীসব—বর্ষণ করে; কাদহু—কিবা; বসন—বস্ত্র (শীতবস্ত্র); পচতাব—পশ্চাত্তাপ; নিবাপন—যাহা আপনার নহে।

অনুবাদ—প্রথম প্রীতির সময় প্রাণ অন্তর (তখন পরস্পরের প্রাণ স্বতন্ত্র আছে ইহাও অসহ্য বিবেচিত হইত), তখন এইরূপ রীতি (ছিল)। সে এখন দেখিয়াও দেখে না, (আমি তাহার নিকট) নিমের মত তিক্ত হইলাম। সজনি, শত পঞ্চাশ (বর্ষ সে) বাঁচিয়া থাকুক, সহস্র রমণীর সহিত রজনী যাপন করুক, আমার তাঁহারই আশা। অনেক যত্নে গৌরী আরাধনা করিয়াছিলাম; স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তথাপি আপনার কর্ম্ম ভোগ করি, যাহার যেমন ভাগ্য (সে সেইরূপ ফল পায়)। সময় অতীত হইলে (যদি) মেঘ বর্ষণ করে, সে জলধারায় কি ফল হইবে? শীত সমাপ্ত হইলে যদি বসন পাই তাহাতে কি কিছু উপকার হয়? রজনী গেলে (অবসান হইলে) প্রদীপ রচনা করিলে, দিবসান্তে ভোজন করিলে (কি ফল হইবে)? যুবতীর যৌবন গেলে প্রীতিতে কান্ত কি ফল পাইবে? ধন থাকিতে যে ভোগ করে না তাহার মনে পশ্চাত্তাপ হয়। যৌবন জীবন বড় পর (নিবাপন—আপন নয়) গেলে ফিরিয়া আসে না। বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতী, চতুর সময় বুঝে। (সময় মত চতুর কান্ত আসিবে)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর কান্ত।

(১৬২)

অবিরল পরঞ মদন সরধারা।
একল দেহ কত সহত হমারা॥
সপনেহু তিলা এক তহ্নি সঞো রঙ্গে।
নিন্দ বিদেসল তহ্নি পিয়া সঙ্গে॥

কাহ্নু কান লাগি কহি হি ভমরা।
তোঁঞে জানসি দুখ অহনিসি হমরা॥
এতবা বোলি কহব মোরি সেবা।
তিরথ জানি জল অঞ্জুলি দেবা॥

ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাঞ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥

তালপত্র ন গু. ৬৬৮, অ ৮৬৮

শব্দার্থ—সরধারা—শরধারা; সপনেহু—স্বপ্নে; তহ্নি—তিনি; সঞো সঙ্গে; নিন্দ-নিদ্রায়; বিদেসল—বিদেশে যাইলাম; তিরথ—তীর্থ; এতবা—এত।

অনুবাদ—মদনের শরধারা অবিরল (আমার উপর) পড়িতেছে আমা। এই একা দেহ কত সহিবে। স্বপ্নেও যদি তিলেকের (জন্য) তাঁহার সঙ্গে (আর) রঙ্গ (কেলিকৌতুক হইত)! (কিন্তু তাহা হয় না কেননা) আমার নিদ্রা তাঁহার সঙ্গে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। (যে দিন হইতে প্রিয়তম বিদেশে গিয়াছেন, সেই দিন হইতে নিদ্রাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কাজেই স্বপ্নেও তাঁহার দর্শন দুর্লভ)। হে ভ্রমর! তুমি আমার দিবারাত্রির দুঃখ জান, কানাইয়ের কানে কহিবে বলিয়া তোমাকে কহিতেছি। এই বলিয়া আমার নিবেদন জানাইবে যে, সে যেন তীর্থ দেখিয়া আমার নামে জলের অঞ্জলি দেয় (তুমি তাহার নিকট পৌছাইতে পৌছাইতেই আমার মৃত্যু হইবে সেইজন্য জলে তর্পণের প্রার্থনা জানাইতেছি)। বিদ্যাপতি বলেন, লখিমাদেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৬৩)

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সুরে।
জৌবন বিনু তন তন বিনু জৌবন
কী জৌবন পিয় দূরে॥
সখি হে মোর বড় দৈব বিরোধী।
মদন বেদন বড় পিয়া মোর বোল ছড়
অবহু দেহে পরবোধী॥

চৌদিস ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ
সুনি বিরহিনি কইসে জীবই॥
সিনেহ অছল জত হম ভেল ন টুটত
বড় বোল জত সবেই থীরে।
অইসন কএ বোলদহু নিঅসিম তেজি কহু
উছল পয়োনিধি নীরে॥

ভনই বিদ্যাপতি অবেরে কমলমুখি
গুন গাহক পিয়া তোরা।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
সহজে একো নহি ভোরা॥

ন. গু. ৬৫২, অ ৭৬৭

শব্দার্থ—সূর—সূর্য ; বোল—কথা ; ছড়—ছাড়িল ; দেহে—দিতেছ ; পরবোধী—প্রবোধ ; নীরসি—নীরস করিয়া ; মাজরি—মঞ্জরী ; হম ভেল—আমার ধারণা ছিল ; ন টুটত—ভাঙ্গিবে না ; থীরে—স্থির ; বোলদহু—বলে ; কহু—কখনও।

অনুবাদ—পদ্ম বিনা সরোবর, সরোবর বিনা পদ্ম, কিংবা পদ্ম সূর্য বিনা (শোভা পায় না) ; যৌবন-শূন্য দেহ, দেহ-শূন্য যৌবন অথবা প্রিয়তম দূরে থাকিলে যৌবন (শোভা পায় না)। সখি, বিধাতা আমার প্রতি বড় বিরুদ্ধ (বিমুখ), মদন বড় বেদনা দিতেছে, আমার প্রিয়তম কথা ছাড়িল (আসিব বলিয়া আর আসিল না,) এখনও (আমাকে) প্রবোধ দিতেছ ? চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, কুসুমে কুসুমে বসিতেছে মঞ্জরীর (মধু) নিঃশেষ করিয়া পান করিতেছে। ধীর পবন বহিতেছে, পিক কুহু কুহু গাহিতেছে, শুনিয়া বিরহিণী কেমন করিয়া বাঁচিবে ? যত (যেরূপ) প্রেম ছিল, আমার ধারণা ছিল ভাঙ্গিবে না (প্রেমের হ্রাস হইবে না) বড (মহৎ ব্যক্তি) যাহা বলে সকল স্থির (কখন বাক্য-লঙ্ঘন হয় না)। এমন কে বলে (এমন কথা কেহ বলে না) সমুদ্রের জল নিজ সীমা ত্যাগ করিয়া কখন উদ্বেলিত হয় ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে কমলমুখি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এবং তোমার গুণগ্রাহক প্রিয় (দুইজনের) একজনও স্বভাবতঃ ভোলা নহেন।

(১৬৪)

মাধব মাস তীথি ভউ মাধব[১]
অবধি কইএ পিয়া গেলা।
কুচযুগ শম্ভু পরসি করে বোললহি
তে পরতীতি মোহি ভেলা ॥
সখি হে কতহু ন দেখিঅ মধাই
কাঁপ সরীর থির নহি মানস
অবধি নিধ ভেল আগী[২] ॥

চান্দন অগরু মৃগমদ কুঙ্কুম[৩]
কে বলো[৪] শীতল চন্দা।
পিয়া বিসলেখে অনল জঞো বরিসয়ে
বিপতি চিহ্নিঅ ভল মন্দা ॥
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে কলামতি
অবধি সমাপিল আজি।
লখি দেবিপতি পূরিহ মনোরথ
আবিহ সিবসিংহ রাজা ॥

নেপাল ২৫৭, পৃ ৭৭খ, পং ২, নগু (মিথিলার পদ) ৬৫৪ ; অ ৭৬৮
এই পদের সহিত গ্রিয়ার্সন ৬৬, নগু ৭২৮, অ ৭২৩ এ। অঙ্কের বেশী মিল ; পদটী অনুবাদের পর উদ্ধৃত হইল।

শব্দার্থ—মাধব মাস—বৈশাখ মাস ; মাধবতিথি—শুক্লা একাদশী ; অবধি—সীমা সময় ঠিক করিয়া ; বোললহি—বলিয়াছিল ; পরতীতি—প্রত্যয়, বিশ্বাস ; কতহু—কোথাও, অবধি নিয়র ভেল আই—অবধি (ফিরিবার দিন) আজ নিকট হইল ; অবধি নিধ—নিধি পর্যন্ত, ভেল আগী—আগুনের মতন বোধ হইতেছে ; বিসলেখে—বিশ্লেষে, বিচ্ছেদে ; বিপতি—বিপত্তি, বিপদের সময় ; চিহ্নিঅ—চেনা যায়।

পাঠান্তর—নগুতে : (১) নগুর পাঠে 'সখি হে কতহু ন দেখিঅ মধাই' দিয়া আরম্ভ ও পঞ্চম চরণে 'মাধব মাস তীথি' প্রভৃতি আছে। (২) অবধি নিঅর ভেল আই (৩) মৃগমদ চানন পরিমল কুঙ্কুম (৪) বোল (৫) ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
চিতে জনু ঝাঁখহ আজে।
পিঅ বিসলেখ কলেস মেটাএত
বালম বিলসি সমাজে ॥

অনুবাদ—(আজ) বৈশাখ মাসের শুক্লাএকাদশী হইল। প্রিয় (যে) অবধি (সীমা নির্দ্দিষ্ট) করিয়া গিয়াছিল। (আমার) কুচযুগরূপ শম্ভু স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল, তাই আমার বিশ্বাস হইল। সখি! মাধবকে কোথাও দেখিতেছি না। শরীর কাঁপিতেছে, মন স্থির নাই; নিধি বা সম্পদ পর্য্যন্ত আগুনের মতন লাগিতেছে [অথবা পাঠান্তরে, প্রিয়ের (ফিরিবার) অবধি আজ নিকট হইল]। চন্দন, অগুরু ও মৃগমদ কুঙ্কুম এবং চন্দ্রকে কে শীতল বলে? প্রিয়বিচ্ছেদে (চন্দ্র) যেন অনল বর্ষণ করিতেছে। বিপত্তি উপস্থিত হইলে ভাল ও মন্দ চিনিতে পারা যায়। বিদ্যাপতি বলেন, অরে কলাবতী আজ অবধি (ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট দিন) শেষ হইল। লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ আসিলেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিও। [অথবা পাঠান্তরে বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতিশ্রেষ্ঠ, আজ মনে শোক করিও না, প্রিয় বিরহের ক্লেশ মিটিবে, বল্লভের সহিত বিলাস হইবে]।

মাধব মাস তীথি ছল মাধব
অবধি করিয়ে পল গেআ।১
কুচযুগ শম্ভু পরশি হসি কহলনি
তেঁহ পরতীতি মোহি ভেলা॥২
অবধি ওর ভেল সময় বেয়াপিত
জীবন বহি গেল আশে।৩
তথমুক বিরহ যুবতী নহি জীউতি
কি করত মাধব মাসে।৪
ছন ছন কয়কই দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।৫
মাস মাস কই বরস গমাওলি
আব জীবন কোন আশে॥৬

আম মজর ধক মন মোর গহব
কোকিল শবদ ভেল মন্দা।৭
এহন বয়স তেজি পহু পরদেশ গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা॥৮
কমকুম চানন আগি লগাওলি
কেও কহ শীতল চন্দা।৯
পহু পরদেশ অনেককই বাধথি
বিপতি চিহ্নিয়ে ভলমন্দা॥১০
ভনহি বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতী
হরিক চরণ কর সেবা।১১
পবল অনাইত তেঁই ছথি অন্তর
বালভ দোষ ন দেবা॥১২

এই পদ গ্রিয়ার্সন ও নগেন গুপ্ত মহাশয় মিথিলার লোকের মুখে শুনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। হয়তো নেপাল ২৫৭র পদের সহিত তৃতীয় হইতে অষ্টম চরণ অন্য কোন পদ হইতে লইয়া কেহ জুড়িয়া দিয়াছে। নেপালের পদটী সংক্ষিপ্ত ও ভাবঘন।

তৃতীয় হইতে অষ্টম ও দশম চরণ এবং ভনিতার অনুবাদ—নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল; কাল বহিয়া যায়; জীবন আশায় আশায় কাটিয়া গেল। (মাধব না আসিলে) মাধব মাসে (শুধু) কি হইবে; তখনকার বিরহে যুবতী বাঁচে না। ক্ষণ, ক্ষণ করিয়া দিবস কাটাইলাম, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বছর, এখন আর জীবনের কি আশা? আমগাছে মঞ্জুরী হইল, মন আমার বিষাদে ভরিয়া গেল, কোকিলের শব্দ ভাল লাগে না। এমন বয়সে প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল; কুসুম (নিজের) মকরন্দ (নিজেই) পান করিল। অনেকেরই প্রভুই বিদেশে থাকে, বিপদকালে ভালমন্দ চেনা যায়। বিদ্যাপতি বলেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, হরিচরণ সেবা কর। (তোমার) বল্লভ বাধ্য হইয়া (অনায়ত্ত হইয়া) দূরে রহিয়াছে, সেজন্য তাহাকে দোষ দিও না।

(১৬৫)

প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে।
মন কর প্রান ধরিঅ তসু আগে॥
আর দিনে দিনে ভেল প্রেম পুরানে।
ভ্রুগুতল কুসুম সুরভি কর আনে॥

হরিকে[১] কহব সখি হমরি বিনতী[২]।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব[৩] পিরিতী॥

রভস সময় পিআ জত কহি গেলা।
অধরাহু আধ সেহও দুর ভেলা[৪]॥

ভনহি বিদ্যাপতি এহো রস জানে[৫]।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে[৬]॥

তালপত্র ন. গু. ৬৫৬; গ্রিয়ার্সন ১৩, অ ৮৭৪

শব্দার্থ—তসু—তাহার, ভুগুতা কুসুম—উপভুক্ত ফুল; হলবিএ—ভুলিব, অবরাহু আধ—অদ্ধেকের অদ্ধেক।

অনুবাদ—যখন (তোমার) নব অনুরাগ জন্মিল, তখন মনে করিত তাহার (নায়িকার) সম্মুখে প্রাণ ধরি (প্রাণ উৎসর্গ করি)। এখন দিনে দিনে প্রেম পুরাতন হইল, উপভুক্ত কুসুমের সৌরভ অল্পতর মনে হয়। সখি! আমার মিনতি হরিকে কহিবে, সে যেন পূর্বপ্রীতি ভুলিয়া না যায়। কেলির সময় প্রিয় যত কহিয়া গেল তাহার অদ্ধেকের অদ্ধেকও দূরে গেল। বিদ্যাপতি বলেন, লখিমাদেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ এই রসের জ্ঞাতা।

(১৬)

কেও সুখে সুতএ কেও দুখে জাগ।
অপন অপন থিক ভিন ভিন ভাগ॥
কি করতি অবলা ন চেতএ হার।
একহি নগর বে বহুত বেবহার॥

মাজরি তোরি ভমর মধু পীব।
সে দেখি পথিক কণ্ঠাগত জীব॥
কন্তা কন্ত মনে রথ পূর।
বিরহিনি বিরহে বেআকুলি ঝুর॥

বিদ্যাপতি ভন এহ রস জান।
রাএ সিবসিংহ রূপিনি দেই রমান॥

তালপত্র ন. গু. ৬৭৮, অ ৬৭১

শব্দার্থ—থিক—থাকে, ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন, ভাগ—ভাগ্য, ন চেতএ হার—চেতনা হারায় না; [নগেন গুপ্তর ব্যাখ্যা 'হার সাবধানে রক্ষা করে না'। কিন্তু এ কথা এ স্থলে খাপছাড়া মনে হয়। অবলা যদি চেতনা হারাইত, তাহা হইলে তাহার দুঃখবোধ থাকত না।] মাজরি—মঞ্জরী।

অনুবাদ—কেহ সুখে নিদ্রা যায় কেহ দুঃখে জাগিয়া থাকে। আপনার আপনার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ্য। অবলা কি করিবে! সে চেতনা হারায় না। একই নগরে বহুবিধ ব্যবহার। মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া ভ্রমর মধুপান করে তাহা দেখিয়া পথিকের (প্রবাসীর) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। কান্ত কান্তার মনোরথ পূর্ণ করে, বিরহিনী বিরহে ব্যাকুল হইয়া ঝুরিতেছে। বিদ্যাপতি কহেন, রূপিনী দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

১৫৮। **পাঠান্তর** গ্রিয়ার্সনে:—(১) হরিন (২) হারী বিনীতী (৩) পরুব (৪) অধরহুঁ আধ সেহও দুরি গেলা (৫) ইহো রস জানে (৬) লখিমা বিরমানে।

(১৬৭)

সখি হে মোরে বোলে পুছব কহ্নাই।
হমর সপথ থিক বিসরি ন হলবে
গএ তেজি অবসর পাই॥
হুন্হি সয়ঁ পেম হঠহি হমে লাওল
হিত উপদেস ন লেলা।
তৃনতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহু
জইসন উচিত সে ভেলা॥

একে হমে নারি গমারি সবহু তহ
দোসরে সহজ মতিহীনী।
অপনুক দোস দৈবকে কি কহব
ও নহি ভেলাহে চিহ্নী॥
অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ
ধরএ অপন বেবহারে।
আগিল ত্থর কর পাছিল চিত ধর
জইসন বড়ি কুসিয়ারে॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
চিতে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
সকল কলারস জানে॥

তালপত্র ন.গু. ৬৮৯, অ ৬৮৪

শব্দার্থ—থিক—আছে; বিসরি ন হলবে—ভুলিয়া যাইও না; গএ—গেল; তেজি—ত্যাগ করিয়া; হুন্হি—উঁহার; সয়ঁ—সহিত; হঠহি—হঠকারিতা করিয়া; লাওল—ঘটাইলাম; তৃনতরুঅর—তৃণতরুবর, তালগাছ; ছায়াতর—ছায়াতল; গমারি—গ্রাম্যা; দোসরে—দ্বিতীয়তঃ; অকুলিন—অকুলীন, সামান্য লোক; ওড়—সীমা; আগিল—আগে যাহা ঘটিয়াছে; পাছিল—প্রথম, যাহা সম্মুখে থাকে; কুসিয়ারে—ইক্ষু।

অনুবাদ—হে সখি, আমার হইয়া কানাইকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার শপথ রহিল, ভুলিয়া যাইও না, (সে) অবসর পাইয়া ত্যাগ করিয়া গেল। উঁহার সহিত হঠকারিতা করিয়া (কাহারও কথা না শুনিয়া) প্রেম সংঘটন করিলাম, হিত উপদেশ লইলাম না। তালবৃক্ষের ছায়াতলে বসিলাম, যেমন উচিত তাহা হইল (তালবৃক্ষের ছায়ায় বসিলে রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, মস্তকে তাল পড়িবারও সম্ভাবনা থাকে)। একে আমি সকলের অপেক্ষা গ্রাম্যা নারী, দ্বিতীয়তঃ স্বভাবতঃ মতিহীন, আপনার দোষ, বিধাতাকে কি কহিব? ইহাকে (মাধবকে) চেনা হয় নাই (বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ চিনিতে পারি নাই)। সামান্য লোকের কথা শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয় না (নির্বাহিত হয় না), আপনার ব্যবহার ধরে। (নীচ কুলের উপযুক্ত কাজ করে)। পূর্বকথা (যাহা অতীত হইয়াছে) দূর করিয়া উপস্থিত (যাহা বর্ত্তমান) চিত্তে ধারণ করে যেমন বড় ইক্ষু (ইক্ষুর গোড়া ফেলিয়া দিয়া অগ্রভাগ রোপণ করে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, চিত্তে অন্য মানিও না। (এরূপ মনে করিও না)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন।

(১৬৮)

সমিত অলকে বেঢ়লা
মুখকমল সোভে।
রাহু ক বাহু পরসলা[১]
সসিমণ্ডল লোভে॥

মদন সরে মুরছলী
চিন্ন[২] চেতন বালা।
দেখিল সে ধনি হে
বাসি মালাতি[৩] মালা॥

১৬৮। ন.গু. পাঠান্তর—(১) পসারলা (২) চিত (৩) মিমালিনী।

কলস কুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেনী।
কনয় পবয় সূতলী
জনি কারি নাগিনী॥

ভনে বিদ্যাপতি ভাবিনা
থির থাক ন মনে।
রাজাহু সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমনে॥

রাগত' পৃঃ ৯০ ; ন.গু. (মিথিলার পদ) ৬৯১, অ ৬৮৬

শব্দার্থ—সোভে—শোভা পাইতেছে ; পরসলা—স্পর্শ করিল ; (পাঠান্তরে 'পসারলা'—প্রসারিত করিল) ; **চির চেতন বালা**—যে বালা স্বভাবতঃ চেতন (ন.গু.র পাঠ 'চিতে চেতন বালা' ; তাঁহার প্রদত্ত অর্থ—"বালার চিত্ত ও চেতনা মূর্চ্ছিত হয়" ; কিন্তু চিত্ত ও চেতনা একই ভাবের পুনরাবৃত্তি) ; রাগতরঙ্গিণীর 'বাসি মালতী মালা' পাঠও ন.গু.র 'বাসি নিমালিনী মালা' অর্থাৎ 'মলিন নির্মাল্য মালার ন্যায় দেখাইতেছিল' অপেক্ষা অনেক ভাল। **কনয়**—কনক, স্বর্ণ ; **কারি নাগিনী**—কৃষ্ণসর্পিনী।

অনুবাদ—নমিত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে, শশিমণ্ডলের লোভে রাহুর বাহু স্পর্শ করিল। চির চেতন (স্বভাবতঃ চেতন) বালা মদনের শরে মূর্চ্ছিত হইল। সেই ধনিকে দেখিলাম যেন বাসি মালতী-মালার মত পড়িয়া রহিয়াছে। ঘন কৃষ্ণবেণী কুচকলসে লুটাইয়াছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণসর্পিনী শয়ন করিয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ভাবিনী মনে স্থির থাকে না (বিরহে অস্থিরচিত্ত হইয়াছে)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণই লখিমাদেবীর বল্লভ।

(১৬৯)

কৌন গুন পহু পরবস ভেল সজনী
বুঝলি তনিক ভল-মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিমু সজনী
দেহ দহএ নিসিচন্দ॥
কহও পিসুন সত অবগুন সজনী
তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক জতন সঁ মেটিঅ সজনী
মেটয় ন রেখ পখান॥

জঁ দুরজন কটু ভাষয় সজনী
মোর মম ন হোএ বিরাম।
অমুভব রাহু পরাভব সজনী
হরিন ন তেজ হিমধাম॥
জইও তরণিজল সোখয় সজনী
কমল ন তেজয় পাঁক।
জে জন রতল জাহি সঁ সজনী
কি করত বিহি ভয় বাঁক॥

বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনী
রস বুঝয় রসমন্ত।
রাজা সিবসিংঘ মন দয় সজনী
মোদবতী দেই কন্ত॥

গ্রিয়ার্সন ৭৫ ; ন.গু. ৬৯৩ ; অ ৬৮৮

শব্দার্থ—**গুন**—যাদুমন্ত্র ; **পহু**—প্রভু ; **তনিক**—তাঁহার ; **নিসিচন্দ্র**—নিশীথচন্দ্র ; **পিসুন**—দুষ্টলোক ; **সত অবগুন**—শত নিন্দা ; **রেখ পখান**—পাষাণের রেখা ; **মেটত**—মুছে ; **জইও**—যদিও ; **সোখও**—শুখায় ; **বাঁক**—বাঁকা, বাম।

অনুবাদ—সজনি, কোন গুণে প্রভু পরবশ হইলেন ? (এখন) তাঁহার ভালমন্দ (গুণ) বুঝিলাম। তিনি বিনা (তাঁহার বিরহে) কন্দর্প আমার মন মথন করিতেছে (আমাকে ক্লেশ দিতেছে), নিশিতে চন্দ্র আমার দেহ দহন করিতেছে। দুষ্ট লোকে (তাঁহার) শত নিন্দা করিলেও তাঁহার তুল্য আমার অন্য (কেহ) নাই। কতই যত্নের সহিত মুছাইলে (ও) পাষাণ-রেখা মুছে না। দুর্জ্জনে যে কটু কহে তাহাতে আমার মন বিরত (অনুরাগ বিরত) হয় না। চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক পরাভব অনুভব করিলেও হরিণকে ত্যাগ করে না। সজনি যদিও সূর্য্য জল শোষণ করে তথাপি কমল পঙ্ক পরিত্যাগ করে না। যে যাহার সঙ্গে (যাহাতে) অনুরক্ত হইয়াছে (তাহার প্রতি) বিধি বাম হইয়া কি করিবে ? বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন—মোদবতী দেবীর কান্ত রসজ্ঞ রাজা শিবসিংহ মন দিয়া রস বুঝেন।

(১৭০)

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে গিলি উগিলত[১] মোতি হার॥
কি করতি সসিমুখি কি বোলত[২] আন।
বিনু অপরাধে বিমুখ ভেল কান॥
বিরহ বিখিন তনু ভেল হরাস।
কুসুম সুখাএ রহল অছি[৩] বাস॥
ঝখইতি[৪] সংসয় পরল পরান।
কবহুঁ ন উপসম কর পচবান॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি॥[৫]

নেপাল ১০৫—পৃঃ ৩৯ ক ; পং ৩ } ন.গু. ৬৯৪ তালপত্র ;
২৪৫ – পৃঃ ৮৮ খ ; পং ৪ } গ্রিয়ার্সন ৭২ ; অ ৬৯৫

নেপাল ১০৫ সংখ্যক পদ (ধনছী রাগে গেয়)

করতলে নীর সোভএ মুখচন্দ[১]।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥
কি কহভি[৩] সসিমুখি কি পুছসি আন।
বিনু অপরাধে বিমুখ ভেল কানু॥
অহনিসি নয়নে গলএ জলধার।
খঞ্জনে মিলিউল[২] মোতিহার॥
বিরহে বিখিন তনু ভেলহ বাস[১]।
কুসুম সুখাএ রহল অছ বাস॥
ঝখইতে সংশয় পসল পরান।
[৫]অথ বিদিস বসল দেয়, গোজিলে
বিদিসে বৈরাউরে॥ ধ্রু
এরুবি জতি তোহে পরবস পেমে বিবত রস
বংন দএ রাখএ রাহীরে।
কুম্ভ তনয় ভোজন সুত সুন্দরি,
মুখ বসি অবনত ভেলারে।
সাস সমীর বাজজনি ভুজগ
হবি বিনু অহহদল বোলরে।
সমন্দনি সসিমুখি সাত বরণ দেলোখ
তেজ সরূপ সুদিঢ় জানিবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএণ,
বিদ্যাপতি কবি বাণীরে॥

পাঠান্তর—উপরে গ্রিয়ার্সন ধৃত পাঠ দেওয়া হইল। ন.গু. তালপত্রে (১) খঞ্জন মিলি উগলিল (২) বোলব (৩) অহ (৪) ঝখইতে (৫) ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি।

নেপাল ২৪৫ সংখ্যক পদে (বরনীরাগে নেয়) পাঠান্তর—(১) করতললান দীন মুখচন্দ (২) গিলি উগলিল (৩) করতি (তৃতীয় চরণ, এই পদের পঞ্চম চরণ হইয়াছে) (৪) ভেল হরাস (৫) অবহু ন উপসম কর পচবান। ইহার পরই ভনিতা 'বিদ্যাপতি ভন কণ্টহার জিনা। পয়োনিধি হোএব পার॥'

নেপাল পুঁথির ১০৫ সংখ্যক পদের দশম চরণ হইতে শেষ চরণ পর্য্যন্ত পাঠ বিকৃত ও ভাব হেঁয়ালীতে ভরা)

গ্রিয়ার্সন ও ন.গু.ধৃত পাঠের **অনুবাদ**—করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, (যেন) অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে। (চিন্তান্বিত বলিয়া সুন্দরী করতলসংলগ্ন-কপোল হইয়া রহিয়াছেন)। অহর্নিশ অশ্রুধারা ঝরিতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তাহার গিলিয়া উদ্গীরণ করিতেছে। শশিমুখী কি করিবে, আর কি বা বলিবে? বিনা অপরাধে কানাই বিমুখ হইল। বিরহে প্রিয়তনু শীর্ণ হইল; কুসুম শুখাইয়া (কেবল) সুবাস মাত্র রহিয়াছে। শোকে শোকে প্রাণে সংশয় পড়িল (প্রাণ সংশয় হইল), পঞ্চবাণ (মদন) কখন উপশম করে না (মদন বেদন কখন নিবারিত হয় না)। বিদ্যাপতি বলেন, হে বরনারি! শুন, ধৈর্য্যধর, মুরারি মিলিবে।

(১৭১)

খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
কবকঙ্কন ঝমকাঈ।
জখন জলদে ধবলা-গিরি বরিসব
তখনুক কওন উপাঈ॥

গগন গরজ ন সুনি মন সঙ্কিত
বারিস হবি কক বাবে।
দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব
তুহু মন তুহু বিছুরাবে॥

সে সুনি জুবতি জীব জদি রাখতি
সুন বিদ্যাপতি বানী।
রাজা সিবসিংঘ ই রস জিন্দক
মদনে বোধি দেবি আনী॥

তালপত্র ন গু. ৭১৫, অ ৭১১

শব্দার্থ—খেদব তাড়াইব, বারব—নিবারণ করিব; ঝমকাঈ - ঝম ঝম করিয়া বাজাইয়া।

অনুবাদ—কোকিলকে আমি তাড়াইয়া দিব, ভ্রমরদলকে করকঙ্কণ বাজাইয়া নিবারণ করিব, (কিন্তু) ধবলা গিরি হইতে জলদ আসিয়া যখন বর্ষণ করিবে তখনকার কোন উপায়? গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে শুনিয়া মন শঙ্কিত, বর্ষার মেঘ ডাকিতেছে। দক্ষিণ পবন সৌরভে যদি সন্তরণ করিবে, (তাহা হইলে) দুই জন মনে মনে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে? সে (মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতি) শুনিয়া যদি জীবন রাখিবে, (হে) যুবতি, বিদ্যাপতির কথা শুন। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন, মদনকে বুঝাইয়া (তোমার প্রিয়তমকে) আনিয়া দিবেন।

(১৭২)

বসন্ত রয়নি[১] রঙ্গে পলটি খেপরি[২] সঙ্গে
পরম রভসে[৩] পিঅ গেল কহি।
কোকিল পচম গাব তইঅও ন সুবন্ধু আব
উতিম বচন বেভিচর নহি॥
সাএ[৪] উগলি বেরথা॥

অবহু ন অএলে কন্তা নহি ভল পরজন্তা[৫]
মো পতি পছিম[৬] সুর উগি গেলা।
সাহর সৌরভে[৭] দিসা চাঁদ উজোরি নিসা
তরুতর মধুকর পসরলা॥
ই রস হৃদয় ধরি তইঅও ন আব হরি
সে জদি পুরুব পেম বিসরলা॥

১৭২। নেপালের পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) রজনি (২) খেপলি (৩) রভস (৪) সাএ সাএ (৫) "নহি ভেল পরকন্ত" নাই (৬) পছিমে (৭) মজরা

কবি ভন বিদ্যাপতি　　　　সুন বর জউবতি
মানিনি মনোরথ সুরতরু।
সিরি সিবসিংঘ দেবা　　　　চরন কমল সেবা
মহাদেবি লখিমা দেই বরু ॥৮

নেপাল ৪৯, পৃ ১৯ ক, পং ৩ (বিদ্যাপতিভন ইত্যাদি)
ন. গু. তালপত্র ১১৮, অ ১১৬।

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী ; পলটি—ফিরিয়া আসিলা ; তইঅও—তথাপি ; উতিম—উত্তম ; বেভিচর—ব্যভিচার ; বেরথা—বৃথা। পরিজন্তা—পরিণাম ; মোপতি—আমার পক্ষে ; (পতি=প্রতি) ; পসরলা—প্রসারিত হইল ; বিসরলা—ভুলিয়া গেল।

অনুবাদ—প্রিয়তম পরম আনন্দে কহিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া বসন্ত-রজনী রঙ্গে একসঙ্গে কাটাইবে। কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে, তথাপি সুবন্ধু আসিল না, উত্তম ব্যক্তির বচনের ব্যতিক্রম হয় না। সময় বৃথা হইল। কান্ত এখনও আসিল না, পরিণাম ভাল নহে, আমার পক্ষে পশ্চিমে সূর্য উদয় হইল। সহকারের সৌরভে দিক (পূর্ণ হইল), নিশা চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল, বৃক্ষতল মধুকর ছাইল। এই রস হৃদয়ে ধরি (হৃদয়ে প্রেম সঞ্চিত রহিয়াছে), তথাপি হরি আসে না, যদি সে পূর্ব প্রেম বিস্মৃত হইয়া থাকে (তাহা হইলে আসিবে না)। কবি বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মহাদেবী লখিমা মানিনীর মনোরথের কল্পতরু স্বরূপ শ্রীশিবসিংহ দেবের চরণকমলসেবা বরণ করেন।

(১৭৩)

সাহর সউরভ গগন ভরে।
ভমরি ভমর তুহু বাঁদ করে ॥
লোভক সম্ভ্রম সঙ্গক দন্দ।
বহুল পিয়াসল থোর মকরন্দ ॥
সে দেখি রিতুপতি আএল চলী
জাকর মো মন সঙ্কা ছলী ॥
কোমল মাজরি কোকিল খাএ।
মানিনি মান পিবিও ন অঘাএ ॥
জাবে ন ওঙ্গ তরুনত ভেল।
তাবে সে কন্ত দিগন্তর গেল ॥
পরহিত অহিত সদা বিহি বাম।
দুই অভিমত ন রহএ এক ঠাম ॥
ধন কুল ধরম মনোভব চোর।
কেও ন বুঝাব মুগুধ পিআ মোর ॥
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রজা সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান ॥

তালপত্র ন. গু. ১১৯, অ ১১৫

শব্দার্থ—সাহর—সহকার, আম্র ; সউরভ—সৌরভ ; জাকর—যাহার ; মাজরি—মঞ্জরী ; অঘাএ—তৃপ্ত হয় ; ওঙ্গ—অঙ্গ।

১৭২। নেপাল পুঁথি অনুসারে পাঠান্তর—"তকতর........দেই বর" নাই কেবল "বিদ্যাপতি ভন ইত্যাদি" আছে।

অনুবাদ—সহকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে, ভ্রমর ভ্রমরী কলহ করিতেছে। লোভের জন্য একসঙ্গে থাকিয়াও (ভ্রমর ভ্রমরী) কলহ করিতেছে, কারণ অধিক পিপাসিত, কিন্তু মধু অল্প। তাহা দেখিয়া ঋতুপতি চলিয়া আসিল, আমার মনে যাহার শঙ্কা ছিল। কোকিল কোমল মঞ্জরী খায়, মানিনীর মান পান করিয়া (নিঃশেষ করিয়া, ভঙ্গ করিয়া) সে তৃপ্ত হয় না। যাবৎ অঙ্গ তরুণতা প্রাপ্ত হইল না তাবৎ সে কান্ত দিগন্তর গেল (যৌবন আসিবার পূর্বেই কান্ত দেশান্তরে গেল)। অমঙ্গলকারী বিধাতা পরহিতে সর্বদা বিমুখ, পরস্পরের অভিমত এমন দুই জন এক স্থানে থাকে না (থাকিতে দেয় না)। (যখন অস্ফুট যৌবন তখন অতৃপ্ত-কাম কান্ত আমার সহিত কলহ করিত, এখন আমার যৌবন-সমাগম হইয়াছে, সে প্রবাসে, ইহা সমস্তই বিধাতার কৌশল, কারণ সে পরের সুখ দেখিতে পারে না)। কন্দর্প ধন, কুল-ধর্ম চুরি করে, আমার মুগ্ধ প্রিয়তমকে কেহ (তাহা) বুঝায় না। বিদ্যাপতি কবি এবং লখিমাদেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

(১৭৭)

মাস অখাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিসলেখে রহওঁ নিংথেঘ॥
কোন পুরুব সখি কওন সেহ দেস।
করব মোএ তহাঁ জোগিনি বেস॥
মোর পিয়া সখি গেল দুর দেস।
জৌবন দএ গেল সাল সন্দেস॥
সাওন মাস বরিস ঘন বারি।
পন্থ ন সুঝে নিসি আঁধিআরি॥
চৌদিস দেখিঅ বিজুরী রেহ।
সে সখি কামিনি জিবন সন্দেহ॥
ভাদব মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহুকএ দাদুল মোর॥
চেউকি চেউকি পিয়া কোর সমায়।
গুনমতি সুতলি অঙ্কম লগায়॥
আসিন মাস আস ধর চীত।
নাহ নিকারুন নৈ ভেলাহ হীত॥
সরবর খেলএ চকবা হাস।
বিরহিনি বৈরি ভেল আসিন মাস॥
কাতিক কন্ত দিগন্তর বাস
পিয় পথ হেরি হেরি ভেলাহু নিরাস॥
সুখে সুখ রাতি সবহু কা ভেল।
হম দুখ সাল সোআমি দে গেল॥
অগহন মাস জীবকে অন্ত।
অবহু ন আওল নিরদয় কন্ত॥
একসরি হমে ধনি সুতওঁ জাগি।
নাহক আওত খাঅত মোহি আগি॥
পুস খীন দিন দীঘরি রাতি।
পিয়া পরদেস মলিন ভেলি কাতি॥
হেরওঁ চৌদিস ঝখওঁ রোয়।
নাহ বিছোহ কাতু জনু হোয়॥
মাঘ মাস ঘন পড়এ তুসার।
ঝিলমিল কেচুআঁ উনত থন হার॥
পুনমতি সুতলি পিঅতম কোর।
বিধিবস দৈব বাম ভেল মোর॥
ফাগুন মাস ধনি জীব উচাট।
বিরহ-বিখিন ভেল হেরওঁ বাট॥
আওল মত্ত পিক পঞ্চম গাব।
সে সুনি কামিনি জিবহু সতাব॥
চৈত চতুরগুন পিয়া পরবাস।
মালী জানে কুসুম বিকাস॥
ভমি ভমি ভমরা কর মধু পান।
নাগর ভই পহু ভেল অসয়ান॥
বৈসাখে তবে খর মরন সমান।
কামিনি কন্ত হনএ পাঁচবান॥

ন জুড়ি ছাহরি ন বরিস বারি।	জেঠ মাস উজর নব রঙ্গ।
হম জে অভাগিনি পাপিনি নারি ॥	কন্তু চহএ খলু কামিনি সঙ্গ ॥

রূপ নরায়ন পূরথু আস।
ভনই বিদ্যাপতি বারহ মাস ॥

মিথিলা ; ন.গু. ৭২৯, অ ৭২৪

শব্দার্থ—অথাঢ়—আষাঢ় ; বিসলেখে—বিশ্লেষে, বিচ্ছেদে ; নিরথেঘ—নিরবলম্বন ; সুঝে—দেখা যায় ; দাত্থল—দাদুর ; মোর-ময়ূর ; কোব—ক্রোড় ; সমায়—প্রবেশ করে ; একসরি-একলা ; সুতঔ জাগি—জাগিয়া শুইয়া থাকি ; আওত—আসিতে আসিতে ; খাঅত—খাইবে ; মোহি—আমাকে ; আগি—অগ্নি ; কেচুয়া—কাঁচলি ; থনহার—স্তনহার ; উচাট-উচাটন ; সতাব—সন্তপ্ত করে ; জুড়ি—জুড়ান, শীতল ; ছাহরি—ছায়া।

অনুবাদ—আষাঢ় মাসে উন্নত নবমেঘ, প্রিয়তমের বিরহে সহায়শূন্য হইয়া রহিয়াছি। সখি, কোন দিক্ পূর্ব, সে কোন দেশ? আমি সেখানে যোগিনীর বেশ করিব (যোগিনীর বেশে তথায় গমন করিব)। সখি, আমার প্রিয়তম দূর দেশে গেল, যৌবন শল্যের সংবাদ দিয়া গেল (অর্থাৎ শল্যতুল্য হইল)। শ্রাবণ মাসে ঘন বারি বর্ষণ করিতেছে, পথ দেখা যায় না, নিশি অন্ধকার। চারিদিকে বিদ্যুৎরেখা দেখিতে পাই, সখি, তাহাতে কামিনীর জীবন-সন্দেহ হয়। ভাদ্রমাসে ঘন ঘোর বৃষ্টি হইতেছে, সকল দিকে দর্দুর ও ময়ূর রব করিতেছে। গুণবতী রমণী চমকিয়া চমকিয়া প্রিয়তমের ক্রোড়ে প্রবেশ করে, বক্ষে লগ্ন হইয়া শয়ন করে। আশ্বিন মাসে চিত্ত আশা ধারণ করে (মনে হয় প্রিয়তম ফিরিয়া আসিবেন); নাথ নিষ্করুণ, হিত হইল না (নাথ ফিরিলেন না)। সরোবরে চক্রবাক্, হংস খেলা করে, আশ্বিন মাস বিরহিণীর বৈরী হইল। কার্তিকে কান্ত দিগন্তরে বাস করেন। প্রিয়তমের পথ দেখিয়া দেখিয়া নিরাশ হইলাম। সুখে সকলের সুখরাত্রি হইল, আমাকে স্বামী দুঃখ-শাল দিয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসে জীবনের অন্ত, এখনও নির্দয় কান্ত আসিল না। আমি একেশ্বরী রমণী শয়ন করিয়া জাগিয়া থাকি, নাথ আসিতে আসিতে অগ্নি আমাকে খাইয়া ফেলিবে (তত দিনে আমি পুড়িয়া ভস্ম হইব)। পৌষ মাসে ক্ষীণ দিন, রাত্রি দীর্ঘ, প্রিয়তম বিদেশে (আমার) কান্তি মলিন হইল। চারিদিকে দেখি, রোদন করিয়া শোক করি ; নাথের বিচ্ছেদ যেন কাহারও না হয়। মাঘ মাসে ঘন তুষার পড়ে, দৃঢ় কাঁচলি, স্তনহার উন্নত। পুণ্যবতী প্রিয়তমের ক্রোড়ে শয়ন করিল, বিধিবশে দৈব আমার প্রতি বাম হইল। ফাল্গুন মাসে নারীর মন উচাটন হয়, বিরহে বিশীর্ণ হইয়া পথ দেখিতেছি, মত্ত পিক আসিয়া পঞ্চম গায়, তাহা শুনিয়া কামিনীর প্রাণ সন্তাপিত হয়। চৈত্রমাসে প্রিয়তমের প্রবাস চতুর্গুণ (ক্লেশদায়ক), মালী কুসুম-বিকাশের (সময়) জানে (চৈত্র বসন্তের মধু মাস, এই সময়ে যে নারীর বিরহে অধিক যন্ত্রণা হয়, তাহা পুরুষের জানা কর্তব্য)। ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মধু পান করে, প্রভু নাগর হইয়া অচতুর হইল। বৈশাখের খর উত্তাপ মরণতুল্য, কামিনী এবং কান্তকে পঞ্চবাণ শরাঘাত করে। শীতল ছায়া নাই, বারিবর্ষণও হয় না। আমি যে অভাগিনী পাপিনী নারী। জ্যৈষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল নূতন রঙ্গ, কান্ত কামিনীর সঙ্গ চাহে। রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) আশা পূর্ণ করিবেন, বিদ্যাপতি বারমাস কহিতেছেন।

(১৭৫)

জখনে আওব হরি রহব চরন ধরি
চাঁদে পুজব অরবিন্দা।
কুসুম সেজ ভলি করব সুরত কেলি
দুহু মন হোএত সানন্দা ॥

সাএ সাএ হমর পরান নাথ কওনে বিরমাওল
কত জিব দেব বিসবাসে ॥

দিবস রহওঁ হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি
বিসম কুসুম সর ভাবে।
নঅন নীর গল মুরছি ধরনি পল
নিরদএ কন্ত নহি আবে ॥

সমঅ মাধব মাস পিআ পরদেস বস
তাহি দেস বসন্ত ন ভেলা।
ফুলল কদব গাছ হাট বাট সেহো অছ
মোরে পিআএঁ সেও ন দেখলা ॥

ভনই বিত্থাপতি সুন বর জউবতি
অছ তোকেঁ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএন
একাদস অবতারে ॥

তালপত্র ন. গু. ৭৩৬, অ ৭৩২

শব্দার্থ—সাএ সাএ—হে সখি, হে সখি; বিবমাওল—বিবান কবাইল, নিবাবণ কবিল; বিসবাস—বিশ্বাস বইবিনি—বৈবিণী; কদব—কদম্ব।

অনুবাদ—যখন হবি আসিবে, (তাহাব) চবণ ধাবণ কবিয়া বহিব, অববিন্দ (আমাব কবপদ্ম) দ্বাবা (মাধবের চরণ) চন্দ্র পুজা কবিব। উত্তম কুসুমশয্যায় সুরত ক্রীড়া কবিব, উভযেব মন আনন্দিত হইবে। সই, সই, আমার প্রাণনাথকে কে নিবাবণ কবিল? (আসিতে দিল না), জীবনকে কত বিশ্বাস দিব (প্রাণনাথ আবাব আসিবেন, এই বিশ্বাসে কতদিন জীবন ধারণ কবিব)? দিবসে (তাঁহাব পথ) দেখি, বজনী শক্র হইল, কুসুমশবেব ভাব বিষম, নয়নে অশ্রু গলিতেছে, মূর্ছিত হইয়া ধবণীতে পড়িতেছি, নির্দ্দয় কান্ত আসে না। সময মাধবমাস, প্রিয়তম বিদেশে বাস করিতেছে; সে দেশে কি বসন্ত হয় না? পুষ্পিত কদম্ব গাছ*, সেই হাট বাট আছে, আমাব প্রিয়তম তাহাও দেখিল না। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, তোমাব জীবনাধাব একাদশ অবতাব রাজা শিবসিংহ রূপনাবায়ণ আছেন।

(১৭৬)

কি কহব মাধব কি করব[১] কাজে।
পেখলুঁ[২] কলাবতি প্রিয় সখী মাঝে ॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতলা।
ত্রিভুবনে[৩] অনুপম রূপে গুণে কুসলা ॥

এব ভেল বিপরিত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা ॥
বামকরে কপোল লুলিত কেস-ভার।
কর-নখে লিখ[৪] মহি আঁখি-জলধার ॥

বিদ্যাপতি ভন সুন বরকাহ্নু।
রাজ সিবসিংঘ ইথে পরমান ॥

পদামৃতসমুদ্র (পুঁথি) পৃ ১৩১, পদকল্পতরু ১৮৮৫ ন. গু. ৭৪৬, অ ৭৪১

---

* মন্তব্য—বসন্তকালে কদম্বগাছে ফুল ফোটে না, বর্ষায় ফোটে।

১৭৬। প. স অনুসারে পাঠান্তর:—(১) কহব (২) পেখল (৩) ভুবনে (৪) লিখু।

অনুবাদ—মাধব, কি বলিব, বলিয়া কি কাজ (লাভ)? কলাবতীকে প্রিয়সখীদের মধ্যে দেখিলাম। আগে যে ত্রিভুবনে অতুলনীয়া, রূপগুণে কুসমা কাঞ্চন পুত্তলী ছিল, এখন সে তাহার বিপরীত হইয়াছে। দিবসে যেমন চন্দ্র-লেখা মলিন দেখায়, সেইরূপ তাহার দেহ মলিন হইয়াছে। তাহার গালে হাত, কেশভার অবিন্যস্ত, চোখের জলে করনখ দিয়া ভূমিতে লিখিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে কানাই শুন, রাজা শিবসিংহ ইহার প্রমাণ।

(১৭৭)

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।[৩]
[১৩]তুঅ পেয়সি মোয়ঁ দেখল বিয়োগিনি[৪]
অবহু পলটি ঘর জাসী॥
হিমকর হেরি[১২] অবনত কর আনন
করু করুনাপথ হেরী[১]।
নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ
ভয় রহ তাহেরি সেরী[২]॥

দখিন[৮] পবন বহ সে কৈসে জুবতি সহ
কর কবলিত তনু অঙ্গে॥[৯]
গেল পরান আস দএ রাখএ
দস নখ[১০] লিখই ভুজঙ্গে॥
মীনকেতন ভয়[৫] সিব সিব সিব কয়
ধরনি লোটাবএ দেহা[১৪]।
করে রে কমল[৬] লএ কুচ সিরিফল দএ
সিব পূজএ নিজ দেহা[৭]॥

পরভৃতকে ডরে পাঅস লএ করে
বায়স নিকট পুকারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
করথু বিরহ উপচারে[১১]॥

ন. গু. তালপত্র ১৪৭ এবং ৭৬৯ (দুইবার একই পদ ছাপা হইয়াছে) নেপাল ১৮০, পৃ ৬৪ক পং ৫
পদকল্পতরু ১৮৭৯, মি ৭৭২ এবং ৮৭৫। একই পদ দুইবার ছাপা হইয়াছে)

শব্দার্থ—পরবাসী—প্রবাসী; পলটি—ফিরিয়া; হিমকর—চন্দ্র; বিধুন্তুদ—রাহু; সেরী—শরণার্থী; পরভৃতক—কোকিল; পুকারে—ডাকে।

অনুবাদ—হে মাধব প্রবাসী কঠিন হৃদয়। তোমার প্রেয়সীকে আমি দীনা দেখিলাম, (তুমি) এখনি গৃহে ফিরিয়া যাও। চন্দ্র দেখিয়া মুখ নীচু করে। (অনত কর আনন—পাঠান্তর; মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লয়)। (এবং তোমার) পথ চাহিয়া কাতরোক্তি করে। নয়নের কজ্জল দিয়া রাহুমূর্তি চিত্র করে তাহার শরণার্থী হইয়া থাকে (চন্দ্রের

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর:—"হিমকর হেরি ...." হইতে আরম্ভ। (১) 'কএক কলা পথ হেরি' (২) কএ বহু তাহেরি সেরী (৩) "কএ বহু.........সেরী" এর পর "মাধব কঠিন হৃদয়. . . ." আছে। (৪) বরাকিনী (৫) ভঞ্জ (৬) করঞ কমল (৭) গেহা (৮) দাহিন (৯) করে কবলিত তনু অঙ্গে (১০) নখে (১১) "দুতর পয়োধি ফেনে নহি সন্তরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে।"

পঃ ত অনুসারে পাঠান্তর—(১২) পেখি (১) রহত করুণাপথ হেরি (২) তাসএ কহতঁহি টেরি (১৩) তোহারি বিলাসিনী পেখলু বিরহিনী (৯) তাহে দুখ দেই অনঙ্গ (১৪) ধরণি লোটাওই দেহ (৬) নয়ন নীর দেই রচন কমল দেই সভু পূজয়ে নিজ দেহ।

ভয়ে)। দক্ষিণ পবন বহিতে থাকে, যুবতী তাহা কেমন করিয়া সহিবে! (মলয়) তাহার সুকুমার শরীর গ্রাস করে। গত (জীবন্মৃত) প্রাণ আশা দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। দশনখে (অনেকগুলি) সর্পের চিত্র আঁকে (সর্প বায়ু ভক্ষণ করে,—দক্ষিণ পবনের বিনাশের জন্য সর্পের চিত্র অঙ্কিত করে)। মীনকেতনের ভয়ে শিব শিব শিব বলিয়া ধরণীতে লুণ্ঠিত হয়। (শিব মদনভস্ম করিয়াছিলেন) কররূপ-কমল ও কুচ-শ্রীফল দিয়া ও আপনার দেহ দ্বারা শিব পূজা করে। পরভৃতের (কোকিলের) ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সকে নিকটে আহ্বান করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ বিরহের শান্তি (প্রতিকার) করিবেন।

(১৭৮)

গগন গরজ মেঘা উঠএ ধবনি থেঘা[১]
পচসর[২] হিয় গেল সালি।
সে ধনি দেখলি খিন জিবতি আজুক দিন[৩]
কে জান কি হোইতি কালি॥
মাধব মন দএ সুনহ সুবানী[৬]।
কুজন নিরুপি সুজন সখি সঙ্গতি
জে কিছু কহএ সয়ানী॥[৪]

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক চন্দা।
ঐসন কএ পিয়াএ মোর মুখ মানল
মো পতি জীবন মন্দা॥
বামহু গতি জত সমদি পঠৌলনি
সে সবে কহি কহি গেলি।
তেরসি তিথি সসি সামর পথ নিসি
দসমি দসা মোরি ভেলি[৫]॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
মনে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা পতি রস জানে[৮]॥

ন. গু. তালপত্র ৭৫৫, বাগত. পৃ ১১৪, নেপাল ৮১, পৃ ৩০ক, পং ১, অ ৭৫০

শব্দার্থ—থেঘা—অবলম্বন; সালি—বিদীর্ণ হয়. সয়ানী—কিশোরী; ভাদব—ভাদ্রের; চৌঠিক চন্দা—চতুর্থীর চাঁদ; মানল—মানিল; মোপতি—আমার প্রতি; সমদি—সম্বাদ; পঠৌলনি—পাঠাইলেন; তেরসি—ত্রয়োদশী; সামর পথ—কৃষ্ণপক্ষ।

গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে, ধরণী অবলম্বন করিয়া (বাধা) উঠিতেছে, মদনের পঞ্চশর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া গেল। সুমুখীর দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, আজিকার দিন বাঁচিবে, কালি কি হইবে, কে জানে? মাধব, মন দিয়া সুবাণী (সত্য

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) গগন ভরল মেঘ উঠলি ধরনি থেবে (২) পচসরে (৩) তেঅ ওসে দেহ ক্ষীণ জিউতি আছক দিন
(৪) কহুাই অবহু বিসর সবে রোষ
পুরুষ লখিএ কলাথরা পারিঅ না ধিক ঠাহিম দেস।
(৫) "কোপেহু গুতিসবে সমাদ পঠাবাথ
দুতি কহি সে গেলি
তেঞ সিত তিথে সামর পথ সসি
তইক সনিদ সামোরি ভেলি।"

বাগত অনুসারে পাঠান্তর—(৩) সুমুখি দেহ খিন জিউতি আজিক দিন (৬) গুম্নু ভহ বাণী (৭) পঠওলহি (৮) লখিমা দেবি রমনে।

কথা) শুন, কু-জন (কেহ সেখানে আছে কিনা) দেখিয়া সখীদিগের নিকট কিশোরী যাহা কিছু কহে (যাহা কহে তাহা বলিতেছি)। আমি কি সন্ধ্যার একেশ্বরী তারা, (অমঙ্গল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে নাই), (কিম্বা) ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র (নষ্টচন্দ্র), প্রিয়তম আমার মুখ সেইরূপ মনে করে ; আমার প্রতি (পক্ষে) জীবন অত্যন্ত মন্দ (হইল)। বামগতিতে (পরম্পরাভাবে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে) তিনি যত সংবাদ পাঠাইলেন, সে সব বলিয়া বলিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির চন্দ্রের ছায় আমার দশমী দশা হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ মনে অন্য মানিও না। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন।

(১৭৯)

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখি
মুদি রহএ দুই নয়ান[১]।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল[২] কান॥
মাধব সুন সুন বচন হামারি[৩]
তুয়া গুন সুন্দরি অতি ভেল দূবরি
গুনি গুনি প্রেম তোহারি॥

ধরনী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি[৪] উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহ দিন খেণে খেণে তনু খিণ
চৌদসি চাঁদ সমান।
ভনয়ে বিদ্যাপতি সিবসিংঘ নরপতি
লখিমা দেবি পরমান॥

পদকল্পতরু ১৯০০, ন. গু. ৭৫৬, পদামৃতসমুদ্র পুঁথি পৃঃ ১৩৬ ; অ ৭৫১।

অনুবাদ—কমলমুখী কুসুমিত কানন দেখিয়া দুই নয়ন বন্ধ করিয়া থাকে ; কোকিলের কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিয়া দুই কান হাত দিয়া বন্ধ করে। মাধব! আমার কথা শোন, শোন। তোমার গুণ স্মরণ করিয়া করিয়া সুন্দরী তোমার প্রেমে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। মাটিতে ভর দিয়া কত বার বসে, আর সেখান হইতে উঠিতে পারে না। কাতর নয়নে চারিদিকে তাকায়, চোখ দিয়া জলধারা বহিতে থাকে। তোমারই বিরহে দিন দিন (কৃষ্ণা) চতুর্দ্দশীর চাঁদের সমান ক্ষীণতনু হইতেছে। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাদেবী ও শিবসিংহ নরপতি তাহার প্রমাণ।

(১৮০)

খনে সন্তাপ সীত জর[১] জাড়।
কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড়॥
উচিতও ভূসন মানএ ভার।
দেহ রহল অছ সে ভাসার॥
এ হরি তোরিত করিঅ অবধারি[২]।
জে কিছু সমদলি সুন্দরি নারি[৩]॥

বেদন মানএ চানন[৪] আগি।
বাট হেরএ তুঅ অহনিসি জাগি॥
জীনল বদন ইন্দু[৫] তেঁ তাব।
কী দহু হোইতি[৬] এহি পরথাব॥
নব আখর গদ গদ সর রোএ।
জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ॥

১৭৯। পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর:—(১) রহএ দুই নয়ান (২) ঝাঁপই (৩) শুন কানাই বচন হামারি (৪) 'তহি' প.স.তে নাই।

১৮০। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) জল (২) এ সখি তুরিত কহই অবধারি (৩) তে বর নারি (৪) জেদল মানএ চান্দন (৫) ইন্দু ঝামর (৬) হোএত কী দহ।

কহএ' ন পারিঅ তসু অবসাদ।
দোসরা পদ অছ সকল সমাদ॥
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান॥
রাজা সিবসিংঘ পরতখ দেও।
লখিমা দেই পতি পুনমত সেও॥

নেপাল ১৯১, পৃ ৬৮ ঘ, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি তালপত্র ন. গু. ১৬৬, অ ১৬৭।

শব্দার্থ—সীত—শীত; জর জাড়—জবে জ্বালা কবিতেছে। অবধারি—নিশ্চয়; সমদলি—সম্বাদ দিল; চান্দন আগি—চন্দন অগ্নিতুল্য; বাট—পথ; তেঁ—সেই জন্য; তাব—তাপিত কবে; পবথাব—প্রস্তাব।

অনুবাদ—ক্ষণে শীতে সন্তাপিত কবিতেছে, (ক্ষণে) (বিবহ) জব দাহ কবিতেছে, কেমন করিয়া উপশম হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন উপায়ে উপশম হইবে নির্ণয় কবা যায় না)। অভ্যস্ত ভূষণও ভাব মানে, দেহ মাত্র শোভাধাব হইয়াছে। হে হরি, সুন্দবী বাবা কিছু সংবাদ দিল (পাঠাইল), শীঘ্র অবধাবণ কব। চন্দনে অগ্নি (তুল্য) বেদনা (যাতনা) অনুভব কবে অহর্নিশি জাগিয়া তোমাব পথ দেখে। মুখ চন্দ্রকে জয় কবিয়াছিল, সেই জন্য সে তাপিত করিতেছে (তাহার মুখ চন্দ্রকে জয় কবিয়াছিল সেই জন্য প্রতিশোধেব অবসব পাইয়া তাহাকে চন্দ্র তাপিত কবিতেছে) এই প্রস্তাবে কি হইবে (এই অবস্থায় পড়িয়া তাহাব কি হইবে)? সুন্দবী বোদন কবিয়া গদ্গদ স্ববে নব অক্ষবে গোপনে যাহা কিছু সংবাদ দিল (তোমাকে জানাইতেছি)। তাহাব অবসাদ কহিতে পাবি না (বর্ণনা কবিতে পাবি না)। দ্বিতীয় পদে সকল সংবাদ আছে (কী উপচবব সন্দেহ ন ছাড়—ইহাতে সকল সংবাদ আছে, অর্থাৎ তুমি না গেলে আব কোনও উপায়ে তাহাব সন্তাপের উপশম হইবে না)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই বসের আভাস—অবুঝ বুঝে না, মতিমান বুঝে। রাজা শিবসিংহ প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি পুণ্যবান (ও) লখিমা দেবীব পতি।

(১৮১)

মাধব জানল ন জিবতি রাহী।
জতবা জকর লেলে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী॥
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিনকে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল
পাএ মনোভব পীলা॥
দসন দসা দালিবকে সোপলক
বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহদসা সউদামিনি সোপলক
কাজর সনি সখি ভেলী॥
ভঞু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বানী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এতবা অএলাহু জানী॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু ঝাঁখহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে॥

তালপত্র ন. গু. ১৬৯, ১৮৪ (দুইবার মুদ্রিত); গ্রিয়ার্সন ১০, অ ৭৩৫, ৮৭৬ (দুইবার মুদ্রিত)

১৮০। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) কহই। "দোসরা পদ অছ সকল সমাদ" এর পরই "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

শব্দার্থ—জতবা—জত কিছু ; জকর—যাহার ; লেলে ছলি—লইয়াছিল ; সোপলক—সঁপিল ; তাহী—তাহাকে ; মনোভব পীলা—কামবেদনা ; দালিবকে—দাড়িম্বকে ; নেহ—স্নেহ, প্রেম ; জনু ঝাঁখহ—যেন শোক করিও না।

অনুবাদ—মাধব ! জানিলাম রাই আর বাঁচিবে না। সুন্দরী যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে। মনোভবের পীড়া পাইয়া (বিরহ-ব্যথিত হইয়া) শরতের চাঁদের ন্যায় মুখশোভা চাঁদকে, হরিণকে লোচন লীলা ও চামরীকে কেশপাশ ফিরাইয়া দিল। দাড়িম্বকে দন্তশোভা, বান্ধুলিকে অধর-রুচি, সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিল এবং সখী কাজলের ন্যায় (মলিন) হইয়াছে। ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ (পরাভব মানিয়াছিল এখন তাহাকে সেই) ধনু দিল, কোকিলকে কণ্ঠস্বর দিল ; কেবল তাহার দেহ প্রীতিমাত্র লইয়া রহিল ; এই সকল জানিয়া আসিলাম। বিদ্যাপতি বলেন শুন যুবতিশ্রেষ্ঠ, মনে যেন শোক করিও না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর রমণ।

গ্রিয়ার্সনের পাঠের "হরি হরি" হইতে শেষ পর্যান্তের অনুবাদ—

হরি হরি বলিয়া মাটীতে ভর দিয়া ফের উঠে, রাত্রি জাগিয়া কাটায় ; তোমার প্রেম তোমাকে জীবনেই ফেরৎ দিবে এইজন্যই ধনী বাঁচিয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতি বলেন যে হে মথুরাপতি ! শোন, গমনে বিলম্ব করিও না ; যাইয়া তাহাকে অধর সুধারস পান করাও, তো সে প্রাণে বাঁচিবে।

(১৮২)

কত কত ভগি পুরুস দেখল
কত কলাবতি নারি।
জিব সয়ঁ পেম পলকে উপজই
সবে সে বুঝ বিচারি॥

তকরি আসা দেখি দেখি তবে
মোহি ন রহ গেআন।
জাহি বধতব সে জেহেন কর
তোঁহ চাহি নহি আন॥

মাধব কহওঁ তোহি বুঝাই।
সে অব মরন সরন জানলি
তোহর বিরহ পাই॥

১৮১। পাঠান্তর—গিয়ার্সনে এই পদের নিম্নলিখিত পাঠান্তর পাওয়া যায়—

মাধব আব ন জীউতি রাহী।
জতবা জনিবার লেলে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী॥
চানক শশিমুখি শশি কেঁ সোপলহি
হরিণকে লোচন লীলা
কেসক পাস চামর কাঁ সোপলহি
পাএ মনোভব পীড়া॥

দসন বীজ দাড়িম কেঁ সোপলহি
পিক কেঁ সোপলহি বাণী
দেহদসা দামিনি কেঁ সোপলহি
ই সম এলহুঁ জানী॥
হরি হরি কয় পুনি উঠতি ধরণি ধরি
রৈন গমাবয় জাগী।
তোহর সিনেহ জীবদয় জাপণি
রহলিহি ধনি এত লাগী॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু মথুরাপতি
গমন ন পুরিএ বিলম্বে
জাই পিআবিএ অধর সুধারস
তো পয় জীবথি জীবে॥

ন. গু. এই পদ তালপত্রের পুঁথি হইতে লইয়াছেন ; কিন্তু একই পদ দুইবার ছাপিয়াছেন, তাঁহার ৭৮৩ সংখ্যক পদের আরম্ভ "সরদক সসধর মুখরুচি" প্রভৃতি তারপর "মাধব জানল ন জিবতি রাহী" প্রভৃতি।

ধরনি সয়ন মুদল নয়ন
নলিন মলিন সমে।
কতে জতনে বোলিকহু ধনি তোরি
বইসাউলি হমে॥
তৈঅও জদি পুছলে ন বাজলি
বচন ন সুন আধে।
সুমরি সে সখি তোহ মোহ গেলি
বিধি বসে ভেলি বাধে॥

পীরিতি গুণ বিপরীত হোএ সাএ
বিসরি ন কর নাহ।
দিবস দোসে সে কী নহি সম্ভব
পেম পরানহু চাহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন তয়ঁ জুবতি
রস নহি অবসান।
রাজা সিবি সিবসিংঘ জিবও
লখিমা দেই রমান॥

তালপত্র ন. গু. ১১১, অ ১৬৬

শব্দার্থ—জিবসয়ঁ—প্রাণ হইতে; তকরি—তাহার; আস—আস্য, মুখ; জাহি—যাহাকে; বধতব—বধ করিবে।

অনুবাদ—ভ্রমণ করিয়া কত পুরুষ কত কলাবতী নারী দেখিলাম। প্রাণ হইতে প্রেম যাহাকে উৎপন্ন হয় তাহা সকলে বিচার করিয়া বুঝে। তাহার মুখ দেখিয়া দেখিয়া আমার জ্ঞান রহিল না, যাহাকে বধ করিবে সে যেরূপ করুক, তুমি ছাড়া (তাহার) অন্য কেহ নাই। মাধব, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, সে তোমার বিরহ পাইয়া এখন মরণ শরণ জানিয়াছে। ধরণীতে শয়ন, মুদ্রিত নয়ন, মলিন নলিনী তুল্য। কত যত্নপূর্বক বলিয়া তোর ধনীকে বসাইলাম। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না, অর্দ্ধেক কথাও শুনে না, তোকে স্মরণ করিয়া সখী মোহপ্রাপ্ত হইল, বিধি-বশে বাধা পাইল (দুঃখ পাইল)। সখীর (পক্ষে) প্রীতির গুণে বিপরীত হইল, হে নাথ, তাহাকে বিস্মৃত হইও না। সময়ের দোষে কি না সম্ভব, প্রেম প্রাণই চাহিতেছে। (প্রেমের জন্য সে প্রাণ দিতেছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন তুমি যুবতী, রস অবসান হয় নাই। লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শ্রীশিবসিংহ জীবিত হউন।

(১৮৩)

মোরি অবিনএ জত পললি খেওঁব তত
চিতে সুমরবি মোরি নামে।
মোহি সনি অভাগিনি দোসরি জনু হোঅ
তহ্নি সম পহু মিল কামে॥
মাধব মোরি সখি সমন্দল সেবা।
জুবতি সহস সঙ্গে সুখ বিলসব রঙ্গে
হম জল আজুরি দেবা॥

পুরব প্রেম জত নিতে সুমরব তত
সুমর জত ন হোঅ সেখে।
রহএ সবির জঞো কীন ভুঁজিঅ তঞো
মিলএ রমনি শত সংখে॥
পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়
করু পাএ ততহি বেরা।
কবি ভনে বিদ্যাপতি রূপনরাএন
লখিমা দেই সুসেনা॥

নেপাল ২০; ন.গু, ১১২; নেপাল ২০, পৃ ৯ ক, পং ১; অ ১৬৯

শব্দার্থ—অবিনএ—অপরাধ; খেওঁব—ক্ষমা করিবে; মোহি সনি—আমার মতন; দোসরি জনু হোঅ—যেন আর কেহ না হয়; সমন্দল—নিবেদন করিল; আজুরি—অঞ্জলি; নিতে—নিত্য; সুমরব—স্মরিব; বিসময়—বিস্ময়।

অনুবাদ—আমার যত অবিনয় (অপরাধ) হইল, সকল ক্ষমা করিবে, চিত্তে আমার নাম স্মরণ করিবে। আমার মত অভাগিনী যেন আর কেহ না হয়, তাঁহার মত প্রভু কামনা করিলে (যেন) মিলে। মাধব, আমার সখী সেবা নিবেদন করিল (পূর্ব্বোক্ত কথা রাধা দূতীকে দিয়া মাধবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। পরের কথাও রাধার)। সহস্র যুবতীর সঙ্গে সুখে রঙ্গে বিলাস করিবে, আমাকে জল-অঞ্জলি দিবে। পূর্ব প্রেম নিত্য স্মরণ করিবে, যত স্মরণ করিবে, (যেন) শেষ না হয়। যদি শরীর থাকে, কি না ভোগ করে, রমণী শতসংখ্যা মিলিবে। প্রেয়সীর সংবাদ শুনিয়া হরি বিস্মিত হইলেন, সেই সময়ে ফিরিবার উপায় করিলেন। বিদ্যাপতি কবি কহেন, রাজা রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর সুশরণ।

(১৮৪)

করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা[১]।
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরঅ[২] নির
কমল গরএ[৩] মকরন্দা॥

হে মাধব তুঅ গুণে ঝামরি রামা[৪]।
দিনে দিনে[৫] খিন তনু পিড়এ কুসুমধনু
হরি হরি লে পএ নামা॥

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভুসন
চাঁদ মানএ জনি আগী।
দসমি দসা অব তেঁ ধনি পাওল[৬]
বধক হোএবহ[৭] তোঁহে ভাগী॥
অবসর বহলা[৮] কি নেহ বঢ়াওব
বিদ্যাপতি কবি ভান।[৯]
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাঅন
লখিমা দেই রমান[১০]॥

তালপত্র ন. গু. ৭৮০, রামভদ্রপুর ৬৬, অ ৭৮১

শব্দার্থ—জনি—যেন ; খিণ—ক্ষীণ ; গরঅ নির—জল পড়ে ; ঝামরি—মলিন ; পিড়এ—পীড়া দেয় ; অবসর বহলা—সময় চলিয়া গেলে ; নেহ বঢ়াওব—স্নেহ বাড়াইবে।

অনুবাদ—(সর্বদা) করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই, যেন দিবা-ভাগের ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই, নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে। হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন (হইয়াছে), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন পীড়া দিতেছে, হরি হরি নাম লইতেছে। চন্দনের নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, চন্দ্রকে যেন অগ্নি মনে করে। এখন ধনী দশমী দশা প্রাপ্ত হইল, তুমি বধের ভাগী হইবে। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, অবসর অতীত হইলে কি স্নেহ বাড়াইবে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর রমণ।

(১৮৫)

সখিগন কন্দরে থোই কলেবর
ঘর সঞে বাহির হোয়[১]।
বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই
অতয়ে নিবেদলুঁ তোয়॥

১৮৪। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) জনি অবসিন দিন চন্দা (২) গলত্র (৩) ঝরএ (৪) বামা (৫) দিন দিন (৬) তেঁ ধনি দসমি দসা লগ পাওল (৭) হোএব (৮) গেলে (৯) ভানে (১০) "রাজা সিবসিংঘ……"প্রভৃতি নাই।

১৮৫। প. স অনুসারে পাঠান্তর:—(১) হোই

মাধব কত পরবোধব তোয়।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোয়[২] ॥

অঙ্গুরি বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল
দারুন তুয়া নব নেহা।
সখিগন সাহসে ছোই ন পারই
তন্তুক দোসর দেহা।

নবমি দসা গেলি[৩] দেখি আওলুঁ[৪] চলি
কালি রজনি অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পএ জানে॥

কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
নাগর গুরুবর রতনে।
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংঘ নরপতি
লখিমা দেই পরমানে[৫] ॥

প. ত ১৯৩০ ; প.স. পৃ ১৪০ ; ন.গু. ৭৮৭, অ ৭৭৭

শব্দার্থ—কন্দরে—স্কন্ধে ; ঘরসঞে—ঘর হইতে ; অতয়ে—অতএব ; গমাওল—কাটাইল ; রোয়—কাঁদিয়া ; পিন্ধায়ল—পরাইল ; তন্তুক দোসর দেহা—দেহ সূতার দোসর হইল (সূতার ন্যায় ক্ষীণ হইল)।

অনুবাদ—সখীদের কাঁধে দেহ রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হয় ; বিনা অবলম্বনে উঠিতে পারে না ; তাই তোমাকে নিবেদন করিলাম (জানাইতেছি)। মাধব, তোমাকে কত প্রবোধ দিব ? (কত বুঝাইব ?) তাহার দেহ-দীপ্তি গেল, হার ভার হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে জন্ম যাইতেছে। অঙ্গুরী বলয় হইল, দারুণ তোমার নবীন প্রেম কাম তাহাকে পরাইল। সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না, সূতার ন্যায় দেহ (হইয়াছে)। কাল রাত্রিশেষে দেখিয়া আসিলাম, (বিরহের) নবমী দশা হইয়াছে। আজ এতক্ষণ সমস্ত দিন গেল, ভাল মন্দ (বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে) বিধাতাই জানে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমাদেবীর বল্লভ সুপুরুষ, রত্ন নাগরগণের শ্রেষ্ঠ গুরু শিবসিংহ নরপতি কেলিকল্পতরু (রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(১৮৬)

সপনা একি সখি দেখল মোয়ঁ[৫] আজ
তখনুক কৌতুক কহইতে লাজ ॥
করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ[১]
কমলে কনক-গিরি ঝাঁপি ন হোএ ॥
হরখ সহিত হেরলহ্নি[২] মুখ-কাঁতি।
পুলকিত তনু মোর ধর কত ভাঁতি ॥
তখনে[৩] হরল হরি অঞ্চল মোর।
রস ভরে সসরু কসনিকের ডোর[৪] ॥

আনন্দে নোরে[৬] নয়ন ভরি গেল।
পেমক আঁকুরে[৭] পল্লব দেল ॥
ভনই বিদ্যাপতি সপনা সরূপ।
রস বুঝ রূপনরায়ন ভূপ[৮] ॥

তালপত্র ন.গু. ৭৯৭, গ্রিয়ার্সন ৩২, অ ৭৯৮

১৮৫। প. স. অনুসারে পাঠান্তর—(২) রোই (৩) গেই (৪) আওলোঁ (৫) রাজা সিবসিংঘ রূপনারাএণ লখিমা দেবি পরমানে।

১৮৬। গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) করি কুচমণ্ডল রখলহুঁ গোএ (২) হেরলহুঁ (৩) তখন (৪) রস ভর সসরু কসনি কের ডোর (৫) দেখলি মেঁ (৬) আনন্দনোর (৭) প্রেমক আঁকুর (৮) বিদ্যাপতি কবি কৌতুকগাব। রাজা শিবসিংহ বুঝ রসভাব।

শব্দার্থ—গোএ—গোপন করিয়া ; ঝাঁপি ন হোএ—ঝাঁপা যায় না ; হরখ—হর্ষ ; মুখ কাঁতি—মুখের কান্তি ; সসরু—স্রস্ত হইল, শিথিল হইল ; কসনিকের ডোর—কসণীর ডোর, নীবিবন্ধ।

অনুবাদ—হাত দিয়া কুচমণ্ডল গোপন করিয়া রাখিলাম, কিন্তু (কর) কমল দিয়া (কুচরূপ) কনকগিরি ঢাকা যায় না। সে আমার মুখের সৌন্দর্য্য আনন্দের সহিত দেখিল, আমার পুলকিত তনু কত ভাব ধরিল। তখন হরি আমার অঞ্চল হরণ করিল, রসভরে আমার নীবিবন্ধন খসিয়া গেল। সখি! আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম; তখনকার কৌতুক কহিতে লজ্জা করে। আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল, প্রেমের অঙ্কুর পল্লবিত হইল। বিদ্যাপতি বলেন, স্বপ্ন সত্য, রূপনারায়ণ ভূপ রস বুঝেন।

(১৮৭)

জঁও হম জনিতহুঁ তনি তহ
উপজত মদন বেয়াধি।
বাহু ফাস লএ ফসিতহুঁ
হসিতহুঁ অভিমত সাধি॥
সুমুখি ভইএ হসি হেরিতহুঁ
ফেরিতহুঁ সখি তন খেদ।
মনসিজ সর নহি সহিতহুঁ
রহিতহুঁ হমে নিরভেদ॥

পরসনি ভই রতি সজিতহুঁ
বজিতহুঁ লাজ নিবারি।
কয় পরিরম্ভন গবিতহুঁ
ভরিতহুঁ গুন অবধারি॥
অজস সুজস কয় গুনিতহুঁ
সুনিতহুঁ নহি উপহাস॥
মনও নহি হরি পরিহরিতহুঁ
করিতহুঁ মন ন উদাস॥

নারি মনোরথ অভিমত
সত সত রহস নিরূপ।
কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস বুঝ সিবসিংঘ ভূপ॥

ন.গু. ৮২৮ (মিথিলার পদ) ; অ ৮২৮

শব্দার্থ—জঁও—যদি ; তনি—তিনি ; তহ—হইতে ; উপজত—উপজিবে ; ফাস—ফাঁস বা পাশ ; ফসিতহুঁ—বাঁধিতাম ; ভইয়ে—হইয়া ; ফেরিতহুঁ—দূর করিতাম ; নিরভেদ—অভেদ ; পরসনি—প্রসন্না ; বজিতহুঁ—কথা বলিতাম ; পরিরম্ভন—আলিঙ্গন ; গবিতহুঁ—গান করিতাম ; পরিহরিতহুঁ—ত্যাগ করিতাম।

অনুবাদ—যদি আমি জানিতাম তাঁহা হইতে মদন-ব্যাধি উৎপন্ন হইবে, (তাহা হইলে) বাহুপাশে বাঁধিতাম, অভিমত সাধন করিয়া হাসিতাম। (তাহার) সম্মুখে ফিরিয়া হাসিয়া দেখিতাম; সখি, দেহের যাতনা দূর করিতাম। কন্দর্পের শর সহ্য করিতাম না, আমি (তাহার সহিত) অভেদ (হইয়া) রহিতাম। প্রসন্ন হইয়া রতিসজ্জা করিতাম, লজ্জা নিবারণ করিয়া কথা কহিতাম, আলিঙ্গন করিয়া গান করিতাম, গুণ অবধারণ করিয়া ধারণ করিতাম। অযশকে সুযশ করিয়া গণনা করিতাম, উপহাস শুনিতাম না, মনেও হরিকে পরিহার করিতাম না, মনকে উদাস করিতাম না। নারীর অভিমত মনোরথে শত শত রহস্য নিরূপণ হয়। কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, শিবসিংহ ভূপ রস বুঝেন।

মন্তব্য—এই পদ কোন প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। ন.গু. লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার ভাষা নবীন।

(১৮৮)

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥
সাজনি রচহ সেহে উপাএ।
মধু মাস জএো মাধব আবএ
বিরহ বেদন জাএ॥
অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ
ধনু রিবাড়ল হাথ।
নাহ নিবদয় তেজি পড়াএল
ওড়ল হমব মাথ॥

এক বেরি হরে ভসম কএলাহে
দুসহ লোচন আগী।
পুনু অহির কুল জনম লেলহ
বিরহি বধএ লাগি॥
জএো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা
বাঁধি মেলওঁ অন্ধ কূপ।
জাহেরি নাহ বিচখন নাহী
তাকেঁ কাঁ দিয় রূপ॥
আনকই রূপ হিত পএ করএ
হমর ই ভেল কাল।
দিনে দিনে দুখ সহএ পারএো
পড়এ অধিক ভার॥

তালপত্র ন. গু. ৬৫৫, অ ৮৭৩

শব্দার্থ—সাহব—সহকাব ; মজর- মঞ্জুবিত ; ন আব—আসে না ; বচহ—রচনা কর, স্থির কর ; অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ—ইহার শব্দগত অর্থ 'অঙ্গে জাত ছিল, এখন অনঙ্গজাত হইল' কিন্তু নগেন গুপ্ত মহাশয় মানে করিয়াছেন

মন্তব্য ও পাঠান্তর—এই সুন্দব পদটী বাংলাদেশে কিরূপ বিকৃত হইয়াছিল তাহা পদবত্নাকরে (২৩ সংখ্যক) ধৃত ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ সংস্করণের ৮৪৮ সংখ্যক পদরূপে মুদ্রিত নিম্নলিখিত পদটী হইতে বুঝা যায় ঃ —

নিকুঞ্জ মন্দিরে গুঞ্জরে ভ্রমর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিণ পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কান্ত ন আব॥
সজনি বচহ হেন উপায।
মধুমাসে যব মাধব আওব
বিরহ-বেদন যায়॥

অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভই গেল
ধনু শব করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চচল হমারি মাথ॥
যে কুলে বিরহ ভসম করিল
তিসর লোচন আগি।
পুন হরি কুলে জনম লভিল
হমারি বধক লাগি॥

ভনে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
আকুল ন কর চিত।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবি সহিত॥

এই পদে মৈথিল পদের "সাহর মজর" 'নিকুঞ্জ মন্দিরে' হইয়াছে ; সম্ভবতঃ বৈষ্ণবীয় আবেষ্টনী সৃষ্টির চেষ্টায়, অথবা 'সাহর মজর' (সহকার মঞ্জুরিত) শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারায়। 'তেজি পড়াএল' শব্দ পড়িতে না পারায় বা শোনার দোষে নিরর্থক বা গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট 'ভাজি পলাওল' হইয়াছে [যাহার অর্থ করা হইয়াছে (নাথ "অনঙ্গের ভয়ে) ভাগিয়া পলায়ন করিল" —অমূল্য বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্র মিত্র সংস্করণ ৮৪৮ পদের অনুবাদ]। 'এক বেরি হরে ভসম কএলাহে' প্রভৃতি সঙ্গতিহীন 'যে কুলে বিরহ' এবং 'পুনু অহির কুল জনম লেলহ' অর্থহীন "পুন হরিকুলে জনম লভিল' রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রচলিত পদে মৈথিল পদের শেষ চারি চরণ অর্থাৎ "জএো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা" ইত্যাদি নাই। তবে মৈথিল পদে ভনিতা পাওয়া যায় নাই, বাংলাপদে পাওয়া যাইতেছে।

—"(কাম) অঙ্গজ ছিল, অঙ্গশূন্য (আকার শূন্য) হইল।" রিবাড়ল—তাড়া করিল; পড়াএল—পালাইল; ওড়ল—দেখাইয়া দিল, ধরাইয়া দিল। দুসহ লোচন আগী—দুঃসহ নয়নাগ্নির দ্বারা; অহির—গোপ; মেলওঁ—নিক্ষেপ করি; জাহেরি—যাহার; কাঁ—কেন; আনক—অন্যের।

অনুবাদ—সহকার মঞ্জুরিত হইয়াছে, ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। কোকিল পঞ্চম গান করিতেছে। দক্ষিণ পবন বিরহ-বেদনা বহিয়া (আনিতেছে), নিষ্ঠুর কান্ত আসে না। সখি, সেইরূপ উপায় কর মধুমাসে যাহাতে মাধব আসে ও বিরহ বেদনা যায়। ('অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ' এই পংক্তির অর্থ হয় না। উহার পাঠ এমন কিছু ছিল যাহার অর্থ—যে অনঙ্গ ছিল, সে অঙ্গ যুক্ত হইল।) হাতে ধনুঃশর লইয়া (ধাবিত হইল,) নির্দ্দয় নাথ আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন, মদন আমাকে ধরিল। একবার হর দুঃসহ লোচনাগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়াছিলেন, পুনর্বার বিরহীকে বধ করিবার জন্য গোপকুলে জন্ম লইল। ওরে বিধাতা, যদি তোকে পাই, বাঁধিয়া অন্ধকূপে নিক্ষেপ করি, যাহার নাথ বিচক্ষণ নয় তাহাকে রূপ দিস্ কেন? অন্যের পক্ষে রূপ মঙ্গল করে, (কিন্তু) আমার (পক্ষে) কাল হইল। দিন দিন দুঃখ সহ করিতে পারি না, অধিক ভার হইল।

(১৮৯)

সখি হে বৈরি ভেল মোর নিন্দ।
মদন-খর-শরে দেহ জরজর
ছাড়ি চলল গোবিন্দ ॥

জে পথে গেল মোর প্রাণ-বল্লভ
সে পথ বলিহারি যাও।
চাঁপা নাগেশর কি ফুল ফুটল
কোকিল ঘন করে রাও ॥

এ কুলে গঙ্গা ও কুলে যমুনা
মাঝে চন্দন কোক।
যে কানুর গুণে হিয়া জরজর
সে কানু সে দিল শোক ॥

ভনে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
মনে না করিহ রোখ।
রাজা শিবসিংহ রূপ নরায়ণ
যাহাঁ গুণ তাহাঁ দোখ ॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ২ (পদরত্নাকর), অ ৮৫১

শব্দার্থ—কোক—চক্রবাক; রোখ—রোষ।

অনুবাদ—হে সখি, নিদ্রা আমার শত্রু হইল। মদনের তীক্ষ্ণ শরে দেহ জর্জরিত, (অথচ) গোবিন্দ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যে পথে আমার প্রাণবল্লভ গেল, সে পথের (শোভার) বলিহারি যাই। (সে পথে) চম্পক, নাগেশ্বর প্রভৃতি কুসুম ফুটিল এবং কোকিল ঘনরব করিল। এদিকে (মানস) গঙ্গা, ওদিকে যমুনা, মাঝে চন্দন ও চক্রবাক। যে কানুর গুণে আমার হিয়া জরজর সেই আমাকে দুঃখ দিল। বিদ্যাপতি বলেন হে যুবতী, শুন, মনে রাগ করিও না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ। যেখানে গুণ, সেখানেই দোষ।

মন্তব্য—এই পদের ভাব বা ভাষা কিছুই বিদ্যাপতির মতন নহে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত (১৮৮) পদের ন্যায় এখানেও মূল পদ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া এই রূপ ধারণ করিয়াছে।

(১৯০)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব॥

বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ যেন নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ার গলার মালা ত পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখগান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥

প. স পৃঃ ১০৮, অ ১০৬৭

অনুবাদ—কি করিব, কোথায় যাইব, স্বস্তি পাই না; কঠিন প্রাণ কি জন্য আছে, কেন যায় না! প্রিয়ের জন্য আমি কোন দেশে যাইব, রজনী প্রভাত হইলে কাহার মুখের দিকে চাহিব? বন্ধু আমার দূর দেশে যাইবে, আমি শোকে মরিব। লোকে যেন আমার (মুখ) না দেখে, আমি সাগরে প্রাণত্যাগ করিব; না হয়, প্রিয়ের গলার মালা পরিয়া দেশে দেশে যোগিনী হইয়া ভ্রমণ করিব। বিদ্যাপতি কবির এই দুঃখগীতি রাজাশিবসিংহ ও লখিমা ইহার প্রমাণ।

(১৯১)

কীর কুটিল মুখ ন বুঝ বেদন দুখ
বোল বচন পরমানে।
বিরহ বেদন দহ কোক করুন সহ
সরূপ কহত কে আনে॥
হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলী।
জোহইতে ধাবও কতহু ন পাবও
মুরছি খসওঁ কত বেলী॥

গিরি নরি তরুঅর কোকিল ভ্রমর বর
হরিন হাথি হিমধামা।
সভক পরওঁ পয় সবে ভেল নিরদয়
কেও ন কহে তসু নামা॥
মধুর মধুর ধুনি নেপুর রব সুনি
ভমওঁ তরঙ্গিনি তীরে।
মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল
নয়ন বিমুঞ্চোঁ নীরে॥

হরি হরি কোন পরি মিলতি সে পরসনি
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
লখিমা দেইপতি সকল সুজন গতি
নৃপ সিবসিংঘ রস জানে॥

ন. গু. (নানা) ৩, অ ১০০১

১৯০। মন্তব্য—ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব রাধামোহনঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃত সমুদ্রে এইপদ বিদ্যাপতির বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, কবি ও রসজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মতামত খুব শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য। এই পদের ভাষা একেবারে বাংলা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার ভাবটী সুন্দর। বিদ্যাপতিকে কি ভাবে বাঙ্গালীরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন এই পদের ভাষা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

১৯১। মন্তব্য—নগেন গুপ্ত মহাশয় কোন প্রাচীন পুঁথিতে এই পদ পান নাই, লোকমুখে শুনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। উর্বশীর বিরহে পুরুরবার খেদ এই পদের বিষয়। বিদ্যাপতির রচনাশৈলীর সহিত কেবল "গিরিনদী তরুবর কোকিল ভ্রমর, হরিণ হস্তী ও চন্দ্রকে" উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসায় মেলে। নায়িকার বিভিন্নঅঙ্গের সঙ্গে উহাদের তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য অংশ বৈশিষ্ট্য হীন।

শব্দার্থ—কীর—শুকপক্ষী ; কোক—চক্রবাক ; উরবসি—উর্ব্বশী ; জোহইতে—খুঁজিতে ; বেলী—বার ; নরি—নদী ; হিমধামা—চন্দ্র ; ভ্রমওঁ—ভ্রমণ করি।

অনুবাদ—সত্য কথা বলিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ বেদনার দুঃখ বুঝে না। চক্রবাক বিরহ বেদনে দগ্ধ, কাতরতা সহ্য করে, অপর কে সত্যকথা কহিবে ? হায় হায় আমার উর্ব্বশী কি হইল ? তাহাকে খুঁজিতে দৌড়াইতেছি, কোথাও পাইতেছি না ; কতবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি। গিরি নদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র সকলের পায় পড়িতেছি, সকলে নির্দ্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে না। মধুর নূপুরের মধুর ধ্বনি শুনিয়া তরঙ্গিণী তীরে ভ্রমণ করি, আমার কপালে কলহংস নাদ হইল (নূপুরের ধ্বনি ভ্রমে যাহার অনুসরণ করিলাম তাহা কলহংসের রবে পরিণত হইল।) নয়নে অশ্রু ত্যাগ করি। হায় হায়, কেমন করিয়া সে প্রসন্ন হইয়া মিলিবে ? বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, লখিমাদেবীর পতি, সকল সুজনের গতি, নৃপ শিবসিংহ রস জানেন।

(১৯২)

সপনে দেখল হরি গেলাহুঁ পুলকে পূরি
জাগল কুসুমসরাসন রে[১]।
তাহি অবসর গোরি নীন্দ ভাঙ্গলি মোরি
মনহি মলিন ভেল বাসন রে[২]।
কী সখি পওলহ সুতলি জগওলহ
সপনেহুঁ সঙ্গ ছড়ওলহ রে।
সামর সুন্দর হরি রহল আঞ্চর ধরি
ফোঅইতেঁ কিঙ্কিনি মালা রে[৩]।

আওর কহব কত রস উপজল জত
কে বোল কাহ্নু গোআলা রে।
সসরি সগনসিম হরি গহলিহুঁ গিম
মুখে মুখে কমল[৪] কমল মিলুরে
পূরলি সকল[৫] সিধি সহজেঁ আইলি নিধি[৬]
তোর দোখে দইব অধোলিলিহু রে[৭]
ভনই বিদ্যাপতি আবে রে বরযুবতি
অনুসঅ পেম পুরাণা রে।

রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমাদেবী রমানা রে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩০৫
রাগতরঙ্গিনী, পৃষ্ঠা ৫৪

অনুবাদ—স্বপ্নে হরিকে দেখিলাম, মন পুলকে পূর্ণ হইল, মদন জাগিয়া উঠিল ; সেই অবসরেই গোরি ! তুমি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিলে, মনের বাসনা মলিন হইয়া গেল। সখি ! জাগিয়া শুইয়া থাকিয়া আর কি পাইলাম ? স্বপ্নেও যে মিলন হইতেছিল তাহা ভঙ্গ হইল। (স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম) শ্যামল সুন্দর হরি আমার অঞ্চল ধরিয়া আছেন, কিঙ্কিনীরবন্ধন খুলিতেছেন। (মিলনে) কত রস যে মিলিল তাহা আর কি বলিব। কে বলে কানাই গোয়ালা (অপ্রসিদ্ধ) ? শয্যার প্রান্তে আসিয়া হরি কণ্ঠ-গ্রহণ করিলেন মুখে মুখে মিলিল, যেন ভ্রমর কমলে বসিল (রা. ত. পাঠ্য)। সকল সিদ্ধি লাভ হইল, সহজেই নিধি হাতে আসিল। তোর দোষে দৈব আমার নিধি কাড়িয়া লইল। বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতী ! পুরাতন প্রেম অনুসরণ কর। লখিমাদেবীর রমণরূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ।

রা. ত. পাঠান্তর—(১) হে (২) 'তাহি অবসর গোরি' প্রভৃতি চরণ রা. ত. তে নাই এবং পরবর্ত্তী চরণে 'কী সখি'র পূর্ব্বে 'আরে' শব্দ আছে। (৩) কিঙ্কিনিগোরা হে (৪) ভমর (৫) মনক (৬) আনি দেহলি বিহি (৭) দৈব অছোরি লেল হে।

রাগতরঙ্গিনীতে ভণিতাযুক্ত চরণ নাই, অথবা ইহা বিদ্যাপতির রচনা একপ কোন নির্দ্দেশ নাই ; সেইজন্য নগেন গুপ্ত মহাশয় এটিকে তাঁহার সংগ্রহে স্থান দেন নাই।

(১৯৩)

কত ন দিবস লএ অছল মনোরথ
হরি সয়ঁ বঢ়াওব[১] নেহা।
সে সব সফল ভেল বিহি অভিমত[২] দেল
সহজে[৩] আএল মঝু[৪] গেহা॥
মাই হে[৫] জনম কৃতারথ ভেলা।
বদন নিহারি অধর মধু পিবিকহু[৬]
হরি পরিরম্ভন দেলা॥
পীন পওধর হরখি পরসি[৭] করু
নিবিবন্ধ খোএলহি[৮] পানী।
পুলকেঁ পুরল তনু মুদিত কুসুমধনু
গাবএ সুললিত বানী॥[৯]
তোয়ঁ ধনী পুনমতি সব গুন গুনমতি
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমান॥

নেপাল ২৩৬, পৃ ৮৫ক, পং ৪ ; ন. গু. তালপত্র ৮১৮, অ ৮১৯।

শব্দার্থ—লএ—ধরিয়া ; সঁয়—সহিত ; কৃতারথ—কৃতার্থ ; পরিরম্ভন—আলিঙ্গন ; হরখি—হর্ষে ; খোএলহি—খুলিল ; পুনমতি—পুণ্যবতী।

অনুবাদ—কতদিন হইতে মনোরথ ছিল, হরির সহিত স্নেহ বাড়াইব। সে সকল সফল হইল, বিধি অভিমত দিল, (মাধব) সহজে (আপনি) আমার গৃহে আসিল। সখি, জন্ম কৃতার্থ হইল, বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অধরমধু পান করিয়া হরি আলিঙ্গন দিল। হর্ষিত হইয়া পীন পয়োধর স্পর্শ করিল, হস্তদ্বারা নীবিবন্ধ খুলিল। তনু পুলকে পূর্ণ হইল, কুসুমধনু মদন আনন্দিত হইয়া সুললিত গান করিতেছে। বিদ্যাপতি কবি কহেন, ধনি, তুমি পুণ্যবতী, সকল গুণে গুণবতী। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর বল্লভ।

(১৯৪)

হরিরব সুনি হরি গোভয় গোভরি
গোতম গোধর লোটাইবে॥
হরি রিপু রিপু সুখ বিদিসর সলদেয়।
গোদিসে বিদিসে বৈরাইবে॥
এ হরি জদি তোহে পরবস পেমে বিরত বস।
বচন দএ রাখিঅ রাহী রে।
কুম্ভতনয় ভোজন সুত সুন্দরি
মুখ বসিঅবনত ভেলারে।
সাগ সমীর বাজ জনি তুজগী
হরি বিনু সুহহ হুন বোলরে।
সমন্দলি সসিমুখি সাতে বরণ দেলেখি
তেজ সরাপদ দিয় জানি রে
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
বিদ্যাপতি কবি বানি রে॥

নেপাল ১০৩, পৃ ৩৮ক, পং ৫

এই প্রহেলিকার অর্থ উপলব্ধ হইল না।

১৯৩। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) লাওব (২) সে সব সুফল ভেল বিহি অভিমত (৩) সহজই (৪) মোর (৫) সখি হে (৬) অধর রস পিউলহি (৭) হরসি পরসলহি (৮) ফোএলহি (৯) "তখনে উপজু রস ভেলিহু পরবস বোললহি সুললিত বানি।" ইহার পর "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে

(১৯৫)

হরি সম আনন হরি সম লোচন
হরি তহঁা হরি বর আগী।
হরিহি চাহি হরি হরি ন সোহাবএ
হরি হরি কএ উঠি জাগী॥
মাধব হরি রহু জলধর ছাঈ।
হরি নয়নী ধনি হরি-ঘরিনী জনি
হরি হেরইত দিন জাঈ॥

হরি ভেল ভার হার ভেল হরি সম
হরিক বচন ন সোহাবে।
হরিহি পইসি জে হরি জে মুকাএল
হরি চঢ়ি মোর বুঝাবে॥
হরিহি বচন পুমু হরি সয়ঁ দরসন
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেঈ রমানে॥

ন.গু. (প্র) ৫, অ ৯৮৩

এই প্রহেলিকার অর্থ উপলব্ধ হইল না।

(১৯৬)

হরি পতি বৈরি সখা সম তামসি
রহসি গমাবসি রোই।
সমন পিতা সুত রিপু ঘরিনী সখ
সুত তনু বেদন হোই॥
মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খানী।
পুররিপু তিথি রজনী রজনীকর
তাহু তহ বড়ি হীনী॥

দিবিসদ পতি সুঅ সুঅ রিপু বাহন
ভখ ভখ দাহিন মন্দা।
ব্রহ্মনাদ সর গুনিকহু খাইতি
ছাড়ি জাএত সবে দন্দা॥
সারঙ্গ সাদ কুলিস কএ মানএ
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমানে॥

ন.গু. (প্র) ১০, অ ৯৮৮

এই প্রহেলিকার অর্থ উপলব্ধ হইল না।

(১৯৭)

অজর ধুনী জনি রিপু সুঅ ঘরিনী
তা বন্ধু ন দেঅএ রাহী।
তেসর দিগপতি পতনে সতাবএ
বড় বেদন হরি চাহী॥
মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খীনী।
মহিখাতনঅ ভান ছিল তা বিধু
দেহ তুবরি তা জীনী॥

রাজাভসন দবস কণ্ঠীরব
অছিক দহিন সতাবে।
লাএ তমোর জীবে তবে খাইতি
জদি ন আওব পরথাবে॥
কাকোদর প্রভু রিপু ধ্বজ কিঙ্কর
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে॥

ন. গু. (প্র) ১১, অ ৯৮৯

এই প্রহেলিকার অর্থ উপলব্ধ হইল না।

(১৯৮)

হরি রিপু রিপু সুঅ অবিরল ভূসন
তোসু ভোঅন অছ ঠামে।
পঞ্চবদন অরি বাহন রিপু
তনু তসু পএলে নামা ॥
মাধব কত পরবোধী রামা।
সুরভিত তনয় পতি সিরোমনি
ভুসন বহত জনম ধরি ঠামা ॥
কত দিন রাখবি আসে।
কি হব ধাম বেদ গুনি খাইতি
জদি ন আওব তোহেঁ পাসে ॥
সুরতনয়া সুত দএ পরবোধলি
বাঢ়তি কওন বড়াই।
অম্বর সেখ লেখ দএ আশীষ
বিহি হলু ঝগর ছড়াই ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
তোঁহ অছ জীবন অধাবে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
একাদস অবতারে ॥

নেপাল ২৪৬, পৃঃ ৮৯ ক, পং ২ ; ন.গু. (প্রহেলিকা) ১৪, অ ৯৯২

নেপাল পুঁথিতে শেষ চারি পংক্তি নাই, শুধু 'বিদ্যাপতীত্যাদি' আছে। ন.গু. উহা কোথাও পাইয়া যোগ করিয়া দিয়াছেন।

এই পদের অর্থ উপলব্ধ হয় নাই।

(১৯৯)

হরি রিপু প্রভু তনয়
সে ঘরিনী সে তুলনারূপ রমনী
বিবুধাসন সম বচন সোহাওন
কমলাসন সম গমনী ॥
সাএ সাএ জাইতে দেখলি মগ
জিনএ আইলি জগ
বিবুধাধিপ পুর গোরী ॥
ঘটজ অসন সুত দেখিঅ তইসন মুখ
চঞ্চল নয়ন চকোরা।
হেরিতহি সুন্দরি হরি জনি লএ গেলি
হরিরিপুবাহন মোরা।
উদধিতনয় সুত সিন্দুরে লোটাএল
হাসে দেখলি রজকান্তি ॥
খটপদবাহন কোস বইসাওল
বিহিলিহু সিখরক পাঁতী ॥
রবিসুততনয় দইএ গেলি সুন্দরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে ॥

নেপাল ১৬৬, পৃঃ ৫৯ক, পং ৩ ; ন.গু. (প্র) ১৩ ; ৯৯১

নেপাল পুঁথির ভনিতার চরণ অপূর্ণ। সম্ভবতঃ ইহার পরে—"রাজা শিবসিংঘ রূপনরাএন লখিমা দেবি রমানে" ছিল অনুমান করিয়া নগেনবাবু এই দুই চরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। পদের অর্থ উপলব্ধ হয় নাই।

(২০০)

পঙ্কজবন্ধুবৈরিকো বন্ধব
তসু সম আনন সোভে।
নয়ন চকোর জোড় জনি সঞ্চর
তথিহু সুধারস লোভে॥
সখি হে জাইতে দেখলি বর রমনী।
হরকঙ্কন আনন সম লোচন
তসু বর বাহন গমনী॥

সৈসব দসা দোনে পরিপাললি
তসু সম বোলইতে বানী।
গিরিজাপতি রিপু রূপ মনোহর
বিহি নিরমাউলি সআনি॥
সিন্ধু বন্ধু গিরি তাত সহোয়র
পীন পয়োধর ভারা।
দুই পথ ছাড়ি তেসর নহি সঞ্চর
হারা সুরসরি ধারা॥

অপুরুব রূপে জে বিহি নিরমাউলি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই বিরমানে॥

ন.গু. (প্র) ১৬, অ ৯৯৪

অর্থ সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইল না।

(২০১)

হর রিপু তনয় তাত বিপু ভূসন
তা চিন্তা মোহি লাগী।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
উঠলি চতুর ধনি জাগী॥
মাধব তেঁ তনু খিনি ভেলি বালা।
হরি হেরইতে চিন্তাএঁ মনে আকুলি
কঠিন মদন সর সালা॥

পুনু চিন্তহ হরি সারঙ্গ সবদ সুনি
তা রিপু লএ পএ নামা।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
অপজস রহ নিজ ঠামা॥
তরনি তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে॥

ন.গু. (প্র) ১৭, অ ৯৯৫

অর্থ উপলব্ধ হইল না।

(২০২)

মাধব দেখলি মোয়ঁ সা অনুরাগী।
মলয়জ রজ লএ সম্ভু উকুতি কএ
উরজ পুজএ তুঅ লাগী॥

ভব হিত অরি ভগিনী পতি জননী
তনয় তাত বন্ধু রূপে।
নাগসিরজ সির সোভ দুখজ সম
দেখল বদন সরূপে॥

খগপতি পতিপ্রিয় জনক তনয় সম
বচনে নিরূপলি রমনী।
সুরপতি অরি দুহিতা বরবাহন
তসু অসন সম গমনী॥

তুঅ দরসন লাগি উপজল বিসধর
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে॥

ন. গু. (প্র) ১৯, অ ৯৯৭

অর্থ উপলব্ধ হইল না।

(২০৩)

সাজনি নিহুরি ফূকু আগি।
তোহর কমল ভ্রমব দেখল
মদন উঠল জাগি॥

জেঁা তোঁহ ভাবিনি ভবন জৈবহ
ঐবহ কোনহু বেলা।
জেঁা ঈ সঙ্কট সেঁা জী বাঁচত
হোয়ত লোচন মেলা॥

ভন বিদ্যাপতি চাহথি জে বিধি
করথি সে সে লীলা।
রাজা সিবসিংঘ বন্ধন মোচন
তখন সুকবি জীলা॥

ন. গু. (নানা) ৭, অ ১০০৫

শব্দার্থ—নিহুরি—হেঁট হইয়া; ফূকু—ফুঁ দিতেছ; জৈবহ—যাইবে; ঐবহ—আসিবে।

অনুবাদ—সখি! হেঁট হইয়া আগুনে ফুঁ দিতেছ। তোমাব (কুচ) কমল ভ্রমব দেখিল, মদন জাগিয়া উঠিল। ভাবিনি, তুমি যদি গৃহে যাইবে, কোন সময় আসিবে? যদি এই সঙ্কটে জীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে নয়নের মিলন হইবে (দেখা হইবে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বিধি যাহা চাহেন সেই সেই লীলা করেন। রাজা শিবসিংহের বন্ধন মোচন হইলে, তখন সুকবি জীবন ফিরিয়া পাইবেন।

(২০৪)

মোবাহি জে অঁগনা চঁদনকের গাছে।
সৌরভে আবএ ভমর পচাসে॥
অরে অরে ভমরা ন ফেরু কবারে।
আঁচর সুতল অছ পহুম কুমারে॥

২০৩। মন্তব্য—এই পদে শিবসিংহের বন্দিত্বের উল্লেখ আছে। পদটী কোন পুরাতন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে শিবসিংহ বন্দী হইয়াছিলেন তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ মিলিত।

সঙ্গহি সখিএ সুত দেহরি ভইসুরে।
কইসে কএ বাহর হোএব বাজত নেপুরে ॥
গোড়হুক নেপুর ভেল জিব কালে।
নহু নহু পএর দওঁ উঠ ঝঁঝকারে ॥

মাই বাপে দএ হলু নেপুর গঢ়াই।
নেপুর ভঁগবইতে জিব অঁকুরাই ॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা রমানে ॥

ন. গু. (পরকীয়া) ১৪, অ ১০২৫

শব্দার্থ—অঁগনা—অঙ্গন; চঁদনকের—চন্দনের; পচাসে—পঞ্চাশ; ন ফেরু—খুলিও না; কবারে—কবাট; দেহরি—দেউড়িতে; ভইসুরে—ভাসুর; গোড়হুক—পায়ের; দএহলু—দিয়াছে; অঁকুরাই—আকুল হয়।

অনুবাদ—আমার অঙ্গনে যে চন্দনের গাছ আছে, তাহার সৌরভে পঞ্চাশ (অনেক) ভ্রমর আসে। ওরে ভ্রমর, কপাট খুলিও না; অঞ্চলে পদ্মকুমার শয়ন করিয়া আছে। সখী আমার সঙ্গেই শয়ন করে; ভাসুর বাহিরের দরজায়, কেমন করিয়া বাহির হইব? নূপুর বাজিবে। পায়ের নূপুর জীবনের কাল হইল। লহু লহু পা ফেলিলেও ঝম ঝম করিয়া উঠে। মা-বাপ এই নূপুর গড়াইয়া দিয়াছেন, (সেইজন্য) নূপুর ভাঙ্গিতে প্রাণ আকুল হয়। বিদ্যাপতি বলেন লখিমাবল্লভ শিবসিংহ এই রস জানেন।

(২০৫)

মোরাহিরে অঙ্গনা
পাকড়ী সুমু বালহিআ।
পটেবা আউস বাস
পরম হরি বালহিআ ॥
পটেবা ভইআ হীত নীত
সুন বালহিআ ॥
চোলরি এক বিনি দেহি
পরম হরি বালহিআ ॥
জয় হমে চোলরি
বীনহি সুন বালহিআ।
কাহ বিনউনী
দেহ পরম হরি বালহিআ ॥

লহুড়ী দেউ রাতাসনা
সুন বালহিআ।
ননদ বিনউনী দেঅঁ
পরম হরি বালহিআ ॥
চোলরি পহিরি হমে হাট গয়েঁ
সুন বালহিআ।
চোর পরীখন লাগু
পরম হরি বালহিআ ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবিআ
সুন বালহিআ।
রাএ সিবসিংঘ গুন জান
পরম হরি বালহিআ ॥

ন. গু. (পর) ১৩, অ ১০২৪

শব্দার্থ—পাকড়ী—পাকুড় গাছ; বালহিআ—বাল্যসখী; পটেবা—পটুয়া; চোলরি—কাঁচুলি; বিনিদেহি—বুনিয়া দাও; লহুড়া—লাড়ু; রাতাসনা—রাত্রে খাইবার; পরীখন লাগু—পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরম হরি—কথার মাত্রা।

অনুবাদ—শুন বাল্যসখি, আমার অঙ্গনে পাকুড় গাছ আছে। সখি, পটুয়া আসিল। ভাই পটুয়া, হিত নীতি-কথা শুন। একটা কাঁচুলি বুনিয়া দাও। (পটুয়ার উক্তি) যদি আমি কাঁচুলি বুনিয়া দিই, বিনুনির মূল্য কি দিবে? রাত্রে খাইবার জন্য লাড়ু দিব। ননদ বিনুনির মূল্য দিবে। কাঁচুলি পরিয়া আমি হাটে গেলাম। চোর কাঁচুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, রাজা সিবসিংহ গুণ জানেন।

(২০৬)

একহি বেরি অনুরাগ বঢ়াওল পঞ্চবাণ ভেল মন্দা।
অধর বিম্ববৎ জেতি ন পলিচ্ছএ ন হোঅএ দিবসক চন্দা।
মাধব তুঅ গুণে লুবুধলি রাহী
পিঅ-বিসরন মরনহুঁ তহ আগর তোহঁ নাগরসব চাহী।
দুই মনরভস তেসর নহি জানএ পরদএ সমন্দএ ন জাই।
চিন্তাএ চেতন অধিক বেআকুল রহলি, সুমুখি রহলিসির লাই।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মধুবপতি তোহেঁ ছড়ি গতি নহি আনে
বিসবাস দেবিপতি রসকোবিন্দক নৃপতি পদুমসিংহ জানে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৬৫

অনুবাদ—মাত্র একবার অনুরাগ দেখাইলে; (তারপর তোমার) কাম শিথিল হইল। (নায়িকার) অধর আর বিম্ববৎ শোভা পায় না, দিবসে চাঁদ শোভা পায় না (বিরহে নায়িকা খিন্ন হইয়াছে)। মাধব! তোমার গুণে রাই লুব্ধ হইয়াছিল। দয়িত যদি ভুলিয়া যায় (সে কষ্ট) মরণের বাড়া হয়, (বিশেষ করিয়া) তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ নাগর। দুইজনের মনের আনন্দ তৃতীয় জানে না, পরকে সংবাদও দেওয়া যায় না। সুন্দরী চিন্তায় (উদ্বেগে) অত্যধিক ব্যাকুল হইয়াছে, মাথা নীচু করিয়া আছে। বিশ্বাসদেবীর পতি রসজ্ঞ রাজা পদ্মসিংহ জানেন।

(২০৭)

হেরিতহি দীঠি চিহ্নসি হরি গোরী।
চাঁদ কিরন জইসে লুবুধি চকোরী॥
হরি বড় চেতন তোরি বড়ি কলা।
তেসর ন জানএ দুই মন মেলা॥

মোঞে তঞো ভাব লাগি ভল দুজনা।
মনসিজ-সর-সন্ধান তরুনা॥
জীবন মাহ জোবন দিন চারী।
তথিহি সকল রস অনুভব নারী॥

ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাএ অরজুন কমলা দেই কন্ত॥

তালপত্র ন. গু. ৯৯; অ ১১১

শব্দার্থ—হেরিতহি দীঠি—চোখে দেখিয়াই; গোরী—গৌরী; চেতন—চতুর; তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি; মোঞে—আমি; তঞো—তাই; মাহ—মধ্যে।

অনুবাদ—সুন্দরি, নয়নে দেখিতেই হরিকে চিনিস্, যেমন লুব্ধ চকোরী চন্দ্রকিরণকে (চিনে)। হরি বড় চতুর, তোর বড় কলা, দুই মনের মিলন তৃতীয় জন জানে না। আমি সেই কারণে (বিবেচনা করি) দুইজনে ভাল ভাব লাগিল। মনসিজের শরসন্ধান তরুণ (প্রবল)। জীবনের মধ্যে যৌবন চার দিন অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, তাহার মধ্যেই নারী সকল রস অনুভব করে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, রসিক (ব্যক্তি) বুঝ, রাজা অর্জুন কমলাদেবীর পতি।

২০৭। মন্তব্য—শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের সহোদর ভ্রাতার নাম ত্রিপুরসিংহ; ত্রিপুরসিংহের পুত্র হইতেছেন অর্জুন। শিবসিংহের রাজ্যাবসানের পর কবি অর্জুনসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই।

(২০৮)

ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহি পিঅ কণ্ঠ গহএ জুবতী ॥
আজু অপন মন থির ন রহে।
মধুকর মদন সমাদ কহে ॥
ভনই সরস কবি রস সুজান।
ত্রিপুরসিংঘসুত অরজুন নাম ॥

তালপত্র ন. গু. ১২১, অ ১২০

শব্দার্থ—জনি—যেমন; তহি—সেইরূপ; গহএ—গ্রহণ করে; সমাদ—সম্বাদ।

অনুবাদ—ললিতা লতা যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ যুবতী প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে। আজ আমার মন স্থির থাকিতেছে না, মধুকর মদনের সংবাদ কহিতেছে। সরস কবি (বিদ্যাপতি) কহিতেছেন, অর্জ্জুন নামে ত্রিপুরসিংহের পুত্র রস উত্তম জানেন।

(২০৯)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুঅঙ্গম[১]
জলধর[২] বিজুরি[১০] উজোর।
তরুন তিমির নিসি[৩] তইঅও চললি[১১] জাসি
বড় সখি সাহস তোর ॥
সুন্দরি কওন[৪] পুরুস ধন জে তোর[১২] হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার ॥[৫]

আতর দুতর নরি[৬] সে কইসে জএবহ[৭] তরি
আরতি ন করিঅ ঝাপ[৮]।
তোরা অছ[১৩] পচসর তে তোহি নহি ডর
মোর হৃদয় বরু কাঁপ ॥[৯]

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জউবতি
সাহস কহহি ন জাএ।
অছএ জুবতি গতি কমলাদেই পতি
মন বস অরজুন রাএ ॥

তালপত্র ন. গু. ৩০০; নেপাল ১৭৭, পৃঃ ৬৩ ক, পং ৪; রামভদ্রপুর পদ ৪১৮, অ ২৮৯

শব্দার্থ—নিসিঅর—নিশাচর; ভম—বিচরণ করে; তরুণ—প্রবল; আতর—অন্তর; দুতর—দুস্তর; নরি—নদী; জএবহ—যাইবে; ঝাপ—গোপন।

অনুবাদ—রাত্রে নিশাচর (ও) ভীষণ সর্প ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মেঘে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে; রাত্রি গভীর অন্ধকার, তবুও তুই চলিয়া যাইতেছিস। সখি, তোর বড় সাহস দেখিতেছি। সুন্দরি, সে পুরুষ রতন কোন জন, যে তোর

২০৯। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর:—(১) ভুঅঙ্গম (২) জলধরে (৩) রাতি তেঅয় চলি জাসি (৪) সাজনি কমন (৫) জা হেরি উদেসে অভিসার (৬) অগাঅএল যে জীগুন (৭) জাএ বহ (৮) আরতি দেবহ আগে (৯) 'কাঁপে'—ইহার পর "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

রামভদ্রপুর পুঁথির পাঠান্তর:—(১) ভুঅঙ্গম (১০) বিজু (১১) চলল (৪) সুন্দরি কমন (১২) তোহর (৫) জা হেরি উদেসে অভিসার (৬) আগে তও জৌন নরি (১৩) অছি।

মন হরণ করিয়াছে, যাহার লোভে অভিসারে চলিয়াছিস্। অন্তরে (মধ্যে) দুস্তর নদী, সে কেমন করিয়া পার হইয়া যাইবি? আরতি (প্রেম) গোপন করিও না। তোর পঞ্চশর আছে, সেই হেতু তোর ভয় নাই কিন্তু আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। বিদ্যাপতি বলে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, সাহসের (কথা) বলা যায় না অর্থাৎ অসীম সাহস, কমলাদেবীর পতি (যিনি) অর্জুন রাজার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করেন, (তিনি) যুবতীর গতি আছেন।

(২১০)

সহজ সিতল ছল চন্দ
সবতহ সে ভেল মন্দ।
বিরহ সহাইঅ নারি
জিবৈককে ন হনিঅ মারি।
সখি হে পিআকে কহব হম লাগী
অবহু মিঝাইঅ আগী।
পরসআে পেম বঢ়াএ
ধনি কুল ধম্ম ছড়াএ।

ই সবে কএল হমে মোহি
ইথি সব কারণ তোহি।
অনুসর মলয় সমীর
মনমথ সোভ সমীর।
ভল জন মন্দ বিকার
তথি নহি কওন পরকার।
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার
হোএব বিরহনরি পার।

রাএ অরজুন রস জান
গুণা দেবি রমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৬০৮

অনুবাদ—চন্দ্র সহজ শীতল ছিল, এখন সব প্রকারেই মন্দ হইল; প্রাণে না মারিয়া নারীকে বিরহযন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে। সখি! প্রিয়কে আমার হইয়া বলিবে এখন যেন আগুন নিভায়। সুন্দরীর কুলধর্ম্ম ছাড়াইয়া পরের সঙ্গে প্রেম করাইয়া দিলাম। এ সব কাজ তাহার জন্যই আমি মুগ্ধ হইয়া করিলাম। মলয়সমীরকে অনুসরণ কর। ভাল লোক যখন মন্দ হয়, তখন কোন উপায়ে সংশোধন করা যায় না। সুকবি কণ্ঠহার বলেন, বিরহনদী পার হইবে। গুণাদেবীর পতি অর্জ্জুন রায় এই রস জানেন।

(২১১)

সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও
কেবল কমল পরাগে।
মাধবিকা মধু পিবহি ন পারএ
কোকিল দে উপরাগে॥
সাজনি সাজনি সাজনি সাজনি
সুনহি সাজনি মোরী।
বালম্ভু সেঁ। মঝু দীঠি মিলাবহি
হোইহেঁ। দাসী তোরী॥

পাড়রি পরিমল আসা পূরঅ
মধুকর গাবএ গীতে।
চাঁদিনি রজনী রভস বঢ়াবএ
মোপতি সবে বিপরীতে॥
হৃদয়ক বাউলি কহিঅ পর জন্মু
তোঁহো কহো সয়ানী।
বিমু মাধব রে মধু রজনী জাইতি
মীন কি জীব বিমু পানী॥

বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবএ
হোউ উপদেসৌ রসমন্তা।
অরজুন রাএ চরণ পএ সেবহি
গুনা দেই রানি কন্তা॥

তালপত্র ন. গু. ৭২৫, অ ৭২১

শব্দার্থ—মজ্জি—মজ্জিত হইয়া ; বিথরও—বিস্তার করে, বিকীর্ণ করে ; উপরাগ—ভর্ৎসনা ; মিলাবহি—মিলাইয়া দিলে ; পাড়রি—পাটলী ফুল ; মোপতি—আমার প্রতি, আমার পক্ষে ; বাউলি—বাতুলতা।

অনুবাদ—সরোবরে মজ্জিত হইয়া সমীরণ কেবল কমল-পরাগ বিকীর্ণ করে। কোকিল মাধবী পুষ্পের মধু পান করিতে পারে না (সেই জন্য) উপরাগ (মৃদু ভর্ৎসনা) দেয় (করে)। সজনি, বল্লভের সহিত আমার দৃষ্টি মিলাইলে তোর দাসী হইব। পাটলী পুষ্পের পরিমলে আশা পূর্ণ করিয়া মধুকর গীত গান করে। জ্যোৎস্নারাত্রি আনন্দ বাড়ায় (কিন্তু) আমার পক্ষে সকলই বিপরীত। আমার মনের পাগলামি তোকে বলিতেছি, তুই চতুরা ; অপর কাহাকেও কহিও না, মাধব বিনা (কি) মধুরজনী কাটে ? মীন কি জল বিনা বাঁচে ? কবিবর বিদ্যাপতি এই গাহিতেছেন, রসজ্ঞ (ব্যক্তি) উপদিষ্ট হও, গুণাদেবী রাণী কান্ত অর্জ্জুন রাজার চরণ সেবা করেন।

(২১২)

কাননে কাননে কুন্দ ফুল।
পলটি পলটি তাহি ভমর ভূল॥
পুনমতি তরুনি পিয়া সঙ্গ পাব।
বরিসে বরিসে ঋতুরাজ আব॥

রঅনি ছোটি হো দিবস বাঢ়।
জনি কামদেব করবাল কাঁঢ়॥
মলয়ানিল পিব জুবতি মান।
বিরহিন-বেদন কেও ন জান॥

ভন বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত।
কুমর অমর জ্ঞানো-দেই কন্ত॥

তালপত্র ন. গু ৭২৩, অ ৭১৮

শব্দার্থ—পুনমতি—পুণ্যবতী ; করবাল—তরবারি ; কাঁঢ়—নিষ্কাশিত করে।

অনুবাদ—কাননে কাননে কুন্দফুল (ফুটিয়াছে), ফিরিয়া ফিরিয়া ভ্রমর তাহাতে ভুলিতেছে। পুণ্যবতী তরুণী প্রিয়তমের সঙ্গ পায় (মিলন হয়), বৎসরে বৎসরে ঋতুরাজ বসন্ত আসে। রাত্রি ছোট হইল, দিবস বাড়িয়াছে, যেন কামদেব তরবারি নিষ্কাশিত করিয়াছেন। মলয়ানিল যুবতীর মান নিঃশেষ করিতেছে (পান করিয়া মান নিঃশেষ করিতেছে ; মলয়ানিল বহিলে যুবতীর মান আর থাকিতে পারে না)। বিরহিণীর বেদনা কেহ জানে না। বিদ্যাপতি বসন্ত ঋতুর (কথা) কহেন, জ্ঞান দেবীর কান্ত কুমার অমর।

(২১৩)

জাউন বামুন তেজ সনান
জাউনি মা··············মন
জাউন বাড় ঘোকরী নাব
জাউন রসি কতে লাগাব॥

২১২। মন্তব্য—মিথিলা পঞ্জীতে কুমার অমরের নাম পাওয়া যায় না।

জাউ আএল কহব কাহী
বড় পরাভব পবন চাহী ॥
....
পিঠেক জাউ সেহ ও লহ বথি
অনল ফুকিঅ হেরি অম্বুর
সিসির পাবি সেহ ও ভেল দূর ॥

বুঝি (?)....................
জাউন বীব কে সে হোএত বাহর।
মনহি মনক বিগনে আব
তেসন সিংহ তইসন সিআবা ॥
সবস কবি বিদ্যাপতি গাব।
কেও নহি ঐসন জাউছ ভাব ॥

সকল জগত জাউ ছবণ
কুমব অমরসিংহ সর ॥

বামভদ্রপুব পুথি, ৪১০ সংখ্যক পদ

অক্ষব অনেকগুলি পড়িতে পাবা যায় নাই, তজ্জন্য ব্যাখ্যা কবা সম্ভব হইল না।

(২১৪)

কি আবে! নব জৌবন অভিবামা।
জত[১] দেখল তত কহএ[২] ন পাবিঅ
ছও অনুপম এক ঠামা[৩] ॥
হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম[৪]
পিক বুঝল অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতি[৫] তনু-রুচি
অও অতি সুললিত বানী ॥

কুচ-জুগ পর চিকুর ফুজি পসবল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন সব তারা[৬] ॥
লোল কপোল ললিত মনি-কুণ্ডল
অধব বিম্ব অধ জাঈ।
ভোঁহ ভ্রমব, নাসাপুট সুন্দব
সে দেখি কীব লজাঈ ॥[৭]

ভনই বিদ্যাপতি সে বব নাগরি[৮]
আন ন পাবএ কোঈ।
কংসদলন নাবায়ন সুন্দব
তসু রঙ্গিনী পএ হোঈ ॥[৯]

বা.গ.ত. পৃঃ ৮৫,
ন. গু. তালপত্র ১৪, অ ৫৯

শব্দার্থ—পারিঅ—পাবি; ছও—ছয়; কবিনি—হস্তিনী, অও—আব, ফুজি—খুলিয়া; পসারল—প্রসারিত হইল; অরুঝায়ল—জড়াইল; উগল—উদয় হইল; কীর—শুকপক্ষী।

২১৪। রা.গ.ত অনুসারে **পাঠান্তর**—'কি আরে!' নাই। (১) জেত (২) কহি (৩) বামা (৪) হিম (৫) বরণ পরিমলছবি (৬) বিহনি সবে তারা (৭) "লোল কপোল ....লজাঈ" পর্যন্ত নাই। (৮) সুন বড় জৌবতি (৯) তা সুর মান পএ হোঈ।

মন্তব্য—৩২১ ল.স (১৪৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে) লিখিত সেতুদর্পণীতে ধীরসিংহকে ত্রিপুরাজ কংসনারায়ণ বলা হইয়াছে; লক্ষ্মীনাথ বলেন "সংগ্রামে রিপুরাজ-কংস-দলন — প্রত্যক্ষ নারায়ণ" (3 A, R. B. Vol XI, P 426)। বিদ্যাপতি ধীরসিংহকে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী উৎসর্গ করিয়াছেন। উক্তগ্রন্থের ষষ্ঠ শ্লোকে বিদ্যাপতি ধীরসিংহকে কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই পদের উল্লিখিত "কংসদলন নারায়ণ সুন্দর" উপাধি দ্বারা বিদ্যাপতি ধীরসিংহের কথাই বলিয়াছেন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

অনুবাদ—আহা কি সুন্দর যৌবন। যত দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না, ছয় অনুপম (পদার্থ) এক স্থানে (আছে)। হরিণ, চন্দ্র, কমল, হস্তিনী, স্বর্ণ ও কোকিল; অনুমান করিয়া বুঝিলাম (এই ছয়) নয়ন, আনন, (শরীরের) সুগন্ধ, গমন, দেহের কান্তি ও সুমধুর বাণী (অর্থাৎ রমণী, হরিণ-নয়না, চন্দ্রবদনা, কমলগন্ধা, গজ-গামিনী, স্বর্ণকান্তি ও কোকিলকণ্ঠা)। স্তনযুগলের উপর কেশ মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল—যেন সুমেরু (পর্বতের) উপর চন্দ্রবিহীন তারাসকল মিলিয়া উদিত হইল। সুন্দর মণিমালা, কুণ্ডল কপোলে (ঝুলিতেছে), অধর দেখিয়া বিম্ব নীচে যায় (অর্থাৎ ওষ্ঠের লালিমা দেখিয়া বিম্বফল হীন হয়)। ভ্রূ ভ্রমরের (ন্যায়), সুন্দর নাসাপুট দেখিয়া শুক লজ্জা পায়। বিদ্যাপতি বলে, সেই শ্রেষ্ঠ নাগরীকে আর কেহ পায় না, কংসদলন সুন্দর নারায়ণের সে রঙ্গিণী হয়।

(২১৫)

মন পরবস ভেল পরদেশ নাহ।
দেখি নিসাকর তন উঠ দাহ[১]॥
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেস কন্ত॥
সুমরি সনেহ গেহ নহি ভাব[২]।
দারুন দাদুর কোকিল রাব॥
সুমরি সুমরি খসু নীবিবন্ধ আজ[৩]।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝ নৃপ রাঘব নব পচবান[৪]॥

গ্রিয়ার্সন ৬১; ন. গু. ১০০, অ ৬৯৮

শব্দার্থ—নাহ—নাথ; তন—তনু; দে মানস—দেহ ও মন; সুমরি—স্মরণ করিয়া; সনেহ—স্নেহ; ভাব—ভায়, ভাল লাগে না; সমাজ—সঙ্গ।

অনুবাদ—মন অন্য রমণীর অধীন হইল, এইজন্য নাথ বিদেশে (রহিলেন); চন্দ্রকে দেখিয়া দেহ দগ্ধ হইয়া উঠে। মদনের বেদনায় দেহ ও মন অন্ত হইতেছে; কান্ত বিদেশে, কাহাকে দুঃখ কহিব। (তাঁহার) স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ভাল লাগে না, কোকিল (ও) ভেকের রব দারুণ (মনে হয়)। (পূর্ব প্রেম) স্মরণ করিয়া আজ নীবিবন্ধ খসিতেছে, মনোরথ প্রবল হইয়াছে, ঘরে প্রাণনাথের সঙ্গ নাই। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সত্য কথা শুন, নৃপ রাঘবকে নব পঞ্চবাণ জানিও।

(২১৬)

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে।
অধর ন হাস বিলাস সখী সঙ্গ
অহনিস জপ তুঅ নামে॥
আনন সরদ সুধাকর সম তসু
বোলে মধুর ধুনি বানী।
কোমল অরুন কমল কুম্হিলায়ল[১]
দেখি মন অইলহুঁ[২] জানী॥
হৃদয়ক হার ভার ভেল সুবদনী[৩]
নয়ন ন হোএ নিরোধে।
সখি সব আএ[৪] খেলাওলি রঙ্গ করি
তসু মন কিছুও ন বোধে॥
রগড়ল চানন মৃগমদ কুঙ্কুম
সভ তেজলি তুঅ লাগি।
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি
অহোনিস রহইছি জাগি॥

২১৫। গ্রিয়ার্সনের পাঠান্তর—(১) ধাহ (২) আব (৩) সমরি সমরি খহু নিবিবন্দ আজ (৪) পচোবান।

২১৬। গ্রিয়ার্সনের পাঠান্তর—(১) কোমল কমল অরুণ কুম্হিলাএল (২) এলহুঁ (৩) সুবদনি (৪) সভ জায়।

দূতি উপদেস সুনি গুনি সুমিরল
তখনই চললহি ধাঈ।
মোদবতী পতি রাঘব সিংঘ গতি
কবি বিদ্যাপতি গাঈ॥

গ্রিয়ার্সন ৭৬ ; ন. গু. ৭৪৮ ; অ ৭৪৩

শব্দার্থ—বামে—বামাকে ; ধুনি- ধ্বনি ; কুম্ভিলায়ল—ম্লান হইল, যথা- কতদিন রহব কপোল কর লায়
রবিক অছইত কমলিনি কুম্ভিলায়॥

অর্থাৎ রবি থাকিতেও কমলিনী ম্লান হয় (গ্রিয়ার্সন কুম্ভিলায়ল শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'প্রস্ফুটিত' কিন্তু তাহার সহিত পরবর্ত্তী বর্ণনার সঙ্গতি হয় না)।

অনুবাদ—মাধব, বিরহিণী বামাকে দেখিলাম। অধরে হাসি নাই, সখী-সঙ্গে বিলাস (রহস্যালাপ) নাই, অহর্নিশি তোমার নাম জপ করিতেছে। শরচ্চন্দ্রের (ন্যায় তাহার) মুখ (পাণ্ডুবর্ণ ও মলিন) সে মধুর (অস্পষ্ট) ধনি করিতেছে মাত্র (কথা কহিতে পারিতেছে না)। কোমল অরুণবর্ণের কমল ম্লান হইল। বক্ষের হার ভার (বোধ) হইল, সুমুখীর নয়ন রুদ্ধ হয় না। সখীরা আসিয়া রঙ্গ করিয়া (তাহাকে লইয়া) খেলা করিল, (কিন্তু) তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম মুছিয়া ফেলিল, সমস্ত তোমার জন্য ত্যাগ করিল ; যেন জলহীন মীনের মত ফিরিতেছে, অহর্নিশি জাগিয়া রহিয়াছে। দূতীর উপদেশ শুনিয়া তিনি গুণশালিনীকে স্মরণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ধাইয়া চলিলেন। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, মোদবতীর পতি রাঘবসিংহ গতি (আশ্রয়)।

(২১৭)

ফিরি ফিরি ভমরা উনমত বল
কানন কানন কেসু ফুল॥
মোহি ভান লাগল কহওঁ কাহি
রিতুপতি বেকতাএল অসকসাহি॥

চন্দা উগি চণ্ডাল ভেল।
দ্বিজরাজ ধরমতা বিসরি গেল॥
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাঘব সিংঘ সোনমতি দেই কন্ত॥

ন. গু. ৭২৪ (মিথিলার পদ) ; অ ৭১৯

শব্দার্থ—উনমত—উন্মত্ত ; বল—বিচরণ করে ; কেসু ফুল—নাগকেশর ফুল ; মোহি—আমার ; ভান লাগল—মনে হইল ; বেকতাএল—ব্যক্ত হইল ; অসক সাহি—দুনিবার।

অনুবাদ—উন্মত্ত ভ্রমর ফিরিয়া ফিরিয়া কাননে কাননে নাগকেশর পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। আমার মনে হইল কাহাকে কহিব, দুনিবার বসন্ত ব্যক্ত হইল (প্রকাশ পাইল)। চন্দ্র উদয় হইয়া চণ্ডাল হইল, দ্বিজশ্রেষ্ঠের ধর্ম ভুলিয়া গেল (চন্দ্রের ধর্ম শীতল করা ; এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা করা ; তাহা না করিয়া চন্দ্র চণ্ডালের ন্যায় আমাকে যাতনা দিতেছে) [চন্দ্রের এক নাম দ্বিজরাজ]। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সোনমতী দেবীর কান্ত রসজ্ঞ রাঘব সিংহ বুঝেন।

মন্তব্য—রাঘবসিংহ ধীরসিংহের পুত্র ; শিবসিংহের খুল্লতাত হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ ; নরসিংহের পৌত্র রাঘবসিংহ ; সুতরাং রাঘবসিংহ সম্বন্ধে শিবসিংহের পৌত্রপর্য্যায়ভুক্ত। এই পদটী কবির শেষ বয়সের রচনা।

(২১৮)

মলয় পবন বহ।
বসন্ত বিজয় কহ॥
ভমর করই রোল।
পরিমল নহি ওর॥
ঋতুপতি রঙ্গ দেলা।
হৃদয় রভসঁ ভেলা॥
অনঙ্গ মঙ্গল মেলি।
কামিনী করথু কেলি॥
তরুন তরুনি সঙ্গে।
রইনি খেপবি রঙ্গে॥
বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি॥
কবি বিদ্যাপতি ভান।
মানিনী জীবন জান॥
নৃপ রুদ্র সিংঘবরু।
মেদিনি কলপ তরু॥*

তালপত্র ন. গু. ৬১২ ; অ ৬১৮

শব্দার্থ—বহ—বহিতেছে ; কহ—কহিতেছে ; নহি ওর—সীমা নাই ; রইনি—রজনী ; কেসু—কিংশুক ফুল ; জান—জানে।

অনুবাদ—মলয়পবন বহিতেছে, বসন্তের বিজয় কহিতেছে (ঘোষণা করিতেছে)। ভ্রমর রোল করিতেছে, পরিমলের সীমা নাই। ঋতুপতি রঙ্গ দিল, হৃদয়ে আনন্দ হইল। মিলিত হইয়া অনঙ্গমঙ্গল (গান করিতে করিতে) কামিনী কেলি করুক। তরুণী তরুণের সঙ্গে রজনী রঙ্গে কাটাইবে। বিরহীর বিপদের জন্য কিংশুক ফুলে যেন আগুন লাগাইয়া দিল (প্রস্ফুটিত হইল)। কবি বিদ্যাপতি কহেন, মানিনীর জীবন (বসন্তের প্রভাব) জানে। নৃপশ্রেষ্ঠ রুদ্রসিংহ মেদিনীতে কল্পতরু।

(২১৯)

লতা তরুঅর মণ্ডপ জীতি।[১]
নিরমল সসধর ধবলিএ ভীতি[২]॥
পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল।
রাত পরীহন পল্লব দেল॥
দেখহ মাই হে মন চিত লায়।
বসন্ত-বিবাহ কানন-থলি আয়॥[৩]
মধুকরি-রমনী[৪] মঙ্গল গাব।
দ্বিজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব॥
কক মকরন্দ হথোদক নীর।
বিধু বরিআতী ধীর সমীর॥
কনক কিংসুক মুতি তোরন তূল।[৫]
লাবা বিথরল বেলিক ফুল॥

---

* মন্তব্য—রাঘব সিংহের ভ্রাতা জগন্নারায়ণের পাঁচপুত্রের মধ্যে চতুর্থের নাম রুদ্রনারায়ণ।

রুদ্রসিংহ সম্বন্ধে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হরিসিংহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ—নরসিংহের পুত্র ধীরসিংহ—ধীরসিংহের পুত্র জগন্নারায়ণ—তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ)। পাঁচপুরুষ ধরিয়া কবির পক্ষে পদরচনা করা সাধারণ ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হয় না; কিন্তু বিদ্যাপতির দীর্ঘায়ুর আদর্শ বৈদিক শতশরৎ নহে, একশ পঞ্চাশ বছর, যথা "সাজনি জিবথু সএ পচাস।" (পদসংখ্যা ১৬২, ন. গু. ৬৪৪)

২১৯। রাগ ত. অনুসারে পাঠান্তর:—(১) জীঅ (২) ভিতি, ধবলীঅ (৩) "গাবহ মাঈহে মঙ্গল আএ। বসন্ত বিআহ বনে পএ আএ"। (৪) মধুকর-রমনী (৫) বলএ কেআহুতি তোরণ তুল।

কেসর কুসুম[৬] করু সিঁদুর দান।
জওতুক পাওল মানিনি মান ॥
খেলএ কউতুক[৭] নব পঁচবান।
বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় কএ ভান ॥
অভিনব নাগর বুঝয় বসন্ত।[৮]
মতি মহেস রেনুকা দেই[৯] কান্ত ॥

ন. গু. তালপত্র ৬০৯ ; অ ৬১৫ ; রা গ ত. পৃঃ ৫৫৯ ;

শব্দার্থ—তরুঅর—তরুবর ; জীতি—জয় করিল ; ভীতি—ভিত্তি ; পউঅ—পদ্ম ; অইপন—আলিপনা ; পরীহন—পরিধান ; দুজবর—দ্বিজবর ; হথোদক—হস্তোদক, হাতের জল ; বরিআতী—বরযাত্রী ; লাবা—খই ; বিথরল—বিস্তার করিল।

অনুবাদ—লতা তরুবরকে (আচ্ছাদন করিয়া) মণ্ডপকে জয় করিল ; নির্ম্মল শশধর ভিত্তি ধবল করিল, (জ্যোৎস্নালোকে যেন চূণ ফিরাইয়া দিল)। মৃণালের উত্তম আলিপনা হইল, পল্লব নিশীথ বস্ত্র দিল। হে সখি, স্থিরচিত্তে দেখ, বনস্থলীতে আজ বসন্তের বিবাহ। ভ্রমরীগণ হুলুধ্বনি দিতেছে, পুরোহিত কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে। মকরন্দ হস্তোদক নীর করিল। চন্দ্র ও ধীর সমীরণ বরযাত্রী হইল। কনকবর্ণ কিংশুক ফুলের বৃক্ষ তোরণ নির্ম্মাণ করিল। বেল ফুল লাজ ছড়াইল। কিংশুক ফুল সিন্দুর দান করিল, মানিনীর মান যৌতুক পাইল। বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় করিয়া কহেন, নব পঞ্চবাণ কৌতুকে খেলা করিতেছে। রেণুকাদেবীর কান্ত মন্ত্রী মহেশ অভিনব নাগর বসন্তকে বুঝেন।

(২২০)

আইলি নিকট বাটে ছুটলি মদন সাটে
দৃঢ় বান্ধে দরসিল কেস।
রমন ভবন বেরি পলটি পাছু হেরি
আলি দিঠি দএ গেলি সন্দেস ॥
আওর কি করতি সখি পরিনত সসিমুখি
কাহ্নু জদি ন বুঝ বিসেষ ॥

আচর ধরইত করে লউলি লাজ ভরে
নমইত মুঁহক উপাম।
ন জানঞো কমন জঞো কমল নাল সঞো
কমল মমোলল কাম ॥

ভন কবি বিদ্যাপতি অভিনব রতিপতি
সকল কলারস জান।
রাজবলভ জিবও মতি সিরি মহেসর
রেনুক দেবি রমান ॥

ন. গু. তালপত্র ৭৬ ; অ ৪

২১৯। পাঠান্তর :—(৬) কেস (৭) কেলি কুতুহলে (৮) বুঝএ রসবন্ত (৯) দেবি।

শব্দার্থ—বাটে—পথে ; সাটে—কথা ; রমন—কান্ত ; আলি দিঠি—বক্র দৃষ্টি ; সন্দেস—সংবাদ ; লউলি—নমিত হইল ; কমন জএো—কেমন করিয়া ; মমোলল—মুচড়াইল।

অনুবাদ—(রাধা) পথে (চলিবার সময়) নিকটে আসিল, (এবং) মদনের যষ্টিতুল্য দৃঢ়বদ্ধ কেশ স্পর্শ করিয়া দেখাইল। কান্তের বাটীতে সে একবার ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাতে দেখিয়া বক্রদৃষ্টিতে সঙ্কেত দিয়া গেল। সখি, কানাই যদি বিশেষরূপে বুঝিতে না পারে, (তবে) পূর্ণচন্দ্রমুখী (রাধা) আর কি করে (করিবে)। করে অঞ্চল ধরিতে (রাধা) লজ্জাভরে নত হইল ; (এবং) নত হওয়াতে মুখের উপমা কেমন (হইল)? না জানি কেমন করিয়া যেন কমলের নালের সহিত কাম কমলকে মুইয়া ধরিল। কবি বিদ্যাপতি কহে, অভিনব রতিপতি, রাজার প্রিয়, রেণুকা দেবীর বল্লভ, মন্ত্রী (মতি) শ্রীমহেশ্বর সকল কলারস জানেন ; তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

(২২১)

গগন বলাহকে ছাড়ল রে
বারিস কাল অতীত।
করিঅ বিনতি সে এ আওব
জাহি বিনু তিতুয়ন তীত॥
আবহো সুমতি সংঘাতিনি রে
বাট নিহারয় জাউ।
কুদিনা সব দিন নহি রহ
সুদিবস মন হরখাউ॥

সামর চন্দা উগলাহ রে
চাঁদে পুন গেলাহ অকাস।
এতবহি পিয়াকৈ অএবা রে
পলটত বিরহিনি সাঁস॥
সুতিয়ে দুরহি নিহরবারে
জতি দুর হিয়রা ধাব।
কি করত হিয়রা আকুলা রে
আগিহি বাত ন পাব॥

বিদ্যাপতি কবি গএবা রে
রস জনিএ রসমন্ত।
মন্তি মহেসর সুন্দর রে
রেণুক দেবিকন্ত॥

ন. গু ৮০১ (মিথিলার পদ) ; অ ৮০৯

শব্দার্থ—বলাহকে—মেঘে ; এ—এদিকে ; আওব—আসিবে ; তিতুয়ন—ত্রিভুবন ; তীত—তিক্ত ; আবহো—এস ; সংঘাতিনি রে—সাঙ্গাতিন স্ত্রীলিঙ্গ, সখি ; নিহারয়—দেখিতে ; হরখাউ—হর্ষিত করে ; সাঁস—শ্বাস ; সুতিয়ে—শয়ন করিয়া ; নিহরবা—দেখিবে ; হিয়রা—হৃদয় ; ধাব—ধায় ; আগিহি—অগ্নি ; বাত—বাতাস।

অনুবাদ—মেঘ গগন ছাড়িল, বর্ষাকাল অতীত, মিনতি (প্রার্থনা) করি সে এখানে আসিবে, যাহার বিনা ত্রিভুবন তিক্ত (অপ্রিয়)। এস, সুমতি সাঙ্গাতিনি, পথ নিরীক্ষণ করি যাই। সবদিন কুদিন রহে না, সুদিবসে মন হর্ষিত হয়। শ্যাম-চন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্র আকাশে ফিরিয়া গেল। এই মাত্র প্রিয়তমের আসিবার (সংবাদ পাইয়া) বিরহিণীর শ্বাস ফিরিল (যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল)। শয়ন করিয়া (বিরহিণী রাধা) দূরে দেখিবে, যতদূর হৃদয় ধাবিত হয়। কি করিবে, হৃদয় আকুল, অগ্নি বায়ু পায় না (বায়ু না পাইলে যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয়, সেইরূপ রাধা মাধবের অদর্শনে ম্রিয়মান হইয়াছে)। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, রসিক রস জানে। মন্ত্রী মহেশ্বর সুন্দর রেণুকা দেবীর কান্ত।

(২২২)

নগরক বানিনিও রে হরি পুছহরি পুছা
কিএ কিএ হাট বিকাএ।
······ ··হিরমনি মানিক ওরে অনুপম
অনুপমা নানা রতন পসার।
এক লাগু দুইও লে
সিরিফর সিরিফলা সোনাকের সমান।

অধরা সিরিফলও রে আঞ্চর আঞ্চরা
অধরা অধিকে বিকাএ।
বিদ্যাপতি কবিও গাবিহা গাবিহ।
ঝুমরি বুঝ রসমন্ত।
সিরি মহেসর মহেসর হে জুড়ম দেবি সুকন্ত।*

রামভদ্রপুর পদ ৪৯৪

শব্দার্থ—বানিনিও—এই শব্দের অর্থ বুঝা গেল না।

অনুবাদ—হরি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল, হাটে কি কি বিক্রী হয়। ··· হীরা মণি, মাণিক প্রভৃতি নানা অতুলনীয় রত্ন বিক্রয় হয়। এক সাথে দুই সোনার মতন শ্রীফল। অধর আছে আর অঞ্চলে শ্রীফল আছে। অধরের দামই বেশী। বিদ্যাপতি কবি গান করিয়া বলিতেছেন জড়মদেবীর সুকান্ত রসিক শ্রীমহেশ্বর ঝুমরি গানের রস বুঝেন।

(২২৩)

কোপ করএ চাহ নয়নে নিহারি রহ
ধরিঅ ন পারয় হাসে।
ন বোল পরুস বাক ন মুখ অরুন থাক
চাঁদ কি জলই হুতাসে॥
এ সখি মান করিবা ন জানে।
কত খন সিখাউবি আনে॥
ন ন ন ন ন ন ভন পিয়কে নখরে হন
জেও জান তথিহু লজাই।
ন কর ভৌহ ভঙ্গ ন ধরি মোলই অঙ্গ
খনহি সুলভ ভএ জাই॥
আপনে অথিক সুধি ন ধর পরক বুধি
বিসম কুসুমসর মায়া।
বিরহ সোস ভেলে ভল হো অধর দেলে
রৌদ সোহাউনি ছায়া॥
ভনই বিদ্যাপতি তোইহ দূন রতি
পূজবতে পঞ্চবানে।
রূপিনি দেই পতি মতি সিরি রতিধর
সকল কলা রস জানে॥

তালপত্র ন. গু. ৩৩৩ ; অ ৩৩০

শব্দার্থ—পরুস—কঠিন ; বাক—বাক্য ; পিয়কে—প্রিয়কে ; সোস—শুষ্ক ; সোহাউনি—শোভনা ; দূন—দ্বিগুণ।

অনুবাদ—কোপ করিতে চায়, (কিন্তু) চোখের পানে তাকাইয়া থাকে (তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়া যায়), হাসি ধরিতে (রাখিতে) পারে না। কঠিন কথা বলিতে পারে না, মুখ অরুণ বর্ণ (কোপের চিহ্ন) থাকে না, চন্দ্র কি অগ্নিতে

* মন্তব্য :—ঝুমরি গানে একই শব্দ দুই তিনবার ফিরিয়া ফিরিয়া বলা হয়। বিদ্যাপতি রচিত ঝুমরি গান এই একটি মাত্রই পাওয়া গিয়াছে।

(ন্যায়) জলে ? (মুখ চন্দ্রের ন্যায়) সখি, মান করিতে জানে না, কতক্ষণ অপরে শিখাইবে ? না, না, না, না, না, বলিয়া প্রিয়তমকে নখাঘাত করিতে যদিও জানে তথাপি লজ্জা পায়। ভ্রূভঙ্গ (কোপচিহ্ন) করে না, অঙ্গ মোড়াইয়া ধরে না, ক্ষণমাত্রেই সুলভ হইয়া যায়। আপনার বিবেচনা আছে, পরের বুদ্ধি লইবে না, কামের মায়া বিষম। বিরহে শুষ্ক হইলে অধর (পান) দিলে ভাল হয়, রৌদ্রে ছায়া সুন্দর। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, পঞ্চবাণকে পূজা করিলে দ্বিগুণ রতি হইবে। রূপিণী দেবীর পতি মন্ত্রী শ্রীরতিধর সকল কলারস জানেন।

(২২৪)

সুন্দরি গরুঅ তোর বিবেক।
বিনু পরীচয়ে পেমক আঁকুর
পল্লব মেল অনেক॥

কখনে হোএত সুফল দিবস
বদন দেখব তোব।
বহুল দিবস ভুখল ভমর
পিউত চাঁদ চকোর॥

ভন বিদ্যাপতি সুন রমাপতি
সকল গুননিধান।
চিবে জিবে জিবও রাএ দামোদর
দসা সএ অবধান॥

তালপত্র ন. গু ১২০ ; অ ১২৩

অনুবাদ—সুন্দরি, তোর বিবেচনা উত্তম অর্থাৎ তুই বুদ্ধিমতী। বিনা পবিচয়ে প্রেমাঙ্কুব অনেক পল্লব প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ পবিচয় না হইয়াই প্রেম বাড়িতেছে। কখন শুভদিন হইবে যে. তোর বদন দেখিব। বহুদিন ভ্রমর ক্ষুধিত রহিযাছে—চকোব চন্দ্রের (সুধা) পান করিবে। বিদ্যাপতি বলে, সকল গুণনিধান রমাপতি শ্রবণ কব, চিরজীবী রায় দামোদর দশ শত অবধান কবিতে পাবে। অর্থাৎ চিবজীবী রায দামোদব অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, সে বহু বিষয় একসঙ্গে অবধান কবিতে পারে।

(২২৫)

অপথ সপথ কএ কহ কত ফুসি।
খন মোহেঁ তখনে রহত রূসি॥
মোএঁ ন জএবে মাই দুজন সঙ্গ।
নহি সরলাসয় সামরঙ্গ॥

অবলোকব নহি তনিক রূপ।
আঁখি অছইত কইসে খসব কূপ॥
বিদ্যাপতি কবি রভসে গাব।
মলিক বহারদিন বুঝ ই ভাব॥

তালপত্র ন. গু. ৪৩৮ ; অ ৪৩৩

শব্দার্থ—অপথ—মন্দ পথ, মন্দ কাজ ; সপথ—শপথ ; ফুসি—মিথ্যা কথা ; দুজন—দুর্জ্জন ; সামরঙ্গ—শ্যামবর্ণ লোক ; তনিক—তাহার ; খসব পড়িব।

অনুবাদ—মন্দ কর্ম (গোপন করিবার নিমিত্ত) শপথ করিয়া কত মিথ্যা কহে, (পর) ক্ষণে আবার তখনি আমার প্রতি রাগ করে। মা গো, আমি দুর্জনের সহিত যাইব না, যাহার রঙ কালো, সে (কখনও) সরলচিত্ত হয় না। তাহার রূপ অবলোকন করিব না, চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া কূপে পতিত হইব ? বিদ্যাপতি কবি আনন্দে গাহিতেছেন, মল্লিক বহারদীন এই ভাব বুঝেন।

"প্রথম খণ্ড—রাজনামাঙ্কিত পদাবলী" সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

মিথিলা ও নেপালে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অন্যান্য পদ।

(২২৬)

ভেঁাহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড়।
তৈঅও ন সৈসব সীমা ছাড়॥
আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ।
কুচ কঞ্চন অঙ্কুরএ গোএ॥
হেরি হল মাধব কএ অবধান।
জোবন-পরসে সুমুখি আবে আন॥[১]
সখি পুছইত আবে দরসএ লাজ।
সীঁচি সুধাও অধ বোলিঅ বাজ॥

এত দিন সৈসবে লাওল সাঠ।
আবে সবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ॥

নেপাল ২১৮, পৃঃ ৭৮ খ, পং ১ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু ১১; অ ৫৬

শব্দার্থ—ভেঁাহ—ভ্রূ; আড়—বক্র; তৈঅও—তথাপি; চীর—বস্ত্র; গোএ—গোপন করিয়া রাখে; আন—অন্যরূপ; সীঁচি সুধাও—সুধা সিঞ্চন করিয়া; বোলিঅ বাজ—কথা কহে; সাঠ—সঙ্গে।

অনুবাদ—ভ্রূভঙ্গ করিতে শিখিয়াছে বলিয়া নয়ন (কটাক্ষ) বক্র হইল, তথাপি শৈশব তাহার সীমা (অধিকার) ছাড়ে নাই। এখন সে হাসিয়া বুকে কাপড় দেয়; কাঞ্চন বর্ণ কুচাঙ্কুর গোপন করে। দেখ মাধব, বুঝিয়া সুঝিয়া চল; যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্যরূপ হইয়াছে; সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়; সুধাবর্ষণ করিয়া অর্দ্ধ (লজ্জাবশতঃ অসম্পূর্ণ) কথা বলে। এতদিন শৈশব তাহার সঙ্গে লাগিয়াছিল, এখন মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।

(২২৭)

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচর বিনু বিকার।
সে আবে জাহু তাহু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি ন বেবহার॥
কন্হা তুরিত সুনসি আএ।
রূপ দেখত নয়ন ভুলল
সরূপ তোরি দোহাএ॥
সৈসব বাপু বহীরি যেদাএল
যৌবনে গহল পাস।
জেও কিছু ধনি বিরুহ বোলএ
সে সেও সুধাসম ভাস॥
জোবন সৈবব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিরসল
অবহু নহি বিরাম।

নেপাল ৪, পৃঃ ২খ, পং ৩ ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১৩; অ. ৫৮

---

(২২৬) মন্তব্য:—(১) নেপাল পুঁথিতে "মধুর হাসে মুখমণ্ডিত অমিক্রকা নালে কুশেশয়"। ইহার অর্থ বুঝা যাইতেছে না এবং ছন্দ মিল হয় নাই। সেইজন্যই বোধ হয় নগেন বাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শব্দার্থ—জেহে—যে ; নিচব—নিশ্চল, স্থিব ; বিনু বিকার--বিকাবশূন্য ; জাহু তাহু—যাহাকে তাহাকে ; ঝাপএ—ঢাকা দেয ; চিহ্নিমি—চিনিতে ; বেবহার ব্যবহাব ; কন্হা—কানাই ; তুবিত - শীঘ ; আএ—আসিয়া ; দোহাএ—দোহাই ; বাপু—বেচোবা ; বহীবি—বাহিরে ; ফেদাএল - তাডাইযা দিল ; গহল - গ্রহণ করিল ; বিরুহ—বিরুদ্ধ, কটু ; খেদএ লাগাল—তাড়াইতে লাগিল ; বিবসল—বসপান করাইল ; অবহু—এখনও।

অনুবাদ—পূর্বে যাহাব অবযব বিকারশূন্য ও স্থিব ছিল (অর্থাৎ শৈশব হেতু কোনরূপ লজ্জার চাঞ্চল্য ছিল না), সে এখন যাহাকে তাহাকে দেখিয়া দেহ আবৃত কবে। (ইহার) ব্যবহার বুঝিতে পারি না। কানাই, তোব দোহাই শীঘ্র আসিযা শোন্। সত্য (বলিতেছি) রূপ দেখিয়া নয়ন ভুলিল। শৈশব বেচাবাকে বাহিবে তাড়াইযা দিল, যৌবনকে নিকটে লইল। ধনী যাহা কিছু বিবোধ (কটু) বলে, সে সকলও সুধাব ন্যায মনে হয। যৌবন শৈশবকে তাড়াইল, (বলিল) আমার স্থান ছাড়িয়া দে, এতদিন তোকে রসভোগ কবাইল, এখনও তোব বিশ্রাম নাই ?

(২২৮)

কামিনি করএ সনানে
হেবিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে ॥
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখ-সসি ডরে রোঅএ আঁধারা ॥
কুচ-জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিত আনি কোন দেবা ॥
তেঁ সঙ্কাএ ভুজ-পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥
তিতল বসন তনু লাগ্।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগ্ ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুনমতি ধনি পুনমত জনি পাবে ॥

নেপাল ২১৭, পৃঃ ৭৮ ক, পং ৩ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, বাগত° পৃঃ ৭৩, গি ১ ; রাসপত্রন গু ৩৭ ; পদকল্প° ২০৭।

এই পদটী খুব প্রসিদ্ধ বলিয়া বিভিন্ন সংগ্রহ গ্রন্থে ইহাব যে রূপ পাওযা যায তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

(ক)

নেপাল পুঁথির পাঠ

কামিনি করএ সনানে।
হেরইতে হৃদয হরএ পচবানে।
চিকুর গলএ জলধাবা।
সমুখ শশি ডরে জনি রোঅএ অন্ধাবা ॥
তিতল বসন তনু লাগূ ॥
মুনিহুক মানস মনমথ জাগূ ॥
তেঁ সঙ্কাঞে ভুজপাশে।
বান্ধি ধরি ধরিঅ পুনু উড তরাসে ॥
কুচজুগচাক চকেবা।
নিঅ কুল মিলিত আনি কঞোনে দেবা ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

(খ)

রাগতরঙ্গিনীর পাঠ

কামিনী কবএ সনানে
হেবিতহি হৃদয় হন পচবানে।
চিকুর গবএ জল ধাবা
মুখসসি তরে জনি রোঅএ অধাবা ॥
তিতল বসন তনু লাগু
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু ॥
কুচযুগ চাক চকেবা
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা ॥
তে সঙ্কাএ ভুজপাসে
বান্ধি ধরিঅ উড়ি জাএত অকাশে ॥

ইতি বিদ্যাপতেঃ।

(গ)

গ্রিয়ার্সন পাঠ

কামিনি করু অসনানে
হেরইত হিয়ে হনল পচমানে।
তিতল বসন তন লাগু
মনিহুক মন সমস্ত ভয় জাগু ॥
চিকুর বহৈ জল ধাবে
জনি শশি বিনু মোহি লাগত অন্ধারে ॥
কুচ জুগ চারু চকেবা।
নীজ কর কমল জানি দুখ দেবা ॥
তেঁ সংসে ভুজ ফাঁসে
বাঁধি ধরিঅ উড়ি লাগত অকাসে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভানে
সুপুরুখ কবহু ন হোয়ত নদানে ॥

(ঘ)

পদকল্পতরুর পাঠ

কামিনি করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধার।
মুখ-শশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার ॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুলে আনি মিলায়ল দেবা ॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধবল জনু উডব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতি নারি রসিক জন পাওয়ে ॥

শব্দার্থ—গরএ—গলিতেছে, পতিত হইতেছে। চাব—সুন্দর। চকেবা—চক্রবাক।

অনুবাদ—কামিনী স্নান করিতেছে, দেখিতেই পঞ্চবাণ (মদন) হৃদয়ে শর হানিল (নেপাল পুঁথির পাঠানুসারে —মদন মন চবি করিল)। চিকুর (কেশপাশ) হইতে জলধারা পড়িতেছে, যেন মুখশশির ভয়ে (কেশপাসরূপী) অন্ধকার রোদন করিতেছে (রাগতরঙ্গিনীর পাঠানুসারে 'মুখশশীর জন্য যেন অন্ধকার কাঁদিতেছে'—এই পাঠে ভাল অর্থ হয় না ; গ্রিয়ার্সনের পাঠের অর্থ 'শশীহীন হইয়া যেন অন্ধকার অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে'—ইহাও সঙ্গত নহে কেননা অন্ধকার তো শশীর শত্রু। বাংলা দেশে মৈথিল শব্দ বিকৃত হইলেও ভাবের বিশুদ্ধতা যে রক্ষিত হইয়াছিল এই পদটী তাহার অন্যতম প্রমাণ)। কুচযুগ যেন সুন্দর চক্রবাক মিথুন, কে যেন (অথবা কোন দেবতা যেন) নিজকুলে আনিয়া মিলন ঘটাইয়াছে। তাহারা পাছে আকাশে উড়িয়া যায় এই ভয়ে বাহুপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে (অর্থাৎ সুন্দরী ভুজযুগল দ্বারা বক্ষ আবৃত করিয়াছে)। আর্দ্র বসন দেহের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে ; তাহা দেখিয়া মুনিরও মনে মন্মথ জাগে। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছেন গুণবতী ধনী যেন পুণ্যবান ব্যক্তিকে লাভ করে।

(২২৯)

জমুনাতীর যুবতী কেলি কর
উঠি উগল সানন্দা।
চিকুর সেমার হার অরুঝাএল
জূথে জূথে উগ চন্দা ॥
মানিনি অপুরুব তুঅ নিরমানে
পাঁচেবানে জনি সেনা সাজলি
অইসন উপজু মোহি ভানে ॥

আনি পুনিম সসি কনক থোএ কসি
সিরিজল তুঅ মুখ সারা।
জে সবে উবরল কাটি নড়াওল
সে সবে উপজল তারা ॥
উবরল কনক ঔটি বটুরাওল
সিরিজল তুই আরম্ভা।
সীতল ছাহ ছৈল ছুই ছাড়ল
ছাড়ি গেল সবে দম্ভা ॥

নেপাল ১৬২, পৃঃ ৫৭ খ, পং ৫ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ৪০৫

শব্দার্থ—সেমার—সাজাইতে বা গুছাইতে; অরুঝাএল—জড়ান: উগ—উঠিল বা উদিত হইল; থোএ—থুইয়া; কসি—কষিয়া; উবরল—উদ্বৃত্ত হইল; নডাওল—ফেলিয়া দিল; আবস্তা—আবস্তু, গর্ব্বের বস্তু (পয়োধর); ছৈল—রসিক।

অনুবাদ—যুবতী স্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনাতীরে উঠিল। কেশে জড়ানো হার গুছাইবার সময় যেন যূথে যূথে চাঁদের উদয় হইল (হাত দিয়া চুল হইতে হার সরাইবার সময় নখচন্দ্রগুলি যেন উদিত হইল)। মানিনি, তোমার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ! আমার মনে হয় (তোমার দেহে) যেন পঞ্চবাণ সেনা সাজাইয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ আনিয়া তাহাতে সোনা কষিয়া তোমার মুখশ্রেষ্ঠ সৃজন করিয়াছে। (চাঁদের) যাহা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা (মুখ হইতে) কাটিয়া ফেলিল, তাহাতেই যেন সকল তারার সৃষ্টি হইল। সোনার যাহা উদ্বৃত্ত থাকিল তাহা দিয়া দুইটী পয়োধর সৃষ্টি করিল। রসিকজন শীতল ছায়া ছুঁইয়া তাহা ত্যাগ করিল—(শীতল ছায়ার) সব দম্ভ দূর হইল (কেননা রসিক দুই পয়োধরের মাঝে যে সুখ পায় তাহার নিকট শীতল ছায়া কিছুই নহে)।

(২৩০)

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।
জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর॥
কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥
কাহিক সুন্দরি কে তাহি জান।
আকুল কএ গেলি হমর পরান॥
লীলা-কমলে ভমর ধরু বারি।
চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি॥

তে ভেল বেকত পয়োধর শোভ।
কনয়-কমল হেরি কাহি ন লোভ॥
আধ নুকায়লি আধ উদাস॥
কুচ-কুম্ভ কহি গেল অপনক আস॥
সে সবে অমিল নীধি দএ গেলি সন্দেস।
কিছু নহি রখলহ্নি রস পরিসেস॥
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মনজাগু।
বিসম কুসুমশর কাহু জনু লাগু॥

ন গু. তালপত্র ৪৯; প. ত. ১৯৩, অ. ৭৩

শব্দার্থ—লাট—সম্বন্ধ, কাহিক—কাহার, তাহি—তাহাকে, অমিল—অমূল্য।

অনুবাদ—আমাকে দেখিয়া অপরের অলক্ষ্যে একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহাতে মনে হইল যেন রজনী চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল। কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ (অনুরাগের) স্থাপিত হইল—আকাশ যেন ভ্রমরদলে পূর্ণ হইল [বারম্বার কটাক্ষ পাত করায় চোখের তারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইল তাহাতে মনে হইল যেন ভ্রমরে (চোখের তারার উপমা) আকাশ ভরিয়া গেল]। কাহার সুন্দরী কে জানে? কিন্তু আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। লীলাকমলদ্বারা যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) নিবারণ করিয়া সুন্দরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিল। তাহাতে (অর্থাৎ হাত দিয়া লীলাকমল তোলায়) পয়োধরের শোভা ব্যক্ত হইল। কনক কমল দেখিয়া কাহার না লোভ হয়? আধ ঢাকা, আধ খোলা কুচকুম্ভ আপনার আশা বলিয়া গেল। সে সকল অমূল্য নিধির সংবাদ দিয়া গেল, রসের কিছু অবশেষ রাখিল না। বিদ্যাপতি বলেন, উভয়ের মনে (উভয়) জাগিতেছে; বিষম কুসুমশর যেন কাহারও না লাগে।

(২৩১)

অমিঅক লহরী বম অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুলল কুন্দ॥

নিরবি নিরবি মৈঁ পুনু পুনু হেরু।
দমন-লতা পর দেখল সুমেরু।

সাঁচ কহওঁ মৈ সাখি অনঙ্গ।
চান্দক মণ্ডল জমুনা তরঙ্গ ॥
কোমল কনককেআ মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত ॥
পঢ়হি ন পারিঅ আখর-পাঁতি।
হেরইত পুলকিত হো তনু কাঁতি ॥
ভনই বিদ্যাপতি কহওঁ বুঝাএ।
অরথ অসম্ভব কে পতিআএ ॥

ন গু তালপত্র ৩০ ; অ. ২৯

শব্দার্থ—বম—উদ্গীবণ কবে ; বিদ্রুম—প্রবাল ; সাখি—সাক্ষী ; কনককেআ—কনকনির্ম্মিত ; পাত—পত্র ; আখব পাতি—অক্ষব পংক্তি ; তনুকাঁতি—দেহকান্তি ; অবথ—অর্থ ; পতিআএ—প্রত্যয় বা বিশ্বাস করিবে।

অনুবাদ—পদ্ম (মুখ) অমৃতলহবী নিঃসারণ কবিতেছে, প্রবাল পল্লবে (অধবে) কুন্দ ফুল (দন্তরাজি) ফুটিল। নীববে নীরবে (চুপি চুপি) আমি বাব বাব দেখিলাম, দ্রোণলতার (দেহযষ্টিব) উপব সুমেরু (পয়োধর) রহিয়াছে। অনঙ্গকে সাক্ষী বাখিয়া আমি সত্য বলিতেছি চন্দ্রমণ্ডলে যমুনা-তবঙ্গ (ত্রিবলি) দেখিলাম। কোমল সুবর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তিরূপ পত্রে মদন মসি (বোমাবলী) লইয়া আপনার কথা লিখিল। অক্ষব-পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি পুলকিত হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছে, বুঝাইয়া বলি, অসম্ভব অর্থ কে বিশ্বাস কবিবে ?

(২৩২)

পীন পযোধব দুববি গতা।
মেরু উপজল কনক-লতা ॥
এ কাহ্নু, এ কাহ্নু, তোরি দোহাই।
অতি অপূরুব দেখলি সাই ॥
মুখ মনোহব অধব বঙ্গে।
ফুললি মধুবী কমল সঙ্গে ॥
লোচন-জুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পাবে ॥
ভঁউহেবি কথা পুছহ জনু।
মদন জোড়ল কাজর-ধনু ॥
ভন বিদ্যাপতি দূতি বচনে।
এত সুনি কাহ্নু করত গমনে ॥

ক্ষনদা পৃঃ ২৩৩ ; ন. গু. তালপত্র ১২ ; অ, ৫৭

ক্ষণদা গীতচিন্তামণিব পাঠ—

এ কানু কানু তোহাবি দোহাই
বড় অপরুব আজু পেখলু রাই ॥
মুখ মনোহব অধব সুবঙ্গ।
ফুটল বাঁধুলী অমলক সঙ্গ ॥
ভাওকি ভঙ্গিম পুছসি যনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু ॥
পীন পয়োধব দুববি গাতা।
মেরু উপজল কনক লতা ॥
নয়ন যুগল ভৃঙ্গ আকাব।
মধুমদে মাতল উড়ই ণ পারঅ ॥
ভনহ বিদ্যাপতি দূতিক বচনে।
বিকসল অনঙ্গ না হয় পহু ধবণে ॥

শব্দার্থ—দুববি—দুর্ব্বল, কৃশ। গতা—গাত্র। ভঁউ—ভ্রূ।

অনুবাদ—কৃশদেহে (তন্বী) স্থূল পয়োধর, যেন কনকলতায় (দেহে) মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল। এ কানাই, এ কানাই, তোব দোহাই, অতি অপরূপ তাহাকে দেখিলাম। তাহাব মুখ সুন্দব আর ঠোঁট দুটী লাল, দেখিয়া যেন মনে হয়

যে কমলের (মুখ) সঙ্গে বাঁধুলি বা মধুরী ফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর নয়ন-যুগলের মধুপানে মত্ত, উড়িতে পারে না। ভ্রূর কথা আর কি বলিব? মদন যেন কাজলের ধনু জুড়িয়াছে অর্থাৎ ভ্রূরূপ ধনুতে যেন কাজলের গুণ জুড়িয়াছে। দূতীর বচনে বিদ্যাপতি বলেন, এইসব শুনিয়া কানাই গমন করিল।

(২৩৩)

মাধব জাইতি দেখবি পথ রামা।
গরুড়াসন-সখ-তাতক বাহন
তা সম গতি অভিরামা॥

দক্ষ-সুতা চারিম পতি-ভগনী-
তনয়-ঘরনি সম রূপে।
সুরপতি-অরি-দুহিতা-পতি-বৈরী
তেঁ ভরি ভেলি অনূপে॥
অদিতি-তনয়-বৈরী-গুরু চারিম
তা সম আনন-কাঁতী।
কুম্ভ-তনয় তসু অসন-তনয় তসু
কোখ বৈসাওলি পাঁতী॥

নন্দঘরনি-তনয়া তসু বাহন
তা সম মাঁঝক ছীনী।
কামধেনু-পতি তা পতি প্রিয় ফল
উরজ হনল জিমি জোমী॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
অপুরুপ রূপক রঙ্গে।
রাবন-অরি-পতনী-তাতক-তপ
তা সহ পাবিঅ সঙ্গে॥

গ্রিয়ার্সন ১৬

শব্দার্থ ও অনুবাদ—মাধব যাইতে যাইতে পথে রামাকে দেখিল। তাহার গতি গরুড়াসনের (কৃষ্ণের) বন্ধুর (অর্জুনের) পিতার (ইন্দ্রের) বাহনের (ঐরাবতের) ন্যায় অভিরাম। (সে) রূপে দক্ষের চতুর্থী কন্যার (রোহিণীর) পতির (সোমের) ভগিনীর (রুক্মিণী অর্থাৎ লক্ষ্মীর) তনয়ের (প্রদ্যুম্নের অর্থাৎ কামদেবের) পত্নীর (রতির) সমতুল্য। সুরপতির (ইন্দ্রের) অরির (হিমালয়ের) কন্যার (পার্বতীর) পতির (শিবের) বৈরীর (কামদেবের) অপেক্ষা অধিকতর অনুপম বলিয়া। (তাহার) মুখকান্তি অদিতির তনয়গণের (দেবগণের) বৈরীর (দৈত্যগণের) গুরুর (শুক্রের অর্থাৎ শুক্রবারের) পর যে চতুর্থ (সোমবার অর্থাৎ চন্দ্র) তাহার ন্যায়। কুম্ভের পুত্র (অগস্ত্য), তাহার অশনের (খাদ্যের অর্থাৎ সমুদ্রের) তনয় (মুক্তা), তাহার বক্ষে (সে) বসাইয়াছে অর্থাৎ সে মুক্তাহার পরিয়াছে। নন্দের ঘরণীর (যশোদার) কন্যার (মায়ার অর্থাৎ দুর্গার) বাহনের (সিংহের) ন্যায় তাহার মধ্যদেশের (কটির) ক্ষীণতা। কামধেনুর পতির (বৃষের) পতির (শিবের) প্রিয় ফলের (বিল্বফলের) ন্যায় (তাহার) উরজ (বক্ষ) গোল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠাগণ শ্রবণ কর, তাহার রূপের রঙ্গ অপূর্ব। রাবণের অরির (রামের) পত্নীর (সীতার) পিতার (জনকের) তপস্যার ন্যায় তপস্যা করিলে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২৩৪)

মাধব দেখলহুঁ সুতা ধনি আজে॥
ভূতল-নৃপতি-সুত তসু-তনয়া পতি-
তাতক তাতক রামা।
তসু তাতক সুত তনিকর উপমেয়
সেহো থিক ওহি ঠামা॥

পণ্ডিতকঁা পঠ জড়কঁা পাহন
ঈ গিত গোরথ ধনহারী।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সৈহ চতুর জন
জেহ বুঝত অবধারী॥

দীস নিগম ছুই আনি মিলাবিয়
তাহি দিঅ বিধি মুখ আধো।
সে লৈ আদি আধি রস মঁগৈঅছি
এহন রমনি তুঅ মাধো॥

গ্রিয়ার্সন ১৭

শব্দার্থ ও অনুবাদ--(হে) মাধব, আজ তোমাব সুন্দরীকে দেখিলাম। ভূতলের নৃপতির (বলির) সুতের (বাণাসুরের) কন্যার (উষার) পতিব (অনিরুদ্ধেব) পিতার (প্রদ্যুম্নের) পিতার (কৃষ্ণের) পত্নীর (লক্ষ্মীর) পিতার (সমুদ্রেব) পুত্রের (চন্দ্রেব) ন্যায় সাদৃশ্য তাহাতে আমি দেখিলাম। দশ দিক্ ও নিগমের (বেদের) সহিত বিধির (ব্রহ্মাব) মুখেব অর্ধ দিয়া অর্থাৎ (১০+৪+২) ষোল লাবণ্যশ্রী ও অন্যান্য শ্রীতে ভূষিত হইয়া (হে) মাধব, এ হেন তোমার রমণী তোমাব বস (প্রেম) প্রার্থনা কাবিতেছে। এই গীত গোবথ-ধনহারী অর্থাৎ অত্যন্ত জটিলার্থযুক্ত (সুতরাং) পণ্ডিতগণের পাঠ্য (এবং) মূর্খজনেব নিকট প্রস্তবেব ন্যায় কঠিন। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সেই চতুব জন যে ইহা অবধারণ করিয়া বুঝে।

(২৩৫)

মাধব জাইতি দেখলি পথ রামা।
অবলা অরুন তবা গন বেঢ়লি
চিকুব চামক অনুপামা॥

জলনিধি-সুত সন বদন সোহাওন
সিখর-বীজ রদ-পাঁতী।
কনক লতা জনি ফড়ল সিরীফল
বীহ রচল বহু ভাঁতী॥

অজেআ-সুত-রিপু-বাহন জেহন
তা সন চলু জিমি রাহী।
সাগর গরহ সাজি বর কামিনি
চললি ভবন পতি তাহী॥

খগপতি-তনয় তাসি রিপু-তনয়া
তা গতি জেহন সমানে।
হর বাহন তেঁহি হেরইতে হেরলহি
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

গ্রিয়ার্সন ১৮

শব্দার্থ ও অনুবাদ—হে মাধব, পথে যাইতে আমি বামাকে দেখিলাম। অবলার (মাথার) সিন্দুর তারাগণ বেষ্টন করিয়াছে। তাহার চিকুর চামরের ন্যায়, তাহার উপমা নাই। জলনিধির সুতের (চন্দ্রের) ন্যায় তাহার বদনের শোভা; দন্তপংক্তি শিখর-বীজের ন্যায়। কনকলতার উপর যেন শ্রীফল দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। বিধি (তাহাকে) বহু প্রকারে রচনা করিল। অজসুতের রিপুর (দুর্গার) বাহনের (সিংহের) গতিতে সে পথ দিয়া চলিয়াছে। (সপ্ত) সমুদ্র ও (নব) গ্রহের (লাবণ্যশ্রীতে) অর্থাৎ ১৬ শ্রীতে সজ্জিত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠা কামিনী পতি-ভবনে চলিয়াছে। খগপতির (চন্দ্রের) তনয়ের (মুক্তার) রিপুর (হংসের) কন্যার (যমুনার) গতির সমান গতি (কৃষ্ণের)। হরবাহনের (বৃষভের ন্যায়) (সে) তাহাব দিকে চাহিতে চাহিতে দেখিল। কবি বিদ্যাপতি (ইহাই) বলিতেছে।

(২৩৬)

জাইতি দেখলি পথ নাগরি সজনি গে
আগরি সুবুধি সোয়ানি।
কনক-লতা সনি সুন্দরি সজনি গে
বিহি নিরমাওল আনি ॥
হস্তি-গমন জকাঁ চলইতি সজনি গে
দেখইতি রাজ-কুমারি।
জনিক'র এহন সোহাগিনি সজনি গে
পাওল পদারথ চারি ॥
নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
সির লেল চিকুর সসারি।
তাপর ভমরা পিবত রস সজনি গে
বইসল পাঁখি পসারি ॥
কেহরি সম কটি-গুন অছি সজনি গে
লোচন অম্বুজ ধারি।
বিদ্যাপতি এহ গাওল সজনি গে
গুন পাওলি অবধারি ॥

গ্রিয়ার্সন ২৫ ; ন. গু. ১৫

শব্দার্থ—জাইতি—যাইতে ; আগরি—অগ্রগণ্যা ; সনি—সদৃশ ; বিহি—বিধি ; জকাঁ—যেন ; জনিকর—যাহার ; পদারথ চারি—চারি পদার্থ বা চতুর্বর্গ ; সসারি—সাজাইয়া ; পাখি—পক্ষ ; পসারি—প্রসারিত করিয়া ; কেহরি—কেশরী, সিংহ।

অনুবাদ—হে সজনী, সুচতুরা সুবুদ্ধিদের অগ্রগণ্যা নাগরীকে পথে যাইতে দেখিলাম। সুবর্ণ-লতা সদৃশ সুন্দরী (রমণী) বিধাতা নির্মাণ করিয়া আনিল। হে সজনি, হস্তিনী-গমন তুল্য (অর্থাৎ ধীরে) চলিয়া যাইতে (দেখিলাম)। দেখিতে রাজকুমারীর (সদৃশ); যাহার এমন সোহাগিনী (রমণী) সে চারি পদার্থ (চতুর্বর্গ ফল) পায়। হে সজনি, নীল বসনে দেহ ঘিরিয়াছে, মস্তকে চিকুর সম্ভার করিয়াছে। তাহার উপর ভ্রমর পক্ষ প্রসারিত করিয়া রস পান করিতেছে (অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি বাতাস লাগিয়া উড্ডীয়মান ভ্রমরের ন্যায় দেখাইতেছে)। হে সজনি, (তাহার) কটি কেশরীর তুল্য, লোচন যেন অম্বুজ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, (সুন্দরী) নিশ্চিত গুণ (সকল কলাগুণ) পাইয়াছে।

(২৩৭)

আধ নয়ন কএ তহুকর আধ।
কতবে সহব মনসিজ অপরাধ ॥

কা লাগি সুন্দরি দরসন ভেল।
জেও ছল জীবন সেও দূর গেল ॥
হরি হরি কওোন কএল হমে পাপ।
জে সবে সুখদ তাহি তহ তাপ ॥
সব দিস কামিনি দরসন জাএ।
তইঅও বেআধি বিরহ অধিকাএ ॥
কওোনক কহব মেদিনি সে খোল।
সিব সিব এহি জনম ভেল ওল ॥

নেপাল ৮৪, পৃ ৩৯ ক, পং ২ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ৭১ ; অ ২৪

(১) নেপাল পুঁথিতে কেহ 'কএ'র 'ক'কে………ঐরূপ করিয়া কাটিয়া উপরে আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে 'দ' লিখিয়া দিয়াছেন।

অনুবাদ—আধনয়নে যেন তাহাকে অর্দ্ধেকটা দেখিয়াছিলাম (অথবা অর্দ্ধ নয়ন করিয়া তাহার অর্দ্ধেকে দেখিয়াছিলাম—অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম)। মনসিজের অপরাধ আর কত সহ্য করিব! কিসের জন্য সুন্দরীর দেখা পাইলাম ; যেটুকু জীবন ছিল তাহাও দূর হইল। হরি হরি, আমি কোন পাপ করিয়াছি,

যে সকল সুখদ (বস্তু) তৎসমুদয় হইতে তাপ উৎপন্ন হয়। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই যেন কামিনীকে দেখি, তথাপি বিরহ ব্যাধি অধিক হইতেছে। কাহাকে কহিব এই পৃথিবীতে (দরদী লোক) বড় অল্প, শিব, শিব ! এ জীবনের শেষ (ওল) হইল)।

(২৩৮)

সামর সুন্দর এঁ বাট আএল
তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখীজন সাখি॥
কহহিঁ মো সখি কহহি মো
[1]কথা তাহেরি বাসা।
দূরহু দুগুন এডি মৈঁ আবওঁ
পুনু দরসন আসা॥

কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবন
কি মোরা চতুরপানে।
মদন-বানে মুরুছলি অছএো
সহওঁ জীব অপনে॥
আধ পদে[2] যো ধরইতে মোর দেখল
নাগর জনসমাজে।
কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে
জাও রসাতল লাজে॥

সুরপতি-পাএ লোচন মাগওঁ
গরুড় মাগওঁ পাখী।
নন্দেরি নন্দন মৈঁ দেখি আবওঁ
মন মনোরথ বাখা॥

নেপাল ২১৫, পৃঃ ৭৭ ক প° ৫ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৬২

(১) নগেন বাবু নিজের মন হইতে 'কত তক অধিবাস' পাঠ করিয়াছেন। (২) নগেন বাবু 'ধরইত মোএ' লিখিয়াছেন।

শব্দার্থ—সামর—শ্যামল। বাট—পথ। আরতি—অনুরাগ। সাখি—সাক্ষী। সুরপতি—সহস্র চক্ষু ইন্দ্র।

অনুবাদ—শ্যামল সুন্দর এই পথে আসিল, সেইহেতু আমার চোখে লাগিল। অনুরাগ-প্রাবল্যে অঞ্চলে (অঙ্গ) সাজান হইল না—সখীগণ সাক্ষী আছে। সখি আমাকে বল, আমাকে বল, কোথায় তাহার অধিবাস (বাসস্থান)। দ্বিগুণ দূর হইলেও পুনর্বার দর্শনের আশায় আমি (পথ) এড়াইয়া আসিব (অতিক্রম করিব)। আমার জীবনে, যৌবনে ও চতুরপনায় (চাতুরীতে) কি প্রয়োজন ? মদনবাণে মূর্ছিত হইয়া রহিয়াছি, কোনরূপে জীবনের ভার সহ্য করিতেছি। সেই নাগর জনসমাজে অর্থাৎ লোকজনের সামনে আমাকে তাহার দিকে আধপা আগাইতে দেখিল। (আমার) কঠিন হৃদয় ভিন্ন হইল না, লজ্জা রসাতলে গেল। ইন্দ্রের চরণে লোচন প্রার্থনা করি, গরুড়ের নিকট পাখা প্রার্থনা করি। মনোরথে মন রাখিয়া নন্দের নন্দনকে দেখিয়া আসি।

(২৩৯)

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে॥

হেরি তহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথে মন বেধল বানে রে॥

লখল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥
তনু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥
কাঁপল পরম রসালে রে।
জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে॥

মিথিলার পদ ; ন.গু. ৬১

শব্দার্থ—হেবলা—দেখিল। আনে—অন্যমনা। বেধল—বিদ্ধ করিল। লখল—লক্ষ্য কবিলাম। পসরল—প্রসারিত হইল। বিন্দু—স্বেদবিন্দু। নেউছি—নিম্মঞ্ছন কবিয়া। নড়াওল—ফেলিয়া দিল। গরই—গলিতেছে। জপেলু—জপ করিল।

অনুবাদ—হে সখি, (তিনি) হাসিয়া আমাকে অল্প দেখিলেন, (তাহাতে) আমার কৌতূহল পূর্ণ হইল। (আমাকে) দেখিয়াই হরি আনমনা হইলেন, যেন মন্মথ (তাহার) মনে বাণবিদ্ধ করিল। তাঁহার সুন্দর অঙ্গ লক্ষ্য কবিলাম, মনে হইল যেন পদ্ম-পত্র স্পর্শ কবিতেছি। তনুতে ঘর্মবিন্দু প্রসারিত হইল, (যেন) তারকা-বেষ্টিত চন্দ্র নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল। পরম রসাল হইয়া কাঁপিল ; যেন তমাল মনসিজের (মদনের) জপ করিতে করিতে গলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, হরি কমলমুখীর চেতনা (তাহার মনে মদনের জাগরণ) আনিতেছে।

(২৪০)

দরসনে লোচন দীঘর ধাব।
দিনমনি তেজি কমল জনি জাব॥
কুমুদিনী চাঁন্দ মিলন সহবাস
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস।
সাজনি মাধব দেখল আজ।
মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ॥
নীবী সসবি ভূমি পলি[১] গেলি।
দেহ নুকাবিঅ দেহক সেবি[২]॥
অপনোঞ[৩] হৃদয় বুঝাবএ আন।
একসর সব দিস দেখিঅ কাহ্ন॥

নেপাল ৭২, পৃঃ ২৬ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ৫৬৫

নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) পড়ি" (২) "সেরি" (৩) "অপনেঞে" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—দীঘর—দীর্ঘ। মহিমা—গৌরব। সসরি—খুলিয়া।

অনুবাদ—দর্শনের জন্য লোচন দীর্ঘ (দূর পর্যন্ত) ধাবিত হইল ; যেন দিনমণি কমলকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। (তাহাকে দেখার পর) কুমুদিনী ও চন্দ্রের যেন মিলন ও সহবাস ঘটিল। কপট করিয়া মদনের বিকাশ (আবির্ভাব) গোপন করিলাম। সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম, লজ্জা মহিমা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। নীবি স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, (আমার) দেহ (তাহার) দেহের শরণে লুকাইল। আপনার হৃদয় অন্যকে বুঝানো যায়? সকল দিকে একা কানাইকে দেখি।

(২৪১)

বিকে গেলিহুঁ মাথুর মধুরিপু
ভেটল সাথে।
তহি খনে পঞ্চসর লাগল বিধিবসে
কে করু বাধে॥
হার ভার ভেল তহি খনে
চীর চাঁদন ভেল আগী।
দখিনেঞো পবন দুসহ ভেল
মোহি পাপিনি বধ লাগী॥

কতনে জতনে ঘর অএলাহু
কেকর দধি দুধ কাজে।
মনহু ন মধুরিপু বিসরিঅ
তেজল গুরুজন-লাজে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুবদনি দুই দিঠে
হোএত সমাজে।
মনক মনোরথ পূরত মধুরিপু
আওব আজে॥

ন. গু তালপত্র ৬৬

শব্দার্থ—বিকে—বিক্রয় করিতে। বাধে—বাধা দিবে? তহিখনে—সেই সময়ে। চীর—বস্ত্র। চাঁদন—চন্দন। আগী—অগ্নিতুল্য। বিসরিঅ—ভুলিতে। সমাজে—মিলন।

অনুবাদ—মথুরাতে (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে গেলাম, (সেই স্থানে) মধুসূদনকে দেখিলাম — সেই সময়ে বিধিবশে পঞ্চশর লাগিল, কে বাধা দিবে? সেই সময়ে (গলার) হার ভার (বোধ) হইল, চীরও চন্দন আগুনের ন্যায় হইল, আমি পাপিনী, আমাকে বধ করিবার জন্য মলয়সমীরও দুঃসহ হইল। কত যত্নে (কষ্টে) ঘরে আসিলাম, কাহার কাজে দধি দুগ্ধ লাগিবে? মধুসূদনকে ভুলিতে পারিলাম না—গুরুজনের লজ্জা ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুবদনি, দুই দৃষ্টি সম্মিলিত হইবে, মধুরিপু আজ আসিবে, মনের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

(২৪২)

কানন কাহ্নু কান হম সুনল
ভই গেল আনক আনে।
হেরইতি সঙ্করিপু মোহি হবলহি
কি কহব তনিক গেয়ানে॥[১]

চানন চান আঙ্গ হম লেপলি
তই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভ সঁ বিসধর সসরল
ধরই চাহ ফেরি সাঁপে॥

(১) পাঠান্তর গ্রিয়ার্সনে প্রথম চারি চরণের পর আছে

সাত পাঁচ হম লেখি পঠাওলি
বহু বিধি লিখনি বনাই।
সে পুনি নাথ পাঁচ কয় বখলহি
দুই ফেরি দেলহি মেটাই।

অর্থাৎ আমি তাহাকে সাত (বিষখায় মবব—বিষখাইয়া মরিব) ও পাঁচ (নহিঁ আএব- যদি তুমি না আস) নানারূপে লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার নাথ আবার পাঁচ (নহিঁ আএব) লিখিয়া তাহা হইতে ফের দুই (নহি) মুছিয়া ফেলিল—অর্থাৎ আসিব লিখিল।

I wrote him seven (বিষখায় মবব)
and five (নহিঁ আএব will you not come)
in many varying terms.
But my lord agree to five
(নহিঁ আএব) out of which he
rubbed out two (নহি)।

ভনই বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন।
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনী
জামিনি জীব দয় গেলী॥

গ্রিয়ার্সন ২২ ; ন. গু. ৫৫৩

অনুবাদ—কাননে কানাই (আসিয়াছে এই কথা) আমি কানে শুনিলাম, (অমনি) আর এক রকম হইয়া গেলাম। (আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম)। যখন কানাইকে দেখিলাম মদন আমাকে হরণ করিল (আমার জ্ঞান হরণ করিল), মদনের বুদ্ধির কথা আর কি বলিব? (ভাল করিয়া রূপ দেখিতে দিল না)। কর্পূরমিশ্রিত চন্দন (চন্দ্র = কর্পূর) আমি অঙ্গে লেপন করিলাম, তাহাতে অত্যন্ত তাপ (দাপ) বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর (বেণী) নামিয়া আসিল, সাপকে আবার ধরিতে চাহিলাম। (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের নিকট পড়িল আবার হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঁধিলাম)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন দুইজনের পুলকিত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ (হইয়াছে)। কোমল কামিনী অসহ (মদনানল) কত সহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে মিলন হইল)।

(২৪৩)

লুবধল নয়ন নিরলি রহু ঠাম।
ভরমহু কবহু লেব নহি নাম॥
অপনে অপন করব অবধান।
জএো পরচারিঅ তএো পরজান॥

এরে নাগরি মন দএ সুন।
জে রস জানত করব উ পুন॥
জইঅও হৃদয় রহ মিলিএ সমাজ।
অধিকেও বহবএ বিভএ লাজ॥

কঠে ঘটী অনুগত কেম।
নাগর লখত হৃদয় গত প্রেম॥

নেপাল ১৩৬, পৃ ৪৮ক, পং ৫ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

শব্দার্থ—লুবধল—লুব্ধ ; নিবলি—নিবৃত্ত করিয়া ; ভরমহু—ভ্রমেও ; পরচারিঅ—প্রচার ; রহ—গোপনে ; সমাজ—প্রিয়সঙ্গ।

অনুবাদ—লুব্ধ নয়নকে নিবৃত্ত করিয়া লইও ; ভ্রমেও কখনও তাহার নাম লইও না। নিজে নিজেকে সাবধান করিয়া রাখিও ; যাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইতে দূরে থাকিবে। হে নাগরি! মন দিয়া শুন ; যে রসের স্বরূপ জান, তাহা পুনরায় করিও। যদি হৃদয়ে গোপন থাকে তাহা হইলে মিলন ঘটে। অধিক ব্যক্ত হইলে লজ্জা (কুৎসা) হয়। ('কঠে ঘটি অনুগত কেম' ইহার অর্থ প্রতীত হইতেছে না) নাগর হৃদয়গত (গুপ্ত) প্রেম লক্ষ্য করে।

(২৪৪)

সপনেহু ন পুরল মনক সাধে।
নয়নে দেখল হরি এত অপরাধে[১]॥

মন্দ[২] মনোভব মন জর আগী।
দুলভ পেম ভেল পরাভব লাগী[৩]॥

২৪৪। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) সপনেহু ন পুরলে মনলোভে
ভেল পরিভব ভাগী একে সাধে।
(২) পঙ্ক (৩) দুলভ লোভে ভেল পরিভব ভাগী

চাঁদবদনী ধনি চকোরনয়নী।
দিবসে[৪] দিবসে ভেলি চউগুন মলিনী॥
কি করতি চাঁদনে কী অরবিন্দে।
বিরহ[৫] বিসর জঞো সুতিঅ নিন্দে॥

অবুধ[৬] সখীজন ন বুঝএ আধী।
আন ঔষধ কর আন বেয়াধী॥
মনসিজ মনকে মন্দি বেবথা[৭]।
ছাড়ি কলেবর মানস বেথা॥

চিন্তাএ বিকল হৃদয় নহি থীরে।
বদন নিহারি নয়ন বহ নীরে॥

নেপাল ২০৩, পৃ ৭৩ক, পং ২ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ৭৯, তালপত্র ও নেপাল

অনুবাদ—স্বপ্নও মনের সাধ পূর্ণ হইল না, চক্ষে ছবিকে দেখিল তাহাতেই এত অপরাধ হইল ? মন্দ মদন মনে আগুন জ্বালায়। পরাভবের জন্য দুর্লভ প্রেম হইল। চকোরবদনী চাঁদবদনী ধনী প্রতিদিনে চতুর্গুণ মলিন হইতে লাগিল। চন্দনে ও পদ্মে কি করিবে ? যদি শয়ন করিবা নিদ্রা হয় তবে বিরহ বিস্মৃত হওয়া যায়। অবুঝ সখীরা আধি বুঝে না, এক ব্যাধিতে অন্য ঔষধ দেয়। মনসিজের মনে মন্দ ব্যবস্থা, কলেবর ছাড়িয়া মনে ব্যথা (দেয়)। চিন্তায় বিকল, হৃদয় স্থির নাই, বদন দেখিয়া নয়নে নীর বহিতে থাকে।

(২৪৫)

কত ন বেদন মোহি দেসি[১] মদনা।
হর নহি বলা মোহি[২] জুবতি জনা॥
বিভূতি-ভুষন নহি চান্দনক রেনূ।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনূ[৭]॥
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেনী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী[৩]॥

চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা[৪]।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥
নহি মোরা কালকুট মৃগমদ চারু[৫]।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা-হারু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা।
এক পএ দুষন অছ ওহি নামক বামা[৬]॥

বাগত পৃঃ ৭০, ন. গু. ৬৯, তালপত্র

শব্দার্থ—মোহি—আমাকে ; দেসি দিতেছ ; সেনী—শ্রেণী ; পাবক—অগ্নি ; গোটা—একটি।

অনুবাদ—মদন আমায় তুই কত বেদনা দিতেছিস্। আমি মহাদেব নহি—যুবতী নারী। বিভূতি ভূষণ (আমার) নাই, আছে চন্দনের রেণু, বাঘছাল নাই, আছে নেতের বসন। চিকুরের বেণী আছে, জটাভার নাই, আমার

২৪৪। পাঠান্তর—(৪) "বিরহ বেদনে তহ ভেল চতুর রমনী (৫) নেহ (৬) অছল (৭) মদন বানকে মন্দি বেবথা।
কি মোরা চান্দনে কি মোরা অরবিন্দে"

২৪৫। রাগতরঙ্গিণীর পাঠান্তর—(১) দেহে (২) মোঞে (৩) নহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী
সির সুরসরি নহি কুসুমক সেণী।
(৪) চাঁদ তিলক মোহি নহি ইন্দু ছোটা (৫) কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু (৬) এক দোস অছ ওহি নামক বামা (৭) "বিভূতি........বসনূ" পর্য্যন্ত নাই

২৪৫। মন্তব্য—এই পদটী গীত গোবিন্দের নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ :

হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ।
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ॥
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি।
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি॥

সুরসরি (সুরসরিৎ = গঙ্গা) নাই, আছে কুসুমের শ্রেণী। আমার চন্দনের বিন্দু আছে—চাঁদ নাই। আমার কপালে পাবক নাই—আছে সিন্দুরের ফোঁটা। আমার কালকূট নাই,—আছে চারু মৃগমদ। আমার ফণীন্দ্র নাই—আছে মুক্তার হার। বিদ্যাপতি বলিতেছে—কামদেব শ্রবণ কর। একটী মাত্র দোষ (আছে)—আমার নাম বামা (মহাদেবের এক নাম বামদেব)।

(২৪৬)

কর কিসলয় সয়ন রচিত
গগন মডল পেখী।
জনি সরোরুহ অরুন স্নুতল
বিনু বিবোধে উপেখী ॥

নব ঘন জঞো নির ররীসএ
নয়ন উজ্জল তোরা।
জনি সুধাকর করেঁ কবলিত
অমিয় বম চকোরা ॥

কহ কমলবদনী।
কমনে পুরুসে হর অরাধিঅ
জসু কারনে তোঞে খিনী ॥

উতুঙ্গ পীন পয়োধর উপর
লখিঅ অধর ছায়া।
কনক গিরি পবার উপজল
বাপু মনোভব মায়া ॥
তেঁ পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি
পলটি পরলি বেনী।
সাঁস সমীরন পিবএ ধাউলি
জনি সে কারি নগিনী ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সরূপ মোর বচনা।
অপন মনা থির প র চাহিঅ
পরে বিবচন কোনা ॥

ন গু তালপত্র ৭৮

শব্দার্থ—সয়ন—শয়ন, শয্যা। মডল—মণ্ডল। জনি যেন। জঞো-যেমন। লখিঅ-দেখিতেছি। পবার—প্রবাল। বাপু—শ্রেষ্ঠ। তেঁ পুনু—তাহাতে আবার। ঝামরি—মলিন। কারি-কৃষ্ণবর্ণ। নগিনী—সর্প।

অনুবাদ—কিশলয়ের মতন করে মুখ রাখিয়া (কর রূপ শয্যায় মুখ থুইয়া) গগনমণ্ডল দেখিতেছ—যেন কোন বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষা করিয়া কমল (মুখ) অরুণ (করের রক্তিম আভার সহিত উপমিত) শয়ন করিল। তোমার উজ্জ্বল নয়ন—নবমেঘের মতন বারি বর্ষণ করিতেছে, যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত উদ্গীরণ করিতেছে। কমলবদনি, বল কোন পুরুষের জন্য শিবকে আরাধনা করিতেছ ও ক্ষীণ হইতেছ ? তোমার উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি. যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনকগিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল। তাহাতে আবার বিরহে মলিনা রমণীর বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কাল নাগিনী নিঃশ্বাস সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে যুবতী, আমার সত্য কথা শুন, নিজের মন স্থির রাখা চাই—পরের কি বিবেচনা আছে ?

(২৪৭)

প্রথমহি হৃদয় বুঝওলহ মোহি।
বড়ে পুনে বড়ে তপে পৌলিসি তোহি ॥
কাম-কলা-রস দৈব অধীন।
মঞে বিকাএব তঞে বচনহু কীন ॥

দূতি দয়াবতি কহহি বিসেখি।
পুনু বেরা এক কইসে হোএত দেখি ॥
দুর দুরে দেখলি জাইতে আজ।
মন ছল মদনে সাতি দেব কাজ ॥

তাহি লএ গেল বিধাতা বাম।
পলটলি দীঠি সুন ভেল ঠাম॥

নেপাল ১৮৮, পৃঃ ৬৭ খ, পং ২ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি। ন. গু. ৭৩

শব্দার্থ—পৌলিসি—পাইলে। বচনহু কীন—কথার দ্বারা কিনিবে। বিসেখি—বিশেষ করিয়া।

অনুবাদ—তুমি প্রথমে আমার হৃদয়কে (মনকে) বুঝাইলে যে (আমি) বড় পুণ্যে, বড় তপে তাহাকে পাইয়াছি। কামকলা রস দৈবের অধীন। আমি বিকাইব, তুমি কথা দিয়া কিনিয়া লইবে। হে দয়াবতি দূতি, বিশেষ করিয়া বল, আর একবার তাহার সহিত কিরূপে দেখা হইবে? আজ তাহাকে দূরে দূরে যাইতে দেখিলাম, মনে হইল মদন কার্য্য সাধন করিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিকূল বিধাতা তাহাকে লইয়া গেল—দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম সেই স্থান শূন্য।

(২৪৮)

অপনহি নাগরি অপনহি দূত।
সে অভিসার ন জান বহূত॥
কী ফল তেসর কান জনাএ।
আনব নাগর নয়নে বঝাএ॥

এ সখি রাখহিসি অপনক লাজ।
পবক হুঅ রে করহ জনু কাজ॥
পরক হুআরে করিঅ জএো কাজ।
অনুদিনে অনুখনে পাইঅ লাজ॥

হুহু দিস এক সয়ঁ হোইক বিবোধ।
তকবা বজইত কতএ নিবোধ॥

নেপাল ৭২, পৃঃ ২৭ ক, পং ৫ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ১৩১

শব্দার্থ—বহুত—অনেক লোকে। তেসর—তৃতীয়। বঝাএ—পাশবদ্ধ করিয়া। বজইত—বলিতে। নিরোধ—বাধা।

অনুবাদ—নাগরী যদি নিজেই নিজের দূতী হয়, তাহা হইলে সে অভিসারের কথা কেহ জানিতে পারে না। তৃতীয় কর্ণে জানাইয়া কি ফল? নাগরকে নয়নের (কটাক্ষ পাশে) পাশে বাঁধিয়া আনিবে। সখি! তুমি নিজের লজ্জা (মান) বাঁচাও, পরের দ্বারা যেন কাজ করাইও না। পরের দ্বারা কাজ করাইলে অনুদিন অনুক্ষণ লজ্জা পাইবে। যখন দুইজনের মধ্যে (নাগরী ও দূতীর মধ্যে) বিবোধ হইবে, তখন সেই গোপনীয় কথা বলিতে বাধা কি থাকিবে?

(২৪৯)

পছা সুনিঅ ভেলি মহাদেই
কনকে নাবে ওকান।
গগন পরসি রহ সমীরন
সূপ ভরি কে আন॥

সুন্দরি অবে কী দেখহ দেহ।
বিনু হটবই অরথ বিহুন
জৈসন হাটক গেহ॥

অপথ পথ পরিচয় ভেলে
বসি দিন দুই চারি।
সুরত রস খন একে পারিঅ
জাব জীব রহ গারি॥

নেপাল ৮৮, পৃঃ ৩২ খ ; পং ২ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪৪২

নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "ওকান" স্থলে "বোকান", "পারিঅ" স্থলে "পাবিঅ" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—পছা শুনিঅ—পূর্ব্বে শুনিয়াছি। হটবই—হট্টপতি, দোকানদার। অরথবিহুন—অর্থবিহীন।

অনুবাদ—মহাদেবি, পূর্বে শুনিয়াছি যে নৌকা বোঝাই করিয়া সোনা আনা হইত। (কিন্তু) যে সমীরণ গগন স্পর্শ করিয়া (ব্যাপিয়া) বিরাজ করে, তাহাকে কুলোয় ভরিয়া কে আনিতে পারে? সুন্দরি, এখন দেহের কি দেখিতেছ? (নায়ক বিহনে তোমার দেহের মূল্য কি)? হাটের ঘর যেমন দোকানদার না থাকিলে অর্থশূন্য হয়, তোমার দেহও তেমনি নিরর্থক। কুপথের পরিচয় হইলে দুই চারি দিন তাহাতে চলা যায়। সুরতরস ক্ষণমাত্র পাইবে, কিন্তু কলঙ্ক যাবজ্জীবন থাকিবে।

(২৫০)

অঘট ঘট ঘটাবএ চাহসি
বচন বোলসি হসী
আনহি আনহি পেম বচনা
তঞে সখি রসল রসী॥
সুন্দর দেহা, বিজুরীরেহা, গগনমণ্ডল সোভে॥
জতন লেবউ জে নহি পারিঅ
তককে করিঅ লোভে॥

সুন্দরি তোকে বোলঞো পুমু পুমু
খেরাএক পরিহাসে মঞে খেঁওল ওবোল বোলহ জমু॥
কথা অসী কথাওসী পার ও আরি বাসা।
জে নিরবাহক রএ নহি পারিঅ তাক কে দীঅএ আসা॥
কামিনিকুলক ধরম নিঞাঞে কৈসে অগিরতি পাস।
সুরত সুখ নিমেষবে বাজাব জীব উপহাস॥
ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ২৪০, পৃ ৮৬ খ, পং ৩;

অনুবাদ—তুমি অঘটন ঘটাইতে চাও, হাসিয়া হাসিয়া কথা বল, কত না প্রেমের কথা বল—সখি তুমি তাই রসিকা, রসে ভরপুর। বিদ্যুতের রেখার মতন সুন্দর দেহ গগনমণ্ডলেই শোভা পায়; যত্ন করিয়াও যাহাকে পাওয়া না যায়, তাহার প্রতি কে লোভ করে? একটি মাত্র পরিহাসের জন্য আমি সব হারাইলাম (খেই হারাইলাম) একথা যেন বলিও না। (পরবর্ত্তী চরণ—কথাঅসী প্রভৃতির অর্থ প্রতীত হইল না)। যে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না জানি, তাহাকে কে আশা দেয়? কামিনীকুলের ধর্ম্ম নিভরাইয়া কিরূপে নায়কের নিকট যাইবে? সুরতসুখ নিমেষের জন্য মাত্র, কিন্তু লোকাপবাদ বা উপহাস সারা জীবন থাকে।

(২৫১)

থির পদ পরিহরিএ জে জন অথির মানস লাব।
সব চাহিন দিনে দিনে খেলরত পরতর পাব।
সাজনি থির মন কএ থাক।
হটেঁ জে জখনে করম করিঅ ভল নহি পরিপাক।
বুধজন মন বুঝি নিবেদএ সবে সংসারেরি ভাব।
জখনে জতে বিভব রহএ তখনে তেহিঁ গমাব।
ভন বিদ্যাপতি সুন তঞে জুবতি চিতেঁ ন ঝাঁষহি আন।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪৪

শব্দার্থ—পরতর—সমান অথবা পরলোক।

অনুবাদ—স্থির বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া যে অস্থিরের প্রতি মন দেয় তাহার তুলনা দেওয়া যায় সেই লোকের সাথে যে ঘর ছাড়িয়া সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে। সখি! মন স্থির করিয়া থাকো; সহসা কোন কাজ করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। বিজ্ঞজন সংসারের সকল কথা মন দিয়া বুঝিয়া বলেন। যখন যত অর্থ বা টাকা পয়সা থাকে তখন তাতেই (সংসার) চালাইতে হয়। বিদ্যাপতি বলেন, হে যুবতি মনে তুমি অন্তর চিন্তা আনিও না। (অর্থাৎ, তোমার যে পতি মিলিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।)

(২৫২)

কঞ্চন গঢ়ল হৃদয় হথিসার।
তে থিব থম্ভ পয়োধর ভার॥
লাজ-সিকর ধর দৃঢ় কএ গোএ।
আনক বচন হলহ জনু কোএ॥
দূর কর আগে সখি চিন্তা আন।
জওবন-হাথি করিঅ অবধান॥
মনসিজ-মদজল জওঁ উমতাএ।
ধরিহসি পিয়তম-আকুস লাএ॥
জাবে ন সুমত তাবে অগোর।
মুসইতে মনিহসি মানস-চোর॥
ভন বিদ্যাপতি সুন মতিমান।
হাথি মহত নব কে নহি জান॥

তালপত্র ন.গু. ২৩০

শব্দার্থ—কঞ্চন—কাঞ্চন, হথিসার—হস্তীশালা; সিকর—শিকল, গোএ—গোপন করিয়া; উমতাএ—উন্মত্ত হয়। ধরিহসি—ধরিবে, আকুস—অঙ্কুশ। মুসইতে—চুরি করিতে, মনিহসি—মানা করিবে।

অনুবাদ—হৃদয়ের হস্তিশালা সুবর্ণে নির্মিত, তাহাতে কুচভার স্থির স্তম্ভ। লজ্জা শৃঙ্খলগুলো কঠিন করিয়া (বন্ধন) লুক্কায়িত রাখিবে। অপর ব্যক্তির কথায় খুলিয়া দিওনা। হে সখি, অন্য ভাবনা পরিত্যাগ কর, যৌবনকেই হস্তী স্থির কর। যদি মদন মদজলে উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে (শাসন করিবে)। যতদিন না সুমতি হয়, ততদিন আগলাইবে, হৃদয় চোর অপহরণ করিলে কি রোধ করিতে পারিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছে, ধীমান শ্রবণ কর, হস্তী মাহুতের কাছে নত হয় কে না জানে?

(২৫৩)

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলি বোলাব[১]।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব॥
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি॥

জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে নিকে অবইতে জাইতে[২]
জনি জনি পুছ বনবারি[৩]॥
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
বন্দহ নন্দকিসোরা॥

রাগতঃ পৃ ৪৭; ন.গু. ১

বুনগেনরা সংশোধন করিয়া (১) "বলাব" (২) 'বিকে অবইতে জাইতে' (৩) 'বনমারি' করিয়াছেন।

শব্দার্থ—বোলাব—বাজায়। বেরি বেরি—বার বার। বোলি—আহ্বান। পঠাব—পাঠায়। **উদবেগল—উদ্বিগ্ন হইল।**

অনুবাদ—নন্দের নন্দন কদম্বের তরুতলে (বসিয়া) ধীরে ধীরে মুরলী বাজাইতেছেন। সঙ্কেত-সময় (জানিয়া) কুঞ্জে বসিলেন এবং বারে বারে সংবাদ (বংশীধ্বনি) পাঠাইতে লাগিলেন। হে শ্যামলি (সুন্দরি), তোমার জন্য মুরারি অনুক্ষণ বিকল (ব্যাকুল)। যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃপুনঃ ফিরিয়া দেখিতেছেন। বনমালী গোরস বিক্রয় করিতে যাইতে আসিতে গোপরমণীদের জনে জনে (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি বুদ্ধিমতী, মাধব ও সুমতি; (অতএব) আমার কিছু বচন শুন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর।

(২৫৪)

কণ্টক মাঝ কুসুম পরগাস[১]।
ভমর বিকল নহি পাবএ বাস[২] ॥
ভমরা ভেল ঘুরএ সব ঠাম[৪]।
তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম ॥

রসমতি[৮] মালতি পুনু পুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥
ও মধুজীবী তোঁহী[২] মধুরাসি[৯]।
সাঁচি ধরসি মধু মনে[৩] ন লজাসি[১০] ॥

অপনেহু মনে গুনি[৫] বুঝ অবগাহি।
তসু[৬] দূসন বধ লাগত কাহি[১১] ॥
ভনই বিদ্যাপতি তৌ পয় জীব।
অধর সুধারস জোঁ পয় পীব[১২] ॥

নেপাল ৭, পৃঃ ৪ক, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি
পুনর্বার ঃ ৯৩, পৃঃ ৩৪ ক; গ্রিয়ার্সন ২; ক্ষণদা পৃঃ ৩৮৩, ন. গু তালপত্র ৮৩

পাঠান্তরঃ—(ক) নেপাল পুথির পাঠ—(১) পাস (২) তএ (৩) তএে (৪) 'ভমরা ভমএ কতহু ঠাম' এই পাঠ নেপাল ৯৩ সংখ্যক অনুসারে। নেপাল ৭ সংখ্যক অনুসারে—'ভমবা বিকল ভমএ সব ঠাম।' ৭ সংখ্যক পদে 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি' পরেই 'ভমরা বিকল……' প্রভৃতি আছে। ৯৩ সংখ্যক পদে 'তএে ন লজাসি' এর পরে 'ভমরা ভমএ কতহু ঠাম' আছে। ৭ সংখ্যক পদ মালব রাগে গেয়; ৯৩ সংখ্যক পদ 'ধনছী' রাগে গেয়। (৫) ধনি (৬) তোহব।

(খ) ক্ষণদা গীতচিন্তামণির পাঠান্তর ঃ—
(১) "কণ্টক মাঝে কুসুব পরকাশ
ভমরা বিকল না পাওএ পাশ"
(৮) 'রসবতি'
(৯) "পিবতি চাহে মধু জীউ উপেখি
উহ মধুজীবিত তুহু মধুবাসি"
(১০) "সাঁচি ধরসি তবহু ন জাসি"
(৪) "ভমরা বিকল নাহি ঠাম
তোআ বিনে মালতি নাহি বিসরাম"
(১১) "আপনেহি মনে ধনি বুঝ অবগাহি
ও-তো পুরুখবধ লাগব কাহি" ॥
(১২) "কোনও ভনিতা নাই"।

(গ) গ্রিয়ার্সন পাঠান্তর ঃ-
কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে।
বিকল ভমর নহিঁ পাবনি বাসে ॥
ভমরা ভব মে রমে সভ ঠামেঁ।
তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামেঁ ॥
ও মধুজীব তোঁহেঁ মধু রাসে।
সঞ্চি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে ॥
অপনহুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তৌ পয় জীবে।
অধর সুধা রস জৌ পয় পীবে ॥

অনুবাদ—কণ্টকের মধ্যে কুসুমের প্রকাশ হয়, বিকল ভ্রমর নিকটে বাস করিতে (যাইতে) পায় না। ভ্রমর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, মালতী, তোমা বিনা বিশ্রাম লাভ করে না। রসবতী মালতীকে বার বার দেখিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া মধু পান করিতে চাহে। সে মধুজীবী, তুই মধুরাশি! মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিস্, মনে লজ্জা হয় না? আপনার মনে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ—তাহার (ভ্রমরের) বধের দোষ কাহাকে লাগিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—যদি অধর সুধারস পান করে, তাহা হইলে বাঁচিবে।

(১৫৫)

জহি খনে নিঅর গমন হোঅ মোর।
তহি খনে কাহ্নু কুসল পুছ তোর॥
মন দএ বুঝল তোহর অনুরাগ।
পুনফলে গুনমতি পিআ মন জাগ॥
পুনু পুছ পুনু পুছ মোর মুখ হেরি।
কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি॥
আন বেরি অবসর চাল আন।
অপনে রভসে কব কহিনী কান॥

লুবুধল ভমরা কি দেব উপাম।
বাধলা হরিন ন ছাড়এ ঠাম॥

নেপাল ১১, পৃঃ ৫ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৮২

শব্দার্থ—জহি—যে। নিঅর—নিকট। কহিলিও বলা হইয়াছে যাহা।

অনুবাদ—যখন (তাহার) নিকটে আমার গমন হয় তখনই কানাই তোর কুশল প্রশ্ন করে। তোর প্রতি (তাহার) অনুরাগ (হইয়াছে) মন দিয়া বুঝিলাম; পুণ্যফলে গুণবতী প্রিয়ের হৃদয়ে জাগে। আমার মুখ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করে—বলা কথা আর কতবার বলিব? অন্য সময়ে (অন্য) উপায়ে কানাই নিজ রহস্য কথাই বলে অর্থাৎ সর্বদা কোন প্রকারে তোর কথাই উত্থাপন করে। লুব্ধ ভ্রমরের কি উপমা দিব?—বাঁধা হরিণ স্থান ছাড়ে না অর্থাৎ যে স্থানে বাঁধা থাকে সে স্থান ছাড়ে না।

(১৫৬)

সরুপ কথা কামিনি সুনু।
পরহি আগে কহহ জনু॥
তোঁহ অতি নিঠুরি ও অনুরাগী।
সগরি নিসি গমাবএ জাগী॥
এ রে রাধে জানি ন জান।
তোরি বিরহে বিমুখ কাহ্নু॥
তোরী এ চিন্তা তোরিএ নাম।
তোরি কহিনী কহএ সব ঠাম॥
অরু কী কহব সিনেহ তোর।
সুমরি সুমরি নয়ন নোর॥
নিতে সে আবএ নিতে সে জাএ।
হেরইত হসইত সে ন লজাএ॥

ন পিন্ধ কুসুম ন বান্ধ কেস।
সবহি সুনাব তোর উপদেস॥

নেপাল ৭৩, পৃঃ ২৬ ক, পং ১, বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৯৮।

শব্দার্থ—সরূপ কথা—সত্য কথা। পবহি আগে—পবেব কাছে। কহহ জনু—যেন বলিও না। সগরি—সমস্ত। গমাবএ—কাটায়। পিন্ধ—পবিধান কবে।

অনুবাদ—কামিনি, স্বরূপ কথা শ্রবণ কর, পবেব সম্মুখে যেন বলিও না। তুমি অতি নিষ্ঠুব, সে অনুরাগী, সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটায়। হে রাধে, (তুমি) জানিয়াও জান না, তোমাব বিবহে কানাই বিমুখ (ম্লান মুখ)। তোমারই চিন্তা, তোমাবই নাম, তোমার কথা সকল স্থানে বলে। তোমার (প্রতি) স্নেহের কথা আর কি বলিব, (তোমাব কথা) স্মরণ কবিয়া স্মবণ করিয়া তাহাব নয়নে অশ্রু বহে। নিত্যই সে আসে, নিত্যই সে যায়; (অপরে) দেখিলে বা হাসিলে সে লজ্জা পায় না। (সে) কুসুম পবিধান কবে না, কেশ বাঁধে না অর্থাৎ চুড়া ঠিক করে না, সকলকেই তোমার সম্বন্ধে কথা শোনায়।

(২৫৭)

তোহে কুল মতি বতি কুলমতি নাবি।
বাঙ্কে দবসনে ভুলল মুবারি॥
উচিতহু বোলইত অবে অবধান।
সংসয় মেলতহু তহ্নিক পবান॥

সুন্দবি কী কহব কহইত লাজ।
ভোব ভেলা সে পবহু সয়ঁ বাজ॥
থাবব জঙ্গম মনহি অনুমান।
সবহিক বিসয় তোহব হোঅ ভান॥

অক কহিঅ কী বুঝওবিসি তোহি।
জনি উধমতি উমতাবএ মোহি॥

নেপাল ১৫৪, পৃঃ ৫৫ ক, পং ৪, ভনহ বিদ্যাপতীত্যাদি, ন গু. ১০৩

শব্দার্থ—বাঙ্কে দবসনে—বাকা চাহনীতে, কটাক্ষে। ভোব ভেলা—বিহ্বল হইল। পবহু সয়ঁ বাজ—অপবেব সহিত কথা বলিতে। বিসয়—বিষয়। উধমতি—উন্মত্ত।

অনুবাদ—তুমি কুলবতী বমণী, তোমাব কুলেতে মতি ও অনুবাগ, তোমাব বাঁকা দৃষ্টিতে মুরাবি ভুলিল। উচিত কথা বলিতেছি, এখন মন দিয়া শোন, তাহার প্রাণ সংশয় হইয়াছে। সুন্দবি, কি বলিব, বলিতে লজ্জা কবে, সে অপরের সহিত কথা বলিতেও বিহ্বল হইল। স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান কবিতে সব বিষয়েই তোমাব ভাব হয়, অর্থাৎ যাহা দেখে তাহাই মনে হয় যেন তোমাকেই দেখিতেছি। আব কি বলিয়া যে তোমাকে বুঝাইব? যেন উন্মত্ত (মাধব) আমাকেও পাগল কবিয়াছে।

(২৫৮)

কত অছ যুবতি কলামতি আনে।
তোহি মানএ জনি দোসরি পরানে॥
তুঅ দবসন বিনু তিলাও ন জীবই।
দারুন মদন বেদন কত সহই॥

সুন সুন গুনমতি পুনমতি রমনী।
ন কব বিলম্ব ছোটি মধু রজনী॥
সামর অম্বব তমুক রঙ্গা।
তিমির মিলও সসি তুলিত তরঙ্গা॥

সপুন সুধাকর আনন তোরা।
পিউত অমিয় হসি চাঁন্দ চকোরা॥

নেপাল ৯, পৃঃ ৮ খ; পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৮৭

শব্দার্থ—কলামতি আনে—অন্য কত কলাবতী। তিলাও—এক ক্ষণও। সামর—শ্যাম। তনুক রঙ্গা—দেহের রংয়ে। সপুন—সম্পূর্ণ।

অনুবাদ—কত কলাবতী যুবতী আছে, তোকে যেন দ্বিতীয় প্রাণ মনে করে অর্থাৎ অপর অনেক সুন্দরী আছে—তাহাদের প্রতি তাহার অনুরাগ নাই—কেবল তোতেই অনুরক্ত। তোব দর্শন ভিন্ন তিলমাত্র প্রাণ বাঁচে না—দারুণ মদন-বেদনা কত সহ্য করে। শুন শুন হে গুণময়ী, পুণ্যবতী রমণি, মধু (চৈত্র) রজনী ছোট, বিলম্ব করিও না। তোব শ্যাম অম্বরে (নীল বস্ত্রে) এবং দেহের রঙে মিলিয়া তিমিবে (মেঘে) আচ্ছন্ন চন্দ্রেব মতন হইবে। তোব আনন সম্পূর্ণচন্দ্র, চকোর (নাগর) হাসিয়া চন্দ্রের অমৃত পান করিবে।

(২৫৯)

এ সখি এ সখি ন বোলহ আন।
তুঅ গুনে[১] লুবুধল নিতে আব[২] কান॥
[৩]নিতে নিতে নিঅর আব বিনু কাজ।
বেকতেও হৃদয় নুকাবএ লাজ[৪]॥

অনতহু জাইত[৫] এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন হটএ[৬] কে পার॥
সে অতি নাগব তোঞে তসু তূল।
এক নলে গাঁথ দুই জনি ফূল॥

ভনই[৭] বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
এক সব মনমথ দুই জিব মার॥

তালপত্র ন গু ৮০; গ্রিয়ার্সন ৪

শব্দার্থ—নিতে আব—নিত্য আসে। নিতেনিতে—বোজ বোজ। অনতহু—অন্যত্র। এতহি—এই দিকেই। নিহাব—দেখে।

অনুবাদ—এ সখি, এ সখি, অন্য কথা বলিও না অর্থাৎ আমার কথা অস্বীকার করিও না। তোমার গুণে প্রলুব্ধ হইয়া কানাই নিত্য আসে। বিনাকাজে নিত্য নিত্য নিকটে আসে; হৃদয় (মনোভাব) ব্যক্ত হইলেও লজ্জায় গোপন কবে। অন্যস্থানে গেলেও এইদিকে দেখে—লুব্ধ নয়নকে কে বাধা দিতে পারে? সে নাগবশ্রেষ্ঠ, তুমি তাহাব তুল্য, যেন এক বৃন্তে দুই ফুল গাঁথা। কবি কণ্ঠহাব বিদ্যাপতি বলিতেছে, মন্মথ এক শবে যেন দুইটী জীবন বধ কবিতেছে।

(২৬০)

প্রথম সিবিফল গবরে[১] গমওলহ
জোঁ গুন-গাহক আবে।[২]
গেল জোবন পুনু পলটি ন আবএ
কেবল রহ পছতাবে[৩]॥
সুন্দরি, বচনে করহ সমধানে[৪]।
তোহ সনি নারি দিবস দস[৫] অছলিহু
ঐসন উপজু মোহি[৬] ভানে॥

২৫৯। গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) গুণ (২) অব (৩) নিতনিত (৪) বেকতহ হৃদয় লুকাবব লাজ (৫) জাইতেঁ (৬) হটয় (৭) ভনহিঁ।

২৬০। নেপাল পুথি অনুসারে পাঠান্তর—(১) গরধ (২) জেন্মুন গাহক আবে। (৩) কিছুদিন যা পচতাবে। (৪) মোরে বোলে করব অবধানে (৫) দোসরি হমে (৬) হাম

জোবন রূপ তাবে ধরি ছাজত[৭]
জাবে মদন অধিকারী।
দিন দস গেলে সখি সেহও পড়াএত[৮]
সকল জগত পরচারী॥

বিদ্যাপতি কহ জুবতি লাখ লহ
পড়ল পয়োধর-তূলে।
দিন দিন অগে সখি ঐসনি হোয়বহ
ঘোসিনী ঘোরক মূলে॥

নেপাল ১২৫, পৃঃ ৭৪ পং ৩; ন.গু. ৯১ তালপত্র

শব্দার্থ—সিরিফল—শ্রীফল, পয়োধর, এস্থলে যৌবন; পছতাবে—পশ্চাত্তাপ; সনি—সমান; ছাজত—সাজে; পড়াএত—পলায়; ঘোসিনী—গোয়ালিনী; ঘোরক—ঘোলের।

অনুবাদ—যখন প্রথম যৌবন আসিল, তখন গুণগ্রাহক আসিলেও, গর্বে কাটাইলে অর্থাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলে না। যৌবন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না; কেবল পশ্চাত্তাপ থাকে। সুন্দরি! মন দিয়া শুন; তোমার মতন আমিও দিন দশেক (কয়েক দিন) যুবতী ছিলাম বলিয়া আমার মনে হয়। যৌবন ও রূপ ততদিনই শোভা পায় যতদিন মদন তাহার অধিকারী থাকে। দিনদশ গেলে, সখি, সেও পলায়ন করে—সমস্ত জগতে ইহা প্রচারিত আছে। বিদ্যাপতি বলেন লক্ষ লক্ষ যুবতী পয়োধর তূলে পড়িল। গোয়ালিনীর ঘোলের মূল্য যেমন কমিয়া যায়, তেমনি দিনে দিনে যুবতীরও গৌরব কমিয়া যায়।

(২৬১)

অপনা[১] কাজ কওন নহি বন্ধ।
কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ॥
অপন অপন হিত সব কেও চাহ।
সে সুপুরুস জে কর নিরবাহ[২]॥

সাজনি তাক জিবন থিক সার।
জে মন দএ কর পর উপকার॥
আরতি অরতল আবএ পাস।
অছইত বথু নহি করিঅ উদাস[৩]॥

সে পুন্ন অনতহু গেলে পাব।
অপনা মন পএ বহ পচতাব॥
ভনই বিদ্যাপতি দৈন ন ভাখ।
বড় অনুরোধ বড়ে পএ রাখ॥

ন.গু. তালপত্র ৮৫, গ্রিয়ার্সন ৩

২৬০। নেপাল পুথি অনুসারে পাঠান্তর—(৭) জোবন সিরি ধতা বেরহ সুন্দরি (৮) ছাড়ি পলাএত
(৯) 'বিদ্যাপতি কহ হরতি লাখ নহ
পলন পয়োধর -তূলে
দিনে দিনে আবে তোহে তৈসনে হোএ বহ
ঘোসি নাঘোরকমূলে।'

২৬১। পাঠান্তর—গ্রিয়ার্সন—(১) আপন (২) নিবাহ (৩) বস্তু ন করিঅ নিবাস।

শব্দার্থ—বন্ধ—বদ্ধ, লিপ্ত। নিঅ পতি—নিজের প্রতি; আবতি—আর্ত্তি; অরতল—অনুরক্ত।

অনুবাদ—(নায়কের দূতী নায়িকাকে মিলনে রাজী করিবার জন্য বলিতেছে) সকলেই তো নিজের কাজে লিপ্ত থাকে, নিজের ভালোর জন্য কে না চেষ্টা করে? নিজের নিজের ভাল সকলেই চায়; সেই সুপুরুষ যে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে। (কিন্তু) সখি! তাহার জীবনই সার যে মন দিয়া পরের উপকার করে। তোমার প্রতি অনুরাগবশতঃ আর্ত্ত হইয়া সে তোমার নিকট আসে; তোমার কাছে তো (তাহার আর্ত্তি পূরণ করিবার) বস্তু আছে, তাহাকে নিরাশ করিও না। (যদি তাহাকে ফিরাইয়া দাও, তাহা হইলে) সে অন্যত্র গেলে প্রার্থিত বস্তু পাইবে, কিন্তু তোমার মনে তখন অনুতাপ আসিবে। বিদ্যাপতি বলেন দৈন্যের কথা বলিও না (তোমার নাই বা তুমি দিতে অসমর্থ একথা বলিও না)। বড়র অনুরোধ বড়তেই রাখে।

(২৮২)

তিন তুল অরু তা তহ ভএ লহু
মানিঅ গরুবি আহি।
অছইত জে বোল নহী অছএ
সে লহু সবহু চাহি॥
সাজনি কইসন তোর গেআন।
জউবন রতন[১] তোর সোআধিন
ককে ন করসি দান॥

জাবে সে জউবন তোর সোআধিন
তাবে পরবস হোএ।
জউবন গেলে বিপদ ভেলে
পুছি ন পুছত কোএ॥
এহি মহী আধ[২] অথির জীবন
জউবন অলপ কাল।
ইথী জত জত ন বিলসিঅ
সে রহ হৃদয় সাল॥

তোর ধন ধনি তোরাহি রহত
নিধন হোএত আন।
দানক ধরম তোরাহি হোএত[৩]
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

নেপাল ২১৪, পৃঃ ৭৭ ক, পং ২; ন.গু. ৪৪৩ তালপত্র

শব্দার্থ—তিন—তৃণ। তুল—তুলা। সোআধিন—স্বাধীন, তোমার নিজের অধীন। তাবে—সেই পর্য্যন্ত, তাবৎ।

অনুবাদ—তৃণ এবং তুলা—তাহা হইতেও লঘু হইয়া তুমি আপনাকে ভারী (গরবী) মনে করিতেছ। যে থাকিতেও বলে 'নাই', সে সবার চেয়ে লঘু। সজনি, এমনি তোর জ্ঞান! যৌবন-রত্ন তোর নিজের অধীন, কেন দান করিস্ না? যাবৎ সে যৌবন তোর নিজের অধীন, পর তাবৎ (তোর) বশীভূত হইবে; যৌবন গেলে, বিপদ হইলে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না। এই পৃথিবীতে অর্দ্ধ জীবন অনিশ্চিত, যৌবন অল্পকাল স্থায়ী; ইহাতে যাহারা বিলাস না করে, তাহাদের হৃদয়ে শেল থাকে। ধনি, তোর ধন তোরই থাকিবে, অপরে নির্ধন হইবে (তাহার হৃদয় তুই হরণ করিবি), কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোরই দানের ধর্ম হইবে।

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) আর (২) সম্পর (৩) তোহহি।পাওব। প্রথম পাঁচ চরণ "তিন তুল অরু" হইতে ...."তোর গে আন" পর্য্যন্ত এবং "জাবে সে........পুছত কোএ" নাই।

(২৬৩)

জদি অবকাস কইএ নহি তোহি।
কাঁ লাগি ততএ পঠওলএ মোহি॥
তোহর হৃদয় বচন নহি থীর।
নলিনী পাত জইসন বহ নীর॥
আবে কি কহব সখি কহইত অকাজ।
অথিরক মধথ ভেল সম কাজ॥
আসা লাগি সহত কত সাঠ।
গরুঅ ন হো অমড়াকাঁ কাঠ॥
তোহে নাগরি গুন রূপক গেহ।
অনুদিন বুঝল কঠিন তুঅ নেহ॥
তহ্নিক সতত তোহর পরথাব।
জনি নিরধন মন কতএ ন ধাব॥

ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
মগলে কানট কে নহি পাব॥

ন. গু. ১০১ তালপত্র

শব্দার্থ—কইএ—কথনও; পঠওলএ—পাঠাইলে; মোহি আমাকে; থীর—স্থির; অথিরক—অস্থির মতির; মধথ—মধ্যস্থ; সাঠ—শাস্তি; নেহ—স্নেহ; তহ্নিক—তাহার; পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ; কানট—জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড।

অনুবাদ—যদি তোর অবকাশ কথনও নাই, তবে কিসের জন্য সেখানে আমাকে পাঠাইলি? তোর হৃদয় ও বচন স্থির নহে, যেমন পদ্মের পাতায় জল বহিয়া যায়। এখন কি কহিব, কহিলে অকাজ, অস্থির মনের মধ্যস্থের সমান কাজ হইল। সে আশার জন্য কত শাস্তি সহিবে? আমড়ার কাঠ ভারী হয় না (অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমড়ার কাঠের মত হালকা)। তুই নাগরী, রূপ গুণের গৃহ, দিন দিন বুঝিলাম তোর স্নেহ বড় কঠিন। তাঁহার (মুখে) সর্ব্বদা তোর প্রস্তাব অর্থাৎ কথা, যেন নির্ধনের মন (অর্থ ছাড়া) কোথাও ধাবিত হয় না। বিদ্যাপতি এই রস গাহিয়া কহিতেছে চাহিলে ছেঁড়া কাপড়টুকুও কে না পায়?

(২৬৪)

ঘটক বিহি বিধাতা জানি।
কাচে কঞ্চনে ছাউলি আনি[১]॥
কুচ সিরিফল সঞ্চা পূরি।
কুঁদি বইসাওল (কনক কটোরি)[২]॥
রূপ কি কহব মঞে বিসেখি।
গএ নিরূপিঅ ঝটিত দেখি॥
নয়ন নলিন সম বিকাস।
চান্দহ তেজল বিরহ ভাস॥

দিনে রজনী হেরএ বাট।
জনি হরিনী বিছুরল ঠাট॥

নেপাল ১০০, পৃঃ ৩৬ ক, পং ৫ ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু. ৭৭৩

শব্দার্থ—ঘটক—ঘটের; বিহি—বিধাতা; সঞ্চা—ছাঁচ; গএ—যাইয়া; বাট—পথ; ঠাট—যূথ।

২৬৪। (১) নেপাল পুঁথিতে 'হানি' আছে। (২) চতুর্থ চরণে অক্ষর এমন ভাবে মুছিয়া গিয়াছে যে কিছুই পড়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কল্পনাবলে "কুঁদি বসাওল" এর পর "কনক কটোরি" শব্দ জুড়িয়া দিয়াছেন।

অনুবাদ—বিধাতা ঘট নির্মাণের বিধি জানিয়া কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া সাজাইল। কুচ শ্রীফলের ছাঁচ পুরিয়া (ঢালিয়া) কনকের বাটি কুঁদিয়া বসাইল। আমি বিশেষ করিয়া কি কহিব, তুমি শীঘ্র গিয়া দেখিয়া নিরূপণ কর। নয়ন দুটি কমলের ন্যায় বিকসিত হইয়াছে; চাঁদও বিরহের ভাব ত্যাগ করিল (অর্থাৎ কমল-বিকাশ সত্ত্বেও চাঁদ মলিন বা অস্তমিত হয় নাই)। দিবানিশি তোমার পথ দেখিতেছে, যেন হরিণী যূথভ্রষ্ট হইয়াছে।

(২৬৫)

মাধব কি কহব তাহী।
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধ ভেলি বাহী॥
মলিন বসন তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে॥
উর পর সামরী বেনা।
কমল কোষ জনি কারি লগেনী॥
কেও সখি তাকয় নিশাসে।
কেও নলনী দল করয় বতাসে॥
কেও বোল আয়ল হরী।
সসরি উঠলি চির নাম সুমরী॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সমুঝাবে॥

গ্রিয়ার্সন ৭৪

শব্দার্থ—কারি লগেনী—কৃষ্ণসর্পিনী অথবা (গ্রিয়ার্সনের মতে) কালো মৌমাছি।

অনুবাদ—মাধব! তাহাকে কি বলিব? তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া বাই মুগ্ধা (জ্ঞান শূন্যা) হইল। তাহার অঙ্গে মলিন বসন; করতলে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতেছে। বক্ষে কৃষ্ণবেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিনী রহিয়াছে। কোন সখী নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ নলিনীদলে বাতাস করে। (তাহার জ্ঞান আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য) কেহ বলে হরি আসিল, তখনই তোমার নাম স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, নিজ সখী বিরহ বেদনা বুঝাইতেছে।

(২৬৬)

অবিরল নয়ন গরএ[১] জল-ধার।
নব-জল-বিন্দু সহএ কে পার॥
কি কহব সজনী তকর কহিনী।
কহএ ন পারিঅ দেখলি জহিনী॥
কুচ-জুগ[২] উপর আনন[৩] হেরু।
চাঁদ রাহু ডর চঢল সুমেরু॥
অনিল অনল[৪] বম মলয়জ বীখ।
জেহু ছল সীতল সেহু ভেল তীখ[৫]॥
চাঁদ সতাবএ[৬] সবিতাহু জীনি।
নহি জীবন একমত ভেল তীনি॥
কিছু উপচার মান নহি আন।
তাহি বেআধি ভেষজ পঁচবান[৭]॥
তুঅ দরসন বিনু তিলও[৮] ন জীব।
জইও[৯] কলামতি পীউখ পীব॥

নেপাল ৬, পৃঃ ৩খ, পং ২, ভনএ বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১১৩ তালপত্র

২৬৬। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) পলএ (২) কুচজুহ (৩) আননহি (৪) অনল অনিল (৫) জে ছল সীতল তে ভেল তীখ (৬) চান্দ সন্তাবএ (৭) কিছু উপচারও মানএ আন (৮) তিলাও (৯) জেঅও।
এহি বেআধি অধিক পচবান।

শব্দার্থ—গরএ—গলিতেছে, পড়িতেছে ; সহএ—সহ্য করিতে ; অনিল অনল বম—বাতাস যেন আগুন বমন করিতেছে ; মলয়জ—চন্দন ; বীখ—বিষ ; তীখ—তীক্ষ্ণ, বেদনাদায়ক ; সতাবএ—সন্তপ্ত করে ; সবিতাহু জীনি—সূর্য্যকেও জয় করিয়া ; পীউখ—পীযূষ।

অনুবাদ—অবিরত নয়নে জলধারা ঝরিতেছে। নূতন জলবিন্দু কে সহ্য করিতে পারে? সজনি, তাহার কথা কি বলিব? যেরূপ দেখিলাম (তাহা) বলিতে পারি না। কুচযুগলের উপর মুখ রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন চন্দ্র (মুখ) রাহুর ভয়ে সুমেরু (কুচরূপ) পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে। বায়ু অগ্নি বমন করে, চন্দন বিষ (উদগীরণ করে)। যাহা শীতল ছিল তাহাও তীব্র হইল। চন্দ্র সবিতার (সূর্য্যের) অপেক্ষা সন্তাপিত করে। তিন অর্থাৎ বায়ু, চন্দন ও চন্দ্র একরূপ হইল, (ইহাতে) জীবন থাকে না। অন্য কোন উপচার আর মানিতেছে না অর্থাৎ অন্য কিছুতে আর কাজ হইতেছে না। তাহার ব্যাধির ঔষধ পঞ্চবাণ। যদিও কলাবতী পীযূষ পান করে, তথাপি তোমার দর্শন ব্যতীত তিলমাত্র বাঁচিবে না।

(২৬৭)

নয়নক নীর চরনতল গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল[১] ॥
অধর অরুন নিমিসি নহি হোএ[২]।
কিসলয় সিসিরে ছাড়ি হলু ধোএ[৩] ॥
সসিমুখি নোরে ওল নহি হোএ।
তুঅ অনুরাগে সিথিল সব কোএ[৪]।

নেপাল ৪৪, পৃঃ ১৭ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; রামভদ্রপুর ১৮৯ ; ন. গু. ১১২

অনুবাদ—নয়নের জল চরণতলে গেল। স্থল কমল জল কমল হইল। (রক্তিম পদতলকে সাধারণতঃ স্থলকমলের সহিত তুলনা করা হয়, কিন্তু নয়ন জলে চরণ ভিজিয়া যাওয়ায় উহাকে জলকমল বলা হইয়াছে) অধর নিমেষের জন্য অরুণ (বর্ণ) হয় না। (যেন) কিশলয়কে শিশির ধুইয়া ছাড়িয়াছে। শশিমুখীর অশ্রুর সীমা নাই। তোমার অনুরাগে সমস্ত শিথিল হইয়াছে।

(২৬৮)

প্রথমহি সুন্দরি কুটিল কটাখ।
জিব জোখ নাগর দে দস লাখ ॥
কেও দে হাস সুধা সম নীক।
জইসন পরহোক তইসন বীক ॥

২৬৭। রামভদ্রপুরের পাঠ—(১) থলক কমল (২) অধর অরুনিমা লপি নহি হোএ (৩) সিসিরে কিসলঅ ছাড়ু জনি ধোএ
(৪) ম রব জানউ রাখএ গোএ
সসিমুখি নোর ওল নহি হোএ
তুঅ অনুরাগ সিথিল জানি
অউলিউ বিসরলি মনসিজ বানি ॥

ইহার পর পুঁথিতে "দারুণ" শব্দ আছে কিন্তু ইহার পরই পত্র শেষ হইয়াছে, এবং পরের পত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং পদটি অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সুমু সুন্দরি নব মদন-পসার।	ভলহি ন হৃদয় বুঝাওব নাহ।
জনি গোপহ আওব বনিজার॥	আরতি গাহক মহঁগ বেসাহ॥
রোস দরস রস রাখব গোএ।	ভনই বিদ্যাপতি সুনহু সয়ানি।
ধএলে রতন অধিক মূল হোএ॥	সুহিত বচন রাখব হিয় আনি॥

ন.গু তালপত্র ১২৯

শব্দার্থ—জীব—জীবন; জোখ—ওজন করিয়া। নীক—ভাল, সুন্দর, পবাহোক—প্রথম বিক্রয়, বউনি; বীক—বিক্রয়; জনি গোপহ—যেন গোপন কবিয়া বাখিও না; আওব বনিজাব—সদাগর (কিনিতে বা দেখিতে) আসিবে; নাহ—নাথ; বেসাহ—বিক্রয়।

অনুবাদ—সুন্দরি! প্রথম কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া নাগর যেন দশলক্ষ বাবও জীবন ত্যাগেব জন্য প্রস্তুত হয়। কেহ (কটাক্ষের পরিবর্তে) সুধার সমান হাস্য দেয়; যেমন বউনি, তেমনি বিক্রয় হয়। সুন্দরি, শুন, মদনেব নূতন দোকান যেন ঢাকিয়া রাখিও না; সদাগর আসিবে। (কৃত্রিম) কোপ দেখাইয়া বস গোপন করিবে, কেননা রত্ন ধরিয়া রাখিলে তাহার মূল্য অধিক হয়। নাথকে ভাল কবিয়া হৃদয়েব অভিপ্রায় বুঝাইবে না, কেননা গ্রাহকেব আগ্রহ বাড়াইতে পারিলে, জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন শুন সুচতুরে, সুহৃদেব বচন মনে বাখিবে।

(২৬৯)

তোহেঁ কুল-ঠাকুব হমে কুল-নাবি।	সুন সুন সাজন বচন হমাব।
অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহাবি॥	অপদ ন অংগিরিঅ অপজস ভাব॥
পিসুনে হসব পুনু মাথ ডোলাএ।	পবতহ পবতিতি আবিঅ পাস।
বরাক কহিনী বড়ি দুব জাএ॥	বড বোলি হমহু কএল বিসবাস॥

সে আবে মনে গুনি ভল নহি কাজ।
বাজু বাখএ আঁখিক লাজ॥

নেপাল ১২৩, পৃঃ ৪৪ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৮০

শব্দার্থ—অধিপক—বাজাব, গোহাবি—নালিস, পিসুন—দুষ্ট লোক, অপদ—অস্থানে, অযোগ্য প্রস্তাবে; পরতহ—প্রত্যহ, পরতিতি—প্রতীতি; বিশ্বাস।

অনুবাদ—তুমি কুলের ঠাকুর, আমি কুলনাবী, রাজাব অন্যায় কর্মে কোন নালিশ হয় না (বটে, কিন্তু) খল ব্যক্তিরা মাথা নাড়িয়া হাসিবে, বড় লোকেব কথা অনেক দূব যায়। সখে, আমাব কথা শুন শুন, অযোগ্য প্রস্তাব করিয়া অপযশ ভার অঙ্গীকার করিও না। প্রত্যহ প্রতীতি করিয়া নিকটে আসিয়া থাক, আমিও মহৎ বলিয়া (তোমাকে) বিশ্বাস করি। এখন মনে ভাবিয়া দেখিলাম কাজ ভাল হয় নাই। হাত (বাজু) কি চোখেব লজ্জা ঢাকিতে পারে?

(২৭০)

প্রথমহি অলক তিলক লেব সাজি।	জাএব বসনে আঁগ লেব গোএ।
চঞ্চল লোচন কাজরে আঁজি[১]॥	দূরহি রহব তেঁ অরথিত হোএ॥

২৭০। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) কাজরে চঞ্চল লোচন আজি। (২) বসনে জাএ ঘহে আসবে গোএ।

মোরি বোলব সখি রহব লজাএ[৩]।
কুটিল[৪] নয়নে দেব মদন জগাএ ॥
ঝাঁপব কুচ দরসাওব কন্ত।
দৃঢ় কএ বাঁধব নিবন্ধক অন্ত ॥[৫]

মান করএ[৬] কিছু দরসব ভাব।
রস রাখব তেঁ পুনু পুনু আব ॥
হম কি সিখওবি অওর রস-রঙ্গ[৭]।
অপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ ॥

ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
নাগরি কামিনি ভাব বুঝাব ॥

নেপাল ৬৮, পৃঃ ২৫ ক, পং ৫ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ১৩০ তালপত্র

অনুবাদ—প্রথমে অলকা-তিলক সাজাইয়া লইবে। চঞ্চল লোচন কজ্জলে অঙ্কিত করিবে। বসনে অঙ্গ গোপন করিয়া লইয়া যাইবে। দূরে (দূরে) থাকিবে তাহাতে (সে) অর্থিত (প্রার্থী) হইবে। মুখ ফিরাইয়া সখি (কথা) বলিবে ও লজ্জিত থাকিবে অর্থাৎ লজ্জা দেখাইবে। কুটিল নয়নে মদন জাগাইয়া দিবে। কুচ ঢাকিবে, কান্তকে দেখাইবে অর্থাৎ কুচ ঢাকিবার ছলে কান্তকে তাহা দেখাইবে। দৃঢ় করিয়া নীবির প্রান্ত বন্ধন করিবে। (নেপাল পুঁথির পাঠে—কুচ অর্দ্ধেক গোপন করিবে, অর্দ্ধেক দেখাইবে ; ক্ষণে ক্ষণে নীবিবন্ধ দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে) মান করিয়া কিছু ভাব দেখাইবে। রস (ভবিষ্যতের জন্য) রাখিবে তাহা হইলে (সে) পুনঃ পুনঃ আসিবে। আমি আর কি রস-রঙ্গ শিখাইব ? অনঙ্গ নিজেই গুরু হইয়া বলিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, এই রস গান করি ; চতুরা স্ত্রীর ভাব বুঝাই।

(২৭১)

তোহর সজনি পহিল পসার।
হমর বচনে কতিঅ বেবহার ॥
অমিঅক সাগর অধরক পাস।
পওলে নাগরে করব গরাস ॥

লহু লহু কহিনী কহব বুঝাএ।
পিউত কুগয়াঁ গোমুখ লাএ ॥
পহিল পড়ঞোক ভলাকে হাথ।
তে উপহাস নহি গোপী সাথ ॥

মন্দা কাজ মন্দে কর রোস।
ভল পওলেহি অলপহি কর তোস ॥

নেপাল ১৩৯, পৃঃ ৪৯ ক, পং ৫ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ১৩৩

অনুবাদ—(হে) সজনি তোর প্রথম পসার (দোকান)। আমার কথা মত কাজ (সওদা) কর। অধরের নিকটে অমৃতের সাগর পাইলে নাগর গ্রাস করিবে। মৃদু মৃদু কথায় বুঝাইয়া বলিবে। কুগ্রামবাসীই (নির্বোধ গেঁয়ো লোকই) গরুর মত মুখ দিয়া পান করে। ভাল (লোকের) হাতে প্রথম বউনি তাহা না হইলে গোপীরা উপহাস করিবে। মন্দ কাজে মন্দ (ব্যক্তিই) রাগ করে। ভাল (যে সে) অল্প পাইলেই তুষ্ট হয়।

---

(৩) সুন্দরি প্রথমহি রহব লজাএ (৪) কুটিলে (৫) আধ ঝাঁপব কুচ দরসাওব আধ।
খনে খনে সুদৃঢ় করব নিবীবাঁধ।
(৬) কইএ (৭) 'সুন্দরিময়ে সিখওবি সিআওর সে রঙ্গ'।

(২৭২)

সয়ন চরাবহি পাবে[1]।
দুর কর সে সব সকল সভাবে॥
মুখ অবনত তেজ লাজে।
কত মহি লিখসি চরন মহিকে আসে[2]॥
রামা রহ পিআ পাসে।
অভিনব সঙ্গম তেজহি তরাসে॥

পিয়া সয়ঁ পহিলকি মেলী।
হোউ কমলকে অলি কেলী॥
তরতম তএে কর দূরে।
ছেল ইছহি ছোড়হ মোর চীর॥
বিদ্যাপতি কবি ভাসা।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসা॥

নেপাল ১৫৫, পৃঃ ৫৫ খ, পং ২; ন. গু. ১৩৮

শব্দার্থ—তরতম—দ্বিধাভাব। ছেল—রসিক। ইছহি—কামনা করে।

অনুবাদ—শয্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাও; এখন ওসব স্বভাব দূর কর। মুখ নীচু করিয়া আছ; কিন্তু লজ্জা ছাড়। মাটীতে পা রাখিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া কত লিখিতেছ। রামা, প্রিয়তমের পার্শ্বে অবস্থান কর, অপূর্ব মিলনে ভয় ত্যাগ কর। প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলন (যেন) পদ্মের সহিত ভ্রমরের কেলি (মিলন) হউক। তুমি দ্বিধাভাব দূর কর, রসিক (তোমায়) কামনা করে, আমার বস্ত্র ছাড়িয়া দাও। কবি বিদ্যাপতি বলে, অভিনব মিলন, ত্রাস ত্যাগ কর।

(২৭৩)

সবহু সখি পরবোধি কামিনি
আনি দেলি পিয়া পাস।
জনু বাঁধি ব্যাধা বিপিন সয়ঁ মৃগ
তেজ তীখ নিসাস॥

বৈঠলি সয়ন সমীপে সুবদনি
জতনে সমুহি ন হোই।
ভেল মানস বুলএ দহোদিস
দেল মনমথে ফোই॥
সকল গাত দুকুল দৃঢ় অতি
কতহু নহি অবকাস।
পানি পরস পবান পরিহর
পূরতি কী রতি আস॥

কঠিন কাম কঠোর কামিনি
মান নহি পরবোধ।
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥
করব কী পরকার আবে হমে
কিছু ন পর অবধারি।
কোপে কৌসলে করএ চাহিঅ
হঠহি হল হিঅ হারি॥

২৭২। নগেন বাবু পাঠ করিয়াছেন (১) 'সীম রহি আবে'। (২) নগেন বাবু লিখিয়াছেন—'চরণ বেআবে'।

দিবস চারি গমাএ মাধব
করব রতি সমধান।
বড়হিক বড় হোয় ধৈরজ
সিংঘ ভূপতি ভান ॥

বাগ.ত পৃঃ ৭৪ (সিংহ ভূপতি) প. স পৃঃ ৪৪ (বিদ্যাপতি ভনিতা) পত ১১৪ ; ন. গু. ১৭৫

অনুবাদ—সখীসকল সান্ত্বনা দিয়া রমণীকে প্রিয়তমের নিকটে আনিয়া দিল, ব্যাধ বন হইতে হরিণকে বন্ধন করিয়া আনিলে (যেমন সে) তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অর্থাৎ রমণী সেইরূপ তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস (ত্যাগ) করিল। শয্যার সমীপে সুন্দরী বসিল, যত্ন করিলেও সম্মুখী হয় না অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক ডাকিলে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া থাকে। মনে হইল, বন্ধন খুলিয়া দিলে মদন দশ দিকে ভ্রমণ করে। সকল অঙ্গে বস্ত্র সুদৃঢ়, কোথাও অবকাশ নাই। করস্পর্শে জীবন ত্যাগ করে, রতি-অভিলাষ কি সফল হইবে ? কঠিন কাম, রমণী কঠোরা, প্রবোধ মানে না, নীবিবন্ধ সুদৃঢ়, কঞ্চুক কঠিন, অধরে নিরোধ আরও অধিক। কি উপায় করিব এখন আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, ছল করিয়া রাগ দেখাইতে চাহি, বল-প্রদর্শন করিতে অভিলাষ হয় না। হে মাধব, চারি দিন অর্থাৎ কিছুদিন গত হইলে রতি সমাধান করিবে, সিংহ নরপতি বলিতেছে, বড় লোকেরই ধৈর্য্য বড় হয়।

(১৭৭)

অহে সখি অহে সখি লএ জনি জাহে।
হম অতি বালিক আকুল নাহে ॥
গোট গোট সখি সব গেলি বহরায়।
বজর কিবাড় পহু দেলহ্নি লগায় ॥
তেহি অবসর পহু জাগল কন্ত।
চীর সম্ভাবলি জিউ ভেল অন্ত ॥
নহি নহি করএ নয়ন ঢর নোর।
কাঁচ কমল ভমরা ঝিক-ঝোর ॥
জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ।
আগি জারি পুনি আগক কাজ ॥

ক্ষণদা পৃঃ ১৮ ; গ্রিয়ার্সন ২৮ ; ন. গু. ১৪৮ ; মিথিলা গীতিসংগ্রহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮-২৯

শব্দার্থ—নাহে—নাথ ; গোট গোট—একে একে ; বজর কিবাড—বজ্রকবাট ; পহু—প্রভু ; কাঁচ কমল—কাঁচা বা অপ্রস্ফুটিত কমল।

২৭৪। **পাঠান্তর**:—ক্ষণদা গীত চিন্তামণিতে এই ভাবের একটি পদ পাওয়া যায়।

"এ সখি এ সখি লেই যনি যাত।
মুই অতি বালিক অবনত নাহ ॥

পাস যাইতে অব জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমল ভ্রমর কর ঝাঁপে ॥
দুবর দেহ মোর ঝাঁপল চীর
যনু ডগমগ করে নলিনিকো নীর ॥
মা ইহে কী সহএ জীবক সাথী
কোন বিহি সিরজিলে পাপিনী রাতী ॥
ভনএ বিদ্যাপতি তথনক ভান
কো ন দেখল্ত সখী হোত বিহান ॥

অনুবাদ—ওগো সখি, ওগো সখি, (আমাকে) লইয়া যাইও না, আমি নিতান্ত বালিকা, নাথ কামাকুল। একে একে সব সখী বাহিরে চলিয়া গেল, প্রভু বজ্র-কবাট লাগাইয়া দিল। সেই অবসরে প্রভু জাগিল অর্থাৎ কামাসক্ত হইল, বস্ত্র-সংবরণ করিতে জীবনান্ত হইল। না না করিতেই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ভ্রমর পদ্মকলি (লইয়া) টানাটানি করিতে লাগিল। যেমন পদ্মের উপর জল টলমল করে, সেইরূপ ধনীর অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কবিরাজ বিদ্যাপতি বলে, শোন, আগুনে, পুড়িলে আবার (জ্বালা নিবারণের জন্য) আগুনেরই প্রয়োজন হয়।

(১৭৫)

ধনী বেয়াকুলি কোমল কন্ত।
কোন পরবোধব সখি পরজন্ত॥
সখী পরবোধি সেজ জব দেল।
পিয়া হরসি উঠি কর ধএ লেল॥

নহি নহি করয় নয়ন ঢরু নোর।
সুতি রহলি ধনি সেজক ওর॥
ভনই বিদ্যাপতি হে জুবরাজ।
সভ সয়োঁ বড় থিক আঁখিক লাজ॥

ন গু ১৫১ (মিথিলার পদ)

শব্দার্থ—পরজন্ত—পর্যান্ত, শেষ অবধি; সেজ—শয্যা; কর ধএ লেল—হাতে ধরিয়া লইল; সেজক ওর—শয্যার প্রান্তে।

অনুবাদ—কোমলাঙ্গী ধনী ব্যাকুল (হইয়াছে), শেষাবধি কে সখীকে প্রবোধ দিবে? সখী বুঝাইয়া সুঝাইয়া যখন শয্যায় দিল, প্রিয় হর্ষে হস্তধারণ করিল। না না করিতে করিতে চক্ষের জল প্রবাহিত হইল, ধনী শয্যার প্রান্তে শুইয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলে, হে যুবরাজ, চক্ষুলজ্জাই সবচেয়ে বড় হইল।

(১৭৬)

কোমল তনু পরাভবে পাওব
তেজি ন হলবি তেঁহু।
ভমর ভরে কি মাজরি ভাঁগএ
দেখল কতহু কেহু॥

মাধব, বচন ধরব মোর।
নহী নহি কয় ন পতিআএব
অপদ লাগত ভোর॥

অধর নিরসি ধূসর করব
ভাব উপজত ভলা।
উনে খন রতি রভস অধিক
দিনে দিনে সসি কলা॥

নেপাল ২১২, পৃঃ ৭৬ ক, পং ৪ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১৪৪

শব্দার্থ—পরাভবে পাওব—পরাস্ত হইবে; ক্লেশ পাইবে। ন হলবি—না যাইবে। মাজরি—মঞ্জরী; পতিআএব—প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাস করিবে। অপদ—অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে। ভোর—ভ্রম। নিরসি—রস শূন্য করিয়া।

অনুবাদ—সুকুমার অঙ্গ পরাভব মানিবে ভাবিয়া ত্যাগ করিবে না। কেহ কি কোথাও দেখিয়াছে যে মধুকরের ভারে মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া পড়ে। মাধব আমার বচন ধর অর্থাৎ রাখ। না না করিলে প্রত্যয় করিবে না, যেখানে ভুল হওয়া উচিত নয় সেখানেই ভুল হইবে। অধর রসশূন্য করিয়া ধূসর করিবে ভাল ভাব জমিবে দিনে দিনে চন্দ্র-কলার বৃদ্ধির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে রতি-সুখ অধিক হইবে।

(২৭৭)

বদর সরিস কুচ পরসর লহু
কত সুখ পাওব করিত উহুঁ উহুঁ।
বাহুক বেঢ়ে পরস নিবার
নীবি-মোষ করএ কে পার।
মাধব অনুভব পহিলুক সঙ্গ
নহি নহি করতি ইহে বথু রঙ্গ।

অধর পানে সে হরতি গেয়ান
কমলকোষ কএ ধরতি পরাণ।
বৈরী ডীঠি নিহারতি তোহি
জনু ভমরসি পুছিহিসি মোহি।
নূতন রস সংসারক সার
বিদ্যাপতি কহ কবি কণ্ঠহার।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৬৪

শব্দার্থ—লহু—লঘু। নিবার—নিবারণ করে। বথু—বস্তু। জনু—যেন না।

অনুবাদ—বদরি সদৃশ্য কুচ ধীরে ধীরে স্পর্শ করিবে, যখন সে উহুঁ উহুঁ করিবে তখন তুমি কত সুখ পাইবে। বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যেও স্পর্শ নিবারণের চেষ্টা করে, তাহার নীবি বন্ধন কে খুলিতে পারে? মাধব, তুমি প্রথম সমাগমের আনন্দ অনুভব কর। নায়িকা 'না' 'না' করিবে এই বড় রঙ্গ। অধর পান করিলে সে জ্ঞান হারাইবে, পদ্মকলির মতন সে কোনরূপে জীবন রক্ষা করিবে। তোমাকে বৈরী দৃষ্টিতে দেখিবে। মোহবশতঃ যেন তাহাকে ভ্রমরের ন্যায় হুল বসাইয়া দিও না। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলেন নূতন রস সংসারের সার।

(২৭৮)

অধর মঁগইতে অওঁধ কর মাথ।
সহএ ন পার পয়োধর হাথ॥
বিঘটলি নীবি কর ধর জান্তি।
অঙ্কুরল মদন, ধরএ কত ভান্তি॥
কোমল কামিনি নাগর নাহ।
কওনে পরি হোএত কেলি নিরবাহ॥

কুচ-কোরক তবে (ডরে)[১]।
কাচ বদরি অরুনিম রুচি ভেল॥
লাবএ চাহিঅ নখর বিসেখ।
ভৌঁহনি আটএ চান্দক রেখ[২]॥
তসু মুখ সোঁ লোভে রহু হেরি।
চান্দ ঝপাব বসন কত বেরি॥

নেপাল ২৫৬, পৃ ৯৩ ক, পং ৩ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১৫৫

শব্দার্থ—অওঁধ—অবনত; বিঘটলি নীবি—উন্মুক্ত নীবিবন্ধ; ভান্তি—ভাতি, শোভা; নাগর নাহ—নাথ বা নায়ক রতি-বিদ্যাবিশারদ; কাচ বদরি—কাঁচা কুল; আটএ—ভ্রূধারা যেন শরসন্ধানে উদ্যত হয়।

২৭৭। (১) নগেনবাবু ছন্দ মিলাইবার জন্য "গহি লেল" যোগ করিয়া দিয়াছেন, (২) নগেনবাবু পড়িয়াছেন—"ভৌঁহ ন আবএ চান্দক রেখ" কিন্তু পুঁথিতে স্পষ্ট "আটএ" আছে।

অনুবাদ—অধর (চুম্বন) চাহিলে মাথা নীচু করে। কুচে হাত সহ্য করিতে পারে না। মুক্ত নীবিবন্ধ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকে। অঙ্কুরিত কন্দর্প কত প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে। রমণী কোমলা, নাথ নাগর (রতিবিদ্যাবিশারদ) কি প্রকারে কেলি সম্পন্ন হইবে? কুচকোরক হস্তে ধারণ করিল, কাঁচা বদরি (কুল) রক্তবর্ণ হইল। কুচে নখরচিহ্ন দেখিয়া নায়িকা চাঁদের রেখার মতন ভ্রূ কুঞ্চিত করে। তাহার মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, চন্দ্র কতবার বসনে ঢাকিবে অর্থাৎ নায়িকার বদন নাগর পুনঃ পুনঃ দেখিতে চাহিলেন, পুনঃ পুনঃ নায়িকা অঞ্চলে মুখ আবৃত করিতে লাগিল।

(২৭৯)

পরসে বুঝল তনু সিরিসক ফূল।
বদন সুসৌরভ সরসিজ তূল॥
মধুর বানি সবে কোকিল সাদ।
পিউল অধর মুখ অমিয় সবাদ।
সুন্দরি বুঝ তোহর বিবেক।
চারি জেঁ ওল ভরি ভূখল এক॥
বাসর দেখহি ন পারিঅ সূর।
দুতিক বচনে অএলাহুঁ এত দূর॥
পওলহ সীতল পানি বিসেখি।
হরহ পিয়াস কি করবহ দেখি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
নয়নক আতুর রহল মুরারি॥

তালপত্র ন গু ১৭৬

শব্দার্থ—সিরিসক—শিরীষের; সরসিজ তূল—কমলের মতন; চারি জেঁ ওল—চারি (স্পর্শ, ঘ্রাণ. শ্রবণ, পান) ভোজন করিল; বাসর—দিনের বেলায়; সূর—সূর্য্য।

অনুবাদ—স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ পুষ্পের ন্যায়, মুখের সুন্দর সৌরভ কমলিনীসদৃশ। মধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরের ন্যায়, অধরসুধা পান করিয়া অমৃতের স্বাদ পাইলাম। সুন্দরি, তোমার বিবেচনায় বুঝিয়া দেখ। চারি প্রকার উপভোগ মিলিল অর্থাৎ হস্ত স্পর্শ করিল, নাসিকা আঘ্রাণ পাইল, কর্ণ শ্রবণ করিল আর জিহ্বা পান করিল, (কিন্তু) এক (চক্ষু) ক্ষুধিত রহিল অর্থাৎ অন্ধকারে বাধা আসিয়াছেন। (নায়িকার উত্তর) দিবসেও সূর্য্য দেখিতে পাই না, দূতীর কথায় এতদূর আসিয়াছি। বিশেষ করিয়া শীতল জল পাইয়াছ, পিপাসা হরণ কর, দেখিয়া কি করিবে? বিদ্যাপতি বলে, হে রমণীপ্রবর শ্রবণ কর, মুরারি নয়নের আতুর হইয়া রহিল।

(২৮০)

একে অবলা অওকে সহজক ছোটি।
কর ধরইত করুনা কর কোটি॥
আঁকম নামে রহএ হিঅ হারি।
জনি করিবর তর খসলি পঞ্চোনারি॥
নয়ন নীর ভরি নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল।
কৌসলে কুচ-কোরক করে লেল।
মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল॥
বারি বিলাসিনি বেসনী কাহু।
মদন কউতুকিআ হটল ন মান॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
অতি রতি হঠে নহি জীবএ নারি।

ন.গু তালপত্র ১৫৯

শব্দার্থ—অওকে—আবার ; আঁকম—অঙ্ক, আলিঙ্গন ; হিঅ হারি—অবসন্ন হৃদয় ; খসলি—পড়িল ; পঙ্কোনারি পদ্মের নাল ; জিব ডোল—প্রাণ কাঁপে ; বেসনী প্রাপ্ত বয়স্ক ; হটল—নিষেধ ; ন মান—মানে না।

অনুবাদ—একে (নায়িকা) বলহীনা তাহাতে আবার অল্পবয়সী, হাত ধরিতেই কোটি অনুনয় করে। অঙ্কের অর্থাৎ আলিঙ্গনের নামে হৃদয় অবসন্ন হয় ; যেন হস্তীর (পদ-) তলে মৃণাল পড়িল। চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া না না বলে, যেন সিংহের ভয়ে হরিণের প্রাণ কাঁপিতে থাকে। কৌশলে কুচকোরক হাতে লইল, মুখ দেখিয়া স্ত্রী-বধের সন্দেহ হইল। বিলাসিনী ছোট আর, কানাই যুবা, কুতূহলী মদন বাধা শোনে না। বিদ্যাপতি বলেন মুরারি শোন, অতিরিক্ত বল প্রকাশে নারী বাঁচে না।

(১৮১)

অবলা অংসুক বালমু লেলা।
পানি-পলব ধনি আতব দেলা ॥
হঠ ন কবিহ পহু ন পূরত কামে।
প্রথমক রভস বিচারক ঠামে।
মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥
মুকুলিত লোচন নহি পরগাসে।
কাঁপ কলেবর হৃদয় তরাসে ॥
আবে নব জোবন সময় নিহারী।
অপনহি বেকত হোএত পরচারী ॥
ভণই বিদ্যাপতি নব অনুরাগী।
সহিঅ পরাভব পিয়-হিত লাগী ॥

বাগত পৃঃ ৫৯, ন. গু. তালপত্র ১৬৪

শব্দার্থ—অংসুক—বসন, বালমু—বল্লভ, আতব—অস্তব, অস্তবাল, মোহরে মোহরদ্বারা, মুন্দল—বন্ধ আছে।

অনুবাদ—বল্লভ অবলার বসন লইল, ধনী করপল্লব দ্বারা অন্তরাল করিল। প্রভু বল প্রকাশ করিও না (তোমার) কাম পূর্ণ হইবে না। প্রথম রভস বিবেচনা করিয়া ভোগ করিতে হয়। কামদেবের ভাণ্ডার হইতে সুরত রস আনিবার উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়া মোহর (ছাপ) দিয়া বন্ধ আছে। মুকুলের ন্যায় অর্ধনিমীলিত চক্ষু বিকসিত হয় না, দেহ কম্পিত হয়, হৃদয় ভয় পায়। এখন নবীন যৌবন, সময় নিরীক্ষণ করিয়া, আপনিই ব্যক্ত হইয়া বিকসিত হইয়া পড়িবে। বিদ্যাপতি বলেন নবঅনুরাগী প্রিয়ের হিতের জন্য ধনী পরাভব স্বীকার করে।

(১৮২)

কমল কোষ তনু কোমল হমারে
দিঢ আলিঙ্গন সহএ কে পারে
চাপি চিবুক হে অধর মধুপীবে
কওনে জানল হমেউ ধরব জীবে।
পুরুষ নিঠুর হিঅ সহজক ভাবে
নোহুআ অঙ্গ মোরা নখখত লাবে।
তথাক ··· ··· মঞে
মরিতহু তাহি তিরিবধ লাই।
এ কপটিনি সখি কি বোলিবোঁ তোহী,
হাথ বান্ধি বুঝ মেললহ মোহী
ভনই বিদ্যাপতি সুনহু মুরারি,
পহু অবলেপএ দোস বিচারি।

রামভদ্রপুর পুঁথি পদ ১৩

শব্দার্থ—নাহুআ—কোমল ; অবলেপ—গর্ব।

অনুবাদ—আমার তনু কমলের কলির মতন কোমল ; দৃঢ় আলিঙ্গন কে সহিতে পারে ? চিবুক ধরিয়া অধরমধু পান করিল, কে জানে আমি প্রাণে বাঁচিব কিনা ? পুরুষ স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর-হৃদয়, এইজন্য সে আমার কোমল অঙ্গে নখক্ষত করিল। ঐ সময়ের·········আমি মারা যাই আর তাহার স্ত্রীবধের পাপ লাগিবে। হে কপটিনী সখি ! তোমাকে কি বলিব ? তুমি হাত বাঁধিয়া আমাকে কূপে ফেলিয়া দিয়াছ। বিদ্যাপতি বলেন হে মুরারি শুন, বিচার করিয়া প্রভুকে দোষ দিতেছে।

(২৮৩)

হমে অবলা তোঁহে বলমত নাহ।
জীবক বদলে পেম নিরবাহ ॥
পঠি মনসিজ মত দরসহ ভাব।
কউতুকে করিবর করিনি খেলাব ॥
পরিহর কন্ত দেহ জিব দান।
আজ ন হোএত নিসি অবসান ॥

দইন দয়া নহি দারুন তোহি।
নহি তিরিবধ-ডর হৃদয় ন মোহি ॥
রমন সুখে জয় রমনী জীব।
মধুকর কুসুম রাখি মধু পীব ॥
ভনই বিদ্যাপতি পহু রসমন্ত।
রতিরস রভস হোএত নহি অন্ত ॥

ন গু তালপত্র ১৭০

শব্দার্থ—বলমত—বলবান ; নাহ—নাথ ; পঠি—পাঠ করিয়া ; খেলাব খেলায় ; দইন—দৈন্য।

অনুবাদ—আমি অবলা (বলহীনা), হে নাথ, তুমি বলবান্, এমনভাবে প্রেম করিতেছ যে আমার জীবন যায়। মন্মথের মন্ত্র পাঠ করিয়া ভাব-প্রদর্শন করিবে। কৌতুকে হস্তিপ্রবর হস্তিনীর সহিত ক্রীড়া করে। হে নাথ (আমায়) পরিত্যাগ কর, প্রাণ দাও। আজ আর নিশা সমাপন হইবে না। তুমি দারুণ (নিষ্ঠুর), দৈন্য করিলেও (তোমার) দয়া হয় না ; রমণী-বধে তোমার মনে দুঃখ হয় না। যদি রমণী বাঁচিয়া থাকে তবে রমণে সুখ, পুষ্পকে রক্ষা করিয়া ভ্রমর মধু পান করে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, প্রভু রসিক, রতিরসের আনন্দের শেষ হয় না।

(২৮৪)

বামা বয়ন নয়ন বহ নোর।
কাঁপ কুরঙ্গিনি কেসরি কোর ॥
একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচ-সীম ॥

নিবিবন্ধ কোএক নহি অবকাস।
পানি পচমকে বাঢ়লি আস ॥
রাধা মাধব প্রথমক মেলি।
ন পুরল কাম মনোরথ কেলি ॥

ভনই বিদ্যাপতি প্রথমক রীতি।
দিনে দিনে বালা বুঝতি পিরীতি ॥

ন. গু. তালপত্র ১৫৭

২৮৪। মন্তব্য—এই পদে মাধবকে চতুর্ভুজরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজরূপেই অঙ্কন করিয়াছেন।

শব্দার্থ—একেগহ চিকুর - এক হস্তে কেশপাশ। ফোএক—খুলিবার। পানি পচমকে—পঞ্চম হস্তের জন্ম। বাঢ়লি আস—আশা বাড়িল।

অনুবাদ—বামার মুখে চোখে জল বহিতেছে, কুরঙ্গিণী কেশরীর কোলে কাঁপিতেছে? প্রথম (হস্তে) চিকুর, দ্বিতীয় (হস্তে) গ্রীবা, তৃতীয় (হস্তে) চিবুক এবং চতুর্থ (হস্তে) পয়োধর-প্রান্ত গ্রহণ করিল। নীবিবন্ধন খুলিবার অবসর (আর) রহিল না, পঞ্চম হস্তের (জন্য) আশা বাড়িল অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা হইল। রাধা-মাধবের প্রথম মিলন, ক্রীড়ায় কামের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। বিদ্যাপতি বলে, প্রথমের রীতি, অর্থাৎ প্রথম মিলনের এই নিয়ম। দিনে দিনে বালিকা পিরীতি বুঝিতে পারিবে।

(২৮৫)

আহে সখি, আহে সখি, লয় জনু জাহে।
হম অতি বালক নিবদয মোব নাহে॥
বোল ভবোস দয় সখি গেলায় লেআয।
পহুক পলঙ্গ পব দেলহ্নি বৈসায॥
গোটে গোটি সখি সভ গেলা বহরায।
বজ্র কবাড় হুনি দেলহ্নি লগায়॥

এহি অবসব সখি ধয়লহ্নি কন্ত।
চীব সম্হাবেত ভেল জীবক অন্ত॥
নহি নহি কবিঅ নযন ভক নোব।
কাঁচ কমল পব ভমব ঝিক ঝোব॥
ভনতি বিদ্যাপতি তখনুক বাতি।
জুগ জুগ বাঢ়ওল পহু সঙ্গ প্রীতি॥

মি গী সং ২৭ পৃ. পৃ. ২৮-২৯; গ্রি ২৮ ন গু ১৫৮

(২৮৬)

দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ।
তিলা এক লাগি কত উপজল নেহ॥
নতন মনসিজ গুরুতব লাজ।
বেকত পেম কত কবয বেযাজ॥

খন পবিতেজয খন আবয় পাস।
ন মিলয় মন ভবি ন হোয় উদাস॥
নযনক গোচব থিব নহিঁ হোএ।
কব ধবইত ধনি মুখ ধরু গোএ॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি এহো বস গাব।
অভিনব কামিনি উকুতি বুঝাব॥

গ্রি ৮; ন. গু. ২১২

অনুবাদ—কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত মমতা জন্মিল। মদন নবীন অর্থাৎ নবীন প্রেম, (সেই জন্য) অত্যন্ত লজ্জা, প্রেম ব্যক্ত, (তথাপি) কত ছলনা করে। ক্ষণে পরিত্যাগ করে, আবার ক্ষণে নিকটে আসে, মন ভরিয়া মিলে না, (আবার) উদাসও হয় না। চক্ষুর দৃষ্টি স্থির হয় না, হাত ধরিলে ধনী মুখ লুকায়। বিদ্যাপতি বলিতেছে, আমি এই রস গান করিতেছি, নবীন রমণী (এইরূপে) সম্মতি জানায়।

(২৮৭)

মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী।
লোভিত মধুকর কৌসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী॥
পহিল বয়স ধনি প্রথম সমাগম
পহিলুক জামিনি জামেঁ।
আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলক নামেঁ॥

আঁকম ভরি হরি সয়ন সুতায়ল
হরল বসন অবিসেখে।
চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি
মেদনি দেল উপেথে॥
এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দূ পুনি তীনি ন হোঈ।
কুচ-জুগ পাঁচ পাঁচ সসি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঈ॥

আকুল অলপ বেআকুল লোচন
আঁতর পূরল নীরে।
মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিস ফীরে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
জামিনি জিব দয় গেলী॥

গ্রিয়ার্সন ২৯ অ ৩২০

অনুবাদ—মাধব, রাধিকা শিরীষ কুসুমের মত কোমল। লুব্ধ মধুকর, কৌশল অবলম্বন কর এবং অবগাহন করিয়া নবীন রস পান কর। নায়িকার এই প্রথম বয়স এবং রজনীর প্রথম প্রহরে এই প্রথম সঙ্গম। অনুরাগের প্রতি প্রতীতি মানে না অর্থাৎ অনুরাগের গাঢ়তা বুঝে না এবং কেলির নামে হয়ত কুণ্ঠিত হইবে। পরিপূর্ণ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ শয়ন করাইলেন এবং সর্বাঙ্গের বসন হরণ করিলেন। কমলের ন্যায় কামিনীকে দৃঢ়-ভাবে চাপিলেন এবং তাহাকে মেদিনীতে ফেলিয়া দিলেন। রাধা এক হস্তে অধর আবৃত করিলেন, দ্বিতীয় হস্ত নীবিতে আরোপণ করিলেন। তৃতীয় হস্ত ত নাই। (আর কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন?) কুচযুগলে পাঁচটি করিয়া নখচন্দ্র উদিত হইল। আর কি দিয়া ধনী আত্মরক্ষা করিবেন? শ্রীমতী আকুল এবং ঈষৎ ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার নয়নকোণ জলে ভরিয়া উঠিল। মন্মথ যেন বঁড়শি দিয়া মাছকে গাঁথিল। বিদ্যাপতি বলেন লুব্ধ মধুকরের কেলি, উভয়ের মন আচ্ছন্ন হইল। কোমল কামিনী কত অসহ্য সহ্য করিবে? যামিনী যেন প্রাণ লইয়া গেল।

(২৮৮)

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধু' বিলাস॥
লোভ পরীহরি সুনহি বাঁক।
ধকে কি কেও কুইং বিপাক॥

তেজ মধুকর এ' অনুবন্ধ।
কোমল কমল লীন মকরন্দ॥
এখনে ইছসি এহন সঙ্গ।
ও অতি সৈসবে ন বুঝ রঙ্গ॥

কর মধুকর তোঁহে দিঢ় গেআন।
অপনে আরতি ন মিল আন॥

নেপাল ১০৬, পৃঃ ৩৮খ, পং ১ ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১৪০

অনুবাদ—যতদিন মালতী (পুষ্প) প্রকাশ (বিকাসিত) হয় না, ততদিন তাহার উপরে ভ্রমর বিলাস করে না। (বিত্ত-) শূন্য দরিদ্র লোভ ত্যাগ করিবে। কেহ কি সহসা বিপাকে পড়ে? ভ্রমর (কানাই) এমন অনুবন্ধ (চেষ্টা) পরিত্যাগ কর, সুকোমল পদ্মে মধু বিলীন হইয়া রহিয়াছে। এখনই এমন সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ, ও (নায়িকা) অতিশয় শিশু রঙ্গ জানে না। ভ্রমর তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ নিজের আর্ত্তি (অনুরাগ ও ব্যাকুলতা) অন্যে পায় না।

(২৮৯)

বালি বিলাসিনি জতনে আনলি
রমন করব রাখি।
জৈসে মধুকর কুসুম ন তোল।
মধু পিব মুখ মাখি॥
মাধব করব তৈসনি মেরা।
বিনু হকারেও সুনিকেতন[১]
আবএ দোসরি বেরা॥

সিরিস-কুসুম কোমল ও ধনি
তোহহু কোমল কাহ্নু।
ইঙ্গিত উপর কেলি জে করব
জে ন পরাভব জান॥
দিনে দিনে দূন পেম বঢ়াওব
জৈসে বাঢ়সি সু-সসী।
কৌতুকহু কিছু বাম ন বোলব
নিঅর জাউবি হসী॥

নেপাল ৫৭, পৃঃ ২১ খ, পং ৪, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১৪২

শব্দার্থ—বালি—বালা; মেরা—মিলন; হকারে—ডাকে; দূন—দ্বিগুণ; নিঅর—নিকটে।

অনুবাদ—বিলাসিনী বালাকে সযতনে আনিয়া দিলাম, রাখিয়া (রক্ষা করিয়া) রমণ করিবে, যেমন করিয়া ভ্রমর ফুল ভাঙ্গে না, (কিন্তু) মধু মাখিয়া খায়। মাধব সেই প্রকার মিলন করিবে (যাহাতে) বিনা ডাকে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় দ্বিতীয়বার তোমার আলয়ে আসে। শিরীষ ফুলের ন্যায় কোমল সে ধনী, তুমিও সেইরূপ কোমল। কানাই, ইসারার উপর কেলি করিবে, যাহাতে পরাজয় জানিতে না পারে। দিনে দিনে দ্বিগুণ প্রেম বাড়াইতে থাকিবে, যেমন মনোহর চন্দ্র বাড়িতে থাকে। ছল করিয়াও কিছু মন্দ কথা বলিবে না, হাসিতে হাসিতে নিকটে যাইবে।

(২৯০)

সহজহি তনু খিনি মাঝ রেরি সনি
সিরিসি-কুসুম সম কায়া।
তোহে মধুরিপুপতি কৈসে কএ ধরতি রতি
অপুরুব মনমথ মায়া॥

২৮৮। (১) নগেন বাবু ছন্দ মিলাইবার জন্য 'মধু' স্থলে 'মধুকর' করিয়াছেন। (২) নগেন বাবু করিয়াছেন 'কুঞ্জ ভূব'। (৩) নগেন বাবু 'এহন' করিয়াছেন।

২৮৯। (১) নগেন বাবু 'হকারে তুঅ নিকেতন'।

মাধব, পরিহর দৃঢ় পরিরম্ভা।
ভাঁগি জাএত মন জীব সঞে মদন
বিটপি আরম্ভা ॥

সৈসব অছল সে ডরে পলাএল
জৌবন নূতন বাসী।
কামিনি কোমল পাহুন পঁচসর
ভএ জমু জাহ উদাসী ॥
তোহর চতুর-পন জখনে ধবতি মন
রস বুঝতি অবসেখি।
এখনে অলপ বুধি ন বুঝ অধিক সুধি
কেলি কবব জিব বাখি ॥

তোঁহে জে নাগব মানও ধনি জিব সনি
কোমল কাঁচ সবীবা।
তে পবি কবব কেলি জে পুমু হোঅ মেলি
মূল বাখ বনিজাবা ॥
হমবি অইসনি মতি মন দএ সুন দুতি
দুব কর সব অনুতাপে।
জয়ঁ অতি কোমল তৈঅও ন ঢরি পল
কবহু ভমব ভবে কাঁপে ॥

নেপাল ২৫০, পৃঃ ৯০খ পং ২, ভণই বিত্তাপতীত্যাদি ; ন. গু ১৪৫

শব্দার্থ—বেবি—দুই ; সনি—তুল্য ; পবিবম্ভা—আলিঙ্গন ; পাহুন—অতিথি, ভএ—হইয়া ; মূল রাখ বনিজাবা—বণিক মূলধন রক্ষা কবে।

অনুবাদ—স্বভাবতঃই ক্ষীণ দেহ, মধ্য (অর্থাৎ কটি) যেন (ভাঙ্গিয়া) দুইখানি হইয়াছে, ও শিরীষ-ফুলের মত কোমলকায়া। তুমি মধুবিপুপতি, কেমন কবিয়া তোমাব বতি ধাবণ কবিবে, কন্দর্পেব মায়া অভিনব। মাধব, গাঢ় আলিঙ্গন ত্যাগ কবিবে, ভয় হব, জীবনেব সঙ্গে মদন-বৃক্ষেব মূল (আবম্ভ) ভাঙ্গিবা যাইবে। শিশুকাল ছিল, সে ভয়ে পলায়ন কবিল, যৌবন নূতন নিবাসী। কোমল কামিনীতে পঞ্চশব নূতন অতিথি ইহা যেন ভুলিও না। তোমার চাতুবী যখন মনে ধবিবে সম্পূর্ণরূপে বস তখন বুঝিবে। এখন বুদ্ধি কম, বুঝিবাব মত শক্তি নাই, প্রাণ বাখিয়া কেলি কবিবে। তুমি নাগব, ধনীব প্রাণেব ন্যায় তনুও কাঁচা এইরূপ মানিবে, সেইমত কেলি কবিবে যাহাতে পনর্বাব মিলিত হয়। বণিকেবা মূলধন রক্ষা কবিয়া থাকে। দূতি, মন দিয়া শ্রবণ কব, আমাবও ঐরূপ মনে হয়, সব অনুতাপ দূব কব। যাহা অতিশয় কোমল তাহাও মধুকবের ভবে ঢলিয়া পড়ে না শুধু একটু কাঁপে।

(১৯১)

জাতি পদুমিনি সহতি কতা।
গজেঁ দমসলি দমন-লতা ॥
লোভে অধিক মূল ন মার।
জে মুল রাখএ সে বনিজার ॥

অছল জোর সিরীফল ভাতি।
কএলহ ছোলঙ্গ[1] নাবঙ্গ কাতি ॥
ভনই বিত্তাপতি ন কর[2] লাথ।
ভূখল নখ[3] তুহু হাথ ॥

রা. গ. ত. পৃঃ ১০৯ ; ন. গু. ১৮০

শব্দার্থ—গজেঁ—হস্তীতে ; দমসলি—দলিত করিল ; দমনলতা—দ্রোণফুলেব লতা ; মূল—মূলধন ; জোর-যুগল (এস্থলে কুচযুগল) ; ছোলঙ্গ নাবঙ্গ—ছাড়ানো কমলার মতন ; লাথ—ছলনা।

১৯১। নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "ছোল" (২) "করহ" (৩) "নখা" করিয়াছেন।

অনুবাদ—পদ্মিনী জাতীয়া নারী কত সহ্য করিবে? দ্রোণলতা গজ দ্বারা দলিত হইল। লোভ করিয়া মূলধন নষ্ট করিও না, যে মূলধন রাখে সেই বণিক্। (স্তনদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল, (এখন) আবরণ শূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছ। বিদ্যাপতি বলিতেছে, ছলনা করিও না, দুই হস্তের নখর ক্ষুধিত (ছিল) অর্থাৎ ক্ষুধিত নখরসমূহ স্তনযুগল ভক্ষণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্ষুদ্র করিয়াছে।

(২৯২)

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।
ধনি বল জানি[১] করব রতিরঙ্গ॥
হঠ নহি করবে আইতি পাএ।[২]
বড়েও ভুখল নহি দুহু কর[৩] খাএ॥

চেতন কাহ্নু তোঁহহি যদি আথি।
কে নহি জান মহতে নব হাথি॥
তুঅ গুন গন কহি কত অনুবোধি[৪]।
পহিলহি সবহি হললি পরবোধি॥
হঠ নহি [৫]করব রতি-পরিপাটি।
কোমল কামিনি বিঘটতি সাটি॥

জাবে রভস সহ[৬] তাবে বিলাস।
বিমতি বুঝিঅ জয়[৭] ন জাএব পাস॥
ধসি পরিহরি নহি ধররিএ বাহু।
উগিলল চাঁদ গিলএ জনি রাহু॥[৮]
ভনই বিদ্যাপতি কোমল কাঁতি।
কৌসল সিরিস সুমন অলি ভাঁতি॥

নেপাল ৮৬, পৃঃ ৩২খ, পং ৬, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. তালপত্র ১৪৬

শব্দার্থ—আইতি পাএ—আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া, বড়েও ভুখল—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিও; মহতে—মাহুত; নব—নম; ধসি—বেগে ধাবিত হইয়া।

অনুবাদ—প্রথম সমাগম কালে মদনদেব ক্ষুধিত বটে, কিন্তু ধনীর শক্তি জানিয়া রতিলীলা করিবে। আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া বল প্রকাশ করিও না। অতীব ক্ষুধার্ত হইলেও কেহ দুই করে আহার করে না। কানাই, তুমি ত চতুর, কে না জানে যে মাহুতের নিকট হাতী নম হয় অর্থাৎ মাহুত হস্তীকে বশ করে ছলে, বলে নয়, সেইরূপ তুমিও কৌশলে রাধাকে বশ করিবে। তোমার গুণগান (করিয়া) কত বুঝাইলাম, সকল সখীরাই প্রথমে সান্ত্বনা দিয়া গেল। বল-প্রয়োগ করিলে রতির ক্রমানুযায়ী আনন্দ হইবে না; কোমল রমণীর বিপরীত শাস্তি ঘটিবে। যতক্ষণ বেগ সহ্য করিবে ততক্ষণ বিলাস করিবে। অনিচ্ছা বুঝিলে কাছে যাইও না। ত্যাগ করিয়া আবার দ্রুতবেগে হাত ধরিবে না, যেমন রাহু চাঁদকে উদ্গার করিয়া আবার গ্রাস করে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুকোমলাঙ্গী শিরীষ-কুসুমকে মধুকরের ন্যায় কৌশলে উপভোগ করিবে।

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) বস রাখি (২) লোভ ন করবে আইতি পাএ (৩) দুহুই করে (৪) আরলি যতনে আরকে অনুবোধি (৫) কড়ি (৬) রহ (৭) সুজনে (৮) পরিহরি করহু ধরবি নহি বাহু
উগিলি চান্দতম গিলএ রাহু॥" ইহার পর 'ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি' আছে

(২৯৩)

হৃদয় তোহর জানি[১] ভেলা।
পরক[৬] রতন আনি মোঞে দেলা॥
কএল মাধব হমে অকাজ।
হাথি মেরাউলি সিংহ সমাজ॥
বাখহ[৭] মাধব মোবি বিনতী।
দেহ[২] পরীহবি পরজুবতী॥
চুম্বনে নয়ন কাজব গেলা।
দসনে অধর খণ্ডিত ভেলা॥

পীন পয়োধর নখর মন্দা।
জনি মহেসব সিখর[৩] চন্দা॥
ন মুখ বচন ন[৪] চিত থীরে।
কাঁপ ঘন হন সবে সবীবে॥
ঘর গুরুজন দুরজন[৮] সঙ্কা।
ন গুনহ মাধব মোহি কলঙ্কা[৯]॥
ভনে বিদ্যাপতি দূতি ভোরি।
চেতন গোপয়ে গুপতি চোরি॥[৫]

নেপাল ১, পৃঃ ১, পং ১, বামভদ্রপুব ৮০ ; ন. গু. তালপত্র ১৮২

অনুবাদ—তোমাব হৃদয় জানা হয় নাই অর্থাৎ তোমাব হৃদয় যে কেমন তাহা জানিতাম না, অপরেব বত্ন আমি আনিয়া দিলাম। হে মাধব, আমি বকম কবিলাম, সিংহেব নিকটে হাতী মিলাইলাম। মাধব, আমাব অনুরোধ বাখ, পবস্ত্রীকে পবিহাব কব। চুম্বনে চোখের কাজল গেল, দন্তে অধব খণ্ডিত হইল। স্থূল পয়োধরে তুচ্ছ নখ (লাগিল) যেন শিবেব মস্তকে শশীব (উদয় হইল)। মুখে কথা নাই, চিত্ত স্থির নহে, সকল অঙ্গ ঘন ঘন কাঁপিতেছে। ঘবে গুরুজন দুর্জনেব ভয়, মাধব, আমাব কলঙ্ক হইবে ইহা ভাব না। কবি বিদ্যাপতি বলে, দূতী মুগ্ধা, সুচতুব ব্যক্তি গুপ্তচরি গোপন বাখে।

(২৯৪)

পবক পেয়সি আনল[১] চোবা।
সাতি অঙ্গিরলি আবতি তোবা॥
তোহি নহী ডর ওহি ন লাজ।
চাহসি সগবি নিসি সমাজ॥
বাখ মাধব বাখহ মোহি।
তুবিত ঘব পঠাবহ ওহি॥

তোহে ন ন নহ হনব বাব।
পুনু দবসন হোইতি স ধ॥
ওহও মুগুধি জানি ন জান।
সংসঅ পলল পেন পবান॥
তোহহু নাগব অতি গমার।
হঠে কি হোইহ সমুদ পাব॥

নেপাল ২২৭, পৃঃ ৮২ খ, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৩১৯

শব্দার্থ—সাতি—শাস্তি, কষ্ট, অঙ্গিরলি—স্বীকাব কবিলাম, আরতি—আর্ত্তি ; সগরি—সকল ; সমাজ—মিলন।

২৯৩। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) নহি (২) দেহে (৩) সরদ (৪) তন (৫) ন.গু.র ভণিতা : কবি বিদ্যাপতি ভান।
আনক বেদন নই বুঝ আন॥

রামভদ্রপুরের পাঠ—(১) ন (৬) আনক (৭) রাখ (৩) সেখর (৪) ন মর থীরে (৮) দুজন (৯) লও লহ মাধব মোহি কলঙ্কা
(৫) ভনবিদ্যাপতি তএ দুতি ভোরি। 'গুপতি' অপেক্ষা 'বেকত চোরি' ভাল পাঠ।
চেতন গোপএ বেকত চোরি॥

২৯৪। (১) নগেন বাবু "আনল" স্থলে "আনলি" করিয়াছেন।

অনুবাদ—পরের প্রেয়সীকে চুরি করিয়া আনিলাম, তোমার আর্তি দেখিয়া কষ্ট স্বীকার করিলাম। তোমার ভয় নাই, উহার লাজ নাই, সমস্ত রজনী মিলন চাও। মাধব আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, উহাকে শীঘ্র গৃহে পাঠাও। আমার বাধা অর্থাৎ নিষেধ তুমি মান না ; পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা হইবে, অর্থাৎ পুনরায় দেখিতে চাহিলে আর উহাকে লইয়া আসিব না। সে মুগ্ধা, জানিয়াও জানে না, প্রেমে প্রাণ সংশয়ে পড়িল। তুমিও নাগর অত্যন্ত মূর্খ, জোর করিয়া কি সমুদ্র পার হওয়া যায় ?

(২৯৫)

আবে ন লহতি আইতি মোরি।
পরে পরতখ লখবি চোরি॥
বেরা এক জীব রাখ কহ্নাই।
পরক পেয়সি দেহ পঠাই॥
চুম্বনে লেপি কাজর ধার।
অধর নিরসি জে তোরলহ হার॥
নখক খত কুচজুগ লাগু।
সে কইসে হোইতি গুরুজন আগু॥
ভন বিদ্যাপতি রস সিঙ্গার।
সঙ্কেত আইলি তেজএ কে পার॥

তালপত্র ন. গু. ১৮১

শব্দার্থ—পরতখ—প্রত্যক্ষ ; লখবি—লক্ষ্য করিবে ; বেরা এক—একবার।

অনুবাদ—এখন মনে হয় আমার আয়ত্তের (গোপন করা বিষয়ে) বাহিরে গিয়াছে। অন্যে প্রত্যক্ষ চুরি লক্ষ্য করিবে। কানাই একবার জীবন রক্ষা কর ; পরের প্রেয়সী ফিরাইয়া দাও। চুম্বনে কাজলের ধারা মুছিয়া গিয়াছে, অধর নীরস হইয়াছে, হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নখের ক্ষত কুচযুগে লাগিয়াছে। সে কিরূপে গুরুজনের সামনে যাইবে ? বিদ্যাপতি রসশৃঙ্গার বলিতেছেন। সঙ্কেতস্থানে আসিলে কে ছাড়িতে পারে ?

(২৯৬)

সুরভ নিকুঞ্জ বেদি ভলি ভেলি
জনম গেঁঠি দুহু মানস মেলি।
কামদেব করু কনে আদান
বিধি মধুপরক অধর মধুপান।
ভল ভেল রাধে ভেল নিরবাহ
পানি-গহন-বিধি বোধ বিআহ।
উজর এপন মুকুতাহার
নয়নে নিবেদল বন্দনেবার।
পীন পয়োধর পুরহর ভেল
করস ঝাপস নব পল্লব দেল।
ভনই বিদ্যাপতি রসময় রীতি
রাধা মাধব উচিত পিরীতি।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০৭

অনুবাদ—সুরভিপূর্ণ নিকুঞ্জই বিবাহের বেদী হইল ; দুইজনের মনের মিল গাঁটছড়া হইল। কামদেব কন্যা সম্প্রদান করিলেন, অধরমধু পানের দ্বারা মধুপর্কের রীতি সম্পন্ন হইল। রাধে ! করধারণ করিয়া 'পাণিগ্রহণ' বিধি সম্পন্ন হওয়ায় ভালই বিবাহ হইল। মুক্তাহারই উজ্জ্বল এপন (আলিম্পন) হইল। নয়নই বন্দনাকারের কাজ করিল। পীন পয়োধর পূর্ণ কলস হইল ; কলস ঢাকিবার জন্য করদ্বয় নবপল্লব দিল। বিদ্যাপতি বলেন রাধামাধবের প্রীতি রসময় রীতিতে হয়।

(২৯৭)

কুচ কোরী ফল নখ-খত রেহ।
নব সসি ছন্দে অঙ্কুরল নব বেহ[১]
জিব জয়ঁ জনি নিরধনে নিধি পাএ।
খনে হেরএ খনে রাখ ঝপাএ॥

নবি অভিসারিনি প্রথমক সঙ্গ।
পুলকিত হোএ সুমরি রতি-রঙ্গ॥
গুরুজন পবিজন নয়ন নিবারি॥
হাথ রতন ধরি বদন নিহারি॥

অবনত মুখ কব পব জন দেখ[২]
অধব দসন খত নিববি নিবেখ[৩]॥

নেপাল ১২২, পৃঃ ৪৩খ, পং ৩, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি, ন গু. ১৮৫

শব্দার্থ—জিব জয়ঁ—জীবনতুল্য। ঝপাএ—লুকাইয়া বাখে। সুমরি—স্মবণ কবিয়া।

অনুবাদ—নব কুচফলে নখাঘাত রেখা, নতন চাঁদেব আরতিতে যেন নূতন বেখা অঙ্কুবিত হইল। যেমন জীবনসদৃশ নিধি পাইয়া ধনহীন ক্ষণে দেখে ক্ষণে ঢাকিয়া বাখে (তেমনি নাবিকা কুচ দেখে ও ঢাকিয়া বাখে)। নব অভিসাবিণী, প্রথম মিলন, বতি কৌতুক স্মবণ কবিয়া আনন্দ অনুভব কবে। গুবজন আত্মীয়স্বজনেব চক্ষু নিবাবণ কবিয়া অর্থাৎ তাহাদেব লুকাইয়া হস্তস্থিত বত্ন দর্পণে মুখ দেখে। অন্য জনকে দেখিয়া বদন নত কবে, ওষ্ঠে দশনাঘাত বিশেষভাবে দেখিতে থাকে। (যাহাতে অন্যে উহা লক্ষ্য না কবে)।

(২৯৮)

অলসে পুবল[১] লোচন তোর।
অমিঞে মাতল চাঁদ চকোব॥
নিচল ভঁউহ জে[২] লে বিসবাম।
বন জিনি ধনু তেজল কাম॥

আবে বে সুন্দবি ন কর লথা[৩]।
উকুতি বেকত গুপুত কথা॥
কুচ সিবীফল কবজ[৪] সিবী।
বে সু বিকসিত কনক[৫] গিবী॥

বহল তিলক[৬] উধসু কেস।
হসি পবিছল[৭] কামে সন্দেস॥

নেপাল ১১২, পৃঃ ৪০ খ, পং ১, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. তালপত্র ২৬৭

শব্দার্থ—নিচল—নিশ্চল। ভঁউহ—ভ্রূ। বিসরাম—বিশ্রাম। কবজ—নখ। সিবী—শ্রী। উধসু—আলু থালু। পরিছল—পবীক্ষা করিল।

অনুবাদ—তোব নয়ন আলস্যে পূর্ণ, (যেন) চকোব চন্দ্রসুধা (পানে) মত্ত। নিশ্চল ভ্রূ যেন বিশ্রাম লইতেছে, (যেন) যুদ্ধ জয় করিয়া কামদেব ধনু-ত্যাগ করিল। ওরে সুন্দবি, কৌতুক করিও না, উক্তিতে গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। কুচ শ্রীফলে নখাঘাতের শোভা, (যেন) স্বর্ণাচলে কিংশুক বিকসিত হইয়াছে। তিলক বহিয়া গেল, কেশ আলু থালু হইল, (যেন) কামদেব হাসিয়া উপঢৌকন পবীক্ষা করিল।

২৯৭। নগেনবাবু (১) রেহ স্থানে লেহ, (২) দেখ স্থানে দেখি, ও (৩), 'নিবেখ' স্থানে নিরেখি করিয়াছেন।

২৯৮। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) অরুণ, (২) ম (৩) এরে রাধে ম করল (৪) সহজ (৫) কমকা (৬) অলক বহল (৭) পনিছল।

(২৯৯)

সাঁঝক বেরি উগল নব সসধর
ভরমে বিদিত সবিতাহু।
কুণ্ডল চক্র তরাসে নুকাএল
দূর ভেল হেরথি রাহু॥
জনু বইসসি রে বদন হাথ চলাই।
তুঅ মুখ চঙ্গিম অধিক চপল ভেল
কতি খন ধরব লুকাঈ॥

রক্তোপল জনি কমল বইসাওল
নীল নলিনি দল তহু।
তিলক কুসুম তহু মাঝু দেখিকহু
ভমর আবথি লহু লহু॥
পানি-পলব-গত অধর বিম্ব-রত
দসন দাড়িম বিজ তোরে।
কীর দূর ভেল পাস ন আবএ
ভৌঁহ ধনুহি কে ভোরে॥

নেপাল ২৭১, পৃঃ ৯৮ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ২২৬

অনুবাদ—সন্ধ্যার সময় নবীন চন্দ্রের উদয় হইল, যাহাতে সূর্যেরও ভ্রম হইল অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নায়িকার আগমন হইল। কর্ণকুলরূপ চক্রের ভয়ে লুকাইয়া, রাহু দূর হইতে দেখিতে লাগিল। করতলে মুখ ঢাকিও না, তোমার সুন্দর মুখের শোভা অত্যন্ত চপল হইল, কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে? রক্তকমলে (হাতে) যেন কমল (মুখ) বসাইল, তাহাতে নীল কমল (চক্ষু) তাহার মধ্যে তিলক পুষ্প দেখিয়া ভ্রমর (নায়ক) ধীরে ধীরে আসিবে। করপল্লবে লগ্ন বিম্বফলতুল্য অধর, দাড়িম্ব বীজ তুল্য দশন দেখিয়া কীর অর্থাৎ শুকপাখীর লোভ হয়, কিন্তু ভ্রূকে ধনুক মনে করিয়া সে কাছে আসে না।

(৩০০)

আজ দেখিএ সখি বড় অনুমনি সনি
বদন মলিন মুখ তোরা।
মন্দ বচন তোহি কে ন কহল অছি
সে ন কহিএ কিছু মোরা॥
আজুক রয়নি সখি কঠিন বিতল অছি
কাহ্নু রভস কর মন্দা।
গুন অবগুন পহু একও ন বুঝলনি
রাহু গরাসল চন্দা॥

অধর সুখাএল কেস ওঝরাএল
ঘাম তিলক বহি গেলা।
বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি
ভাল অরুন উড়ি গেলা॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
তাহি কহব কিএ বাধে।
জে কিছু পহু দেল আঁচর ঝাঁপি লেল
সখি সভ কর উপহাসে॥

গ্রিয়ার্সন ৩৪ ; ন. গু. ১৯৫

অনুবাদ—হে সখি, আজ (তোকে) বড় উদাসীন দেখিতেছি, বদন যেন তোর মলিন (হইয়াছে), মন্দ কথা তোকে কে বলিয়াছে, সে কথা কি আমাকে কিছু বলিবি না? আজিকার রাত্রি, সখি, কড় কষ্টে কাটিয়াছে, কানাই মন্দ ভাবে রতিক্রীড়া করিয়াছে, গুণ অগুণ প্রভু একটীও বুঝিল না, (যেন) রাহু চাঁদকে গ্রাস করিল। ওষ্ঠ শুকাইয়া গেল, কেশ জড়াইয়া গেল, তিলক ঘামে ভাসিয়া গেল, বালিকা বিলাসিনী কেলি জানে না, কপালের সিন্দুরের বিন্দু মুছিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতীপ্রধান শোন, তাহা (যাহা হইয়াছিল) বলিতে বাধা কি? প্রভু যাহা কিছু দিয়াছে, অঞ্চল ঢাকিয়া লইলে (পাছে) সখীগণ নিন্দা করে।

(৩০১)

প্রথম সমাগম কে নহি জান।
সম কএ তৌলল পেম পরান॥
কসল কসউটা ন ভেল মলান।
বিনু হুতবহে ভেল বারহ বান॥
বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল॥
সুলভ ভেল সখি ন রহএ ভার।
কাচ কনক লএ গাঁথ গমার॥

ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানি।
লাভ লাই গেলাহু মুলহু ভেল হানি॥

নেপাল ২৭৩, পৃঃ ৯৯ খ, পং ১ ; ন. গু. ১৯৬ তালপত্র

অনুবাদ—প্রথম মিলনের (করণ) কে জানে না? প্রেম (ও) প্রাণ সমভাবে ওজন করিল। কষ্টিপাথরে কষিলে মলিন হইল না, বিনা আগুনে অর্থাৎ আগুনে না পোড়াইয়াও বারগুণ মূল্য অর্থাৎ মহামূল্য হইল। অমূল্য রত্ন বেচিতে গিয়াছিলাম, বণিক্ (কানাই) চিহ্ন (রতিচিহ্ন) করিয়া মূল্য কমাইল। হে সখি, সুলভ হইলাম, ভার অর্থাৎ মহার্ঘ রহিলাম না, মূর্খ কাঁচ ও স্বর্ণ লইয়া (মালা) গাঁথে। বিদ্যাপতি দুঃসময়ের কথা বলিতেছে, লাভের জন্য গেলাম মূলেরও হ্রাস হইল।

(৩০২)

[1]জকর নয়ন জতহি লাগল
ততহি সিথিল গেলা।
তকর রূপ সরূপ নিরূপএ
কাহু দেখি নহি ভেলা॥
কমলবদনি রাহী জগত তকর।
পুন সবাহিয় সুন্দরি মীনতি জাহীরে॥
পীন পয়োধর চীবুক চুম্বএ
কীএ পটতর দেলা।
বদন চান্দ তরাসে লুকাএল
পলটি হের চকোরা॥

নেপাল ২৭২, পৃঃ ৯৯ ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ১১৬

শব্দার্থ—জকর—যাহার। জতহি—যেখানেই। সবাহিয়—প্রশংসা করি। পটতর—পরতর, উপমা।

৩০১। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—প্রথম দুই চরণ ব্যতীত আর বিশেষ মিল দেখা যায় না। নেপালের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম সমাগম কে নহি জান।
সম কএ তৌলল পেম পরাণ॥
মধত হুন বুঝলও অপবিপাটি।
বাউল বণিক ঘরহি ঘরসাটী॥
কি পুছহ আগে সখি কি কহব আন।
বুঝয়ে ন পারল হরিক গেআন॥
বিকলএ আনব রতন অমুল।
দেখিতহি বলি কেহ বাওল মূল॥
সুলভ ভেল পহু ন লহএহাব।
কাচ তুলা দএ গহএ গমার॥
গুরুতর রজনী বাসব ছোটি।
পাসহু দূতী বিষএ নহি খোটি॥
কসল কসোটী কসোটি ন ভেল মলান।
বিনু হুতাসে ভেল বারহ বান॥
ভনই বিদ্যাপতি থির রহ বানি।
লাভ ন ঘটএ মূলহু হোঅ হানি॥

৩০২। মন্তব্য—নেপাল পুঁথিতে প্রথম চরণে আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে কয়েকটি শব্দ যোজনা করা হইয়াছে।

(১) পুঁথিতে পাওয়া যায়—জগত

অনুবাদ—যাহার নয়ন যেখানেই লাগিল, সেখানেই শিথিল হইয়া গেল অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। তাহার রূপ সম্পূর্ণ নির্ণয় করে এমন কাহাকেও দেখি না। অর্থাৎ তোমার যে অঙ্গে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই স্থানেই চক্ষু নিবিষ্ট থাকে, সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে পায় না। হে পদ্মাননা রাধিকে, জগতে যাহার বিনয় আছে, তাহার আবার প্রশংসা করি। স্থূল পয়োধর চিবুক চুম্বন করিতেছে, কি উপমা দিবে? বদনচন্দ্র যেন ভয়ে লুকাইল, (নয়নরূপ) চকোর তাহা ফিরিয়া দেখিতেছে।

(৩০৩)

কুণ্ডল তিলকে[১] বিরাজ মুখ
সোভিত সীঁদুর বিন্দু
হেমলতামে সমাকু বিধি
কবি রবি তারা ইন্দু ॥
ইন্দুবদনি ধনি নয়ন বিসালা।
কমলকলিত জনি মধুকর মালা ॥
দেখলি কলাবতি অপুরুব রমনী।
জিনএ[২] আইলি সুরপুর গজগমনী ॥
বেনী বিমল বিরাজ
তনু রস[৩] কুসুমাবলি হার।
স্যাম ভুজঙ্গম দেখিকহু
কিয়ো কাম পরহার ॥
করু পরহার মদন-সর বালা।
কুটিল কটাখ বান কনিয়ারা[৪] ॥
কম্বু কণ্ঠ মৃনাল ভুজ
বলিত পয়োধর ভার[৫]।
কনক কলস রসে পূরি রহু
সঞ্চিত মদন ভণ্ডার[৬] ॥
মদন ভঁড়ার পয়োধর গোরা।
জনি উলটাওল কনক কটোর। ॥
স্যামা সুলোচনি সুরতি রতি
অপুরুব ভূষনভার[৭]।
বিদ্যাপতি কবিরাজ কহ
সুফলে করথু অভিসার[৮] ॥

রা গ ত, পৃঃ ৬৯ ; ন গু. ২৫১

শব্দার্থ—সমাক—সাজাইল ; কবি—ব্রহ্মা ; কনিয়ারা— তীক্ষ্ণ।

অনুবাদ—আনন কুণ্ডল, তিলক ও সিন্দুরবিন্দুতে শোভিত রহিয়াছে ; বিধি ব্রহ্মা যেন রবি (সিন্দুরবিন্দু), তারা (কুণ্ডল), ইন্দু (তিলক) হেমলতায় সাজাইয়াছেন। বিশালাক্ষী চন্দ্রবদনা ধনী যেন ভ্রমরমালা-ভূষিত পদ্ম। অপূর্ব কলাবতী নারী দেখিলাম, যেন, গজ-গমনা দেবপুর জয় করিয়া আসিয়াছে। সুচারু বেণী শোভিত (হইতেছে), তনুতে ফুলদলের হার ; শ্যাম সর্প (বেণী) দেখিয়া কাম আঘাত করিল। বালা কন্দর্পকে শর প্রহার করিল, কুটিল কটাক্ষ (যেন) তীক্ষ্ণ বাণ। কম্বু গ্রীবা, মৃণাল বাহু, কুচে হার বলিত, স্বর্ণ কলস (স্তন) সঞ্চিত কামদেবের ভাণ্ডারের (ন্যায়) রসে পরিপূর্ণ। গৌরবর্ণ স্তন মদনের ভাণ্ডার, যেন উপুড়করা সোনার বাটী। শ্যামা সুনয়না অপূর্ব ভূষণসজ্জিত রতিস্বরূপা। বিদ্যাপতি কবিরাজ (শ্রেষ্ঠ) বলে—সুফলে অভিসার করুক।

নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "তিলক" (২) "জনি (৩) 'রস' (৪) "কনিয়ারা (৫) "হার' (৬) "ভঁড়র" (৭) "ভূষনসার" করিয়াছেন। (৮) ইহার পরে দুই চরণ মুদ্রিত রাগতরঙ্গিণীর পুস্তকে পাওয়া যায়—

"করু অভিসার মদন-সর বালা"।
কুটিল কটাখ-বাণ কানআরা ॥

(৩০৪)

চান্দ বদনি ধনি চান্দ উগত জবে।
দুহুক উজোরে দুরহি সয়ঁ লখত সবে॥
চল গজগামিনি জাবে তরুন তম।
কিম্বা কর অভিসারহি উপসম॥
চাঁদবদনি ধনি রয়নি উজোরি।
কওনে পরি গমন হোএত সখি মোরি॥
তোহে পরিজন পরিমল দুরবার।
দূর সয়ঁ দুরজনে লখব অভিসার॥
চৌদিস চকিত নয়ন তোর দেহ।
তোহি লএ জাইতে মোহি সন্দেহ॥
আগরি অএলাহু পরআএত কাজ।
বিফল ভেলে মোহি জাইতে লাজ॥

নেপাল ২৮, পৃঃ ১২ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ২৪৪

শব্দার্থ—দুহুক উজোরে—দুইয়ের (চন্দ্রের ও মুখের) উজ্জ্বলতায়। দুরহি সয়ঁ—দূর হইতে। পরআএত—পরায়ত্ত।

অনুবাদ চন্দ্রবদনা ধনি, যখন চন্দ্র উদিত হইবে, দুইয়ের (চন্দ্রের ও মুখের) উজ্জ্বলতায় সকলে দূর হইতে দেখিতে পাইবে। হে গজগামিনি! যখন অন্ধকার প্রবল তখনই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া চল অথবা অভিসারই উপশম কর। চন্দ্রবদনা ধনী, রজনী উজ্জ্বল, হে আমার সখি, কেমন করিয়া গমন করিবে? তোমার অঙ্গের দুর্বার পরিমল পরিজনের নিকট (প্রকাশ পাইবে); দূর হইতে দুর্জনেরা তোমার অভিসার লক্ষ্য করিবে। তোমার দেহ ও নয়ন চারিদিকে চঞ্চল, তোমাকে লইয়া যাইতে আমার দ্বিধা হইতেছে। পরাধীন কার্যে অগ্রগামিনী হইয়া আসিয়াছি, বিফল হইলে আমার প্রত্যাগমন করিতে লজ্জা (হইবে)।

(৩০৫)

লোলুঅ বদন-সিরী অছি ধনি তোরি।
জনু লাগিহ তোহি চাঁদক চোরি॥
দরসি হলহ জনু হেরহ কাহু।
চাঁদ-ভরম মুখ গরসত রাহু॥
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার[১]।
তীখ তরল তঁহি কটাখ ধার॥
নিরবি নিহারি ফাস গুন জোলি।
বাঁধি হলব তোহি খঞ্জন বোলি॥
সাগর-সার চোরাওল চন্দ।
তা লাগি রাহু করএ বড় দন্দ॥
ভনই বিদ্যাপতি হেউ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কী কিছু লাগু কলঙ্ক[২]॥

নেপাল ২২৫, পৃঃ ৮০ খঃ, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ২২৯ (মিথিলা)

শব্দার্থ—লোলুঅ—সুন্দর। বদনসিরী—মুখশ্রী। কার—কৃষ্ণবর্ণ। নিরবি—উত্তমরূপে। জোলি—জোড়ি, জুড়িয়া।

অনুবাদ—তোমার মুখশ্রী এত সুন্দর যে ভয় হয় পাছে লোকে বলে তুমি চাঁদকে চুরি করিয়াছ। তুমি কাহাকেও যেন মুখ দেখাইও না, কাহারও মুখ যেন দেখিও না; রাহু তোমার মুখকে চাঁদ মনে করিয়া গ্রাস করিবে। তোমার শুভ্র

৩০৫। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) ধবল নয়ন তোর কাজরে কার (২) নেপাল পুঁথির অতিরিক্ত চরণ—

"কতএ লোকওর চান্দক চোরি।
যতহি লোকইম ততহি উজোরি॥"

নয়ন কাজলে কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে আবার তীক্ষ্ণ তরল কটাক্ষধার (ব্যাধ) ভাল করিয়া দেখিয়া তোমাকে খঞ্জন ভাবিয়া ফাঁসগুণ জুড়িয়া বাঁধিয়া না লয়। চন্দ্র সাগরের সার অমৃত চুরি করিয়াছে বলিয়া রাহু বড় কলহ করে (আবার তুমি সেই চাঁদ চুরি করিয়াছ)। বিদ্যাপতি বলেন তোমার ভয়ের কারণ নাই, কেননা চাঁদেরও কিছু কলঙ্ক আছে, (আর তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র)।

(৩০৬)

চল চল সুন্দরি সুভ কর আজ।
ততমত করইতে নহি হোএ কাজ॥
গুরুজন পরিজন ডর কর দূর।
বিনু সাহসে সিধি আস ন পূর॥
বিনু জপলে সিধি কেও নহি পাব।
বিনু গেলে ঘর নিধি নহি আব॥
ও পরবল্লভ তোঁহে পরনারি।
হম পয় মধ্য দুহু দিস গারি॥
তোঁহ হুনি দরসন ই হম লাগ।
তত কএ দেখিঅ জেহন তুঅ ভাগ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
জে অঙ্গীরিয় তাঁ ন গুনিঅ গারি॥

রাগ. ত পৃঃ ৭৮ ; ন. গু. (মিথিলার পদ) ২৩৭, গ্রিয়ার্সন ২৫

অনুবাদ—হে সুন্দরি, চল চল, আজ মঙ্গল (কাজ) কর, ইতস্ততঃ করিলে কাজ হয় না। গুরুজন-পরিজনের আশঙ্কা দূর কর, সাহস ব্যতীত সিদ্ধি হয় না, আশাও পূর্ণ হয় না। বিনা জপে কেহ সিদ্ধি পায় না, না গেলে ঘরে নিধি (ধন) আসে না। সে অপরের স্বামী, তুমি পররমণী, আমি মধ্যে (থাকিয়া) দুই পক্ষ (হইতে) গালি (খাই)।

গ্রিয়ার্সনের পাঠান্তর—কেবল প্রথম দুই চরণে মিল পাওয়া যায়। যথা—

চল চল সুন্দরি শুভ করি আজ।
ততমত করৈতি নহিঁ হোএ কাজ॥
ধনিঅ বেআকুলি কোমল কন্ত
কোন পরবোধব সখি পরন্ত॥
সখি পরবোধি সেজ জব দেল।
পিআ হরখি উঠি বাঁহি ধরি লেল॥
নহি নহি করয় নয়ন ঢরু লোর।
সুতি রহলি ধনি সজে আক ওর॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি হে জুবরাজ।
সভসঁ বড় থিক আঁখিক লাজ॥

গ্রিয়ার্সনের পদের অর্থ :- হে সুন্দরি। আজ শুভযাত্রা করিয়া চল; ইতস্ততঃ করিলে কাজ হয় না। ধনিও ব্যাকুলা; কান্তও কোমল; সখী পর্য্যন্ত প্রবোধ দিতেছে। সখী যখন বুঝাইয়া শয্যার নিকটে পৌছাইয়া দিল, প্রিয় আনন্দিত হইয়া করে ধরিয়া লইল। ধনী 'না' 'না' করিতে লাগিল, তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল এবং সে শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলেন, হে যুবরাজ। সকলের চেয়ে চোখের লজ্জাই বড়।

তোমাতে তাহাতে দেখা হইলে মনে হয় যে তোমার ভাগ্যে যতটা আছে ততখানি দর্শন কর। বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণীশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কর, যাহা অঙ্গীকার করিবে তাহাতে গালি গণনা করিবে না অর্থাৎ যাহা করিতে স্বীকার করিবে তাহা গালি খাইয়াও পালন করিবে।

(৩০৭)

রাহু মেঘ ভএ গরসল সুর।
পথ পরিচয় দিবসহি ভেল দূর॥
নহি বরিসএ অবসন[1] নহি হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহি কোএ॥
চল চল সুন্দরি কর গএ সাজ।
দিবস সমাগম সপজত আজ॥
গুরুজন পরিজন ডর করু দূর।
বিনু সাহস অভিমত নহি পূর॥
এহি সংসার সার বথু এহ।
তিলা এক সঙ্গম জাব জিব নেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
কোটিহু ন ঘট দিবস-অভিসার॥

তালপত্র ন. গু ৩১২; গ্রিয়ার্সন ১৯

শব্দার্থ—সুর—সূর্য্য। দূর—দুরূহ, কষ্টকর। অবসন—অবসান। ['অবসন' পাঠ ধরিলে অর্থ হয় বৃষ্টির আর অবসান হইতেছে না, সেইজন্য পুরপরিজন কেহ বাহিরে যাইতেছে না—এই অর্থে অবশ্য একটি 'নহি' নিরর্থক হয়। নগেন্দ্রবাবু 'অবসর' পাঠ ধরিয়া মানে করিয়াছেন—"বৃষ্টি পড়ে না, সুতরাং অবসর (দিবাভিসারের অবসর) হয় না, (এখন) পুরপরিজন কেহ (পথে অথবা বাহিরে) গমনাগমন করিতেছে না (অতএব এখন অবসর হইয়াছে)" বৃষ্টি যদি নাই পড়ে তাহা হইলে দিনের বেলায় লোকে পথে চলাচল কেন করিবে না বুঝা যায় না।] সপজত—সম্পূর্ণ। সারবথু—সারবস্তু। জাবজিব নেহ—যাবজ্জীবন স্নেহ।

অনুবাদ—মেঘ রাহু হইয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিল দিবাভাগে পথে (লোক) পরিচয় কঠিন হইল। বৃষ্টিরও অবসান নাই, পুরপরিজনও কেহ বাহিরে গমনাগমন করিতেছে না। চল, চল, সুন্দরি, আজ গিয়া সজ্জা কর, আজ দিবা-মিলন সম্পূর্ণ হইবে। গুরুজন ও পরিজনের ভয় দূর কর, সাহস বিনা অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই সংসারে ইহাই সার দ্রব্য, এক তিলের মিলনে যাবজ্জীবন অনুরাগ (হয়)। কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলিতেছে, কোটি করিলেও অর্থাৎ অসংখ্য মিনতি-বাক্য বলিলেও দিবামিলন ঘটিবে না।

(৩০৮)

একে মধু জামিনি সুপুরুখ সঙ্গ।
আইতি ন করিঅ আসা ভঙ্গ॥
মঞে কী সিখউবি হে তোহহি সুবোধ।
অপন কাজ হোঅ পর অনুরোধ॥
চল চল সুন্দরি চল অভিসার।
অবসর লাখ লহএ উপকার॥
তরতমে নহি কিছু সম্ভব কাজ।
আসা দএ ত্রেহ মনে নহি লাজ॥

পিয়া গুন গাহক তঞে গুন গেহ।
সুপুরুষ বচন পাসানক রেহ॥

নেপাল ৮৫, পৃঃ ৩১ খঃ পং ১; ভনই বিদ্যাপতিত্যাদি ন. গু. ২৩৯

গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) অবসর

শব্দার্থ—আইতি—আসিতে, তোমার আসার বিষয়ে। অবসর লাথ লহএ উপকার—অবসর বা সুযোগ পাইলে লক্ষ উপকার লওয়া যায়। তরতমে—দ্বিধায়। আসা দএ—আশা দিয়া।

অনুবাদ—একে মধু (চৈত্র মাসের) রজনী, (তাহাতে) সুপুরুষের সঙ্গ, আসার ব্যাপারে (অভিসারে গমন করিতে) আশা ভঙ্গ করিও না অর্থাৎ মাধবকে আশা দিয়াছ তুমি অভিসারে আসিবে, সেই আশা ভঙ্গ করিও না। আমি কি শিখাইব, তুমিই বুদ্ধিমতী, পরের অনুরোধে কি নিজের কাজ হয়? চল চল, হে সুন্দরি, অভিসারে চল। সুযোগ পাইলে লক্ষ সুবিধা লওয়া যায়। তারতম্যে (সংশয়ে) কিছু কাজ সম্ভব হয় না, আশা দিয়া তোর মনে কি লজ্জা হয় না? প্রিয় গুণগ্রাহী, তুমি গুণধাম, সুপুরুষের কথা যেন পাষাণের রেখা।

(৩০৯)

বামা নয়ন ফুরন আবন্ত
পুলক মুকুলে পুরল কুচকম্ভ।
নীবী নিবিল স সরতে বাঁধি
সগুণে সুচিহলু সাহস সীধি।
চল চল সুন্দরি ন কর বেআজ
মদনে মহাসিধি পাওবি আজ।

বিলম্ব ন কর অঙ্গিরহি অভিসার
হটে পএ বারএ কামিক বাণ।
তাহি তরুনিকাঁ কওন তরঙ্গ
জকরা মদন মহীপতি সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি কহএ বিচারি
পুণমন্ত পাবএ গুণমতি নারি॥

রামভদ্রপুর পুঁথি ৪২

শব্দার্থ—সসরতে—খুলিল।

অনুবাদ—(হে সখি) তোমার বাম নয়ন নাচিতেছে, কুচকুম্ভের উপর রোমাঞ্চ হইতেছে, নীবিবন্ধন খুলিয়া আসিতেছে, এইসব সুলক্ষণ তোমার কার্য্যের সিদ্ধি সূচনা করিতেছে। সুন্দরি! আর বৃথা বাহানা না করিয়া গমন কর; মদন (যজ্ঞে) আজ মহাসিদ্ধি লাভ করিবে। বিলম্ব না করিয়া অভিসারে চল। হটকারিতা করিলে কামের বাণ হৃদয় ভেদ করে। যাহার সহিত মদন রাজা আছেন এমন তরুণীর কি চিন্তা? বিদ্যাপতি কবি বিচার করিয়া কহিতেছেন পুণ্যবান গুণমতী নারী পায়।

(৩১০)

জৌবন চাহি রূপ নহি উন
ধনি তুঅ বিসয় দেখিঅ সবে গুন।
একেপ ভেল বিধাতা ভোর
সমকএ সামি ন সিরিজল তোর।
কি কহব সুন্দরি কহইতে লাজ
সে কহসে পুনু তোহ হো কাজ।

মন্দাকু কাজ কুতি ভলি ভেলি
তে মএ কিছু অনুমতি তোহি দেলি।
জঞো তোহে বোলহ করঞো ইথি অঙ্গ
চোরী পেম চারিগুণ রঙ্গ।
দূর কয় অগে সখি অইসনি বানি
অমিঞ ঘোঅউ বিসি সাঙ্করে সানি।

ছৈলক উকুতি কহইতে নহি ওর।
অরথক গরুঅ বচনকেঁ থোল ॥
জীবন সার জৌবন জগ রঙ্গ।
জৌবন তঞো জঞো সুপুরুষ সঙ্গ ॥
সুপুরুষ পেমক বহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চান্দ কলা জঞো বাঢ় ॥

নেপাল ২৩৪, পৃ ৮২ ক, পং ৫ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

অনুবাদ—তোমার যেমন যৌবন তেমনি রূপ (যৌবনের অপেক্ষা রূপ কম নহে)। ধনি! তোমার বিষয়ে সবই গুণ দেখিতেছি। কেবল এক বিষয়ে বিধাতা ভুল করিয়াছেন—তোমার সমান করিয়া স্বামীর সৃষ্টি করেন নাই। সুন্দরি! কি বলিব, বলিতে লজ্জা করে; কিন্তু বলিতেছি, কারণ তাহাতে তোমার কাজ (ভালই) হইবে। খারাপ কাজে কোথায় ভাল হয়? তাই তোমাকে আমি কিছু উপদেশ দিতেছি। তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি (করঞো ইথি অঙ্গ—অঙ্গীকার করিতেছি) চুরিকরা প্রেমে চারগুণ রঙ্গ হয়। সখি ওরকম কথা বলিও না। শর্করাতে বিশ মিশাইয়া অমিয় খোয়াইব কি? রসিকের কথায় গুণের সীমা নাই—অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ পায়। জীবনের সার যৌবনে রঙ্গ জাগে আর সেই যৌবনই সার্থক যাহাতে সুপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়। সুপুরুষ প্রেম সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করে না; উহা দিনে দিনে চাঁদের কলার মতন বৃদ্ধি পায়।

(৩১১)

ও পর বালভু তঞে পরনারি।
হমে পঞ দুহু দিস ভেলিহু হুহু আরি ॥
তোহ হুনি দরসন হম লাগ।
তত কএ সুমুখি জৈসন তোর ভাগ ॥
অভিসারিনি তঞে সুভকর সাজ।
ততমত করইতে ন হোঅএ কাজ ॥
কাজকে করিলে আগুকে আহ।
অপন অপন ভল সাবকেও চাহ ॥

ভনই বিদ্যাপতি দূতী সে।
ইমন রে মেলি করাবএ জে ॥

নেপাল ৭৭, পৃ ২৮ ঘ, পং ১; ন. গু. ২৩৭ (মিথিলার পদ); গ্রি ২৫

অনুবাদ--ও পরের বল্লভ, তুমিও পরের স্ত্রী। আমি দুইজনেরই গালি খাইতেছি। তোমার সাথে তাহার দেখা করাইয়া দিতে চাই। হে সুমুখি, তোমার কপালে যেমন আছে তেমন কর। হে অভিসারিণি! মঙ্গল মতন সাজ কর, ইতস্ততঃ করিলে কাজ হয় না। কাজ করিতে চাও তো আগাইয়া এস। সকলেই নিজের নিজের ভাল চায়—(তুমি কি চাহ না)? বিদ্যাপতি বলেন সেই দূতী যে এরূপ অবস্থাতেও মিলন ঘটাইতে পারে।

৩১১। **পাঠান্তর**: রাগতরঙ্গিণী পৃঃ ৭৮—'চল চল সুন্দরি শুভকর আজ' পদের প্রথম দুই চরণের সহিত কিছু মিল দেখা যায় ঐ পদের প্রথম দুই চরণ—

চল চল সুন্দরি শুভকর আজ।
ততমত করইতে নহি হোএ কাজ।

ন. গু. ২৩৭ এর আরম্ভ উপরে উদ্ধৃত দুই চরণ দিয়া। কিন্তু নেপাল পুঁথির পাঠের বা তাহার অর্থের সহিত ন. গু.র পদের অন্য বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না।

(৩১২)

সহজহি আনন অছল অমূল।
অলকে তিলকে সসধর তুল॥
কা লাগি অইসন পসারল দেল।
জে ছল রূপ সেহেও দুর গেল॥
অছলা সোহাওন কিতএ গেল।
ভূসন কএলে দূসন ভেল॥
দরসি জপাবএ মুনিজন আধি।
নাগর কা ও সহজ বেয়াধি॥

লিহলে উষলল অওছাড় ভার।
ভেটলে মেটত অছ পরকার॥

নেপাল ১৫০, পৃঃ ৫৩ খ, পং ৬, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ২৪৭

অনুবাদ—স্বভাবতঃ বদন অমূল্য ছিল। অলক তিলক (দিয়া উহা) চন্দ্র তুল্য হইল অর্থাৎ তোমার মুখাবয়ব অতুলনীয় ছিল। অলকে তিলকে উহা কলঙ্কযুক্ত হইল। কিসের জন্য এমন প্রসাধন করিলে, যাহাতে যে রূপ ছিল তাহাও দূরে গেল? সৌন্দর্য ছিল, কোথায় গেল? ভূষণ দিয়া দূষিত করিল। দর্শনে মুনিজনেরও আধি জন্মায়, নাগরের স্বভাবতঃই ব্যাধি হয়। *

(৩১৩)

ঘর গুরুজন পুর পরিজন জাগ।
কাহুক লোচন নিন্দও ন লাগ॥
কোন পরিজুগুতি গমন হোএত মোর।
তম পিবি বাঢ়ল চাঁদ উজোর॥
সাহসে সাহিঅ প্রেম ভণ্ডার।
অবহু ন আবএ করম চন্দার॥
তুহু অনুমান কএল বিহি জোর।
পাঁখি নহি দেল বিধাতা ভোর॥

ভনই বিদ্যাপতি জদি মন জাগ।
বড়ে পুনে পাবিঅ নব অনুরাগ॥

তালপত্র ন. গু. ২৮১

শব্দার্থ—পরিজুগুতি—প্রযুক্তিতে, বিচারে ; সাহিঅ—রক্ষা করি ; অবহু—এখনও ; ন আবএ—আসে না ; করম চন্দার—চন্দার শব্দের অর্থ নগেনবাবু চন্দ্রের অরি রাহু করিয়াছেন—করমচন্দার অর্থ লিখিয়াছেন "এখনও (আমার) কপালে রাহু আসে না।" এই অর্থ কষ্টকল্পনাপ্রসূত মনে হয়। করম অর্থে কর্ম্ম, ভাগ্য ও চন্দার অর্থে চণ্ডাল, নিষ্ঠুর ভাগ্য এখনও উদিত হইল না ; অনুমান কএল—তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া।

অনুবাদ—গৃহে গুরুজন, পুরে পুরজন জাগিয়া রহিয়াছে, কাহারও নয়নে নিদ্রাও লাগে নাই। কোন প্রযুক্তি বা যুক্তি অনুসারে আমার যাওয়া হইতে পারে? অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রের উজ্জলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাহস করিয়া প্রেমভাণ্ডার রক্ষা করিতেছি, এখনও নিষ্ঠুর ভাগ্যের উদয় হইল না। দুইজনকে সমান জানিয়া বিধাতা প্রেমসংঘটন করিল, কিন্তু সে এমন ভোলা যে (উড়িয়া মিলিবার জন্য) পাখা দিল না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যদি মনে জাগিয়া থাকে অর্থাৎ যদি সকল সময় মনে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে (জানিবে) বড় পুণ্যে নব অনুরাগ লাভ করিয়াছ।

---

*মন্তব্য—শেষ দুইচরণের অর্থ বুঝা গেল না। নেপালের পুঁথিতে "উষলল অওছাড় ভার" আছে, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু উহা "উধসল অবইত ভার' রূপে ছাপিয়াছেন।

(৩১৪)

দুর সিনেহা বচনে বাঢ়ল ॥
মনক পিরিতি জানি।
অলপ কাজ বড়ী দুর আঁতর
করম পাওল আনি ॥
চরন নূপুর ঘন সবদএ
চাঁদহু রাতি উজোরি।
ননন্দি বৈরিনি নিন্দে ন নোঅএ
আবে অনাইতি মোরি ॥
দূতী বোলে বুঝাবহ কান্হু।
আজুক রয়নি আএ ন হোএতে
হৃদয় কোপথি জনু ॥

চরন নূপুর করে উতারব
সামর বসন তনু।
খেড়হু কউতুকে ননন্দ বোধবি
বিলঁব লাগএ জনু ॥
ও ভরে লাগল নব সিনেহা
এঁ ভরে কুলক গারি।
সকল পেম সম্ভারি ন হোএত
হঠে বিনাসতি নারি ॥
ভন বিদ্যাপতি উগন্ত সেবিঅ
মদন চিন্তথু আউ।
পিরিতি কারনে জিব উপেখব
এ বেরি হোউ কি জাউ ॥

ন গু তালপত্র ২৭৩

শব্দার্থ—দুর সিনেহা—দূরের স্নেহ—যে প্রিয় দূরে আছে তাহার প্রতি প্রেম; বচনে বাঢ়ল—দূতীর বচনে বৃদ্ধি পাইল; বড়ী দুর আঁতর—বড় দূর অন্তর; করম পাওল আনি—ভাগ্য আনিয়া উপস্থিত করিল; ননন্দি—ননদিনী; অনাইতি—আয়ত্তের বাহিরে; হৃদয় কোপথি জনু—মনে যেন রাগ করিও না; ননন্দ—ননদিনী; বিলঁব লাগএ জনু—যেন দেরী না হয়; হঠে বিনাসতি নারি—বলপূর্বক নারীকে নাশ করে; উগন্ত—উদীয়মান; জিব উপেখব—জীবনকে উপেক্ষা করিবে।

অনুবাদ—মনের প্রীতির কথা (দূতীর) বচনে জানিয়া দূরে যে দয়িত রহিয়াছে তাহার প্রতি প্রেম বাড়িল। (মিলন) অল্প কাজেই সাধিত হইতে পারে, কিন্তু কর্মফলে উভয়ের মধ্যে দূর ব্যবধান। চরণের নূপুর ঘন বাজে, রাত্রিও চাঁদে উজ্জ্বল; বৈরিনী ননদিনীও নিদ্রায় আকুল হয় না; এখন সবই আমার আয়ত্তের বাহিরে। দূতি! কানুকে বুঝাইয়া বলিও, আজ রাত্রিতে যদি যাওয়া না ঘটে, সে যেন মনে রাগ না করে। আমি চরণের নূপুর হাতে দিয়া খুলিব; কাল শাড়ীতে দেহ ঢাকিব; ননদিনীকে খেলা দিয়া ভুলাইব—যাহাতে অভিসারে দেরী না হয়। একদিকে নূতন প্রেম, অন্যদিকে কুলের কলঙ্ক। প্রেমে সকল দিক সামলান যায় না। বলপূর্বক নারীকে বিনাশ করে। বিদ্যাপতি বলেন যে উদীয়মান তাহাকেই সেবা কর; মদনকেই আগে চিন্তা কর। প্রেমের জন্য জীবনকে উপেক্ষা করিবে—তাহাতে যাহা হয় হউক।

(৩১৫)

প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব
ছোটি মধুমাস রজনি।
জাগে গুরুজন গেহ রাখএ চাহ নেহ
সংসঅ পড়লি সজনি ॥

নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহার
বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জাএ চন্দা।
সুতি উঠি গগন নিহার ॥

পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা
কি করতি ও নব তরুনী।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিনী॥

সাএ সাএ কওন বেদন তসু জানে
নিকুঞ্জ বনহি হরি জাইতি কওন পরি
অনুখন হন পঞ্চবানে॥

বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন
নীঁদ নিরূপন লাগী।
নয়ন নীর ভরি ধীর ঝপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগী॥

তালপত্র ন. গু ২৮৯

শব্দার্থ—গরুঅ গুরুতর, প্রবল; মনোভব—মদন; বাখএ চাহ নেহ—স্নেহ (প্রেম) রাখিতে চাহে; পয় পয় ধএ পঙ্কা—প্রতি পদে কাদা লাগিয়া যায়; ধসি—জোরে; জালক ছেকলি—জাল দিয়া ঘেরা।

অনুবাদ—প্রথম নবযৌবন, প্রবল মদন, চৈত্রমাসের ছোট রাত্রি। ঘরে গুরুজন জাগিয়া আছে, সজনী অভিসারের প্রতিশ্রুতি দিয়া সংশয়ে পড়িল। কমল পত্রে জলের ন্যায় চিত্ত স্থির থাকে না, কখনও গৃহে, কখনও গৃহের বাহিরে (আসে), বিধি আমার বড়ই বাম, চন্দ্র যেন উদিত হইয়া না পড়ে, তাই শুইতে এবং উঠিতে গগনে দৃষ্টিপাত করে। পথে পথিকের আশঙ্কা, পদে পদে পঙ্ক ধরে, নবীনা যুবতী কি করিবে? দ্রুত চলিতে চায়, পুনরায়, খসিয়া খসিয়া পড়ে, যেন জালে বাঁধা হরিণী। তাহার শত শত ব্যথা কে জানে, হরি নিকুঞ্জ বনে (আছে, সেখানে সে) কেমন করিয়া যাইবে, পঞ্চবাণ সর্বদাই পীড়া দিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, কি করিবে, গুরুজনেরা নিদ্রিত কিনা তাহা নিরূপণ জন্য অশ্রুপূর্ণ বদন বস্ত্রে ঢাকিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটায়

(৩১৬)

চন্দা জনি উগ আজুক রাতি।
পিয়াকে লিখিঅ পঠাওব পাঁতি॥
সাওন সয়ঁ হম করব পিরীত।
জত অভিমত অভিসারক রীত॥

অথবা রাহু বুঝাএব হঁসী।
পিবি জনি উগিলহ সীতল সসী॥
কোটি রতন জলধর তোহেঁ লেহ।
আজুক রয়নি ঘন তম কএ দেহ॥

ভনই বিদ্যাপতি সুভ অভিসার।
ভল জন করথি পরক উপকার॥

তালপত্র ন. গু. ২৮৬

শব্দার্থ—জনি—যেন না; পাঁতি—পত্র; সাওন সয়ঁ—শ্রাবণের সহিত; **পিবি জনি উগিলহ শীতল সসী—** শীতল শশীকে যেন পান করিয়া আর উদ্গীরণ করিও না।

অনুবাদ—আজ রাতে চাঁদ যেন উঠিও না; প্রিয়কে আজ পত্র লিখিয়া (অভিসারের সঙ্কেত করিয়া) পাঠাইব। শ্রাবণের সহিত আমি প্রীতি করিব—সে আমার অভিসারের অনুকূল সব রীতি ঠিক করিয়া দিবে। অথবা হাসিয়া রাহুকে

বুঝাইব সে,যেন শীতল শশীকে গ্রাস করিয়া আর বাহির না করিয়া দেয় (তাহা হইলে অন্ধকারই থাকিয়া যাইবে ও অভিসারের সুবিধা হইবে)। হে মেঘ! তোমাকে কোটি রত্ন দিব; আজিকার রাত্রি ঘন অন্ধকার করিয়া দিও। বিদ্যাপতি বলেন—অভিসার শুভ হইবে—ভাল লোকে পরের উপকারই করে।

(৩১৭)

অগমনে প্রেমকু গমনে কুল জাএত
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিনী।
মঞে অবলা দহ দিসঝা ভমি ঝাখওঁ[১]
জনি ব্যাধ ডরে ভীরু হরিনী॥

চন্দা দুরজন গমন বিরোধক
উগল গগন ভরি বৈরি মোরা
কেপহু আন পরবোধী॥[২]

কুহু ভরমে পথ পদ আরোপল
আএ তুলাএল পঞ্চদসী।
হরি অভিসার মার উদবেজক
কওনে নিবারব কুগত সসী॥

নেপাল ২৩, পৃঃ ১০ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু ২৮৮

অনুবাদ—গমন না করিলে প্রেম যায় এবং গমন করিলে কুল যায়, হস্তিনী চিন্তারূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইল, আমি অবলা, ব্যাধ ভয়ে ভীরু হরিণীর ন্যায় দশদিক্ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। দুষ্ট চন্দ্র গমন-বিরোধী, তাই সে গগন ভরিয়া উদিত হইল। কে প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া আনিবে? কুহু অর্থাৎ অমাবস্যা মনে করিয়া পথে চরণ আরোপণ করিলাম, পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিমা আসিয়া (উপস্থিত হইল)। হরির অভিসারে মদনের উদ্বেজক অশুভাগত শশীকে কে নিবারণ করিবে?

(৩১৮)

আজ মোয় জাএব হরি সমাগম[১]
কত মনোরথ ভেল।
ঘর গুরুজন নিন্দ নিরূপইত
চন্দ[২] উদয় দেল॥

চন্দা ভলি নহি তুঅ রীতি[৩]।
এহি মতি তোহে কলঙ্ক লাগল
কিছু ন গুনহ ভীতি[৪]॥

জগত নাগরি মুখ জিতল[৫] জব
গগন গেলা হারি[৬]।
তহঁওঁ রাহু গরাস পড়লা[৭]
দেব তোহ[৮] কি গারি॥

৩১৭। নগেন্দ্র বাবুর সংশোধিত পাঠ—(১) "মঞে অবলা দস দিস ভমি ঝাখওঁ" (২) নগেন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা কেবলমাত্র নেপালের পুঁথি হইতে লইয়াছেন। নেপাল পুঁথিতে "কে পহু আন পরবোধি" নাই।

৩১৮। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) আজ মঞে হরি সমাগম জাএব। (২) চন্দাগ (৩) চন্দা কঠিন তোহরি রীতি (৪) তৈঅও ন মানসি ভীতি—(এই পাঠ উৎকৃষ্টতর)। (৫) মুহ জিনইতে (৬) গেলাহে গগন হারি। (৭) ততহঁ রাহু গরাস পললাহ। (৮) তোহি

এক মাস বিহি তোহি সিরিজএ
দএ সকলও বল।
দোসর দিন পুনু পুর ন রহসী
এহী পাপক ফল[১] ॥

ভন বিদ্যাপতি সুন তোয়ঁ জুবতী
ন কর চাঁদক সাতি।
দিনা সোরহ চাঁদক আইতি
তাহি পর ভলি রাতি ॥

ন গু. ২৮৭ তালপত্র; নেপাল ১৬১, পৃঃ ৫৭খ, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি;

শব্দার্থ—নিন্দ নিরূপইত—নিদ্রা গিয়াছে কিনা ঠিক করিতে; ভলি নহি—ভাল নহে; জিতল—জয় করিল; হারি—পরাজিত হইয়া; একমাস বিহি তোহি সিরিজএ—মাসে একদিন বিধাতা তোকে (পূর্ণরূপে) সৃষ্টি করেন; সাতি—শাস্তি; দিনা সোরহ—ষোল দিন; আইতি আয়ত্তে; তাহি পর—তারপর; ভলি রাতি—রাত্রিভাল (অভিসারের পক্ষে)।

অনুবাদ—আজ আমি হরি সমাগমে যাইব বলিয়া কত মনোরথ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঘরে গুরুজনেরা নিদ্রা গেলেন কিনা ঠিক করিতেই চাঁদ উঠিয়া পড়িল। চাঁদ, তোমার রীতি ভাল নয়; এই জন্যই তো তোমাতে কলঙ্ক লাগিল; তাও কি মনে ভয় পাও না? জগতের নাগরীরা যখন মুখ শোভায় তোমাকে জয় করিল তখন তুমি হারিয়া আকাশে পলায়ন করিলে; সেখানেও রাহু তোমাকে গ্রাস করিল; তোমাকে আর গালি কি দিব, (এমনিই তোমার এত দুর্ভাগ্য)। বিধাতা মাসে একদিন তোমাকে সকল শক্তি দিয়া (পূর্ণ করিয়া) সৃষ্টি করেন; দ্বিতীয় দিনে আর তুমি পূর্ণ থাকিতে পার না। এ তোমার পাপেরই ফল। বিদ্যাপতি বলেন, হে যুবতি, শোন, চাঁদকে শাস্তি দিও না। মাসের ষোলদিন চাঁদের আয়ত্তে, তার পর রাত্রি (অভিসারের পক্ষে) ভাল।

(৩১৯)

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেআজ।
দেখিঅ আজ অপূরুব সাজ[১] ॥
মৃগমদ পঙ্ক করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ ॥

পুনু পুনু উঠসি পছিম দিসি[২] হেরি।
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি ॥
নূপুর[৩] উপর করসি কসি থীর।
দৃঢ় কএ[৪] পহিরসি তম সম চীর ॥

উঠসি বিহঁসি হঁসি তেজিএ সার।
তোর মন ভাব সঘন অঁধিআর[৫] ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
ধৈরজ ধর মন মিলত মুরারি ॥

ন. গু. তালপত্র ২৭৯; গ্রিয়ার্সন ১২

৩১৮। নেপাল পুথির পাঠান্তর— (১) "একে মাসে তাহি বিহি সিরিজএ
কতন জতন করে
দোসর দিনা ঘরে ন পার হ
তহী পাপক ফলে"
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

৩১৯। গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) দিখিঅ তুঅ অপরূপ সজ সাজ (২) দিশ (৩) নেপুর (৪) দৃঢ় কয় (৫) মোর মন ভাব সঘন অন্ধকার

শব্দার্থ—বেয়াজ—ব্যাজ, ছলনা ; পরিণত হোঅ ভাগ—ভাগ্যের উদয় হইল ; কসি গীব কসিয়া স্থির করিতেছ ; তেজিএ সার—সার ছাড়িয়া, অকারণে।

অনুবাদ—সুন্দরি, বল বল, ছলনা করিও না। আজ যে তোমার অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিতেছি। মৃগমদপঙ্কে অঙ্গরাগ করিতেছ। কোন নাগরের সৌভাগ্যের উদয় হইল? বার বার উঠিয়া পশ্চিম দিকে তাকাইতেছ—কখন দিন শেষ হইবে, কত বেলা আছে। নূপুর উপরে তুলিয়া কসিয়া স্থির করিতেছ, দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাড়ী পরিতেছ (যাহাতে নূপুরের বাজনা না হয় ও অন্ধকারে তোমাকে দেখা না যায়)। উঠিয়া অকারণে হাসিতেছ। তোর মনের ভাব যেন সঘন অন্ধকার ('মোর' পাঠে অর্থ—আমার মনে ঘোর সংশয় হইতেছে)। বিদ্যাপতি বলেন হে বরনারি। শুন মনে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৩১০)

চরণ নূপুর উপর সারী।
মুখর মেখল করে নিবারী॥
অম্বরে সামর দেহ ঝপাঈ।
চলহি তিমির-পথ সমাঈ॥
সমুদ কুসুম রভস বসী।
অবহি উগত কুগত সসী॥

আএল চাহিঅ সুমুখি তোরা।
পিসুন লোচন ভম চকোরা॥
অলক তিলক ন কর রাধে।
অঙ্গে-বিলেপন করহি বাধে॥
তয়ঁ অনুরাগিনি ও অনুরাগী।
দূষণ লাগত ভূষণ লাগী॥

ভনে বিদ্যাপতি সরস কবি।
নৃপতিকুল-সরোরুহ রবি॥

নেপাল ১৭৮, পৃ. ৬৩খ, পং ২ : ন গু ২৪৬

শব্দার্থ—সারী—সাড়ী, অম্বরে সামর—শ্যামল বস্ত্রে, সমুদ কুসুম আনন্দিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত ফুল; [নগেন্দ্রবাবু অর্থ করিয়াছেন—"সমুদ্র ও কুসুমের (মিলন) আনন্দে রসিক চন্দ্র উদিত হইলে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় ও সমুদ্র উদ্বেলিত হয় এজন্য তাহাদের দর্শনে চন্দ্র আনন্দ অনুভব করে।"], পিসুন লোচন ভম চকোরা—পিশুন অর্থাৎ দুষ্ট লোকের চোখ যেন চকোরের মতন (মুখের সহিত চন্দ্রের ও চকোরের সহিত দুষ্টজনের চোখের উপমা), দূষণ লাগত ভূষণ লাগী—ভূষণ করিলে দোষেরই হইবে।

অনুবাদ—চরণে নূপুর (তাহার) উপর শাড়ী, মুখর মেখলা করে নিবারণ করিয়া, নীল বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া পথে চল। প্রস্ফুটিত কুসুমের মিলন—রসিক কু (অশুভ) গত চন্দ্র এখনই উদিত হইবে। সুমুখি, তোমাকে দেখিয়া পিশুনের (মন্দ ব্যক্তির) নয়ন যেন চকোরের মতন আসিতেছে। হে রাধে, অলকা তিলক অর্থাৎ কেশসজ্জা ও বিলেপন করিও না, অঙ্গে বিলেপন করিতে বাধা অর্থাৎ বিলম্ব হইবে। তুমি অনুরাগিণী, সে অনুরাগী, ভূষণের কারণে দোষ হইবে অর্থাৎ সাজ-সজ্জায় প্রয়োজন নাই। রসিক কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, (রাজা শিবসিংহ) নৃপতিকুল-সরোজের সূর্য।

(৩২১)

লহু কয় বোললহ গুরুতর ভার।
দুতর[১] রজনি দূর অভিসার॥
বাট ভুঅঙ্গম উপর পানি।
দুহু কুল অপজস অঙ্গিরল জানি॥
পরনিধি হরলয় সাহস তোর।
কে জান কওন গতি করবএ মোর॥
তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ।
জীব সয়ঁ তৌলল গরুঅ সিনেহ॥
দসমি দসাহে বোলব কী তোহি।
অমিঞ বোলি বিখ দেলহে মোহি॥

নেপাল ৬৬, পৃঃ ২৪খ, পং ৩; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু. ২৫৪

শব্দার্থ—বাট ভুঅঙ্গম—পথে সাপ। জীব সঁয—জীবনের সাথে।

অনুবাদ—মৃদুস্বরে কথা বলিলেও গুরুতর ভার অর্থাৎ উচ্চস্বরের ন্যায় শোনায়। দুস্তর রাত্রি, অভিসার দূর। পথে সর্প, উপরে বৃষ্টি জানিয়া শুনিয়া দুই কুলে কলঙ্ক স্বীকার করিলাম। পরধন অপহরণ করিতে তোর এত সাহস, কে জানে আমার গতি কি হইবে? দূতি, তোর কথায় নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। ওজন করিয়া (দেখিলাম) প্রাণের অপেক্ষা স্নেহ অধিক হইল। তোকে কি বলিব, (আমার) দশমী দশা সম্মুখে, সুধা বলিয়া আমাকে গরল দিলি।

(৩২২)

বাট ভুঅঙ্গম উপর পানি।
দুহু কুল অপজসে অঙ্গিরল আনি॥
পরনিধি হরলএ সাহস তোর।
কে জান কঞোন গতি করবএ মোর॥
তোরে বোলে দূতী তেজল নিজগেহ।
জীবসঞো তৌলল গরুঅ সিনেহ॥
লহুকএ কহলহ গুরু বড় ভাগ।
অন্তর ভর রজনি দূর অভিসার॥
দসমি দসাহে বোলব কী তোহি।
অমিঞ বোলি বিষ দেলএ মোহি॥

নেপাল ৯২, পৃ ৩৩খ, পং ৬, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

অনুবাদ ও মন্তব্য—এই পদটীও নেপাল পুঁথিতে আছে, কিন্তু ইহার বাক্য ও অর্থ পূর্ব্বে মুদ্রিত পদের সঙ্গে প্রায় এক। শুধু পূর্ব্ব পদের প্রথম দুই চরণ পাঠান্তরিত হইয়া এই পদের সপ্তম ও অষ্টম চরণ হইয়াছে। ঐ দুই চরণের অর্থ—'তুমি এই অভিসারকে সামান্য ব্যাপার বলিয়াছ কিন্তু, ভাগ্যবশে দেখিতেছি ইহা গুরুতর ব্যাপার। অভিসারের স্থান দূরে, এবং হৃদয়ে যেন রজনীর অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে।'

৩২১। পাঠান্তর সম্বন্ধে মন্তব্য—নগেন্দ্রবাবু কেবল যে বাংলা পদকেই পরিবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার কল্পিত মৈথিল রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, নেপাল পুঁথির অনেক শব্দ তিনি ইচ্ছামত বদলাইয়াছেন। এই পদে প্রথম চরণে স্পষ্ট 'বোললহ' আছে তিনি 'কহলহ' করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা নেপালের পুঁথি হইতে লইয়াছেন।

(১) নগেন্দ্রবাবু 'রয়নি' করিয়াছেন। নেপাল পুঁথিতে শেষ দুই চরণ "দুহু কুল অপজস অঙ্গিরল জানি" এর পরে দেওয়া হইয়াছে।

(৩২৩)

কুসুমিত কানন কুঞ্জ বসী।
নয়নক কাজর ঘোর মসী ॥
নখতঁ লিখলি নলিনি দল পাত।
লীখি পঠাওল আখর সাত ॥
প্রথমহি লিখলনি পহিল বসন্ত।
দোসরেঁ লিখলনি তেসরকে অন্ত ॥
লিখি নহিঁ সকলৈহি অনুজ বসন্ত।
পহিলহি পদ অছি জীবক অন্ত ॥

ভনহি বিদ্যাপতি অছর লেখ।
বুধ জন হোথি সে কহএ বিসেখ ॥

গ্রিয়ার্সন ৬০ ; ন গু (প্র) ১

অনুবাদ—কুসুমিত কানন-কুঞ্জে বসিয়া (রাধা) নয়নের কাজল গুলিয়া মসী করিল। নলিনীদলপত্রে নখ দিয়া লিখিল। সাতটি অক্ষর লিখিয়া (মাধবকে) পাঠাইল। প্রথম লিখিলেন, প্রথম বসন্ত (বসন্তের প্রথম মাস চৈত্র, চৈত্রমাসের আর এক নাম মধু—অর্থাৎ 'মধু' এই দুই অক্ষর প্রথমে লিখিলেন)। দ্বিতীয় (তাহার পর) তৃতীয়ের অন্ত লিখিলেন। [G—First she wrote the First day of spring, secondly she wrote that the third day was passed]. (বসন্তের পর তৃতীয় ঋতু বর্ষা) বর্ষাশেষে হস্ত নক্ষত্র, 'কর' অর্থে হস্ত। 'মধু' এই দুই অক্ষরের পর লিখিলেন 'কর' = মধুকর। বসন্তের অনুজ (চৈত্রের পর বৈশাখ—নামান্তর মাধব) লিখিতে পারিলেন না। প্রথম পদ (অক্ষর) জীবনের অন্ত (ম প্রথম অক্ষর মরণ শব্দের আদ্যক্ষর) (মাধব লিখিতে না পারিয়া মধুকর লিখিলেন।) 'মধুকর মীলব' এই সাতটি অক্ষর লিখিয়া রাধা পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি (সঙ্কেত) অক্ষর লিখিলেন। যদি বুধজন হয়, তবে ইহার বিশেষ (সন্ধান) কহিতে পারে।

(৩২৪)

জদি তোরা নহি খন নহি অবকাস।
পরকে জতন কতে[১] দেল বিসবাস ॥
বিসবাস কই ককে[২] সুতহ নিচীত।
চারি পহর রাতি ভমত সুচীত ॥
করজোরি পঁইয়া পরি কহবি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥
প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দ[৩] গেলা ॥

নিন্দ নিরূপইত ভেল অধরাতি।
তাবত উগল চন্দা পরম কুজাতি[৪] ॥
ভনই বিদ্যাপতি তথমুক ভাব।
জেহ পুনমত সে জন পয় পাব[৫] ॥

রাগত পৃঃ ৬৬, ন. গু. ২৭৪ (মৈথিল পুঁথি)

৩২৩। **মন্তব্য**:—গ্রিয়ার্সন ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন যে, নায়িকা এখানে সঙ্কেত করিয়া নায়ককে বুঝাইতেছেন যে তিনি রজঃস্বলা হইয়াছিলেন এখন তিনদিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার মতে সাতটী অক্ষর হইতেছে "কুসুমিত কানন" "Radha compares herself to a flower grove. First she wrote the First day of spring, secondly she wrote that the third day was passed."

৩২৪। রাগতরঙ্গিণীর **পাঠান্তর**:—(১) জতনে ককে (২) দএক কে (৩) নিদ (৪) "নিদ নিরূপইতে ভেলি অধরাতি
তখনে জাগল চাঁদা পরম কুজাতি"
(৫) 'জেহে পুনমত সেহে জন পএ পাব'।

অনুবাদ—(দূতীর প্রশ্ন) যদি তোর ক্ষণমাত্র সময় নাই, পরকে যত্ন করিয়া বিশ্বাস দিলি কেন অর্থাৎ যদি তোর যাইবার সময় নাই তবে পরকে যাইবি বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইলি কেন? বিশ্বাস করাইয়া কেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছ? সেই সুচিত্ত অর্থাৎ সহৃদয় চারি প্রহর রাত্রি ঘুরিতেছিল অর্থাৎ তোমার আসিবার পথ দেখিতেছিল। (নায়িকার উত্তর) যুক্ত করে, পায়ে পড়িয়া, অনুনয় করিয়া বলিবি, পূর্বের পিরীতি যেন ভুলিয়া যাইবে না। প্রথম প্রহর রজনীতে কৌতুকে কাটিল, দ্বিতীয় প্রহরে পরিজনেরা নিদ্রা গেল। নিদ্রা গিয়াছে কিনা দেখিতে অর্ধ রাত্রি হইল, তৎপরে অত্যন্ত কুজাতি চন্দ্র উদিত হইল। বিদ্যাপতি তখনকার ভাব বলিতেছে, যেজন পুণ্যবান্ সেই জন পায়।

(৩২৫)

জলধর অম্বর রুচি পহিরাউলি
সেত সারঙ্গ কর বামা।
সারঙ্গ অদন দাহিন কর মণ্ডিত
সারঙ্গ গতি চলু রামা॥

মাধব তোবে বোলে আনল রাহী।
সারঙ্গ ভাস পাস সয়ঁ আনলি
তুরিত পঠাবহ তাহী॥

সম্ভু ঘরিনি বেরি আনি মেরাউলি
হরি সুত সুত ধুনি ভেলা।
অরুনক জোতি তিমির পিড়ি উগল
চাঁদ মলিন ভএ গেলা॥

নেপাল ১৪২, পৃঃ ৫০ ক ; পং ৫ ; ন গু. ৩১৮ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

শব্দার্থ—পহিরাউলি—পরিধান করাইলাম ; সেত সারঙ্গ—শ্বেতপদ্ম ; সারঙ্গ গতি—গজেন্দ্র গতি।

অনুবাদ—রমণীকে মেঘরুচি বসন পরাইলাম. (তাহার) বাম হস্তে শ্বেত কমল, দক্ষিণ হস্তে পান শোভা পাইতেছে, সুন্দরী গজগমনে চলিল। মাধব তোর কথায় রাধাকে আনিলাম। ('সারঙ্গ ভাস পাস সয়ঁ আনলি' ইহার অর্থ বুঝিলাম না। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"সারঙ্গ ভাস—পশুর হাম্বা রব অর্থাৎ মাতা—রাধাকে মাতার নিকট হইতে আনিয়াছি" এই অর্থ আমাদের নিকট সঙ্গত মনে হইল না।) তাহাকে শীঘ্র ফেরৎ পাঠাইও। শম্ভু-ঘরণীর গীতের সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় আনিয়া মিলাইলাম, (এখন) হরি অর্থাৎ ইন্দ্র, তাহার সুত অর্থাৎ জয়ন্ত, তাহার সুত অর্থাৎ কাক ডাকিল (প্রভাত হইল) অরুণ-কিরণ অন্ধকার পান করিয়া উদয় হইল, চন্দ্র মলিন হইল।

(৩২৬)

কাজরে রাঙ্গলি সঞে জনি রাতি।
অইসন বাহর হোইতে সাতি॥[১]

তড়িতহু তেজলি[২] মিত অন্ধকার।
আসা সংসয় পরু অভিসার॥

৩২৬। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) "কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি ঐসনা বাহর হৈতহুঁ সাতি" (এই পাঠ নেপাল পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর)।
(২) তেজ মিল (উৎকৃষ্টতর পাঠ)

ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।
নিকট জোএন সত(ক) কাহুক বাস॥
জলদ ভুজঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ।
নিচল নিসাচর কর রস ভঙ্গ॥[৩]

মন অবগাহএ মনমথ রোস।
জিবঞো দেলে নহি হোএত ভরোস॥
অগমন[৪] গমন বুঝএ মতিমান।
বিদ্যাপতি কবি এহু রস জান॥

নেপাল ২৩৯, পৃঃ ৮৬ক, পং ৪; রামভদ্রপুর পদ ৩৯; ন. গু. ২৯১।

শব্দার্থ—অইসন বাহর হোইতে সাতি—এরূপ রাত্রিতে বাহিরে যাওয়াও একটা শাস্তির ব্যাপার। রামভদ্রপুরের পাঠের অর্থ—রাত্রি যেন কাজল রং উদ্গীরণ করিতেছে, এরূপ রাত্রিতে বাহির হওয়া বিড়ম্বনা (বা শাস্তি); তড়িতহু তেজলি মিত অন্ধকার—বিদ্যুতও যেন তাহার মিত্র অন্ধকারকে ত্যাগ করিয়াছে; মন অবগাহএ—মন যেন ডুবিয়া গেল।

অনুবাদ—কাজল দিয়া রাত্রিকে যেন লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে বা (পাঠান্তরে) রাত্রি যেন কাজল বমন করিতেছে। এমন সময়ে বাহির হওয়াও শাস্তি। বিদ্যুৎ যেন তাহার বন্ধু অন্ধকারকে ত্যাগ করিয়াছে (অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাইতেছে না—সুতরাং অভিসারের পথ দেখা যাইতেছে না)। অভিসারের আশায় সংশয় পড়িল। আমি (অভিসারে যাইবার) বিশ্বাস দিয়া ভাল করি নাই। কানাইয়ের বাস নিকটে হইলেও যেন (অন্ধকারে) শত যোজন মনে হইতেছে। মেঘ ও সাপ দুইজনই সঙ্গী হইল; নিশ্চল নিশাচর রসভঙ্গ করিতেছে। মন মন্মথের রোষে ডুবিয়া গেল; প্রাণ দিলেও ভরসা হয় না। মতিমান অগমন ও গমন বুঝে (যাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে না পারিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহা যাওয়ার তুল্যই মনে করে); বিদ্যাপতি কবি এই রস জানেন।

(৩২৭)

বারিস জামিনি কোমল কামিনি
দারুন অতি অন্ধকার।
পথ নিসাচর সহসে সঞ্চর
ঘন পর জলধার॥
মাধব, প্রথম নেহে সে ভীতি।
গএ অপনহি সেঅ বিলোকিঅ
করিঅ তৈসনি রীতি॥

অতি ভয়াউনি আতর জউনি
কইসে কএ আউতি পার।
সুরত-রস সুচেতন বালভু
তা পতি সবে অসার॥
এত শুনি মন বিমুখ সুমুখী
তোহ মনে নহি লাজ।
কতএ দেখল মধু অপনে জা
মধুকর সমাজ॥

নেপাল ২, পৃঃ ৯, পং ৫, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ২৩৫

(ক) নগেন্দ্র বাবু 'জোএ ন সত' পরিবর্তে "জোত্র নসত" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। "নিকট জোএন সত কাহুক বাস" অর্থ হইতেছে কানাইয়ের বাস নিকটে হইলেও "জোএন সত" শত যোজনের মত এই অন্ধকার রাত্রিতে বোধ হইতেছে। নগেনবাবু টানিয়া বুনিয়া "জোত্র" মানে "খুজিয়া" এবং "নসত" মানে "অশক্ত" ধরিয়া "নিকটে যাইয়াও খুঁজিয়া পাইব না" অর্থ করিয়াছেন। মৈথিল পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুরও "বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদাবলী" তে নগেন বাবুকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নায়িকার পক্ষে নায়কের বাসস্থানের নিকটে যাইয়াও অন্ধকারের জন্য উহা খুজিয়া না পাওয়া লজ্জার কথা।

৩২৬। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(৩) কয়এ সরজ। (৪) অপগম।

শব্দার্থ—নেহে—স্নেহে, প্রণয়ে ; গএ অপনহি—নিজে যাইয়া ; আতর—অন্তর, অন্তরায় স্বরূপ ; জউনি—যমুনা, (নগেন্দ্রবাবুর মতে যাতায়াত) ; আউতি পার—পার হইয়া আসিবে (নগেন্দ্রবাবুর মতে পার অর্থে পারে—"আসিবার যাইবার পথে অতি ভয়ানক অন্তরায়, কেমন করিয়া আসিতে পারে") ; তা পতি সবে অসার—তাহার নিকট এসব (অর্থাৎ নায়কের সুরতরস সুচেতন হওয়া) অসার—কেননা সে এখনও সুরতরস বুঝে নাই (নগেন্দ্রবাবুর মতে—"সুরতরস সুচতুর বল্লভ, তারপর সব অসার—এত বিঘ্ন বাধাও রাধার পক্ষে অসার, সে কেবল বল্লভকে দেখিবার তরে আকুল") নগেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখা মানিলে পদটীর পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না।

অনুবাদ—বর্ষা রাত্রি, কোমলা রমনী, অত্যন্ত নিদারুণ অন্ধকার, পথে সহস্র নিশাচর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, ঘন জলধারা পড়িতেছে। মাধব, সে প্রথম স্নেহে শঙ্কিতা, স্বয়ং গিয়া তাহা দেখ, সেই প্রকার করিবে অর্থাৎ তুমি নিজেও সেই ঘোর অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইবে। অতি ভয়ানক যমুনা নদী অন্তরায় স্বরূপ ; সে কেমন করিয়া উহা পার হইয়া আসিবে ? বল্লভ তো সুরতরসে চতুর, কিন্তু (মুগ্ধা) নায়িকার নিকট সুরতবৈদগ্ধ্য অসার। সুমুখী এই সমস্ত বিচার করিয়া মনে নিরুৎসাহ হইয়াছে। মাধব ! তোমার মনে লজ্জা নাই। কোথায় দেখিয়াছ মধু ভ্রমরের নিকট আপনি যায় ? অর্থাৎ সমস্ত স্থানে প্রেমিক প্রেমিকার কাছে যায়, কিন্তু কোথাও কি দেখিয়াছ প্রেমিকা প্রেমিকের নিকট গমন করে ?

(৩২৮)

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার।
সঘন নীর বরিসএ জলধার॥
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ॥

কওনে পরি আওত বালভু মোর।
আগু ন চলই অভিসারিনি পার॥
গুরু গৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তিথিকু[১] বধু জন সঙ্কা আথি॥

নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ॥

নেপাল ১৮৭, পৃঃ ৬৭ক, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ২৯৩

শব্দার্থ—পাউস—প্রাবৃষ—বর্ষা ; ঘন হন—ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছে ; নদিআ—নদী ; জোরা ভউ অথাহ—জোর বেগবতী ও অথই, অতল হইয়াছে।

অনুবাদ—বর্ষা আসিল ঘন অন্ধকার, মেঘ সঘনে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করিতেছে। ঘন ঘন বিজলী চমকাইতেছে, দেখিতেছি, রঙ্গ (অভিসারে মিলন প্রভৃতি) বাধা পাইতেছে, পথ চলিতে পথিকের মন ভাঙ্গিয়া যায়। কি প্রকারে আমার প্রিয় আসিবে ? অভিসারিকাও আগাইয়া যাইতে পারিতেছে না। গুরুজনের গৃহ হইতে শয়নগৃহে যাইতেও বধূজনের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ এক ঘর হইতে অপর ঘরে যাইতেও শঙ্কিত হইতে হয়। নদী জোর ও অথই হইল, ভয়ঙ্কর সর্প পথে চলিল।

---

৩২৮ (১) নগেনবাবু "তিথিকু" স্থলে "তথিহু" সংশোধিত পাঠ দিয়াছেন।

(৩২৯)

জলদ বরিস জলধার সর জঞো পলএ প্রহার

কাজরে রাঙ্গলি রাতি[১]

সখি হে অইসনাহু নিসি অভিসার।	দিগমগ দেখিঅ ঘোর।
তোহি তেজি করএ কে পাব ॥	পএর দিঅ বিজুরি উজোর[২] ॥
ভমএ ভুজঙ্গম ভীম।	সুকবি বিদ্যাপতি গাব।
পঙ্কে পুরল চৌসীম ॥	মহঘ মদন পরথাব ॥

নেপাল ২১৯, পৃঃ ৭৮খ, পং ৫ ; রামভদ্রপুর ৩৮ ; ন গু ২৯৯।

অনুবাদ—মেঘ জলধারা বর্ষণ করিতেছে, বৃষ্টিধারা যেন শরের মত আঘাত করিতেছে। রাত্রিকে যেন কাজলে লেপিয়া দিয়াছে। হে সখি, নিশিতে তোমা ব্যতীত আর কে অভিসার করিতে পারে? বিকট সর্প ভ্রমণ করিতেছে, চতুর্দিক কর্দমে পূর্ণ হইয়াছে। ঘোর সংশয় দেখিতেছি, বিজলীর আলোকে পা বাড়াইতেছি। সুকবি বিদ্যাপতি গায়, মন্মথের প্রস্তাব মহার্ঘ।

(৩৩০)

কজরে সাজলি রাতি	বিজুরী তরঙ্গ ডরাই।
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি ॥	তোঁ ভল কর জোঁ পলটি ঘর জাই ॥
বরিস পযোধর ধার।	ঝাঁখথি দেব বনমালী।
দূর পথ গমন কঠিন অভিসার ॥	এহি নিসি কোনে পরি আউতি গোয়ালী ॥
জমুন ভয়াউনি নীর।	ভনই বিদ্যাপতি বানী।
আরতি ধসতি পাউতি নহি তীর ॥	তোহহু তহ কাহ্নু নারী সয়ানী ॥

ন গু তালপত্র ২৯৫।

শব্দার্থ—সাজলি—সাজিল, আরতি—আর্তি অনুরাগের প্রাবল্যে, ধসতি—পড়ে; ঝাঁখথি—শোক করিতেছে। তোহহু তহ—তোমার চেয়েও।

অনুবাদ—রজনী কজ্জলে সজ্জিত হইল। মেঘসমূহ ঘন হইয়া (বারি) বর্ষণ করিতেছে। মেঘ ধারা বর্ষণ করিতেছে, দূর পথে অভিসারে গমন করা কষ্টকর। যমুনার জল ভয়ানক, অনুরাগবশে যদি তাহাতে নামে তো তীর পাইবে না। বিজলী তরঙ্গে শঙ্কিত হয়, যদি ঘরে ফিরিয়া যায় তবে ভাল হয়। দেব বনমালী ম্লানমুখে চিন্তা করিতেছে, এই নিশাতে কেমন করিয়া গোপী আসিবে? বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছে, তোর অপেক্ষা, কানাই, নাগরী অধিক চতুরা।

রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) ইহার পরেই নূতন এক চরণ "বাহর হোইতে সাতি" আছে। (২) "দিগমগ .... উজোর" পরিবর্তে আছে—

"জলধর বিজু উজোরি

তখনে গরজ ঘন ঘোর।

(৩৩১)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
গগন গরজ ঘন মেঘহ[১]।
দুতর জঞুন নরি সে আইলি বাহু তরি
এতবাএ তোহর সিনেহ[২]॥

হেরি হসল হসি সমূহ উগয়[৩] সসি
বরিসও অমিঅক ধার॥
কত নহি দুরজন কত জামিক জন
পরিপন্থিঅ অনুরাগে।

কিছু ন কাহুক ডর[৪] সুনল জুবতি বর
এহি পরকিও অভাবে॥

নেপাল ২০৫, পৃঃ ৭৩খ, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৫২২

শব্দার্থ—নিসিঅর—নিশাচর; জঞুন নরি—যমুনা নদী; বাহু তরি—বাহুদ্বারা সাঁতরাইয়া; জামিক জন—যাহারা রাত্রির প্রতিযামে জাগিয়া পাহারা দেয়।

অনুবাদ—নিশীথে নিশাচর ভ্রমণ করিতেছে, ভীম ভুজঙ্গ, গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, দুস্তর যমুনা নদী, তাহা বাহুদ্বারা-উত্তীর্ণ হইয়া আসিল, এতই তোর (প্রতি) স্নেহ। চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদিত হউক, অমৃতের ধারা বর্ষণ করুক। কত না দুর্জন, কত প্রহরী অনুরাগের শত্রু। যুবতীশ্রেষ্ঠ কাহারও কিছু ভয় গণনা করিল না, ইহার পর কি অভাগ্য (হইতে পারে)?

(৩৩২)

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে॥

বরিস পয়োধর ধরনি বারি ভর
রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা॥

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফনিমনি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে॥

নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
আঁগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী॥

ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে॥

গ্রিয়ার্সন ৭; ন. গু. তালপত্র ৫২১।

৩৩১। মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "মেহ" (২) "এতবা তোহর নেহ" (৩) "উগও", করিয়াছেন। (৪) নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে "ডর" "ভর" 'ছাপা হইয়াছে'; ইহা বোধহয় মুদ্রাকর প্রমাদ।

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী ; ভয় ভীমা—ভয়ঙ্কর ; তইঅও তথাপি ; তসু—তাগর ; ভবন ভিতি--গৃহের ভিত্তিতে ; লিখল—চিত্রিত।

অনুবাদ—মাধব ! সুমুখীর মনস্কামনা পূর্ণ করিও। সুন্দরী তোমার অভিসারে যত কষ্ট করিল, তাহা আর কোন কামিনী করিতে পারে ? মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে, রজনী ভয়ঙ্কর ; তথাপি ধনী তোমার গুণ মনে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইল ; তাহার সাহসের সীমা নাই। যে ঘরেব দেওয়ালে চিত্রিত সাপ দেখিলেও ভয় পায়, সেই সুমুখী সাপের মাথার মণি করে আচ্ছাদন করিযা (পাছে তাহাকে কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে) সস্মিত মুখে তোমার কাছে আসিল। সে নিজের স্বামীকে ছাড়িয়া বিষম নদী সাঁতরাইয়া ও শ্রেষ্ঠ কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করিযা তোমার অনুরাগে মত্ত হইয়া কিছুই গণনা করিল না। এই রসের রসিক কুতূহলী সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে, কাম ও প্রেম দুইই একমত হইলে কথন কি না করাইতে পারে ?

(৩৩৩)

জলদ বরিস ঘন দিবস অন্ধার।	মোয় দূতী মতি মোর হরাস।
রয়নি ভরমে হম সাজু অভিসার ॥	দিবসহু কে জা নিঅ পিয়া পাস ॥
আসুর করমে সফল ভেল কাজ।	আরতি তোরি কুসুম রস[১] রঙ্গ।
জলদহি রাখল দুহু দিস লাজ ॥	অতি জীবলে[২] দেখিঅ অভিসন্দ ॥
মোয়ঁ কি বোলব সখি অপন গেআন।	দূতী বচনে সুমুখি ভেল লাজ।
হাথিক চোরি দিবস পরমান ॥	দিবস অএলাহু পরপুরুস সমাজ ॥

নেপাল ৬৫, পৃ: ২৪ক, পং ৮, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৩১৫।

শব্দার্থ—আসুর করমে—আসুরিক কর্ম্মে ; হরাস- হ্রাস।

অনুবাদ—জলদ ঘন বর্ষণ করিতেছে, দিবা অন্ধকাব, বাত্রি ভ্রম কবিযা আমি অভিসারের সজ্জা করিলাম। আসুরিক কাজ সফল হইল। দুই দিকেব লজ্জা মেঘেই বাখিল। সখি, আমি আব কি বলিব ; তুমি নিজেই জান দিন-দুপুরে হাতী চুরি হইল। আমি দূতী আমার মতি (বুদ্ধি) অল্প, দিবসকালে কে নিজেব প্রিযতমের কাছে যায ? মদনের রঙ্গে তোমার অত্যন্ত অনুরাগ ; দেখিতেছি জীবনে মিথ্যা অপবাদ হইল। সুবদনী দূতীর কথায অত্যন্ত লজ্জা পাইল। ভাবিল হায় ! পর পুরুষের নিকট দিবাভাগে আগমন করিলাম !

(৩৩৪)

গুরুজন কহি দুরজন সয়ঁ বারি।
কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি ॥[১]

৩৩৩। মন্তব্য—(১) পুঁথিতে 'রস' আছে ; নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "সর" করিয়া দিয়াছেন। (২) নগেন বাবু "জীবলে" কে "জাবন" করিয়াছেন।

৩৩৪। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) "কৌতুকে কুটি করসি ফুলবাসি"

কৈতব বারি সখীজন সঙ্গ।	অন্ধ কূপ সম রয়নি বিলাস।
তাহ[২] অভিসার দূর[৩] রতি রঙ্গ॥	চোরক মন জনি বসএ তরাস॥(ক)
[৩]এ সখি বচন করহি অবধান।	হুবসিত হোএ লঙ্কাকে রাএ।
রাত কি করতি আরতি সমধান॥	নাগর কী করতি[৪] নাগরি পাএ॥

নেপাল ৫৫, পৃঃ ২৯ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; রামভদ্রপুর ৩২; ন গু. ৩১২।

অনুবাদ—গুরুজনকে বলিয়া দুর্জনকে নিবারণ করিবে, কৌতুকে কুন্দ ফুল লইয়া খেলা করিবে। কৈতবে (ছলনায়) সখীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অভিসারে গমন করিবে, তাহাতে রতিরঙ্গ ভাল জমিবে। (শিবনন্দন ঠাকুর দুর শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—দিনক অভিসার মেঁ সম্ভোগ দুর ধরি পহুঁচি জাইত ছৈক অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীক হোইত ছৈক)। হে সখি, বচন শ্রবণ কর, রাত্রিতে কি অনুরাগের সমাধান হয় (চোখে মুখে যে অনুরাগ ফুটিয়া উঠে তাহা দেখা যায় না)? অন্ধকূপের ন্যায় রাত্রির বিলাস, যেন চোরের মন ভয়ে ভয়ে থাকে। লঙ্কার রাজাও (দিবাভিসারে) প্রফুল্লিত হয়, নাগর নাগরীকে পাইয়া কত আনন্দ করিবে।

(৩৩৫)

আজ পুনিমা তিথি জানি মোয়ে এলিহু	তোহেঁ জনু[২] তিমির হীত কএ মানহ
উচিত তোহর অভিসার।	আনন তোর তিমিরারি।
দেহ-জোতি সসি-কিরন সমাইতি	সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি
কে বিভিনাবএ পাব॥	চল উঠি জতএ মুরারি॥
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচার[১]।	দূতী বচন হীত কএ মানল
আঁখি পসারি জগত হম দেখলি	চালক ভেল পঁচবান।
কে জগ তুঅ সম নারি।	হরি-অভিসার চললি বর কামিনি
	বিদ্যাপতি কবি ভান॥

রাগত[১] পৃঃ ৭৬; ন গু ৩১০।

শব্দার্থ—এলিহু—আসিলাম, সমাইতি—প্রবেশ করিবে; বিভিনাবএ—বিভিন্ন করিতে, পার্থক্য বুঝিতে; তোহে জনু তিমির হীত কএ মানহ—তুমি যেন (অন্যান্য অভিসারিকার মতন) অন্ধকারকে উপকারক মনে করিও না; (কেননা) তোমার মুখ যে তিমিরের অরি (মুখচন্দ্রের জ্যোতিঃতে তিমির ধ্বংস হয়), জতএ—যেখানে।

৩৩৪। মন্তব্য—(১) নগেন বাবু "পুর" পড়িয়াছেন। (ক) নেপাল পুঁথিতে স্পষ্ট লেখা আছে 'চোরক মন জনি বসএ তরাস", কিন্তু নগেন বাবু কোন কারণে 'ত' অক্ষরটি না পড়িয়া এবং "তরাসের" "র" স্থানে "ব" পড়িয়া পাঠ ধরিয়াছেন "চোরক মন জনি বস এ বাস" এবং মানে করিয়াছেন "চোরের মন যেন গৃহ বাস করে" যাহার কোনই অর্থ হয় না। রামভদ্রপুর পুঁথিতে স্পষ্ট পাঠ আছে "চোরক মন জএসো বসএ তরাস।"

৩৩৪। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর (২) অহ (৩) "এ সখি সুমুখি বচন অনুমান রাতুক রতি আরতি সমধান"। (৪) করব।

৩৩৫। মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "বিচারি" (২) "জনি" নগেন বাবুর মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই চরণ আছে।

অনুবাদ—আজ পূর্ণিমা তিথি জানিয়া আমি আসিলাম, (আজ পূর্ণিমানিশি) তোমার অভিসারের উপযুক্ত। তোমার দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইবে, (জ্যোৎস্নার সহিত তাহার) কে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে? সুন্দরি, নিজেই হৃদয় বিবেচনা করিয়া দেখ ; আমি তো চক্ষু প্রসারিত করিয়া জগত দেখিলাম, তোমার তুল্য রমণী জগতে কে আছে? তুমি যেন অন্ধকারকে হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মানিও না, তোমার মুখ তিমিরারি। ধনি, স্বভাবতঃ বিরোধকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুরারির কাছে উঠিয়া চল। দূতীর বাক্য মঙ্গল করিয়া মানিল, মদন চালক হইল, বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণী-শ্রেষ্ঠা হরি-অভিসারে চলিল।

(৩৩৬)

গগন মগন হোঅ তারা।	টুটল গৃম মোতি হারা।
তইঅও ন কাহ্ন তেজয় অভিসারা॥	বেকত ভেল অছ নখ-খত ধারা॥
আপনা সববস লাথে।	নহি নহি নহি পঅ ভাখে।
আনক বোলি লুড়িঅ দুহু হাথে॥	তইঅও কোটি জতন কর লাখে॥

ভনই বিদ্যাপতি বানী।
এহি তীনুহু মহ দূতী সয়ানী॥

ন. গু ৩২০ (তালপত্র)

শব্দার্থ—তইঅও—তথাপি ; লাথে—ছলনা, লুড়িঅ—লুণ্ঠন করে ; ভাখে—ভাষে, বলে ; তীনুহু—তিনি ; মহ—মধ্যে।

অনুবাদ—তারকাসকল আকাশে মগ্ন হইল, তবুও কানাই অভিসার-শয্যা ত্যাগ করে না—অর্থাৎ সকাল হইতে চলিল তবুও কানাই রাধাকে ছাড়ে না। ছলনাপূর্বক অপরের সর্বস্ব নিজের বলিয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করে। গলার মোতির হার টুটিয়া গেল, নখক্ষতের ধারা প্রকাশিত হইল। রাধা না, না, না, বলে তথাপি লক্ষ আদর করে। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছে, এই তিনের (নায়িকা, নায়ক ও দূতী) মধ্যে দূতীই চতুরা। (কেননা সকাল হইতেছে দেখিয়া দূতী আগেই বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে।)

(৩৩৭)

পরক বিলাসিনি তুঅ অনুবন্ধ।	তোহর মনোরথ তহ্নিক পরান।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ॥	নাগব সে জে হিতাহিত জান॥
কোনে পরি জইতি নিঅ মন্দির বামা	নখত মলিন বেকতাএত বিহান।
অতিসয় চিন্তা ভেলি এহি ঠামা॥	পথ সঞ্চরইত লখতই কে আন॥
নিকটহু বাহর ডরে ন নিহার।	পাস পিসুন বস কি করতি লাথ।
জতনে আনলি এত দুর অভিসার॥	কোনে পরি সন্তরতি গুরুজন হাথ॥
তিলা একজা সয়ঁ মহঘ সমাজ।	ভনই বিদ্যাপতি তথমুক ভান।
বহলি বিভাবরি মনে নহি লাজ॥	আদরি আনি ন খণ্ডিঅ মান॥

ন. গু. ২৬২ তালপত্র

শব্দার্থ—অনুবন্ধ—আগ্রহে ; কোনে পরি—কেমন করিয়া ; বাহর—বাহিরের দিকে ; মহব—মহার্ঘ ; সমাজ—মিলন ; নখত—নক্ষত্র ; লখতই—লক্ষ্য করিবে ; পাস—নিকটে ; পিসুন—দুষ্টলোক ; সন্তরতি—এড়াইবে।

অনুবাদ—পরের রমণী তোর আগ্রহে কত কৌশল করিয়া আনিলাম। কি প্রকারে সুন্দরী নিজ ঘরে যাইবে সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইতেছে। (ঘরের) কাছেই ভয়ে (সে) বাহিরে দেখে না, এত দূরে অভিসারে (তাহাকে) অতি যত্নে আনিলাম। যাহার সহিত ক্ষণকাল অবস্থান মহার্ঘ, তাহার সহিত সমস্ত রাত্রি কাটাইলে তবু মনে লজ্জা হয় না অর্থাৎ তাহাকে এখনও ছাড়িয়া দিতেছ না, ইহাতে তোর লজ্জা হয় না ? তোর ইচ্ছা তাহার প্রাণ তোমার মিলনের ইচ্ছা হইতেছে তাহার প্রাণের আশঙ্কা হইতেছে। যাহার মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান আছে সেই-ই নাগর। মলিন তারকা প্রভাত ব্যক্ত করিতেছে, পথে গমন করিতে কে দেখিয়া ফেলিবে। পিশুনজনেরা কাছেই বাস করিতেছে, কি ছলনা করিবে ? কি করিয়া গুরুজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ? বিদ্যাপতি তখনকার কথা বলিতেছে, আদব করিয়া লইয়া আসিয়া নায়িকার সম্মান খণ্ডিত করিও না।

(৩৩৮)

অরুন কিরন কিছু অম্বর দেল।
দীপক সিখা মলিন ভএ গেল॥
হঠ তজ মাধব জএবা দেহ।
রাখএ চাহিঅ গুপুত সনেহ॥
দুরজন জাএত পরিজন কান।
সগর চতুরপন হোএত মলান॥

ভমর কুসুম রমি ন রহ অগোরি।
কেও নহি বেকত করএ নিঅ চোরি॥
অপনয়ঁ ধন হে ধনিক ধর গোএ।
পরক রতন পরকট কর কোএ॥
ফাব চোরি জোঁ চেতন চোর।
জাগি জাএ পুর পরিজন মোর॥

ভনই বিদ্যাপতি সখি কহ সার।
সে জীবন জে পর উপকার॥

ন. গু ২৫৯ (তালপত্র)

শব্দার্থ—অম্বর—আকাশ ; জএবা দেহ—যাইতে দাও ; সগর—সকল ; হোএত মলান—ম্লান হইবে ; অগোরি—আগুলাইয়া ; ধর গোএ—গোপন করিয়া রাখে ; পরকট—প্রকট ; ফাব—সাজে, শোভা পায়।

অনুবাদ—আকাশে সূর্য কিছু কিরণ দিল। প্রদীপের শিখা ম্লান হইয়া গেল। মাধব হঠ (জেদ) ত্যাগ কর, যাইতে দাও, গুপ্ত স্নেহ (গোপনে) রাখা উচিত। দুর্জনের দ্বারা পরিজনের কানে যাইবে, সমুদয় চাতুরী (নষ্ট) ম্লান হইবে। ভ্রমর কুসুমকে রমণ (উপভোগ) করিয়া তাহাকে আগুলিয়া থাকে না, কেহ স্বকৃত চুরি প্রকাশ করে না। নিজের ধন ধনী গোপন করিয়া রাখে, পরের রত্ন কেহ কি ব্যক্ত করে ? চোর যদি চতুর হয়, (তাহার) চুরি শোভা পায়, আমার ঘরের পরিজন জাগিয়া উঠিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সখী সার কথা বলিতেছে, সেই জীবন যাহা পরের উপকারে লাগে।

(৩৩৯)

ভৌঁহ লতা বড় দেখিঅ কঠোর।
অঞ্জনে আঁজি হাসি গুন জোর॥

সায়ক তীখ কটাখ অতি চোখ।
ব্যাধ মদন বধই বড় দোখ॥

সুন্দরি শুনহ বচন মন লাএ।
মদন হাথ মোহি লেহ ছড়াএ॥
সহএ কে পার কাম পরতারা
কত অভিভব হো কী পরকার॥
এহি জগ তিনিহু বিমল জস লেহ।
কুচজুগ সম্ভু সরন মোহি দেহ॥

নেপাল ২২৩, পৃঃ ৮০ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ১২১।

শব্দার্থ—ভৌঁহ—ভ্রূ; আঁজি—রঞ্জিত করিয়া; চোখ—তীক্ষ্ণ; দোখ—দোষ।

অনুবাদ—(নায়কের উক্তি) ভ্রূলতা বিশেষ কঠোর দেখিতেছি, কাজলে রঞ্জিত করিয়া হাসিয়া গুণ জুড়িয়াছে। ধনুতে অতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-তীর (সন্ধান করিয়া) ব্যাধ মদন (আমাকে) বধ করিতেছে (ইহা) বিশেষ অপরাধ। সুন্দরি, মন দিয়া আমার বচন শ্রবণ কর। মদনের হাত হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লও। কামের প্রতাব কে সহিতে পারে, কত পরাজয় (হয়) (ইহার) প্রতীকার কি? এই তিন জগতে বিমল যশ গ্রহণ কর, কুচযুগ রূপ শম্ভুর শরণ আমাকে দাও।

(৩৪০)

কী কাহ্ন নিরেখহ ভৌঁহ বিভঙ্গ।
ধনু মোহি সোপি গেল অপন অনঙ্গ॥
কঞ্চনে কামে গঢ়ল কুচকুম্ভ।
ভগইতে মনব দেইতে পরিরম্ভ॥
চতুর সখী জন সারথি লেহ।
অ'সেপ মোহি বাঙ্ক সসিরেহ॥
রাহু তরাস চান্দ সঞো আনি।
অধর সুধা মনমথে ধরু জানি॥
জিবজঞো রাথঞো রহঞো মুগোধি।
পিবি জনু হলহ লাগতি মোরি চোরি॥
কৈতব করথি কলামতি নারি।
গুণগাহক পহু বুঝথি বিচারি॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, নেপাল ২৫৩, পৃঃ ৯২ক, পং ১।

শব্দার্থ—ভৌহ বিভঙ্গ—ভ্রূর সৌন্দর্য্য, কঞ্চনে- কাঞ্চনে, ভগইতে—ভাঙ্গিতে, পিবি জনু হলহ—পান করিয়া ফেলিওনা যেন।

অনুবাদ—কানু, তুমি ভ্রূর শোভা কি দেখিতেছ? অনঙ্গ নিজে আমাকে (ভ্রূরূপ) ধনু সমর্পণ করিয়াছে। কাম কাঞ্চন দিয়া কুচকুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে, আলিঙ্গন দিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যাইবে ভয় হয়। চতুর সখীরা সারথি হইয়াছেন (আসেপ মোহি বাঙ্ক সসিরেহ—বাক্যের অর্থ প্রতীত হইল না)। মন্মথ রাহুর ভয়ে চাঁদ হইতে সুধা আনিয়া অধরে রাখিয়াছে। নিজের জীবনের মতন যত্ন করিয়া রাখিলে মুগ্ধা তোমার নিকট থাকিবে। তুমি যেন (তাহার অধর সুধা) পান করিয়া ফেলিও না; তাহা হইলে আমার উপর চুরির দায় পড়িবে। কলামতী নারী ছলনা করিতেছে; গুণ গ্রাহক প্রভু বিচার করিয়া দেখিবেন।

(৩৪১)

সগর সংসারক সারে।
অছএ সুরত রস হমর পসারে॥
ছুই জনু হলহ কহ্নাই।
আরতি মান ন হলিঅ নড়াই॥

দূরহি রহও মোরি সেবা।
পহিল পঢ়ঞোক উধারি ন দেবা ॥
হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিসেখী ॥

মিলত উচিত পরিপাটী।
মধথ মনোজ ঘরহি ঘর সাটী ॥
বিদ্যাপতি কহ নারী।
হরি সয়ঁ কৈসন রৌক উধারী ॥

নেপাল ৬৯, পৃঃ ২৫ খঃ পং ৪ ; ন. গু. ২২২

শব্দার্থ—সগর—সকল। পসারে—দোকানে। ছুই জনু হলহ—যেন ছুঁইয়া দিও না। আরতি—প্রার্থনা। ন হলিঅ নড়াই—ফেলিয়া দিও না, নষ্ট করিও না (নগেন বাবু আরতি শব্দের অর্থ আর্ত্তি ধরিয়া বলিয়াছেন "আর্ত্তিবশতঃ (আমার) গৌরব ফেলিয়া দিও (নষ্ট করিও) না।") প্রার্থনা করিতেছি আমার সম্মান নষ্ট করিও না—এই অর্থই অধিক সঙ্গত মনে হয়। পহিল—প্রথম। পঢ়ঞোক—বিক্রয়। রৌক উধারী—নগদ ও ধার।

অনুবাদ—সকল সংসারের সার সুরতরস আমার দোকানে আছে। দেখিও কানাই! যেন ছুঁইও না। প্রার্থনা করিতেছি আমার সম্মান নষ্ট করিও না। আমার সেবা অর্থাৎ নমস্কার দূর হইতেই গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় (দ্রব্য) ধারে দিব না। আমার বক্ষে হার দেখিয়া, বিশেষ লোভে নিকটে আসিও না। যাহা উচিত তাহাই ভালরকমে পাইবে। মদন মধ্যস্থ হইলে ঘরে ঘরেই শান্তি দেয়। বিদ্যাপতি বলেন হে নারী, হরির সাথে আবার ধার-নগদের কথা কি ?

(৩৪২)

কুঞ্জ-ভবন সঁ চলিভেলি হে
রোকল গিরিধারী।
একহিঁ নগর বসু মাধব হে
জনু কর বটবারী ॥
ছাড়ু কহ্নাইয়া মোর আঁচর হে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগত ভরি হে
জনু করিঅ উঘারী ॥

সঙ্গক সখি অগুআইলি রে
হম একসর নারী।
দামিনি আয় তুলাইলি হে
এক রাতি অন্ধারী ॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল হে
সুনু গুনমতি নারী।
হরিক সঙ্গে কিছু ডর নহিঁ হে
তুহে পরম গমারী ॥

গ্রিয়ার্সন ২১, ন.গু. ১২৩

শব্দার্থ—রোকল—আটকাইল। বসু—বাস কর। জনু—যেন করিও না। তুলাইলি—বাড়াইয়া দিল—তুলনীয় "ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধারে"।

অনুবাদ—কুঞ্জভবন হইতে বাহির হইলে গিরিধারী পথ রুদ্ধ করিল। হে মাধব একই নগরে বাস কর, যেন বাটপাড়ি করিও না। কানাই, আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দাও, নূতন সাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে। সমস্ত জগৎ তোমার অপযশে ভরিবে—(আমাকে) যেন বিবস্ত্রা করিও না। সঙ্গের সঙ্গিনী অগ্রসর হইয়া গেল, আমি একাকিনী রমণী, একে অন্ধকার রজনী (তাহাতে) দামিনী আরও অন্ধকার বাড়াইয়া দিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিল, হে গুণবতী রমণি, শোন, তুমি খুব বোকা, হরির সঙ্গে কিছু ভয় নাই।

পাঠান্তর—নগেন্দ্র বাবু গ্রিয়ার্সনের পাঠ অনেক স্থলে পরিবর্তন করিয়াছেন; যথা প্রথম চরণে—"কুঞ্জ ভবন সঞো নিকাসলিরে" 'অন্ধারী' স্থানে আঁধারী; 'তুহে' স্থলে তোঁহ।

(৩৪৩)

পহিল পসার সংসার সার রস
পরহোঁক পহিল তোহার হে।
হঠে আঁচর মোর ফেরি ন হলবে রবেঁ
রস ভএ জাএত উঘার হে॥
এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি
হঠ ন করিঅ পহু বাট হে।
জেহে বেসাহল সে কি বেসাহব
উচিত মনোভব হাট হে॥

কঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর
নাগর জীবন অধার হে।
ছুঅইত রতন তুল ন রহ অধিক মুল
কিনহি ন পার গমার হে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহে সুচেতনি
হরি সয়ঁ কইসন সমান হে।
কপট তেজিকহু ভজহ জে হরি সঞো
অন্ত কল হোঅ ঠাম হে॥

তালপত্র ন. গু. ২২১

শব্দার্থ—পহিল পসার—প্রথম দোকান। পরহোঁক—প্রথম বিক্রয়, বউনি। রবেঁ—রঁউয়া—আপনি। রসভএ জাএত উঘার হে—রস (বক্ষস্থল) উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। পহু—প্রভু। বাট—পথে। বেসাহল—বিক্রয় হইয়া গেল।

অনুবাদ—সংসারের সার রসের প্রথম পসরা; তোমার দিয়াই কি প্রথম বউনি হইবে? রবেঁ (হে ভদ্রলোক আপনি) জোর করিয়া আমার আঁচল ফিরাইয়া দিবে না বা ফেলিয়া দিও না; রস (বক্ষস্থল) উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। হে হরি, হে হরি, আমার আর্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া পথের মধ্যে জোর করিও না। মদনের হাটে উচিত কাজই হয়—যাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার কি করিয়া বিক্রী হইবে। কাঞ্চনে গড়া সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধার স্বরূপ। উহা রত্নের মতন। ছুঁইলে আর অধিক মূল্য থাকে না। উহা মূর্খ গেঁয়ো লোক কিনিতে পারে না। বিদ্যাপতি বলেন, সুচেতনি শুন, হরির সহিত কেমন করিয়া সমান হইবে? ছলনা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা কর, যাহাতে অন্তিমকালে তাঁহার নিকট স্থান পাও।

(৩৪৪)

কর ধরু করু মোহি পারে।
দেব মেঁ অপরুব হারে, কন্হৈয়া॥
সখি সভ তেজি চলি গেলী।
ন জানু কোন পথ ভেলী, কন্হৈয়া॥

হম ন জাএব তুঅ পাসে।
জাএব ঔঘট ঘাটে, কন্হৈয়া॥
বিদ্যাপতি এহো ভানে।
গুঞ্জরী ভজু ভগবানে, কন্হৈয়া॥

গ্রিয়ার্সন ৫, ন. গু. ১২৪

শব্দার্থ—দেব মেঁ—আমি দিব। ঔঘট ঘাটে—আঘাটায়। গুঞ্জরী—গ্রিয়ার্সনের মতে রমণী (damsel); নগেনবাবু উহার বানান 'গুঞ্জরি' করিয়া অর্থ করিয়াছেন—গুঞ্জরিয়া (গুঞ্জরিয়া ভগবানকে ভজনা কর)—কিন্তু এই অর্থে পূর্বাপর সঙ্গতি হয় না।

অনুবাদ—কানাই, হাত ধরিয়া আমাকে পার কর, আমি অপূর্ব হার (তোমাকে) দিব। কানাই, আমার সখীরা সব আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, না জানি কোন পথে গেল। কানাই, আমি তোমার নিকটে যাইব না, আঘাটার ঘাটে যাইব। বিদ্যাপতি এই বলিতেছে, হে রমণি, ভগবান কানাইকে ভজনা কর।

(৩৪৫)

নিধন কঁা জঞো ধন কিছু হো
করএ চাহ উছাহ।
সিআর কা জঞো সীঁগ জনমএ
গিরি উপারএ চাহ॥

দুতি বুঝলি তোহরি মতী।
ছাড়রে চন্দা ভরইতে বুলহ
কি হরহ তাহে বিপতী॥
পিপড়ী কা জঞো পাঁখি জনমএ
অনল করএ ঝপান
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী
কে নহি জান॥

জইও জকর মুহ পেচ সন
দূসএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিসহু আগর
ঢোঁঢ়লু কা থিক ভান॥
ঝরক পানী ডোভক কোঁঈ
গরব উপজ জাহি।
ভন বিদ্যাপতি দহক কমল
দূসয় চাহএ তাহি॥

তালপত্র ন. গু. ২১৬

শব্দার্থ—নিধন কঁা—নির্ধনের। উছাহ—উৎসাহ। সিআর—শৃগাল। সীঁগ—শিং। গিরি উপারএ চাহ—পাহাড় উপড়াইবা ফেলিতে চাহে। ছাড়রে চন্দা ভরইতে বুলহ—চন্দ্র যদি নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ ত্যাগ করে। বিপতী—বিপত্তি। পোঠী—পুঁটি মাছ। পেচ সন—পেঁচার মতন। বিসহু আগর—বিষে শ্রেষ্ঠ। ঢোঁঢ়লু—ঢোঁরা সাপ। ডোভক—ডোবার। কোঁঈ—কুমুদিনী।

অনুবাদ—নির্ধনের যদি কিছু ধন হয় তাহা হইলে তাহার উৎসাহের সীমা থাকে না। শৃগালের যদি শিং গজায় তাহা হইলেই সে হয়তো পাহাড় উপড়াইতে যায়। দূতি! তোমার বুদ্ধি বুঝিয়াছি। চাঁদ যদি ভ্রমণ ত্যাগও করে তাহা হইলেই কি তাহার (রাহু হইতে) বিপত্তি যায়? পিপড়ার পাখা উঠিলে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে; পুঁটিমাছ অল্পজলে ফরফর করে কে না জানে? ঢোঁড়া সাপ ভাবে, 'আমার চেয়ে আর কাহার বিষ অধিক'? বিদ্যাপতি বলেন কুমুদিনী ডোবার জলে উৎপন্ন হইয়া গর্ব্বিত হয় এবং দহের কমলকে দোষ দিতে চায়।

(৩৪৬)

গাএ [১]চরাবএ গোকুল বাস।
[২]গোপক সঙ্গম কর পরিহাস॥
[৩]অপনহু গোপ গরুঅ কী কাজ।
[৪]গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ॥

৩৪৬। রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) চরাবহ (২) গোপক সঙ্গে চহিক পরিহাস—এই পাঠ নেপাল পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (৩) অপনেহু (৪) গুপুতে

[৫]সাজনি বোলহ কাহ্নু সঞো মেলি।
গোপ বধূ সঞো জহ্নিকা [৬]কেলি॥
গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ অসার[৭]॥
[৮]বস বথান-সালি দুহ গাএ।
তহ্নি কী বিলসব নাগরি পাএ॥

নেপাল ১২৯ পৃঃ ৭৬ক ; পং ৩ ; ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি , রামভদ্রপুর ৬৭ ; ন গু. ২১৮

শব্দার্থ—গোপক সঙ্গম কব পরিহাস—গোপের সঙ্গমে আবার সে পরিহাস করে! কিন্তু রামভদ্রপুরের পাঠে গোপকসঙ্গ জহ্নিক পরিহাস—গোয়ালাদের সঙ্গে যাহার হাস্য পরিহাস ; বথানসালি—গোয়াল ঘর।

অনুবাদ—ধেনু চরায়, গোকুলে বাস করে, গোয়ালার সঙ্গে হাস্য কৌতুক করে। নিজে গোপ, কি ভারি কাজ, নির্জ্জনে আমার সঙ্গে কথা বলিতেছ ; আমার বড় লজ্জা হইতেছে। সজনি, কানাই-এর সহিত মিলিত (হইতে) বলিতেছ, কিন্তু গোপ রমণীর সহিত তাহার কেলি। সংসারে (সাধারণ লোকে) বলে, গ্রামে বাস করিলে গোয়ার, আর নগরে (বাস করিলে) নাগর। যাহার গোয়াল ঘরে বসতি, যে গোদোহন করে, সে নাগরী পাইয়া কি বিলাস করিবে?

(৩৪৭)

কুটিল বিলোক তন্ত নহি জান।
মধুরহ বচনে দেই নহি কান॥
মনসিজ ভঙ্গে বচন মঞে জেও।
হৃদয় বুঝাএ বুঝএ নহি সেও॥
কি সখি করব কওন পরকার।
মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার॥

কপট গমন হমে লাউলি বেরি।
বাহুমূল দরসন হসি হেরি॥
কুচ-জুগ বসন সম্ভবিকহু দেল।
তইঅও ন মন তহ্নিক বহরি ভেল॥
বিমুখ হোইতে আবে পর উপহাস।
তহ্নিকে সঙ্গে কলা সহবাস॥

কি কএ কি করব হমে ঝখইত জাএ।
কহ দহু অবে সখি জিবন উপাএ॥

নেপাল ২৩০, পৃঃ ৮২ক , পং ৯ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি
(পুঁথির পৃষ্ঠা গণনায় এখানে ভুল আছে ; লিপিকর ৮৪ক স্থলে ৮২ক লিখিয়াছেন) ন. গু. ২২৪

শব্দার্থ—তন্ত—তত্ত্ব ; ভঙ্গে—ভঙ্গী, ইঙ্গিত , তইঅও তথাপি ; ন মন তহ্নিক বহরি ভেল—তাহার মন বাহির হইল না—মনের ইচ্ছা কার্য্যে প্রকাশ পাইল না ; ঝখইত - অনুশোচনা করিতে।

---

(৫) দূতি বোলসি কাহ্নু সঞো কেলি (৬) মেলি (৭) সংসার [নগেন্দ্রবাবু 'সংসার' পাঠ বসাইয়াছেন।]
(৮) বসতি বথান ঝালি দুহ গাএ।
তৈকি বিলসব নাগরি পাএ॥

নেপাল পুঁথির 'ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি' স্থানে রামভদ্রপুরের পুঁথিতে আছে—
"আদি অন্ত দুহ দেলক গারি।
বিদ্যাপতি ভন বুঝত মুরারি॥"

অনুবাদ—বঙ্কিম কটাক্ষের তত্ত্ব জানে না, মধুর বচনে কান দেয় না। মদনের ভঙ্গিমায় আমি যে মনের ভাব বুঝাইলাম (তাহা) সে বুঝে না। সখি কি করিব, কোন প্রকার (উপায়), গোঁয়ার গোয়ালা আমার কান্ত মিলিল। সময় বুঝিয়া আমি চলিয়া যাইবার ছল করিলাম; হাসিয়া বাহুমূল দেখাইলাম। স্তনযুগলের বসন সংবরণ করিলাম অর্থাৎ ছল করিয়া তাহা দেখাইলাম, তথাপি তাহার হৃদয় প্রকাশ হইল না। এখন বিমুখ হইলে, পরে বিদ্রূপ করিবে, তাহার সহিত সহবাসের কলা অর্থাৎ রস কি? কি করিয়া কি করিব এই ভাবনায় আমার সময় কাটিতেছে, হে সখি (আমার) জীবনের উপায় কি বলিয়া দাও।

(৩৪৮)

গুন অগুন সম কয় মানএ
ভেদ ন জানএ পহু।
নিঅ চতুরিম কত সিখাউবি
হমহু ভেলিহু লহু॥

সাজনি হৃদয় কহঞো তোহি।
জগত ভরল নাগর অছএ
বিহি ছললিহ মোহি॥

কাম কলারস কত সিখাউবি
পুব পছিম ন জান।
রভস বেরা নিন্দে বেআকুল
কিছু ন তাহি গেআন॥

নেপাল ৫০, পৃঃ ১৯ক; পং ৫, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু. ২২৩

শব্দার্থ—নিঅ—নিজে; চতুরিম—চাতুরী; লহু—লঘু, ছোট।

অনুবাদ—আমার এমন নাগর (প্রভু) যে সে গুণ আর অগুণ সমান ভাবে—তাহাদের পার্থক্য বোঝে না। নিজে আর কত ছলাকলার চাতুরী তাহাকে শিখাইব। আমি নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিলাম। সজনি, তোমাকে মনের কথা বলিতেছি। জগতে এত নাগর আছে, কিন্তু বিধাতা আমাকে ছলনা করিল। কামকলারস তাহাকে কত আর শিখাইব? তাহার যে পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান নাই। রভসের সময় সে নিদ্রায় আকুল হইয়া থাকে, কিছুই তাহার জ্ঞান থাকে না।

(৩৪৯)

জাহি লাগি গেলি হে তাহি কহাঁ লইলি হে
তা পতি বৈরি পিতু কাহাঁ।
অছলি হে দুখ সুখে কহহ অপন মুখে
ভূসন গমওলহ জাহাঁ॥

সুন্দরি, কি কএ বুঝাওব কন্তে।
জহ্নিকা জনম হোইত তোঁহে গেলিহে
অইলি হে তহ্নিকা অন্তে॥

জাহি লাগি গেলাহুঁ সে চলি আএল
তেঁ মোহি ধএলাহুঁ লুকাই।
সে চলি গেল তাহি লএ চললাহুঁ
তেঁ পথ ভেল অনেআই॥

সঙ্কর-বাহন খেড়ি খেলাইতে
মেদিনি বাহন আগে।
যে সব অছলি সঙ্গে সে সব চললি ভঙ্গ
উবরি অএলাহুঁ অছ ভাগে॥

জাহি তুই খে'জ করইছহি সাসুহি
সে মিলু অপনা সঙ্গে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
গুপুত নেহ রতি-রঙ্গে॥

তালপত্র ন. গু ৩২৯

অনুবাদ—(ননদের উক্তি) যাহার জন্য গিয়াছিলি তাহা কোথায় আনিলি ? তাহার পতির শত্রুর পিতা কোথায় ? (তুই ঘটে করিয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, জল আর ঘট কোথায়) ? যেখানে অঙ্গরাগ হারাইলি (সেখানে) দুঃখে সুখে (কেমন) ছিলি, আপনার মুখে বল। [জলের (অধি-) পতি সমুদ্র, তাহার বৈরি অগস্ত্য ; অগস্ত্যের জন্ম ঘটে।] সুন্দরি, কান্তকে কি করিয়া বুঝাইবি ? যাহার জন্ম হইতে (দিবারম্ভে) তুই গিয়াছিলি তাহার অন্তে (দিবাবসানে) আসিলি (প্রাতে কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলি)।

(নায়িকার উত্তর) যাহার জন্য গিয়াছিলাম সে চলিয়া আসিল (জল আনিতে গিয়াছিলাম, পথে বৃষ্টি আসিল)। সে চলিয়া গেল, তাহাকে লইয়া চলিলাম (বৃষ্টি থামিয়া গেল, কলসীতে জল লইয়া গৃহে ফিরিলাম), সেই জন্য পথে অন্যায় (বিলম্ব) হইল। (একটা) বৃষ ক্রীড়া করিতেছিল, সম্মুখে সর্প ; (পথে আসিতে এক দিকে একটা বৃষ ও অপর দিকে একটা সর্প দেখিতে পাইলাম)। যে সকলে সঙ্গে ছিল (সখীগণ) সকলে পলায়ন করিল, ভাগ্যে আছে (তাই) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। শাশুড়ী যে দুইয়ের খোঁজ করিতেছেন তাহা আপনার সঙ্গে মিলিল (কুম্ভ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া মাটীতে মিশিল, জল গড়াইয়া বৃষ্টির জলে মিশিল)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন বর যুবতি, গুপ্ত স্নেহ ও রতিরঙ্গ (অনুমান হইতেছে)।

(৩৫০)

কুসুম তোরএ গেলাহু জাহাঁ।
ভমর অধর খণ্ডল তাহাঁ॥
তেঁ চলি অয়লাহুঁ জমুনা তীর।
পবন হরল হৃদয় চীর॥
এ সখি সরুপ কহল তোহি।
আন কিছু জনি বোলসি মোহি॥

হার মনোহর বেকত ভেল।
উজর উরগ সংসঅ গেল॥
তেঁ ধসি মজুরে জোড়ল ঝাঁপ।
নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ॥
ভনে বিদ্যাপতি উচিত ভাগ।
বচন-পাটবে কপট লাগ॥

তালপত্র ন. গু. ৩২৭

শব্দার্থ—তোরএ—তুলিতে ; চীর—বস্ত্র ; সরুপ—স্বরূপ, যথার্থ ; উজর—উজ্জ্বল ; উরগ—সর্প ; মজুরে—ময়ূরে ; গাড়ল—ফুটাইয়া দিল।

অনুবাদ—যেখানে কুসুম তুলিতে (পাড়িতে) গেলাম সেইখানে ভ্রমর অধর খণ্ডন করিল। সেইজন্য যমুনা তীরে চলিয়া আসিলাম, পবনে হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করিল। হে সখি, তোকে সত্য কহিলাম, অন্য কিছু যেন আমাকে বলিস্ না। (বক্ষের বস্ত্র অপহৃত হওয়াতে) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহা উজ্জ্বল সর্পের মতন দেখাইল। সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, (তাহাতে এখনও) হৃদয় কম্পিত হইতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উচিত ভাগ্য, (সমুচিত ফল হইয়াছে), বচনের পটুতায় কপট লাগিতেছে (সংশয় হইতেছে)।

(৩৫১)

খরি নরি-বেগ ভাসলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাই॥
তেঁ ধসি জমুনা ভেলহু পার।
ফুটল বলআ টুটল হার॥
এ সখি এ সখি ন বোল মন্দ।
বিরহ বচনে বাঢ়এ দন্দ॥
কুণ্ডল খসল জমুন মাঝ।
তাহি জোহইতে পড়লি সাঁঝ॥
অলক তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল॥
তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কাঁট॥

ভন বিদ্যাপতি নিঅ অবসাদ।
বচন-কউসলে জিনিঅ বাদ॥

তালপত্র ন. গু. ৩২৬

শব্দার্থ—খরি—খরস্রোত; নরি—নদী; ধরএ ন পারথি—ধরিতে পারে না, সামলাইতে পারে না; ধসি—পড়িয়া; জোহইতে—খুঁজিতে; সুধ সুধাকর বদন ভেল—মুখ খাঁটি সুধাকরের মতন হইল (চন্দ্রে কলঙ্ক থাকে, অলক তিলক জল লাগিয়া বহিয়া পড়ায় যে দাগ পড়িল তাহা কলঙ্কের মতন দেখাইল; অথবা সুধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ, কলঙ্কবিহীন সুধাকরের মতন বদন হইল—অলকতিলক একেবারে মুছিয়া গেল)। কউসলে কৌশলে।

অনুবাদ—খরস্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই নৌকা সামলাইতে পারিল না। সেইজন্য জলে পড়িয়া যমুনা পার হইলাম, বলয় ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল। এ সখি, এ সখি, মন্দ কথা বলিও না। বিরহের কথায় দ্বন্দ্ব বাড়িয়া গেল। কুণ্ডল যমুনার মাঝে খসিয়া পড়িল, তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেইজন্য অলকা তিলকা বহিয়া (ধুইয়া) গেল, মুখ শুদ্ধ (নির্মল) চন্দ্র (চন্দ্রের তুল্য) হইল। তটিনী-তটে পথ পাই না, সেইজন্য কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া গেল। বিদ্যাপতি কহেন নিজ পরাজয় (মানিলাম) বচন-কৌশলে মকদ্দমা জয় করিয়াছে।

(৩৫২)

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলেহুঁ তনিকর অন্তে॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তেঁ তরু রহলি ছপাঈ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তেঁ হম পরম অন্যাঈ॥
জৈতাহিঁ নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তেঁহি অধর করু দঁশে॥
লেলি ভরল কুম্ভ তেঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ ঊর্ধ খাস ন বাকে॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জনু হোঈ॥

গ্রিয়ার্সন ৩৯

শব্দার্থ—কিলয়—কেমন করিয়া, ঐলেহুঁ—আসিলাম; ছপাঈ—মাথা বাঁচাইয়া থাকিলাম।

অনুবাদ—হে সখি, কেমন করিয়া কান্তকে বুঝাইব? যাহার (দিবসের) জন্ম (প্রভাত) হইতে আমি গেলাম, তাহার (দিবসের) অন্তে (সন্ধ্যায়) আসিলাম। যাহার জন্য গেলাম সে আসিয়া পড়িল (জল আনিতে গেলাম, কিন্তু বৃষ্টি আসিয়া পড়িল) তাই গাছের তলায় মাথা বাঁচাইয়া থাকিলাম। বৃষ্টি থামিলে জল আনিয়াছি, ইহাতে কি আমার অন্যায় হইল? জল আনিতে যাইয়া কমলের নাল ছিঁড়িতে লাগিলাম, স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম (অবশেখ—অভিষেক, স্নান)। যখন পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, তখন জল উছলিয়া পড়িল। তাহাতে মধুকর (আমার দিকে) ধাবিত হইল এবং আমার অধর দংশন করিল। কলসী ভরিয়া (মাথায়) লইলাম, তাহাতে বুকে (দীর্ঘ) শ্বাস লইতে হইল। কেশপাশ খসিয়া পড়িল। দশজন সখী আগে ও পশ্চাতে চলিল—সেইজন্য (তাহাদের ধরিয়া লইতে) ঘন ঘন নিঃশ্বাসে (শ্বাসে) বাকরোধ হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, শুন বরযুবতি, এসকল মনে গোপন করিয়া রাখ। দিন দিন ননদীর সঙ্গে প্রীতি বাড়াইবে যেন (গোপন) কথা ব্যক্ত না হয়।

(৩৫৩)

কুসুমে রচিত সেজা দীপ বহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জবে জবে তুঅ মেরা নিফল বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে॥

মাধব তোরি বাহী বাসক সজা।
চরন সবদ চৌদিস আপএ কানে
পিয়া লোভে পরিনতি লজা॥

সুনিঅ সুজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে
জনি বন পসেবল হরী।
সে তুঅ গমন আসে নিন্দ ন আবে পাসে
লোচন লাগল দেহরী॥

নেপাল ১৭, পৃঃ ৭ খ, পং ২, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৩০৬

শব্দার্থ—সেজা—শয্যা; তুঅ মেরা—তোমার মিলন; পরিণতি লজা—কেবল লজ্জারই কারণ হইল; চুকএ—ভুলিয়া যায়; পসেবল—প্রবেশ করিল।

অনুবাদ—পুষ্পে সজ্জিত শয্যা, দীপ ও দীপ্ত রহিল, অগুরু চন্দনের গন্ধ, যখন যখন তোমার মিলনের সময় যেমন ব্যর্থ হইতে লাগিল তখন তাহাকে মদনে নিপীড়িতা করিল। মাধব, তোমার রাধা বেশ-ভূষা করিয়া আছে, পদ শব্দ

জানিয়া চতুর্দিকে কান দেয়। তাহার প্রিয় মিলনের লোভ কেবল লজ্জারই কারণ হইল। সুজনের নামে (এই) শ্রবণ করি, ঠিক সময় স্থান ভুলিয়া যায় না, যেমন বান সিংহ ও বেদ কাহই। তোমার আগমনের আশায় তাহার কাছে নিদ্রা আসে না, চক্ষু দেউড়ীতে লাগিয়া থাকে অর্থাৎ তোমার আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকে।

(৩৫৪)

তাকে নিবেদিঅ জে মতিমান।
জলহি গুন ফল কে নহি জান॥
তোরে বচনে কএল পরিছেদ।
কৌআ মুহন ভনিঅএ বেদ॥
তোহে বহুবল্লভ হমহি অঞানি।
তকরাহুঁ কুলক ধরম ভেলি হানি॥

কএল গতাগত তোহরা লাগি।
সহজহি রয়নি গমাউলি জাগি॥
ধন্ধ বন্ধ সফল[১] ভেল কাজ।
মোহি আবে তহি কী কহিনী লাভ॥
দূতী বচন সবহি ভেল সার।
বিদ্যাপতি কহ কবি কণ্ঠহার॥

নেপাল ১১১ পৃঃ ৪০ ক; পং ২; ন. গু. ৫১৫

শব্দার্থ—মতিমান—বুদ্ধিমান; জলহি গুন ফল—জলের গুণেই ফল হয়; পরিছেদ—পরিচ্ছেদ; কৌআ—কাক; ভনিঅএ—বলে; অঞানি—অজ্ঞানী।

অনুবাদ—যে বুদ্ধিমান, তাহাকে নিবেদন করিতে হয়। জলের গুণে ফল হয় ইহা কে না জানে? তোমার বচন আমি সাব সত্য বলিয়া মানিয়াছিলাম; কিন্তু কাকের মুখে কি বেদ উচ্চারিত হয়? তুমি বহুবল্লভ, আর আমি মঢা; সেই মঢ়ারও কুলধর্ম্মের হানি হইল। তোমার জন্য যাতায়াত করিলাম, অনায়াসে রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। সংশয়ের ব্যাপার রোধ (বাধা) সফল হইল। এখন আর তাহাকে বলিয়া কি লাভ হইবে? বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার বলিতেছেন দূতীর সকল কথাই সার হইল।

(৩৫৫)

প্রথমহি কত ন[১] জতন উপজওল হে
তেঁ আনলি পর রামা।
বোললহ[২] আন আন পরিনতি ভেলি
আবে পরজন্তক ঠামা॥

মাধব আবে বুঝলি তুঅ রীতী।
এ বেরি বলে চেতন ভেলিহু
পুনু ন করব পরতীতী॥

বাট হেরি রব নাগরি রহলি
সুন সঙ্কেত নিসি জাগি।
জে নহি ফলে নিরবাহএ পারিঅ
সে হে করিঅ কাঁ লাগি॥

নেপাল ২৪৪, পৃঃ ৮৮ খ, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৫১৭

৩৫৪। (১) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "সকল" করিয়াছেন।

৩৫৫। (১) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "প্রথমহি কত জতন উপজওল হে", (২) "বোললহ" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—বোললহ আন—এক বলিলে; আন পরিনতি ভেলি—অন্য পরিণতি হইল; পরজন্তক—অবসাদ; পরতীতী—বিশ্বাস।

অনুবাদ—প্রথমে কত না যত্ন প্রকাশ করিলে, সেই জন্য পর নারীকে আনিলাম। বলিলে এক, পরিণতি হইল অন্য, এখন চরম অবসাদ ঘটিল। মাধব, এখন তোর রীতি বুঝিলাম। এবার ঠেকিয়া (বলে) চৈতন্য হইল, পুনর্বার প্রতীতি করিব না। পথ চাহিয়া, শূন্য সঙ্কেত-স্থানে নাগরী নিশি জাগিয়া রহিল। যাহা ফলে নির্বাহ করিতে পার না, তাহা কিসের জন্য কর?

(৩৫৬)

রিপু পচসর জনি অবসর
সরাসন[১] সাজে।
হেরি সুন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে॥

নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি
পলটলি নহি দূতী॥

সাজি অভিসারা পড়ি অন্ধকারা
উগি জনু জা বোরা।
আরতি মেরা জঞো হো মেরা
লাখ কুন সুঅ থোরা[২]॥

নেপাল ২৬৪, পৃঃ ৯৬ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৩০১।

শব্দার্থ—আরতি—প্রার্থনা—চাওয়া যায়; মেরা—মিলন।

অনুবাদ—রিপু পঞ্চশর (মদন) সময় বুঝিয়া শরাসনে সাজিল। (দয়িত আসিতেছে না) পথ শূন্য দেখিতেছি; মনোরথ (মিলনের) ব্যর্থ হইল; কি জানি আজ কি হইবে? যুবতী ব্যর্থকামা হইল। হরি হরি, রাত্রিতে হরিকে ছাড়িয়া দূতী আর ফিরিল না। অন্ধকার হইতেই অভিসারের জন্য সাজিয়াছি; এখন সূর্য্য উঠিয়া না যায়! যখন চাওয়া যায় তখন যদি মিলন হয়, তাহা হইলে অল্প সুখও লাখগুণ মনে হয়।

(৩৫৭)

তুঅ বিসবাসে কুসুমে ভরু সেজ।
বসন্তক রজনী চাঁদক তেজ॥
মন উতকণ্ঠিত কতএ ন ধাব।
দহ দিস সূন নয়ন ভমি আব॥

হরি হরি হরি তুঅ দরসন লাগি।
নাগরি রয়নি গমাউলি জাগি॥
সুপুরুস ভএ নহি করিঅএ রোস।
বড় ভএ কপটী ই বড় দোস॥

ভনই বিদ্যাপতি গরুবি বোল।
জে কুল রাখএ সেহে অমোল॥

তালপত্র ন. গু. ৫১১

পাঠান্তর—(১) নগেন্দ্রবাবু নেপাল পুঁথির স্পষ্ট লিখা "সরাসন"-কে কি করিয়া "সব সিন" পড়িলেন জানিনা। ঐ পাঠান্তরের দরুন তাঁহাকে কষ্টকল্পনা করিয়া "সিন" অর্থে সৈন্য করিতে হইয়াছে। "সরাসন সাজে" পাঠের অর্থ পঞ্চশর যেন অবসর পাইয়া শরাসনে সাজিল।

নগেনবাবুর প্রদত্ত পাঠের অর্থ—"রিপু পঞ্চশর অবসর জানিয়া সব সেনা সাজাইয়াছে।" (২) শেষ চরণের পাঠ পরিবর্তন করিয়া নগেনবাবু লিখিয়াছেন—"লাখগুণ সুখ থোরা।"

শব্দার্থ—বিসবাসে - বিশ্বাসে ; উতকঠিত—উৎকণ্ঠিত ; ভমি—ভ্রমণ করিয়া ; অমোল—অমূল্য।

অনুবাদ—তোমার বিশ্বাসে (আশায়) কুসুমে শয্যা পূর্ণ করিল। বসন্তের রাত্রি, উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ। উৎকণ্ঠিত মন কোথায় না ধাবিত হয় ? শূন্য নয়ন দশদিকে ঘুরিয়া আসে। হায় হায় ! তোমার দর্শনের জন্য নাগরী রজনী জাগিয়া কাটাইল। সুপুরুষ হইয়া রাগ করে না। যে মহৎ সে কপট হইলে বড় দোষের হয়। বিদ্যাপতি গুরু (মূল্যবান্) কথা কহিতেছেন, যে কুল রক্ষা করে অর্থাৎ নিজের কুলের উপযুক্ত কাজ করে সে অমূল্য।

(৩৫৮)

কী পরবচনে কান্তে দেল কান।
কী মন পললি কলামতি আন॥
কি দিন দোসে দৈব ভেল বাম।
কঞোনে কারণে পিআ নহিলে নাম॥

এ সখি এ সখি দেহে উপদেস।
এক পুর কাহ্নু বস মো পতি বিদেস॥
আসাপাসে মদনে করু বন্ধ।
জিবইতে জুবতি ন তেজ অনুবন্ধ॥

অবধি দিবস নহি পাবিঅ ওল।
অনিঅত জৌবন জীবন থোল॥

ট বিদ্যাপতীত্যাদি। নেপাল ১৯৬, পৃঃ ৭০ ঘ, পং ১।

কতকটা এইরূপ একটি পদ রাগতরঙ্গিনীর পৃঃ ১০২—মধুসূদন ভনিতায় পাওয়া যায়। ঐ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কী পর বচনে কন্তে দেল কান।
কী পর কামিনী হরল গেয়ান॥
কী তহি বিসরল পুরুবক নেহ।
কী জীবন আবে পড়ল সন্দেহ॥
কী পরিণত ভেল পুরুবক পাপ।
কী অপরাধে কএল বিহি সাপ॥

কী সখি কওন করব পরকার।
কী অবিনয় দহু পরল হমার॥
কী হমেঁ কামকলা এক থাটি।
কী দহুঁ সময়ক ইহে পরিপাটি॥
মধুসূদন ভন মনে অবধারি।
কী ধৈরজে নহি মিলত মুরারি॥

শব্দার্থ—পললি—পড়িল ; আসাপাসে—আশায় মুগ্ধ হইয়া ; বন্ধ—প্রার্থনা ; ন তেজ অনুবন্ধ—তাহার কথা এড়াইও না ; অনিঅত—অনিত্য।

অনুবাদ—কান্ত পরের কথায় কান দিল, না অন্য কলাবতী নারীতে তাহার মন পড়িল ; কিম্বা দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়া দৈব বাম হইল ; কি কারণে প্রিয় আর আমার নাম লয় না ? এ সখি ! এ সখি উপদেশ দাও। আমার পতি বিদেশে আর কানাই একই বাড়ীতে বাস করে। আশায় মুগ্ধ হইয়া মদনকে প্রার্থনা করি সে যেন যুবতীর প্রাণ রক্ষা করার জন্য তাহার অনুরোধ না এড়ায়। যে দিনে আসিবে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে (অবধি দিবস) তাহার আর সীমা দেখি না (তাহা বহু দূরে) ; অথচ জীবন অল্প ও যৌবন অনিত্য।

(৩৫৯)

গগন গরজি ঘন ঘোর।
হে সখি, কখন আওত পহু মোর॥
উগলহি পাঁচোবান।
হে সখি, অব ন বচত মোর প্রাণ॥
করব কওন পরকার।
হে সখি, জৌবন ভেল জিব কাল॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভান।
হে সখি, পুরুষ করহি পরমান॥

গ্রিয়ার্সন ৬৫ ; ন. গু. ৭০৫ প, শ পৃঃ ৪৩, পং ১৭৩২

শব্দার্থ—উগলহি -উদয হইল ; বচত -বাঁচিবে ; পরমান -প্রমাণ, বিশ্বাস।

অনুবাদ—গগনে (মেঘ) ঘন ঘোর গর্জন করিতেছে, হে সখি, আমার প্রাণনাথ কখন আসিবেন? কন্দর্প উদয হইলেন, হে সখি, এখন আমার প্রাণ বাঁচিবে না। কি উপায় করিব? হে সখি, (আমার) যৌবন আমার জীবনের কালস্বরূপ হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে সখি পুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখ।

(৩৬০)

ঝাঁখি ঝাঁখি ন খিন কর তনু।
ভমর ন রহ মালতি বিনু॥
তাহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুনু।
টুটলি বচন বোলহ জনু॥
এহে রাধে ধৈরজ ধরু।
বালভু অওতাহ উছাহ করু॥
পিসুন বচনে বাঢ়ত রোস।
বারএ ন পারিঅ দিবস দোস॥
সুজন বচন টুট ন নেহা।
হাথে ন মেট পখানক রেহা॥

নেপাল ২৬৫, পৃঃ ৯৬ ক, পং ৫, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪৫৯

শব্দার্থ—ঝাঁখি ঝাঁখি—শোক করিয়া ; টুটলি -ভাঙ্গা, নৈরাশ্যব্যঞ্জক ; বালভু—বল্লভ ; উছাহ—উৎসাহ ; পিসুন -দুষ্টজন ; ন মেট—মুছে না ; পখানক রেহা—পাষাণের রেখা।

অনুবাদ—শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না। ভ্রমর মালতী বিনা থাকে না (আবার সে আসিবে)। তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ আবার বাড়িবে, নিরাশার কথা বলিও না। হে রাধে ধৈর্য্য ধর, বল্লভ আসিবে, উৎসাহ কর। দুষ্টলোকের কথায় রোষ, বাড়ে। সময মন্দ পড়িয়াছে, তাহা নিবারণ করা যায় না। সুজনের কথা ও প্রেম ভঙ্গ হয় না। হাতে পাষাণের রেখা মুছা যায় না।

(৩৬১)

সুন সঙ্কেতনিকেতন আইলি
সুমুখি বিমুখী ভেলি।
মনমনোরথ বাণী লাগলি
রজনি নিফলে গেলি॥
সুন সুন হরি রাহী পরিহরি
কী ফল পাওল তোহে।
উচিত ছাড়ি অনুচিত করসি
গেলে ন করিঅ কোহে॥

বারিস বসিল বীসব ধারা
ধরি জলধর কোপি।
তরুণ তিমির দিগ ন জানএ
অহিসির গএ রোপি ॥

বিদ্যাপতীত্যাদি, নেপাল ৩৯, পৃঃ ১৬ ক, পং ১।

শব্দার্থ—সূন—শূন্য ; বারিস—বর্ষা ; বীসব ধারা—বিষম ধারা বর্ষণ করিল।

অনুবাদ—সুন্দরী শূন্য সঙ্কেতস্থানে আসিয়া বিমুখী হইল। তাহার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল ; রজনী বৃথা গেল। হে হরি শোন, শোন। রাইকে পরিত্যাগ করিয়া কি ফল তুমি পাইলে ? তুমি উচিত ছাড়িয়া অনুচিত কাজ কর। কি জন্য (মিলনের স্থানে) গেলে না ? বর্ষায় বিষম বারিধারা পড়িল : মেঘ যেন রুষ্ট হইয়াছে। তরুণ অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা যায় না ; (নায়িকা) সাপের মাথায় পা দিয়া চলিয়াছিল।

(৩৬২)

বড়েঁ মনোরথেঁ সাজু অভিসার. পিসুন নয়ন বারি।
কাজ ন সীঝল ততে বহল, হমে অভাগলি নারি ॥
সাজনি, হমব দিবস দোস,
গুরুঅ পূরব পাপ পরাভবি কওনে করেব রোস।
ন ঘর গেলহু, ন পর ভেলহুঁ, ন পুরু হৃদয় সাধ।
আধহি পথ সসী হসি উগল তেঁ ভেল গমন বাধ ॥
মোরেঁ আসেঁ পিআসল মাধব হোএত মো বড় পাপ।
সিব সিব সিব জাঅো দূর জিব, সহএ কে পার সন্তাপ ॥
আপদ অধিক ধৈরজ করব, ধৈরজ সবেঁ উপাএ।
ভন বিদ্যাপতি হোএত মনোরথ হরি রহু মন লাএ ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৭

শব্দার্থ—পিসুন—দুষ্ট ; ন সীঝল—সিদ্ধ হইল না : পিআসল—চাহিল।

অনুবাদ—অনেক অভিলাষ লইয়া দুষ্ট লোকের চক্ষু এড়াইয়া অভিসারের জন্য সাজিলাম, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল না : আমি অভাগিনী নারী। সখি ! এ আমার ভাগ্যের দোষ, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল, ইহাতে কাহার উপর রাগ করিব ? ঘরেও গেলাম না, পরেরও হইলাম না। (প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলাম না), হৃদয়ের সাধও পূরিল না। অর্দ্ধেক পথেই চাঁদ হাসিয়া উদিত হইল, তাহাতে আমার গমনে বাধা পড়িল। মাধব আমার আশায় বসিয়াছিল (আমার গমন প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না এইজন্য) আমার বড়ই পাপ হইল। শিব শিব শিব আমার প্রাণ যাউক, এত সন্তাপ কে সহিতে পারে ? বিদ্যাপতি বলিতেছেন বিপদে অধিক ধৈর্য্য ধরিবে, ধৈর্য্য ধরিলে সব উপায় হয় ; হরিকে মনের ভিতর রাখ, সব মনোরথ পূর্ণ হইবে।

(৩৬৩)

পইরি মোয়ঁ অইলিহুঁ তরনি তরঙ্গ।
পথ লাঁঘল সাএ সহস ভুজঙ্গ ॥
নিসি নিসাচর সঞ্চব সাথ।
ভাগ ন মোহি কেহু ধইলিহু হাথ ॥
এত কএ অইবিহুঁ জীব উপেখি।
তইঅও ন ভেল মোহি মাধব দেখি ॥

তহি নহি পঢ়লিএ মদনক রীত।
পিসুনক বচন কইলি পরতীত ॥
দূতী দম্পতি দুঅও অবোধ।
কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥

গ্রিয়ার্সন ২০, ন গু ৩০৫

শব্দার্থ—'পইরি' বা 'পএরহি'—সন্তরণ করিয়া, তরনি—যমুনা, ভাগ—ভাগ্যে, মোহি—আমার; দম্পতি—এস্থলে নায়ক-নায়িকা।

অনুবাদ—আমি যমুনা-তরঙ্গ সাঁতার দিয়া আসিলাম, পথে শত সহস্র সর্পকে পার হইয়া আসিলাম। (কিন্তু গ্রিয়ার্সনের পাঠ অনুসারে—পায়ে কত সহস্র সর্প লাগিল)। রাত্রে নিশাচর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল, ভাগ্যবশতঃ কেহ আমার হাত ধরে নাই। এত করিয়া প্রাণ উপেক্ষা করিয়া আসিলাম তবু আমার মাধব দেখা হইল না। তিনি মনসিজের রীতি পাঠ করেন নাই, পিশুনের (দুর্জ্জনের) বচনে বিশ্বাস করিয়াছেন। দূতী (ও) দম্পতী দুই-ই বোধহীন। কাজে ও আলস্যে দুই পরম বিরোধ। বিদ্যাপতি বলে, হে রমণীশ্রেষ্ঠ, শোন, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

(৩৬৪)

পুনি ভরমে রাহীহি পিআঞো জাএব কহি
কোপ কইএ নীন্দ গেলী।
জাগি উঠলি ধনি দেখি সেজ সুনি
হরি বোলইতে নিন্দ গেলী ॥
মাধব ই তোর কঞোন গেঞানে।
সবে সবতহু বোল, জে সহ সে বড
পরে বুঝবাহ অগেঞানে ॥

ভল ন কএল তোহে, পেঅসি অলপ কোহে ॥
দুব কব ছৈলক বীতি।
ওছাসঞো হরি ন করিঅ সরি পরি
তে কবব রঅনি সাতি ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ১৬৯, পৃঃ ৬০খ, পং ১

---

(৩৬৩) পাঠান্তর—নগেন বাবু এই পদটী কোথায় পাইয়াছেন লেখেন নাই। কিন্তু গ্রিয়ার্সনে যে আকারে পাওয়া যায় তাহা দিতেছি। ইহাতে দেখা যাইবে যে বিদ্যাপতি ঠিক কিরূপ শব্দ ও ক্রিয়াদি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে নিরূপণ করিতে যাওয়া কত কঠিন।

পএরহি অয়লহুঁ তরনি তরঙ্গ।
পও লাগল কত সহস ভুজঙ্গ ॥
নিশিথ নিশাচর সঞ্চর সাথ।
ভাগ ন মোহি কেও ধরলহি হাথ ॥
এত কয় অয়লহুঁ জীব উপেখি।
তইও ন ভেল মোহি মাধব দেখি ॥

তনি নহি পঢ়লহি মদনক রীতি।
পিশুন বচন করলহি পরতীতি ॥
দূতী দম্পতি দুঅও অবোধ।
কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ ধৈ রহ মিলত মুরারি ॥

(৩৬৪) মন্তব্য ঃ—ওছাসঞো শব্দের অর্থ ঠিক ধরা গেল না। ওছাওন মানে বিছানা। নায়িকার বিছানায় যাইয়া ভাব কর, নয়তো আজ রাত্রিতেও সে মান করিয়া তোমাকে শাস্তি দিবে এরূপ অর্থ হইতে পারে।

শব্দার্থ—পুনি—পুনরায়, ভরমে—(এস্থলে) কৌশল করিয়া; রাখীহি—(আমার সম্মান) রাখিয়া; অলপ কোহে—অল্প কোপে; ছৈলক রীতি—নাগরালি, নীন্দ গেলি—দ্বিতীয় চরণে অর্থ নিদ্রা গেল, আর চতুর্থ চরণে নিদ্রা দূর হইল, সবিপরি—মিটমাট।

অনুবাদ—পুনরায় কৌশলে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া প্রিয়কে যাইয়া বলিবে যে সে কোপ করিয়া নিদ্রা গিয়াছিল; জাগিয়া উঠিয়া শয্যা শূন্য দেখিল ও হরিকে ডাকিতেই তাহার নিদ্রা দূর হইল। মাধব! এ তোমার কোন জ্ঞান? যে যাই বলুক, যে সহ্য করে সেই বড়, মহৎ, অজ্ঞানকেই বুঝাইবার জন্য অন্য লোকের প্রয়োজন হয়। তুমি প্রেয়সীর অল্প কোপে এরূপ করিয়া ভাল কর নাই। এখন নাগরালি ছাড়। হরি তুমি যদি মিটমাট না কর, তবে রাত্রিতে শান্তি পাইবে।

(৩৬৫)

জাগল জামিক জন চউদিস গরজ ঘন
সাসু নহি তেজএ গেহা রে।
তইও সে চলল বুধিবলে কউসল
এত বড় তোহর সিনেহা রে॥

এ হরি তোহর থৈরজ জত সে সব কহব কত
ধনি গেলি সূন সঁকেতা রে।
জদি ন অএলা হে তোহে ধনি সে কহলি কোহে
থোইআ গেলি মালতি মালা রে॥

সগরি রয়নি জাগি তুঅ দরসন লাগি
তরুতর তিতলি বালা রে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
নীন্দ জগইত সন্দেহা রে॥

তালপত্র, ন গু ৩০৭

শব্দার্থ—জামিক জন—যাহারা যামে যামে হাক দেয়, প্রহরী, বুধিবলে—বুদ্ধিবলে, থৈরজ—স্থৈর্য্য; তিতলি—ভিজিল।

অনুবাদ—প্রহরীরা জাগিয়া ছিল, চারিদিকে মেঘের গর্জ্জন, শাশুড়ীও বাড়ী হইতে যায় নাই—তথাপি সে বুদ্ধিবলে কৌশল করিয়া অভিসারে গিয়াছিল—তোমার প্রেমের টান এত বড়। হরি তোমার তো স্থৈর্য্যের অন্ত নাই, কিন্তু ধনী যে শূন্য সঙ্কেত স্থানে (বৃথা) গিয়াছিল। তুমি যদি আসিতে নাই পারিবে তবে ধনীকে কথা দিয়াছিলে কেন, মালতীর মালাই বা রাখিয়া গিয়াছিলে কেন? বালা তোমার দর্শন পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তরুতলে ভিজিল। বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতি! শুন, নিদ্রা হইতে তাহার জাগাই সন্দেহ।

(৩৬৬)

কে বোল পেম অমিঞকে ধার।
অনুভবে বুঝিঅ গরউ অঙ্গার॥
খএলে বিষ সখি হো পরকার।
ঘড় মারথ দেখিতহি মার॥

এত সবে সজলহ হমরা লাগি।
দূরে বোকটি ঘর খোসলি আগি॥
তঞে ওঠ পাতবি কি বোলিবো তোহি।
বড়ুকএ অপথ চলাও লএ মোহি॥

তোরা করম ধরম পএ সাখি।
মন্দি উঘাএ পলউসিনি রাখি ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ১০২, পৃঃ ৩৮ ক, পং ১

এই পদটীর অর্থ করা কঠিন বলিয়াই নগেনবাবু এটীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা যতটা বুঝিয়াছি তাহা অনুবাদে প্রকাশ করিতেছি।

শব্দার্থ—গরউ—গুরুতর, ভীষণ; মারথ—মারাত্মক; মার—মদন; বোকড়ি শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইল না; ওঠ—ওষ্ঠ, ঠোঁট; খোসলি—খসিয়া পড়া; উঘাএ—উদঘাটিত করে; সাখি—সাক্ষী; পলউসিনি—পড়শীনী।

অনুবাদ—কে বলে যে প্রেম অমৃতের ধারা স্বরূপ? অনুভবে বুঝিলাম উহা ভীষণ অঙ্গার তুল্য। বিষ খাইলে তবে ইহার প্রতীকার হয়। মদন যে ভয়ানক মারক দেখিতেছি। এতদ্বর সজল পদার্থ থাকিতেও আমার ঘরে আগুন লাগিল। তুমি তো (ইহা আস্বাদন করিবার জন্য) ওষ্ঠ পাতিয়া আছ; কিন্তু তোমাকে আর কি বলিব? আমাকে লইয়া অপথে পা বাড়াইও না। তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম সাক্ষী, প্রতিবেশিনীকে রাখিয়া মন্দ উদঘাটন কর।

(৩৬৭)

হৃদয় কপট ভেল নহি জানি।
পর পেঅসি দেলিহ আনি ॥
সুপুরুষ বচন সময় বেবহার।
খত খরি আদএ সীচসি খার ॥
আবে হমে কাহ্নু বোলব কী বোল।
হাথক রতন হরাএল মোর ॥

ককে পরতারণি নাগরি নারি।
বচন কৌসল ছলে দেব মুরারি ॥
পলটি পচারহ তহ্নিকে ঠাম।
কেও জনু মাধব ধসএহ গাম ॥
হরি অনুরাগী তঠমা জাহ।
সে আবে অপন মনোরথ চাহ ॥

লঘু কহিনী ভল কহইতে আন।
দেলে পাইঅ কে নহি জান ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ৯৪, পৃ ৩৪ ক, পং ৫

শব্দার্থ—খত খরি—তীব্র ক্ষতে; সীচসি—ছিটাইতেছে; খার—অশোধিত লবণ; ককে—কেন; পরতারণি—প্রতারণা করিলে।

অনুবাদ—তোমার হৃদয় যে কপট হইয়াছে তাহা না জানিয়া আমি পরের প্রেয়সী আনিয়া দিলাম। সুপুরুষ যে কথা দেয় সময়মত তাহা ব্যবহারে প্রকাশ করে। তুমি তীব্রক্ষতে লবণ ছিটাইয়া দিলে। এখন কানাই আমাকে কি কথা বলিতেছ? আমার হাতে যে রতন (নায়িকারূপ) ছিল তাহা তুমি হারাইয়া দিয়াছ। হে দেব মুরারি, তুমি কি জন্য বচন-কৌশলে নাগরী নারীকে প্রতারণা করিলে? এখন ফের তাহার কাছে যাইতে চাও? কেহ যেন মাধবকে গ্রামে ঢুকিতে না দেয়। এখন হরি অনুরাগী হইয়া তাহার কাছে গেলে, সে তাহার নিজের মনোরথ চাহিবে (হরিকে উপেক্ষা করিবে)। অন্যকে লঘুকাহিনী বলিতে ভাল লাগে। যেমনটি দেওয়া যায় তেমনটি পাওয়া যায় একথা কে না জানে?

(৩৬৮)

মধু রজনী সঙ্গহি খেপবি
কত কতি ছলি আস।
বিহি বিপরিতে সবে বিঘটল
বহু রিপু জন হাস॥

হে সুন্দরি কান্ত[১] ন বুঝ বিসেখ।
পিসুন বচনে উচিত বিসরি
অপদহো নিরপেখ॥

কত গুরুজন কত পরিজন
কত পহরী জাগ।
এতহু সাহসে মঞে চলি অইলিহু
যে হেন[২] ছল অনুরাগ॥

নেপাল ১৬৩, পৃঃ ৫৮ ক, পং ৪, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন.গু. ৪৯৬

শব্দার্থ—খেপবি—কাটাইবে ; বিহি—বিধি ; বিসবি—ভুলিয়া ; অপদহো—অস্থানেও ; নিরপেখ—নিরপেক্ষ।

অনুবাদ—মনে কত আশা ছিল মধু রজনী আমার সঙ্গে কাটাইবে। বিধির বিড়ম্বনায় সব অন্য বকম ঘটিল। বহু শত্রু জন উপহাস করিল। হে সুন্দরি, কান্ত পার্থক্য বুঝে না। দুষ্ট লোকের কথায় উচিত কাজ ভুলিয়া যেখানে অনুচিত সেখানেও নিরপেক্ষ রহিল। কত গুরুজন, কত পরিজন কত প্রহরী জাগিয়া আছে ; তথাপি আমাব অনুবাগ এত গাঢ় ছিল যে সাহস করিযা আমি চলিযা আসিলাম।

(৩৬৯)

পাএ তক পাছু গেলি লাজ।
পথ চললেঁ বিসরলহুঁ ন কাজ॥
জমুনতীর সঞো সমন্দল মান।
কৈসন কএ কী বুঝল অআন॥
এ সখি আওর কী বোলব হমে জানি।
কপটিহি নিকটও লওলহ আনি॥

নিঅমিঅ পেম হেমসম হারি।
অঙ্গিরিঅ কামিক দুহু কুল গারি॥
পলটি জাইতে ঘর বড় বলহীন।
অবে সবে কিছু ভেল তোর অধীন॥
বিদ্যাপতি ভন সুন বরনারি।
ধৈরজে তরুণি তিরোহিত গারি।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৬২

অনুবাদ—পিছনে পা ফিরাইতেও লজ্জা হইতেছে। পথে আসিবার সময় আমি আমার উদ্দেশ্য ভুলি নাই। যমুনাতীরে পৌঁছিয়া সংবাদ দিলাম মানের (যে আমি মিলন করিতে রাজী আছি, তবে আমার মান ভঙ্গ করিতে হইবে); কিন্তু সে বেরসিক ইহার অর্থ কি বুঝিবে ? হে সখি ! আর কি বলিব, আমি জানি যে তুমি আমাকে কপটের নিকট আনিলে। নিশ্চয়ই আমি হেমতুল্য প্রেমকে হারাইলাম, কেননা আমি কামুককে প্রেমিক স্বীকার করিয়া দুইকুলে কালি দিয়াছি। এখন ঘরে ফিরিবারও শক্তি নাই, সেইজন্য সব কিছুই তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে বরনারি ! শুন, ধৈর্য্য ধর, গালি সম্বরণ কর।

৩৬৮। নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) 'কন্ত', (২) 'এহন' করিয়াছেন।

(৩৭০)

সাঁঝহি নিঅ মুখপ্রেম পিয়াই।
কমলিনি ভমরী রাখল ছিপাই॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে।
কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে॥
ভমি ভমি ভমরী বালভু নিজ খোজে।
মধু পিবি মধুকর সুতল সবোজে॥

নই ফুল কহেস নই উগই ন সুরে।
সিনেহো নহি জায় জীব সৌ মোরে॥
কেও নহি কহে সখি বালমু বাতে।
বইন সমাগম ভই গেল প্রাতে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনিএ ভমরী।
বালভু অছি তোব অপনহি নগবী॥

ন গু ৬৭১ (মিথিলাব পদ); নেপাল ২৭৫, পৃঃ ১০০ ক, পং ৫ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—নিঞ—নিজ; বালভু—বল্লভ; পবাত—প্রভাত; উজাগবি—জাগিয়া; সুব—সূর্য্য।

অনুবাদ—কমলিনী ভ্রমবকে আপনাব মুখেব মধু পান কবাইয়া সন্ধ্যাকালেই (তাহাকে) লুকাইয়া রাখিল। শয্যা পরিমলযুক্ত হইল, ফুল বাসগৃহ হইল। (কিন্তু) আমাব ভ্রমব কত উপবাসী বহিল, তাহাই মনে কবিযা ভ্রমবী ভ্রমণ করিয়া করিয়া বল্লভের খোঁজ কবিতেছে। মধুকর মধুপান কবিয়া পদ্মে শযন কবিয়া আছে। ফুল সে কহে না (ভ্রমব কোথায় আছে বলিযা দেয না), সূর্যও উদয হয না (সূর্য উদয হইলে কমলিনী বিকশিত হইবে, সুতবাং ভ্রমরকে আর লুকাইয়া রাখিতে পাবিবে না)। জীবন হইতে স্নেহ চলিয়া যায না। সখি, (আমাব) পতিব কথা (সংবাদ) কেহ বলে না; রজনীতে সমাগম হইবাব কথা, কিন্তু প্রভাত হইযা গেল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ভ্রমবী, তোব পতি নিজেরই নগবীতে আছে।

পাঠান্তর—নেপালের পুঁথিতে এই পদের সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়। যথা—

সাঁঝহি নিঅ মকরন্দ পিয়াএ।
কমলিনি ভমরা ধএল লুকাএ॥
ভমি ভমি ভমরী বালভু খোজ।
মধু পিবি ভমরা সুতল সরোজ॥
কেও ন কহএ মধু বালভু বাত।
রয়নি সমাপলি ভএ গেল পরাত॥
লতাবিলাসিনি খণ্ডিতা ভেলি।
জামিনি সগরি উজাগরি গেলি॥
ন কুসে সয়ন উগসুরে।
সিনেহ ন যাএ জীব সঞো দুরে॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি—

নেপাল পুঁথির পাঠের অনুবাদ—সন্ধ্যাবেলাতেই কমলিনী নিজের মকরন্দ পান করাইয়া ভ্রমরকে লুকাইয়া রাখিল। ভ্রমরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের বল্লভকে খুঁজিতে লাগিল। মধুপান করিয়া ভ্রমর পদ্মে শুইয়া থাকিল। কেহ আমার বল্লভের কথা বলে না; রজনী শেষ হইল প্রভাত হইয়া গেল। লতাবিলাসিনী (ভ্রমরী) খণ্ডিতা হইল; সারারাত্রি তাহার জাগিয়া কাটিল। 'ন কুসে সয়ন' শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। সূর্য্য উদিত হইল; কিন্তু জীবন হইতে প্রেম দূরে যায় না।

মন্তব্য—নগেনবাবুর পাঠে দ্বিতীয় চরণে 'ভমরী' রহিয়াছে, উহার অর্থ ভ্রমর না করিলে পদটী নিরর্থক হয়।

(৩৭১)

লোচন অরুন বুঝলি বড় ভেদ।
রঅনি উজাগর গরুঅ নিবেদ ॥
ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জহ্নিকে সাথ ॥
কুচ কুঙ্কুম মাখল হিয় তোর।
জনি অনুরাগ রাঁগি করু গোর ॥
আনক ভূসন লাগল অঙ্গ।
উকুনিত বেকত হোঅ আনক সঙ্গ ॥

ভনই বিদ্যাপতি বজবহুঁ বাদ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাথ ॥

গ্রিয়ার্সন ৬৪ ; ন গু. ৩৩৬

অনুবাদ—তোমার অরুণ লোচন (দেখিয়া) সকল রহস্য বুঝা গেল ; রাত্রি জাগরণের গুরুতর কথা জানা যাইতেছে। হরি, মিথ্যা ছলনা করিও না, যাহার সহিত রাত্রি কাটাইলে তাহার কাছেই যাও। তোমার বুক কুচকুঙ্কুম মাখিয়াছে, যেন অনুরাগের রঙে তোমায় গৌরবর্ণ করিয়াছে। অন্যের ভূষণ তোমার অঙ্গে রহিয়াছে, তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তুমি অন্যের সঙ্গ করিয়াছ। বিদ্যাপতি বলেন এরূপ বলাও নিষিদ্ধ ; যখন বড়লোকে অন্যায় কাজ করে, তখন চুপচাপ সহ্য করা উচিত।

(৩৭২)

নয়ন কাজর অধর চোরাওল
নয়নে চোরাওল রাগে।
বদন বসন লুকাওব কতিখন
তিলাএক কৈতব লাগে ॥
মাধব কি আবে বোলবঅ সতাহে।
জাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুনু জাহে ॥

সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তা হেরি বিভাগে।
পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ
তাও কি কহব অনুরাগে ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ১৯৪, পৃঃ ৬৯ ঘ, পং ৫

শব্দার্থ- কৈতব-- ছল, ধোঁকা। সতা—সত্য ; পদ যাবক—(অন্য রমণীর) পদের অলক্তক।

অনুবাদ—নয়নের কাজর অধর চুরি করিয়া লইল ; আর অধরের রাগ নয়ন চুরি করিল। তোমার বদন বসনে কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে ; এক তিল সময় মাত্র ধোঁকা দিতে পার। মাধব এখন আর সত্য কথা কি বলিবে ? যে রমণীর সঙ্গে রজনী কাটাইয়াছ, তাহার কাছেই ফিরিয়া যাও। তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, সকল গোকুল জিনিয়া সে ধনী পুণ্যবতী। পদের অলক্তক রাগ যাহা হৃদয়ে আছে সে অনুরাগের কথা আর কি বলিব !

(৩৭৩)

কমলিনি এড়ি কেতকি গেলা
সৌরভে বহু ঘুরি
কণ্টকে কবলু কলেবর
মুখ মাখল ধুরি।
অবে সখি ভেল হে রতি রভসে সুজান ॥

পরিমলকে লোভে ধাওল পাওল নহি পাস।
মধুপুনু ডিঠিহু ন দেখল হে আবে জন উপহাস ॥
ভল ভেল ভমি আবথু পাবথু মন খেদ।
একরস পুরুষ নিবুঝ দূষণ ভেদ।
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ২০০, পৃঃ ৭১ খ, পং ৫ ; ন. গু. ৪৩০

শব্দার্থ—এড়ি—ছাড়িয়া ; কবলু—কবলিত হইল ; ডিঠিহু—চোখেও, নিবুঝ—বুঝে না।

অনুবাদ—(নেপালের পাঠের)—কমলিনীকে ছাড়িয়া ভ্রমর সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কেতকী (কেয়াফুলের) নিকট গেল। তাহার দেহ কণ্টকে কবলিত হইল, মুখে ধূলি লাগিল। সখি এখন সে রতিরভসের আশায় সুজন হইয়াছে। পরিমলের লোভে যেখানে ধাইয়া গিয়াছিল সেখানে ঠাই পায় নাই একটুকু মধুও চোখে দেখে নাই. কেবল লোকের উপহাস পাইয়াছে। বেশ হইল ; ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে মনে খেদ পাইবে। যে পুরুষ একরস অর্থাৎ একজন ছাড়া অন্যকে জানে না, সে মন্দের সহিত ভালোর পার্থক্য বুঝে না।

(৩৭৪)

হে মাধব ভল ভেল কএলহ কূলে।
কাচ কঞ্চন দুহু সম কএ লেখলহ
ন জানহ রতনক মূলে ॥
তোঁহ হম পেম জতে দুরে উপজল
সুমরহ সে আবে ঠামে।
আবে পর-রমনি রঙ্গে তোঁহে ভুললাহে
বিহুসিহু হসি হের বামে ॥

ঐসন করম মোর তেঁ তোহে জদি ভোর
হমে অবলা কুল-নারী।
পিসুনক বচন কান জদি ধএলহ
সাতি ন কএলহ বিচারী ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুন্দরি
চিতে জনু মানহ সঙ্কা।
দিবস বাম সখি সবে খন ন রহএ
চাঁদহু লাগু কলঙ্কা ॥

তালপত্র ন গু ৪৮৩

(৩৭৩) **পাঠান্তর**—নগেন গুপ্ত নিম্নলিখিত পদটী কোথায় পাইয়াছেন তাহা লিখেন নাই, ইহার কয়েক চরণের সহিত নেপালের পদের মিল আছে।

পরিমল লোভে ধাওল, পাওল নহি পাস।
মধুসিন্ধু বিন্দু ন দেখল, অব জন উপহাস ॥
অবসখি ভমরা ভেল পরবশ
কেহো ন করয় বিচার
ভলে ভলে বুঝল অলপে চিহ্নল
হিয়া তহু কুলিশক সার ॥
কমলিনী এড়ি কেতকী গেলা বহু সৌরভ হেরি।
কণ্টকে পিড়ল কলেবর মুখ মাখল ধূরি ॥

ভিন ভিন অনুভবি আবথু
ভনি পাবথু খেদ।
এক রস পুরুষ বুঝল নহি
গুণ দুষণ ভেদ ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন গুণমতি
রস বুঝহ রসমন্তা।
রাজা শিবসিংহ সব গুণ গাহক
রাণি লখিমা দেবি কন্তা ॥

শব্দার্থ—কএলহ—করিযাছ, কূলে—ক্রূরে; সুমরহ—স্মরণ কর; সাতি—শাস্তি।

অনুবাদ—হে মাধব, ক্রূরতা (কূলে) করিযা ভালই করিলে। কাচ ও কাঞ্চন দুই তুল্য করিয়া হিসাব করিলে? রত্নের মূল্য জান না। তোমার আমার প্রেম যতদূব উৎপন্ন হইল (বাড়িল) এখন সে স্থান (বিষয়) স্মরণ কর; এখন তুমি পর রমণীব রঙ্গে ভুলিযাছ, আমি হাসিলেও তুমি হাসিয়া মুখ ফিবাইযা লও। (অর্থাৎ আমার দিকে চাহিযা দেখ না)। আমি অবলা কুলনাবী আমাব এমন কর্ম (কপাল) সেই জন্য তুমি ভুলিলে, দুষ্ট লোকের কথা যদি কানে রাখিলে (তুলিলে), বিচাব করিযা শাস্তি করিলে না। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন সুন্দরী, চিত্তে শঙ্কা মানিও না; সখি, প্রতিকূল দিবস (সময) সর্বক্ষণ রহে না, চন্দ্রেও কলঙ্ক লাগে।

(৩৭৫)

মাধব ই নহিঁ উচিত বিচাবে।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি
সে কিঅ করু ব্যাভিচাবে॥
প্রানহুঁ তাহি অধিক কয মানব
হৃদয়ক হাব সমানে।
কোন পরিযুক্তি আন কৈঁ তাকব
কী থিক হুনক গেআনে॥

কৃপিন পুরুস কৈঁ কেও নহিঁ নিক কহ
জগ ভবি কব উপহাসে।
নিজ ধন অইছতি নহি উপভোগব
কেবল পবহিক আসে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু মধুবাপতি
ই থিক অনুচিত কাজে।
মাঁগি লায়ব বিত সে যদি হোয় নিত
অপন কবব কোন কাজে॥

গ্রিয়ার্সন ৫১, ন গু ৩৭৭

শব্দার্থ—সনি—সদৃশ, হুনক—উহার, বিত—বিত্ত।

অনুবাদ—মাধব, ইহা উচিত বিচাব নহে। যাহাব কাম-কলা তুল্য এমন রমণী সে কি ব্যাভিচার করে? প্রাণের অপেক্ষা অধিক করিযা হৃদযেব হাবসম তাহাকে মানিবে, অপবেব দিকে চাহিবে ইহা কোন প্রযুক্তি? (চাহিলে) উহার মনে কি হইবে? কৃপণ পুরুষকে কেহ ভাল বলে না, জগৎ ভরিযা (সকল লোকে) উপহাস করে। নিজ ধন থাকিতে উপভোগ করিবে না কেবল পর (ধনেব) আশায় (পরধনে লুব্ধ হইযা আপনার ধন উপভোগ করিবে না)? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মথুরাপতি শুন, ইহা অনুচিত কাজ। ভিক্ষা করিযা বিত্ত আনিব—সে যদি নিত্য হয তবে আপন (বিত্ত) কি কাজে লাগিবে?

(৩৭৬)

আদরে[১] অধিক কাজ নহি[২] বন্ধ।
মাধব বুঝল তোহর অনুবন্ধ॥

আসা রাখহ নএন পঠাএ।
কত খন[৩] কৌসলে কপট[৪] নুকাএ॥

৩৭৬। নেপালের পাঠান্তর—(১) আদর (২) ন (৩) কতিখন (৪) কট

চল চল মাধব তোহ জে সআন[৫]।
তাবে[৬] বোলিঅ জে উচিত ন জান ॥
কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম।
প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম ॥

পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ[৭]।
নয়নে নিবেদিঅ[৮] নব অনুরাগ ॥
ভনই বিদ্যাপতি নয়নক লাজ।
আদরে জানিঅ আগিল কাজ ॥[৯]

নেপাল ২২, পৃঃ ৯ খ, পং ৪, শুধু "বিদ্যাপতি" লিখা আছে।
ন. গু. ৩৪৪ (তালপত্র)

শব্দার্থ—বন্ধ—বাঁধা, রক্ষা ; নএন—নয়ন , সআন -চতুর ; কসৌটী কষ্টিপাথর।

অনুবাদ—আদরে অধিক কাজ হয় না : মাধব তোমার অনুরোধ বুঝিলাম। নয়নের (কাতর) দৃষ্টি পাঠাইয়া আশা রক্ষা করিতেছ, কৌশলে কতক্ষণ কপটতা লুকাইবে। যাও যাও মাধব, তুমি ত চতুর, যে উচিত জানে না তাহাকে বলিও। কষ্টি পাথরে কষিয়া স্বর্ণ চিনিতে হয়, সুপুরুষের প্রেম (তাহার) প্রকৃতিতে পরীক্ষা করা যায়। পরিমলে কমলের পরাগ জানা যায়, নয়নের নিবেদনে নব অনুরাগ জানা যায়। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নয়নের লজ্জা (চক্ষু-লজ্জা প্রকাশ করিতেছে), আদরে ভবিষ্যতের কাজ জানা যায়।

(৩৭৭)

মাধব বুঝল তোহর নেহ।
ওর ধরইত হম বাখি ন পারিঅ
আসা কী জই দেহ ॥
তো সন মাধব অতি গুনাকর
দেখইত অতি অমোল।
জেহন মধক মাখল পাথর
তেহন তোহর বোল ॥

ই রীতি দএ হম পিরিতি লাওল
জোগ পরিনত ভেল।
অমৃত বধি হম লতা লাওল
বিসে ফরি ফরি গেল ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু রমাপতি
সকল গুননিধান।
অপন বেদন তাহি নিবেদিঅ
জে পর-বদন জান ॥

মিথিলা, ন. গু ৩৪৫

শব্দার্থ—ওর—শেষ ; আসা -আশা ; অমোল—অমূল্য ; জোগ—যোগ্য, উপযুক্ত ; বধি—বোধে, মনে করিয়া।

অনুবাদ—মাধব, তোমার স্নেহ বুঝিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি বাখিতে পারিলাম না, (এজন্য) আশাকে যাইতে দিলাম (ত্যাগ করিলাম)। মাধব, তুমি যেন অতি গুণবান্, দেখিতে অতি অমূল্য ; যেমন মধুমাখা পাথর সেইরূপ তোমার কথা (তোমার কথা মধুর মতন মিষ্ট, কিন্তু হৃদয় পাথরের মতন কঠিন)। এমন রীতি দিয়া আমি প্রীতি আনিলাম (যেমন

৩৭৬। নেপালের পাঠান্তর—(৫) এ কাহ্নু কাহ্নু তোহে জে সআন। (৬) তাকে (৭) সৌরভে জানিঅ কুসুম পরাগ (৮) নীরখিঅ (৯) শেষ দুই চরণের পরিবর্তে কেবল "বিদ্যাপতি" লিখা আছে।

আমি তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম তাহার) যোগ্য পরিণাম হইল। অমৃত মনে করিয়া আমি যে লতা রোপণ করিলাম, তাহাতে বিষফল ফলিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, "সকল গুণনিধান রমাপতি শুন, যে পরবেদন জানে তাহাকে আপনার বেদনা নিবেদন করিবে।

(৩৭৮)

প্রথমহি গিরি সম গৌরব ভেল।
হৃদয়হু[১] হার আঁতর নহি দেল ॥
সুপুরুস বচন কএল অবধান।
ভল মন্দ তুঅও বুঝ[২] অবসান ॥
চল চল মাধব ভলি তুঅ রীতি।
পিসুন বচনে পরিহরলি পিরীতি ॥
পরক বচনে আপল কান।[৩]
তহি খনে জানল সময় সমান ॥

আবে অপদহু হরি তেজ অনুরোধ।
কাহু কা জনু হো বিহিক বিরোধ ॥
ন ভেলে রঙ্গ রভস দুর গেল।
ইথি হম খেদ একও নহি ভেল ॥
একে পএ খেদ জে মন্দা সমাজ।
ভলেহু তেজল অবে আঁখিক লাজ[৪] ॥
ভনই বিদ্যাপতি হরি মনে লাজ।
কাহুকা জনু হো মন্দা সমাজ ॥

নেপাল ২৫৪, পৃঃ ৯২ ক, পং ৫ ; ন. গু. ৩৪৬ (তালপত্র)

শব্দার্থ—আঁতর—অন্তর ; আপল—অর্পণ করিলে ; আপল কান—কাণ দিলে।

অনুবাদ—প্রথমে তুমি গিরি সমান গৌরব দিলে, (এত ভালবাসা দেখাইলে যে) দুয়ের মধ্যে হারের ব্যবধানও সহ্য হইত না। সুরুপুষের বচনে মন দিলাম ; শেষে ভালমন্দ বোঝা গেল। মাধব, যাও যাও, তোমার রীতি ভাল। খলের কথায় প্রীতি পরিহার করিলে। পরের কথায় কান দিলে, তখনি জানিলাম সময় (এই অবস্থায়) উপযোগী (যখন তুমি পরের কথায় কাণ দিলে তখনি বুঝিলাম সময় মন্দ হইয়াছে)। হরি, এখন অস্থানে অনুরোধ পরিত্যাগ কর (এখন আমাকে অনুরোধ করিলে কি ফল ?) কাহারও যেন বিধির বিরোধ (বিড়ম্বনা) না হয়। রঙ্গ হইল না, আনন্দ দূরে গেল, ইহাতে আমার কিছুমাত্র খেদ নাই। একমাত্র খেদ যে মন্দ লোকের সঙ্গে পড়িয়া ভাল লোকও এখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হরি মনে লজ্জা পাইল, কাহারও যেন মন্দ লোকের সঙ্গ না হয়।

(৩৭৯)

অহনিসি বচনে জুড়ওলহ কান।
সুচিরে রহত সুখই ভেল ভান ॥
অবে দিনে দিনে হে বুঝল বিপরীত।
লাজ গমাএ বিকল ভেল চীত ॥

বিহিক বিরোধে মন্দা সয়ঁ ভেট।
ভাঁড় ছুইল নহি ভরলে পেট ॥
লোভে করিঅ হে মন্দ জত কাম।
সে ন সফল হোঅ জঞো বিহি বাম ॥

নেপাল ৯৭, পৃঃ ৩৫ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৩৪৭

শব্দার্থ—লাজ গমাএ—লজ্জা হারাইয়া।

৩৭৮। নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) হৃদয় (২) বুঝব (৩) 'পরক বচনে কুমহ আপন কান' (৪) আবে অধিক লাজ।

অনুবাদ—দিবানিশি কথায় কাণ জুড়াইলে, দীর্ঘকাল সুখ রহিবে এই জ্ঞান হইল। এখন দিনে দিনে বুঝিলাম বিপরীত, লজ্জা হারাইয়া চিত্ত বিকল হইল। বিধির বিরোধে (বিড়ম্বনায়) মন্দলোকের সহিত দেখা হইল, (সে জন্য) তাও (অস্পৃশ্য জাতির ভোজন পাত্র) ছুঁইলাম, অথচ পেট ভরিল না। লোভে মন্দ কাজ করিলে যদি বিধি বাম হয় তাহা হইলে উহা সফল হয় না।

(৩৮০)

জাবে রহিঅ তুঅ লোচন আগে।
তাবে বুঝাবহ দিঢ় অনুরাগে॥
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপট হেম ধর[১] কতি খন বানে॥

বুঝল মথুরপতি ভলি তুঅ রীতি।
হৃদয় কপট মুখে করহ পিরীতি॥
বিনয় বচন জত রস পরিহাস।
অনুভবে বুঝল হমে সেও পরিহাস॥

হসি হসি করহ কি সব পরিহার।
মধু বিখে মাথল সর পরহার॥

নেপাল ১৪৪, পৃঃ ৫১ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৩৪১

শব্দার্থ—ওত—অন্তরাল; কপট হেম ধর কতি খন বানে—মেকিসোণা পরীক্ষায় কতক্ষণ টেকে? (নগেনবাবুর পাঠে অর্থ "হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে?" তিনি বানে অর্থ 'মূল্য থাকে' ধরিয়াছেন।)

অনুবাদ—যতক্ষণ তোমার চক্ষের সম্মুখে থাকি ততক্ষণ দৃঢ় অনুরাগ দেখাও। চক্ষের অন্তরাল হইলে সকলই অন্যরূপ, মেকি সোণা (বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ায়) কতক্ষণ টেঁকে? মথুরাপতি, বুঝিলাম তোমার রীতি ভাল, হৃদয়ে কপটতা, মুখে প্রীতি কর। যত বিনয় বচন, রস কৌতুক, অনুভবে আমি বুঝিলাম তাহা বিদ্রূপ। হাসিয়া হাসিয়া কি সকলকে (যাহারা তোমার প্রেয়সী হয়) পরিত্যাগ কর? মধু বিষে মাথা শর প্রহার কর।

(৩৮১)

সুপুরুস ভাসা চৌমুখ বেদ।
এত দিন বুঝল অছল নহি ভেদ॥
সতহি অছ সব মন জাগ।
তোহ বোলি বিসরল হমর অভাগ[১]॥

চল চল মাধব কী কহব জানি।
সময়ক দোসে আগি বম পানি॥
রয়নিক বন্ধব জা চন্দ।
ভল জন হৃদয় তেজএ নহি মন্দ॥

কলিজুগ গতিকে সাধু মন ভঙ্গ।
সবে বিপরীত করবি[২] অনঙ্গ॥

নেপাল ১০, পৃঃ ২১ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৩৫০

শব্দার্থ—চৌমুখ বেদ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উচ্চারিত বেদ তুল্য অভ্রান্ত; সতহি—সর্ব্বদাই।

অনুবাদ—এতদিন জানিতাম যে সুপুরুষের কথা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উচ্চারিত বেদতুল্য অভ্রান্ত। সব কথা আমার সর্ব্বদাই মনে জাগে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি (কথা) ভুলিলে। যাও যাও মাধব, তুমি কি বলিবে

৩৮০। (১) নগেনবাবুর সংশোধিত পাঠ "কপট হে মাধব"

৩৮১। (১) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "ভাগ" পাঠ লিখিয়াছেন। (২) নগেনবাবু "করব" ধরিয়াছেন।

জানি। সময়ের দোষে জলও অগ্নি উদ্গীরণ করে। রজনীর (অন্ধকারের) যেমন বন্ধু চন্দ্র, তেমনি ভাল লোকের হৃদয় মন্দ লোককেও ত্যাগ করে না। কলিযুগের এমন গতি যে সাধুরও মন ভাঙ্গিয়া যায়। অনঙ্গ সবই বিপরীত করাইবে।

(৩৮২)

বদন সরোরুহ হাসে মুকওলহ
তেঁ আকুল মন মোরা।
উদিতেও চন্দা অঁমিঅ ন মুঞ্চএ
কী পিবি জিউত চকোরা॥
মানিনি দেহ পলটি দিঠি মেলা।
সগরি রয়নি জদি কোপহি গমওবহ
কেলি রভস কোন বেলা॥

তোর নয়ন এঁ পথহু ন সঞ্চর
অজুগুত কহ ন জাই।
অরুন কমলকে কন্তি চোরওলহ
তেঁ মনে রহলি লজাই॥
কামিনি কোপে মনোরথ জাগল
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
জএমতি দেই বর সন গহি সঙ্কর
বুঝএ সকল রস ভাবে॥

তালপত্র ন. গু. ৩৫৭

শব্দার্থ—মুকওলহ—লুকাইলে; উদিতেও চন্দা—চন্দ্র উদিত হইয়াও; দিঠি মেলা—দৃষ্টির মিলন; অজুগুত—অযুক্ত; গহি—গ্রহণ করিয়া।

অনুবাদ—(তোমার) বদন কমল হাসিয়া লুকাইলে, তাহা দেখিয়া আমার মন অস্থির হইল। চন্দ্র উদিত হইয়াও অমৃত মোচন করে না, চকোর কি পান করিয়া বাঁচিবে? মানিনি, ফিরিয়া (পুনরায়) চক্ষের মিলন দাও; সমস্ত রজনী যদি কোপেই কাটাইবে, কেলি-আনন্দ কোন সময় হইবে? তোমার নয়ন এ পথে (আমার দিকে) সঞ্চরণ করে না, ইহা অযুক্ত (অন্যায়) বলা যায় না! তোমার নয়ন অরুণ ও কমলের কান্তি চুরি করিয়াছে; তাই কি মনে লজ্জিত হইয়া রহিয়াছ? বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন কামিনীর কোপে মনোরথ জাগিল, (অর্থাৎ লালসা বাড়িল) জয়মতী দেবী যিনি শঙ্করকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনি ভাবে (অনুভাবে) সকল রস বুঝেন।

(৩৮৩)

কি কহব অগে[১] সখি মোর অগেয়ানে।
সগরিও[২] রয়নি গমাওল[৩] মানে॥
জখনে মোর মন পরসন ভেলা।
দারুন অরুন তখনে উগি গেলা॥

গুরুজন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হমে আকুল ভেলী॥
অধিক চতুরপন ভেলাহুঁ[৪] অয়ানী[৫]।
লাভকে[৬] লোভে[৭] মুলহু ভেল হানী॥

ভনই[৮] বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহি রোসে॥

তালপত্র ন. গু. ৪৫৮, গ্রিয়ার্সন ৫৪

৩৮৩। গ্রিয়ার্সনে পাঠান্তর—(১) আহে (২) সগরী (৩) গমাওলি (৪) ভেলহুঁ (৫) অজানী (৬) লাভক (৭) লোভ (৮) ভনহিঁ।

অনুবাদ—সখি! আমার নির্বুদ্ধিতার কথা কি বলিব? সারা রাত্রি মান করিয়া কাটাইলাম। যখন মন প্রসন্ন হইল তখন নিষ্ঠুর অরুণ আকাশে উঠিয়াছে। গুরুজনেরা জাগিযাছে, তখন আর কেলি করিব কিরূপে? তনু ঢাকিতে আমি আকুল হইলাম। অধিক চতুরতা দেখাইতে যাইয়া বোকামিই দেখাইলাম। লাভের লোভে মূলেই হানি ঘটিল। বিদ্যাপতি বলেন তোমার বুদ্ধির দোষ। যখন সুযোগ পাওযা যায তখন রাগ করিতে নাই।

[গ্রিয়ার্সন কৃত **অনুবাদ**—Oh friend what can I say of my folly; I passed the whole night in pride. When my heart was softened the cruel dawn arose The elders awoke how could I yield to his caresses? As I hid my body I was much confused I wished to show my cleverness, only made myself foolish. I tried to obtain my interest, and lost even the principal. Vidyapati saith, it was a fault of judgment that at the time of love thou shouldst anger.]

(৩৮৪)

সাকর সুধ দুধে পরিপূরল
সানল অমিঅক সারে।
সেহে বদন তোর অইসন করম মোর
খারে পএ ররিসএ ধারে॥
সাজনি পিসুন বচন দেহে কানে।
দেহ বিভিন্ন বিধাতা আইতি
তোরা মোরা একে পরানে॥
কোপহু সয়ঁ জদি সমদি পঠাবহ
বচনে ন বোলহ মন্দা।
তোর বদনসন তোরে বদন পএ
খার ন ররিসয চন্দা॥
চৌদিস লোচন চমকি চলাবসি
ন মানসি কাহুক সঙ্কা।
তোর মুহ সয়ঁ কিছু ভেদ করাওব
তে দেল চাঁদ কলঙ্কা॥

নেপাল ১৮৬ পৃ° ৬৬ খ, প° ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু ৩৬১

শব্দার্থ—সাকর—শর্করা, সুধ—বিশুদ্ধ; সানল—মাখিল; খারে- অবিশুদ্ধ লবণ, পএ—অব্যয শব্দ; আইতি—আযত্ত, সমদি—সম্বাদ।

অনুবাদ—শর্করা শুদ্ধ দুগ্ধে পরিপূর্ণ (তাহাতে) অমৃতের সার মিশ্রিত, সেইরূপ তোর বদন; আমার এমন কর্ম যে লবণধারা বর্ষণ করিতেছে। সজনি, পিশুনের কথায় কান দিস? বিধাতার ইচ্ছায আমাদের দেহ বিভিন্ন (কিন্তু) তোর আমার একই প্রাণ। কোপের সহিতও যদি সংবাদ পাঠাস্ (তথাপি) মন্দ কথা বলিস্ না। তোর মুখ তোরই মুখের তুল্য, চন্দ্র লবণ বৃষ্টি করে না। চৌদিকে চমকিয়া লোচন চালনা করিতেছিস, কাহারও ভয মানিস্ না; তোর মুখের সহিত কিছু ভেদ করাইবার জন্য (বিধাতা) চন্দ্রের কলঙ্ক দিল।

(৩৮৫)

তনিত লাগি ফুলল অরবিন্দ।
ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ॥
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
সে শুনি কোকিল মনে উঠ হাস॥

এ রে মানিনি পলটি নিহার।
অরুন পিবএ লাগল অন্ধকার॥

মানিনি মান মহথ ধন তোর।
চোরাবএ চাহি অএলাহু অনুচিত মোর॥

তোঁ অপরাধে মার পঁচবান।
ধনি ধর হরিকএ রাখ পরান॥

নেপাল ১৩৭, পৃঃ ৪৮ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৩৬৩

শব্দার্থ—তনিত লাগি—অল্পক্ষণের জন্য।

অনুবাদ—ক্ষুধিত ভ্রমর মধু পান করিবে তাহারই লাগিয়া কমল অল্পক্ষণের জন্য ফুটিল। নক্ষত্র বিরল হইয়াছে ও নভোমণ্ডল শোভা পাইতেছে দেখিয়া কোকিলের মনে হাসি উঠিল। হে মানিনি, ফিরিয়া দেখ, অরুণ অন্ধকার পান করিতে লাগিল। মানিনি, তোমার মান মহার্ঘ ধন, চুরি করিতে আসিলাম, আমার অন্যায় করা হইল। সেই অপরাধে মদন মারিতেছে, হে ধনি, তুমি হরিকে ধর এবং প্রাণ রক্ষা কর।

(৩৮৬)

কতএ অরুন উদয়াচল উগল
কতএ পছিম গেল চন্দা।
কতয় ভ্রমর কোলাহলেঁ জাগল
সুখে সুতথু অরবিন্দা॥
কামিনি জামিনি কাঁহা গেলী
চির সময় আগত হরি ভেল পাহুন
আধেউ কেলি ন ভেলী॥

পঞ্ক পাত অতাপে ন পওলে
ঝামর ন ভেলে দেহা।
কৃপন সঁচিত ধন রহল অখণ্ডিত
কাজর সিন্দুর রেহা॥
অরুনক জোতি অধরে নহি ছড়লে
পলটি ন গঁথলে হারা।
আনহু বোলব সখি তোঁএ অচেতনি
কী তোর নাহ গমারা॥

বিদ্যাপতি ভন মন নহি পরসন
হিয় চিন্তা বিস্তারা।
পলটি রচব কেলি পিয় সঙ্গ হিল মেলি
দম্পতি উচিত বিহারা॥

তালপত্র ন গু. ৩৭৩

শব্দার্থ—চির সময়—অনেকদিন পরে; পাহুন—অতিথি; আধেউ—অর্দ্ধেকও; পঞ্ক—পদ্মের; হিল মেলি—মিলিয়া।

অনুবাদ—কোথায় অরুণ উদযাচলে উদিত হইল, কোথায় চন্দ্র পশ্চিমে গেল, কোথায় ভ্রমর কোলাহল করিয়া সুখনিদ্রিত কমলকে জাগরিত করিল! কামিনি, যামিনী কোথায় গেল? দীর্ঘকাল পরে আগত হরি অতিথি হইল, অর্দ্ধ কেলিও হইল না। পদ্মপত্রে (সূর্য্যের) উত্তাপ পাইল না (নায়িকা কমলিনী, নায়ক সূর্য্য)। তোমার দেহ মলিন হইল না,

৩৮৫। মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "তনিত" স্থানে "তনিহি", "অবিরল" স্থলে "বিরল", এবং "তোঁ" স্থলে "তেঁ" করিয়াছেন।

কৃপণের সঞ্চিত ধনের (ন্যায়) কজ্জল (ও) সিন্দুররেখা অখণ্ডিত রহিল। অরুণের জ্যোতি অধরকে ত্যাগ করে নাই (অধর ম্লান হয় নাই), হার পালটাইয়া গাঁথা হয় নাই (মিলনের কালে যদি হার ছিন্ন হইত তাহা হইলে আবার গাঁথিতে হইত), সখি অপর লোকে বলিবে হয় তুই মূঢ়া কিম্বা তোর নাথ মূর্খ। বিদ্যাপতি কহেন মন প্রসন্ন নাই, হৃদয়ে চিন্তা বিস্তারিত রহিয়াছে ; পালটিয়া (পুনর্ব্বার) প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া কেলি রচনা করিবে (তখন) দম্পতীর উচিত বিহার হইবে।

(৩৮৭)

আরতি আপু পবার ন চিহ্নহ
ধরহ কত কুবানি।
অপনি রমনি রাগে সন্তাবহ
পরক পেয়সি আনি॥
কহ্না তোঁএ বড় লোক নিসঙ্ক।
হসি হসি সেহে করম করসি
জেঁ হো কুল-কলঙ্ক॥
জাহি জাহি তোহি গুরু নিবারএ
তাহি তোরা নিরবন্ধ।
আঁখি দেখি জে কাজ ন করএ
তাহি পারে কে অন্ধ॥
তথুহু চীর সমাগম মাগহ
এত বড় তোর লোভ।
পরক ভূসনে পরক বৈভবে
কত খন দহু সোভ॥
দূতিক বচনে কাহ্নু লজাএল
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
জে ভেল সে ভেল জেহি তেহি গেল
আবে করু অবধানে॥

তালপত্র ন গু. ৩৭৬

শব্দার্থ—আপু—আপনি, পবার—প্রবাল।

অনুবাদ—এত তোমার ভোগাসক্তি (আরতি) যে তুমি নিজের বস্তু (প্রবাল) চিনিতে পার না। কত কুকথা বল, পরের প্রেয়সীকে আনিয়া আপনার রমণীকে রাগান্বিত করিয়া সন্তপ্ত কর। কানাই, তুমি একেবারে লোক-ভয়শূন্য, হাসিয়া হাসিয়া সেই কাজ কর যাহাতে কুলকলঙ্ক হয়। যাহা যাহা তোমাকে গুরুগণ নিবারণ করে তাহাতেই তোমার জেদ্। চক্ষে দেখিয়া যে কাজ করে না, তাহার চেয়ে অন্ধ আর কে ? সেখানে দীর্ঘ সমাগম চাহ। এত বড় তোমার লোভ, পরের ভূষণে পরের বৈভবে কতক্ষণ শোভা পাইবে ? কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, দূতীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল। যাহা হইল (হইয়া গেল তাহা গেল), এখন মনোযোগ কর (সাবধান হও)।

(৩৮৮)

উগমল জগ ভম কাহু ন কুসুম রম
পরিমল কর পরিহার।
অকমি জতএ রীতি তে বিনু কখিতি
নেহ ন বিষয় বিচার॥
মালতি তোহি বিনু ভমর সদন্দ।
বহুত কুসুম বন সবহী বিরত মন
কতহু ন পিব মকরন্দ॥

বিমল কমল মধু সুধা সরিস বিধু
নেহ ন মধুপ বিদার।
হৃদয় সরিস জন ন দেখিঅ জতি খন
ততি খন সয়র আঁধার॥

নেপাল ৪৭, পৃঃ ১৮খ, পং ১, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৩৮৪

শব্দার্থ—উগমল—ভ্রান্ত ; নেহ—স্নেহ ; সদন্দ—দ্বন্দ্বযুক্ত, কাতর ; সরিস—সদৃশ ; সয়র—সকল।

অনুবাদ—উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া জগৎ ভ্রমণ করে, (কিন্তু) কোন কুসুমে রমণ করে না, পরিমলও ছাড়িয়া দেয়। যাহার যেথানে পিরীতি, তাহা বিনা স্থিতি হয় না। স্নেহ বিষয় বিচার করে না (স্নেহাস্পদ হইতে ভিন্ন বস্তু তাহাব ভাল লাগে না)। মালতি, তোর অভাবে ভ্রমব কাতব, বনে অনেক কুসুম, সকলের প্রতি মন বিবক্ত, কোথাও মকরন্দ পান করে না। চন্দ্রের সুধাসদৃশ যে বিমল কমল মধু (মালতীব) পেনের নিকট তাহাও ভ্রমবেব ভাল লাগে না, হৃদযেব সদৃশ জন (মনের মানুষ) যতক্ষণ না দেখে ততক্ষণ সকল অন্ধকাব।

(৩৮৯)

জাবে সরস পিয়া বোলএ হসী।
তাবে সে বালভু তঞো পেয়সী॥
জঞো পএ বোলএ বোল নিঠুর।
তঞো পুনু সকল পেম জা দূর॥

এ সখি অপুরুব রীতি।
কঁহাহু ন দেখিঅ অইসনি পিরীতি॥
জে পিয়া মানএ দোসবি পরান।
তকরাহু বচন অইসন অভিমান॥

তৈসন সিনেহ জে থির উপতাপ।
কে নহি বস হো মধুর অলাপ॥
হঠে পরিহর নিঅ দোসহি জানি।
হসি ন বোলহ মধুরিম তুই বানি॥

সুরত নিঠুব মিলি ভজসি ন নাহ।
কা লাগি বঢ়াবসি পিসুন উছাহ॥

নেপাল ১২৬, পৃঃ ৪৫ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু ৩৮৬

শব্দার্থ—উপতাপ—পীড়া, সন্তাপ।

অনুবাদ—যতক্ষণ প্রিযতম হাসিয়া সরস কথা বলে, ততক্ষণই সেই বল্লভের তুমি প্রেয়সী। যদি সে নিষ্ঠুর কথা বলে তাহা হইলেই তোমার সকল প্রেম দূরে যায়। এ সখি! এ বড অপরূপ রীতি! এরূপ পিরীতি তো কোথাও দেখি নাই। যে প্রিযতম তোমাকে দ্বিতীয় প্রাণের তুল্য মানে, তাহার কথায এত অভিমান? সেরূপ স্নেহে সকল সন্তাপ দূরীভূত

৩৮৮। মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "উগমল" স্থলে "উমগল", "কথিতি" স্থলে "নহী থিতি", "বিষয়" স্থলে "বিজয়", "বিদার" স্থানে 'বিচার", "সয়র" স্থলে "সগর" করিয়াছেন

হয় ; মধুর আলাপে কে না বশ হয় ? নিজের দোষ বুঝিযাও তাহাকে জোর করিযা পরিহার করিতেছ—হাসিযা দুটী মিষ্ট কথা বলিতেছ না। স্বরত ব্যাপারে নিঠুর (উদাসীন) হইয়া তুমি নাগকে ভজনা করিতেছ না। দুষ্টলোকের উৎসাহ কি জন্য বাড়াইতেছ ?

(৩৯০)

গগন মডল উগ কলানিধি
কতে নিবারবি দীঠি।
জখনে জে রহ তেঁহি গমাইঅ
জে বহত দীঅ পীঠি ॥

সাজনি বড় বথু উপকার।
জহ্নিক বচনে পরহিত হো
তহ্নিক জিবন সার ॥
সা জন কাঁ পরহিত লাগি
ন গুন ধন পরান।
রাহু পিয়াসল চাঁদ গরাসএ
ন হো খীন মলান ॥

ন থির জিবন ন থির জউবন
ন থির এহে সঁসার।
গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার ॥
কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী
কতএ লঙ্কাপুর বাস।
কত হনুমতে সাঅর লাঁঘল
কিছু ন গুনু তরাস ॥

জখনে জকর বাঙ্ক বিধাতা
সব কলা অনুমান
অধিক আপদ ধৈরজ করব
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

তালপত্র ন. গু. ৬৮৭

শব্দার্থ—মডল—মণ্ডল ; উগ—উদিত হইল, কলানিধি—চন্দ্র, গমাইঅ—কাটাইবে ; পীঠি—পৃষ্ঠ ; কিরিতি—কীর্ত্তি।

অনুবাদ—গগন মণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে কত দৃষ্টি নিবারণ করিবে ? যখন যেমন থাকিবে সেইরূপ কাটাইবে, যেদিকে (বায়ু) বহিবে সেই দিকে পৃষ্ঠ দিবে। সজনি, উপকার বড় বস্তু (সামগ্রী) যাহার বচনে পরের হিত হয়, তাহার জীবন সার (সার্থক)। সাধুগণ পরের হিতের জন্য ধনপ্রাণ গণনা করে না। পিপাসিত রাহু চন্দ্র গ্রাস করে (কিন্তু চন্দ্র) ক্ষীণ (অথবা) ম্লান হয় না। জীবন স্থির নয়, যৌবন স্থির নয়, এই সংসার স্থির নয়। যে সুযোগ চলিযা যায় তাহা আর পাওয়া যায় না ; কীর্তি অমরত্বের সার। কোথায় রাঘবরাজার ঘরণী (সীতা), কোথায় লঙ্কাপুরে বাস ; কোথায় হনুমান সাগর বন্ধন করিল কিছু ত্রাস গণনা করিল না (আশঙ্কাকে গ্রাহ্য করিল না)। যখন যাহার পক্ষে বিধাতা বাম হয় ; সকল (তাঁহার) লীলা বিবেচনা করিবে। কবি বিদ্যাপতি কহেন, অধিক আপদে ধৈর্য্য করিবে।

(৩৯১)

দুরজন দুরনএ পরিনতি মন্দ ॥
তা লাগি অবস করিঅ নহি দন্দ ॥
হঠে জঞো করবহ সিনেহক ওর ।
ফুটল ফটিক বলঅ কে জোর ॥
সাজনি অপনে মন অবধার ।
নখ ছেদন কে লাব কুঠার ॥

জতনে রতন পএ রাখব গোএ ।
তেঁ পরি জেঁ পরবস নহি হোএ ॥
পরগট করব ন সুপহুক দোস ।
রাখব অনুনঅ অপন ভরোস ॥
ভনই বিদ্যাপতি পরিহর ধন্ধ ।
অনুখন নহি রহ সুপহু অনুবন্ধ ॥

তালপত্র ন. গু. ৩৮৯

শব্দার্থ—দুরনএ—দুর্ণয়, মন্দকাজ ; অবস—অবশ্য ; করবহ—করিবে ; সিনেহক ওর—স্নেহের সীমা, প্রণয়ের শেষ ; বলঅ—বলয় ; কে জোর—জোড়া লাগাইবে কে ?

অনুবাদ—দুর্জ্জনের দুর্নীতির পরিণাম মন্দ ; সেজন্য অবশ্য বিবাদ করিও না। বলপূর্ব্বক যদি স্নেহের শেষ কর (স্নেহ নষ্ট কর) স্ফটিকের ভগ্ন বলয় কে জোড়া দিবে ? সজনি, আপনার মনে অবধারণ কর, নখ ছেদন করিবার তরে কে কুঠার আনে ? যত্নপূর্ব্বক রত্ন সেইরূপে গোপনে রাখিবে যাহাতে পরবশ (পরের হস্তগত) না হয়। সুনাগরের দোষ প্রকাশ করিবে না, অনুনয় বিনয় করিয়া নিজের আশা রক্ষা করিবে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সংশয় ত্যাগ কর, সুপ্রভু সব সময়েই যে অনুকূল থাকেন তাহা নহে।

(৩৯২)

অতি নাগর[১] বোলি সিনেহ বঢ়াওল
অবসর বুঝলি বঢ়াই[২] ।
তেলি বড়দ[৩] থান ভল দেখিঅ
পালঁব নহি উজিআই ॥
দূতী বুঝল[৪] তোহর বেবহার[৫] ।
নগর সগর ভমি জোহল নাগর
ভেটল নিছছ গমার[৬] ॥

গুঞ্জ আনি মুকুতা তোহে[৭] গাঁথল
কএলহ মন্দি পরিপাটী[৮] ।
কঞ্চন চাহি[৯] অধিক কএ কএলহ[১০]
কাচহু তহ ভেল ঘাটী ॥
সব গুন আগর সব তহু সূনল[১১]
তেঁ হমে[১২] লাওল নেহে ।
ফল কারনে তরু অবলম্বন
ছাহরি ভেল সন্দেহে ॥

নেপাল ২৪৩, পৃঃ ৮৮ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৩৯০ (তালপত্র)

শব্দার্থ—বঢ়াই—মহত্ব ; বড়দ—বলদ ; থান—বাথান, গোয়ালঘর ; উজিআই—শোভা পায় ; নিছছ—নিছক ; ছাহরি—ছায়া।

নেপাল পুঁথির পাঠান্তর :—(১) বর সুপুরুষ (২) দিনে দিনে হোইতি বড়াই (৩) তেহি বড়দ (৪) ঐসন (৫) বেবহারে (৬) গমারে (৭) হামে (৮) বুঝলি তুঅ পরিপাটি (৯) আহি (১০) কহলহ (১১) সুনিঅ (১২) মঞে।

অনুবাদ—উত্তম নাগর বলিয়া স্নেহ বাড়াইলাম, উপযুক্ত সময়ে (তাহার) মহত্ত্ব বুঝিলাম। কল্পব বলদেব (পক্ষে) গোয়ালঘর ভাল দেখায়, পালঙ্ক শোভা পায় না। দূতি, তোব ব্যবহাব বুঝিলাম, সমস্ত নগব ভ্রমণ কবিয়া নাগর খুঁজিলি, একেবারে মূর্থ পাইলি। গুঞ্জা আনিয়া তুই মুক্তাব সঙ্গে গাঁথিলি, মন্দ অনুক্রম কবিলি। কাঞ্চনেব অপেক্ষা অধিক করিয়া বলিলি, কাচেব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইল। সকলেব নিকট শুনিলাম সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটনা করিলাম। ফলের জন্য তরু অবলম্বন কবিলাম, (এখন) ছায়াবও সন্দেহ হইল (ছায়াও মিলা ভাব হইল)।

(৩৯৩)

তোহব হৃদয় কুলিশ কঠিন, বচন অমিঞ ধাব।
পহিলহি নহি বুঝএ পাবল, কপটকে বেবহাব॥
জত জত মন ছল মনোবথ বিপবিত সবি ভেল।
আখি দেখইতে কুপথ ধসলিহু আবতি গৌবব গেল॥
সাজনিঅ হমে কি বোলব আও।
আগু গুণি জে পাছু কাজ ন করিঅ
পাছে হো পাচতাও॥
উত্তিম জন বেবথা ছাড়এ, নিঞ বেথা চুক কৈসে।
কএ সে মুহ দেখাবএ পেমি পতাবণ রূপ॥
অবে হমে তুঅ সিনেহ জান কঞোন উপমা দেব।
এহবি চোচক ঘোঁ বা আইসন কিছু ন বাণি খেব॥

নেপাল ৩৫, পৃ ১৪ ক, পং ৫, বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—ধসলিহু—ঝাঁপ দিলাম।

অনুবাদ—তোমাব হৃদয় বজ্রেব মতন কঠিন, কিন্তু বচনে অমিয়েব ধাবা। প্রথমে কপটের ব্যবহাব বুঝিতে পারি নাই। আমাব মনে যাহা যাহা বাসনা ছিল সবই ব্যর্থ হইল। চক্ষেব নিমেষে কুপথে ঝাঁপ দিলাম; সমস্ত সম্ভ্রম-মর্য্যাদা নষ্ট হইল। সখি! আমি আব কি বলিব? অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া যে কাজ কবে, তাহার পশ্চাত্তাপ হয়। উত্তম জনও ব্যবস্থা অনুযায়ী চলে না; কিন্তু তাহাব নিজেব যে ব্যথা তাহা দূব হইবে কিরূপে? তাহার প্রেম প্রতাবক-রূপ লইয়া কিরূপে মুখ দেখাইবে? এখন আমি তোমার প্রেম জানিলাম; ইহাব উপমা কি দিব? (শেষেব চরণের অর্থ উপলব্ধ হইল না)।

(৩৯৪)

মধু সম বচন কুলিস সম মানস
প্রথমহি জানি ন ভেলা।
অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দুর গেলা॥

সখি হে, মন্দ পেম পরিনামা।

বড় কএ জীবন কএল পরাধিন
নহি উপচর এক ঠামা॥

ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি প'রল
আরতি চললহু ধঈ।
তখন লঘু গুরু কিছু নহি গূনল
অব পচতাবকে জাঈ ॥

এতদিন অছলহু আন ভান হম
অব বূঝল অবগাহি।
অপন মুর অপনে হম চাঁছল
দোখ দিব গএ কাহি ॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
চিতে গনব নহি আনে।
পেমক কারন জীউ উপেখিএ
জগজন কে নহি জানে ॥

তালপত্র ন. গু. ৩৯৫

শব্দার্থ—জানি ন ভেলা—জানিতাম না; উপচর—শান্তি; ঝাঁপল—লুকানো; পচতাবকে—পশ্চাত্তাপ; মুর—মাথা; চাঁছল—কাটিলাম।

অনুবাদ—মধুর ন্যায় বচন, বজ্রের ন্যায় (কঠোর) মন—প্রথমে জানিতাম না, আপনার চতুরপনা খলের হাতে দিলাম, গুরুগৌরব দূরে গেল। হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দ, বড় মনে করিয়া (মাধবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া) জীবন পরাধীন (তাহার অধীন করিলাম), (তাহাতে) কোথাও (আমার) শান্তি নাই। ঢাকা কূপ দেখিতে পাই নাই, বেগে ধাবিত হইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু) কিছু বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে। এতদিন আমি অন্য জ্ঞানে ছিলাম, এখন তলাইয়া (উত্তমরূপে) বুঝিয়াছি। আপনার মস্তক (মুর) আমি আপনি কাটিয়াছি, এখন গিয়া কাহার দোষ দিব? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে অন্য ভাবিও না, জগতের লোক কে না জানে যে প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে?

(৩৯৫)

বিমল কমল মুখি ন করিঅ মানে।
পাওত বদন তুঅ চাঁদ সমানে ॥
কামে কপট কনকাচল আনী।
হৃদয় বইসাওল দুই করে জানী ॥
তেঁ পাতকে তোহি মাঝহি খীনী।
লঘু গতি হংসহু তহ অতি হীনী ॥

এঁ ধনে সুখিত হোয়ত জুবরাজে।
বসনে ঝপাবহ কী তোর কাজে ॥
হসি পরিরম্ভি অধর মধু দানে।
কখনে ফুজলি নিবি কেও নহি জানে ॥
ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুজানে।
রুকুমিনি দেই পতি সুন্দর কাহ্নে ॥

তালপত্র ন. গু. ৪১৭

শব্দার্থ—কপট—কৃত্রিম।

অনুবাদ—(হে) বিমল কমলমুখি, মান করিও না, তোমার মুখ চন্দ্রের তুল্য হইবে (এখন তোমার মুখ চন্দ্রের অপেক্ষা সুন্দর, মান করিলে ম্লানমুখ চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কিত হইবে)। কাম কৃত্রিম কনকাচল আনিয়া দুইটি করিয়া তোমার বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়াছে বোধ হয়। (একটি কনকাচলকে দুই করিয়া বসানো হইয়াছে) সেই পাপের শাস্তি স্বরূপ তোমার

কটিদেশ ক্ষীণ, সেই জন্য হংসের লঘুগতি অপেক্ষাও (তোমার গমন) অতি হীন (লঘু)। এই ধনে যখন যুবরাজ সুখী হয়, তখন বসনে ঢাকিবার তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি যদি হাসিয়া আলিঙ্গন কর ও অধরমধু দান কর (তাহা হইলে) কখন নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িবে তাহা কেহ জানিবে না। বিদ্যাপতি বলেন রুক্মিণীদেবীর পতি সুন্দর কানাই সুজন।

(৩৯৬)

বুঝহি ন পারল কপটক দীস।
অমিঅ ভরমে খাএল হম বীস॥
অবে পরতীতি করতঁ দহু কোএ।
সামর নহি সরলাসয় হোএ॥
এ সখি কী পরসংসহ কাহ্নু।
বচন সুধা সম হৃদয় পখান॥

মোহন জাল মদন সরে ভোলি।
আরতি কী ন পঠওলহ্নি বোলি॥
বোলহিক ভল সখি মাধব নাম।
বড় বোল ছড় পরজন্তক ঠাম॥
অনুভবি দূর কএল অনুবন্ধ।
ভুগুতল কুসুম ভমর অনুসন্ধ॥

ভনই বিদ্যাপতি তোহেঁ সখি ভোরি।
চেতন হাথ কহাঁ রহ চোরি॥

তালপত্র ন. গু. ৪২৫

শব্দার্থ—দীস—উদ্দেশ্য ; পরতীতি—প্রতীতি ; করত দহু কোএ—কে করিবে। পরসংসহ—প্রশংসা কর ; ভুগুতল—ভুক্ত।

অনুবাদ—কপটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, অমৃত ভ্রমে আমি বিষ খাইলাম। এখন কি কেহ প্রতীতি করিবে ? কালো কখনও সরল চিত্ত হয় না। হে সখি, কানাইয়ের কেন প্রশংসা করিতেছ, বচন সুধা সম, হৃদয় পাষাণ। মদনের শরে চঞ্চল (আমি) মুগ্ধের ন্যায় (যখন) জালবদ্ধ, (সেই) অনুরাগের সময় কি না বলিয়া পাঠাইয়াছিল ? সখি, মাধব নাম বলিতেই ভাল, (কিন্তু কাজে কিছু নয়) ; মহৎ ব্যক্তি কি শেষ পর্যন্ত কথা (প্রতিশ্রুতি) ত্যাগ করে ? অনুভব করিয়া (ভোগ করিয়া) আদর দূর করিল, ভুক্ত কুসুমকে কি ভ্রমর অনুসন্ধান করে ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন সখী তুমি মূঢ়া, চতুরের নিকট চুরি কোথায় থাকে (চতুরের নিকট কেমন করিয়া গোপন করিবে) ?

(৩৯৭)

দহো দিস সুনসন অধিক পিআসল
ভরমৈতে বুল সভ ঠামে।
ভাগ বিহিন জন আদর নহি লহ
অনুভব ধনি জন ঠামে॥

হে সাজনি জনু লেহে ভমিকরি নামে।
বিধিহিক দোখ সন্তোখ উচিত থিক
জগত বিদিত পরিনামে॥

আতপেঁ তাপিত সীতল জানিকহু
সেওল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূর গেল
কএল দবানলে দাহে॥

কতে দুখে আজ সমুদ্র তির পাওল
সগরেও জলে ভেল ছারে।
এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে॥

তালপত্র ন. গু. ৪৩৪

শব্দার্থ—দহো—দশ; সুনসন—শূন্যপ্রায়; পিআসল—পিপাসিত; ভমিকরি—ভ্রমণকারী; দোখ—দোষ; সেওল—সেবিল; ছাহে—ছায়া।

অনুবাদ—দশ দিক শূন্যপ্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অধিক পিপাসিত হইল। ভাগ্যহীন জন ধনী ব্যক্তির নিকটে আদর অনুভব করে (প্রাপ্ত হয়) না। হে সজনি, ভ্রমণকারীর নাম লইও না বিধির দোষ। জগতে এই পরিণাম বিদিত, সেইজন্য সন্তোষ অনুভব করাই উচিত। আতপে তাপিত হইয়া শীতল জানিয়া মলয় গিরির ছায়া সেবন করিলাম। আমার এমনি কর্ম (অদৃষ্ট) সেও দূরে গেল, দাবানল দগ্ধ করিল। কত দুঃখে আজ সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলাম কিন্তু সমুদয় জল লবণাক্ত হইল। সুকবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, এমন সময় ধৈর্যে হিত হয়।

(৩৯৮)

কমল ভমর জগ অছএ অনেক।
সব তঁহসেঁ বড় জাহি বিবেক॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার।
অবসর থোড়হু বহুত উপকার॥
মধু নহিঁ দেলহ্ রহলি কি খাগি।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি॥

অতি অতিশয় ওলনা দেল।[১]
জাব জীব অনুতাপক ভেল॥
তোঞে নহিঁ মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভলেও মন্দ হো মন্দা সমাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।
নিঅ ক্ষতি বিনু পরহিত নহিঁ হোএ॥

তালপত্র ন. গু ৪৪০, গ্রিয়ার্সন ৪৫ *

শব্দার্থ—তোরিত—শীঘ্র; থোড়হু—অল্প; খাগি—অভাব।

অনুবাদ—কমলবিলাসী ভ্রমর জগতে অনেক আছে। যাহার বিবেচনা আছে সেই সব চেয়ে বড়। মানিনি শীঘ্র অভিসার কর। অল্প অবসরেও অনেক উপকার হইতে পারে। তুমি তাহাকে মধু দাও না, যদিও তোমার অভাব কি? সেই সম্পত্তিই আসল, যাহা পরহিতে লাগে। তুমি তাহাকে কঠিন কথা বলিলে, তাহাতে তাহার মনে সারা জীবনের জন্য অনুতাপ রহিল। তুমি তো খারাপ নও, তোমার কাজ খারাপ। কিন্তু মন্দের সংসর্গে ভালও মন্দ হয়। বিদ্যাপতি বলেন দূতী গোপনে বলিতেছে নিজের ক্ষতি না করিলে পরের হিত করা যায় না।

---

*Lotus loving bees are many in this world but amongst all he is great who hath discretion. "O proud lady, haste and yield to thy love's caresses. Opportunity is short, and the benefit is great'. Thou gavest him no honey, though thou hadst no lack of it. Only that wealth is wealth by which others are benefited. Thou speakest rashly to him, and thereby didst put a flame to his heart which will only be extinguished with his death. It is not thou who art base but thy action. Evil communications corrupt manners. Vidyapati saith, the massenger told her privately; one cannot gain one's own without another's loss.

গ্রিয়ার্সনের পাঠান্তর—(১) অপুজিত লএ তুলনা তুঅ দেল।

(৩৯৯)

থির নহি জউবন থির নহি দেহ।
থির নহি রহএ বালভু সঞো নেহ ॥
থির জনু জানহ ই সংসার।
এক পএ থির রহ পর উপকার ॥
সুন সুন সুন্দরি কএলহ মান।
কী পরসংসহ তোহর গেআন ॥
কউলতি কএ হরি আনল গেহ।
মূর ভাঁগল সন কএলহ সিনেহ ॥
আরতি আনল বিঘটিত রঙ্গ।
সুতরিক রাব সরিস ভেল সঙ্গ ॥
বিমুখি চললি হরি বুঝি বেবহার।
আবে কি গাওত কবি কণ্ঠহার ॥

তালপত্র ন গু ৪৪৯

শব্দার্থ—থির—স্থির; নেহ—প্রেম; পএ—অব্যয় শব্দ; কউলতি—কবুলতি—অঙ্গীকার; সুতরিক রাব—সুতা ও গুড়; সরিস—সদৃশ।

অনুবাদ—যৌবন স্থির নয়, দেহ স্থির নয়, বল্লভের সহিত স্নেহ স্থির থাকে না। এই সংসারকে যেন স্থির ভাবিও না। একমাত্র পরোপকার স্থির থাকে। সুন্দরি, শুন শুন, মান করিয়াছ তোমার জ্ঞানের কি প্রশংসা কর? অঙ্গীকার করিয়া হরিকে গৃহে আনিলে, এমন স্নেহ করিলে যে মূল (শুদ্ধ) ভাঙ্গিয়া গেল। আর্ত হইয়া আনিয়া রঙ্গে ব্যাঘাত করিলে, দড়ী ও গুড়ের সদৃশ সঙ্গ হইল (গুড়ে সূতা মিশানো থাকিলে যেমন তাহা অব্যবহার্য হয়, তেমনই তোমাদের মিলন হইল)। হরি ব্যবহার বুঝিয়া বিমুখ হইয়া চলিল। এখন কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কি গাহিবে?

(৪০০)

হৃদয় কুসুম সম মধুরিম বানী।
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুস জানী ॥
অবে ককে জতন করহ ইথি লাগী।
কওন মুগুধি আলিঙ্গতি আগী ॥
চল চল দূতী [১]কো বোলব লাজে।
পুনু পুনু জনু আবহ অইসন কাজে ॥
নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ।
অবলা মারন জান উপাঈ ॥
দিঢ় আসা দএ মন বিঘটাবে।
গেলে অচিরহি লাঘব পাবে ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
নাগর লাঘব ন করিঅ জানী ॥

নেপাল ১৫৩, পৃঃ ৫৪ খ; পং ৫; ন. গু. ৩৯১

শব্দার্থ—নিঅর—নিকট; আগী—আগুন; বিঘটাবে—ব্যাকুল করিয়া দেয়।

অনুবাদ—হৃদয় কুসুমতুল্য, বাণী মধুর, তোমার নিকটে সুপুরুষ জানিয়া আসিয়াছিলাম। এখন কেন ইহার (পুনর্মিলনের) জন্য যত্ন করিতেছ? কোন মুগ্ধা অগ্নিকে আলিঙ্গন করিবে? যাও যাও দূতি, লজ্জায় কি বলিব, বার বার যেন এমন কাজে আসিও না। সে নয়ন-তরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারিবার উপায় জানে। দৃঢ় আশা দিয়া মন ব্যাকুল করে; কিন্তু তাহার কাছে গেলে কেবল ছোট হইতে হয়। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন চতুরে, নাগর জানিয়া লাঘব করে না।

(১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "কো বোলব" স্থলে "কী বোলব" করিয়াছেন।

(৪০১)

বচন অমিঞ সম মনে অনুমানি।
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুষ জানি॥
তসু পরিনতি কিছু কহহি ন জাএ।
সুতি রহল পহু দীপ মিঝাএ॥
এ সখি পহু অবলেপ সহী।
কুলিস অইসন হিয় ফাট নহী॥
করজুগে পরসি জগাওল ভাব।
তইঅও ন তেজ পহু নীন্দ সভাব॥

হাথ ঝপাএ রহল মুহ লাএ।
জগইত নিন্দ গেল ন হোঅ জগাএ॥

নেপাল ৯৫, পৃঃ ৩৪ খ ; পং ৪ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু' ৪৮৮

শব্দার্থ—নিঅর—নিকট ; মিঝাএ—নিভাইয়া ; অবলেপ—গর্ব্ব ; সহী—সহিয় ; ঝপাএ—ঢাকা দিয়া ; মুহ—মুখ।

অনুবাদ—তোমার অমৃতের মতন কথা শুনিয়া তোমাকে সুপুরুষ বলিয়া জানিলাম ও নিকটে আসিলাম। তাহার পরিণাম কিছু বলা যায় না—বলিতেও লজ্জা করে। প্রভু দীপ নিভাইয়া শুইয়া থাকিল। প্রভুর নিকট এই গর্ব্বিত ব্যবহার পাইয়াও আমার বজ্রতুল্য হৃদয় ফাটিয়া গেল না। দুই হাত দিয়া দিয়া স্পর্শ করিয়া তাহার ভাব (কামভাব) জাগাইলাম, তথাপি প্রভুর চোখের ঘুম যেন কাটে না। সে মুখে হাত ঢাকা দিয়া রহিল। যে জাগিয়া নিদ্রা যায় তাহাকে জাগান যায় না।

(৪০২)

চাঁদ সুধাসম বচন বিলাস।
ভল জন ততহি জাএত বিসবাস॥
মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।
পিবইত নীম বাঁক মুহ হোয়॥
এ সখি সুমুখি বচন সুন সার।
সে কি হোইতি ভলি জে মুহ খার॥
জে জত জৈসন হৃদয় ধব গোএ।
তকর তৈসন তত গৌরব হোএ॥
গৌরব এ সখি ধৈরজ সাধ।
পহু নহি ধরএ সতও অপরাধ॥
জেঁ অছ হৃদয়া মিলত সমাজ।
অবসও বহব ওঁাউধি ভই লাজ॥
কাচ ঘটী অনুগত জন জেম।
নাগর লখত হৃদয়গত পেম॥
মধুর বচন হে সবহু তহ সার।
বিদ্যাপতি ভন কবিকণ্ঠহার॥

তালপত্র ন. গু ৩৮৮

শব্দার্থ—বিসবাস—বিশ্বাস ; মন্দামন্দ—ভালমন্দ ; বাঁক মুহ—বাঁকা মুখ, মুহ খার—মুখে যাহার খার (অবিশোধিত লবণ)—দুর্ম্মুখ রমণী, গোএ—গোপন করে ; সমাজ—মিলন ; ওঁাউধি—উল্টাইয়া ; জেম—ভোজন।

অনুবাদ—চাঁদের সুধাসম বচন বিকাশ, ভাল লোক তাহাতেই বিশ্বাস করে। ভাল মন্দ সকল লোকেই বলে, নিম খাইলে (মন্দ কথা শুনিলে) (তিতায়) মুখ বাঁকা হয়। হে সখি সুন্দরি, সার কথা শুন, যে নারী কলহকারিণী সে কি

ভাল হয়? যে যেমন (যত) হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখে, তাহার তেমন গৌরব হয়। হে সখি, ধৈর্য্য সাধনা করিলে গৌরব হয়, প্রভুর শত অপরাধও ধরিতে নাই। যদি হৃদয়ে মিলনের ইচ্ছা থাকে (তাহা হইলে) অবশ্য লজ্জা উল্টাইয়া রহিবে (লজ্জা প্রকাশ হইবে না)। অনুগত ব্যক্তি কাঁচা (মৃত্তিকা নির্মিত) ঘটে (পাত্রে) ভোজন করে, নাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে (অনুগত ব্যক্তিকে যেমন কাঁচা ঘটে ভোজন করাইলে সে বিরক্ত হয় না, সেইরূপ প্রেম প্রকাশ করিলেও সুনাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে)। বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার কহিতেছেন, মধুর বচন সকলের অপেক্ষা সার (শ্রেষ্ঠ)।

(৪০৩)

আসা দইএ উপেখহ আজ।
হৃদয় বিচারহ কঞোনক লাজ॥
হমে অবলা থিক অলপ গেআন।
তোহর ছৈলপন নিন্দত আন॥

সুপহু জানি হমে সেওল পাও।
আবে মোর প্রাণ রহত কি জাও॥
কএল বিচারি অমিঞকে পান।
হোএত হলাহল ই কে জান॥

কতহু ন সুনলে অইসন বাত।
সাঁকর খাইত ভাঙ্গএ দাত॥

নেপাল ১১৮; পৃঃ ৪২ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু. ৪৮১

শব্দার্থ - দইএ—দিয়া। সাঁকর—শর্করা, চিনি।

অনুবাদ—আশা দিয়া আজ উপেক্ষা করিতেছ, হৃদয়ে বিচার কর কাহার লজ্জা। আমি তো অল্পজ্ঞান অবলা, অপর লোকে তোমার নাগরালীর নিন্দা করিবে। সুপ্রভু জানিয়া আমি পদসেবা করিলাম, এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায় (সংশয়স্থল)। অমৃত বিচার করিয়া পান করিলাম, হলাহল হইবে ইহা কে জানে? চিনি খাইতে দাঁত ভাঙ্গে এমন কথাতো কোথাও শোনা যায় না।

(৪০৪)

বচনক বচনে দন্দ পএ বাঢ়ল
…………ধরি গেলা।[১]
অবলা গোপ কঞোনে কী বোলব
কী সীক দিব ভেলা।
নারি পুরুষ হটসি ন দিনে দিনে
পেম আবে তহি বিসরল
বিনু বাহলে পহ ধীন॥
কত বোলব কত মঞে জে সিখাউলি
কত পললাহু মঞে পাও দবাবাঙ্ক
কঞোনে সবি আওব তে তবিন মীলকরাও।

নেপাল ২৩৭, পৃঃ ৮৫ খ, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

(৪০৪) মন্তব্য—নেপাল পুঁথিতে দ্বিতীয় চরণে অনেকখানি জায়গা ছাড়া আছে—বোধ হয় লিপিকার মূল পড়িতে পারেন নাই।

অনুবাদ—কথায় কথায় দ্বন্দ্ব বাড়িয়া গেল।......অবলা গোপবালা কিসে কি বলি। 'কি সীক দিব ভেলা' (অর্থ বুঝা গেল না)। নারী পুরুষকে দিনে দিনে ছাড়ে না। কিন্তু সেই আজ প্রেম ভুলিয়া গেল। স্রোতের অভাবে উহা ক্ষীণ হইল। তুমিতো অনেক শিখাইলে, কিন্তু আমি আর কত বলিব। আমি আর তাহার বাঁকা চরণ কত টিপিয়া দিব। (শেষ চরণের অর্থ বুঝা গেল না)।

(৪০৫)

তোরা অধর অমিঞে লেল বাস।
ভল জন নেঞোতল দিঅ বিসবাস॥
অমর হোইঅ জদি কএলে পান।
কী জীবন জঞো খণ্ডত মান॥ ধ্রু॥

নাগরি করবএ করই এ ঝাট।
দিবসক ভোজনে বর্ষ ন আট॥
বথু উপজাএ করিঅ জে কাজ।
জে নহি জেমঞে তকরা লাজ॥

তঞে মহি করবএ পরমুহ স্নুন।
পর উপকারে পরম হোঅ পুন॥

নেপাল ১২০, পৃ ৪৩ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

অনুবাদ—তোমার অধরে যেন অমিয় বাস স্থাপন করিল। ভাল লোকে বিশ্বাস করিয়া উহার আরতি করিল। উহা পান করিলে হয়তো অমর হওয়া যায়, কিন্তু যে জীবনে মানই খণ্ডিত হইল, তাহাতে কি লাভ? নাগরি! যদি এরূপ আঘাত করিতেই হয়, কর, কিন্তু মনে রাখিও একদিন খাইলে বছর কাটে না। যাহাতে সুখ হয় তাহাই করা উচিত। যে খাওয়ায় না তাহারই লজ্জা। তাহাতে মতি করিবে যাহাতে পরের মুখে শুনা যায় (খ্যাতি হয়); পর উপকারে পরম পুণ্য হয়।

(৪০৬)

আসা খণ্ডহ দএ বিসবাস।
কে জগ জীবএ তীনি পচাস॥
অলিক বোলিঅ গোপ গমার।
তোহরা সহজ কওন বেবহার॥
তোহ জদুনন্দন কী বোলব জানি।
ধেনু সঙ্গ সরূপ সঞো কানি॥

সুপুরুষ পেম হেম অনুমানি।
মন্দ কালহি মন্দে হানি॥
আওর বোলব কত বোলইতে লাজ।
ফল উপভোগীঅ জৈসন কাজ॥
সুন্দরি বচনে কানু অনুতাপ।

নেপাল ১০১, পৃ ৩৬ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

অনুবাদ—বিশ্বাস জন্মাইয়া এখন আশা ভঙ্গ করিতেছ। জগতে তিন-পঞ্চাশ (দেড়শ—সুদীর্ঘকাল) কে জীবিত থাকে? হে গ্রাম্য গোপ তুমি মিছা কথা বলিতেছ। তোমার কোন ব্যবহারটাই বা সহজ? তুমি যদুনন্দন, তোমাকে আর কি বলিব। ধেনুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। সুপুরুষের প্রেম যেন সোনার মতন। মন্দ সময়ে মন্দ লোকের হানি হয়। আর কত বলিব, বলিতে লজ্জা করে। যেমন কাজ করিয়াছ তাহার ফল ভোগ কর। সুন্দরীর বচনে কানুর অনুতাপ হইল।

(৪০৭)

সুজন বচন খোটি ন লাগ।
জনি দিঢ় কঠু আলকা দাগ ॥
সুধাঁ বোল চকমক আভ।
দেখিঅ সুনিঞ এতে লাভ ॥
মানিনি মনে ন গুণহি আন।
গুলছ ঝঞ্জ জঞো হোঅল মান ॥
সুপুরুষ সঞো কী কএ কোপ।
ওহও কাহ্নু জদুকুল গোপ ॥

অতি পবিতর অধিক গাএ।
মেহত পুন্নু বরদক মাএ ॥

নেপাল ৯৬, পৃঃ ৩৫ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—খোটি—খোঁটা, কলঙ্ক; দিঢ়—দৃঢ়; আলকা—আলের; পবিতর—পবিত্র; গুলছ অর্থে গুলঞ্চ ও ঝঞ্জ ঝঞ্ঝার অপভ্রংশ হইতে পারে; কিন্তু 'গুলছ ঝঞ্জ জঞো হোঅল মান' মানে 'যেমন ঝড়ে গুলঞ্চ পড়িয়া যায় না, তাহার সম্মান বাড়ে' এইরূপ অর্থ হইবে কি?

অনুবাদ—সুজনের বচনে কলঙ্ক লাগে না (বচন মিথ্যা হয় না), উহা যেন দৃঢ় করিয়া তৈয়ারী আলের দাগ। মিষ্ট কথার চাকচিক্য কত; দেখিতে শুনিতে কত ভাল। মানিনি! মনে অন্য কিছু ভাবিও না।...সুপুরুষের প্রতি কি কোপ করিতে আছে? তাও আবার সে হইতেছে যদুকুলের গোপ। যে অতি পবিত্র তাহার যশঃ অধিক গান করা হয়। 'মেহত পুন্নু ববদক মাএ'—অর্থ বুঝা গেল না।

(৪০৮)

দারুন সুনি দুরজন বোল।
জনি কম কম লাগএ গূণ ॥
কে জান কঞেনে সিখাওল গোপ।
তে নহি হৃদয় বিসরএ কোপ ॥
এ সখি ঐসন মোর অভাগ।
পরক কাহ্নু কহলা লাগ ॥
এতদিন অছল অইসন ভাণ।
হম ছাড়ি পেঅসি নহি আন ॥
জগত ভমি সুপুরুষ জোহী।
আসা সাহসে ভজলি তোহি ॥
দিবস দুষণে তোহো উদাস।
পিশুন বচনেহু ততে তরাস ॥

নেপাল ২১০, পৃ ৭৫ খ, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

অনুবাদ—দুর্জ্জনের কথা শুনিতে খারাপ। কে জানে কে গোপকে শিখাইল। সে মনের কোপ ভুলিতে পারিতেছে না। সখি! আমার এমন দুর্ভাগ্য যে কানাই পরের কথা শুনিল। এতদিন আমার মনে হইত যে আমা ছাড়া তাহার আর প্রেয়সী নাই। জগতে ঘুরিয়া সুপুরুষ যাহাকে পাইলাম তাহাকে অনেক আশা করিয়া সাহসের সহিত ভজনা করিলাম। কালের দোষে সেও উদাসীন হইল—দুষ্ট লোকের কথায়ও তাহার ভয়।

মন্তব্য:—দ্বিতীয় চরণের পাঠে কিছু গোলমাল আছে। পুঁথিতে যেরূপ আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন অর্থও হয় না, ছন্দও মেলে না। ঐ চরণ বাদ দিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।

(৪০৯)

কোটি কোটি দেল তুলনা হেম।
হীরাসঞো হে হরদি ভেল পেম ॥
অতি পরিম সনে পিঅর রঙ্গ ॥
সুখ মণ্ডন কেবল বহু সঙ্গ ॥
সাজনি কী কহব কহহি ন জাএ।
ভলেও মন্দ হোঅ অবসর পাএ ॥

নব নব উছল পহিলুক মোহ।
কিছু দিন গেলে ভেল পনিসোহ ॥
অবে নহি রহলে নিছ ছেও পানি।
কারিনস হে কি করব জানি ॥
কপট বুঝাএ বঢ় ওললহি দন্দ।
বড়াকু হৃদয় বড়েও হো মন্দ ॥

নেপাল ১১৫, পৃঃ ৪১ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—হরদি—হলদি; অতি পরিম—অতি উচ্চ; উছল—উচ্ছল; পহিলুক—প্রথম; পনিসোহ—পান্‌সে; **নিছ** ছেও—তলা ছোঁয়া; কারিনস—কার্য্য নাশ।

অনুবাদ—হীবাব সহিত যখন হলদিব প্রেম হইল তখন কোটি কোটি স্বর্ণেব সহিত উহাব তুলনা দেওয়া হইয়াছিল। প্রিয়তমের রসবঙ্গ উচ্চস্তরের লোকেব সঙ্গে সে সুখেব পাযবা, কেবল বহুব সঙ্গ খোঁজে। সখি! কি বলিব, বলা যায় না। সুযোগ পাইলে ভাল লোকও মন্দ হইয়া যায। প্রথম মোহে কত নূতন নূতন উচ্ছৃলতা; কিন্তু কিছু দিন পরে তাহা পান্‌সে—আস্বাদহীন মনে হয। এখন আর তলাতেও একটু জল (রস) নাই; তাহা জানিযা আর কার্য্য নাশ কে করিবে? তাহাব কপটতা বুঝাইযা দিতে গেলে ঝগড়া বাধিল। বড়লোকেব হৃদয় বড়ই মন্দ হয।

(৪১০)

ওতএ কতন্ত উদন্ত ন জানিঞ
এতএ অনল বম চন্দা ॥
সৌরভ সার ভাঁর অরুঝাএ
ন দূই পঙ্কজ মন্দা ॥

কোকিল কাঞি সন্তাবহ কাহু
তাও ধরি জনু পঞ্চম গাবহ
জাবে দিগন্ত বনাহ ॥
মদনক তন্ত অনুধরি পলটএ
বুঝিতহু হোসি সঞানী।
আজক কালিকালি নহি বুঝসি
জৌবন বন্ধু ছুট পানী ॥

পিআ অনুরাগী তঞে অনুরাগি
তুহু দিস বাঢ়ু তুরন্তা।
মঞে বরু দসমি দসা গএ অঙ্গিরল
কুসলে অরিথু মোর কন্তা ॥
পাউরি পরিমল আসা পুরথু মধুকর গাবথু গীতে
চান্দ রয়নি তুহু অরিক সোহাঞুলি
মোহি পতি সবে বিপরীতে ॥

নেপাল ২৮৩, পৃঃ ১০৩ ক, পং ১, বিদ্যাপতি কহ ইত্যাদি।

শব্দার্থ—ওতএ—ওখানে; কতন্ত—কি; এতএ—এখানে; বম—উদ্গীরণ করে; **অরুঝাএ—জড়াইয়া যায়**; ন দুই (মানে বুঝা গেল না); মদনক তন্ত (তন্ত্র)—মদনের শাস্ত্র; বাঢ়—বাঢ়, বন্ধ; **অনুধরি—অনুসরণ করিয়া; সোহাঞলি—শোভা পাইল; মোহি পতি—আমার প্রতি।**

অনুবাদ—ওখানে (ওদিকে, নায়িকার দিকে) কি উদিত হইয়াছে জানি না, এখানে তো চাঁদ অনল উদগীরণ করিতেছে। সৌরভসার ভার মনে হইতেছে; পঙ্কজ জড়াইয়া যাইতেছে। দেহের তাপ এত বেশী যে কমলও শুকাইয়া যাইতেছে। হে কোকিল কেন কানাইকে সন্তাপ দিতেছ! যখন দিগন্তে উড়িয়া যাইবে তখন যেন তান ধরিয়া পঞ্চমে গান করিও না। মদনের শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। সেই চতুরা নায়িকা বুঝুক। আজ আর কালের তফাৎ বুঝ না; যৌবনরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল বহিয়া যাইবে। প্রিয় অনুরাগী, তুমিও অনুরাগী; দুই দিকেই প্রবল বন্যা। আমি বরং দশমী দশা স্বীকার করিয়া লইলাম; আমার কান্তা কুশলে থাকুক। পাউরি (?) পবিমল আশা পুরুক; মধুকর গান করুক। চাঁদ ও রজনী উভয়েই শোভা পাইল। কেবল আমার ক্ষেত্রে সবই বিপরীত।

(৪১১)

গৌর কলেবর তনু মুখ সসধর
রোসে অনরুচি ভেলা।
রূপ দরসন ছলে নব রতোপলে
কামে কনক বলি দেলা॥
নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে
কুচগিরি[২] পহরি পললা।
কনক কলস করু মদনে অমিঅ ভরু
অধিক কি উভরি পললা॥

নহি কিছু পুছলি রহলি ধনি বইসি[১]
নই সেও আইলি বাহরে।
পরম বিরুহি ভএ নহি নহি কএ
গেলি ঠুর কএ মোর করে॥
মাধব কহ ককে রুসলি রমনী।
কতে জতনে পেয়সি পরিবোধলি
ন ভেলি নিঅরেও আনী॥

নেপাল ২৬৭, পৃঃ ৯৭ ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪০২

শব্দার্থ—নিঅরেও—নিকটেও; আনী—আনা; রোসে—রোষে; অনরুচি—অন্য শোভা; পহরি—প্রহৃত হইয়া, আছাড় দিয়া; কনকবলি—কনকবল্লী; উভরি—উদ্বেলিত; পললা—পড়িল।

অনুবাদ—ধনী বসিয়া রহিল, কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, আমাকে দেখিয়া। বাহিরে আসিল না,) অত্যন্ত বিরোধী (ক্রুদ্ধ) হইয়া, না না না করিয়া (বলিয়া) আমার হাত দূর করিয়া গেল (ঠেলিয়া দিল)। মাধব, বল, কেন রমণীকে রাগাইলে? কত যত্ন করিয়া (তোমার) প্রেয়সীকে প্রবোধ দিলাম, নিকটেও আনা হইল না (আমার নিকটেও আসিল না)। তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে অন্য শোভা (প্রাপ্ত) হইল; কাম যেন রূপ দেখিবার ছলে কনকলতায় (দেহে) নব রক্তোৎপল দিল (ফুটাইল) নয়নের অশ্রুধারা ছিন্নহারের ন্যায় কুচপর্ব্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কনক কলস করিয়া মদন অমৃত পূর্ণ করিল, অধিক কি উথলিয়া পড়িল?

(৪১২)

সজল নলিনিদল সেজ ওছাইঅ
পরসে জা অসিলাএ।
চান্দনে নহি হিত চাঁদ বিপরীত
করব কওন উপাএ॥

সাজনি সুদৃঢ় কইএ জান।
তোহি বিনু দিনে দিনে তনু খিন
বিরহে বিমুখ কাহ্ন॥

(৪১১) পাঠান্তর—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) বেসি স্থলে 'বইসি' ও (২) "কুচসিনিহ" স্থলে 'কুচগিরি' করিয়াছেন।

কারনি বৈদে নিরসি তেজলি
আন নহি উপচার।
এহি বেআধি ঔষধ তোহর
অধর অমিঅ ধার॥

নেপাল ১৫, পৃঃ ৬ খ, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪০৬

শব্দার্থ—ওছাইঅ—বিছায ; অসিলাএ—ম্রিয়মান, শুষ্ক হয় ; কাবনি- কারণ ; বৈদে—বৈদ্য ; নিরসি—নিবারণ করিয়া।

অনুবাদ—(নাযকের) শয্যায সজল নলিনীদল বিছাইয়া দেওয়া হয, কিন্তু স্পর্শ করিবামাত্র উহা শুকাইয়া যায় (এতই তাহার বিরহের উত্তাপ)। চন্দনে উপকাব হয না, চাঁদে বিপরীত ঘটে। এখন কি উপায কবিব? সজনি, তুমি নিশ্চয করিয়া জান যে তোমা বিনা কানাইযেব তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে তাহাব মুখ মলিন হইতেছে। বৈদ্য কারা বুঝিয়া নিবাশ হইয়া ত্যাগ কবিল। অন্য কোন উপায নাই—এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ তোমাব অধবেব অমিযধারা।

(৪১৩)

নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে পসাহলি আচর ফেলী॥
আবে ভেলি তাল ফল তূলে।
কঁহা লএ জাইতি অলপ মূলে॥
সে কাহ্নু সে হমে সে ধনি রাধা।
পুরুব পেম না করিঅ বাধা॥

জাতকি কেতকি সরসি মালা।
তুঅ গুন গহি গাথএ হারা।
সবস নিরস তোহ কে বুঝাবে[১]॥
কহা লএ চলতি ভেলি বিমানে॥
সরস কবি বিদ্যাপতি গাবে।
নাগব নেহ পুনমত পাবে॥

নেপাল ১৭৬, পৃঃ ৬২ খ, পং ৫ ; ন. গু. ৪০৮

শব্দার্থ—নাবঙ্গি ছোলঙ্গি—বিভিন্ন প্রকাবেব লেবু : কোরি - কুঁড়ি অবস্থাব, বেলী - সময ; পসাহলি - সাজাইল ; তূলে—তুল্য ; সবসি—সরস, গহি—গ্রহণ কবিয়া, নেহ—স্নেহ, প্রেম।

অনুবাদ—নাবঙ্গী ছোলঙ্গীব মত কুঁড়ি অবস্থায যখন ছিল তখন কাম অঞ্চল ফেলিযা সাজাইল। এখন তালফল তুল্য হইল, কোথাব অল্পমূল্যে লইযা যাইবি? সেই কানাই, সেই আমি (দূতী), সেই ধনী রাধা (তুমি)। পূর্ব্ব প্রেমে বিঘ্ন করিস্ না। (মাধব) তোর গুণ গ্রহণ কবিযা (স্মবণ কবিযা) জাতকী কেতকী সবস কুসুমে মালা গাঁথিতেছে। সরসতা নীরসতা (দোষ গুণ) অন্য কে বুঝাইবে? বিমনা হইয়া কোথায লইযা যাইতেছ? কবি বিদ্যাপতি সরস গান করিতেছেন, পুণ্যবতী রসিকেব স্নেহ পায়।

(৪১৪)

কোকিল কুল কলরব
কাহল বাহর বাজ[১]।
মঞ্জরি কুল মধুকর গুঞ্জরএ
সে শুনি[২] গুজর গাব॥

মনে মলান পরান দিগন্তর
লগন কী এল লাজ[৩]।
বিরহিনি জন মরন কারন
ভউ বেকত বিধুরাজ[৪]॥

(৪১৩) পাঠান্তর—নগেনবাবু (১) 'বুঝাবে' স্থানে 'বুঝ আনে' করিয়াছেন।

(৪১৪) পাঠান্তর—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "বাজ" স্থলে "রাব", (২) "শুনি" স্থলে "জনি" (৩) "লগন কী এল লাজ" স্থলে "এহ কীএ ন লাজ" (৪) 'ভ বেকত ভউ বিধুরাজ".

সুন্দরি অবহু তেজিঅ রোস।
তু বর কামিনি ই মধু জামিনি
অপদ ন দিঅ দোস ॥

কমল চাহি কলেবর কোমল
বেদন সহএ ন পার।
চান্দন চন্দ কুন্দ তনু তাবএ
ভাব ন মোতিম হার ॥

সিরিসি কুসুম সেজ ওছাওল
তহু[১] ন আবএ নিন্দ।
আকুল চিকুর চীর ন সমর
সুমর দেব গোবিন্দ ॥

নেপাল১৩, পৃঃ ৬ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু. ৪১০

শব্দার্থ—কাহল ঢক্কা ; গুজর—গুর্জ্জরী রাগ ; মলান—মালিন্য ; ভাব—শোভা পায় ; সমর—সম্বরণ কর।

অনুবাদ—কোকিলকুলের কলরব শুনিয়া মনে হয় যেন বাহিরে ঢক্কা নিনাদ হইতেছে, মঞ্জরী সমূহে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, তাহাও যেন গুর্জ্জরী গানের মতন বোধ হয়। মনে মালিন্য, প্রাণ দিগন্তরে, ইহাতে কি লজ্জা হয় না? বিরহিণী জনের মৃত্যুর কারণ স্বরূপ চন্দ্র ব্যক্ত হইল। সুন্দরি, এখনি রোষ ত্যাগ কর, তুমি কামিনী-শ্রেষ্ঠ, এই মধুযামিনীতে অকারণে দোষ দিও না। কমলের অপেক্ষা কোমল কলেবর বেদনা সহ্য করিতে পারে না, চন্দন চন্দ্র ও কুন্দ-কুসুম তনুকে সন্তাপিত করে; মুক্তাহার ভাল লাগে না। শিরীষ কুসুমের ন্যায় শয্যা বিছাইলে তথাপি নিদ্রা আসে না, আকুল কেশ ও বস্ত্র সম্বরণ করিতে পার না ; গোবিন্দদেবকে স্মরণ কর।

(৪১৫)

অবয়ব সবহি নয়ন পএ ভাস।
অহনিসি ঝাখএ পাওব পাস ॥
লাজে ন কহএ হৃদয় অনুমান।
পেম অধিক লঘু জনিত[১] আন ॥
সাজনি কি কহব তোর গেআন।
পানী পাএ সিকর ভেল কাহ্ন ॥

বহির[২] হোই আনহি কহিঅ সমাদ।
হোএতৌ[৩] হে সুমুখি পেম পরমাদ ॥
জঞো তহিকে জীবন[৪] তোহ কাজ।
গুরুজন পরিজন পরিহর লাজ ॥
দণ্ড দিবস দিবসহি হো মাস।
মাস পাব গঞে বরসক পাস ॥

তোহর জুড়াই[৫] তোহার মান।
গেল বুঝায় কেও আন পরান ॥

নেপাল ৩৩, পৃঃ ১৩ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪১৬

(৪১৪) মন্তব্য—এই পদ হরিপতির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নেপাল পুঁথিতে যখন ইহা স্পষ্ট বিদ্যাপতির বলিয়া লেখা আছে তখন এটিকে আমরা অসন্দিগ্ধপদ বলিয়া মানিতেছি।

(৪১৪) পাঠান্তর—(১) "তহু" স্থলে "তইও করিয়াছেন।

৪১৫। পাঠান্তর—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "জনিত" স্থলে "জনিতহু", (২) "বহির" স্থলে "বাহর", (৩) "হোএতৌ" স্থলে "হোএতও", (৪) "জীবন" স্থানে "জীবনে" (৫) "তোহার" স্থলে "তোহরে" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—পএ—অব্যয় শব্দ ; ভাস—শোভা পায় ; ঝাখএ—আকুল হয় ; সিকর—শীকর, জলকণা ; সমাদ—সম্বাদ ; জুড়াই—শীতল।

অনুবাদ—সমস্ত অবয়ব নয়নে শোভা পায় (সমুদয় দেহ, সমুদয় ইন্দ্রিয় নয়নে একীভূত হয়) অহর্নিশি আকুল হয় (কখন তোমার সহিত) মিলন হইবে। লজ্জায় ব্যক্ত করে না (কিন্তু) হৃদয় অনুভব করে (জানে)। প্রেম অধিক কিম্বা লঘু, অপরে তাহা কি জানিবে ? সজনি, তোর জ্ঞানের (কথা) কি কহিব, কানাই (তৃষ্ণার) জল চাহিয়া জলকণা পাইল। বাহিরে যাইয়া অপরকে যদি এই সম্বাদ কহি, হে সুমুখি (তাহা হইলে) প্রেমে প্রমাদ হইবে। যদি তাহার জীবনে তোমার কাজ থাকে, গুরুজন পরিজনের লজ্জা ত্যাগ কর। দণ্ড হইতে দিবস হয়, দিবস হইতে মাস হয়, মাস গিয়া বর্ষের নিকট উপস্থিত হয় (বর্ষ হয়)। তোমার মান তুমিই শীতল কর ; অন্যের প্রাণে যে দুঃখ তাহা কেহ বুঝাইতে পারে ?

(৪১৬)

সিনেহ বঢ়াওব ই ছল ভান।
তোহর সোয়াধিন করব পরান॥
ভল ভেল মালতি ভেলি হে উদাস।
পুনু ন আওব মধুকরে তুঅ পাস॥
এতবা হম অনুতাপক ভেল।
গিরি সম গৌরব অপদহি গেল॥
অলপে বুঝওলহ নিঅ বেবহার।
দেখিতহি নিঅ পরিনাম অসার॥
ভনই বিদ্যাপতি মন দএ সেব।
হাসিনি দেই পতি গজসিংঘ দেব॥

নেপাল ৮৯, পৃঃ ৩২ খ, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু. ৪১৮ (তালপত্র)

অনুবাদ—(নায়কের) এই জ্ঞান ছিল যে স্নেহ বাড়াইবে, (তাহার) প্রাণ তোর নিজের অধীন (সম্পূর্ণ তোর অধীন) করিবে। মালতি, উদাস হইলি ভাল হইল, মধুকর পুনর্বায় তোর কাছে আসিবে না। আমার ইহাই অনুতাপের (বিষয়) হইল, গিরি (তুল্য) গৌরব অস্থানে গেল (নষ্ট হইল)। অল্পেই নিজের ব্যবহার বুঝাইয়াছ, নিজের (তোমার) পরিণাম অসার দেখিতেছ। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মন দিয়া হাসিনী দেবীর পতি গজসিংহ দেবকে সেবা কর।

(৪১৭)

সোলহ সহস গোপি মহ রানি।
পাট মহাদেবি করবি হে আনি॥
বোলি পঠওলহ্নি জত অতিরেক।
উচিতহু ন রহল তহ্নিক বিবেক॥
সাজনি কী কহব কাহ্নু পরোখ।
বোলি ন করিঅ বড়াকাঁ দোখ॥
অব নিত মতি জদি হরলহ্নি মোরি।
জানলা চোরে করব কী চোরি॥
পুরবাপরে নাগরকাঁ বোল।
দূতি মতি পাওল গএ ওল॥

নেপাল ১৩৮, পৃঃ ৪৫ খ, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু ৪২২

---

(৪১৬) পাঠান্তর—নেপাল পুঁথিতে এই পদটী বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় ; যথা—

সিনেহ বঢ়াওব হম ছল ভান।
তোহর সোয়াধিন করব পরাণ॥
বহুল বুঝএ নহনিঅ বেবহার।
মোহিপতি সবে পরজন্তক থার॥
ভল ভেল মালতি তোহই উদাস।
পথমতুক বেল আওব তুআ পাস॥
জত অনুরাগ ভেল সবে রাগ।
তোহরা কী বোলব হমর অভাগ॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—সোলহ সহস ষোল হাজার; অতিরেক— অতিরিক্ত; পরোথ— পরোক্ষ; দোথ—দোষ; নিত—নীতি ওল—সীমা।

অনুবাদ—ষোড়শ সহস্র গোপীর মধ্যে (আমাকে) রাণী করিবে; হে সখি (আমাকে) আনিয়া পাট মহিষী করিবে। এইসব যত অতিরিক্ত (বাড়াইয়া) বলিয়া পাঠাইল, তাহার উচিত বিবেচনা রহিল না (সে সকল পূর্ণ করিবার কথা মনে রহিল না)। সজনি, কানাইয়ের পরোক্ষে কি কহিব, বড় লোকের দোষ হইলেও বলিতে নাই। এখন আমার নীতি ও বুদ্ধি অপহৃত হইল, জানা চোরের চরিতে কি করিব? পূর্ব্বাপর নাগরের কথায় দূতীর বুদ্ধি শেষ হইল।

(৪১৮)

মালতি মধু মধুকর কর পান।
সুপুরুস জঞো হো গুন নিধান[১] ॥
অবুঝ ন বুঝএ ভলাহু বোল মন্দ।
ভেক ন পিবএ কুসুম মকরন্দ ॥
এ সখি কি কহব অপনুক দন্দ।
সপনেহুঁ জনু হো কুপুরুস সঙ্গ ॥
দূরে পটাইঅ সাঁচীঅ নীত।
সহজ ন তেজ করইলা তীত ॥
কতে জতনে উপজাইঅ গুন।
কহল ন বুঝএ হৃদয়ক সুন ॥
মন্দা রতন ভেদ নহি জান।
মন্দা বান্দর মুহ ন সোভএ পান ॥

নেপাল ১১৭, পৃঃ ৪২ কঃ, পং ২. বিদ্যাপতীত্যাদি: ন গু ৪৩১

শব্দার্থ অপনুক- আপনার; পটাইঅ পাট কর; সাচীঅ—সিঞ্চন কর; সুন—শূন্য; মুহ—মুখ।

অনুবাদ মধুকর মালতীর মধু পান করে, যদি গুণনিধান হয় (তবেই) সুপুরুষ। অবুঝ বুঝে না, ভালকেও মন্দ বলে, ভেক কুসুমের মকরন্দ পান করে না। হে সখি, আপনার বিবাদ (দন্দ) কি কহিব, স্বপ্নেও যেন কুপুরুষের সঙ্গ না হয়। (যদি) নিত্য দুগ্ধ সিঞ্চন করিয়া পাট কর (তথাপি) করেলা স্বভাব তিক্ততা ত্যাগ করে না। যতই যত্নপূর্ব্বক গুণ উৎপাদন কর, হৃদয়শূন্য ব্যক্তি কথা বুঝে না। মন্দ ব্যক্তি রত্নভেদ জানে না, মন্দস্বভাব বানরের মুখে পান শোভা পায় না।

(৪১৯)

জলধি মাগএ রতন ভঁডার।
চাঁদ অমিয় দে[১] সবর সসার ॥
নাগর জে তোঅ কি করত চাহি।
জকরা জে রহ সে দে তাহি ॥
সাজনি কি কহব আপন গেআঁন।
পর অনুরোধে কতএ রহ মান ॥
বিনু পওলে তকরাহু দুর জাএ।
দুহু দিস পাএ অনুতাপ জনাএ ॥

(৪১৮) পাঠান্তর—নেপাল পুঁথিতে পদে দ্বিতীয় চরণে (১) "গুন নিধান" আছে, আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে "গুন" শব্দের উপরে কেহ একটি "ক" বসাইয়া দিয়া "গুনক নিধান" করিয়াছেন।

(৪১৯) (১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "সবর সসার" স্থলে "সগর সংসার" করিয়াছেন।

পওলে অমর হোএ দহু কোএ।
কাঠ কঠিন কুলিসহু সত হোএ॥

নেপাল ১২১, পৃঃ ৪৩ ক, ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪৩২

শব্দার্থ—ভঁড়ার—ভাণ্ডার ; পওলে—পাওয়ায়।

অনুবাদ—সমুদ্র রত্ন-ভাণ্ডার প্রার্থনা করে। চাঁদ সমস্ত সংসারে অমৃত দেয়। যে নাগর হয় তাহার নিকট চাহিয়া কি হইবে? যাহার যাহা থাকে, সে তাহাই দেয। সজনি, আপনার জ্ঞানের কথা কি কহিব? পরকে অনুরোধ করিলে মান কোথায় থাকে? না পাইলে তাহাও দূরে যায (আরও মান হানি হয), দুই দিক হইতে অনুতাপ জানায (পাইতে হয)। পাইলে (প্রার্থনা করিয়া পাইলে) কেহ কি অমর হয? কাষ্ঠের ন্যায কঠিন এবং শত কুলিশের ন্যায় (অসহ্য) হয়।

(৪২০)

নাগর হো জে[১] সই হেরিতহি[২] জান।
চৌসটি কলাক জাহি গেআন॥
সরূপ নিরুপিঅ কএ অনুবন্ধ।
কাঠেও রস দে নানা বন্ধ॥
কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ন।
মঞে অনুমাপল নিছহু পখান॥
বরস দাদস তুঅ অনুরাগ।
দূতী তহ তকরা মন জাগ॥
কত এক হমে ধনি কতএ গোআলা।
জলথল কুসুম কৈসন হোঅ মালা॥
পবন নহি সহএ দীপক জোতি।
ছুইলে কাচ মলিন হোঅ মোতি॥
ঈ সবে কহিকহু কহিহহ সেবা।
অবসর পাএ উতর হমে দেবা॥
পরধন লোভ করএ সব কোই।
করিঅ পেম জঞো আইতি হোই॥
নাগরি জনকে বহুল বিলাস।
কাখেহু[৩] বচনে রাখি গেলি আস॥

নেপাল ১৫২, পৃঃ ৫৪ ক, প ৫, ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৭৩৫

শব্দার্থ—হেরিতহি—দেখিলেই ; অনুবন্ধ—চেষ্টা ; বন্ধ—উপায় ; নিছহু—নিছক ; পখান—পাষাণ ; উতর—উত্তর।

অনুবাদ—যে নাগর হয়, তাহাকে দেখিলেই জানা যায়, যাহার চৌষট্টি কলার জ্ঞান (আছে)। চেষ্টা করিয়া সত্য নিরূপণ করিতে হয়, নানা উপায় করিলে কাষ্ঠও রস দেয়। কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি অনুমান করিলাম সম্পূর্ণ পাষাণ। (রাধা দূতীকে শিক্ষা দিতেছেন যেন এই কথা মাধবকে বলে) দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে তোর অনুরাগ দূতী হইতে (দূতীর কথায়) তাহার (রাধার) মনে জাগিতেছে। কোথায় আমি ধনি, কোথায় গোয়ালা, জলের কুসুম ও

পাঠান্তর—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "জে" স্থলে "সে", (২) "সই হেরিতহি" স্থলে কেবলমাত্র "হেরিতহি" (৩) "কাখেহু" স্থলে "কেহু" করিয়াছেন।

স্থলের কুসুমে কেমন মালা হয়? দীপের জ্যোতি পবন সহে না, কাচ স্পর্শ করিলে মুক্তা মলিন হয়। এই সকল কহিয়া (আমার) প্রণাম কহিবে, অবসর পাইয়া আমায় উত্তর দিবে। পরধনে সকলে লোভ করে, যদি আয়ত্ত হয় (তাহা হইলে) প্রেম করে। নাগরীজনের বিলাস (বাসনা) অনেক। কথায় কেন আশা দিয়া গেল?

(৪২১)

সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল
পুরুব পেম বিসবাসে।
বহুত কুসুম মধু পান পিআসল
জাএত তুঅ উপাসে॥

মালতি কবিঅ হৃদয় পরগাসে।
কত দিন ভমরে পরাভব পাওব
ভল নহি অধিক উদাসে॥

কওনক অভিমত কে নহি রাখএ
জীবও জগ দএ হেরি।
কী করব তেঁ ধন অরু জীবনে
জে নহি বিলসএ বেরি॥

সবহি কুসুম মধুপান ভমর কর
সুকবি বিত্তাপতি ভানে।

নেপাল ২৩৮, পৃষ্ঠা ৮৬ ক, পং ১, ন গু ৪১৭

শব্দার্থ—ভমি—ভ্রমণ করিয়া; বিসবাসে—বিশ্বাসে; পিআসল—পিপাসিত, উপাসে—উপবাসী, পরগাসে—পকাশ, অরু—আর; বেরি—বেলায়, সময় কালে।

অনুবাদ—পূর্ব্বের প্রেমের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ভ্রমর ঘুরিয়া তোমার কাছে আসিল। সে বহু কুসুমের মধু পান করিয়াও পিপাসিত রহিয়াছে; তোমার কাছ হইতে উপবাসী হইয়া ফিরিবে কি? মালতি! হৃদয় প্রকাশ কর। ভ্রমর কতদিন পরাভব সহ্য করিবে? অধিক উপেক্ষা ভাল নয়। জীবন ও জগৎ (অনিত্য) দেখিয়া কে নিজের অভিমত (কামনা অনুসারে) কাজ না করে? তোমার ধন আর জীবনে কি ফল হইবে যদি না সময়মত বিলাস কর? সুকবি বিত্তাপতি বলেন ভ্রমর সকল কুসুমেরই মধুপান করে।

(৪২২)

পহিলহি অমিঅ লোভায়ী
অবে সিন্ধু ধসি বিষবচন কোহায়ী।
কৈসনি ভেলি ওঅ রীতি
আদি মধুর পরিনামক তীতী।
কে তোকে বোলএ সআনী
কোপ ন কএলহ অবসর জানী।

নিধুবন লালস নাহে
পেমলুবুধ পরিরম্ভন চাহে।
যদি খণ্ডিসি তসু আসা
সুতসি সমিধ দএ বহত বতাসা।
বিত্তাপতি কহ জানী
হরিসঞো কোপ ন করএ সআনী॥

বামভদ্রপুর পুথি, পদ ৩৯৬

---

(৪২১) মন্তব্য—ভণিতার চরণ অপূর্ণ। সম্ভবতঃ ইহার পরে "রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএণ লখিমা দেবি রমানে" আছে অনুমান করিয়া নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত দুই চরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

শব্দার্থ—ধসি—ঝাঁপ দিয়া ; কোহে- পর্ব্বত হইতে।

অনুবাদ—প্রথমে অমৃতের লোভ দেখাইয়াছ, এখন বিষবচন কহিয়া পর্ব্বত হইতে যেন সমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছ। এ তোমার কি রকম ব্যবহার। প্রথমে মধুর, পরিণামে তিক্ত। তোমাকে কে চতুরা বলে? সুযোগ বুঝিয়া কোপ কর নাই। সম্ভোগ লালসায় নাথ প্রেমলুব্ধ হইয়া আলিঙ্গন চাহিতেছে। যদি তাহার আশা খণ্ডন কর, তাহা হইলে যেন প্রবল বায়ু বহিবার সময় অগ্নিতে কাষ্ঠ দিয়া শয়ন করা হইবে। বিদ্যাপতি জানিয়া শুনিয়া বলেন রসিকা হরির প্রতি কোপ করে না।

(৪২৩)

সখি হে আবে কি আওত কহ্নাই।
পেম মনোরথ হঠে বিঘটওলহি
কপটহি কে পতিয়াই॥

দুই মন মেলি সিনেহ অঙ্কুর
দোপত তেপত ভেলা।
সাখা পল্লব ফুলে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা॥

জানি সুপহু তোহে আনি মেরাওল
সোনা গাথলি মোতী।
কৈতব বঞ্চন অন্ধ বিধাতা
ছায়াহু ছাছাড়নি মোত্তি॥[১]

নেপাল ২০৯, পৃঃ ৭৫ ক, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪৯৮

শব্দার্থ—দোপত—দ্বিপত্র ; তেপত—ত্রিপত্র ; বেআপল—ব্যাপিল ; দহ দিস—দশদিক : বিঘটওলহি—ব্যাঘাত করিল ; পতিআই—বিশ্বাস করিবে ; মেরাওল—মিলন করাইলেন।

অনুবাদ—দুইটি মন মিলিত হইলে প্রেমের অঙ্কুরে দ্বিপত্র ত্রিপত্র হইল, শাখা পল্লব ফুলে ব্যাপ্ত হইল, দশদিকে (তাহার) সৌরভ গেল। হে সখি, এখন কি কৃষ্ণ আসিবে? প্রেমের আশায় অবিবেচন পূর্বক বাদ সাধিল। কপটকে কে বিশ্বাস করিবে? সুপ্রভু জানিয়া তুমি আনিয়া মিলাইলে; সোনায় মোতি গাথিলে। অন্ধ বিধাতার কাঞ্চন (মূলধন) কেবলমাত্র ছলনা। (শেষ চরণের অর্থ বুঝা গেল না।)

(৪২৪)

সাজনি গএ বুঝাবহ কাহ্নু।
উচিত বোলইত জে হোঅ সেহে
দৈন ভাখহ জনু॥

কত ন জীবন সঙ্কট পরএ
কত ন মীলএ নিধী।
উত্তিম তৈঅও সতা ন ছাড়এ
ভল মন্দ কর বিধী॥

(৪২৩) **পাঠান্তর**—(১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "ছায়াহু ছাড়লি সেতী" করিয়াছেন।

জৈসনি সম্পতি তৈসনি আসতি
পুরুব অইসন ছলা।
প্রান মন বেবি জদি প্রান জে রাখীঅ
তা তেঁ মরন ভলা॥

নেপাল ১২, পৃঃ ৫ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু ৪৯৩

শব্দার্থ—পবএ—পড়ে, নিধী—নিধি ; উত্তিম—উত্তম লোক ; তৈঅও—তথাপি ; সতা—সত্য গএ—যাইয়া ; দৈন ভাখহ জনু—যেন দৈন্যের কথা বলিও না।

অনুবাদ—জীবনে কত না সঙ্কট পড়ে কত না রত্ন মিলে। বধি ভা। মন্দ যাহাই করুক, উত্তম লোক সত্য ছাড়ে না। সজনি, গিয়া কানুকে বুঝাও। উচিত কথা বলিতে যাহা হয় হউক, দৈন্য যেন প্রকাশ করিও না। যেমন সম্পত্তি তেমনি আসক্তি, পূর্বে এইরূপ ছিল। মান ও প্রাণ দুইয়ের মধ্যে যে প্রাণ রাখে, তাহার মরণ ভাল।

(৪১৫)

দূরহি রহিঅ করিঅ মন আন।
নয়ন পিয়াসল হটল ন মান॥
হাস সুধারস তসু মুখ হেরি।
বাঁধলিএ বাঁধ নিবী কতি বেরি॥
কী সখি করব ররব কী গোয়।
করিঅ মান জৌ আইতি হোয়॥
ধসমস করএ রহওঁ হিয় জাতি।
সগর সরীর ধরএ কত ভাঁতি॥
গোপহি ন পারিঅ হৃদয় উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো আস॥
ভনই বিদ্যাপতি তোর ন দোস।
ভুখল মদন বঢাবএ রোস॥

মিথিলা ; ম গু ৩৩৭

শব্দার্থ—পিয়াসল—পিপাসিত হইয়া, বাঁধলিএ বন্ধন করা, গোয—গোপন করিবা, আইতি—আয়ত্ত ; ধসমস—ধড়ফড়, মুনলাহু—মুদ্রিত করিয়াও।

অনুবাদ—দূরে থাকিয়া মন অন্য প্রকার করি, পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না। হাস্য সুধারস (সঞ্চিত) তাহার মুখ দেখিয়া বদ্ধ নীবি কত বার বাঁধিব? (তাহার মুখ দেখিলে নীবি বদ্ধ থাকিলেও মনে হয় শিথিলবন্ধন হইয়াছে)। সখি, কি করিব, কেমন করিয়া গোপন করিয়া রাখিব? যদি (চিত্ত) স্বায়ত্ত হয়, তো মান করি। হৃদয় দুরু দুরু করে (সেই জন্য) চাপিয়া থাকি, সমুদয় শরীর কত (প্রকার) শোভা ধারণ করে। হৃদয়ের উল্লাস গোপন করিতে পারি না, মুখ মুদিত করিলেও হাসি ব্যক্ত হয়। *

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোর দোষ নয়, ক্ষুধিত মদন রোষ বাড়াইতেছে (অধিক কুপিত হইতেছে)

* ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে। কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালম্বতে। রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে। দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥ —অমরু শতক

(৪২৬)

দাহিন দিঢ় অনুরাগে
পিআ পর বচন ন লাগে
বুঝল সবে অবগাহী
সুতে সরবর থাহী।
রাধে চিতে জনু ঝাখহ আনে
তোকে পরসন পঞ্চবানে।
সুপহু-সুনারি-সিনেহ
চান্দ কুমুদ সম রেহ।
দিবসে দিবসে ধর জোতি
সোনা মেলাওলি মোতি।
সুকবি বিদ্যাপতি ভান
পুনে মিলে পিআ গুণমান।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯৭

অনুবাদ—দাক্ষিণ্য এবং দৃঢ় অনুরাগ যেখানে আছে, সেখানে প্রিয় পরের বচনে কান দেয় না। অবগাহন করিয়া বুঝিলাম যে সরোবরের জল (দয়িতের প্রেম) গভীর। রাধে! তুমি অন্য চিন্তা যেন করিও না। তোমার প্রতি কামদেব প্রসন্ন। সুপ্রভু ও সুনারীর স্নেহ চাঁদ ও কুমুদের প্রেমের তুল্য। সোনার সহিত মোতির মিলনের ন্যায় প্রতি দিন ইহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায়। সুকবি বিদ্যাপতি বলেন পুণ্যবলে গুণবান প্রিয় লাভ হয়।

(৪২৭)

সবে সবতহু কহ সহলে নহিঅ।
জিব জঞো জতনে জোগওলে রহিঅ॥
পরসি হলহ জনু পিসুনক বোল।
সুপুরুস পেম জীব রহ ওল॥
মঞে সপনেহু নহি সুমঞো[1] দেও।
অইসন পেম তোলি হল জনু কেও॥
রহিঅ নুকওলে অপনা গেহ।
খল কৌসলে টুটি জাএত সিনেহ॥
বিমুখ বুঝাএ ন করিঅএ বোল।
মুখ সুখে ধেঙ্গর কাট পটোর॥

নেপাল ১২৪, পৃঃ ৪৪ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৬৬

শব্দার্থ—সহলে—সহিতে; ন হিঅ—পার না; জোগওলে—জোগাইয়া, সাবধানে; জীব রহ ওল—জীবনের সীমা বা শেষ পর্যন্ত থাকে; তোলি—তোড়ি, ভাঙ্গিয়া; ধেঙ্গর—ঝিল্লী; পটোর—পট্টবস্ত্র।

অনুবাদ—সকলে সকলকে বলে, সহিতে পার না? (সহ্য করিতে না পারিলে কি প্রেম থাকে)? যতদিন জীবন থাকে ততদিন যোগাইতে থাক (প্রেম যাহাতে থাকে, সেইরূপ কর)। খল পড়শীর কথায় কান দিও না। সুজনের প্রেম জীবনাবধি থাকে। আমি স্বপ্নেও দেবতাকে স্মরণ করি না (সর্বদা তোমাকেই স্মরণ করি), এমন প্রেম কেহ না ভাঙ্গিয়া দেয়। আপনার গৃহে লুকাইয়া থাকিবে (প্রেম আপনার মনে গোপন করিয়া রাখিবে), পাছে খলের কৌশলে স্নেহ টুটিয়া যায়। অপ্রসন্ন বুঝাইয়া (হইয়া) কথা কহিও না, ঝিঁঝি পোকা মুখের সুখে পট্টবস্ত্র কাটে (শুধু মুখের কথার দোষে অমূল্য প্রেম নষ্ট হইতে পারে।)

---

(৪২৭) **পাঠান্তর**—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "সুমঞো" স্থলে "সুমরঞো" করিয়াছেন।

(৪২৮)

জে ছল সে নহি রহলে ভাব।
বোললি বোল পলটি নহি আব ॥
রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।
ভঞ্জোসব বড় পরেআস ॥
কওনে পরি সে হরি বহুড়ত
মাই হে কওনে পরী ॥

নারি সভাব কএল হমে মান।
পুরুস বিচখন কে নহি জান ॥
আদরে মোরা হানি গএ ভেল।
বচনক দোসে পেম টুটি গেল ॥
নাগরে নাগরি হৃদয়ক মেলি।
পাঁচ বান বলে বহুড়ত কেলি ॥

অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ।
বচনক কৌসলে কী নহি হোএ ॥

নেপাল ২৬৬, পৃঃ ৯৬ খ, পং ৩, ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি, ন গু ৪৬১

শব্দার্থ—বোললি বোল—বলা কথা; রোস ছড়াএ—রাগ করিয়া; ভঞ্জোসব—মান ভাঙ্গিবে, পরে আস—প্রয়াস; বহুড়ত—ফিরিবে।

অনুবাদ—যে ভাব ছিল তাহা রহিল না, যে কথা বলা যায় তাহা ফিরিয়া আসে না। রোষ বিস্তার করিয়া (চড়াএ ?=চড়াইয়া) হাসি বাড়াইলাম। (অধিক হাস্যাস্পদ হইলাম) কষ্ট হইলে বড় প্রয়াসে মান ভাঙ্গে। মা গো, কেমন করিয়া সে হরি ফিরিবে? নারী স্বভাবে আমি মান করিলাম, পুরুষ বিচক্ষণ কেনা জানে? (তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে আমি আদর-সাধে মান করিয়াছি) আদরের বিষয়ে আমার হানি বা লোকসান হইল, বচনের দোষে প্রেম ভাঙ্গিয়া গেল। পঞ্চবাণ (মদনের) বলে নাগর ও নাগরীর হৃদয়ের মিলন, এবং কেলি ফিরিবে। আমার অনুনয় রোদন করিয়া বুঝাইবে, বচনের কৌশলে কিনা হয়?

(৪২৯)

জঞো ডিঠিকা ওল এহি মতি তোরি।
পুনু হেরসি কিএ পরি গোরি ॥
অইসনা সুমুখি করিঅ ককে রোস।
মঞে কি বোলিবো সখি তোরে দোস ॥

এহন অবথ বেই বেবহার।
পর পীড়াএ জীবন থিক ছার ॥
ভল কএ পুছলএ ঘুরি সঁসার।
তর সুতে গঢ়ি কাট কুম্ভার ॥

গুন জঞো রহ গুননিধি সঞো সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ ই বড় রঙ্গ ॥

নেপাল ১০৭, পৃঃ ৩৮ খ, পং ৪; ন. গু. ৪৫৭

শব্দার্থ—জঞো—যদি; ডিঠিকা—দৃষ্টির; ওল—সীমা; পরি—অব্যয় শব্দ, গোরি—গৌরাঙ্গী; সঁসার—সংসার; তর—তলায়; কুম্ভার—কুম্ভকার।

অনুবাদ - সুন্দরি, যদি দৃষ্টির সীমায় (যাউক), এই তোর মতি (যদি তোর এই ইচ্ছা যে মাধব তোর সম্মুখে না আসে) তবে আবার কেমন করিয়া তাহাকে দেখিতেছিস ? সুমুখি, এমন রোষ কর কেন ? সখি, আমি কি বলিব ? তোর দোষ। এমন অবস্থাতে এমন ব্যবহার ! পরকে যে পীড়া দেয় তাহার জীবনে ধিক্ ! সংসার ঘুরিয়া ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে (জানিতে পারিবে যে) কুম্ভকার (ঘট) গড়িয়া তলায় সূতা দিয়া (তাহা) কাটিয়া ফেলে। গুণ-নিধির সঙ্গে যদি থাকে (তবেই) গুণ, বিদ্যাপতি কহেন, ইহা বড় কৌতুক।

(৪৩০)

বড়ি বড়াই সবে নহি পাবই
বিধি নিহারই যাহি।
অপন বচন জে প্রতিপালয়
সে বড় সবহু চাহি ॥
সাজনি সুজন জন সিনেহ।
কি দিয় অজর কনক উপম
কি দিয় পসান রেহ ॥

ও জদি অনল আনি পজারিয়
তইও ন হোয় বিরাম।
ই জদি অসি কি কসি কই কাটী
তইও ন তেজয় ঠাম ॥
গরল আনি সুধারসে সিঞ্চিঅ
সাতল হোমায় ন পার।
জইও সুধানিধি অধিক কুপিত
তইও ন বরিস খার ॥

ভন বিদ্যাপতি সুন রমাপতি
সকল গুন নিধান।
অপন বেদন তাকো নিবেদিঅ
জে পরবেদন জান ॥

মিথিলা, ন. গু ৯৬৩

শব্দার্থ—বড়ি বড়াই—শ্রেষ্ঠত্ব ; নিহারই—দেখে ; যাহি—যাহাকে ; অজর—সুন্দর ; পজারিয়—জ্বালাই ; **কসি কই** কসিয়া, জোর করিয়া ; হোমায়—হয়।

অনুবাদ—সকলে শ্রেষ্ঠত্ব পায় না, বিধি যাহাকে (কৃপা) দৃষ্টি করে (সেই পায়)। আপনার বচন যে প্রতিপালন করে, সেই সকলের অপেক্ষা বড়। সজনি, সুজন পুরুষের স্নেহ অক্ষয়। স্বর্ণের সহিত কিম্বা পাষাণরেখার সহিত উপমিত করিব ? সে (স্বর্ণ) যদি অগ্নি আনিয়া জ্বালাই, তথাপি পরিবর্তিত হয় না ; ইহা (পাষাণরেখা) যদি বলপূর্বক অসিদ্বারা কাটা যায় তাহা হইলেও স্থান ত্যাগ করে না (মুছিয়া যায় না)। গরলে অমৃত সিঞ্চন করিলেও শীতল হইতে পারে না, যদিও চন্দ্র অধিক কুপিত (হয়) তাহা হইলেও ক্ষার (লবণ) বর্ষণ করে না। বিদ্যাপতি কহেন, সকল গুণনিধান রমাপতি শুন, আপনার বেদন তাহাকে নিবেদন কর যে পরবেদন জানে।

(৪৩১)

কপক পানি অধিক হোঅ কাটি[১]।
নাগর গুনে নগারি রতি[২] বাটি ॥

কোকিল কানন আনিঅ সার।
বর্ষা[৩] দাদুর করএ বিহার ॥

(৪৩১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "কাটি" স্থলে "কাঢ়ি" (২) "বাটি" স্থলে "বাঢ়ি" (৩) "বর্ষা" স্থলে "বরসা" করিয়াছেন।

অহনিসি সাজনি পরিহর রোস।
তঞো নহি জানসি তোরে দোস॥
ছবও বারহ মাসক মেলি।
নাগর চাহএ রঙ্গহি কেলি॥
তে পরি তকর করও পরিণাম[৪]।
কু বস্থ বোল জন্থ হোএ বিরাম[৫]॥
মোরে বোলে দূর কর রোস।
হৃদয় ফুজী কর হরি পরিতোস॥

নেপাল ৭৬, পৃঃ ২৮ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৫৬

শব্দার্থ—কাটি—কাটিলে; বাটি—ভাগ পায়; আনিঅ—আনে; ছবও—ছয়; ফুজী—খুলিয়া।

অনুবাদ—কূপের জল কাটিলে অধিক হয়; নাগরের গুণেই নাগরী রতির ভাগ পায়। কোকিল কাননে শ্রেষ্ঠ সময় (বসন্ত) আনে, বর্ষাকালে দর্দ্দুর বিহার করে। সজনি, অহর্নিশি রোষ পরিহার কর, তুমি তোমার দোষ জান না। ছয় ঋতু ও বার মাসের মিলনে (সর্বদা) নাগর রঙ্গে (আনন্দে) কেলি চায়। সেইরূপে তাহার (প্রেমের) পরিমাণ করিবে যেন মন্দ কথায় তাহার বিরতি না হয়। আমার কথায় রোষ দূর কর, হৃদয় খুলিয়া হরির পরিতোষ কর।

(৪৩২)

সুখে ন সুতলি কুসুম সয়ন
নয়নে মুঞ্চসি বারি।
তহাঁ কী করব পুরুখ ভূসন
জহাঁ অসহনি নারি॥
রাহী হটে ন তোলিঅ নেহ
কাহ্ন সরীর দিনে দিনে দুবর
তোরাহু জীব সন্দেহ॥
পরক বচন হিত ন মানসি
বুঝসি ন সুরত তন্ত।
মনে তঞো জঞো মৌন করিঅ
চোরি আনএ কান্ত॥
কিছু কিছু পিয় আসা দিহহ
অতি ন করব কোপ।
আধকে জতনে বচন বোলব
সঙ্গম করব গোপ॥
নব অনুরাগে কিছু হোএবা
বহ দিন তিনি চারি।[১]
প্রথম প্রেম ওর ধরি রাখএ
সেহে কলামতি নারি॥

নেপাল ৫২, পৃঃ ২০ ক, পং ৯, বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৫১

শব্দার্থ—পুরুখ ভূসন—পুরুষরত্ন; অসহনি—অসহিষ্ণু; তোলিঅ—ভাঙ্গিও; দুবর—দুর্ব্বল; তন্ত—তত্ত্ব।

(৪৩১) (৪) পুঁথিতে "পরি" পর্য্যন্ত আছে, নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "পরিণাম" করিয়াছেন। (৫) নগেন বাবু "কু বস্থ" স্থলে "বিরস" করিয়াছেন এবং পুঁথিতে "বির" আছে, সেইটিকে "বিরাম" করিয়াছেন।

(৪৩২) (১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "দিন তিনি চারি" স্থলে "দিন দুই চারি" করিয়াছেন

অনুবাদ—সুখে কুসুম শয্যায় শয়ন করিস্ না, নয়নে অশ্রু মোচন করিস্। যেখানে নারী অসহিষ্ণু সেখানে পুরুষ ভূষণ (গুণবান পুরুষ) কি করিবে? রাই, বলপূর্বক স্নেহ ভাঙ্গিস না, কানাইয়ের শরীর দিন দিন দুর্বল হইতেছে, তোরও প্রাণসংশয়। পরের কথা হিত মানিস না, সুরত তত্ত্ব বুঝিস না, তুই যদি মনে বুঝিয়া মৌন করিস্ (তাহা হইলে) কান্তকে গোপনে লইয়া আসি। প্রিয়তমকে কিছু কিছু আশা দিবি, অত্যন্ত কোপ করিবি না, অর্দ্ধেক যত্নে (অল্প যত্নে) কথা বলিবি, গোপনে সঙ্গ করিবি। দিন দুই চার পরে কিছু নব অনুরাগ হইবে, (যে) শেষ পর্য্যন্ত প্রথম প্রেম ধরিয়া রাখে ম্লান হইতে দেয় না সেই কলাবতী নারী।

(৪৩৩)

কত খন বচন বিলাসে।
সুপুরুষ রাখিঅ আসা পাসে॥
আবে হমে গেলিহু ফেদাঙ্গী।
অথিরক আতর মধথ লজাঙ্গী॥
বোলি বিসরলহ বামা।
সখি অসবৌলিহে কহ কত[১] ঠামা॥
পর বিপতি ন রহ রঙ্গে[২]।
কুসুমিত কানন মধুকর সঙ্গে॥
সময় খেপসি কতি ভাঁতী।
বড়ি ছোটি ভেলি মধুমাসক রাতা॥

নেপাল ৮৩, পৃঃ ৩০ খ, পং ১, ৬নই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু ৪৪৭

শব্দার্থ—ফেদাঙ্গী—তাড়িত, বিসরলহ—ভুলিলে, অসবোলিহে—বুঝাইল, বিপতি—বিপত্তি।

অনুবাদ—বচনবিলাসে সুপুরুষকে কতক্ষণ আশা পাশে বাঁধিয়া রাখিব? এখন আমি তাড়িত হইলাম, অস্থির চিত্তের (কার্যে) মধ্যে লজ্জা পাই। বামা, কথা (প্রতিশ্রুতি) বিস্মৃত হইলে সখি কত স্থানে (কতবার) বুঝাইল। পরের বিপত্তিতে রঙ্গ (আনন্দ) নাই, কুসুমিত কাননেই মধুকরের শব্দ (সমাগম) হয়। কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছ? চৈত্র মাসের বাণী অত্যন্ত ছোট হইল।

(৪৩৪)

বোললি বোল উত্তিম পঅ রাখ
নীচ সবদ জন কী নহি ভাখ॥
হমে উত্তিম কুল গুনমতি নারি।
এত বা নিঅ মনে হলব বিচারি॥
সিনেহ বঢ়াওল সুপুরুস জানি।
দিনে কএলহ আসা হানি॥
কত ন অছ জগত[১] বসমতি ফুল।
মালতি মধু মধুকর পঅ ভুল॥
গেল দীন পুনু পলটি ন আব।
অবসর পল বহলা বহ পচতাব॥

নেপাল ৮২, পৃঃ ৩০ খ, পং ১, ৬নই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু ৩৪৮

---

(৪৩৩) **মন্তব্য**—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "কহ কত" স্থলে "কত কত" (২) "পর বিধে পতি ন রহ রঙ্গে" স্থলে "পর বিপতে ন রহ রঙ্গে" করিয়াছেন।

(৪৩৪) পাঠান্তর—(১) নেপাল পুঁথির পত্রের তৃতীয় পংক্তিতে আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে কেহ "কত ন অছ জগত" কাটাইয়া "কত ন জগত অছ" করিয়া দিয়াছেন।

শব্দার্থ—বোললি বোল -যে কথা বলা হইযাছে , সবদ—সম্বন্ধ ; ভাখ বলে ; হলব বিচারি —বিচাব কবিবে।

অনুবাদ—উত্তমলোক প্রতিশ্রুতি রক্ষা কবে, নীচ সম্বন্ধ (নীচ কুলোদ্ভব) ব্যক্তি কি না বলে ? আমি উত্তম কুলের গুণবতী নাবী, ইহা নিজেব মনে বিচাব কবিও। সুপুরুষ জানিযা স্নেহ বাড়াইলাম, দিনে দিনে আশা হানি করিলে। জগতে কত বসবতী (রসময) ফুল আছে, মধুকব মালতীব মধুতেই ভুলে। দিন গেলে আব ফিবিযা আসে না, অবসরক্ষণ অতীত হইলে পশ্চাত্তাপ থাকে।

(৪৩৫)

ঝটক ঝাটল ছাডল ঠাম।
কএল মহাতরু তর বিসরাম ॥
তে জানল জিব বহত হমাব।
সেস ডাব টুটি পলল কপাব ॥

চল চল মাধব কি কহব জানি।
সাগব অছল থাহ ভেল পানি ॥
হম জে অনওলে কী ভেল কাজ।
গুরুজনে পবিজনে হোএত উ হে লাজ ॥

হমবে বচনে জে তোহহি বিবাম।
ফেকলেও চেপ পাব পুনু ঠাম ॥

নেপাল ৩২, পৃঃ ১৩ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু. ৩৪৯

শব্দার্থ—ঝটক—ঝটিকা ; ঝাটল—আহত , সস—শেষ , ডাব ডাল , কপাব —কপাল , থাহ—অল্প গভীব , ফেকলেও—ফেলিলে , চেপ—ঢিল।

অনুবাদ—ঝটিকায় আহত হওয়ায় স্থান ত্যাগ কবিযা মহাতরুব তলায বিশ্রাম করিলাম। তাহাতে জানিলাম আমার জীবন বক্ষা হইল। পবে ডাল ভাঙ্গিযা কপালে পডিল। যাও যাও, মাধব, জানিনা কি বলিব ; সমুদ্র ছিল, স্বল্প গভীব জল হইল (ভাগ্যগুণে)। আমাকে যে আনাইলে, কি কাজ হইল ? গুরুজন পবিজনেব নিকট লজ্জা হইবে, আমার কথায তোমাব (ব্যবহারেব) বিবাম হউক। ঢিল ছুঁডিলে তাহা সেই স্থান পায (মাটিতে আশ্রয পায)।

(৪৩৬)

গগন মডল দুহুক ভুখন
একসর উগ চন্দা।
গএ চকোবী অমিঅ পাবএ
কুমুদিনি সানন্দা ॥
মালতি কাঁইএ করিঅ বোস।
একল ভমর বহুত কুসুম
কমন তাহেরি দোস ॥

জাতকি কেতকি নবি পত্নমিনি
সব সম অনুবাগ।
তাহি অবসর তোহি ন বিসব
এহে তোর বড় ভাগ ॥
অভিনব বস বভস পওলে
কমন[১] রহ বিবেক।
ভন বিদ্যাপতি পহর হিত কর[২]
তৈসন হরি পএ এক ॥

নেপাল ৪৫, পৃঃ ১৭ খ, পং ৫, ন. গু. ৪৪০

---

(৪৩৬) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর :– নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "কমন" স্থলে "কওন"; (২) "পহর হিত কর" স্থলে "পরহিত কর" করিয়াছেন

শব্দার্থ—মডল—মণ্ডল ; একসর—একমাত্র ; উগ—উদয় হইলে ; গএ—গিয়া ; কাঁইএ—কেন ; তাহেরি—তাহার ; নবি পছুমিনি—নবীনা পদ্মিনী ; বিসর—ভুলে যাওয়া।

অনুবাদ—গগন মণ্ডলে দুইয়ের ভূষণ হইয়া চন্দ্র একা উদিত হয়—চকোরী গিয়া অমৃত পান করে, কুমুদিনী আনন্দিতা হয়। মালতি কেন এমন রোষ করিতেছিস্ ? ভ্রমর একা, কুসুম অনেক, (তাহাতে) তাহার কোন দোষ ? ভাতকী, কেতকী, নবীনা পদ্মিনী সকলেরই ভ্রমরের প্রতি সমান অনুরাগ, সেই অবসরেও (অনেকের মধ্যে) তোকে ভুলিয়া যায় না ইহাই তোর বড় ভাগ্য। নূতন আনন্দরস পাইলে বিবেক কোথায় থাকে ? বিদ্যাপতি কহেন, পরের হিত করে তেমন (জন) হরিই একা।

(৪৩৭)

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনক রঙ্গ এহন সন লগইছি
জাগল পয় পচোবান॥
জুড়ি রয়নি চকমক কর চানন
এহন সময় নহিঁ আন।
এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহিঁ হোএ সে জান॥

রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
জেকর অধর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওলি
ভূখল তুঅ জজমান॥
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ সম্ভু নিরমান।
আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি
করু ধনি সরবস দান॥

দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান॥

গ্রিয়ার্সন ৫০ ; ন. গু. ৪১২

শব্দার্থ—সন—মত, যেন ; পচোবান—পঞ্চবাণ, মদন ; জুড়ি—শীতল ; চানন—জ্যোৎস্না ; জেমাওলি—ভোজন করাইল।

অনুবাদ—মানিনী, এখন মান উচিত নহে। এখনকার লক্ষণ (দেখিয়া) এরূপ বোধ হয় যে মদন জাগিয়া উঠিল। রজনী শীতল, জ্যোৎস্না চকমক করিতেছে, এমন সময় আর নাই। এই অবসরে প্রিয় মিলনে যেমন সুখ, যাহার (যে রমণীর) হয় সেই জানে। অলি অতিশয় আনন্দ সহকারে (রভসি রভসি) বিলাস করিতে করিতে মধুর ফুলমধু পান করিতেছে। সবলে আপনার প্রভুকে ভোজন করাইল (বিলাস সম্ভোগে তৃপ্ত করিল), কেবল তোমার যজমান ক্ষুধিত (অতৃপ্ত)। ত্রিবেণীর (ত্রিবলী রেখার) তরঙ্গে গঙ্গা যমুনা তুল্য শ্বেত ও কৃষ্ণের সঙ্গমে (অঙ্গ বিশেষের বর্ণ গৌর ও রোমাবলীর রং কালো) পয়োধররূপ শম্ভু নির্মিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। (এখানে দান করিলে মহাপুণ্য অতএব)

তোমার পতি যখন কাতরভাবে দান প্রার্থনা করিতেছেন, তখন হে ধনি, সর্বস্ব দান কর। দীপের শিখা দেখিয়া মন স্থির থাকিতেছে না, নিজের মন স্থির কর। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মদন বেদনা সঞ্চিত (অপূর্ণ) রাখিলে অতি ক্লেশদায়ক হয়।

(৫৩৮)

ছলিহু পুরুব ভোরে ন জাএব পিআ মোরে
পানিক স্তুতলি ধনি কলহই।
খনে একে জাগলি বোঅএ লাগলি
পিআ গেল নিজ কর মুদলী দই॥
দিনে দিনে তনু সেখ দিবস বরিস লেখ
সুন কাহ্নু তোহ বিনু জৈসনি রমনী॥
পরক বেদন দুখ ন বুঝএ মুরুখ
পুরুস নিরাপন চপল মতী।
রভস পললি বোল সত কএ তহি লেল
কি করতি অনাইতি পললি জুবতি॥

নেপাল ১৬৮, পৃঃ ৬০ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু. ৭৭০

শব্দার্থ—ছলিহু—ছিলাম; পানিক স্তুতলি—জলে, ভিজা জায়গায় শুইল, কলহই—ঝগড়া করিয়া; মুদলী—অঙ্গুরী; নিরাপন—যে আপনার হয় না; অনাইতি—অনায়ত্ত।

অনুবাদ—পূর্ব্বে এই ভ্রম ছিল যে প্রিয় আমার যাইবে না। ধনী কলহ করিয়া ভিজা জায়গায় যাইয়া শুইল। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল প্রিয় নিজকরের অঙ্গুরী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। কানাই, তোমার বিরহে দিন, বর্ষ গণনা করিয়া দিনে দিনে রমণীর তনু শেষ হইল। মূর্খ পরের বেদনা বুঝে না, পুরুষ চপলমতি এবং সে কখনও আপনার হয় না। রভসের সময়ে সে (ঠাট্টা) করিয়া যাহা বলিল নায়ক তাহা সত্য বলিয়া লইল, (এখন) যুবতী নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িল।

(৫৩৯)

জলধি সুমেরু দুঅও থিক সার।
সব তহ গনিঅ অধিক বেবহার॥
মালতি তোহে জদি অধিক উদাস।
ভমর গঞো সঞো আবে কমলিনি পাস॥
লাথ করসি কত অবসর পাএ।
দেহরি ন হোঅএ হাথে ঝপাএ॥
কুচ জুগ কঞ্চন কলস সমান।
মুনি জন দরসনে উগএ গেআন॥
তঞে বর নাগরি অপনে গুন।
কওনক দেলে হো বড় পুন॥

নেপাল ১৮৫, পৃঃ ৬৬ খ, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৪১

শব্দার্থ -থিক—হয়. বেবহাব—উপযোগ ; লাথ—ছলনায়. দেহবি—বহির্দ্বার।

অনুবাদ- সমুদ্র ও সুমেরু দুই সার বস্তু, সকলের অপেক্ষা ব্যবহার অধিক গণনা করি (উত্তম ব্যবহার সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। মাধব, তুমি যদি অধিক উপেক্ষা কর, ভ্রমর এখনই কমলিনীর নিকট যাইবে। অবসর (সুযোগ) পাইয়া কত ছলনা কর, হস্ত দ্বারা দ্বারদেশ ঢাকা যায় না। কুচযুগল কাঞ্চন কলস সমান, মুনিজন দেখিলেও তাঁহাদের জ্ঞান হয় (যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের হইয়াছিল) তুমি শ্রেষ্ঠ নাগরী, আপনি বুঝিয়া দেখ। কাহাকে (ঐ কাঞ্চন কলস) দিলে অধিক পুণ্য হয়।

(৪৪০)

জতনহু ও রে জতেও ন নিববহ।
এ কহু, ততেও অঙ্গিরলহ॥
সে সবে বিসরু তোঁহে ও রে বিনু হেতু।
মরএ মধথহি মকরকেতু॥
কপট কইয়ে কত ও রে কহু হিত।
বড বোল ছড বড অনুচিত॥
মোঞে অবলা বরু ও রে দয় জিব।
তরব দুসহ নরি সিব সিব॥

ভনই বিদ্যাপতি ও রে সহি লেহ।
সুপুরুস বচন পসান রেহ॥

মিথিল, ন গু ৬৪১

শব্দার্থ—জতনহু—যত্ন করিয়াও ; জতেও—যাহা ; নিববহ—নির্ব্বাহ. মধথ—মধ্যস্থ, নরি—নদী।

অনুবাদ—যত্ন করিয়াও যাহা নির্বাহিত হয় না, হে কানাই, তুমি তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলে। সে সকল বিনা কারণে ভুলিলে, মধ্যস্থ মকরকেতু মরিল। (অনেক সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে যখন কলহ হয়, তখন মধ্যস্থ বিপন্ন হয়। তোমার আমার মধ্যে মিলন ঘটাইয়াছিল মদন। এখন তোমার উপেক্ষায় সেই মধ্যস্থই মারা পড়িল।) কপট করিয়া কত হিতকথা কহিতেছ, মহৎ ব্যক্তির (অঙ্গীকৃত) কথা ছাড়া বড অনুচিত। আমি অবলা, বরং জীবন দিয়া, (প্রাণত্যাগ করিয়া) শিব শিব বলিয়া দুসহ নদী উত্তীর্ণ হইব (এই যাতনা হইতে মুক্ত হইব)। [অন্তকালে শিব শিব বলিয়া মরিব, যাহাতে মদনের পীড়া আর কখনও সহ্য করিতে না হয়। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সখি লও, সুপুরুষের কথা পাষাণ-রেখা (মাধব অঙ্গীকার রক্ষা করিবে, ভুলিবে না)।

(৪৪১)

ফুল এক ফুলবারি লাওল মুরারি।
জতনই পটওলনি সুবচন বারি॥
চৌদিস বাঁধলনি সীলকি আরি।
জীব অবলম্বন করু অবধারি॥
তথুহু ফুলল ফুল অভিনব পেম।
জনু মল লহয় ন লাখহু হেম॥
অতি অপরূব ফুল পরিনত ভেল।
দুই জীব অছল এক ভএ গেল॥
পিশুন কীট নহি লাগল অহি।
সাহস ফল দেল বিহি দেল নিরবাহি॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর সৈহ।
কারঅ জতন ফলমত হো জৈহ॥

মিথিলা ; ন গু. ৫৫৭

শব্দার্থ—ফুলবারি—বাগান ; পটওলনি—জল দিলেন ; সীলকি—শীলের ; লহয—হয়, লাগে।

অনুবাদ—মুরারি উদ্যানে একটি ফুলগাছ আনিলেন, (তাহাতে) যত্নপূর্ব্বক স্ববচন (স্বরূপ) জল সেচন করিলেন। (বৃক্ষের) চারি পার্শ্বে শীলতার আলি বাঁধিলেন (তাহাতে) বৃক্ষ জীবন অবলম্বন করিল (বাঁচিল) এই নিশ্চিত করিলেন। তাহাতে (সেই গাছে) অভিনব প্রেম (স্বরূপ) ফুল ফুটিল, লক্ষ স্বর্ণেও যাহার মূল্য হয় না। অতি অপূর্ব ফুল পরিণত হইল ; দুই জীবন ছিল, এক হইয়া গেল। দুষ্ট লোক (স্বরূপ) কীট উহাতে (ফুলে) লাগিল না ; সাহস করিয়া ফল দিল (ফুল ফলে পরিণত হইল), বিধি নির্ব্বাহ করিয়া দিল। বিদ্যাপতি কহেন, যত্নে (যত্ন করিয়া) যাহা ফলবান হয়, তাহাই সুন্দর।

(৪৪২)

গেলাঁহু পুরুব পেমে উতরো ন দেই।
দাহিন বচন বাম কএ' লেই ॥
এ হরি রস দএ' রুসলি রমনী।
হম তহ ন আউতি কুঞ্জরগমনী ॥

গইয়ে মনাবহ বহুও সমাজে।
সব তহ বড় থিক আঁখিক লাজে ॥
জে কিছু কহলক সে অছি লেলে।
ভল কহি' বুঝব অপনহি গেলে ॥

ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাবে।
রুসলি রমনি পুনু পুনমত পাবে ॥

রাগতরঙ্গিনী পৃ ১০৭, ন গু ৪০০

শব্দার্থ—উতরো—উত্তর। দাহিন—দক্ষিণ, অনুকূল হম তহ—আমা হইতে, আমি বলিলে। সমাজে—মিলনে, সঙ্গে। অছি লেলে—লইয়া আছি, মনে আছে।

অনুবাদ—পূর্ব্ব প্রেমের (কথা বলিতে) গমন করিলাম, উত্তর দেয় না, অনুকূল বচন প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করে (ভাল বলিলে মন্দ বুঝে)। হে হরি, প্রেম দেখাইয়া পরে রমণীকে রাগাইয়াছ। গজগামিনী আমা হইতে আসিবে না (আমি তাহাকে আনিতে পারিব না)। গিয়া সাধা-সাধন কর, নিকটে থাক সব চায় চক্ষু লজ্জা বড় (তুমি সর্বদা নিকটে থাকিলে তাহার চক্ষুলজ্জা হইবে, মান ভাঙ্গিতে পারে। যাহা কিছু কহিল তাহা লইয়া রহিয়াছি (আমিই জানি), নিজে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নারীর (এইরূপ) স্বভাব, রুষ্ট রমণীকে পুনঃবার পুনবার প্রাপ্ত হয়।

(৪৪৩)

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতএ সঁভরন কুন্তল চীর।
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থীর।
সুমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর ॥
কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহী জুবতি মাঁগ দরসন দান ॥

জল মধে কমল গগন-মধে সূর।
আঁতর চাঁদহু' কুমুদ কত দূর ॥
গগন গরজ মেঘা সিখর ময়ূর।
কত জন জানসি নেহ কত দূর ॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত মান।
রাধা বচনে' লজাএল কান ॥

রাগত—পৃঃ ১১৬ ; ন. গু. ৫০৬

(৪৪২) মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "কই" (২) "দয়া" (৩) "কয়" করিয়াছেন।

(৪৪৩) মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "চান" (২) "বচন" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—কমল—মুখকমল ; সঁভরন—আভরণ ; সুমরি—স্মরণ করিয়া ; সুর—সূর্য্য ; আঁতর—অন্তর।

অনুবাদ—মুখকমল করতললগ্ন, নয়নে নীর বহিতেছে, আভরণ, কুন্তল (ও) বস্ত্র সম্বন্ধে চেতনা নাই। তোমার পথ চাহিয়া চাহিয়া চিত্ত স্থির নহে, পূর্ব প্রেম স্মরণ করিয়া শরীর দগ্ধ হইতেছে। হে মাধব, (তুমি) কেমন করিয়া মান সাধিবে? বিরহিণী যুবতী (তোমার) দর্শন মাগিতেছে। জলের মধ্যে থাকে কমল, আর গগনে থাকে সূর্য্য ; কুমুদ ও চন্দ্রেও অনেক ব্যবধান (তবুও তো প্রেম থাকে)। মেঘ গগনে গর্জ্জন করে, ময়ূর পর্বত শিখরে (তবু মেঘ দেখিয়া ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে), প্রেম যে কত দূরে যায় তাহা কয়জনে জানে? *

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (ইহা) বিপরীত মান (মান নায়িকার হওয়া সম্ভব, নাযকের নহে), (দূতী কর্তৃক কথিত) রাধার বচনে কানাই লজ্জিত হইল।

৪৪৪)

মাধব সুমুখি মনোরথ পুর।
তুঅ গুনে লুবুধি আইলি এত দূর॥
জে ঘর বাহর হোইতেঁ ফেদাএ।
সাহস তকর কহএ নহি জাএ॥
পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার।
কুচ-জুগ-কলসে জমুনা ভেলি পার॥
বারিদ বরিস সগর মহি পূল।
সহসহ চউদিস বিসধর বুল॥
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি।
জীবহু চাহি অধিক কী সাতি॥
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন বোধ।
কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ॥

তালপত্র ন. গু. ৫২০

শব্দার্থ—পূর—পূর্ণ কর ; ফেদাএ—পলায়ন করে ; পীছর—পিচ্ছিল ; রয়নি অন্ধার—রজনী অন্ধকার ; বারিদ—মেঘ ; সগর—সকল ; মহি পূল—সারা পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে ; বিসধর বুল—সাপ ঘুরিতেছে ; সাতি—শাস্তি।

অনুবাদ—মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে। যে ঘরের বাহির হইতে পলায (ভয় পায়), তাহার এই আসায় কত সাহস দেখাইতে হইয়াছে বলা যায় না। একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে) পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া যমুনা পার হইল। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিষধর সরীসৃপ (সহসহ) বিচরণ করিতেছে। এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না, জীবনের অপেক্ষা অধিক কি শাস্তি? (অভিসারের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন দুইজন মনে বুঝিয়াছে। কমল কি ভ্রমরের অনুরোধে বিকসিত হয় না?

---

* তুলনীয়—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্।—কালিদাস

(৪৪৫)

সে কাহ্নু সে হম সে পচবান।
পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন ॥
পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ।
আগিলাহু পেম দেখিঅ অবে আধ ॥
বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।
সে অনুরাগল হৃদয় উদাস ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহো রস ভান।
বিরল রসিক-জন ঈ রস জান ॥

মিথিলা ; ন. গু. ৪৭২

অনুবাদ—সেই কানাই সেই আমি সেই মদন, অতীত ছাড়িয়া এখন অন্য রঙ্গ (আমাদের পূর্বের সে প্রেম বিস্মৃত হইয়া কানাই অন্য রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছে)। অতীত প্রেমের সাধ কি কহিব, আগেকার (বর্তমান) প্রেম এখন অর্দ্ধমাত্র দেখিতেছি (পূর্বে যে প্রেম ছিল এখন তাহার অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট আছে)। বিশ্বাস দিয়া প্রতিশ্রুত কথা বিস্মৃত হইল, সেই অনুরাগ-যুক্ত হৃদয় উদাস হইল। কবি বিদ্যাপতি এই রস কহিতেছেন, এই রস জানে এমন রসিক ব্যক্তি বিরল।

(৪৪৬)

পথমহি কযলহ নয়নক মেলি
আসা দেলহ হসিকহু হেরি ॥
তেঁহ সে আজ অএলাহু তুঅ পাস।
বচনেহু তোহে অতি ভেলি হে উদাস ॥ ধ্রু ॥
সাজনি তোহর সিনেহ ভল ভেল।
পহিলা চুম্বন কি দূর গেল ॥
আবহু কবিঅ রস পরিহরি লাজ।
অঙ্গিরল বাণ ছড়াবহ আজ ॥
অপনা বচন নহী পরকার
জে অগিরিঅ সে দেলহি নিতার ॥

নপা ১১৯ পৃ ৪২ ২, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

শব্দার্থ—কযলহ—করিলে, হসিকহু হেরি—হাসিয়া দেখিয়া, চুম্বন—চুম্বন, পরিহরি—ছাড়িয়া, অগিরিঅ—অঙ্গীকার করিয়াছ, পরকার—প্রকার বিভিন্নতা।

অনুবাদ—প্রথমে নয়নের মিলন করিলে, হাসিয়া কটাক্ষ করিয়া আশা দিলে। তাই আজ তোমার কাছে আসিলাম; কিন্তু একটু কথা বলিতেও তুমি ঔদাসীন্য দেখাইতেছ। সজনি! তোমার প্রেম বেশ ভালই হইল। প্রথম চুম্বন কি দূরে গেল? এখনও লজ্জা ছাড়িয়া রস (আনন্দ) কর। আজ যে বাণ (নয়নবাণ) অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা ছাড়। নিজের কথার নড়চড় করা যায় না। যে অঙ্গীকার করিয়াছে সে নিস্তার দিবে—সে উহা পূর্ণ করিবে।

(৪৪৭)

জনম হোঅএ জনি জওঁ পুনু হোই।
জুবতী ভএ জনমএ জনু কোই ॥
হোইহ জুবতি জনু হো রসমন্তি।
রসও বুঝএ জনু[১] হো কুলমন্তি ॥

(৪৪৭) মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "বুঝএ" এর পরে "জনু" করিয়াছেন।

ই ধন মাগওঁ বিহি এক পএ তোহি।
থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি॥
মিলি সামি নাগর রসধারা।
পরবস জনু হোঅ হমর পিয়ারা॥
হোইহ পরবস বুঝিঅ বিচারি।
পাএ বিচার হার কওন নারি॥
ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।
দন্দ সুমুদ হোএত জীব দএ পার॥

নেপাল ৫৮, পৃঃ ২২ ক, পং ৫; ন.গু. ৪৩৭

শব্দার্থ—জওঁ—জন্ম; থিরতা—স্থৈর্য্য; সামি—স্বামী; দন্দ—দ্বন্দ্ব, কলহ; সুমুদ—সমুদ্র।

অনুবাদ—জন্ম হইয়া যদি আবার (জন্ম) হয়, যেন কেহ যুবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। যুবতী হইয়া যেন রসবতী না হয়, রস বুঝিযা যেন কুলবতী না হয়। বিধাতা, তোর নিকট একমাত্র এই ধন প্রার্থনা করি, অবসানে (শেষাবস্থায়) যেন স্থিরতা দিবে। স্বামী যেন নাগর ও রসাধার হয়, আমার প্রিয় যেন পরবশ না হয়। প্রিয় যদি পরবশ হয় তাহা হইলেও যেন কিছু বিচার রাখে—(তাহার দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা লোপ না পায়)। (দোষ গুণের বিচার থাকিলে সে বুঝিবে,) কোন নারী (তাহার গলার) হার (স্বরূপ) হইতে পাবে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উপায় আছে, (এই) দ্বন্দ্ব-সমুদ্র প্রাণ দিয়া পার হইবে।

(৪৪৮)

গমনে গমাউলি গরিমা
অগমনে জিবন সন্দেহ।
দিনে দিনে তনু অবসন ভেল
হিমকমলিনি সম নেহ॥
অবহু ন সুমরহ মধুরিপু
কি করতি সুন্দরি নাম।
"মোহি বিসরলহ
কহিনী বহু ঠাম"॥[১]
এক দিস কাহ্নু[২] অওকাদিস
সুবিতত বংস বিসালা।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনি
সংসঅ পড়ু কুলবালা॥
পঁচবান অতি আতএ
ধৈরজে কর পশু থিরে[৩]।
আঁচরে মুহ দঅ কাঁদএ
ঝাঁখএ[৪] নয়ন বহ নীরে॥

রাগ তরঙ্গিনা পৃঃ ৮৭; ইতি বিদ্যাপতেঃ (লোচন); ন. গু. ৬০৪

অনুবাদ—গমন করিলে গৌরব যায়, অগমনে জীবন সংশয় অর্থাৎ অভিসারে গমন করিলে গরিমা নষ্ট হয়, আর গমন না করিলেও জীবন সংশয় হয়। দিন দিন দেহ অবসন্ন হইল, তুষার (স্পর্শে) কমলের ন্যায় অর্থাৎ কমলিনী যেমন তুষার-স্পর্শে ম্লান হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের জন্য আমার দেহ অবসন্ন হইল। এখনও মধুরিপু (আমাকে) স্মরণ করে না, (আমার) সুন্দরী নাম কি করিবে—অর্থাৎ আমার সুন্দরী নামের সার্থকতা কোথায় রহিল? আমাকে বিস্মৃত হইল, এই কাহিনী বহু

(৪৪৮)। নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "কিছু দোস মোহি বিসরলাহ কহিনী রহতি বহ ঠাম" (২) কাহ্নু (৩) "ধৈরজে কর মনথিরে" (৪) ঝাঁখ করিয়াছেন।

স্থানে প্রকাশিত থাকিবে। এক দিকে কানাই, অপরদিকে সুপ্রসিদ্ধ মহদ্বংশ। দুই পথে চড়িয়া নিতম্বিনী কুলবালা সন্দেহের (মধ্যে) পড়িল। পঞ্চবাণ অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে, ধৈর্য (ধরিয়া) মন স্থির কর, আঁচলে মুখ দিয়া কাঁদে, শোকাকুল চক্ষুতে অশ্রু বহিতেছে।

(৪৪৯)

সুনি সিরিখণ্ড তরু   সে সুনি গমন করু
ছাড়ত মদন তনু তাপে ॥[১]
আরতি অইলিহু   তেঁ কুম্ভিলইলিহু[২]
কে জান পুরুবকের[৩] পাপে ॥

মাধব তুঅ মুখ দরসন লাগী।
বেরি বেরি আবওঁ   উতর ন পাবওঁ
ভেলাহ বিরহ রস ভাগী ॥

জখনে[৪] তেজল গেহ   সুমরি তোহর নেহ
গুরুজন জানল তাবে[৫]।
তোহেঁ সুপুরুস পহু   হমে তঞো ভেলিহু লহু
কতহু আদর নহি আবে ॥[৬]

নেপাল ২৪২, পৃঃ ৮৭ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৪৭১ (তালপত্র)

শব্দার্থ—সিরিখণ্ড—শ্রীখণ্ড, চন্দনকাষ্ঠ ; আরতি—আর্ত্তি ; কুম্ভিলইলিহু—ম্রিয়মান হইলাম ; পুরুবকের—পূর্ব্বের ; বেরি বেরি—বারবার ; ভেলিহু লহু—লঘু হইলাম।

অনুবাদ—শুনিলাম (তুমি) চন্দন তরু, তাহা শুনিয়া গমন করিলাম, (মনে করিলাম) তনুর মদন-তাপ ছাড়িবে। আর্ত্তি বশতঃ আসিলাম, তাহাতে ম্রিয়মাণ হইলাম, কোন পূর্ব্বের পাপে কে জানে? মাধব, তোমার দর্শনের জন্য বার বার আসি (কথার) উত্তর পাই না, বিরহ রসের ভাগী হইলাম। যখন তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম, গুরুজনেরা তখন জানিল। তুমি সুপুরুষ প্রভু, আমি তো লঘু হইলাম, এখন কোথাও আদর নাই।

(৪৫০)

দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুস নেহা।
অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহা ॥
জে ছল আদর তবহু আঁধে।
আওর হোএত কী পছিলাহু বাঁধে ॥

বিধিবসে জদি হোঅ অনুগতি বাধে।
তৈঅও সুপহু নহি ধর অপরাধে ॥
পুরত মনোরথ কত ছল সাধে।
আবে কি পুছহ সখি সব ভেল বাধে ॥

(৪৪৯) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) তেমএ গমন করু বিরহক তাপে (২) অএলাহু মএ কুম্ভিলএলাহু (৩) পুরুবকএোন (৪) জতহি (৫) গুরুজন জানল তাবে (৬) "এতএ নিঠুর হরি যাএবক মনে হুরি উকহ অনাদর আবে।"

সুরতরু সেওল ভল অভি[১] লাগী।
তসু দুখন নহি হমহি অভাগী॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
আওত মথুরপতি তুঅ গুন জানী॥

নেপাল ৫৪, পৃঃ ২০ খ, পং ৩; ন. গু. ৪৯০

শব্দার্থ—নেহা—প্রেম; চান্দক রেহা—চাঁদের রেখা; তবত আঁধে—তাহারও অর্দ্ধেক; বাঁধে—বাধা; দুখন—দোষ।

অনুবাদ—দিনে দিনে সুপুরুষের স্নেহ বাড়ে, অন্যদিনে যেরূপ চন্দ্রলেখা (বাড়ে)। যে আদর ছিল তাহারও অর্দ্ধ (হইয়াছে), আরও পশ্চাতে (ভবিষ্যতে) কি বাধা (দুর্ঘটনা) হইবে! বিধিবশে যদি অনুগতির বাধা হয়, তথাপি সুপ্রভু অপরাধ ধরে না। কত সাধ ছিল মনোরথ পূর্ণ হইবে; সখি, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমস্তই বাধা হইল। অভিমত পূর্ণ হইবে বলিয়া কল্পতরু সেবন করিলাম। তাহার দোষ নহি, আমি অভাগিনী। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন চতুরে, মথুরাপতি তোমার গুণ জানিয়া (আবার) আসিবে।

(৪৫১)

প্রথম প্রেম হরি জত বোলল
অদরও নন ভেল।[১]
বোলল জনম ভরি জে রহত
দিনে দিনে দুর গেল॥
কি দহু মোর অবিনয় পলল
কি মোর দীঘর মান।
কি পর পেয়সি পিসুন বচন
তথী পিয়াএ দেল কান॥

সাজনি মাধব নহি গমার।
পেমে পরাভব বহুত পাওল
করম দোস হমার॥

কত বোলি হরি জতনে সেওবল[২]
সুরতরু সম জানি।
অনুভবে ভেল কপট মন্দির
আবে কীপর করব[৩] আনি॥
সুপহুক বচন বদসম মোহি
সুখলল ভান।
আপন ভাসা বোলি বিসরএ
ইথি বোলত আন॥

নেপাল ২৪, পৃঃ ১০ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীতাদি; ন. গু. ৪৯১

শব্দার্থ—কি দহু—কি কি; দীঘর—দীর্ঘকালস্থায়ী।

অনুবাদ—প্রথম প্রেমে হরি যত বলিল (তাহার মত) আদর হইল না। যাহা জন্ম ভরিয়া থাকিবে বলিল তাহা দিনে দিনে দূর হইল। কি কি অবিনয় আমার হইল? কিম্বা দীর্ঘকালস্থায়ী মানই ইহার কারণ? অপর প্রেয়সী

(৪৫০) মন্তব্য—পুঁথিতে "অভি" আছে; নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "অভিমত" করিয়াছেন।

(৪৫১) মন্তব্য—(১) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "অদরওন ভেল" করিয়াছেন। (২) পুঁথিতে "সেওবল" আছে কিন্তু নগেন বাবু "সেওল" করিয়াছেন। (৩) নগেন বাবু "করব" করিয়াছেন। (৪) নগেন বাবু সংশোধন করিয়া "সুপহুক বচন বদসম মোহি সুখলল ভান" স্থলে "সুপহুক বচন জলর সম মো হিয় রেখ লেল ভান।"

(অথবা) পিশুনের কথায় প্রিয়তম কান দিল ? সজনি, মাধব মূঢ় নয়, আমার কর্ম্মের দোষে প্রেমে অনেক পরাভব পাইলাম। সুরতরু সম জানিয়া হরিকে কত যত্নে সেবা করিলাম। কত বলিব, অনুভবে কপটধাম হইল, এখন আর কি করিব ? সুপ্রভুর বচন বদসম (অর্থ বুঝা গেল না) হইলেও আমার কাছে শুকাইল। আপনার ভাষা (কথা) বলিয়া বিস্মৃত হয় ইহাতে অন্যে কি বলিবে ?

(৪৫২)

[১]কতএ গুঞ্জা ফুল।
কতএ গুঞ্জা রতন তুল॥
জে পুনু জানএ মরম সাচ।
রতন তেজি ন কিনএ কাচ॥
অরে রে সুন্দর উতর দেহ।
কওন কওন গুন পরেখি নেহ॥
অনেকে দিবসে কএল মান।
মধু ছাড়ি আন ন মাগএ দান॥
এসন মুগুধ থীক মুরারি।
গবউ ভখএ অমিঞ ছাবি॥

নেপাল ২৩১, পৃঃ ৮৩ ক, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ন.গু ৫১০

শব্দার্থ- গুঞ্জা—গুঞ্জা মরম সাচ -মর্ম্মের সত্য, উতর দেহ—উত্তর দাও, পরেখি—পরীক্ষা, নেহ—স্নেহ; গবউ—গব্য।

অনুবাদ—গুঞ্জা আবার একটা ফুল ? গুঞ্জা কোথায় রত্নের তুল্য হয় ? মর্মকথা জানে সে রত্ন ছাড়িয়া কাচ কেনে না। হে সুন্দর, উত্তর দাও, কোন কোন গুণে স্নেহের পরীক্ষা হয় ? অনেক দিন মান করিয়াছ, মধু ছাড়িয়া অন্য জিনিষ দান মাগিতে হয় না। মুরারি এমন মুগ্ধ যে অমিয় ছাড়িয়া গব্য ভক্ষণ করে।

(৪৫৩)

রসিকক সররস নাগরি বানি।
ভল পরিহর ন আদরি আনি॥
হৃদয়ক কপটী বচনে[১] পিয়ার।
অপনে বসে উকট[২] কুসিয়ার॥
আবে কি বোলব সখি বিসরল দেও[৩]।
তুঅ রূপে লুবুধ মহী নহি কেও॥
পএর পখাল বোসে নহি খাএ।
অন্ধরা হাথ ভেটল হব জাএ॥
কএে জে কলামতি ও অবিবেক।
ন পিব সরোজ অমিয় রস ভেক॥
অকুলিন সয়ঁ জদি কএ সদভাব।
তত কএ কতএ চতুরপন যাব[৪]॥
[৫]তোহরা হৃদয় ন রহলে খাগি।
কতএ স্নপ অছ জড়ি হো আগী॥
ভনই বিদ্যাপতি সং কত সাতি।
সে নহি বিচল জকরি তে জাতি॥

নেপাল ১৮৩, পৃঃ ৬৬ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন গু. ৫০২ (তালপত্র)

---

(৪৫২) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) 'কতএ গুঞ্জা কতএ ফুল" করিয়াছেন;

(৪৫৩) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) বচন (২) বসে উকঠ (৩) জেও (৪) কাপ (৫) ও করা হৃদয় রহএ নহি লাগি ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি। সুনল হকতহ জুড় হোজ আগি।

শব্দার্থ—ভল—ভাল লোক ; উকট—ফাটিয়া যায় ; কুসিয়ার—কুশোর, ইক্ষু ; পএর—পা ; পখাল—ধুইয়া ; ফাব—সাজে ; খাগি—অভাব ; জুড়ি—জুড়ায় ; সাত্তি—শাস্তি।

অনুবাদ—নাগরীর কথা (মিষ্টকথা) রসিকের সর্ব্বস্ব। ভাল লোক আদর করিয়া আনিয়া পরিত্যাগ করে না। হৃদয়ে কপট, বচনে প্রিয়, ইক্ষু আপনার বসে ফাটিয়া যায়। (ইক্ষু কঠিন কিন্তু যখন ফাটিয়া পড়ে, তখন মধুর রস বাহির হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের কঠিন হৃদয় কিন্তু বচন মধুর)। সখি, দেব (প্রভু) যখন ভুলিয়া গেল, তখন তাহাকে কি বলিবে ? তোমার রূপে জগতে কে লুব্ধ না হয় ? পা ধুইয়া রোষে খায় না (অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু রাগে খাইল না ;) অন্ধের হস্তে কিছু দিলে তাহাও হারাইয়া যায়। তুমি কলাবতী সে অবিবেক, ভেক কমলের অমৃত রস পান করে না। অকুলীনের সহিত সদ্ভাব করিলে। তাহা হইলে চতুরপনা কোথায় সাজে ? তোমার হৃদয়ে অভাব ছিল না, অগ্নি শীতল হয় কোথায় শুনিয়াছ ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কত শাস্তি সহিবে ? যাহার যে স্বভাব তাহা বিচলিত হয় না।

(৪৫৪)

বান্ধল হীর[১] অজর লএ হেম।
সাগর তহ হে গহির ছল পেম॥
ও উভরল[২] ই গেল সুখাএ।
নাহ বলাহে মেঘে[৩] ভরি জাএ॥
এ সখি এতবা মাগওঁ তোহি।
মোবেহু অএলে রাখহিসি মোহি॥
আবতি দরসহু বোলিত রাতি।
সে সবে সুমরি জীবকা মাতি॥

ন নথ ন ঘর বাহর গমনেহ।
আরসিকএ মোর দেখিত দেহ॥
গত পরাণ গেলে হোঅ লাজ।[৪]
ভল নহি অনুবদ সুপহু সমাজ[৫]॥
মালতি মধু মধুকর নেপোছি।
মান ও করতি পহু অইসনি আেছি॥
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
কবহু ন হোঅএ জাতি ব্যভিচার॥

নেপাল ৪২, পৃঃ ১৬ খ, পং ৫ ; রামভদ্রপুর ৬২

শব্দার্থ অজর—সুন্দর, তহ—তুল্য ; গহির—গভীর ; উভরল—উদ্বেলিত হইল ; অনুবদ—অনুবন্ধ, সম্বন্ধ ; নেপোছি—নেওঁছি, নির্ম্মঞ্ছন করে ; আেছি—ভাল।

অনুবাদ—সুন্দর সুবর্ণ দিয়া যেন হীরক বাঁধাইল। সাগরের তুল্য প্রেম গভীর ছিল। এক উদ্বেলিত হইল, অন্য শুকাইয়া গেল। (নাহ বলাহে মেঘে ভরি জাএ—নাহ,—স্নানের, বলা হে—বেলায় অর্থ করিয়া স্নানের সময় মেঘে আকাশ ভরিয়া যায় অর্থ করা যায় বটে, কিন্তু ঠিক সঙ্গতি থাকে না)। সখি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি আসিলাম, আমাকে রক্ষা করিও। কেলির রাত্রিতে কত আদর দেখাইয়াছিল, সে সব স্মরণ করিলে প্রাণ মাতিয়া উঠে। এখন আমার নাথও নাই, ঘরও নাই ; বাহিরে যদি যাই অরসিকে আমার দেহ দেখিবে। লজ্জা যখন খোয়া গেল তখন প্রাণ যাওয়াই ভাল। সুপ্রভুর মিলনের সম্বন্ধ ভাল নহে। মালতী মধু দিয়া মধুকরকে আরতি করে, এইরূপ ভাল করিবার জন্যই প্রভু তোমার প্রতি মান করি। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলেন জাতির ব্যভিচার কখন হইবে না, অর্থাৎ নায়ক তাহার নিজগুণের অনুরূপ কার্য্যই করিবে।

---

(৪৫৪)। নেপাল পুঁথির অনুসারে পাঠান্তর—(১) হীর (২) উভরল উকনই (৩) মোহে (৪) রামভদ্রপুরে—'জেলে যা লাজ' (৫) রামভদ্রপুরে—"সুপহু অকাজ"

(৪৫৫)

জোবন রতন[১] অছল দিন চারি।
তাবে[২] সে আদর কএল মুরারি ॥
আবে[৩] ভেল ঝাল কুসুম রস ছুছ।
[৪]বারি-বিহুন সর[৪] কেও নহি পুছ ॥
হমরি তু বিনতী কহব সখি গোএ[৫]।
সুপরুখ সিনেহ অনুনহি হোএ ॥[৬]
জাবে সে ধন রহ[৭] অপনা হাথ।
তাবে সে আদর কর সঙ্গ সাথ ॥
ধনিকক আদর সব কা হোএ[৮]।
নিরধন বাপুন পুছ নহি কোএ ॥

নেপাল ১৪৩, পৃঃ ৫০ খ, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; রাগ তরঙ্গিণী পৃঃ ৭৯; ন. গু. ৬৬৬।

অনুবাদ—যৌবন রতন দু'চারিদিন ছিল, তখন মুরারি আদর করিল। এখন কুসুমে রসও নাই, গন্ধও নাই; যে সরোবরে জল নাই, কে তাহাকে পুছে? সখি গোপনে তুমি আমার বিনতি জানাইবে যে সুপুরুষের স্নেহ কখনও কমে না। যতদিন নিজের হাতে ধন থাকে ততদিন সে সঙ্গে থাকিয়া আদর করে। ধনিকের আদর সব জায়গায় হয়, বেচারা নির্ধনকে কেহ পুছে না।

(৪৫৬)

জাতকি কেতকি কুন্দ সহার।
গরুঅ তাহেরি পুন জাহি নিহার ॥
সব ফুল পরিমল সব মকরন্দ।
অনুভবে বিনু ন বুঝিঅ ভল মন্দ ॥
তুঅ সখি বচন অমিঞ অবগাহ।
ভমর বেআজে বুঝওব নাহ ॥
এতবা বিনতি অনাইতি মোরি।
নিরস কুসুম নহি রহিঅ অগোরি ॥
বৈভব গেলে ভলাহু মঁদি ভাস।
আপন পরাভব পর উপহাস ॥

নেপাল ২১১, পৃঃ ৭৬ ক, পং ১, ভনহ বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৪৯৭

শব্দার্থ—সহার—সহকার এস্থলে সহকারের অর্থাৎ আমের মুকুল; গরুঅ—গৌরব; নিহার—দেখি; অবগাহ—নিমজ্জিত; বেআজে—ছলে; অনাইতি—অনায়ত্ত; অগোরি—আগলাইয়া; মঁদি—মন্দ।

অনুবাদ—জাতকী, কেতকী কুন্দ, আমের মুকুল যাহার প্রতি তাকাই তাহারই গৌরব (যে ফুলে ভ্রমর যায়, সেই ফুলের গৌরব) সব ফুলেরই পরিমল (আছে) সব ফুলেরই মধু আছে—অনুভব না করিলে ভাল মন্দ বুঝা যায় না। হে সখি, তোমার বাক্য সুধামাখা (সুধায় ডুবানো), ভ্রমরের ছলে (দৃষ্টান্তে) প্রাণনাথকে বুঝাইবে। অথবা আমার মিনতিতে

(৪৫৫)। রাগতরঙ্গিণীর পাঠান্তর—(১) রূপ (২) সে দেখি (৩) অব (৪) সর (৫) হমরি ও বিনতী কহব সখি রোএ (৬) সুপুরুষ বচন অচল নহি হোএ (৭) রহই ধন (৮) সব তহ হোএ (৯) ভণিতার চরণ—ভনই বিদ্যাপতি রাখব সীল।
জো জগ জীবিঅ নবও নিধি শীল।

বশীভূত (আয়ত্ত) হইবে না; (কারণ) ভ্রমর নীরস কুসুম আগলাইয়া থাকে না। বৈভব গেলে ভালও মন্দের মত দেখায় (আমার সুদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন আমার ভাল কথাও মন্দ শুনাইবে) নিজের ব্যর্থতা (পরাভব) ঘটে এবং অপরে উপহাস করে।

(৪৫৭)

আদরে আনলি পরেরি নারী।
কত। কঠিন দুতর তারী॥
গেলে সম্ভব তোহহু তঁহা।
এখনে পলটি জাএব কঁহা॥

ন কর মাধব হেনি উকুতী।
পুনু পঠাবএ চাহিঅ দূতী॥
আনি বিসরিঅ ভাবক ভোরা।
গরুঅ নীলজ মানস তোরা॥

হাথক রতন তেজহ কোহে।
কে বোল নগর নাগর তোহে॥

নেপাল ২২৮, পৃঃ ৮১ খ, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু. ৫১৮।

শব্দার্থ—দুতর—দুস্তর, তারী—উত্তীর্ণ করিয়া; উকুতী—উক্তি; বিসরিঅ—ভুলিয়া যাও; নীলজ—নির্লজ্জ।

অনুবাদ—পরের নারীকে কত কঠিন দুস্তর (পথ) উত্তীর্ণ করাইয়া আনিলাম। তোমার (মাধবের) পক্ষে সেখানে (ফিরিয়া) যাওয়া সম্ভব (হইতে পারে), কিন্তু সে (সুকুমারী) এখন কোথায় ফিরিয়া যাইবে? মাধব এমন উক্তি করিও না, আবার দূতীকে পাঠাইতে চাহিও। (আর দূতী যাইবে না) আনিয়া ভুলিয়া যাও (এমনি তোমার) ভোলা ভাব, তোমার মন অত্যন্ত নির্লজ্জ। হাতের রত্ন কেহ কি ত্যাগ করে, কে তোমাকে নগরের নাগর বলে?

(৪৫৮)

তোঁহ[১] হুনি লাগল উচিত সিনেহ।
হম অপমানি পঠওলহ গেহ॥
হমরিও মতি অপথে চলি গেলি।
দুধক মাছী দূতী ভেলি॥

মাধব কি কহব ই ভল ভেলা।
হমর গতাগত ই দুর গেলা॥
পহিলহি বোললহ মধুরিম বানী।
তোহহি সুচেতন তোহহি সয়ানী॥

ভেলা কাজ বুঝাওল রোসে।
কহি কী বুঝওবহ অপনুক দোসে॥

নেপাল ১৯৯, পৃ. ৭১ খ, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু. ৫১৬

শব্দার্থ—হুনি—উনি, সে; অপমানি অপমান করিয়া; ভেলা কাজ—কাজ হইয়া গেলে।

অনুবাদ—তোমাতে ও তাহাতে উচিত প্রেমই হইল! (শেষ) (মাঝে হইতে) আমাকে অপমান করিয়া গৃহে পাঠাইলে। আমারও মতি অপথে গেল, দূতী দুধের মাছি হইল। (তুলিয়া ফেলিয়া দিলেই হইল!) মাধব, কি বলিব, ভাল হইল, আমার যাওয়া আসা দূর হইল। প্রথমে মধুর কথায় বলিলে, "তুমি সুবুদ্ধি, তুমি চতুর"। কাজ হইয়া গেলে রোষ বুঝাইতেছ (দেখাইতেছ) আপনার দোষ, কহিয়া কি বুঝাইব?

---

(৪৫৮)। মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "তোঁহ" করিয়াছেন।

(৪৫৯)

(ক)

তোহ জলধর সউ জলধর র'জ।
হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ॥
বরঞো পরান আসকএ তোব।
সময় ন ববিসখি অসময় মোব॥
জলদএ জলদ জীব মোর রাখ।
দেলে সহস অবসহো লাখ॥
জখনেক নিধিনিঞ তনু পার।
তহিখনে বহু পিআসল আব॥
তুহও দেস তনু সেকর পান।
তে অও সবাহি অনহো অমলান॥
বৈভব গেলা বহত বিবেক।
তেসন পুরুষ লাখে মাহ এক॥

(খ)

তোঁহে জলধর সহজহি জলর'জ।
হনে চাতক জলবিন্দুক কাজ॥
জল দএ জলদ জীব মোর রাখ।
অবসব দেলে সহস হো লাখ॥
তনু দেঅ চাঁদ রাহু কব পান।
কবহু কলা নহি হোঅ মলান॥
বৈভব গেলে বহএ বিবেক।
তইসন পুরুখ লাখ থিক এক॥
ভনই বিদ্যাপতি দূতী সে।
দুই মন মেল করাবএ জে॥

নেপাল ১৫৯, পৃঃ ৫৬ খ, পং ৫ ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি; নগু নানা ১৩ (পৃঃ ৫৩৪)

শব্দার্থ—আসকএ—আশা করিয়া; মাহ—মধ্যে।

(ক) নেপালেব পদের **অনুবাদ**—তুমি শুধু জলধর নও, জলধরের রাজা; আমি চাতক, আমাব মাত্র একবিন্দু জলের প্রয়োজন। তোমার আশায় আছি, পান করাও। সময়ে তুমি বর্ষণ কর নাই, এখন আমার অসময় (চরম দশা) হে জলদ জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর; তুমি সহস্র (সুখ) দিয়াছ, কিন্তু এখন লাখ (কষ্ট) সহ্য করিতেছি। যখনই নিজনিধি (দয়িত) দেহের নিকট হইতে দূরে গেল, সেইক্ষণেই বহু পিপাসিত হইলাম। তুমি যাহা দাও, তনু তাহাই পান করে; তথাপি সরোজ অম্লান রহে। বৈভব গেলেও বিবেক বশে যে স্নেহ করে এরূপ পুরুষ লাখে এক পাওয়া যায়।

(খ) নগেন বাবুর পদেব **অনুবাদ**—তুমি জলধর, স্বভাবতঃই জলের রাজা। আমি চাতক, কেবল জলবিন্দুর প্রয়োজন। হে জলদ, জল দিয়া আমার প্রাণ রাখ। সময়মত দিলে সহস্র লক্ষ হয়। চাঁদ (আপনার) তনু দেয়, রাহু পান করে, কথনও কলা ম্লান হয় না। বৈভব গেলে বিবেক থাকে,—লক্ষের মধ্যে সেরূপ একজন পুরুষ হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সেই দূতী যে দুইজনের মিলন করায়।

(৪৬০)

বড় জন জকর পিরীতি রে।
কোপহুঁ ন তজয় রীতি রে॥
কাক কোইল এক জাতি রে।
ভেম ভমর এক ভাঁতি রে॥
হেম হরদি কত বীচ রে।
গুনহি বুঝিঅ উচ নীচ রে॥
মনি কাদব লপটায় রে।
তৈঁ কি তনিক গুন জাএ রে॥

মন্তব্য—প্রথমে (ক) নেপাল পুঁথির পাঠ ও পরে (খ) নগেন'গুপ্তর পদ দেওয়া হইল।

বিদ্যাপতি অবধান রে।
সুপুরুস ন কর নিদান রে॥

গ্রিয়ার্সন ৪২; ন. গু. ৫০৮

শব্দার্থ—ভেম—ভীমরুল; হরদি—হলুদ; বীচ—পার্থক্য; কাদব—কাদা; লপটায়—মাখে।

অনুবাদ—বড় জন যখন প্রীতি করে কোপবশতঃ প্রেমরীতি পরিত্যাগ করে না। কাক (ও) কোকিল এক জাতি, ভীমরুল ও ভ্রমর (দেখিতে) এক রকম। স্বর্ণ ও হরিদ্রায় কত প্রভেদ (যদিও তাহাদের বর্ণ এক প্রকার); গুণেতেই উচ্চ ও নীচ বুঝিতে হয়। মণি কর্দম মিশ্রিত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়?

[কিমপৈতি রজোভিরৌর্বরৈ-
রবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা। —মাঘ]

বিদ্যাপতির (কথায়) মনোযোগ কর, সুপুরুষ শেষ পর্যন্ত (ক্লেশ) দেয় না।

(৪৬১)

চানন ভরম সেবলি হম সজনী
পূরত সকল মনকাম।
কন্তক দরস পরস ভেল সজনী
সীমর ভেল পরিনাম॥
একহিঁ নগর বসু মাধব সজনী
পরভাবিনি বস ভেল।
হম ধনি এহন কলাবতি সজনী
গুন গৌরব দূরি গেল॥

অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দৌনা নিমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখাএল সজনী
রসময় ফুলল নেবার॥
বিধিবস আজ আএল পুথি সজনী
এতদিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহি পতিআয়॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল সজনী
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠ বধাব করু মন ভরি সজনী
আজ আওত ঘর নাহ॥

গ্রিয়ার্সন ৪৩; ন গু. ৪২৬

শব্দার্থ—সীমর—শিমুল গাছ; পরভাবিনি—পরের রমণী; দৌনা—দোনা; নিমক—নিমের; ডার—ফেলিল; নেবার—নিবারণ, পতিআয—বিশ্বাস করে; বধাব করু—বধাই কর, ধন্যবাদ দাও।

অনুবাদ—সজনি, চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে আমি সেবা করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কান্তের সহিত দর্শন স্পর্শন হইল; দেখিলাম পরিণামে শিমুল বৃক্ষ হইল। সজনি একই নগরে বাস করিয়া মাধব পরনারীর বশীভূত হইল; আমি এরূপ কলাবতী রমণী, (আমার) গুণগৌরব দূর হইল। একটী অভিনব কমলকে

(আমাকে) নিমপত্রের ঠোঙ্গায় নিক্ষেপ করিল; সে ফুল সেখানেই শুকাইল; যে রসময় হইয়া ফুটিতে পারিত সে নিবারিত হইল। এতদিন সেখানে যাপন করিয়া আজ বিধিবশে এখানে আসিয়াছে; কেমন করিয়া (তাহার সহিত) মিলিত হইব আমার মন বুঝিয়া পায় না। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছেন, সজনি, উচিত সময়ে গুণরাজ আসিতেছেন। সজনি, উঠিয়া মন ভরিয়া ধন্যবাদ দাও (ভগবানকে) আজ নাথ ঘরে আসিবেন।

(৪৬২)

এত দিন ছলি নব রীতি রে।
জলমিন জেহন প্রীতি রে॥
একহিঁ বচন ভেল বীচ রে।
হাস পহু উতরো ন দেল রে॥
একহিঁ পলঙ্গ পর কাহ্নু রে।
মোর লেখ দূর দেস ভান রে॥
জাহি বন কেও না ডোল রে।
তাহি বন পিয়া হাস বোল রে॥
ধরব জোগিনিআক ভেস রে।
করব মেঁ পঁহুক উদেস রে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুষ ন কবে নিদান রে॥

গ্রিয়ার্সন ৪৮; ন. গু. ৪৮৭

শব্দার্থ—ছলি—ছিল; জলমিন—জল ও মীনে; বীচ—মধ্যে; ডোল—নড়া; ভেস—বেশ।

অনুবাদ—এত দিন নূতন রীতি ছিল। যেমন জলের (সহিত) মীনের প্রীতি (যখন আমাদের নূতন প্রেম হয় তখন তিলার্ধও বিচ্ছেদ হইত না)। (আমাদের) মধ্যে একটি কথায় মতভেদ হইল, প্রভু হাসিয়া উত্তর দিল না। (একটি সামান্য কথায় রাগ হইল, তাহার পর আমার কথায় হাসিয়া একবার উত্তরও দিল না)। কানাই (আর আমি) একই পালঙ্কের উপর, (তথাপি) আমার পক্ষে দূরদেশ মনে হইল (কানাই, রাগ করিয়া আমার পালঙ্কেই শয়ন করিয়া রহিল আমার মনে হইল যেন সে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে)। যে বনে কেহ নড়ে না (চলে না) সেই বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা কহিতেছে (আমার উপর রাগ করিয়া সে গহন বনে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে অপর লোকে যাইতে ভয় পায় সেখানে সে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে)। যোগিনীর বেশ ধারণ করিব, আমি প্রভুর অনুসন্ধান করিব। বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছেন, সুপুরুষ অত্যন্ত ক্লেশ দেয় না।

(৪৬৩)

আজু পরল মোহি কোন অপবাধে।
কিঅ হেরিঅ হরি লোচন আধে॥
আন দিন গহি গৃম লাবিয় গেহা।
বহুবিধি বচন বুঝাবএ নেহা॥
মন দৈ রুসি রহল পহু সোই।
পুরুষক হৃদয় এহন নহিঁ হোই॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুমু পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান॥

গ্রিয়ার্সন ৫২; ন. গু. ৪৬৯

শব্দার্থ—গহি—গ্রহণ করিয়া; গৃম—গ্রীবা, কণ্ঠ; লাবিয়—লইয়া আসে; নেহা—প্রণয়; উসরি গেল—লোপ পাইল।

অনুবাদ—আজ আমার কোন অপরাধ পড়িল (হইল)? হরি অর্ধ-লোচনে আমাকে দেখিল না (আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল না)। অন্য দিন (হরি আমার) কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া আসিত, বহুবিধ বচনে প্রেম বুঝাইত (প্রকাশ করিত)। মনে হয়, প্রভু রাগ করিয়াছে, পুরুষের হৃদয় এমন হয় না। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, প্রেম বাড়িল, মান লুপ্ত হইল।

(৪৬৪)

মাধব কি কহব তিহরো জ্ঞানে।
সুপহু কহলি জব রোস কয়ল তব
কর মুনল দুহু কানে॥
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তেঁ কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহিন হম সনি কে ধনী
কর সঁ পরসমনি গেলা॥

জোঁ হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধী।
কৌসল করতল বাহুঁলতা লয়
দৃঢ় কর রখিতহুঁ বাঁধী॥
ই সুমিরিএ জব জন মরিয়ে তব
বুঝি পড় হৃদয় পখানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরি
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

গ্রিয়ার্সন ৫৩ ; ন গু. ৪৭৪

শব্দার্থ—তিহরো—তোমার ; মুনল—ঢাকিল ; নীন—নিদ্রা ; টর—টলিল, ভাঙ্গিল ; পখানে—পাষাণ ; হেমগিরি কুমরি—হিমগিরির কুমারী, গৌরী।

অনুবাদ—মাধব, তোমার জ্ঞানের (কথা) কি কহিব? (তোমাকে) যখন সুপ্রভু বলিয়াছিলাম তখন (তুমি) রাগ করিয়াছিলে, হস্ত দ্বারা দুই কর্ণ আবৃত করিয়াছিলে। যাইবার সময় আসিল (তবুও আমার) নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সেই জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করাও হইল না। আমার সমান এমন ভাগ্যহীনা রমণী (আর কে আছে?) হস্ত হইতে স্পর্শমণি চলিয়া গেল। যদি আমি জানিতাম প্রভু এমন নিঠুর (তাহা হইলে) কুচকাঞ্চন-গিরির সন্নিস্থলে কৌশলে তাহার করতল বাহুলতা (দিয়া) দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম। এই কথা যখন স্মরণ করি তখন যেন মৃত্যু (মরণের সমান) হয়, হৃদয়ে যেন পাষাণ পড়ে। গৌরীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন।

(৪৬৫)

জতহি প্রেম-রস ততহি দুরন্ত।
পুনু কর পলটি পিরিত গুনমন্ত॥
সবহুহু সুনিয়ে অইসন বেবহার।
পুনু টুটিএ পুনু গাঁথিএ হার॥
এ কহু কহু তোহহি সআন।
বিসরিএ কোপ করিএ সমধান॥

প্রেমক অঙ্কুর তোহে জল দেল।
দিন দিন বাঢ়ি মহাতরু ভেল॥
তুঅ গুন ন গুনল সউতিন আছ।
রোপি ন কাটিএ বিসহুক গাছ॥
জে নেহ উপজল প্রানক ওর।
সে ন করিঅ দুর দুরজন বোল॥

জগত বিদিত ভেল তোহ হম নেহ।
এক পরান কএল দুই দেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি কর উদাস।
বড়ক বচন করিএ বিসবাস॥

তালপত্র ন. গু. ৪৭৬

শব্দার্থ—টুটএ—ছিঁড়িয়া গেলে; সআন—চতুর; বিসরিএ—ভুলিয়া যাও; সউতিন—সতীন; বিসচক—বিষের; উদাস—আশাহীন।

অনুবাদ—যত প্রেমরস অধিক হয়, ততই দুরন্ত হয় (প্রেম কলহ হয়)। যে গুণবান সে ফিরিয়া প্রেম করে। সকলের কাছে এরূপ ব্যবহার শুনি, হার ছিঁড়িয়া গেলে আবার গাঁথে (কোপ অথবা মানান্তে আবার মিলন হয়)। হে কানাই, হে কানাই তুমি চতুর, (সকল) ভুলিয়া কোপ শেষ (সমাধান) কর। প্রেমের অঙ্কুরে তুমি জল দিলে দিনে দিনে বাড়িয়া মহাতরু হইল। সপত্নী থাকিতেও তোমার গুণে গণনা করিলাম না (সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিলাম)। বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া কাটে না (অতএব প্রেমের অমৃত-তরু ছেদন করা কর্তব্য নয়)। যে স্নেহ প্রাণের সীমায় উৎপন্ন হইল, তাহা দুর্জনের কথায় দূর করিও না। তোমার আমার স্নেহ জগতে বিদিত হইল, (বিধাতা) এক প্রাণ দুই দেহ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আশা ছাড়িও না, মহৎ লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়।

(৪৬৬)

সবে পরিহরি অএলাহু তুঅ পাস।
বিসরি ন হলবে দএ বিসবাস॥
অপনে সুচেতন কি কহব গোএ।
তইসন করব উপহাস ন হোএ॥
এ কনহাই তোহর বচন অমোল।
জাব জীব প্রতিপালব বোল॥

ভল জন বচন দুহুও সমতুল।
বহুল ন জান এ রতনক মূল॥
হমে অবলা তুঅ হৃদয় অগাধ।
বড় ভএ খেমিঅ সকল অপরাধ॥
ভনই বিদ্যাপতি গোচর গোএ।
সুপুরুস সিনেহ অন্ত নহি হোএ॥

তালপত্র ন. গু. ৪৭৮

শব্দার্থ—বিসরি ন হলবে—ভুলিবে না, দএ—দিয়া; বিসবাস—বিশ্বাস; গোএ—গোপনে; অমোল—অমূল্য; খেমিঅ—ক্ষমা করিও।

অনুবাদ—সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিলাম। বিশ্বাস দিয়া (প্রতিশ্রুত হইয়া) ভুলিয়া যাইও না। নিজে (তুমি) সুচতুর, গোপনে কি কহিব, তেমন করিবে (যাহাতে) উপহাস না হয়। হে কানাই, তোমার বচন অমূল্য, যাবজ্জীবন কথা প্রতিপালন করিবে। ভাল লোক ও তাহার বচন দুই সমতুল্য; অনেক লোকেই রত্নের মূল্য জানে না। আমি অবলা তোমার হৃদয় অগাধ, মহৎ হইয়া (তুমি যখন মহৎ তখন) সকল অপরাধ ক্ষমা করিও। বিদ্যাপতি প্রকাশ্য (জানা) কথা গোপন করিয়া কহিতেছেন, সুপুরুষের স্নেহের অন্ত হয় না।

(৪৬৭)

করঞো বিনয় জত জত মন লাই।
পিয়া পরিঠব পচতাবকে জাই॥
ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে।
করম দোসে কনকেও ভেল কাচে॥
নিঠুর বালভু সঞো লাওল সিনেহে।
ন পুর মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে॥
সুপুরুখ ভানে মান ধন গেল।
হৃদয় মলিন মনোরথ ভেল॥
জদি দূসন গুন পহু ন বিচার।
বড় ভএ পসরও পিসুন পসার॥
পরিজন চিত নহি হিত পরথাব।
ধরসনে জীব কতএ নহি ধাব॥
হম অবধারি হলল পরকার।
বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি॥

তালপত্র ন. গু. ৪৯২

শব্দার্থ—পরিঠব—প্রস্তাব; পচতাবকে জাই—অনুতপ্ত হই; ধইরজ—ধৈর্য্য; পসরও—প্রসাব করে; ধরসনে—ধর্ষণে; জিব দএ—জীবনপণ করিয়া; বরু—বরং।

অনুবাদ—যত মন দিয়া মিনতি করি না কেন, প্রিয়ের কথায় পশ্চাত্তাপ পাই। ধন, ধৈর্য্য ও সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া (তোমার সেবা করিলাম) কর্ম্মদোষে কনকও কাঁচ হইল। নিষ্ঠুর বল্লভের সঙ্গে স্নেহ ঘটাইলাম, মনোরথ পূর্ণ হইল না; সন্দেহও ছাড়িল না। সুপুরুষ মনে করিয়া মান ধন গেল, হৃদয় মনোরথ মলিন হইল। প্রভু দোষগুণ বিচার যদি না করে, তাহা হইলে বড় হইয়াও পিশুনের পসার বাড়াইয়া দিবে (খল লোকের প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিবে তাহাদের কথায় কান দিয়া)। পরিজনের চিত্তে হিতের প্রস্তাব (হিত করিবার ইচ্ছা) নাই। ধর্ষণে প্রাণ কোথায় না ধাবিত হয়? আমি এই উপায় অবধারণ করিলাম, বরং জীবন পণ করিয়া বিরহ সিন্ধু পার হইব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারী শুন, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, মুরারির সহিত দেখা হইবে।

(৪৬৮)

পহুক বচন ছল পাথর রেখ।
হৃদয় ধএল নহি হোএত বিসেখ॥
নাগর ভমর দুহু এক রীতি।
রস লএ নিরসি করএ ফিরি তীতি॥
ও পহিলহি বোল তোহেহি পরান।
পথ পরিচয় নহি রাখ নিদান॥
জৌবন অবধি রাখ অনুবন্ধ।
আগিলা বিসয় অধিক পরবন্ধ॥
ও বৈসইত কত কর অবধান।
অতি সানন্দ ভএ কর মধুপান॥
উড়ইত ভর দে ন কর সন্তাস।
আগিলা কুসুম অধিক অভিলাস॥
কি কহব মাই হে বুঝত অনেক।
নাগর ভমর দুঅও অবিবেক॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পেমক রসে বস হোঅ মুরারি॥

তালপত্র ন. গু. ৪৯৯

শব্দার্থ—পাথর রেখ—পাষাণের রেখা; হোএত বিসেখ—বিশেষ হওয়া, পার্থক্য হওয়া; তীতি—তিক্ত।

অনুবাদ—মনে ধারণা ছিল যে প্রভুর বচন পাষাণের রেখার মতন, তাহার নড়চড় হইবে না। নাগর ও ভ্রমর—দুইয়ের রীতি এক। রস পান করিয়া নীরস ও তিক্ত করিয়া চলিয়া যায়। সে প্রথমে বলিল 'তুমিই প্রাণ', শেষে পথের পরিচয়টাও রাখে না (পথে দেখা হইলেও সম্ভাষণ করে না)। যতদিন যৌবন ততদিন তাহার আগ্রহ; ভবিষ্যৎ বিষয়ে অধিক প্রযত্ন (আগে কাহার সহিত প্রেম করিবে তাহার বিষয়ে অধিক আগ্রহ)। সে (ভ্রমর) বসিয়া কত মনোযোগ দেয় (যত্ন করে), অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মধুপান করে। উড়িবার সময় ভর দেয না (জানিতে দেয না) সম্ভাষণও করে না। অগ্রে যে কুসুম আছে তাহাতেই অধিক অভিলাষ। কি বলিব মা, অনেকেই বুঝে নাগর এবং ভ্রমর দুই-ই বিবেচনাশূন্য। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারি শুন, মুরারি প্রেমের রসে বশীভূত হয়।

(৪৬৯)

ওতএ ছলি ধনি নিঅ পিয় পাস।
এতএ আইলি ধনি তুঅ বিসবাস॥
এতএ ন ওতএ একও নহি ভেলি।
মদনে আনি আহুতি কএ দেলি॥
সুন সুন মাধব বচন হমার।
পাউলি নিধি পরিহরএ গমার॥

তুঅ গুন গন কহি কত অনুবোধি।
নিঅ পিয় লগসোঁ আনলি বোধি॥
এহনা সিথিল বুঝল তুঅ নেহ।
আবে অনিতুহু মোহি হোইতি সন্দেহ॥
এঁ বেরি জদি পরিহরবহ আনি।
অনহু তেজবি অভিসারক বানি॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনহু মুরারি।
ধনি পরিতেজিঅ দোষ বিচারি॥

তালপত্র ন গু ৫১৯

শব্দার্থ—ওতএ—ওখানে, এতএ—এখানে, পরিহরএ—পরিহার করে; গমার মূর্খ; লগসোঁ—হইতে; পরিহরবহ—পরিহার কর।

অনুবাদ—সেখানে ধনী নিজ প্রিয়ের নিকটে ছিল, এখানে তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আসিল। এখানে অথবা ওখানে একও হইল (রহিল) না (পতির প্রেম হারাইল তোমারও অনুরাগ পাইল না), মদন আনিয়া আহুতি করিয়া দিল (অগ্নিতে দগ্ধ করিল)। শুন, মাধব, আমার বচন শুন, নিধি পাইয়াও যে ত্যাগ করে সে মূর্খ। তোমার গুণসমূহ কহিয়া, কত অনুবোধ করিয়া, বুঝাইয়া (উহাকে) নিজ প্রিয়তমের নিকট হইতে আনিয়াছি। যদি আগে বুঝিতাম যে তোমার প্রেম এত শিথিল, তাহা হইলে তাহাকে আনিতাম কিনা সন্দেহ। এবার যদি আনিয়া পরিত্যাগ কর তাহা হইলে অপরেও অভিসারের কথা ছাড়িবে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন মুরারি, (আগে) দোষ বিচার করিয়া পরে ধনিকে পরিত্যাগ করিতে হয় করিও।

(৪৭০)

কুলকামিনি ভএ কুলটা ভেলিহু
কিছু নহি গুনলে আগু।
সবে পরিহরি তুঅ আধীনি' ভেলিহু
আবে আইতি লাগু॥

(৪৭০) পাঠান্তর—পুথিতে দেখা যায় যে তৃতীয় চরণের "আধীনি" শব্দ কাটিয়া কেহ আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে "অধীনি" লিখিয়া দিয়াছেন।

মাধব জনু হোঅ পেম পুরানে।
নব অনুরাগ ওল ধরি রাখব
জে ন বিঘট মোর মানে॥

সুমুখি বচন সুনি মাধবে মনে গুনি
অঙ্গিরল কএ অপরাধে।
সুপুরুখ সয়ঁ নেহ বিদ্যাপতি কহ
ওল ধরি হো নিরবাহে॥

নেপাল ২৫২, পৃঃ ৯১ খ; পং ৩, ন. গু ৫২৬

শব্দার্থ—আইতি লাগু—আয়ত্তে আসিয়াছ মনে হয়; ওল—সীমা; বিঘট—নষ্ট।

অনুবাদ—কুলকামিনী হইয়া কুলটা হইলাম, ভবিষ্যৎ কিছু গণনা করিলাম না। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার অধীন হইলাম, এখন তুমি আয়ত্ত (অনুকুল) হইয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে। মাধব, প্রেম যেন পুরাতন না হয়, নব অনুরাগ শেষ পর্যন্ত রাখিবে, যাহাতে আমার সম্মান না নষ্ট হয়। সুমুখীর কথা শুনিয়া মনে বিবেচনা করিয়া মাধব অপরাধ অঙ্গীকার (স্বীকার) করিল। বিদ্যাপতি কহেন, সুপুরুষের সহিত প্রেম শেষ পর্যন্ত বাধা-রহিত হয়।

(৪৭১)

মাধব জগত কে নহি জান।
আরতি আকুল জঞো কেও আবএ
বড় কর সমধান॥
হমে যে ভাবিনি ভাদর জামিনি
অএলাহু জানি সুঠাম।
তোহে সুনাগর গুনক আগর
পূরত সকল কাম॥

কত ন মন মনোরথ অছল
সবে নিবেদব তোহি।
পূরুব পুনে পরীনতি পওলাহে
পুছি ন পুছহ মোহি॥
হমে হেরি মুখ বিমুখ কএলহ
মন বেআকুল ভেল।
তোহে জঞো পরে হীত উদাসিন
জুগ পলটি ন গেল॥

এত সুনি হরি হসি হেরু ধনি
কয়লন্হি সো রস দান।
তখনে সুন্দরি পুলকে পুরলি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

তালপত্র ম. গু ৫২৭

শব্দার্থ—আরতি আকুল—আর্তিতে আকুল হইয়া; সমধান—প্রতিকার; জুগ—যুগ; পলটি ন গেল—উল্টাইয়া গেল না; সো রসদান—[শব্দটী নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে ও অমূল্য বিদ্যাভূষণের সংস্করণে ছাপা হইয়াছিল 'সোর সদান'; নগেন বাবু উহার অর্থ করিয়াছিলেন "সোর—শব্দ, আহ্বান; সদান—নিকটে"] সেই (প্রসিদ্ধ শৃঙ্গার) রস দান করিলেন।

অনুবাদ—মাধব, জগতে কে না জানে, যদি কেহ আর্তিতে আকুল হইয়া আসে, মহৎ ব্যক্তি তাহার প্রতিকার করে। আমি ভাবিনী (প্রেমবতী-নায়িকা) ভাদ্র নিশীথে সুপুরুষ জানিয়া আসিলাম, তুমি সুনাগর, গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল

কামনা পূর্ণ হইবে। মনে কত মনোরথ ছিল, সকল তোমায় নিবেদন করিব, পূর্ব পুণ্যের পরিণাম (ফল) পাইলাম, আমার সহিত ভাল করিয়া কথাও বলিতেছ না। আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলে, মন ব্যাকুল হইল। যখন পরের মঙ্গলে তুমি উদাসীন, তখন কি যুগ উলটিয়া গেল না ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই কথা শুনিয়া হরি হসিত বদনে ধনিকে দেখিলেন এবং সেই রস (প্রসিদ্ধ শৃঙ্গার রস) দান করিলেন। তখন সুন্দরীর সর্বাঙ্গ পুলকে (রোমাঞ্চে) ভরিয়া গেল।

(৪৭২)

(ক)

[নেপাল পুঁথির পাঠ]

মাধবে আএ কবাল উবেললি
জাতি মন্দির ছলি বাধা।
আলস কোপে অতি হসি হেবলহি
চান্দ উগল জনি আধা॥
মাধব বিলখি বচন বোল বাধাহী
জৌবনরূপ কলাগুণ আগরি
কে নাগরি হম চাহী॥
মাধুর গেলে বিলঅহ মতাগল
ককে ন পঠওলহ দূতী।
জন দুইচারি বণিক হম ভেটলত
ঠমাহি রহ লাহু সুতী॥
তুঅ চঞ্চলচিত অপনা নহি থির
মহিমা ধারন ধীরে।
কুটিল কটাখ মন্দ হরি হেবলহি
ভিতরহু শ্যাম সরীরে॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি॥

(খ)

[গ্রিয়ার্সনের পাঠ]

মাধবে আএ কবাল উবেবলি
জাতি মন্দির বস বাধা।
চীর উঘারি আধ মুখ হেবলহি
চাঁদ উগল জনি আধা॥
মাধব বিলছি বচন বোল বাহী।
জউবন রূপ কলাগুনে আগরি
কে নাগরি হম চাহী॥
চীর কপূর পান হমে সাজল
পাঅস আও পকমানে।
সগরি রয়নি হমে জাগি গমাওল
খণ্ডিত ভেল মোর মানে॥
তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত
মহিমা ভাব গভীরে।
কুটিল কটাখ মন্দ হসি হেবহ
ভিতরহু স্যাম সরীরে॥

নেপাল ২৪১, পৃঃ ৮৭ ক, প ৩ (ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি); গ্রিয়ার্সন ১৭, ন গু. ৫২৮

(ক) নেপাল পুঁথির **শব্দার্থ**—কবাল—কপাট ; উবেললি—খুলিল ; আগরি—শ্রেষ্ঠ ; মাধুর গেলে—মথুরায় যাইয়া ; বিলঅহ মতাগল—বিলাসে মাতিলে ; ঠমাহি—স্থানেই, নিজের জায়গাতেই।

নেপাল পুঁথির পাঠের **অনুবাদ**—যে মন্দিরে রাধা ছিল, মাধব আসিয়া তাহার কবাট খুলিল। রাধা আলস্য প্রকট করিয়া (উঠিয়া অভ্যর্থনা না করিয়া) কোপে হাসিয়া তাহার দিকে তাকাইল, যেন আধখানা চাঁদের উদয় হইল। মাধবকে দেখিয়া রাধা বলিল—রূপ, যৌবন ও কলানৈপুণ্যে কোন নাগরী আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? মথুরায় যাইয়া বিলাসে মত্ত হইলে,

---

(৪৭২) মন্তব্য :—গ্রিয়ার্সনে "ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি, চিতে জনু মানহ আনে। রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ণ, লখিমা দেই রমানে।" নাই, অথচ নগেন বাবু উহা বসাইয়া দিয়াছিলেন।

কাহাকেও দূতী পাঠাইলে না। আমার সহিত দুই চারিজন বণিকের দেখা হইয়াছিল (তাহাদের নিকট তোমার কথা শুনিয়াছি)। আমি নিজের স্থানেই শুইয়া পড়িয়া থাকিলাম। তুমি চঞ্চলচিত্ত, স্থির থাকিতে পার না। যে ধীর হয় সেই গৌরব বহন করিতে পারে। হরি তোমার কুটিল মন্দ কটাক্ষ দেখিয়া মনে হয় তোমার শরীরের ভিতরও শ্যাম (তোমার দেহই শুধু কালো নয়, মনও কালো)।

(খ) গ্রিয়ার্সনের পাঠের **অনুবাদ**—মাধব আসিয়া যে গৃহে রাধা আছেন (তাহার) কবাট মুক্ত করিলেন, বস্ত্র খুলিয়া অদ্ধ মুখ দেখিলেন, যেন অদ্ধচন্দ্র উদিত হইল। রাধা সলজ্জ বচনে মাধবকে কহিলেন, যৌবন, রূপ, কলাগুণে কোন নাগরী আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? আমি কর্পূর খণ্ড (চীর কপূর) দিয়া পান সাজিলাম। পায়স ও পক্কান্ন (রাখিলাম)। সকল রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। আমার গর্ব টুটিয়া গেল। তুমি চঞ্চল চিত্ত, বিশ্বাসযোগ্য (থপলাপিত) নহ, তোমার মহিমা (প্রকৃতি) অতি গম্ভীর (দুর্বোধ্য)। তোমার কুটীল কটাক্ষ মৃদু মৃদু হাসিয়া নিরীক্ষণ কর। তোমার ভিতরেও শ্যাম শরীর (কালো)।

(৪৭৩)

চল দেখএ জাউ রিতু বসন্ত।
জহাঁ কুন্দ-কুসুম কেতকি[১] হসন্ত॥
জহঁা চন্দা নিরমল ভমর কার।
রয়নি উজাগর দিন অন্ধার॥

মুগুধলি মানিনি করএ মান।
পরিপন্থিহি পেখএ পঞ্চবান॥
ভনই[২] সরস কবি-কণ্ঠ-হার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার॥

নেপাল ২৮৬, পৃঃ ১০৪ ক, পং ৩; ন. গু. তালপত্র ৬০৩

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী; উজাগর—উজ্জ্বল; পরিপন্থিহি—শত্রু।

অনুবাদ—চল বসন্ত ঋতু দেখিতে যাই, যেখানে কুন্দ কুসুম কেতকী হাসিতেছে। যেখানে চন্দ্র নির্মল, ভ্রমর কালো, রজনী উজ্জ্বল, দিন অন্ধকার। [চন্দ্রোদয়ে রাত্রি উজ্জ্বল, মলয়ানিল প্রবাহিত হয় বলিয়া বসন্তকালে দিনমান ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন থাকে।] মুগ্ধা মানিনী মান করিতেছে, মদনকে শত্রুরূপে দেখিতেছে। সরস কবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, মধুসূদন (ও) রাধা বনবিহার করিতেছেন।

(৪৭৪)

পরদেস গমন জনু করহ কন্ত।
পুনমত পাবএ ঋতু বসন্ত॥
কোকিল কলরবে পুরল চূত।
জনি মদনে পঠাওল অপন দূত॥
কে মানিনি আবে করতি মান।
বিরহে বিসম ভেল পঞ্চবান॥

বহ মলয়ানিল পুরুব জানি।
মারএ পচসর সুমরি কানি॥
বিরহে বিখিনি ধনি কিছু ন ভাব।
চাননে কুঙ্কুমে সখি লগাব॥
বিদ্যাপতি ভন কণ্ঠহার।
কৃষ্ণরাধা বন বিহার॥

তালপত্র ন. গু. ৬১৯

শব্দার্থ—চূত—আম্র; জনি—যেন; কানি—শত্রুতা।

---

(৪৭৩) নেপালের পাঠান্তর—(১) কৈতব (২) পরিঠবই

অনুবাদ— হে কান্ত, বিদেশে গমন করিও না, পুণ্যবান বসন্ত ঋতু প্রাপ্ত হয়। কোকিলের কলরবে আম্র (কুঞ্জ) পূর্ণ হইল, যেন মদন আপনার দূত পাঠাইল। কোন মানিনী এখন মান করে? বিরহে পঞ্চবাণ বিষম হইল। মলয়ানিল পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া বহিতেছে। পঞ্চশর মদন শত্রুভাব স্মরণ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ধনী বিরহে বিশীর্ণ, কিছু ভাল লাগে না, সখী কুঙ্কুম চন্দন লেপন করে। বিদ্যাপতি কণ্ঠহার কহিতেছেন, হরি ও রাধা বনে বিহার করেন।

(৪৭৫)

অভিনব কোমল সুন্দর পাত।
সবারে বনে জনি পহিরল রাত॥
মলয়-পবন ডোলএ বহু ভাতি।
অপন কুসুম রস অপনে মাতি॥
দেখি দেখি মাধব মন উলসন্ত।
বিরিদাবন ভেল বেকত বসন্ত॥
কোকিল বোলএ সাহর ভার।
মদন পাওল জগ নব অধিকার॥
পাইক মধুকর কর মধু পান।
ভমি ভমি জোহএ মানিনি মান॥
দিসি দিসি সে ভমি বিপিন নিহারি।
রাস বুঝাবএ মুদিত মুরারি॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
রাধা-মাধব অভিনব ভাব॥

তালপত্র ন. গু. ৬০৮

শব্দার্থ—পাত—পত্র; রাত—রক্তবর্ণ, উলসন্ত—উল্লসিত; বিরিদাবন—বৃন্দাবন।

অনুবাদ—অভিনব, কোমল, সুন্দরপত্র, সমস্ত বন রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিল। [রাত=রাতা=রক্ত।] মলয় পবন নানারূপে বহিতেছে, কুসুম আপনার রসে আপনি মাতিয়াছে। দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস হইল, বৃন্দাবনে বসন্ত ব্যক্ত হইল। সহকার-শাখায় কোকিল ডাকিতেছে, মদন জগতে নূতন অধিকার পাইয়াছে। (বসন্তের) দূত (পাইক) মধুকর মধুপান করিতেছে, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মানিনীর মান খুঁজিতেছে। (দৌত্য করিবে বলিয়া) দিকে দিকে ভ্রমিয়া, বিপিন দেখিয়া, হৃষ্ট মাধবকে রাস (বাসন্ত রাসের সময় আগত) বুঝাইতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই রস গাহিতেছি, ইহা রাধামাধবের অভিনব ভাব।

(৪৭৬)

সরদক চান্দ সরিস তোর মুখ রে।
ছাড়ল বিরহ আঁধারক দুখ রে॥
অমিল মিলল অছ সুদৃঢ় সমাজ রে।
পুরুবক পুন পরিনত ভেল আজ রে॥
হেরি হল সুন্দরি সুনহি বচন রে।
পরিহর লাজ সুলহি মন মোর রে॥[১]
রসমতি মালতি ভল অবসর রে।
পিবও মধুর মধু ভুখল ভমর রে॥
উপগত পাহোন রিতুপতি সাহ-রে।
অপহুক অঙ্গিরল কর নিরবাহ রে॥
সুপুরুষে পাওল সুমুখি সুনারি রে।
দৈবে মেরাওল উচিত বিচারি রে॥

নেপাল ১০, পৃঃ ৫ ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৮১৯

(৪৭৬) মন্তব্য—(১) পুঁথিতে 'সুলহি মন মোর রে' আছে; নগেনবাবু পাঠ ধরিয়াছেন—'সুলহ মন তোর রে'।

শব্দার্থ—সরিস—সদৃশ; অমিল—যাহা এতদিন মিলে নাই; ভূখল—ক্ষুধিত; পুন—পুণ্য; পাহোন—আগন্তুক; সাং—রাজা; মেরাওল—মিলাইল।

অনুবাদ—তোমার মুখ শরচ্চন্দ্রের তুল্য। বিরহের অন্ধকার রূপ দুঃখ ত্যাগ করিল। অমিল (যাহা এতদিন মিলে নাই) অত্যন্ত নিকটে দৃঢ়ভাবে মিলিয়াছে, পূর্বের পুণ্য আজ পরিণত হইল (ফল প্রসব করিল)। সুন্দরি, দেখ, আমার কথা শুন। লজ্জা পরিহার কর ('সুলহি মন মোর বে'—মানে বুঝা গেল না) রসবতী মালতীর উত্তম অবসর হইয়াছে। ক্ষুধিত ভ্রমর মধুর মধু পান করুক। ঋতুপতির সঙ্গে অতিথি (প্রিয়তম) আজ উপনীত। আপনার অঙ্গীকার নির্বাহ কর। হে সুমুখি, সুপুরুষ সনাবী পাইল। দৈব উচিত বিচার করিয়া মিলাইল।

(৪৭৭)

তরুঅর বলি ধর ডারে জাঁতি।
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাঁতি॥
মঞে নীন্দে নিন্দারুধি করঞো কাহ।
সগরি রয়নি কাহ্নু কেলি চাহ॥
মালতি রস বিলসএ ভমর জান।
তেহি ভাতি কর অধর পান॥
কানন ফুলি গেল কুন্দ ফুল
মালতি মধু মধুকর পএ ভূল॥

পরিঠবই সরস কবি কণ্ঠহার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার॥

নেপাল ২৮৫, পৃঃ ১০৪ ক, পং ১; ন. গু. ৫৯৪

শব্দার্থ—তরুঅর—তরুবর; বলি—বল্লী; ডারে—ফেলে; জাঁতি—চাপিয়া; সগরি—সমস্ত; রয়নি—রজনী; পরিঠবই—প্রস্তাব করে।

অনুবাদ—তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি, আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল। আমি ঘুম পাইলে ঘুম ঠেকাই কি করিয়া? কানাই সারা রজনী কেলি চায়। মালতীর রসে ভ্রমর যেরূপ বিলাস করে, সেইরূপ (আমার) অধর পান করিল। কাননে কুন্দ ফুল ফুটিয়া গেল, মালতীর মধুতে মধুকরের ভুল হয়। সরস কবি কণ্ঠহার মধুসূদন ও রাধার বনবিহার প্রস্তাব করে (কহে)।

(৪৭৮)

ত্রিবলি-তরঙ্গিনী পুর দুগ্গম জনি
মনমথে পত্র পঠাউ।
জৌবন-দলপতি সমর তোহর
ঋতুপতি-দূত পঠাউ[১]॥
মাধব, আবে সাজিএ দহু বালা[২]।
তসু সৈসব তোহেঁ জে সন্তাপলি[৩]
সে সব আওতি বালা[৪]॥
কুণ্ডল চক্র তিলক অঙ্কুস কএ
চন্দন কবচ অভিরামা।
নয়ন কটাখ বান গুণধনু[৫]
সাজি রহল অছি রামা॥
সুন্দরি সাজি খেত চলি আইলি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।

নেপাল ২৪৯, পৃঃ ৯০ ক, পং ৪; ন. গু. ২৩৩

(৪৭৮) মন্তব্য:—(১) নগেনবাবু এই পদ কোথা হইতে পাইয়াছেন লিখেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত পাঠে "তোহি সমর লাগি ঋতুপতি দূত বড়াউ" (২) নগেন বাবুর পাঠ "আবে দেখু সাজিএ বালা" (৩) "সন্তাপল" (৪) "আওত পালা" (৫) নয়ন কমান কটাখ বান কএ।

শব্দার্থ—ত্রিবলী তরঙ্গিনী—ত্রিবলীরূপ তরঙ্গিনী; দুগ্গম—দুর্গম; সন্তাপলি—সন্তাপ দিযাছ; আওতি—আসিবে, প্রতিশোধ লইবে; চক্ক—চক্র; খেত—ক্ষেত্র, সমরভূমি।

অনুবাদ—ত্রিবলীরূপ তরঙ্গিনী-শোভিত দুর্গ দুর্গম জানিয়া যৌবনদলপতি মন্মথকে পত্র পাঠাইলেন যে তোমার সময় আসিযাছে ঋতুপতি বসন্তকে দূত পাঠাও। মাধব, বালা এখন কেমন সাজিতেছে, শৈশবকালে তুমি যে তাহাকে কষ্ট দিয়াছ, সে সমস্তই প্রত্যাগমন করিবে অর্থাৎ তাহার শৈশবে তুমি রতিযুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিযাছিলে, এখন সে যুবতী বলবতী, তোমাকে সে যুদ্ধে পরাস্ত করিবে। কুণ্ডল (রূপ) চক্র, তিলককে অঙ্কুশ করিয়া, চন্দন (রূপ) অভিনব কবচ (পরিধান করিযা) চক্ষুতে গুণ দিয়া, কটাক্ষ (রূপ) শর দিযা রমণী সাজিযাছে। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুন্দরী সাজিযা (রণ-) ক্ষেত্রে চলিযা আসিল।

(৪৭৯)

দুহুক সংজুত চিকুর ফুজল।
দুহুক দুহু বলাবল বুঝল॥
দুহুক অধর দসন লাগল।
দুহুক মদন চৌগুন জাগল॥
দুঅও অধর করএ পান।
দুহুক কণ্ঠ আলিঙ্গন দান॥
দুঅও কেলি সমে সমে ফেলী
সুরত সুখে বিভাবরি গেলি॥
দুঅও সঅন চেত ন চীর।
দুঅও পিয়াসল পীবএ নীর॥
ভন বিদ্যাপতি সংসয় গেল।
দুহুক মদন লিখন দেল॥

তালপত্র, ন. গু. ৫৯৫

শব্দার্থ—ফুজল—মুক্ত হইল; সমে সমে—সমানে সমানে; ফেলী—ফলিল।

অনুবাদ—দুইজনের সংযুক্ত চিকুর মুক্ত হইল, দুইজনে দুইজনের বলাবল বুঝিল। দুইজনের অধরে দশন লাগিল; দুইজনেরই মদন চতুর্গুণ জাগিল। উভয়ের কেলি সমান সমান ফলিল, সুরতসুখে বিভাবরী গেল। উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, উভয় পিপাসিত, জল পান করিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সংশয় গেল, মদন দুইজনকে জয়পত্র দিল (স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে জয়পত্র লিখিয়া দিল)।

(৪৮০)

জখনে জাইঅ[১] সয়ন পাসে।
মুখ পবেখএ দরসি হাসে॥
তখনে উপজু এহন ভানে।
জগত ভরল কুসুম বানে॥
কী সখি কহব কেলি বিলাসে।
নিঅ অনাইতি পিয়া হুলাসে॥
নীবি বিঘটএ গহএ হাবে।
সীমা লাঁঘএ মন বিকাবে॥
সিনেহ জাল বঢাবএ জীবে।
সঙ্গহি সুধা অধর পিবে॥
হরখি হৃদয় গহএ চীরে।
পরসে অবস কর সরীরে॥
তখনে উপজু অইসন সাধে।
ন দিঅ সমত ন দিঅ বাধে॥
ভনে বিদ্যাপতি তু[২] হে সঞানী।
অমিঞ মিছল[৩] নাগরি বানী॥

নেপাল ২৩২, পৃঃ ৮৩খ, পং ১; ন. গু. ৫৬৬

---

(৪৮০) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "জাই" (২) "ও" (৩) "মিশ্র" করিয়াছেন।

শব্দার্থ—পরেখএ—পরীক্ষা করে; অনায়তি—অনায়ত্ত; হুলাসে—উল্লাসে; বিঘটত্র—খুলে; সমত—সম্মতি।

অনুবাদ—যখন শয্যাপার্শ্বে যাই (তখন) মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসে। তখন এমন ভাব উৎপন্ন হয় (যেন) জগৎ কুসুমশরে পূর্ণ। সখি, কেলি বিলাসের (কথা) কি কহিব, প্রিয়তমের উল্লাসে আমি অনায়ত্ত হইলাম। নীবি খুলিয়া দেয়, হার কাড়িয়া লয়, মনের বিকারে সীমা লঙ্ঘন করে। প্রাণে স্নেহজাল বাড়ায়, সেই সঙ্গে অধরসুধা পান করে। হরষিত হইয়া হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করে, স্পর্শে শরীর অবশ করে। তখন এইরূপ সাধ উৎপন্ন হয়, সম্মতিও দিই না, বাধাও দিই না। বিদ্যাপতি কহেন, হে চতুরে, নাগরীর কথা অমৃতমিশ্রিত।

(৪৮১)

নীন্দে ভরল অছ লোচন তোর।
নোমুঅ বদন কমলরুচি চোর॥
কঞোনে কুবুধি কুচ নখখত দেল।
হা হা সম্ভু ভগন ভএ গেল॥
কেস কুসুম ঝলুসরব সিন্দুর।
অলক তিলক হে সেহ ঞো তুর গেল॥
নিরসি ধূসর ভেল অধর পব'র।
কঞোনে লুলল সখি মদন ভঁড়ার।
ভসই বিদ্যাপতি রসমতি নারি।
করএ পেম পুনু পলটি নিহারি॥

নেপাল ২১৬, পৃঃ ৭৭ খ, পং ৫

এই পদের সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের ৬৮ সংখ্যক পদ যাহা নগেন বাবুর সংস্করণের ১৯১ সংখ্যকপদ (তালপত্রের পুঁথি হইতে লওয়া হইয়াছে তাহার অনেক মিল আছে)

মন্তব্য—বিদ্যাপতির মৈথিলপদ কি করিয়া বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই পদটা হইতে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে পদটি নিম্ন আকারে দেখা যায়:—

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি কলা সব কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর॥
কুসুম-কুল সব ভেল ভিন ভীন।
অধরহি লাগল দশনক চীন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহি পুরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সরবস লেয়ল রসিক মুরারি॥ (পদকল্পতরু ২৫০)

'নীন্দে, ভরল অছ লোচন তোর' বাংলা পদের শেষের দিকে অলসহি পুরল সকলহি গা' হইয়াছে। নেপালের পুঁথিতে মূল পদটী না পাওয়া গেলে 'সকলহি গা' ও 'ঘনঘন কর বা' দেখিয়া এটী কোন বাঙ্গালীর রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইত। কিন্তু বাংলাদেশ বিদ্যাপতির ভাষাই শুধু বদলায় নাই; ভাবকেও যথেষ্ট বদলাইয়াছে। নেপাল পুঁথির ভণিতায় 'করয়ে পেম পুনু পালটি নিহারি' অপেক্ষা "সরবস লেয়ল রসিক মুরারি" অধিক ব্যঞ্জনাময় না হইলেও অধিক স্পষ্ট।

কুচের সহিত শিবলিঙ্গের তুলনা প্রাচীন; যথা—

স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরম্ভোজ-লোচনে ত্বৎ-পয়োধরঃ।
নখেন কস্য ধন্যস্য চন্দ্রচূড়ো ভবিষ্যতি॥

রসমঞ্জরী

শব্দার্থ—নোতুঅ সুন্দর; কমলরুচি চোর—কমলের সৌন্দর্য্য চুরি করিয়াছ; ঝলুসরব—দলিত হইল; লুলল—লুটিল; পবার—প্রবাল।

অনুবাদ—সখি! তোমার চোখ যেন নিদ্রায় ভরিয়া আছে। তোমার সুন্দর বদন কমলের সৌন্দর্য্য যেন চুরি করিয়াছে—মুখ লাল হইয়াছে। কোন কুবুদ্ধি তোমার কুচে নখক্ষত দিল! হায় হায়! শম্ভু যেন ভগ্ন হইয়া গেল। (শিব চন্দ্রকলা ধারণ করেন, তোমার কুচেও নখের দাগে যেন চন্দ্রকলা ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তোমার নাগর অনিপুণ শিল্পী তাই শিব গড়িতে যাইয়া তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ভগ্ন শিব পূজায় লাগে না এইধ্বনি)। তোমার বেশের কুসুম ও সীঁথির সিন্দুর যেন দলিত হইয়াছে; অলকাতিলকা তাও দূরে গেল। তোমার প্রবালতুল্য অধরকে রসহীন ও ধূসর করিয়াছে। কে তোমার মদনভাণ্ডার লুটিল সখি? বিদ্যাপতি বলেন রসবতী নারী চোখ ফিরাইয়া দেখিয়া তবে প্রেম করে—সব দিকে খেয়াল রাখিয়া প্রেম করে।

(৪৮২)

রয়নি সমাপলি ফুলল সরোজ।
ভমি ভমি ভমরী ভমরা খোজ॥
দীপ মন্দ রুচি অম্বর রাত।
জুগুতিহি জানল ভএ গেল পরাত॥
অবহু তেজহ পহু মোহি ন সোহাএ।
পুনু দরসন হোউ মোহি মদন দোহাএ॥
নাগর রাখ নারি মান রঙ্গ।
হঠ কএলে পহু হো রস ভঙ্গ॥
তত করিঅ জত ফাবএ চোরি।
পরসন রস লএ ন রহিঅ আগোরি॥

নেপাল ২৫৫, পৃ. ৯২ খ, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৭৬১

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী, সমাপলি শেষ হইল, সোহাএ-সোভা পায়, দোহাএ—দোহাই; ফাবএ—সাজে।

অনুবাদ—রাত্রি শেষ হইল, পদ্ম ফুটিল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমরীকে খুঁজিতেছে। দীপ ও রাত্রির আকাশ (নক্ষত্রহীন হওয়ায়) ম্লান হইল। তাই যুক্তির দ্বারা বুঝিলাম সকাল হইল। প্রভু, এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, (আর) ভাল দেখায় না। মন্মথের দোহাই (দিতেছি) পুনরায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। নাগর রঙ্গে রমণীর মান রক্ষা করে, জিদ করিলে প্রভু, রস ভঙ্গ হইবে। যাহাতে চুরি শোভা পায় তাহাই করিবে, বিভোর হইয়া রস লইয়া আগলাইয়া থাকিও না।

(৪৮৩)

হে হরি! হে হরি! শুনিয় শ্রবণ ভরি
অব ন বিলাসক বেরা।
গগন নখত ছল সেহো অবেকত ভেল
কোকিল করইছি ফেরা॥
চকবা মোর সোর কয় চুপ ভেল
ওঠ মলিন ভেল চন্দা।
নগরক ধেনু ডগরকে সঞ্চর
কুমুদিনি বসু মকরন্দা॥

মুখকের পান সেহো রে মলিন ভেল
অবসর ভল নহিঁ মন্দা।
বিদ্যাপতি ভন ইহো ন নিক থিক
জগ ভরি করইছি নিন্দা॥

ত্রিপাসর্ন ৩৫ : ন. গু. ৩২১

শব্দার্থ—নখত—নক্ষত্র ; অবেকত—অব্যক্ত, লীন ; চকবা—চক্রবাক ; মোর—ময়ূর ; সোর—শব্দ ; ওঠ—ওষ্ঠ ; ডগরকে—মাঠের উপরের পথে।

অনুবাদ—হে হরি, হে হরি, কান দিয়া শোন, এখন বিলাসের সময় নয়। আকাশে তারা ছিল তাহারাও অপ্রকাশিত হইল, কোকিল ডাকা ডাকি বন্ধ করিয়াছে। চক্রবাক ও ময়ূর ডাকিয়া থামিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের ওষ্ঠ ম্লান হইল। নগরের ধেনু মাঠের পথে বাহির হইল, মধু কুমুদিনীতেই রহিল (প্রভাত হওয়ায় কুমুদিনী মুদ্রিত হইল, তাই ভ্রমর আর মধুপান করিতে পারিল না)। মুখের পান সেও ম্লান হইল, এই সময় (বিলাসের পক্ষে) অপ্রশস্ত। বিদ্যাপতি বলেন ইহা ঠিক নহে, জগৎ ভরিয়া নিন্দা করিতেছে।

(৪৮৪) *

ছলিহু একাকিনি গথইতে হাব।
সসরি খসল কুচ চীর অ হামার॥
তখনে অকামিক আএল কান্ত।
কুচ কী ঝাপব নিবিহুক অন্ত॥
কি কহব সুন্দরি কৌতুক আজ।
পহু রাখল মোর জাইতে লাজ॥
ভেল ভাব ভরে সকল সরীর।
কঅ জতনে বল রাখিঅ থীর॥
ধসমস কর এ ধবি অ কুচ জাতি।
সগর সরীর ধব এ কত ভান্তি॥
লোপ লহি পাবি অ তখন হুলাস।
মুন্দলা কমল বেকত হোঅ হাস॥

নেপাল ২২৬, পৃ ৮১ ক, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

* একলি আছিলুঁ হাম পাথ ইতে হার।
সগরি খসল কুচ চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব নিবিহক বন্ধ॥
হাসি বহুবল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধরজ লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুঝায়র দুরহি দীপ।
লাজে না যাওত এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জিবন সোপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

ভনিতায় ভাবের মৌলিকতা লক্ষণীয়। যে বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতির পদের বাঙ্গলা রূপ দিয়াছিলেন, তিনি রসজ্ঞ ও প্রতিভাবান ছিলেন সন্দেহ নাই।

(৪৮৪) মন্তব্য :—বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে কি ভাবে শুধু ভাষায় নহে, ভাবে ও শব্দেও পরিবর্তিত হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই পদ হইতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে নেপালের এই পদটী ও ত্রিপাসর্নের ৩১ সংখ্যক পদ (এই সংস্করণের প্রকৃত পরের পদ) ভাঙ্গিয়া পদকল্পতরুর পদ সৃষ্ট হইয়াছে।

শব্দার্থ—ছলিহু—ছিলাম; সসরি—স্রস্ত হইয়া; কুচ চীর—বুকের কাপড় বা কাঁচুলি; অকামিক—অকস্মাৎ; নিবিহুক অন্ত—নীবিবন্ধনও শেষ হইল। ধসমস কবএ ব্যস্ত হইয়া।

অনুবাদ—একাকিনী আমি হার গাঁথিতেছিলাম, স্রস্ত হইয়া আমার বুকের কাপড় খসিয়া পড়িল। তখন সহসা কান্ত আসিলেন কুচ ঢাকিব কি, নীবিবন্ধনও খুলিয়া গেল। সুন্দরি। আজিকার কৌতুকের কথা কি বলিব। প্রভু আমার আজ লজ্জা রক্ষা করিল (ব্যক্ত কুচ হাত দিয়া ঢাকিয়া দিয়া)। সকল শরীর ভাবভরে অস্থির হইল; কত যত্ন করিয়া তাহা স্থির রাখি বল তো? ব্যস্ত হইয়া আমার কুচ চাপিয়া ধরিল। সকল শরীরে কত শোভা প্রকাশ পাইল। তখনকার উল্লাস গোপন করিতে পারি না। মুদিত কমলে (নয়ন কমল মুদিত হইল) হাসি ব্যক্ত হইল।

(৪৮৫)

জখন[১] লেল হরি কঁচুঅ[২] অছোড়ি।
কত পরজুগতি কয়ল অঙ্গ মোড়ি॥
তখনুক কহিনী কহহি ন জাএ।
লাজে[৪] সুমুখি ধনি বহলি লজাএ[৫]॥
কর[৬] ন মিঝায়[৭] দূর জর[৮] দীপ।
লাজে[৯] ন মরএ[১০] নারি কঠজীব॥
অঙ্কম[১১] কঠিন সহএ[১২] কে পার।
কোমল হৃদয় উখড়ি গেল হার॥
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
কওন কহলি সখি হোএত বিহান॥[১৩]

গ্রিয়ার্সন ৩১, ন. গু ১৬২ (তালপত্র)

শব্দার্থ—কচুঅ—কাচলি, অছোড়ি—কাড়িয়া, পরজগতি—উপায়, অঙ্কম—আলিঙ্গন।

অনুবাদ—যখন হরি কাচুলি কাড়িয়া লইল (তখন সুন্দরী) অঙ্গ ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। তখনকার কথা বলা যায় না, সুন্দরী ধনী লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিবান যায় না, লজ্জায় মরে না, রমণীর কঠিন প্রাণ। আলিঙ্গন কঠিন, কে সহিতে পারে, কোমল হৃদয়ে হার ফুটিয়া চিহ্ন করিয়া দিল। বিদ্যাপতি তখনকার ভাব বলিতেছে, কোন সখী বলিল, সকাল হইয়াছে। গ্রিয়ার্সনের পাঠে—বিদ্যাপতি তখনকার কথা বলিতেছেন (নায়িকা বলিতেছে) সখি- কখন রাত্রি প্রভাত হইবে কেহই তাহা বলিতেছে না।

(৪৮৬)

বসন হরইতে লাজ দুর গেল।
পিয়াক[১] কলেবর অম্বর ভেল॥
[২]অক্রোধে মুহে নিহারিএ দীব॥
মুদলা কমল ভমর মধু পীব॥

---

(৪৮৫) পাঠান্তর—(১) জখনহি (২) কঞ্চু (৩) মেরি (৪) লাজ (৫) লজ্জায় (৬) করে (৭) মিঝাএ (৮) বড় (৯) লাজ (১০) মরয় (১১) আকন্ম (১২) সহয় (১৩) বিদ্যাপতি কবি তথনুক ভান। কেও ন কহে সখি হোএত বিহান॥

(৪৮৬) রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) পিঅক (২) অওঁধে নয়ন নিঝারএ দীব।
মুকুলহু কমল ভমর মধু পিব॥
মনসিজ ভন্ত কহও মনলাএ।
বড় উমমনিআ অবসর পাএ॥

রামভদ্রপুরের ভণিতায় আছে—
"সকল জো রস নহি অনুমদ নারী।
বিদ্যাপতি কবি কহএ বিচারি॥

মনমথ চাতক নহী লজাএ।
বড় উনমতিআ অবসর পাএ॥
সে সব সুমরি মনহুকী লাজ।
জত সবে বিপরিত তহ্নিকর কাজ॥
হৃদয়ক ধাধস ধসমস মোহি।
আওব কহব কি কহিলী তোহি॥

নেপাল ৬৩, পৃঃ ২৩ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; রামভদ্রপুর ১৭২; ন. গু. ৫৮৮

শব্দার্থ—অম্বর—বস্ত্র; অঞোধে—নত; উনমতিআ—উন্মত্ত হইল; ধাধস—আকুলতা; ধসমস—কম্পিত।

অনুবাদ—বস্ত্র হরণ করিতে লজ্জা দূরে গেল, প্রিয়তমের কলেবর (আমার) বস্ত্র হইল। নতমুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম, ভ্রমর মুদ্রিত কমলের মধুপান করিল। [রামভদ্রপুরের পাঠের অর্থ—চোখ বুজিলাম, তাহাতেই দীপ নিভানোর কাজ হইল। ভ্রমর মুকুলিত কমল তুল্য মুদিত নয়নের মধুপান করিল।] মন্মথ (রূপ) চাতক লজ্জা পায় না, অবসর পাইয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইল। যে সকল (কথা) স্মরণ করিয়া মনে লজ্জা হয়, যত সব বিপরীত কাজ সে তাহাই করে। হৃদয়ের আকুলতায় আমার অন্তর কম্পিত হয়, তোকে বলিয়াছি, আর কি বলিব। [রামভদ্রপুরের ভণিতা—বিদ্যাপতি কবি বিচার করিয়া বলিতেছেন যে সকল রস অনুভব করিয়াছে তাহা নারী খুলিয়া বর্ণনা করে না।]

(৪৮৭)

কি করতি অবলা হঠ কএ নাহ।
নিরদএ ভএ উপভোগএ চাহ॥
পরম প্রবল পহু কোমল নারি।
হাথি হাথ জনি পড়লি পঞোনারি॥
কি কহব হে সখি নাহ বিবেক।
একহি বেরি রস মাগ অনেক॥
করল কাকুতি কত করজুগ লাএ।
তইঅও মুগুধ রতি রচএ উপাএ॥
বিনু অবসর হঠ রস নহি আব।
ফুললা ফুল মধুকর মধু পাব॥
ভনই বিদ্যাপতি গুনক নিধান।
জে বুঝ তাহি লাগ পঞ্চবান॥

তালপত্র ন গু ২০৪

শব্দার্থ—কি করতি—কি করিবে; হঠ—বল; নাহ—নাথ; নিরদএ—নির্দ্দয; ভএ—হইয়া; পঞোনারী—পদ্মের নাল।

অনুবাদ—প্রভু বল (প্রকাশ) করিলে অবলা কি করিবে? নির্দয হইয়া উপভোগ করিতে চাহে। নাথ অত্যন্ত প্রবল, রমণী কোমলা, যেন হাতীর হাতে পদ্মনাল পড়িল। হে সখি, প্রভুর বিবেচনার (কথা) কি বলিব? একেবারেই অনেক রস চায়। যুক্তহস্ত করিয়া কত কাকুতি করিলাম, তবুও বিমুগ্ধ রতি উপায়-রচনা করে। অবসর বিনা বল-প্রকাশে রস আসে না, কুসুমিত কুসুমে ভ্রমর মধু পায়। বিদ্যাপতি বলে, যে গুণ-নিধান (ইহা) বুঝে, তাহারই পঞ্চবাণ লাগে।

(৪৮৮)

পহিলহি সরস পয়োধর কুম্ভ।
আরতি কত ন করএ পরিরম্ভ॥
অধর সুধারস দরসএ লোভ।
রাঙ্কক হাথ রতন নহি সোভ॥
সজনি কি কহব কহইত লাজ।
কাহ্নুক আইতি পলথহু[১] আজ॥

নীবি সসরি কতএ দহু গেলি।
অপনাহু আঙ্গ অনাইতি ভেলি॥
করতলে তলে ধরিঅ কুচ গোএ
পললে[২] তলিত ঝাপি নহি হোএ॥
ভনই বিদ্যাপতি ন কর সন্দেহ।
মধুতহ সুন্দরি মধুর সিনেহ॥

নেপাল ৪৩, পৃঃ ১৭ ক, পং ৫; ন. গু. ৫৭১

শব্দার্থ—পরিরম্ভ—আলিঙ্গন; রাঙ্কক—দরিদ্রের; আইতি—আয়ত্ত; সসরি—খুলিয়া; অনাইতি—অনায়ত্ত; তলিত—তড়িৎ; মধুতহ—মধু অপেক্ষাও।

অনুবাদ—প্রথমেই সরস পয়োধরকুম্ভ স্পর্শ করিয়া আগ্রহবশে কত না আলিঙ্গন করে। অধরে সুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়, দরিদ্রের হাতে রত্ন শোভা পায় না। সজনি, কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম। নীবি স্রস্ত হইয়া কোথায় গেল, আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল। হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সন্দেহ করিও না, হে সুন্দরি স্নেহ মধুর অপেক্ষাও মধুর।

(৪৮৯)

পহিলহি পরসএ করে কুচকুম্ভ।
অধর পিবএকে কর আরম্ভ॥
তখনক মদন পুলকে ভরি পূজ।
নীবীবন্ধ বিনু ফোএলে ফুজ॥

এ সখি লাজে করব[১] কী তোহি।
কাহ্নুক কথা পুছহ জনু মোহি॥
ধম্মিল ভার হার অরুঝাব।
পীন পয়োধর নখ কত[২] লাব॥

বাহু বলয় আঁকম ভরে ভাগ[৩]।
অপন আইতি নহি অপনা আঙ্গ॥

নেপাল ১১০, পৃঃ ৩৯ খ, পং ৫ ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু ৫৭০

শব্দার্থ—বিনু ফোএলে ফুজ—না খুলিলেও খুলিয়া যায়; ধম্মিল—কেশ; অরুঝাব—জড়াইয়া যায়; আকম—আলিঙ্গন।

অনুবাদ—প্রথমেই কুচকুম্ভ স্পর্শ করে, অধর পান করিতে আরম্ভ করে। তখন পুলকে পূর্ণ হইয়া মদনের পূজা করে। নীবিবন্ধ না খুলিলেও (আপনা আপনি) খুলিয়া যায়। হে সখি, লজ্জায় তোকে কি বলিব, কানাইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ না কেশভারে হার জড়াইয়া যায়, পীনপয়োধরে নখক্ষত লাগে। বাহুর বলয় আলিঙ্গনের ভরে ভাঙ্গিয়া যায়, আপন অঙ্গ আপনার আয়ত্ত নয়।

---

(৪৮৮) **মন্তব্য**—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "পললহু" (২) "পড়লে" করিয়াছেন।
(৪৮৯) **মন্তব্য**—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "কহব" (২) "খত" (৩) "ভাঙ্গ" করিয়াছেন।

(৪৯০)

পহিলহিঁ চোরি আএল পাস।
আঙ্গহি আঙ্গ লুকাব' তরাস॥
বাহরি ভেলে দেখিঅ দেহ।
জৈসন সিনী² চাঁদক রেহ॥
সাজনি কী কহব পুরুস কাজ।
কৌসল করইত তহ্নি নহি লাজ॥
এহি তহ পাপ অধিক থিক নারি।
জে ন গনএ পর পুরুসক গারি॥
খন এক রঙ্গ সঙ্গ সব ³ভাস্তি।
সে সে করত জকর জে জাতি॥
ভনই বিদ্যাপতি ন কর বিরাম।
অবসর পাএ ⁴পুরত তুঅ কাম॥

নেপাল ২৬৮, পৃঃ ৯৭ খ পং ২; ন. গু. ৫৬৭

অনুবাদ—প্রথমেই চুরি করিয়া (গোপনে) নিকটে আসিল, ত্রাসে অঙ্গে অঙ্গ লুকাইল (আমি ভয় পাইয়া তাহারই ক্রোড়ে লুকাইলাম)। বাহির হইয়া (তাহার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া) (নিজের অঙ্গ) দেখি, যেন চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা। সজনি, পুরুষের কাজ কি কহিব, কৌশল করিতে তাহার লজ্জা নাই। ইহা হইতে নারীর পাপ অধিক যে পরপুরুষ সংসর্গ জনিত কলঙ্ক গণনা করে না। এক ক্ষণে (মুহূর্ত মাত্রে) সকল প্রকার রঙ্গ সাঙ্গ হইয়া যায়, যাহার যেমন স্বভাব সে সেইরূপ করে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ক্ষোভ করিও না, অবসর পাইয়া তোমার কামনা পূর্ণ কর।

(৪৯১)

দৃঢ় পরিরম্ভন পীড়লি মদনে¹।
উবরি অএলহুঁ সখি পুরব পুনে²॥
টুটি ছিড়িআএল মোতিম হার³।
সিন্দুর লোটাএল সুবঙ্গ পঁবার⁴॥
সুন্দর কুচজুগ নখ-খত ভরী।
জনি গজকুম্ভ বিদারল হরী॥
অধর দসন দেখি জিউ মোরা কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে॥
সমুদ্র ঐসন নিসি ন পারিএ উর⁵।
কখন উগত মোর হিত ভএ সুর⁶॥
মোয় নহি জাএব সখি তহ্নি পিয়া ঠাম।
বক জিব মারি নড়াবথি কাম॥⁷
ভনই⁸ বিদ্যাপতি তেজ ভয় লাজ⁹।
আগি জারিয়ে¹⁰ পুনু আগিক কাজ॥

তালপত্র ন. গু ২০১; গ্রিয়ারসন ৩৮

(৪৯০) **মন্তব্য**—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) 'লুকাব' (২) "খিনী" (৩) ভাতি" (৪) "পুর তুঅ" করিয়াছেন।

(৪৯১) গ্রিয়ার্সনের **পাঠান্তর**—(১) পরিরম্ভনি পিড়লি মদাহে (২) এলহু সখি পুরবক পুণ্যে (৩) মোতিক হারে (৪) বসন লোটাএল সুরঙ্গ পনারে (in a conduit channel of red, since soaked with blood) (৫) ওরে (৬) সুরে (৭) অব ন জাএব সখি পুনি পহু ঠামে।
জৌ জিব মারি নড়াবত কামে॥
(৮) ভনহিঁ (৯) লাজে (১০) জারি পুনি আগিক কাজে।

মন্তব্য—এই পদটী ভাঙ্গিয়া বাংলাদেশে পদকল্পতরুতে সংগৃহীত ২৫১ সংখ্যক পদ হইয়াছে। যথা—মূলপদের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের

মোকে নহি জাএব সখি তহি পিআ ঠামে।
বক জিব মারি নড়াবথু কামে॥

শব্দার্থ—উবরি—ফিরিয়া ; পঁবার—প্রবাল ; উর—ওর, পার ; সূর—সূর্য্য ; নড়াবথি—ফেলিয়া দিবে।

অনুবাদ—সখি! মদন কর্ত্তৃক দৃঢ় পরিরম্ভনে পীড়িত হইয়াছি ; পূর্ব্বপুণ্যবলে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি। মুক্তার হার ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল ; সুন্দর প্রবাল তুল্য অধরে সিন্দুর লাগিল। সুন্দর কুচযুগল নখের ক্ষতে ভরিয়া

ভাঙ্গিয়া বাংলা পদের প্রথম দুই চরণ হইয়াছে—না কর না কর সখি মোহে পরিবোধ।

জীউ কি দেয়ব কত্নু অনুবোধ॥

তারপর—মৈথিলী পদের—

সুন্দর কুচ জুগ নখখত ভরী।
জনি গজকুম্ভ বিদারল হরী।
অধর দশন দেখি জিউ মোর কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে।

বাংলার পদে রূপ পাইয়াছে—

কুচযুগে দেয়া নখ পরহারে।
কেসরি জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
অধর নিরস মঝু করয়াহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥

পদকল্পতরুর ২৫৪ সংখ্যক পদটাও এই মৈথিলী পদের অন্য বাংলা সংস্করণ, যথা—

মৈথিলী পদের—
টুটি ছিড়িয়ায়ল মোতিম হার।
সিন্দুরে লুটায়ল সুরঙ্গ পবার॥

এবং ইহার পরবর্ত্তী চার চরণের বাংলা রূপ—

টুটল গীমক মোতিম হার।
কাজরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধরে নখ-খত ভাবি।
কেসরি জনু গজ-কুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিল পুরাইহ কাম॥

২৫৪ সংখ্যক পদের প্রথম দুই চরণ ও অনুবাদ, যথা—

নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপ।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপ॥

কীর্ত্তনীয়াগণ এখনও মূল পদের ভাব ব্যাখ্যা করিয়া 'আখর' লাগান। সেইরূপ 'আখর লাগাইতে যাইয়া বিদ্যাপতির পদের সহিত নূতন নূতন কথাও সংযুক্ত হইয়াছে।

যথা ২০১ সংখ্যক পদে নূতন কথা—

অলপ বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ ডর অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব সজনি যত দুখ দেলি॥

হঠ তেলহ রস রঙ্গ অগেয়ান।
নিবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেলহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥

নয়নে বারি দরশায়লুঁ রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥

যিনি এসব কথা যোগ করিয়াছেন তিনিও একজন ভাল কবি।

গেল—সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল। অধরে দশনচিহ্ন দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপে; মনে হয় চন্দ্রমণ্ডলকে যেন রাহু আক্রমণ করিয়াছে। রাত্রি যেন সমুদ্রের মতন—তাহার আর শেষ হয় না। আমার উপকারের জন্য কখন সূর্য্য উদিত হইবে? আমি আর সে প্রিয়ের কাছে যাইব না; বরং কাম আমার জীবন বধ করিয়া ফেলুক সেও ভালো। বিদ্যাপতি বলেন লজ্জা ও ভয় ত্যাগ কর। আগুনের যেখানে কাজ সেখানে আগুন না জ্বালিলে কি চলে?

গ্রিয়ার্সনকৃত অনুবাদ—

In his warm embrace, blind with intoxication he gave me pain. I have escaped through the virtuous actions of my former life. My necklace of pearls was broken & scattered, and my garments fell to the ground. My two breasts were torn with his nails, as a lion teareth the forehead of an elephant. When I see the marks of biting on my lower lip, my heart trembleth, as when Rahu obscureth the circle of the moon. All night appeared to me like the fathomless ocean, and I asked myself when the sun would arise, a friend to me. "I shall not go again to my husband, if he thus cast my life away with love." Vidyapati saith, cast away fear and shame, for if thou once light fire, thou must put it to its use.

(৪৯২)

ফ়ুজলি কবরি অবনত আনন
কুচ পরসএ পরচারি।
কামে কমল লএ কনক সম্ভু জনি
পূজল চামর ঢারি॥
পিউ পিউ পলটি হেরি হল পেয়সি বয়না
মদন সপথ তোহি রে॥
সামরা লোম-লতা কালিন্দী
হারা সুরসরি-ধারা।
মজ্জন কএ মাধবে বর মাগল
পুনু দরসন এক বেরা॥

নেপাল ১৯৫, পৃঃ ৭০ ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীতাদি; ন. গু. ২৮

শব্দার্থ—ফ়ুজলি—মুক্ত; পরচারি—প্রকাশিত, ব্যক্ত; সামর—কৃষ্ণবর্ণ; সুরসরি—গঙ্গা; **মজ্জন কএ**—অবগাহন করিয়া।

অনুবাদ—(বিপরীত রতির বর্ণনা): মুক্ত কবরী ও অবনত আনন অনাবৃত স্তন স্পর্শ করিতেছে। যেন কাম কমল (বদন) লইয়া চামর (কেশ) ঢালিয়া স্বর্ণ শম্ভু (পয়োধর) পূজা করিল। তোমাকে মদনের শপথ, পুনরায় প্রেয়সীর বদন

মন্তব্য—এই পদটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে 'মাধবের অনুরাগ' পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ সময়ে কবরী পিছনে থাকে, স্তনের উপর পড়ে না।

দেখিয়া লও। শ্যামল লোমলতা (নাভিরোমাবলী) যমুনা, হার গঙ্গার ধারা (তাহাতে নেত্র) অবগাহন করিয়া মাধব আর একবার দর্শনের জন্য বর প্রার্থনা করিল।

(৪৯৩)

কি কহব এ সখি কেলি বিলাসে।
বিপরিত সুরত নাহ অভিলাসে॥
কুচজুগ চারু ধরাধর জানী।
হৃদয় পরত তেঁ পহু দেল পানী॥
মাতলি মনমথেঁ[১] দুর গেল লাজে॥
অবিরল কিঙ্কিনি কঙ্কন বাজে॥
ঘাম বিন্দু মুখ সুন্দর জোতী।
কনক কমল জনি ফরি গেলি মোতী॥
কহহি ন পবিঅ পরিঅ পিয় মুখ ভাসা।
সমুহু নিহারি দুহু মনে হাসা[২]॥
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বাণী।
নাগরি রম পিয় অভিমত জানী[৩]॥

তালপত্র ন গু. ৫৮২, গ্রিয়ার্সন ৩, প স পৃ ৯১, প ত ১০৯৫

অনুবাদ—গ্রিয়ার্সন কৃত—How can I tell, oh friend, of his wantonness. My husband desired unlawful pleasure He pretended that my twin breasts were two delicate mountains; and he laid his hands upon them, lest they should fall upon his heart I was intoxicated with love, and my modesty deserted me (nor cared I that), my girdle of bells, and my anklets kept continually tinkling Beads of perspiration added an enhanced brilliancy to my face; like pearl-fruit forming on a golden lotus. I can not tell the words that issued from my husband's lips We gazed on each other's faces, and both our hearts laughed. Bidyapati singeth sweet words "Thou knowest O damsel, sweeter than nectar which is chosen, drink it.

অনুবাদ—সখি! কেলিবিলাসের কথা কি বলিব। নাথের বিপরীত রতিতে অভিলাষ হইল। কুচযুগকে সুন্দর পাহাড় ভাবিয়া সে আশঙ্কা করিল যে বুঝি তাহার হৃদয়ে পড়ে, তাই সে হাত দিয়া ধরিল। মদনে মাতিলাম, লজ্জা দূরে গেল। অনবরত কঙ্কন ও কিঙ্কিনী বাজিতে লাগিল। মুখে ঘামবিন্দু ও সুন্দর জ্যোতি দেখা দিল, তাহাতে মনে হইল যেন সোনার কমলে মুক্তা ফলিয়াছে। প্রিয়ের মুখের সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। উভয়ের মুখ দেখিয়া দুইজনের হাসি দেখা দিল। বিদ্যাপতি বলেন এই রসের কথা প্রিয়ের অভিমত জানিয়া নাগরী রমণ করিতেছে।

(৪৯৪)

বদন ঝপাবএ অলকত[১] ভার।
চাঁদমডল জনি মিলএ অন্ধার॥
লম্বিত সোভএ হার বিলোল॥
মুদিত মনোভব খেল হিডোল॥
পিয়তম অভিমত মনে অবধারি।
রতি বিপরিত রতলি বর নারি॥
মাল কিঙ্কিনি কর মধুরি রাব[২]।
জনি জএতুর মনোভব বাজ[৩]॥

(৪৯৩) পাঠান্তর—গ্রীয়ার্সনে শেষ চরণে নাগরি রস' আছে। পদকল্পতরুতে চরণগুলি অন্যরূপে সাজান আছে যথা তৃতীয় চরণের স্থলে নবম চরণ আছে এবং নিম্নরূপ পাঠান্তর দেখাযায়—(১) মাতল নাগর (২) শুনইতে ঐছন লহ লহ ভাষ। দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস।
(৩) ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি
নহিলে রসিক কৈছে তোহারি মুরারি।

(৪৯৪) পাঠান্তর—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) 'অলকক' (২) 'রাজ' (৩) 'রাজ' করিয়াছেন।

রভসে নিহারি অধর মধু পীব।
নাঞী কুসুমসর আকট জীব॥

নেপাল ৯৯, পৃঃ ৩৬ কঃ, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু ৫৮৯

শব্দার্থ—ঝপাবত—লুকাইবে ; চাঁদমডল—চন্দ্রমণ্ডল ; সোভএ—শোভা পায ; বিলোল—সুন্দব ; মাল কিঙ্কিনি—কিঙ্কিণীর মালা ; জএতুর—জয়তূর্য্য ; নাঞী—নম্রকরে , আকট—কঠিন।

অনুবাদ—অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্দ্রমণ্ডলে অন্ধকার মিলিত হয। বিলোল হার লম্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে, আনন্দিত মদন (যেন) হিন্দোলা (দোলনা) খেলিতেছে। প্রিয়তমের অভিমত মনে অবধারণ করিয়া নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রতিতে অনুরক্ত হইল। কিঙ্কিণীমালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদনরাজের জয়তূর্য্য (বাজিতেছে)। হর্ষপূর্ব্বক দেখিয়া অধর মধু পান করে, কুসুমশর কঠিন জীবকেও নম্র করে।

(৪৯৫)

কেস কুসুম ছিরিআএল ফূজি।
তারাএঁ তিমিব ছাড়ি হলু পূজি॥
হেরি পয়োধব মনসিজ আধি।
সম্ভু অধোগতি ধএ সমাধি॥

বিপরিত বমন রমএ বরনারি।
বতি বস লালসে মুগুধ মুবারি॥
চুম্বনে করএ কলামতি কেলি।
লোচন নাহ নিমিলিত হেবি॥

তা দুহু রূপ তাহি পবথাব।
উদয় বান দুহু জৈসন সভাব॥

নেপাল ১৫১, পৃঃ ৫৭ ক., পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন গু ৫৮৭ (তালপত্র)

শব্দার্থ—ছিরিআএল (বা নেপাল পুঁথিব ছিনিআএল)- ছড়াইয়া পড়িল , ফূজি—খুলিযা , তারাএঁ—তারাদল ; আধি—মানসিক ব্যথা ; নাহ—নাথ ; পবথাব—প্রস্তাব।

অনুবাদ— কেশের কুসুম মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) অন্ধকাব পূজাব সমাপন করিয়া তাবাপুঞ্জ ত্যাগ কবিল (পূজাব পব যেরূপ নির্ম্মাল্যেব ফুল পড়িয়া থাকে সেইরূপ) অন্ধকাব (কেশ) পূজা সমাপন করিয়া নক্ষত্র (ফুল) ফেলিযা দিল। পযোধর দেখিয়া মনসিজেরও চিত্তবিকার হয (আধি—মানসিক ব্যথা)। শম্ভু যেন সমাধিস্থ হইয়া মুখ নীচু করিয়া রহিযাছেন। নারী শ্রেষ্ঠ বিপরীত রমণ করিতেছে, মুবারি রতিরস-লালসায মুগ্ধ হইল। নাথের লোচন নিমীলিত দেখিযা কলাবতী চুম্বনকেলি করিতেছে। তাহাদের রূপের তুলনা (পবথাব) তাহারাই। দুজনের যেমন স্বভাব, সেইরূপ মূল্য (আদর) হইল।

(৪৯৬)

কুচকলস লোটাইলি ঘন সামরি বেণী।
কনয় পর সুতলি জনি কারি সাপিনী॥

মদনসরে মুরুছলি চিরে চেতহি বালা।
লম্বিত অলকে বেঢ়লা মুখকমল সোভে॥
বাহু কি বাহু পসারল। সসিমণ্ডল লোভে॥

নেপাল ২২০, পৃ ৭৯ ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

শব্দার্থ—লোটাইলি—লোটাইতে লাগিল, কনযপর—কনকের উপর; কারি সাপিনী—কৃষ্ণ সর্পী; চেতহি—সুচতুরা; চিরে—বিলম্বে, দীর্ঘকাল।

অনুবাদ—(বিপরীত সম্ভোগের পরের অবস্থা) ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেণী কুচকলসের উপর লোটাইতে লাগিল মনে হইল যেন কৃষ্ণসর্পিনী কনকের উপর শয়ন করিল। সুচতুরা বালা দীর্ঘকাল মদনশরে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। লম্বিত অলক তাহার মুখকমলের উপর পড়িয়া শোভাবৃদ্ধি করিতেছে মনে হইতেছে যেন শশিমণ্ডলের লোভে রাহু বাহুপ্রসারণ করিতেছে।

(৪৯৭)

আকুল চিকুর বেঢ়লি[১] মুখ সোভ[১১]।
রাহু কএল সসিমণ্ডল লোভ[১২]॥
বড় অপরুব দুই চেতন মেলি।
বিপরিত রতি কামিনি কর[১৩] কেলি॥
কুচ বিপরিত বিলম্বিত হার।
কনক কলস বম[৭] দূধক ধার[১৭]॥
পিয়[৬] মুখ সুমুখি চুম[১০] তেজি গুজ
চাঁদ অধোমুখ পিবএ সরোজ॥
কিঙ্কিনি রটিত[৮] নিতম্বিনি ছাজ।
মদন-মহারথ বাজন বাজ॥[১৪]
ফুজল[২] চিকুর মাল ধব[৩] রঙ্গ।[১৫]
জনি জমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥[৪]
বদন সোহাওন শ্রম-জল-বিন্দু।
মদন[৫] মোতি লএ পূজল ইন্দু॥[১]
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বানী।
নাগরি রম পিয় অভিমত জানী॥[৯]

নেপাল ৯৮, পৃঃ ৩৫ খ, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।
নেপাল ১৭৩, পৃঃ ৬২ ক, পং ২, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

৯৮ সংখ্যক পদ 'ধনছী' রাগে ও ১৭২ সংখ্যক পদ 'কাণণ' রাগে গেয় বলিয়া উল্লিখিত।
রাগতরঙ্গিণী পৃঃ ১০২ ৩, প স পৃ ৮৮, পদকল্পতরু ১০৮১, ন গু ৫৮৩ (তালপত্র) ক্ষণদা পৃঃ ১৭১।

---

(৪৯৭) **মন্তব্য**—বর্ত্তমান সংস্করণের ১৭৮ সংখ্যক পদ রাগতরঙ্গিনী হইতে লওয়া হইয়াছে। তাহার সহিত এই পদের প্রায় সর্ব্বাংশেই মিল আছে, কেবল (ক) চরণগুলি বিভিন্নভাবে সাজানো (খ) 'দেখলি সে ধনি হে বাসি মালতি মালা' এবং (গ) ভনিতার চারি চরণ বিভিন্ন। কিন্তু রাগতরঙ্গিনীর পদে নায়িকাকে 'বাসি মালতীর মালা'র সঙ্গে তুলনা করায় এবং বিদ্যাপতি তাঁহার সম্বন্ধে 'থির থাক ন মনে' বলায় মনে হয় ওটী বিরহের পদ। নেপালের পুঁথিতে ঐ দুইটী অংশ ছাড়িয়া দেওয়ায় পদটী বিপরীত সম্ভোগের পদ বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। বিদ্যাপতির গান একটু অদল বদল করিয়া শ্রোতারা নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী উপভোগ করিতেন মনে হয়।

(৪৯৭) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) বেঢ়ল (২) উজরল (৩) কর (৪) জনি যমুনা জল গাঙ্গতরঙ্গ (৫) মদনে (৬) পিআ (৭) জনি (৮) রনিত (৯) ইহার পরিবর্ত্তে "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

অনুবাদ—আকুল চিকুর মুখশোভাকে আবৃত করিল, যেন রাহু শশি মণ্ডলের প্রতি লোভ করিল। বড় অপরূপ দুই চতুর মিলিয়াছে। কামিনী বিপরীত রতিতে কেলি করিতেছে। উল্টাইয়া পড়া কুচযুগের উপর বিলম্বিত হার দুলিতেছে; যেন কনক কলস দুধের ধার বমন করিতেছে। ছলনা ছাড়িয়া সুমুখী প্রিয়ের মুখ চুম্বন করিতেছে—যেন অধোমুখ হইয়া চাঁদ সরোজ পান করিতেছে। কিঙ্কিনীতে বাজনা বাজিতেছে, যেন মদন মহারথের জয়বাদ্য। চুল খুলিয়া গেল, হারে জড়াইয়া গেল, যেন গঙ্গাযমুনার মিলন হইল। শ্রমজলবিন্দু বদনে শোভা পাইল—যেন মদন মুক্তা দিয়া চন্দ্রকে পূজা করিল। বিদ্যাপতি রসময় বাণী বলিতেছেন—নাগরী প্রিয়ের অভিমত জানিয়া রমণ করিতেছে।

(৪৯৮)

মাধব, তোঁহে জনু জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ-রভস লএ জৈবহ
লৈবহ কৌন সনেসে॥
বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও নি ভেল পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কইসে পুরত মন মোরা॥
পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্র নিকট জইসে তারা।
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
অপন হৃদয় ধরু সারা॥

গ্রিয়ার্সন ৫৫; ন গু ৬২০

শব্দার্থ—জৈবহ—যাইবে; লৈবহ—লইবে; ফেরি মাঁগব—পুনরায় চাহিব।

অনুবাদ—মাধব তুমি যেন বিদেশে যাইও না। আমার রঙ্গ রস সব (তুমি) লইয়া যাইবে আমার জন্য কি উপহার (সন্দেশ) আনিবে। বনে (গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বনে) গমন করিয়া অন্যমতি হইবে, (হে) পতি, আমাকে ভুলিয়া যাইবে। হীরা মণি মাণিক্য একটিও চাহিব না, প্রভু, তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। প্রভু যখন গমন করিলে

৪৯৭। রা. গ. ত. **পাঠান্তর**—(১) বেঢ়ল (১৫) উভবল কুসুম মাল ধব অঙ্গ (৫) মদন (১) চুম্ব (৮) পবন

(৯) ভনহ বিদ্যাপতি মনে অনুমানি
কামিনি বম পিয় অনুমত জানি।

প. স এর **পাঠান্তর**- (১১) আকুল চিকুর বেঢ়লি মুখ সোভা (১২) লোভা (২) কুন্তল কুসুম মাল কর রঙ্গ (১৩) করু (১০) পিবই

(৪) কিঙ্কিন রবহি নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয় রণ বাজন বাজ॥

(১৬) মদন রতি নেহ পূজল ইন্দু (৭) কলসে জনু

(৯) ভনই বিদ্যাপতি ইহ বর নারী
কাম কলাজিনি বচই চমারি॥

প. ত. এর **পাঠান্তর**—প্রথম চারি চরণ নাই এবং সামান্য সামান্য পরিবর্তন আছে।

রূপদার **পাঠান্তর**—(১১) আকুল অলক বেঢ়ল মুখশোভ (১৫) উভর কুসুম মালে করু রঙ্গ (১৭) পর সুরধনী ধারা

(৯) ভনই বিদ্যাপতি রসবন্তী নারী
কামকলা জিনি বচন চমারি॥

তখন চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তোমার দিকে ভাল করিয়া দেখিলাম না। একই নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল, কেমন করিয়া আমার মন (মনসাধ) পূর্ণ হইবে? প্রভু সঙ্গে (থাকিলে) কামিনী অত্যন্ত সোহাগিনী (হয়), যেমন চন্দ্রের নিকট তারা। বিদ্যাপতি বলেন হে শ্রেষ্ঠ যুবতি! আপনার হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ কর।

(৪৯৯)

পাউস নিঅর আএলাবে
সে দেখি সামি ডবাঞো।
জখনে গরজি ঘন বরিসতাবে
কঞোন সে বিপবাঞো॥

রচনা মে রোঅন সাজনা রে
বাবিস ন তেজিঅ গেহ।
জকরা ভরেস রসবতী রে
সে কৈসে জাএ বিদেস॥

তোহে গুণআগর নাগরা রে
সুন্দর সুপহু হমার।
মৌনে ববিস ঘন সুনিঞা বে
চৌখতহু তসু নাম॥

বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ৫৩, পৃঃ ২০ ক, পং ৫।

শব্দার্থ- পাউস—প্রাবৃট, বর্ষা, নিঅর—নিকট, বিপবাঞো—বিপদ হইতে রক্ষা করিবে; চৌখতহু—আস্বাদন করি।

অনুবাদ—বর্ষা আসন্ন, তাহা দেখিয়া হে স্বামিন্! আমি ভয় পাইতেছি। যখন মেঘ গর্জ্জন হইবে ও বৃষ্টিধারা পড়িবে তখন বিপদ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? হে সখা! আমি কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি যে বর্ষায় ঘর ছাড়িয়া যাইও না। যাহার ভরসায় রসবতী থাকে সে কিরূপে বিদেশে যায়? তুমি নাগর সকল গুণের নিলয়, আমার সুন্দর সুপ্রভু। বিদেশে যাইবে শুনিয়া নীরবে নয়নজল ফেলিতেছে আর তাহার নাম আস্বাদন করিতেছে।

(৫০০)

সুরত পরিশ্রম সরোবর তীর।
সুরু অরুনোদয় সিসির সমীর॥
মধু নিসা বেবত[১] ধনি ভেলি নীন্দ।
পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ॥

জাএ খনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়।
জনি জুআর পক সে খেল পাঢ়[২]॥
জত জত করিতহু তত মন জাগ[৩]।
অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ॥

নেপাল ১৪৯, পৃঃ ৫৩ ক, পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু ৬১৬;

শব্দার্থ—সুরু—আরম্ভ; বেবত—মধ্যে; জুআর—জোয়ার।

(৫০০) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "বেলী" (২) "জনি জুআর পর পক সে খেল পাঢ়" (৩) "জত করিতহু তত মন জাগ" করিয়াছেন।

অনুবাদ—সরোবরতীরে সুরতপরিশ্রমে (ক্লান্তশরীর)। অরুণোদয়ের আরম্ভে শীতল পবন বহিতেছে। মধুনিশায় ধনি নিদ্রিত হইল। নিষ্ঠুর গোবিন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াও গেল না। (জানিতে পারিলে) যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ের উপর পড়িয়া পড়িয়া (উদ্বেলিত হইয়া) খেলা করে। যাহা যাহা করিতাম, সে সকল মনে জাগিতেছে, অনুরাগ অনুশয় (আশা) বিহীন হইল।

(৫০১)

প্রথম সমাগম ভেল রে।
হঠন রইনি বিতি গেল রে॥
নব তনু নব অনুরাগ রে।
বিনু পরিচয় রস মাঁগুবে॥
সৈসব পহু তেজি গেল রে।
জৌবন উপগত ভেল রে॥
অব ন জীয়ব বিনু কন্তরে।
বিরহে জীব ভেল অন্ত রে॥
ভনই বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ গুনক নিধান রে॥

গ্রিয়ার্সন ৭১ ; ন. গু. ৬৬৩

শব্দার্থ—হঠন—হঠতায় ; রইনি—রজনী ; বিতি গেল রে—কাটিয়া গেল।

অনুবাদ—(যখন) প্রথম সমাগম (মিলন) হইল, হঠতায় রাত্রি কাটিয়া গেল। নবীন তনু, নবীন অনুরাগ (আমার), বিনা (স্বল্প) পরিচয়ে রস প্রার্থনা করে। শৈশবে প্রভু ত্যাগ করিয়া গেল, যৌবন উপনীত হইল। কান্ত বিহনে আর বাঁচিব না, বিরহে জীবন অন্ত হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুপুরুষ গুণনিধান।

(৫০২)

এহি জগ নারি জনম লেল।
পহিলহি বয়স বিরহ ভেল॥
কথিলএ দৈব জনম দেল।
কঠিন অভাগ হমর ভেল॥
অপনহি কমল ফুলায়ল।
তাহি ফুল ভমর লোভাএল॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল।
চিত পুরুবিল ফল পাওল॥

মিথিলা ; ন. গু. ৬৯০

শব্দার্থ—জগ—জগতে; কথিলএ—কেন ; ফুলায়ল—ফুটিল ; পুরুবিল—পূর্ব্বের।

অনুবাদ—এই জগতে নারীজন্ম লইলাম, প্রথম বয়সেই বিরহ হইল। কেন (বিধাতা) আমাকে জন্ম দিল, আমার অত্যন্ত (কঠিন) দুর্ভাগ্য হইল। কমলিনী আপনি প্রস্ফুটিত হইল, সেই ফুলে ভ্রমর লুব্ধ হইল। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, পূর্বের (পূর্বজন্মের) উচিত ফল পাইল।

(৫০৩)

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি
পহু তজি গেলাহ বিদেস।
কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনি
তনি বিনু সহব কলেস॥
আওন অবধি বিতীত ভেল সজনি
জলধর ছপল দিনেস।
সিসির বসন্ত উসম ভেল সজনি
পাওস লেল পরবেস॥

চহুদিস ঝিঁগুর ঝঙ্করু সজনি
পিক সুন্দর করু গান।
মনসিজ মারু মরম সর সজনি
কতেক সুনব হম কান॥
সেজ কুসুম নহি ভাবয় সজনি
বিস সম চানন চীর।
জইও সমীর সীতল বহু সজনি
মন বচ উডল সরীর॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল সজনি
মন ধনি করিঅ হুলাস।
সুদিন হেরি পহু আওত সজনি
মন জনি করিঅ উদাস॥

গ্রিয়ার্সন ৭০, ন গু ৭০৭

শব্দার্থ—তনি বিনু—তাহার বিহনে, কলেস—ক্লেশ, আওন অবধি—আসিবার যে নির্দ্দিষ্টকাল ছিল; বিতীত—অতীত; দিনেস—সূর্য্য, উসম - উষ্ণ, গ্রীষ্মকাল, পাওস—বর্ষা, চানন—চন্দন; চীর—বস্ত্র।

অনুবাদ—সজনি, কি কহিব; আমার প্রথম বয়স, প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। আমি কত ধৈর্য বাঁধিব (ও) তাহার বিহনে (বিরহে) ক্লেশ সহ্য করিব? তাহার ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল, মেঘে সূর্য ঢাকিল। শীত (শিশির) বসন্ত ও গ্রীষ্ম (ঋতু) (অতীত) হইল, বর্ষা প্রবেশ লইল (পৃথিবীকে অধিকার করিল)। চারিদিকে ঝিল্লী ঝঙ্কার করিতেছে, পিক সুন্দর গান করিতেছে। (আমার) মর্মে মদন শরাঘাত করিতেছে, আমি কানে কত শুনিব? হে সজনি, কুসুমশয্যা ভাল লাগে না, চন্দন ও বস্ত্র বিষতুল্য (বোধ হয়)। যদিও সমীরণ অত্যন্ত শীতলতা বহন করে (তথাপি) মন ও বাক্য শরীর হইতে উড়িয়া গিয়াছে (আপনা হারা হইয়াছি)। বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, হে সজনি, ধনি, মনে আনন্দিত হও। প্রভু সুদিন দেখিয়া আসিবে, মন উদাস করিও না।

(৫০৪)

সেহে পরদেস পরজোসিত রসিআ
হমে ধনি কুলমতি নারি।
তহি পুনু কুসলে আওব নিজ আলএ
হম জীবে গেলাহ মারি॥
কহব পথিক পিআ মন দএরে
জোবন বলে চলি জাএ॥

জয়ঁ আবিঅ তঞো অই ন আওব

জাও বিজয়ী রিতুরাজ।

অবধি বহুত হে রহুত নহি জীবন

পলটি ন হোএত সমাজ॥

গেলা নীব নিবোধক কী ফল

অবসব বহলা দান।

জয়ঁ অপনে নহি জানীঞা রে

ভল জন পুছব আন॥

বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ২৫, পৃঃ ১০খ; প° ৫, বিদ্যাপতীত্যাদি; ন গু ৬৯৭

শব্দার্থ-পবজেসিন-পবনাবী, জীব জীবনে; অবধি বহুত-আসিবাব নিদ্দিষ্ট সীমা বহু দূববর্ত্তী; নিবোধক—নিবোধ কবিয়া, বন্ধ কবিযা, অবসব বহলা—অবসব চলিযা গেলে।

অনুবাদ—হে ধনি, সে বিদেশে অপব নাবীব বসে বসিক (অনুবক্ত), আমি কুলবতী নাবী। তিনি পুনবায় নিজেব আলযে কুশলে আসিবেন, (কিন্তু) আমাকে প্রাণে মাবিযা গেলেন। প্রবাসী (পথিক) প্রিযতমকে মন দিযা কহিবে, যৌবন বলপূর্বক চলিযা যায। যদিও আসিতে (বলা যায) তথাপি অতীত (বিজয়ী) বসন্ত আব আসিবে না। তাঁহাব আসিতে অনেক দেবী, কিন্তু জীবন তো দীর্ঘকাল স্থাযী নহে। যেন আব মিলন হইবে না। জল প্রবাহিত হইলে নিবোধ কবিযা, (এবং) অবসব উত্তীর্ণ হইলে দানে কি ফল? যদি (সে) আপনি না জানে অন্য ভাল লোককে (যেন) জিজ্ঞাসা কবে।

(৫০৫)

কতহু সাহব কতহু সুরভি কতহু নবি মঞ্জবী।

কতহু কোকিল পঞ্চম গাবএ সমএ গুণে গুঞ্জরী॥ ধ্রু॥

কতহু ভমর ভমি ভমি কর মধু মকরন্দ পান।

কতহু সারস রাসবজে বোএ সুচত কুসুম বান॥

সুন্দরি নহি মনোরথ ওল।

অপন বেদন জাহি নিবেদঞো তইসন মেদিনি থোল্॥

---

(৫০৪) মন্তব্য—নগেন বাবু স্বীকাব করিয়াছেন যে এই পদ নেপাল পুঁথি হইতে লইয়াছেন, অন্য কোন স্থানে ইহা পান নাই। তথাপি তিনি নিম্নলিখিত চারি চরণ যোগ করিযা দিয়াছেন—

'ভনই বিদ্যাপতি গাওল রে

বস বুঝএ রসমন্তা।

রূপনারাএন নাগর রে

লখিমা দেই সুকন্তা"।

পিয়া দেসাতর হৃদয় আতর পরতুআরে সমাদ।
কাজ বিপরীত বুঝএ ন পারিঅ অপদহো অপবাদ॥
পথিক দএ সমদএ চাহিঅ বাটে ঘাটে নহি যাব।
খনে বিসরিঅ খনে সুমরি সুথীর ন থাকএ ভাব॥
ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ৩, পৃষ্ঠা ২ ক, পং ৪

শব্দার্থ—সাহর—সহকার, আম্রবৃক্ষ, নবি—নবীন; সমএ গুণে—সময়ের গুণে; বাসবজে—(অর্থ বুঝা গেল না) ওল—সীমা; দেশাতর—দেশান্তরে।

অনুবাদ—কত সহকার, কত সুরভি কতই নব মঞ্জরী। কত কোকিল সময়গুণে গুঞ্জরিয়া পরে পঞ্চম তানে গাহিতেছে। কত ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু ও মকরন্দ পান করিতেছে। কত সারস কাঁদিতেছে—বোধ হয় কুসুমশরে আহত হইয়াছে। সুন্দরি! মনোরথের সীমা নাই। পৃথিবীতে এমন লোক কম আছে, যাহার কাছে নিজের বেদনার কথা বলা যায়। প্রিয় দেশান্তরে, হৃদয় আতুর, পরের কাছে সম্বাদ লইতে হয়। কাজ ভাল নয় তা বুঝিতেছি, অন্যথা অপবাদ হইবে। পথিকের দ্বারা সম্বাদ পাঠাইতে চাহি, পথেঘাটে যাইব না। কখন ভোলে, কখন স্মরণ করে, মনে কিছু আনন্দ নাই।

(৫০৬)

কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে।
মাতল মধুকর দহদিস ধাবে॥
কেও নহি বুঝএ ধএল ধন আনে।
ভমি ভমি লুলএ মানিনি জন মানে॥
কি কহিবো অগে সখি অপন বিভালা।
বিনু কারনে মনমথে করু ধালা॥
কিসলয় সোভিত নব নব চূতে।
ন ধজকা ধোরলি দেখিঅ বহূতে॥ ৮
কসি কসি রঙ্গ কুসুম সব লেই।
প্রান ন হবএ বিরহ পএ দেই॥
দহিন পবন কওনে ধব নামে।
অনুভব পাএ সেহও ভেল বামে॥

মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি।
বিকচ পরাগ পজারএ আগি॥

নেপাল ১৯৭, পৃ ৭০ ঘ. পং ৫, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু. ৭১৭

শব্দার্থ—কাহু দিস—কোন দিকে; কাহল—তূর্যধ্বনি হব, ধএল—বাধা, রক্ষিত; বিভালা—কপাল; ধালা—আক্রমণ; পজারএ—জ্বালে।

অনুবাদ—কোন দিকে কোকিলের রব তূর্যনাদের মত (শোনা যাইতেছে)। মত্ত মধুকর দশ দিকে ধাবিত হইতেছে। কেহ বুঝে না যে সে রক্ষিত ধন আনয়ন করে ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানিনীর মান ভঙ্গ করে। হে সখি, আমার

কপাল কি কহিব ? বিনা কারণে মন্মথ আক্রমণ করিতেছে। আম্র বৃক্ষ নব নব কিশলয়-শোভিত (যেন মদনের) বহু-সংখ্যক নূতন ধ্বজা ধরিয়াছে। (ধনুকে) গুণ টানিয়া কুসুম শর (আঘাত করিতেছে), প্রাণ হরণ করে না, বিরহ দেয়। দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল, অনুভব হয়, সেও বাম হইল। বিরহিণীকে বধ করিবার জন্য মন্দ সমীরণ (বহিতেছে), বিকচ পরাগ অগ্নি জ্বালিতেছে।

(৫০৭)

অবধি বহিএ হে অধিক দিন গেল।
বালভু পররত পরদেস ভেল।
কওোনে পরিখেপব বসন্ত কল রাতি।
জানল পুরুষ নিঠুর থীজা জাতি॥
সাজনি আবে মোর অইসন গেঁআন।
জীবন চাহি মরণ ভেল ভান॥

কলিজুগ এহে অধিক পরমাদ।
দুরজন দুরলএ বোল অপবাদ॥
তে হমে এহে হলল অবধারি।
পুরুষ বিহুনি জীবএ জনু নারি॥
সুন্দর কহ সব ধৈরজ সার।
তেজ উপতাপ হোএত পরকার॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ১২৭, পৃ ৪৫ খ, পং ১

শব্দার্থ—অবধি বহিএ—আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিন বহিয়া; বালভু—বল্লভ. পররত—পরে অনুরক্ত; পরিখেপব—কাটাইব; বসন্ত কল রাতি—বসন্তের আনন্দ মুখর রাত্রি; থীজা—হৃদয়ে; বিহুনি—বিহনে।

অনুবাদ—যে সময়ে ফিরিবে বলিয়া গিয়াছিল (অবধি) তাহা কাটিয়া অধিক দিন গেল। বল্লভ পরের প্রতি অনুরক্ত, পরদেশবাসী। এই বসন্তের আনন্দমুখর রাত্রি কিরূপে কাটাইব ? জানিলাম পুরুষ জাতির হৃদয় নিষ্ঠুর। সজনি ! এখন আমার এই মনে হয় যে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কলিযুগে আবার বেশী বিপদ; দুর্জ্জনে বৃথা অপবাদ ঘোষণা করে। তাই আমি এই নিশ্চয় করিলাম পুরুষ বিহনে যেন নারী জীবন ধারণ না করে। সব চেয়ে ভাল ধৈর্য্য ধরা। মনের গ্লানি ছাড়, উপকার হইবে।

(৫০৮)

সুজন বচন হে জতনে পরিপালএ
কুলমতি রাখএ গারি।
সে পহু বরিসে বিদেস গমাওত
জওো কী হোইতি বর নারি॥
কহ্নাই পুনু পুনু সুভধনি সমাদ পঠাওল
অবধি সমাপলি আএ॥

সাহর মুকুলিত করএ কোলাহল পিক	কুচ রুচি দুরে গেল দেহ অতি খিন ভেল
ভমর করএ মধুপান।	নয়নে গরএ জলধার।
মত জামিনী হে কইসে কএ গমাউতি	বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
তোহ বিনু তেজতি পরান॥	আস ধরএ কড়হার॥[১]

নেপাল ৩৮, পৃঃ ২৫ খ, পং ২, ন গু. ৭৭৫

শব্দার্থ—গারি—গালি, অপযশ; মত—মত্ত, উতলা, নাব—নৌকা, আস ধরএ কড়হার—নগেনবাবু অর্থ করিয়াছেন "আশা কর্ণধার (কড়হার—নৌকার হাল)" কিন্তু "কণ্ঠহার (কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি) আশা দিতেছে" অর্থ করিলে সঙ্গত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই পদের নীচে বিদ্যাপতীত্যাদি নাই—সুতরাং ভণিতা হিসাবে কণ্ঠহার না ধরিলে এই পদ বিদ্যাপতির রচনা বলার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অনুবাদ—সুজন (আপনার) কথা যত্নে পারপার না রাখে, পরলোক গারি (অপযশ) হইতে রক্ষা করে। প্রভু যদি (সমস্ত) বর্ষ বিদেশে যাপন করিবে (তাহা হইতে) শ্রেষ্ঠ নারীর কি হইবে? কানাই বার বার শুভ সংবাদ পাঠাইয়াছিল; যে দিনে আসিবে বলিয়াছিল আজ তাহা শেষ হইল। সহকার মুকুলিত, পিক কোলাহল করিতেছে, ভ্রমর মধুপান করিতেছে। মধুযামিনী কেমন করিয়া যাপন করিবে, তোমার বিহনে প্রাণত্যাগ করিবে। কুচের শোভা দূরে গিয়াছে, দেহ অতি ক্ষীণ হইয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। বিরহ পয়োধি, তাহাতে কাম নৌকা, (কবি) কণ্ঠহার আশা দিতেছে।

(৫০৯)

সিসির সময় বহি বহল বসন্ত।	এ সখি এ সখি কি কহবি তোহি।
গরজঁহু ঘর নহি আওল কন্ত॥	ভলিকই নাথে বিসরল মোহি॥
ও পরদেসিয়া ধন বনিজার।	নিঅ তন ভমএ কুসুম মকরন্দ।
মোরা হৃদয় ভার ভেল হার॥	গগন অনল ভএ উগল চন্দ॥
গুনিজন ভএ পহু ভেলা ভোর।	ভনই বিদ্যাপতি পুনু পহু আস।
আকুল হৃদয় তজ নহি মোর॥	জাবত রহত দেহ তিল সাস॥

মিথিলা. ন. গু. ৭২২

শব্দার্থ—ধন বনিজার—ধনের ব্যবসায়ী, ভেলা ভোর—ভোলামন হইলেন, ভলি কই—ভাল করিয়া।

অনুবাদ—শীতকাল গিয়া বসন্তও গেল, (মেঘ) গর্জন করিতেছে (বর্ষা আসিল), কান্ত ঘরে আসিল না। সে বিদেশীয় ধনের ব্যবসাদার, আমার বক্ষে হার ভার হইল (সে বিদেশে অপর রমণীর প্রেমে কাল যাপন করিতেছে, শোকে, বিরহে আমার কণ্ঠের হারও গুরুভার বোধ হইতেছে)। প্রভু গুণিজন (গুণবান) হইয়া ভোলা হইলেন (ভুলিয়া গেলেন), আমার আকুল হৃদয় ত্যাগ করে না (আমার প্রাণত্যাগ হয় না)। হে সখি, হে সখি, তোকে কি কহিব, নাথ ভাল করিয়া (সম্পূর্ণরূপে) আমাকে ভুলিল। কুসুমের মধু নিজ তনুতে ভ্রমণ করে (কুসুমের মধু কুসুমেই থাকে, ভ্রমর তাহা পান করিতে আসে না)। গগনে চন্দ্র অগ্নি (তুল্য) হইয়া উদিত হইল। বিদ্যাপতি কহেন, যতক্ষণ দেহে তিল (মাত্র) শ্বাস থাকে (ততক্ষণ) পুনর্বার প্রভুর সহিত মিলন হইবার আশা।

---

(৫০৮) মন্তব্য—(১) নেপাল পুঁথির ভণিতায় "কড়হার" আছে। ন.গুপ্তবাবু উহা ঐরূপই রাখিয়াছেন। কিন্তু উহা "কণ্ঠহার" হইবে বলিয়া প্রতীত হয়।

(৫১০)

বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর
ধরনী দন্তদি ভেলী।
নবি নাগরী রত পরদেশ বালভু
আওত আসা গেলী॥
সাজনি আবে হমে মদন অধারে।
শূন মন্দিরো পাউস কে জামিনি
কামিনী কী পরকারে॥

লঘু গুরু ভএ সবি পএ ভরে লাগলি
নীচেও ভউ অগাধে।
কওনে পরি পথিকে অপন ঘর আওব
সহজহি সব কা বাধে॥
এহে বেআজ কইএ পিআ গেলা।
আওব সময় সমাজে।
মোহি বরু অতনু অতনু কএ ছড়াথু
সে সুখ ভুজথু রাজে॥

তুঅ গুন সুমরি কাহ্নে পুনু আওব
বিদ্যাপতি কবি ভানে॥

নেপাল ১৯৩ এবং ২০৭, পৃঃ ৬৯ খ, পং ১, এবং পৃঃ ৭৪ ক; ন. গু. ৭০৯

শব্দার্থ—দন্তদি—বিদীর্ণ; আওত—আসিবার; পাউস—বর্ষা; বেআজ—ছল; সরি—সরিৎ, নদী।

অনুবাদ—মেঘ (পয়োধর) গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল, ধরণী দীর্ণ হইল। বল্লভ বিদেশে নবনাগরীতে রত, আসিবার (তাঁহার ফিরিয়া আসিবার) আশা গেল। সজনি, এখন আমি মদনের আধার (আশ্রয়), শূন্যমন্দির, বর্ষারাত্রি, কামিনী কি উপায় করিবে? লঘু নদী গুরু হইয়া বাড়িল, নিম্নস্থান অগাধ হইল। পথিক কেমন করিয়া আপনার ঘরে আসিবে, সকলেরই স্বাভাবিক বাধা হইল। প্রিয়তম এই ছলনা করিয়া গেলেন, (যে) সময় মত আসিয়া মিলিব। আমাকে বরং মদন (অতনু) দেহশূন্য করিয়া ছাড়ুক (মদনের তাড়নায় আমি দেহত্যাগ করি), সে সুখে রাজ্যভোগ করুক। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, তোর গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে।

(৫১১)

এখনে পাবঞে তোহি বিধাতা
হিংসাহ্নি মেলঞো অনুরূপ।
জক বলাহ সুচেতন নহী
তকেক কে দিঅ রূপ॥

ই রূপ হমর বৈরী ভএ গেল
দেহব কুড়িঠি সাল
আনকাই রূপ হিত পএ
হোঅএ হমর ই ভেল কাল॥

সাজনি আবে কি পুছহ সার।
পরদেস পররমনি রতল নঅরি কন্ত হমার॥
ভনে বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ৩৬, পৃঃ ১৪ খ, পং ৫

(৫১০) মন্তব্য—উভয় স্থানেই কোলাব রাগ। ১৯৩ সংখ্যক পদে শেষ দুই চরণের পরিবর্তে ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি আছে। নগেন্দ্রবাবু কল্পনাবলে
"রাজা সিবসিংহ রূপনরাএণ
লখিমা দেই রমাণে॥
যোগ করিয়া দিয়াছেন। (ন. গু. ৭০৯)

শব্দার্থ—পাবঞে—যদি পাই ; হিংসাহি মেলএো অনুরূপ—তুমি আমার প্রতি যেরূপ হিংসা করিয়াছ সেইরূপ প্রতিহিংসা লই ; তকেক—তাহাকে ; কুডিঠি—কুদৃষ্টি ; সাল—সাব ; আনকাই—অন্যের বেলা।

অনুবাদ—হে বিধাতা, তোমাকে যদি এখন পাই তো, তুমি আমাকে যরূপ হিংসা করিয়াছ তাহার অনুরূপ হিংসা তোমাকে করি। যাহাকে তুমি চতুর কর নাই, তাহাকে রূপ দিলে কেন? এই রূপই আমার বৈরী হইল; কেবল অন্য লোকের কুদৃষ্টি সার। অন্যের বেলা রূপ উপকারী হয়, আমার বেলা কালস্বরূপ হইল। সজনি! আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার কান্ত বিদেশে পররমণীতে অনুরক্ত হইল।

(৫১২)

প্রথমহি[১] কএলহ হৃদয়ক হার।
বোললহ[২] তএো মোরি জিবন অধার॥
অইসনে হঠে বিঘটওলহ পেম।
জইসন চতুরিআ[৩] হাথক হেম॥

জে ধব[৪] হরি সএো সিনেহ বঢাএ।
জত অনুসএ তত কহহি ন জাএ॥
দুরজনি দূতী তহই ভেল।
গিরিসম গৌরব সেও দূর গেল[৫]॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ২৬৩, পৃঃ ৯৫ খ, পং ৪, ন গু. ৪২৯ (তালপত্র)

শব্দার্থ—কএলহ—করিলে, বিঘটওলহ—নষ্ট করিলে, চতুরিআ ছলনাকারী; [(তালপত্রের) :— চটাইল—তেলা কচার ফল, পরোর পটোল।]

অনুবাদ—প্রথমে একেবারে গলার হার করিলে, বলিলে 'তুমি আমার জীবনের আধার'। যেমন করিয়া ছলনাকারী হাতের হেম উঠাইয়া লয় (পকেট মারের মতন বোধ হয়), সেমনি করিয়া তুমি সহসা পেম নষ্ট করিলে। যে হরির সহিত প্রেম করে, তাহার যে কত অনুশোচনা হয় তাহা বলা যায় না। দূতীও দুর্জ্জন হইল, আমার গিরিসম উচ্চ গৌরব ছিল, তাহা বিদূরিত হইল।

[(তালপত্রের শেষ দুই চরণের অনুবাদ) এখ আমার বুদ্ধির দোষের কথা কি বলিব, মাকালকে পটোল বলিয়া মনে হইয়াছিল।]

(৫১৩)

হিমসম চন্দন আনী।
উপর পৌরি উপচরিঅ সঞানী॥
তৈঅও ন জাত সুআধি।
বাহর ঔষধ ভিতর বেয়াধি॥

অবহু হেরহ বিমোহে।
জীউতি জুবতি, জস পাওব তোহে॥
অবধি আয়ক দিন লেখী।
মুদ নয়ন মুখ বচন উপেখী॥

বঠ ঠৈসাএ ন জীবে।
বাতি ন বসি মিঝাএল দীবে॥
ভনই বিদ্যাপতীতাদি।

নেপাল ৯১, পৃঃ ৩৩ ক, পং ৫।

---

(৫১২) পাঠান্তর—(তালপত্র)- (১) পহলহি (২) বোলিতহ (৩) চতরিআ (৪) এসথি (৫) অপদহি গিরিসম গৌরব গেল। ইহার পরে দুই চরণে আছে যথা—

অবে কি কহব মতি দুসন মোর।
চিহ্নল চটাইল বোলি পরোর॥

অনুবাদ—সুচতুরা হিমসম চন্দন আনিয়া প্রলেপ দিয়া উপচার করে; তাহাতেও আধি ভাল হয় না। ব্যাধি হইল ভিতরে, আর ঔষধ দেওয়া হইতেছে বাহিরে। এখনও যদি তুমি যাইয়া দেখা দাও, তাহা হইলে যুবতী বাঁচিবে, তোমার যশ হইবে। যে দিন আসিবার কথা তাহা লিখিয়া রাখিয়া নায়িকা চোখ মুখ বুজিয়া আছে, কথা বলে না। তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, আর বাঁচিবে না। নিভানো দীপে রস (তেল, ঘি প্রভৃতি) দিলেও উহা জ্বলে না।

(৫১৪)

মাধব হমর রটল দুর দেস।
কেও ন কহে সখি কুসল সনেস॥
জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস।
হমর অভাগ হুনক কোন দোস॥
হমর করম ভেল বিহি বিপরীতি।
তেজলন্হি মাধব পুরুবিল প্রীত॥
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুখ আন নহি জান॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয়রাম
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম॥

গ্রিয়ার্সন ৫৮, ন. গু. ৬৯৫

শব্দার্থ—রটল—ভ্রমণ করিল; সনেস—সন্দেশ, সংবাদ; হুনক—উঁহার।

অনুবাদ—আমার মাধব দূরদেশে চলিয়া গেল, সখি, কেহ (তাহার) কুশল-সংবাদ (আমাকে) কহে না। লক্ষ ক্রোশ (দূরে) বাস করুক, যুগ যুগ জীবিত হউক (যেখানেই থাকুক চিরজীবী হউক)। উঁহার কি দোষ, আমারই অভাগ্য। আমার কর্মফলে বিধি বিপরীত হইল, মাধব পূর্বপ্রীতি ত্যাগ করিল। হৃদয়ের বেদন বাণের তুল্য, (কিন্তু) একের দুঃখ অপরে জানে না। কবি বিদ্যাপতি জয়রামকে (জয়রাম নামক কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া) বলিতেছেন যে নাথ কি করিবে, দৈব বাম হইল।

(৫১৫)

সেওল সামি সব গুন আগর
সদয় সুদৃঢ় নেহ।
তহু সবে সবে রতন পাবএ
নিন্দহু মোহি সন্দেহ॥
পুরুষ বচন হো অবধান।
ঐসন নহি এহি মহিমণ্ডল
জে পরবেদন জান॥
নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ
লাখ কোটী তোহে সামী।
সবক আসা তোহে পুরাবহ
হম বিসরহ কাঞ্চী॥

নেপাল ৫১, পৃঃ ১৯ খ, পং ৩, বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. ৬৩০

শব্দার্থ—সেওল—সেবা করিলাম ; সামি স্বামী ; হিত—হিতৈষী, (ভোজপুরে হিত অর্থে কুটুম্ব) ; মিত—মিত্র।

অনুবাদ—সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সদয় সুদৃঢ় স্নেহ (জানিয়া) স্বামীর সেবা করিলাম। অন্য সকলে তাঁহার কাছে রত্ন পায়, আর আমি পাইলাম নিন্দা ও সন্দেহ মাত্র। পুরুষের কথা শোন। এই জগতে এমন কেহ নাই যে পর-বেদন জানে। এমন হিতৈষী মিত্র কেহ নাই, যে তাহাকে বুঝায় যে তুমি লক্ষ কোটি লোকের প্রভু, সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, আমাকে ভুলিয়া গেলে কেন ?

(৫১৬)

দারুন কন্ত নিঠুর হিয়
সখি বহল বিদেস।
কেও নহি হিত মঝু সঞ্চরএ
জে কহ[১] উপদেস॥
এ সখি পরিহরি গেল[২]
নিঅ ন বুঝীঅ দোস।
করম বিগতি গতি নাই হে
কাহি করব রোস॥
মোহি ছল দিনে দিনে বাঢত
দেখ হরি সঞো[৩] নেহ।
আবে নিঅ মনে অবধারল
পহু কপটক গেহ॥

নেপাল ৫৭, পৃঃ ৫৬ ক, পং ৪, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি, ন. গু ৬৩২

শব্দার্থ—নিঅ—নিজ, কাহি—কাহার উপর।

অনুবাদ—সখি, দারুণ নিষ্ঠুরহৃদয় কান্ত বিদেশে রহিল, আমার হিতৈষী এমন কেহ গমন করে না যে (তাহাকে) উপদেশ দেয়। হে সখি, সে ত্যাগ করিয়া গেল, নিজের দোষ বুঝি না। হায়, কর্মের কুগতিতে এইরূপ হইল, কাহার প্রতি রোষ করিব? দেখ, আমার (মনে) ছিল, হরির সঙ্গে দিন দিন স্নেহ বাড়িবে, এখন নিজের মনে অবধারণ করিলাম প্রভু কপটের গৃহ (কপটতার আধার)।

(৫১৭)

এহন করম মোর ভেল রে।
পহু দুরদেস গেল রে॥
দয় গেল বচনক আস রে।
হমহু আএব তুঅ পাসরে॥
কতেক কএল অপরাধ রে।
পহু সঞে ছুটল সমাজ রে॥
কবি বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন কর নিদান রে॥

মিথিলা ; ন. গু ৬৩৪

অনুবাদ—আমার এমন অদৃষ্ট হইল প্রভু দূরদেশে গেল। কথায় আশা দিয়া গেল (বলিল) আমি তোমার কাছে আসিব। কত অপরাধ করিয়াছি, প্রভুর সঙ্গে মিলন ভাঙ্গিয়া গেল। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুপুরুষ শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ দেয় না।

---

(৫১৬) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) 'কহত' (২) 'এ সখি হরি পরিহরি গেল' (৩) 'সঞে' করিয়াছেন।

(৫১৭ খ)

কুন্দ কুসুম ভরি সেজ সোহাওন
চান্দ ইজোরিএ রাতি।
তিলা এক সুপহু সমাগম পাওল
মাস বরখ ভেল সাতি॥
হরি হরি পুনু কইসে পলটি মধুরপুর জাএব
পুনু কইসে ভেটত মুরারি।
চিন্তা জাল পড়লি হরিনী সনি
কি করব বিরহিনি নারী॥

এক ভমর ভমি বহুল কুসুম রমি
কতহু ন কেও কর বাধ।
বহুবল্লভ সঞো সিনেহ বঢ়াওল
পড়ল হমার অপরাধ॥
দিবসে দিবসে বেআধক অধিকাএল
দারুণ ভেল পচবান।
আওর বরখ কত আসে গমাওব
সংসঅ পরল পর'ন॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মন চিন্তা করু ত্যাগ।
অচির মিলত হরি রহু ধৈরজ ধরি
সুদিনে পলটএ ভাগ॥

ন গু ৬৫৩ (তালপত্র)

অনুবাদ— কুন্দ-কুসুমে পূর্ণ শয্যা সুশোভিত, চন্দ্র কিরণে রাত্রি উজ্জ্বল। এক তিলের জন্য সুপ্রভুর সমাগম পাইলাম, মাস বর্ষ (ব্যাপিয়া) শান্তি হইল। হরি হরি! আবার কিরূপে মধুপুরে ফিরিয়া যাইব? আবার কিরূপে মুরারির সহিত দেখা হইবে? হরিণীর মত চিন্তাজালে পড়িলাম, বিরহিণী নারী কি করিবে? এক ভ্রমর ভ্রমণ করিয়া বহু কুসুমে রমণ করে, কোথাও কেহ বাধা করে না। বহু বল্লভের সঙ্গে স্নেহ বাড়াইলাম, আমারই কেবল অপরাধ পড়িল! দিন দিন পঞ্চবাণ নিদারুণ এবং ব্যাধের অধিক হইল। আর কত বছর আশায় কাটাইব? জীবনে সংশয় পড়িল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হে বরযুবতি! শুন, মনের দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, ধৈর্য ধরিয়া থাক, শীঘ্রই হরির সহিত মিলন হইবে, সুদিনে ভাগ্য পালটাইবে।

(৫১৮)

পুরুব জত অপুরুব ভেলা।
সময় বসে সেহঞো দুর গেলা॥
কাহি নিবেদঞো কুগত পহু।
পরমহো পররত ওলাহু॥

তোহঁহু মানবিওঁ অভিমানী।
পরজনাও বড় ভয় হানী॥
হৃদয় বেদন রাখিঅ গোএ।
জে কিছু করিঅ ভুঞ্জিয় সোএ॥

সবহি সাজনি ধৈরজ সার।
নীরসি করু কবি কণ্ঠহার॥

নেপাল ৩১, পৃঃ ১৩ ক, পং ২ ; ন. গু. ৫৩৭

(৫১৮) মন্তব্য—নগেন গুপ্ত মহাশয় ৩-৭ চরণ বাদ দিয়াছেন।

শব্দার্থ—সেহঞো—তাহাও ; মহো—মধ্যে ; ওলাভ- সীমা।

অনুবাদ—পূর্ব্বে যত অপূর্ব্ব হইয়াছিল, সময়ের দোষে তাহা দুর হইল। কাহাকে বলিব, প্রভুই যখন দুষ্টলোকের আয়ত্ত। যে পরের অনুরক্ত সে পরের সীমা—তাহার চেয়ে পর আর নাই। তুমিও মান ও বিত্তের অভিমানী ; অপর হইতে উহার হানি হইবে ভয়ে ভীত। হৃদয়ের বেদনা গোপন রাখিতে হয়। যাহা কিছু করিবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। সজনি! সকলের চেয়ে সার বস্তু হইতেছে ধৈর্য্য। কবি কণ্ঠহার ইহার সার বাহির করিয়া (নীবসি-নিষ্কর্ষ বাহির করিয়া) বলিতেছেন।

(৫১৯)

ন জানল কোন দোসে গেলাহ বিদেস।
অনুখনে ঝখইত তনু ভেল সেস ॥
বুঝহি ন পাবল নিঅ অপবাধ।
প্রথমক প্রেম দইব করু বাধ ॥
বেবি এক দইব দহিন জঞো হোএ।
নিবধন ধন জকে ধবব মোএ গোএ ॥
ভনই বিদ্যাতি স্তন ববনাবি।
ধইরজ কএ বহ মিলত মুবাবি ॥

তালপত্র ন গু ৬৩১

শব্দার্থ- ঝখইতে—শোক কবিতে ; দইব—দৈব , বাধ—বাধা ; দহিন—অনুকূল।

অনুবাদ—কোন দোষে প্রিয়তম বিদেশে গেল জানি না, অনুক্ষণ শোকে তনু শেষ হইল। নিজের অপবাধ বুঝিতে পারিলাম না, প্রথম প্রেমে বিধাতা বাধা দিল (বাদ সাধিল)। একবার যদি দৈব প্রসন্ন হয় দরিদ্রের ধনের মত (দবিদ্র যেমন কবিয়া ধন পাইলে রাখে) আমি গোপন কবিয়া রাখিব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন শুন বরনারি, ধৈর্য্য ধবিয়া থাক, মুবাবি আসিবে।

(৫২০)

কবওঁ বিনতি জত জত মন লাই।
পিয়া পবিচব পচতাব কেঁ জাই ॥
ধন ধইবজ পবিহরি পথ সাচে।
করম দোসে কনকেও ভেল কাচে ॥
নিঠুব বালম্ভ সোঁ লাওল সিনেহে।
ন পুরল মনোরথ ন ছাড় সন্দেহে ॥
সুপুরুস ভানে মান ধন গেল।
দিন দিন মলিন মনোবথ ভেল ॥
জদি দূসন গুন পহু ন বিচাব।
বড ভএ পসবও পিসুন পসার ॥
পবিজন চিত নহি হিত পরথাব।
ধবসনে জীব কতএ নহি ধাব ॥
হম অববাবি হলল পরকাব।
বিবহ সিন্ধু জিব দএ বক পার ॥
ভনই বিদ্যাপতি স্তন বর নারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরাবি ॥

তালপত্র ন. গু ৬৪০

শব্দার্থ—পসবও—প্রসাবিত কবে ; পবথাব - প্রস্তাব।

অনুবাদ—যত মন দিয়াই মিনতি করি, প্রিয়েব কথায় পশ্চাত্তাপ পাই। ধন ধৈর্য্য ও সত্য পথ পবিহার করিয়া (তোমার সেবা করিলাম) কর্মদোষে কনকও কাচ হইল। নিষ্ঠুব বল্লভের সঙ্গে স্নেহ ঘটাইলাম, মনোরথ পূর্ণ হইল না, সন্দেহও ছাড়িল না। সুপুরুষ মনে করিয়া মানধন গেল, হৃদয়ে মনোরথ মলিন হইল। যদি প্রভু দোষ গুণ বিচার না

করে, তাহা হইলে তিনি বড় হইয়াও পিশুনের পসার বাড়াইয়া দিবেন। (খললোকের প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিল, তাহাদের কথায় কান দিয়া)। পবিজনেব চিত্তে হিতের প্রস্তাব (হিত করিবার ইচ্ছা) নাই। ধর্ষণে প্রাণ্ কোথায় না ধাবিত হয়? আমি এই উপায় অবধাবণ করিলাম, বরং জীবন দিয়া বিরহসিন্ধু পার হইব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারী শুন, ধৈর্য্য ধারণ কবিয়া থাক, মুবাবিব সহিত দেখা হইবে।

(৫২১)

লোচন ধাএ ফেধাএল
হরি নহি আএল রে।
সিব সিব জিবও ন জাএ
আস অরুঝাএল রে॥
মন করে তঁহা উড়ি জাইঅ
জহাঁ হবি পাইঅ বে।
পেম-পরসমনি জানি
আনি উব লাইঅ বে॥
সপনহু সঙ্গম পাওল
রঙ্গ বঢ়াওল রে।
সে মোর বিহি বিঘটাওল
নিন্দও হেবাএল রে॥
ভনই বিদ্যাপতি গাওল
ধনি ধইরজ ধর বে।
অচিরে মিলত তোহি বালমু
পুরত মনোরথ রে॥

তালপত্র ন. গু. ৬৪৫

শব্দার্থ—ফেধাএল—ধাবমান হইল, অরুঝাএল—জড়াইল, উর—বুকে: বিঘটাওল—মন্দ ঘটাইল; হেরাএল—হারাইল; বালমু—বল্লভ।

অনুবাদ—লোচন ধাইয়া আবার ধাবমান হইল (পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতেছে), হরি আসিল না। শিব শিব জীবনও যায় না, আশায় জড়াইয়া রাখিয়াছে। মনে হয় যেখানে হরিকে পাই, সেখানে উড়িয়া যাই; তাহাকে প্রেম স্পর্শমণি বুঝিয়া বক্ষে রাখি। স্বপ্নে সাক্ষাৎ পাইলাম, রঙ্গ বাড়িল, তাহাও বিধি নষ্ট করিল, নিদ্রা হারাইলাম (আর নিদ্রা হয় না যে হরিকে স্বপ্নে দেখিব)। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, ধনি, ধৈর্য্য ধর শীঘ্র তোমার বল্লভ আসিবে, মনোরথ পূর্ণ হইবে।

(৫২২)

নউমি দশা দেখি গেলাহে নড়াএ।
দসমি দশা উপগতি ভেলি আএ॥
হুন্হি অরজল অপজস অপকার।
হমে জিবে অঙ্গিরল জম বনিজার॥
আবে সুখে কহ্নাই করথু বিদেস।
সুমরি জলাঞ্জলি দিহুথি সন্দেস॥
বহ মলয়ানিল ঝর মকরন্দ।
উগও সহস দস দারুন চন্দ॥
করও কমল বন কেলি ভমরা।
আবে কী ভল মন্দ হোএত হমরা॥
ভনই বিদ্যাপতি নিরদয় কন্ত॥
এহি সেঁ। ভল বরু জীবক অন্ত॥

তালপত্র ন. গু. ৬৪৭

শব্দার্থ—নউমি দশা—বিরহের দশ দশার মধ্যে নবম দশা, মূর্চ্ছা; দসমি দশা—দশম দশা, মৃত্যু; হুন্হি—সে; অরজল—অর্জ্জন করিল; জম—যম; বনিজার—বণিক; উগও—উদিত হউক।

অনুবাদ—(সে) নবমী দশা (মোহ) দেখিয়া ফেলিয়া গেল (মূর্ছিত অবস্থায় ফেলিয়া গেল); দশমী দশা (মৃত্যু দশা) আসিয়া উপগত হইল। সে অপযশের অপকার (দোষ) অর্জন করিল। আমার জীবন যম (রূপ) বণিক অঙ্গীকার করিল। (জীবনরূপ পণ্য করিতে স্বীকার করিল)। এখন কানাই সুখে বিদেশে বাস করুক। স্মরণ করিয়া জলের অঞ্জলি দিয়া যেন সংবাদ দেয় (আমার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করে)। মলয়ানিল বহুক, মকরন্দ ঝরুক, দশ সহস্র দারুণ চন্দ্র উদিত হউক, কমল-বনে ভ্রমর কেলি করুক, এখন আমার আর কি ভাল মন্দ (ক্ষতিবৃদ্ধি) হইবে? বিদ্যাপতি কহেন, কান্ত নির্দয়; ইহা অপেক্ষা জীবনের অন্ত (মৃত্যু) বরং ভাল।

(৫২৩)

কমল শুখায়ল ভমর নই আব।
পথিক পিয়াসল পানি ন পাব॥
দিন দিন সবোবর হোই অগারি।
অবহু নই বরিষই মহী ভর বারি॥
যদি তোহেঁ বরিষব সময় উপেখি।
কী ফল পাওব দিবস দিপ লেখি॥
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানী।
মুরুছল জীবয় চুরু এক পানী॥

মিথিলা; ন. গু. ৬৫০

শব্দার্থ- অগারি— অগভীর; অবহু—এখনও; দিবস দিপ লেখি— দিবসে দীপ জ্বালিয়া; চুরু—অঞ্জলি।

অনুবাদ—কমল শুকাইল, ভ্রমর আসে না। পথিক পিপাসিত, জল পায় না। দিন দিন সরোবর অগভীর হইল, এখনও পৃথিবী ভরিয়া বারিবর্ষণ হইল না। তুমি যদি সময় উপেক্ষা করিয়া বারিবর্ষণ কর, (তাহাতে কি ফল পাইবে?) দিবসে দীপ জ্বালিয়া কি ফল পাইবে? বিদ্যাপতি অসময়ের (মন্দ সময়ের) কথা কহিতেছেন, মূর্ছিত ব্যক্তি এক অঞ্জলি জলে বাঁচে।

(৫২৪)

কুসুমে রচল[১] সেজ মলয়জ পঙ্কজ
পেয়সি সুমুখি সমাজে॥
কত মধু মাস বিলাসে গমাওল[২]
অব পর কহইতে লাজে[৩]॥
সখি হে দিন জমু কাহু অবগাহে[৪]।
সুরতরু তর সুখে জনম গমাওল
ধুথুরা তর নিরবাহে॥
দখিন পবন সউরভ[৫] উপভোগল
পিউল অমিয় রস সারে।
কোকিল কলরব উপবন পূরল
তহ্নি কত কয়ল বিকারে[৬]॥
পাতহি সঞো ফুল ভমরে অগোরল
তরুতর লেলহ্নি বাসে।
সে ফল কাটি কীটে উপভোগল
ভমরা ভেল উদাসে॥
ভনই বিদ্যাপতি কলিজুগ পরিনতি
চিন্তা জমু কর কোই।
অপন করম অপনে পএ ভুঞ্জিয়
জঞো জনমান্তর হোই॥

নেপাল ১৮২, পৃঃ ৬৫ ক, পং ৫, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু ৬৫১ (তালপত্র)

(৫২৪) নেপাল পুথির পাঠান্তর—(১) রচিত (২) গমাযহ (৩) আবে কহিতহ পরলাজে (৪) মাধব কাহু জমু দিহ অবগাহে (৫) সউরভে (৬) নেপাল পদ "তহ্নি কত কয়ল বিকারে" শেষ হইয়াছে। উহার পর "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে।

শব্দার্থ—সমাজে—মিলনে ; অবগাহে—জানে, জানিতে হয় ; তর—তল ; নিরবাহে—নির্ব্বাহ করিতে হয় ; পাতহি সঞো—পাতার সহিত ; অগোরল—আগুলাইয়া রহিল।

অনুবাদ—সুমুখী প্রেয়সী মিলনের জন্য কুসুমে শয্যা রচনা করিল, চন্দন ও পঙ্কজ (তাহাতে দিল)। কত মধুমাস বিলাসে কাটাইল, এখন পরকে কহিতে লজ্জা হয়। সখি হে, এমন দিন যেন কাহাকেও না জানিতে হয়। কল্পতরুতলে সুখে জন্ম কাটাইলাম (এখন) ধুতুরার তলে নির্বাহ করিতে (কাল কাটাইতে) হইতেছে। দক্ষিণ পবন সৌরভ উপভোগ করিল ও অমৃত রস-সার পান করিল। কোকিল-কলরবে উপবন পূর্ণ হইল, তাহাতে বিকার (ভাব-বিকার) উৎপন্ন হইল। ভ্রমর পত্রের সহিত ফুল আগুলাইল (আবেগভরে) তরুতলে বাস লইল। সে ফল কাটিয়া কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কলিযুগে (এই) পরিণাম যে এইরূপ হয় তাহা কেহ চিন্তা করে না। জন্মান্তরে কৃত নিজ কর্ম নিজে ভোগ করে।

(৫২৫)

মোহি তেজি পিয়া মোর গেলাহ বিদেস।
কৌনি পর খেপব বারি বএস ॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥
সুমরি সুমরি চিত নহী রহে থির।
মদন দহন তন দগধ সরীর ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥

গ্রিয়ার্সন ৫৬ ; ন. গু. ৬৭০

শব্দার্থ—বারি বএস—বালা বয়স, উপাস—উপবাসী, ভনহি বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—গ্রিয়ার্সন ও নগেনগুপ্ত উভয়েই এখানে "রামের জয় হউক" অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু 'বিদ্যাপতি কবি জয়রামকে বলিতেছেন' এরূপ অর্থও সম্ভব।

অনুবাদ—আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয় বিদেশে গেলেন ; (আমার এই) বালিকা বয়স কেমন করিয়া কাটাইব (এই অল্প বয়সে বিরহিণী হইলাম, কেমন করিয়া কাল কাটাইব) ? (আমার যৌবনাগমে) এখন শয্যা পরিমল যুক্ত হইল, ফুলের সুগন্ধ হইল। (কিন্তু) কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল ? স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির থাকে না, মদন তনু দহন করে, শরীর দগ্ধ হয়। কবি বিদ্যাপতি জয়রাম (নামক কোনও বন্ধু) কে কহিতেছেন, দৈব বাম হইলে নাথ কি করিবে ?

(৫২৬)

জলউ জলধি জল মন্দা।
জহা বসে দারুন চন্দা ॥
বচন নহি কে পরমানে।
সময় ন সহ পচবানে ॥
কামিনী পিয়া বিরহিনী।
কেবল রহলি কহিনী ॥
অবধি সমাপিত ভেলা।
কইসে হরি বচন চুকলা ॥
নিঠুর পুরুস পিরীতি।
জীব দএ সম্ভব জুবতী ॥
নিচল নয়ন চকোরা।
ঢরিএ ঢরিএ পল নোরা ॥
পথয়ে রহঞো হেরি হেরী।
পিয়া গেল অবধি বিসরী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
পুন ফলে সুপুরুস কী নহি পাবে ॥

নেপাল ২৯, পৃঃ ১২ ক, পং ৫ ; ন. গু. ৬৭৭

শব্দার্থ—জলউ—জ্বলিয়া যাক্ ; পরমানে—প্রমাণ বলিয়া মানে ; ঢরিএ ঢরিএ—দরদর ধারায় ; নোরা—লোর।

অনুবাদ—যেখানে দারুণ চন্দ্র বাস করে (সেই) মন্দ জলধির জল পুড়িয়া (শুষ্ক হইয়া) যাক্। বচনকে কে প্রামাণ্য বলিয়া না মানে ? কিন্তু পঞ্চবাণ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে না। কামিনী প্রিয়তমের (অবর্তমানে) বিরহিনী, কেবল কথাই রহিল। অবধি (ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়) সমাপিত (অতিক্রান্ত) হইল, কেমন করিয়া হরি বাক্যভ্রষ্ট হইল ? পুরুষের নিষ্ঠুর প্রেম যুবতীর প্রাণ সন্তপ্ত করিতেছে। চকোর (তুল্য) নয়ন নিশ্চল, অশ্রু বহিয়া বহিয়া পড়িতেছে। পথের দিকে শুধু চাহিয়া থাকি ; যে সময়ের মধ্যে আসিব বলিয়াছিল (অবধি) তাহা প্রিয়তম ভুলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি গায়িলেন, পুণ্য ফলে সুপুরুষ কি পাওয়া যায় না ?

(৫২৭)

জাহি দেস পিক মধুকর নহি গুঞ্জর
কুসুমিত নহি কাননে।
ছও রিতু মাস ভেদ ন জানএ
সহজহি অবল মদনে॥
সখি হে সে দেস পিআ গেল মোরা।
রসমতি বানী জতএ ন জানিঅ
সুনিঅ পেম বড় থোলা॥

কহলিও কহনী জতএ ন বুঝএ
কী করতি অঙ্গিত কাজে।
কওন পরি ততএ রতল অছ বালভু
নিভয় নিগুন সমাজে॥
হম অপনাকে ধিক কয় মানল
কি কহব তহ্নিকি বড়াই।
কি হমে গরুবি গমারি সব তহ
কী রতি বিরত কহ্নাই॥

নেপাল ২৮৭, পৃঃ ১০৪ খ, পং ১, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৬৮২

শব্দার্থ—গুজর—গুঞ্জরণ করে ; ছও—ছয় ; অবল - বলহীন ; অঙ্গিত কাজে—ইঙ্গিতের ফল ; রতল—অনুরক্ত হইল ; নিভয়—নির্ভয় ; গরুবি গমারি—অত্যন্ত মূঢ়া ; সব তহ—সকলের চেয়ে ; জতএ—যেখানে।

অনুবাদ—যে দেশে পিক নাই, মধুকর গুঞ্জন করে না, কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না ; ছয় ঋতু ও মাসের ভেদ হয় না (এবং) মদন স্বভাবতঃ বলহীন, হে সখি, সেই দেশে আমার প্রিয়তম গেল যেখানে রসময়ী বাণী জানে না, ও প্রেম বড় অল্প বলিয়া শুনি। যেখানে কথা স্পষ্ট করিয়া কহিলেও বুঝে না, ইঙ্গিতে সেখানে কি কাজ হইবে ? কেমন করিয়া সেখানে, নিগুর্ণ সমাজে বল্লভ নির্ভয়ে অনুরক্ত আছে ? আমি আপনাকে ধিক্ করিয়া মানিলাম, তাঁহার মহত্ত্ব কি কহিব ? আমি কি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া রমণী অথবা কানাই রতিবিরত।

(৫২৮)

প্রথমহি সিনেহ বঢ়াওল
জে বিধি উপজাএ।
সে আবে হঠে বিঘটাওঁ
দুসন কওন মোর পাএ॥

এ সখি হরি সুমঝাওব
কএ মোর পরথাব।
তহ্নিকে বিরহে মরি জাএব
তিরিবধ কওন আব॥

জীবন থির নহি অথিকএ
জৌবন তহু থোল।
বচন অপন নিরবাহিঅ
নহি করিঅএ ওল॥

নেপাল ১৫৮, পৃঃ ৫৬ খ, পং ২, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৬৮৩

শব্দার্থ—উপজাএ—উদ্ভাবন করিল ; বিঘটাওঁ—নষ্ট করিতেছে ; পরথাব—প্রস্তাব ; তিরিবধ—স্ত্রীবধ ; আব—আসিবে, লাগিবে ; থোল—থোড়া, অল্প ; ওল—সীমা।

অনুবাদ—প্রথমেই যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিধি স্নেহ বাড়াইল আমার কোন দোষ পাইয়া (সে স্নেহ) এখন হঠতাপূর্ব্বক বিনষ্ট করিল ? হে সখি, আমার প্রস্তাব করিয়া (আমার বিষয় বলিয়া) হরিকে বুঝাইবে। তাঁহার বিরহে আমি মরিয়া যাইব, স্ত্রীবধ কাহাকে লাগিবে ? জীবন স্থির নয়, যৌবন তাহার অপেক্ষাও অল্প (স্থির) আপনার বচন নির্ব্বাহ করিবে, (কথা রাখিবে) তাহার শেষ (নাশ) করিও না।

(৫২৯)

আনহ কেতকিকের পাত
মৃগমদ মসি নখ কাপ॥
সবহি লিখবি মোরি নাম।
বিনতি দেবি সব ঠাম॥
সখি হে গইএ জনাবহ নাথ।
কর লিখন দএ হাথ॥
নাম লইত পিঅ তোর।
সর গদ গদ করু মোর॥
আঁতর জনু হো তোহার।
তেঁ দুর কর উর হার॥
অব ভেল নব গিরি সিন্ধু।
অবহু ন সুমঝ সুবন্ধু॥
বিধিগতি নহি পরকার।
সালয় সর কনিয়ার॥
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পরহার॥

তালপত্র, ন. গু. ৬৮৭

শব্দার্থ—আনহ—আন ; কেতকিকের পাত—কেতকীর পাতা ; কাপ—বর্প, কলম ; গইএ—যাইয়া ; আঁতর—অন্তর, ব্যবধান ; উর হার—বুকের হার ; অব ভেল নব গিরি সিন্ধু—এখন নূতন (অজানা) পাহাড় ও সমুদ্রের ব্যবধান হইল ; সালয়—শল্য বিদ্ধ করে ; সর—শর ; কনিয়াব—তীক্ষ্ণ।

অনুবাদ—কেতকীপত্র আন, মৃগমদ মসী (ও) নখ লেখনী (হউক)। সব আমার নামে লিখিবি, সকল ঠাঁই আমার মিনতি দিবি (জানাইবি)। সখি, গিয়া নাথকে জানাইবি, হাতে করিয়া লিখন তাহার হাতে দিবি। (আমার পক্ষ হইতে লেখ) প্রিয়তম, তোর নাম লইতে আমার স্বর গদগদ হয়। তোমার অন্তর (ব্যবধান) না হয়, সেইজন্য বক্ষের হার দুর করিতাম। এখন নবগিরি সিন্ধু (ব্যবধান) হইল, সুবন্ধু এখনও বুঝিলে না। বিধাতা যাহা করেন তাহার উপায় নাই ; (বিধাতাকৃত শাস্তি) তীক্ষ্ণ শরের (ন্যায়) বিদ্ধ (বিদীর্ণ) করে। সুকবি-কণ্ঠহার কহিতেছেন, কামের প্রহার কে সহ্য করিবে ?

(৫৩০)

কানন ভমি ভমি কুহুক ময়ুর।
কট ভেল নিয়র কন্ত বড় দূর॥
কতি দুর মধুপুর কহ সখি জানি।
জঁহা বস মাধব সারঙ্গপানি॥

সুনি অপঝম্প কাঁপ মোর দেহ।
গরএ গরল বিস সুমিরি সিনেহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ ধএ রহু মিলত মুরারি॥

মিথিলা ; ন. গু. ৬৮৮

শব্দার্থ—ভমি—ভ্রমণ করিযা ; কুহুক—শব্দ করে ; কট—অবধি, যে সময়ের মধ্যে আসিবে বলিয়া ঠিক ছিল ; নিযর—নিকট ; সারঙ্গপানি—পদ্মপাণি ; অপঝম্প—মনে হঠাৎ ব্যথা পাওযা।

অনুবাদ—কাননে ভ্রমিযা ভ্রমিযা ময়ূর কেকারব করিতেছে, অবধি নিকট হইল, কান্ত অনেক দূরে। মধুপুর কত দূর, সখি, জানিযা বল, যেখানে পদ্মপাণি মাধব বাস করে। শুনিযা (মধুপুর কতদূর শুনিযা) হৃদযে আঘাত লাগিল, আমার দেহ কাঁপিতেছে, স্নেহ স্মরণ করিযা গরল বিষ গলিতেছে (স্নেহের স্মৃতি বিষতুল্য মনে হইতেছে)। বিদ্যাপতি বলেন শোন বরনারি ! ধৈর্য্য ধর, মুরারিকে পাইবে।

(৫৩১)

পিয বিরহিনি অতি মলিনি
বিলাসিনি কোনে পরি জীউতি রে।
অবধি ন উপগত মাধব
অব বিস পিউতি রে॥
আতপচর বিধু রবিকর
চরন কি পরসহ ভীমারে।
দিন দিন অবসন দেহ
সিনেহক সীমারে॥

পহর পহর জুগ জামিনী
জামিনী জগইতে রে।
মুরছি পরএ মহি মাঁঝ
সাঁঝ সসী উগইতে রে॥
বিদ্যাপতি কহ সবতঁহ
জান মনোভব রে।
কেও জনু অনুভব জগজন
বিরহ পরাভব রে॥

মিথিলা ; ন গু. ৬৯২

শব্দার্থ—অবধি ন উপগত—নির্দ্ধারিত সময়ে আসিল না ; আতপচর—উত্তাপভোজী ; কেওজনু অনুভব—কেহ যেন অনুভব না করে।

অনুবাদ—প্রিয়বিরহিনী অতি মলিনা নাযিকা কেমন করিযা বাঁচিবে ? নির্দ্ধারিত সময়ে মাধব আসিল না ; এখন সে বিষপান করিবে। চন্দ্র (যেন) উত্তাপতপ্ত-রবির কিরণ। তাহার চরণ স্পর্শ (ঈষৎ স্পর্শ) অতি ভয়ঙ্কর। দেহ দিন দিন অবসন্ন হইতেছে। স্নেহের ইহাই সীমা (অবধি)। যামিনী জাগিতে এক একটি প্রহর এক এক যুগ মনে হয। সন্ধ্যায় শশী উদিত হইলে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইযা পড়ে। বিদ্যাপতি কহেন, মদনের (পরাক্রম) সকলেই জানে (কিন্তু) জগতে কেহ যেন বিরহযন্ত্রণা অনুভব না করে।

(৫৩২)

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল ॥
উঠলি চিহায় বৈসলি সির নায়।
চহুদিসি হেরি হেরি রহলি লজায় ॥
নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি অপুরুব নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥

গ্রিয়ার্সন ৫৭; ন গু ৬৯৮

শব্দার্থ—উঠলি চিহায়—চমকিয়া উঠিল; সির নায়—মাথা নীচু করিয়া; নেহুক—স্নেহের, প্রেমের।

অনুবাদ—বিরহ (কাতর) সুন্দরী শয়ন-গৃহে গেল। (কহিল) বিধাতা (আমার ললাটে) কি লিখিয়া দিল। চমকিয়া উঠিল, মস্তক অবনত করিয়া বসিল, চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিল। প্রেমের বন্ধু, সেও চলিয়া গেল। প্রভুর দুই কর খেলনা হইল (খেলনা যেমন দুইদিন থাকে, তেমনি তাঁহার দুইকর-আলিঙ্গন, প্রেম - অল্পকাল স্থায়ী হইল)। বিদ্যাপতি বলেন অপূর্ব্ব প্রেম; যেমন বিরহ, তেমন প্রেম (বিরহের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বৃদ্ধি পাইতেছে)।

(৫৩৩)

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাস ॥
রখলহ্নি কুবজাক নেহ।
হে সখি, তেজলহ্নি হমরো সিনেহ ॥
কত দিন তাকব বাট।
হে সখি, রটলা জমুনাক ঘাট ॥
ওতহি রহথু দৃঢ় ফেবি।
হে সখি, দরসন দেখু এক বেরি ॥
ভনহি বিদ্যাপতি রূপ।
হে সখি, মানুস জনম অনূপ ॥

গ্রিয়ার্সন ৬৮; ন গু ৬৯৯

শব্দার্থ—তনি—তাঁহার; তাকব—তাকাইয়া থাকিব; বাট—পথ; রটলা—চলিয়া গেল; অনূপ—অনুপম।

অনুবাদ—হে সখি, মোহন মধুপুরে বাস করিলেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইব। হে সখি, কুবজার সহিত স্নেহ রাখিলেন, আমাকে ত্যাগ করিলেন। কতদিন আর পথের দিকে তাকাইয়া থাকিব! হে সখি! যমুনার ঘাটের দিকে সে চলিয়া গিয়াছে। ওই দিকেই থাকিবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াই। হে সখি! সে যদি একটি বারও দর্শন দিত! বিদ্যাপতি স্বরূপ কহিতেছেন—হে সখি! মনুষ্য জন্ম অনুপম (কেননা এরূপ প্রেম আর কোন জন্মে সম্ভব নহে)।

(৫৩৪)

নয়নক ওত হোইত হো এত ভানে।
বিরহ হোএত নহি রহত পরানে ॥
সে আবে দেসান্তর আঁতর ভেলা।
মনমথ মদন রসাতল গেলা ॥
কওন দেস বসল রতল কওন নারী।
সপনে ন দেখএ নিঠুর মুরারী ॥
অমৃত সিচলি সনি বোললহ্নি বানী।
মন পতিআএল মধুর পতি জানী ॥

হম ছল টুটত ন জাএত নেহা।
দিনে দিনে বুঝল[১] কপট সিনেহ ॥

নেপাল ১৭১, পৃঃ ৬১ ক, পং ২, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৬৩৩

শব্দার্থ—ওত—অন্তরাল ; আঁতর—অন্তর, ব্যবধান ; সনি—তুল্য ; পতিআএল—বিশ্বাস করিল।

অনুবাদ—নয়নের অন্তরাল হইলেই মনে হইত যে বিরহে প্রাণ রহিবে না। সে এখন দেশান্তরে গেল ; মন্মথ মদন রসাতলে গেল। কোন দেশে বাস করিল, কোন নারীতে অনুরক্ত হইল, নিষ্ঠুর মুরারি স্বপ্নেও (আর আমাকে) দেখে না। অমৃত সিঞ্চন তুল্য কথা কহিতেন, মধুরপতি জানিয়া (তাঁহার কথায়) বিশ্বাস হইয়াছিল। আমার (ধারণা) ছিল, স্নেহ ভাঙ্গিয়া যাইবে না। দিনে দিনে বুঝিলাম কপট স্নেহ।

(৫৩৫)

কত দিন রহব কপোল কর লায়।
রবিক অছইত কমলিনি কুম্ভিলায় ॥
কহব নিঅ উগুতি জুগুতি পরচারি।
অব ন জিবতি ধনি তোহরি পিয়ারি ॥

অভরন ভূখন হলু ছিড়িআয়।
কনক লতা সন ফুল ঝড়ি জায় ॥
বসন উঘরি হেরল ভরি দীঠি।
গারি নড়াওল কুসুমক সীঠি ॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু ব্রজ নারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥

মিথিলা ; ন. গু. ৭৩২

শব্দার্থ—কর লায়—হাতে লাগাইয়া ; অছইত—থাকিতে ; কুম্ভিলায়—ম্লান হয় ; সন—সম ; ঝড়ি—ঝরিয়া ; উঘরি—খুলিয়া, তুলিয়া ; গারি—নিঙ্গড়াইয়া ; নড়াওল—ফেলিয়া দিল ; সীঠি—ছোবড়া।

অনুবাদ—করে কপোল ন্যস্ত করিয়া কত দিন রহিব ? রবি থাকিতে কমলিনী ম্লান হইতেছে। নিজের উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া কহিবি, "তোর প্রেয়সী ধনী এখন বাঁচিবে না। আভরণ ভূষণ ছড়াইয়া গেল (পড়িল), কনকলতা (হইতে) যেন ফুল ঝরিয়া গেল। তাহার বসন খুলিয়া দৃষ্টি ভরিয়া (দেহ) দেখিলাম (মনে হইল যেন কেহ) কুসুমের রস নিঙ্গড়াইয়া লইয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়াছে।" বিদ্যাপতি বলেন ব্রজনারি ! শুন, ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৫৩৬)

ভাবিনি ভল ভএ বিমুখ বিধাতা।
জইহ পেম সুরতরু সুখদায়ক
সইহ ভেল দুখদাতা ॥

তোর সুমরি গুন মোর হৃদয় সূন
মোর নয়ন রহু ঝাঁপি।
গরজ গগন ভরি জলধর হরি হরি
অব হমর হিয় কাঁপি ॥

করিঅ জতন জত বিফল হোয় তত
ন পাইঅ তোহর সমাজে।
বিরহ দহন দহ তইও জীব রহ
সব তহ ই বড়ি লাজে ॥

(৫৩৩) মন্তব্য নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "বুঝলক" করিয়াছেন।

নিবিড় নেহ রস বস ভয় মানস
পাব পরাভব লাখে।
পুরুস পরুষমতি কে জুবতী ন কহতি
কবি বিদ্যাপতি ভাখে॥

মিথিলার পদ, ন. গু ১০৬

শব্দার্থ—ভল ভএ—ভাল হইল; সুন—শূন্য; নোর—লোর; সমাজে—মিলন; নেহ—প্রেম; পরুষমতি—কঠিন হৃদয়।

অনুবাদ—ভাবিনি, ভাল হইল (প্রেম), বিধাতা বিমুখ হইল। যে প্রেম সুখদায়ক কল্পতরুর ন্যায় সেই (প্রেম) দুঃখদায়ক হইল। তোমার গুণ স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শূন্য (হইল), অশ্রু চক্ষু ঝাঁপিয়া রহিল। হরি হরি! জলধর গগন ভরিয়া গর্জন করিতেছে, এখন আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। যত যত্নই করি, সব বিফল হয়, তোমার সহিত মিলন হয় না। বিরহাগ্নি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন রহিয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা। নিবিড় প্রেমরসের বশীভূত আমার মন লক্ষবার পরাজয় পাইতেছে (মনকে লক্ষ চেষ্টা করিয়াও সুস্থির করিতে পারিতেছি না)। বিদ্যাপতি বলেন পুরুষের হৃদয় কঠিন তাহা কোন্ যুবতী না বলে?

(৫৩৭)

দরসন লাগি পুজএ নিতে[১] কাম।
অনুখন জপএ তোহরি পএ নাম॥
অবধি সমাপল মাস অষাঢ়[২]।
অবে দিনে দিনে হে জীবন ভেল গাঢ়[৩]॥
কহব সমাদ বালভু সখি মোর[৪]।
সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর॥
একে[৫] অবলাহে কুপুত[৬] পঞ্চব'ন।
মরম লখিএ কর সর সন্ধান॥
তুঅ গুন বান্ধল অছএ পরান।
পরবেদন দেখ[৭] পর নহি জান॥

নেপাল ৮০, পৃঃ ২৯ খ, পং ৬, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি; রামভদ্রপুর ৩৮৯, ন গু ৭১০

শব্দার্থ—গাঢ়—কঠিন; সমাদ—সম্বাদ, সবতহ সময়—সব সময়ের চেয়ে; কুপুত—কুপিত।

অনুবাদ—দর্শনের জন্য নিত্য কামের পূজা করে, অনুক্ষণ তোমার নাম জপ করে (নায়িকা সখীকে কহিতেছেন, এই কথা গিয়া নায়ককে বলিও)। আষাঢ় মাসে অবধি সমাপ্ত হইল, এখন দিন দিন জীবন গাঢ় (কঠিন) হইতেছে। সখি, বল্লভকে আমার এই সংবাদ কহিবে, সকলের অপেক্ষা (বিরহিণীর পক্ষে) মেঘের সময় বড় দুঃসহ। একে অবলা, তাহাতে পঞ্চবাণ কুপিত মর্ম লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করে। তোমার গুণে প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, দেখ পরের বেদন পর জানে না।

---

(৫৩৭) রামভদ্রপুরের পাঠান্তর—(১) নিত (২) অষাঢ় (৩) জীবনকা গাঢ় (৪) কৃষ্ণকে মোর (৫) হবে (৬) গুপুত (৭) পরকবেদন দুখ। রামভদ্রপুর পুঁথিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই। কিন্তু নেপাল পুঁথিতে ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি আছে।

(৫৩৮)

বিপত অপত তরু পাওল রে
পুন নব নব পাত।
বিরহিন-নয়ন বিহল বিহি রে
অবিরল বরিসাত ॥
সখি অন্তর বিরহানল রে
নিত বাঢ়ল জায়।
বিনু হরি লখ উপচারহু রে
হিয় দুখ ন মেটায় ॥

পিয় পিয় রটএ পপিহরা রে
হিয় দুখ উপজাব।
কুদিনা হিত জন অনহিত রে
থিক জগক সোভাব ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওল রে
দুখ মেটত তোর।
হরখিত চিত তোহি ভেটত রে
পিয় নন্দকিসোর ॥

মিথিলা ; ন. গু. ৭২০

শব্দার্থ—বিপত অপত—যাহার পাতা নাই, ঝরিয়া পড়িয়াছিল বা শুকাইয়া গিয়াছিল ; পাত—পত্র, পাতা ; পপিহরা—পাপিয়া ; উপজাব—উৎপন্ন করে ; অনহিত—অপকারী।

অনুবাদ—বিপত্র অপত্র তরু পুনরায় নূতন নূতন পত্র পাইল। বিরহিণীর চক্ষে বিধাতা অবিরল বর্ষার সৃষ্টি করিলেন। সখি, অন্তরের বিরহানল নিত্য বাড়িতে থাকে, হরি বিনা লক্ষ উপচারেও হৃদয়ের দুঃখ মিটে না। পাপিয়া পিউ পিউ ডাকিতেছে, হৃদয়ে দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। কুদিনে হিত ব্যক্তিও অহিতকারী হয়, ইহাই জগতের স্বভাব (অন্য সময় পাপিয়ার রব আনন্দদায়ক, কিন্তু এক্ষণে ক্লেশকর)। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, তোর দুঃখ মিটিবে। প্রিয় নন্দকিশোর হরষিত চিত্তে আসিবেন।

(৫৩৯)

কে পতিআ লএ জাএত রে
মোরা পিয়তম পাস।
হিয় নহি সহএ অসহ দুখ রে
ভেল সাওন মাস ॥
একসরি ভবন পিয়া বিনু রে
মোরা রহলো ন জায়।
সখি অনকর দুখ দারুন রে
জগ কে পতিআয় ॥

মোর মন হরি হরি লএ গেল রে
অপনো' মন গেল।
গোকুল তজি মধুপুর বস রে
কত অপজস লেল ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
ধনি ধরু পিয় আস।
আওত তোর মনভাবন রে
এহি কাতিক মাস ॥

মিথিলার পদ ; ন. গু. ৭০৪

শব্দার্থ—পতিআ—পত্র ; একসরি—একাকিনী ; অনকর—অন্যের ; পতিআয়—বিশ্বাস করে।

অনুবাদ—আমার প্রিয়তমের কাছে কে পত্র লইয়া যাইবে ? হৃদয় অসহ দুঃখ সহ করিতে পারে না, শ্রাবণ মাস হইল। প্রিয় বিনা একাকিনী, ভবনে আর থাকাও যায় না। সখি, অপরের দারুণ দুঃখ জগতে কে বিশ্বাস করে ? হরি

আমার মন হরণ করিয়া লইয়া গেল, আপনার (তাহার নিজের) মনও গেল (সেও কুব্জা ও অপর নারীদিগের অধীন হইল); গোকুল ত্যাগ করিয়া মধুপুরে বাস করিয়া কত অপযশ লইল। বিদ্যাপতি গাহিলেন, ধনি, প্রিয়তমের আশা ধর (তাহার আশা ত্যাগ করিও না), তোমার মনোরঞ্জন এই কার্ত্তিক মাসে আসিবেন।

(৫৪০)

চানন ভেল বিসম সর রে
ভূসন ভেল ভারী।
সপনহুঁ নহি হরি আএল রে
গোকুল গিরধারী॥
একসর ঠাঢ়ি কদম-তর রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী॥
জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নহিঁ জীউতি রে
বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুনমতি নারী।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী॥

গ্রিয়ার্সন ৬৪, ন. গু ১৩৯

শব্দার্থ—চানন—চন্দন; বিসম—দুঃসহ; ভূসণ—ভূষণ; একসর—একলা; ঝামরু—মলিন; উধব—উদ্ধব; ঝট ঝারী—শীঘ্র।

অনুবাদ—চন্দন দুঃসহ শর (তুল্য) হইল, (অঙ্গের) অলঙ্কার (দুর্বহ) ভার হইল। হরি হরি! স্বপ্নেও গিরিধারী গোকুলে আসিল না। কদম্বতলে একাকিনী দাঁড়াইয়া মুরারির পথ দেখিতেছে। হরি বিনা (তাহার) দেহ দগ্ধ হইল, শাড়ী মলিন হইল। হে উদ্ধব, তুমি যাও যাও, তুমি মধুপুরে যাও (যাইয়া বল) চন্দ্রবদনী বাঁচিবে না, (তাহার) বধ কাহাকে লাগিবে? বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতী নারি, তনু ও মনের (সহিত) শুন: হরি আজ গোকুলে আসিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র পথে চল (তাহার প্রত্যুদ্গমন করিবে)।

(৫৪১)

ত্রিবলি সুরতরঙ্গিনি ভেলি।
জনি বঢ়িহাএ উপটি চলি গেলি॥
আসঞো হে উঠ চলু ধাএ।
কনক ভূধর গেল দহাএ॥
মাধব সুন্দরি নয়নক বারি।
পীন পয়োধর বন ঝারি॥
সহজহি সঙ্কট পরবস পেম।
পতক ভীত পরাপতি জেম॥

তোহরি পিরিতি রীতি দূর গেলি।
কুল সঞো কুলমতি কুলটা ভেলি॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ৮৩, পৃঃ ৩০ খ, পং ৪ ; ন গু. ৭৪১

শব্দার্থ—বঢ়িহাএ—বৃদ্ধি পাইযা ; উপটি—উপচাইযা ; আসএো—মনের সব আশা ; উঠ চল ধাএ—দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ; বন—বানাইল . পতক—পাতক , পরাপতি—অপরের পতি , জেম—যেন [নগেন বাবুর অর্থ :—পরাপতি—প্রাপ্তি, জেম—ভোজন—প্রাপ্তি "অধিক দক্ষিণার (লোভে) আহার করিতে যেমন পাতকের ভয় হয়")—এই অর্থ সঙ্গত মনে হইল না]।

অনুবাদ—ত্রিবলী যেন গঙ্গা হইল, যেন বৃদ্ধি পাইযা উপচিযা পড়িল (নযনের জল ত্রিবলী বহিয়া চলিল)। আশাসমূহ দ্রুত পলাযন করিল—সোণার পাহাড় (বক্ষস্থল) যেন পুড়াইযা গেল। মাধব। সুন্দরীর নয়নজল যেন পীনপয়োধরে নির্ঝর রচনা করিল। পরবশ প্রেম স্বভাবতঃই সঙ্কটপূর্ণ, যেমন পরের পতি পাতকভযে ভীত হয। তোমার পিরীতিরীতি দূরে গেল , কুলবতী কুল হইতে (বাহির হইযা) কুলটা হইল।

(৫৪২)

নদি বহ নয়নক নীর[১]।
পললি বহএ তাহি[২] তীর॥
সব খন ভরম গেআন।
আন পুছিঅ কহ আন॥

মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি বাহি।
চৌদসি চান্দ হু চাহি॥
কেও সখি বহলি উপেখি।
কেও সির ধুনি ধনি দেখি॥

কেও কর সাসক আস।
ময়ঁ ধউলিহু তুঅ পাস॥

---

(৫৪১) মন্তব্য—ন গু.র পাঠের সহিত অনেক অমিল আছে। তিনি ক্ষণদা কীর্ত্তনানন্দ ও নেপালের পুঁথি মিলাইয়া একটা পাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে এই পদটী কিরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় কীর্ত্তনানন্দর (১২৬) নিম্নলিখিত পাঠ হইতে পাওয়া যায় :—

মাধব সুন্দরী নয়নক বারি।
বুঝল পীন পয়োধর ঝারি॥
নিচে আছ নীরে উচ্চই ধার।
কণক ভূধর গেল দহায়॥
ত্রিবলি আছল তরঙ্গিণী ভেল।
জনু বাড়ি আই উমরি চলি গেল॥
সহজই সঙ্কট পরবশ প্রেম।
পরপতি আশে পরাপতি যেম॥
তোহারি পীরিতি দূরে গেল।
কুলসঙ্গে কামিনী কুলটা ভেল॥

(কোন ভণিতা নাই।)

বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত সুনি সারঙ্গ পানি॥
হরষি চলল হরি গেহ।
সুমরিএ পুরুব সিনেহ॥

নেপাল ৬১, পৃঃ ২৩ ক ; প. ত. ১৯৪০, প. স. ১৪২ পৃঃ, ন. গু. ৭৪২

অনুবাদ—নয়নের নীরে নদী বহিতেছে, তাহার তীরে পড়িয়া রহিয়াছে। সকল সময় ভ্রমজ্ঞান ; এক জিজ্ঞাসা করি, অন্য কহে (এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে আর এক উত্তর দেয়) মাধব, রাহী (রাধা) দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষের) চতুর্দশীর চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল। কোন সখী উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, কেহ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছে। কেহ নিঃশ্বাস (বহিবে) আশা করিতেছে। আমি তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিলাম। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই শুনিয়া শার্ঙ্গপাণি হরি পূর্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া, হর্ষিতচিত্তে গৃহে চলিলেন।

(৫৪৩)

লোচন নীর তটিনি নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সনানে॥
সরস মৃনাল করই জপমালী।
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী॥

---

(৫৪২) প. ত. এর পাঠান্তর—(১) নীরে (২) তন্থু—ইহার পরে আছে—

"মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরি-বধ শঙ্কা॥
তৈখনে খিন ভেল খাসা।
কোই নলিনিদলে করএ বতাসা॥
চৌদসি-চাঁদ সমান।
তুআ বিনে শূণ ভেল প্রাণ॥
কৈ রহ রাই উপেখি।
কৈ শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কৈ সখি পরিখই খাস।
হাম ধাঅলু তুআ পাস॥
পলটি চলহ নিজ গেহ।
মনে গুনি পুরহ সিনেহ॥
নৃপতি সিংহ কবি ভান।
মনে গুনি বুঝহ সেয়ান॥

(৫৪২) মন্তব্য—পদকল্পতরুতে 'নৃপতি সিংহের' ভণিতায় ঐ পদের কতক অংশ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদটি শুধু বাংলা ভাষায় নহে, বৈষ্ণব ভাবেও পরিবর্ত্তিত করিয়া নৃপতি সিংহ ভণিতায় পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। নেপালের পুঁথিতে আছে যে হরি পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাংলা দেশের গৃহীত পদে দূতী মাধবকে অনুরোধ করিতেছেন যে পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া চল। এইরূপ ভাষা ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই বোধহয় ভণিতাতেও অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর এই পদের টীকায় "নৃপতিসিংহযুক্ত কবি বিদ্যাপতিঃ লিখিয়াছেন।

বৃন্দাবন কাহ্নু ধনি তপ করই।
হৃদয়বেদি মদনানল বরই ॥
জিব কর সমিধ সমর কর আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী ॥
চিকুর বরহিরে সমরি করে লেঅই
ফল উপহার পয়োধর দেঅই
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারী।
তুঅ পথ হেরইত অছি বর নারি ॥

তালপত্র, ন. গু. ৭৫২

শব্দার্থ—হৃদয়বেদি হৃদয়ের বেদীতে; বরই—জ্বলে; সমিধ—ইন্ধন; সমর—স্মরণ; আগী—অগ্নি; হোএবহ—হইবে; বরহিরে (অর্থ বুঝা গেল না); সমরি—সম্বরণ করিয়া।

অনুবাদ—নয়নের নীরে যেন নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। কমলমুখী তাহাতে স্নান করে। হে হরি, সরস মৃণাল জপমালা করিয়া (রাধা) অহর্নিশি তোমার নাম জপ করে। (হে) কানাই, ধনী (রাধা) বৃন্দাবনে তপ করিতেছে, হৃদয়বেদীতে মদনানল জ্বলিতেছে। জীবন ইন্ধন করিয়া, স্মৃতিকে অগ্নি করিয়া হোম করিতেছে, তুমি (তাহার) বধের ভাগী হইবে। চিকুর গুছাইয়া হস্তে লইয়াছে, পয়োধর ফল উপহার দিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন মুরারি, সুন্দরী নারী তোমার পথ দেখিতেছে।

(৫৪৪)

হৃদয়ক হার ভুঅঙ্গম ভেল।
দারুন দাঢ় মদনে বিস দেল ॥
লখসি খন হরি পসর বিষধাধি।
তুঅ পত্র পঙ্কজ অইলিহু কল বান্ধি ॥
এ হরি ত লাগহি তঞে গোহারি।
সংশয় পললি অছু এ বরনারি ॥
কেও সখি মনদএ চরণ পখাল।
কেও সখি চিকুর চীর সম্ভার ॥

কেও সখি ডীঠ নিহারএ সাস।
মঞে সখি অগলিহু কহএ তুঅপাস ॥
ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ২২২, পৃঃ ৮০ ক, পং ৪।

শব্দার্থ—ভুঅঙ্গম—ভুজঙ্গম, সর্প; দাঢ়—কঠিন; লখসি—দেখ; খন—কিছুক্ষণ; পসর—প্রসারিত হইতেছে; কল—যন্ত্র; বিষধাধি—বিষের জ্বালা; গোহারি—দুঃখনিবারণের উপায়; পখাল—ধুইতেছে; কহএ—কহিতে।

অনুবাদ—হৃদয়ের হার সর্প হইল; মদন দারুণ কঠিন বিষ দিল। হরি! বিষের জ্বালা কেমন বাড়িতেছে তাহা একটু দেখিয়া যাও। তাহাকে যন্ত্রে বাঁধিয়া (সাপে কামড়াইলে বিষ যাহাতে উপরে না উঠিতে পারে সেজন্য বাঁধিয়া দিতে হয়) তোমার পদপঙ্কজে আইলাম। এ হরি তোমার জন্যই উহার দুঃখ, তুমিই উহার দুঃখনিবারণের উপায়। বরনারী জীবন সংশয়ে পড়িয়া আছে। কোন সখী মন দিয়া চরণ ধুইতেছে, কেহ বস্ত্র ও চিকুর সামলাইতেছে। কোন সখী দৃষ্টি দিয়া শ্বাস পড়িতেছে কিনা দেখিতেছে। আমি তোমাকে বলিতে আসিলাম।

(৫৪৫)

ডরে ন হেরএ ইন্দু
······বিন্দু মলআনিল বোল আগী,
তুঅ গুণ কহি কহি মুরঝি পলএ
মহি রয়নি গমাবএ জাগী ॥
সুন্দরি কি কহব আবক সিনেহা
তুঅ দরসনে বিনু অনুখন খিন তনু
অবে তনু জিবন সন্দেহা ॥

নোরে নঅন ভরি তুঅ পথ হেরি হেরি
অনুখন রোঅএ কহ্নাই।
তোহরি বচন লএ ধাএল আস দএ
অবে ন বচন পতিআই।
ভনই বিদ্যাপতি অরে রে কলামতি
ন কর মনোরথ বাধে।
অধরসুধা দএ পীতি বঢ়াবহি
পুরও মনমথসাধে।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪০৫

অনুবাদ—(মাধব) ভয়ে চন্দ্র দর্শন করে না, ····মলয়ানিল তাহার নিকট আগুনের মতন লাগে। তোমার গুণ কহিয়া কহিয়া মূর্চ্ছিত হয়, মাটিতে শুইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটায়। সুন্দরি, এখনকার প্রেমের কথা কি বলিব ? তোমার দর্শন না পাইয়া প্রতিক্ষণে ক্ষীণতনু হইতেছে, এখন জীবন সংশয়। নয়ন সজল করিয়া তোমার পথ চাহিয়া সর্ব্বদাই কানাই রোদন করে। তোমার সংবাদ দৌড়িয়া আনিয়া দিতেছি বলিয়া আশা দিতাম, কিন্তু এখন আমাদের কথা বিশ্বাস করে না। বিদ্যাপতি বলেন যে হে কলাবতী! মনোরথকে বাধা দিও না, অধরসুধা দিয়া প্রীতি বাড়াও এবং মন্মথের সাধ পূর্ণ কর।

(৫৪৬)

ফূজলেও চিকুর রাহুক জোর।
রোঅএ সুধাকর কামিনি কোর ॥
অরে কহ্নু অরে কহ্নু দেখহ আএ।
বড়িঅ মধথ দেঅ বাদ ছড়াএ ॥

দুহু অঞ্জুলি ভরি দুহু পুজ সীব।
কামদহন মোর রাখহ জীব ॥
জদি ন জাএব তোহে অপজস ভেল।
সসধর কলা গগন চলি গেল ॥

ভনই বিদ্যাপতি হরি মন হাস।
রাহু ছড়াএ চাঁদ দিঅ বাস ॥

তালপত্র ন. গু. ৭৫৩

শব্দার্থ—ফূজলেও—মুক্ত; রাহুক জোর—রাহুর জোড়া, তুল্য; রোঅএ—কাঁদিতেছে; কোর—কোলে। বড়িঅ—বড়; মধথ—মধ্যস্থ; বাদ ছড়াএ—বিবাদ মিটাইয়া দেয়; ছড়াএ—ছাড়াইয়া; দিঅ বাস—থাকিতে দিবে।

অনুবাদ—মুক্ত কেশ রাহুর তুল্য, (তাহার ভয়ে) সুধাকর (মুখ) কামিনীর ক্রোড়ে রোদন করিতেছে। ওরে কানাই, আসিয়া দেখ, মহৎ মধ্যস্থ বিবাদ মিটাইয়া দেয়। (তুমি আসিয়া রাহু ও চন্দ্রের বিবাদ মিটাইয়া দাও)। দুই অঞ্জলি ভরিয়া (যুক্ত করে) দুই শিব পূজা করিতেছে (বক্ষের উপর দুই হস্ত যুক্ত করিয়াছে); (রাধা শিবপূজা করিয়া কহিতেছে) হে কামদহন শিব! আমার প্রাণ রক্ষা কর। যদি তুমি না যাও, অপযশ হইবে, শশধর-কলা গগনে চলিয়া যাইবে (রাধা প্রাণত্যাগ করিবে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হরি মনে মনে হাসিতেছে, (বিরহ) রাহুকে ছাড়াইয়া (রাই) চাঁদকে থাকিতে দিবে।

(৫৪৭)

অকামিক মন্দির ভেলি বহার।
চহুঁ দিস সুনলক ভমর-ঝঁকার॥
মুরছি খসল মহি ন রহলি থীর।
ন চেতএ চিকুর ন চেতএ চীর॥
কেও সখি গাবএ কেও কর চার।
কেও চানন গদে করএ সঁভার॥

কেও বোল মন্ত্র কান তর জোলি।
কেও কোকিল খেদ ডাকিনি বোলি॥
অরে অরে অরে কাহ্নু কি রভসি বোরি।
মদন-ভুজঙ্গ ডসু বালহি তোরি॥
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
এহি বিস-গারুড় এক পএ কান॥

তালপত্র ন গু ১৫৩

শব্দার্থ—অকামিক—অকস্মাৎ; সুনলক—শুনিল; খসল—পড়িল; চেতএ—সম্বরণ করে; কর চার—কর চালনা করে; চানন গদে—চন্দন ও সুগন্ধি দ্রব্যে; সঁভার—লেপন করে; জোলি—জোরে, ডসু—দংশন করিল; বিষ-গারুড়—বিষের গরুড় স্বরূপ, প্রতিকার।

অনুবাদ—(সুন্দরী) অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইল। চৌদিকে ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পড়িল, তাহার চিকুর ও বস্ত্র কিছুই সামলাইল না। কোন সখী (অপদেবতা তাড়াইবার) গান করে, কেহ করচালনা করে, কেহ চন্দন ও গন্ধদ্রব্য লেপন করে, কেহ কানে জোরে মন্ত্র বলে; কেহ ডাকিনী বলিয়া কোকিল তাড়াইয়া দেয়। ওরে ওরে কানাই, কি কৌতুকে মজিয়া আছ। মদন-ভুজঙ্গ তোমার প্রিয়াকে দংশন করিল। বিদ্যাপতি এই রসের ভাব কহিতেছেন, এই মদন-সর্পের বিষের একমাত্র প্রতিকার কানাই।

(৫৪৮)

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে[১]॥
কি কহব মাধব তাহী।[৮]
তুঅ[৯] গুনে[২] লুবুধি মুগুধি ভেলি বাহী[১০]॥
উর পর[৩] সামরি বেনী।
কমল কোস জনি কাবি নগিনী[১২]॥

কেও সখি তাকএ নিসাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে॥[৪]
কেও[৫] বোল[১১] আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী॥[৬]
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সুমঝাবে[৭]॥

বাগত ১০৩; প. ত ১৯৪৩; তালপত্র ন. গু. ১৫৭

(৫৪৮) (ক) রাগতরঙ্গিণীর পাঠান্তর—(১) কর পর বদন নয়ন ঢর নীরে—
(২) গুন (৩) উরলুর (৪) "কেঅও সখি তাকএ সাসে
কেঅও নলিনীদলে করএ বতাসে।"
(৫) কেঅও (৬) উসসি উঠলি শুনি নাম তোহরি। (৭) "সুকবি বিদ্যাপতি গাবে
বিরহিনি বেদন সখি সমুঝাবে।"

(খ) পদকল্পতরুর পাঠান্তর- (১) মলিন চিকুর তনু চীরে
করতল বয়ন নয়ন ঝরু নীরে।
(৮) শুন মাধব কি বোলব তোএ (৯) তুআ (১০) সোর (৪) কোই কমলদলে করই বতাস
কোই চতুরধনি হেরই নিসাস।
(১১) কোই কহে (৬) শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি (১২) উরে দোলে সামর বেনী
কমলিনী কোরে জনু কালসাপিনী।

অনুবাদ—তাহার দেহ, বস্ত্র ও কুসুম মলিন; মুখকমল করতলে লগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে। মাধব! তাহার কথা কি বলিব? রাই তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া মুগ্ধা হইল। তাহার বক্ষে কৃষ্ণ বেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিনী রহিয়াছে। কোন সখী তাহার নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা দেখিতে থাকে; কেহ নলিনীদল দিয়া বাতাস করে। কেহ বলে ঐ হরি আসিল; (উহা শুনিয়া) নাম স্মরণ করিয়া বস্ত্র সামলাইয়া উঠিল। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন নিজের সখী (নায়ককে) বিরহ বেদন বুঝাইতেছে।

(৫৪৯)

সুন সুন মাধব সুন মোরি বানী।
তুঅ দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী॥
সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেহা।
কুহু তিথি মগনি জইসনি সসি রেহা॥
সখি জনে আঁচরে ধইলি ঝপাই।
অপনহি সাঁসে জাইতি উড়িআই॥
মুরছি খসলি মহি পেয়সি তোরী।
হরি হরি সিব সিব এতবাএ বোলী॥
অব সেও জীব তেজতি তুঅ লাগী।
তাক মরন বধ হোএবহ ভাগী॥
ভনই বিদ্যাপতি কে বব তরান।
তুঅ দবসন এক জীব নিদান॥

তালপত্র ন গু ৭৬৮

শব্দার্থ—জইসনি—যেরূপ; সযানী—চতুরা, যুবতী; কুহু—অমাবস্যা; মগনি—লীন; ঝপাই—ঢাকিয়া; সাঁসে—নিশ্বাসে; জাইতি উডি আই—উড়িয়া যায়।

অনুবাদ—শুন মাধব, আমার কথা শুন, তোমার দর্শন বিনা যুবতী যেমন (আছে সেই কথা শুন)। তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন (লীন) হইয়াছে, অমাবস্যা তিথিতে যেমন শশী-রেখা (লীন হয়)। সখীজন আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখে (পাছে) আপনারই নিঃশ্বাসে উড়িয়া যায়। হরি হরি, শিব শিব, এই মাত্র বলিয়া তোমার প্রেয়সী ধরণীতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এখন সে তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার মরণে (তুমি) বধভাগী হইবে। বিদ্যাপতি কহেন, কে ত্রাণ করিবে? তোমার দর্শন জীবন (রক্ষার) এক (মাত্র) শেষ উপায়।

(৫৫০)

নব কিসলঅ সয়ন সুতলি
ন বুঝ দিবস রাতী।
চাঁদ সুরুজ বিসেখ ন জানএ
চাননে মানএ সাতী॥
বিরহ অনল মনে অনুভব
পরকে কহএ ন জাঈ।
দিবসে দিবসে খিনী বালা
চাঁদ অবথাএঁ জাঈ॥

---

(৫৪৮) মন্তব্য—বাংলাদেশে প্রচলিত পাঠ যে অনেকক্ষেত্রে মিথিলার পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার দুইটি উদাহরণ এই পদ হইতে পাওয়া যায়। মিথিলায় প্রাপ্ত রাগতরঙ্গিণী ও তালপত্রের পুঁথিতে "মলিন কুসুম তনু চীরে" আছে; অর্থ—তাহার দেহ, বস্ত্র ও কুসুম মলিন। বিরহিণী কুসুম ব্যবহার করে না। পদকল্পতরুর পাঠ—'মলিন চিকুর তনু চীরে' অর্থ তাহার কেশপাশ, দেহ ও বস্ত্র সব মলিন। বিরহিণীর পক্ষে এই বর্ণনাই স্বাভাবিক। নগেন বাবুর তালপত্রে আছে যে হরি আসিতেছে শুনিয়া সে নাম স্মরণ করিয়া বস্ত্র সামলাইয়া উঠিল; রাগতরঙ্গিণীতে আছে—তোমার নাম শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল; আর পদকল্পতরুর পাঠের অর্থ তোমার নাম শুনিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

মাধব রমনি পাউলি মোহে।
আজ ধবি মোয়ঁ আসে জিআউলি
ওতএ জানহ তোহেঁ॥

কতহু কুসুম কতহু সৌবভ
কতহু ভব রাবে।
ইন্দিঅ দারুন জতহি হটিঅ
ততহি ততহি ধাবে॥

মদনসরে জে তনু পসাহল
রিতুপতি কে রোসে।
অপন বাঁলভু জয়ঁ হোঅ আএত
তযঁ দিঅ পবক দোসে॥

ভন বিদ্যাপতি সুন তোযঁ জউবতি
বহহি সঙ্গ সপুনে।
কন্ত দিগন্তব জাহি ন সুমব
কী তসু রূপ কি গুনে॥

তালপত্র . ন গু ১৬৫

শব্দার্থ—বিসেথ—বিশেষ, পার্থক্য, চাননে-চন্দনে, সাতী—শান্তি, ইন্দিঅ-ইন্দ্রিয়; পসাহল—আচ্ছন্ন হইল।

অনুবাদ—নব কিশলয় শযনে শুইয়া আছে, দিনবাত্রি বুঝিতে পাবে না, চন্দ্র সূর্য্যের বিশেষ জানে না, চন্দনকে শান্তি মনে করে। বিরহানল মনেব অনুভবের জিনিস পরকে কহা যায় না। বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া (কৃষ্ণপক্ষের) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। মাধব, বমণী মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত আমি আশায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, ইহার পব তুমি জান। কোথাও কুসুম, কোথাও সৌবভ, কোথাও (কোকিল প্রভৃতিব) ববে পূর্ণ। দারুণ ইন্দ্রিয়, যেখানে নিষেধ কব সেখানে সেখানে ধাবিত হয়। (এ সব না দেখিলে, না শুনিলে মন স্থিব বাখা যায় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রতিবোধ করা যায় না)। ঋতুপতি বসন্তেব বোষে মদনেব শব তনু আচ্ছন্ন কবিল। বল্লভ যদি আযত্ত হয়, তবু পরের দোষ দেয় (এখানে বল্লভ অনায়ত্ত কাজেই সকলে পীড়া দিতেছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন তুমি যুবতী, পুণ্যফলে (বল্লভের) সঙ্গ থাকে, যাহাব কান্ত দিগন্তবে থাকিযা স্মরণ কবে না, তাহার রূপেই বা কি আব গুণেই বা কি?

(৫৫১)

প্রথমহি রঙ্গ রভস উপজায়।
প্রেমক আঁকুব গেলাহে বঢায়॥
সে অব দিন দিন তরুনত ভাস।
তঁা তরবর মনমথে লেল বাস॥

মাধব কর্কে বিসবলি বব নারি।
বড পবিহর গুন দোস বিচারি॥
পিক পঞ্চম ডরে মদন তরাস।
সর গদ গদ ঘন তেজ নিসাস॥

নয়ন সরোজ দুহু বহ নীর।
কাজর পখরি পখরি পর চীর॥
তেঁহি তিমিত ভেল উরজ সুবেস।
মৃগমদে পূজল কনক মহেস॥

সুপুরুস বাচা সুপহু সিনেহ।
কবহু ন বিচল পখানক রেহ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধরু মন ধীরজ মিলত মুরারি ॥

তালপত্র ; ন. গু. ৭৬৭

শব্দার্থ—রভস—রহস্য ; তরুনত ভাস—তরুণ অবস্থার আভাষ পাইল ; পথরি—ধুইয়া, গলিয়া ; পর চীর—কাপড়ে পড়িতেছে ; তিমিত ভেল—কালো হইল, বাচা—বচন।

অনুবাদ—প্রথমেই রঙ্গ রহস্য উৎপন্ন করিয়া প্রেমের অঙ্কুর বাড়াইয়া গেলে। সে এখন দিন দিন তরুণ হইল, সেই তরবরে মন্মথ বাস লইল। মাধব, সুন্দরী নারীকে বিস্মৃত হইলে কেন? মহৎ ব্যক্তি দোষগুণ বিচার করিয়া পরিহার করে। পিকের পঞ্চম স্বরের ভয়ে মদনত্রাস উপস্থিত হইতেছে। স্বর গদ্‌গদ, ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। দুই নয়ন সরোজে অশ্রু বহিতেছে, কজ্জল গলিয়া গলিয়া বস্ত্রে পড়িতেছে। তাহাতে সুন্দর পযোধর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইল, (যেন) মৃগমদে স্বর্ণশম্ভু পূজা করিল। উত্তম পুরুষের বচন এবং সুপ্রভুর স্নেহ পাষাণের রেখার (ন্যায়) কখনও বিচলিত হয় না। বিদ্যাপতি কহেন শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মনে ধৈর্য্য ধর, মরারি আসিবে।

(৫৫২)

বিধি বসে তুঅ সঙ্গম তেজল
দরসন ভেল সাধ।
সময় বসে মধু ন মিলএ
সৌরভ কে কর বাধ ॥

মাধব কঠিন তোহর নেহ।

তুঅ বিরহ বেআধি মুরছলি
জীবন তাসু সন্দেহ ॥

(৫৫১) **পাঠান্তর**—নেপাল ১৮১ পঃ ৬৪ খ, পং ৫ :—

প্রথমহি হৃদয় পেম উপজাএ।
পেমক আঙ্কুর গেলাহ বঢ়াএ ॥
সে আবে তরুঅর সিরিফল ভাস।
তহিঁউ নবলে মনমথে লেল বাস ॥
মাধব ককে বিসরলি বর নারি।
বড় পরিহর গুণদোস বিচারি ॥
নয়ন সরোজ দুহু বহ নীর।
কাজর পথরি পথরি পল চীর ॥
তোহি তিমিত ভেল উরজ সুবেস।
মৃগমদে পূজল কনক মহেশ ॥
কাজরে বাহু উরগ সিবকাহু।
বিসর মলয়জ পুহু মলয়জ পঙ্ক ॥
চান্দ পবন পিক মদন তরাস।
সরগ সগদ ঘন ছাড় নিসাস ॥
ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি।

জগত নাগরি কত ন আগরি
তথুহু গুপুত পেম।
সে রস বএস পুনু পাবিঅ
দেলহু সহস হেম॥

নেপাল ১৬৭, পৃঃ ৫৮ খ ,পং ২ ; ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ৭৮২

শব্দার্থ—কে কব বাধ—কে বাধা দেয় ; আগরি—অগ্রগণ্য , সহস—সহস্র।

অনুবাদ—বিধিবশে তুমি সঙ্গ ত্যাগ করিলে, দর্শনের সাধ হইল, সময়গুণে মধু মেলে না, সৌরভে কে বাধা দিবে? (মধু সকলে না পাইতে পারে, কিন্তু সৌরভ সকলেই উপভোগ করে, তুমি দর্শন তো দাও, অধরমধু নাই বা দিলে)। মাধব, তোমার স্নেহ কঠিন, তোমার বিরহ ব্যাধিতে মূর্ছিত হইয়াছে, তাহার জীবন সন্দেহ। জগতে কত না অগ্রগণ্যা নাগরী আছে এবং তাহাদের মধ্যে কত গুপ্ত প্রেম আছে কিন্তু সহস্র সুবর্ণ দিলেও কি সে রস ও সেই বয়স পাইবে?

(৫৫৩)

আজে তিমির দহ দীস ছড়লা।
আজে দিঘর ভএ দিবস বঢ়লা॥
আজে অকথ ভেল পরিজন কথা।
আরতি ন রহএ উচিত বেথা॥
এ সখি এ সখি ফললি সুবেলা।
নিঅর আএল পিআ লোচন মেলা॥
বিরহে দগধ মন কত দুর ধওলা।
মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা॥
কত খন ধরব জাইতে জিব রাখি।
আসা বাঁধ পড়ল মন সাখি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন সজনী।
বালভ সুন ভেল মহঘি রজনী॥

তালপত্র ন গু. ৭৯৩

অনুবাদ—আজ তিমির দশদিক ছড়াইয়া পড়িল, আজ দিনও যেন দীর্ঘ হইল (শেষ হয় না)। আজ পরিজনের কথা অকথ্য হইল—বলিতে ভাল লাগে না। উৎকণ্ঠায় উচিত ব্যথাও থাকে না। এসখি, এসখি, সুদিন বুঝি আসিল—প্রিয় নিকটে আসিল, নয়নের মিলন হইল। (কিন্তু বৃথা এ আশা) বিরহে দগ্ধ হইয়া মন কতদূরে দৌড়িয়াছিল (যেখানে প্রিয় আছে সেইখানে)? মনোরথ প্রার্থনা করিয়া কেই বা পায়? যে প্রাণ যাইতে বসিয়াছে তাহাকে কতক্ষণ ধরিয়া রাখিব? আশার বন্ধনে মন সাক্ষী হইল। বিদ্যাপতি বলেন—সজনি শোন! বল্লভ বিহীন এই রাত্রি দুর্মূল্য হইল (অনেক দুঃখে ইহা কাটাইতে হইল)।

(৫৫৪)

প্রথম একাদস দই পহু গেল।
সে হো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল॥
ঋতু অবতার বয়স মোর ভেল।
তইও ন পহু মোর দরসন দেল॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুন সর জোর॥
চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ।
চানন লাগ বিখম সব সোএ॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গুণবতি নারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি ॥

গ্রিযার্সন ৭২ ; ন. গু. (প্র) ২

অনুবাদ—প্রভু আমাকে, ক (প্রথম) ট (একাদশ)=কট (প্রতিশ্রুতি) দিয়া গেলেন। সে ও কত দিন অতীত হইয়া গেল। ঋতু (৬) অবতার (১০)=১৬ বৎসর আমার বয়স হইল। তবুও আমার প্রভু দর্শন দিলেন না। সখি! আর আমার ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। দিন দিন মদনের শরাঘাত দ্বিগুণ হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই আমার অসহ্য মনে হয়। চন্দন ভাল লাগে না। বিদ্যাপতি বলেন হে গুণবতি নারি! ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৫৫৫)

জঞো প্রভু হম পএ বেদা লেব।
হমহু সুজনে দোস রাইত দেব ॥
সুভ হো সামি কহব কী রোএ।
পরতহ তিল লএ হম দেব গোএ ॥

আইলি জগত জুবতি কে অন্ধ।
সামি সমিহিত কর প্রতিবন্ধ ॥
দিনদস চীত রহলি অবিচারি।
ততে হোএত জত লিহল কপালি ॥

ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ২০৬, পৃ ৭৪ ক, পং ৩

শব্দার্থ—জঞো—যখন ; পএ—অব্যয় শব্দ ; বেদা লেব—বিদায় লইবে ; রাইত—(অর্থ বুঝা গেল না) ; রোএ—কাঁদিয়া ; পরতহ—প্রত্যহ ; গোএ—গোপন করিয়া ; সমিহিত—অভীষ্ট ; লিহল—লিখিল ; কপালি—ভাগ্য।

অনুবাদ—যখন প্রভু আমার নিকট হইতে বিদায় লইবেন, তখন আমি সুজনকে কোন দোষ দিব না (?)। আমি কাঁদিয়া বলিব স্বামী তোমার শুভ হউক ; তোমাকে আমি প্রত্যহ গোপনে তিলাঞ্জলি দিব। এই জগতে কোন যুবতী এমন অন্ধ যে স্বামীর অভীষ্ট কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করে ? দিন দশেক চিত্ত স্থির করিতে পারিল না, তারপর ভাবিল কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই হউক।

(৫৫৬)

হাথিক দসন, পুরুষ বচন, কঠিনে বাহর হোএ।
ও নহি লুকএ, বচন চুকএ, কতে কিবও কোএ ॥
সাজনি অপদ গৌরব গেল।
পুরুব করমে, দিবস দুখনে, সবে বিপরিত ভেল ॥
জানল সুনল ও নহি কুজন তেহ মেলাওলরীতি।
হসু তারাপতি ॥

(৫৫৪) মন্তব্য—নগেন্দ্রবাবু "অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর
দিন দিন মদন দুগুণ সর জোর।"
বাদ দিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাধার পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে দেখিয়াই তিনি ইহা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

রিপু খণ্ডন কামিনি লুহবর বদন সুশোহে।
রাজমরাল ললিতগতি সুন্দর সে দেখি মুনিজন মোহে॥
পিঅতম সমন্দু সজনী।
সাবঙ্গ রঙ্গ বদন তাতে রিপু অতি সুখ ততেহ মহঘি রজনী॥
দিতিসুত বতিসুত অতিবড দারুণ তাতহ বেদন হোই।
পবক পিড়'এ জে জন পাবিঅ তেসন ন দেখিঅ কোই॥

ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ২০১, পৃ ৭২ক, পং ৩

শব্দার্থ—হাথিক দসন—হস্তীর দন্ত, বাহর হোএ—বাহির হয়, উদ্গত হয়; লুকএ—লুকায়; চুকএ—ভুলিয়া যায়; কতে কিবও কোএ—(মানে বুঝা গেল না), গুণনে—মন্দগুণে, রিপু খণ্ডন—প্রথম রিপু কামকে খণ্ডন করে এমন; লুহবর—লুব্ধকারী; সমন্দু—সম্বাদ দাও, সাবঙ্গ রঙ্গ বদন—কমলের মতন মুখ।

অনুবাদ—হাতীর দাঁত আর পুরুষের বচন অনেক কষ্টে বাহির হয়। সে লুকায় না, কথা দিয়া ভুলিয়া যায় না··· । সজনি বৃথাই আমার (কুল) গৌরব নষ্ট হইল। পূর্ব্বকর্ম্ম ফলে, সময় খারাপ বলিয়া, সবই বিপরীত হইল। জানিলাম শুনিলাম যে সে কুজন নহে, তাই তাহার সহিত ভাব করিলাম। তাহার সুন্দর মুখ মদনকেও পরাজিত করে এবং কামিনীকুলকে লুব্ধ করে। তাহার রাজহংসতুল্য ললিত সুন্দর গতি মুনিজনেরও মোহ ঘটায়। সজনি। প্রিয়তমকে সংবাদ পাঠাও। তাহার কমলের মতন সুন্দর মুখ এদিকে মদনের জ্বালা, অমূল্য রজনী। (শেষ দুই চরণের অর্থ বুঝিলাম না)।

(৫৫৭)

বাঢলি পিরিতি হঠহি দূর গেলি।
নয়ন কাজর মুহ মসি ভেলি॥
তে অবসাদে অবসিন ভেল দেহ।
খত কুমেঢ়া সন বুঝল সিনেহ॥

সাজনি কি পুছসি মো'হি।
অপদ পেম অপদহি পউ মোহি॥
জঞো অবধানিঞ পরজন্তু জান।
কণ্টক সম ভেল রহএ পরান॥

বিরহানল কোইল কর জারি।
বাঢ়লি হরি জনি সীচিতা বারি॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ১৯৮, পৃ ৭১ক, পং ৪

অনুবাদ—যে প্রেম বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা সহসা দুরীভূত হইল। আমার নয়নের কজ্জল মুখের কালি (মুহ মসি =মুখের কালি) হইল। তাই অবসাদে দেহ অবসন্ন হইল। প্রেম পচা কুমড়ার মতন বলিয়া বুঝিলাম (বেশী পাকিলে পচিয়া যায়)। সজনি! আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? অস্থানে প্রেম করিয়া আমি বিপদে পড়িলাম। যেমন জানিতেছি—অনুভব করিতেছি—তাহা যেন আর কাহাকেও না জানিতে বা বুঝিতে হয়। (প্রেম) কণ্টক তুল্য হইল, তথাপি প্রাণ রহিয়াছে। কোকিল বিরহানল বৃদ্ধি করিতেছে। আগুন বাড়িয়াছে জানিয়া হরি জল সেচন করিবেন।

(৫৫৮)

অলখিতে গোপ আএল চলি গেল।
সসরি খসল চির সমরি ন গেল॥
আধ বদন তহ্নি দেখল মোর।
চান অঁএঠ করি চলল চকোর॥
কাহ্নু মোহি দেখলহু গেলাঁহু লজ্জাএ।
তখনুক লাজ অবহু নহি জাএ॥
আধহু অধিক সকোচিত অঙ্গ।
মোলল মৃনাল দোগুন ভেল ভঙ্গ॥
চন্দনে লেপিত তনু রহ সোএ।
বিরহক কসমসি নিন্দ নহি হোয়॥
রসকে তন্ত বুঝএ জদি কেও।
ভাব ভনএ অভিনব জয়দেও॥

তালপত্র ন. গু. ৫৫৩

শব্দার্থ—সসবি—সরিয়া; সমবি—সামলান; অঁএঠ—উচ্ছিষ্ট; মোলল—মোচড়ান; সোএ—শয়ন করিয়া; কসমসি—যাতনা।

অনুবাদ—অলক্ষে গোপ (কৃষ্ণ) আসিল (আবার) চলিয়া গেল, বস্ত্র সরিয়া খসিয়া পড়িল, সামলান গেল না। সে আমার অর্দ্ধমুখ দেখিল, চকোব চন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট কবিয়া চলিয়া গেল। কানাই আমাকে দেখিল, আমি লজ্জিত হইলাম। তখনকার লজ্জা এখনও যায় নাই। অর্দ্ধেকের অধিক অঙ্গ সঙ্কুচিত হইল, ভগ্ন মৃণাল দ্বিগুণ ভগ্ন হইল। চন্দনে তনু লেপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম, বিরহের য তনায় নিদ্রা হয় না। বসের তত্ত্ব যদি কেহ বুঝে, অভিনব জয়দেব সেই ভাব কহেন।

(৫৫৯)

অবধি বঢ়াওলহ্নি পুছি ইহ কাহ্নু।
জীবহু তহহে গরুঅ ছল মান॥
ভলাহুক বচন মন্দ আবে লাগ।
কুম্ভীজল হে ভেল অনুরাগ॥
সাজানী কি কহব টুটল সমাদ।
পরক দরব হো, পর সঞো ব দ॥
ওহি ধন্ধ ভেলি, আসা হানি।
কত পতিআএব সুধী বানি॥
বহলি পেন্দ টেঢ়সমবোল।
কতএক নাগর আওগে ছোল॥
বিরহক বোলএ নাগরি বোল।
বিদ্যাপতি কহএ অমোল॥

নেপাল ১৪০, পৃ ৪৯খ, পং ৩.

শব্দার্থ—অবধি—প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কাল; তহ—অপেক্ষা; কুম্ভীজল—অল্পজল; পরক দরব—পরের দ্রব্য; পরসঞো—পরের সহিত; পতিআএব—বিশ্বাস করাইব; (বহলি পেন্দ ইত্যাদি দুই চরণের অর্থ বুঝা গেল না)।

অনুবাদ—কানাই ফিরিবাব নির্দ্দিষ্ট কাল বাড়াইল। জীবনের চেয়েও তোমার মান ছিল বড়। এখন ভাল লোকের কথাও খারাপ লাগে। অল্পজলে (অপাত্রে) অনুরাগ হইল। সজনি! কি বলিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। পরের জিনিষ লইয়া কি পরের সঙ্গে বিবাদ চলে! ও বোকামি করিল; আমার আশা হানি হইল। সুধীজনের কথায় কত বিশ্বাস করাইব?...... .... নাগরী বিরহের কথা বলিতেছে। বিদ্যাপতি অমূল্য কথা বলেন।

(৫৬০)

কানন কোটি কুসুম পরিমল ভমর ভোগএ জান।
সহস গোপী মধু মধু মুখমধুপ কেপএ কাহ্নু ॥
চম্পক চিহ্নি ভমর ন ভাবএ মোসঞো কাহ্নুক কোপ।
আন্তরকার গমার, মধুকর গমনে, গোবিন্দ গোপ ॥
সাজনি অবহু কাহ্নু বুঝাঞো।
বিরহি বধ বেআধি পচসর জানি ন জম জুড়াও ॥
কঞোন কুলবহু বানগো অনঙ্গ জাবে সে বালভু ধাম ॥
ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি

নপা। ১৫৬, পৃ ৫৬ ক, পং ১

অনুবাদ—কাননে কোটি কুসুমের পরিমল, ভ্রমর উপভোগ করিতে জানে। সহস্র গোপীর মুখমধু কানাই পান করে। ভ্রমর চাঁপাকে চিনিয়া (দেখিয়া) ভাবে না যে আমার সহিত কানাইয়ের রাগারাগি। গোবিন্দ গোপ মূর্খ, তাহার অন্তরও কালো, মধুকরের মতন তাহার ব্যবহার। সজনি এখনও কানাইকে বুঝাও। পঞ্চশর ব্যাধি দিয়া বিরহিনীকে বধ করিতে যাইতেছ, যম মৃত্যু দিয়াও তাহাকে জুড়ায় না (শান্তি দেয় না)। যখন বল্লভই বাম, তখন আর অনঙ্গ কুলবধূর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবে না কেন?

(৫৬১)

হমরে বচনে সখি সতত লজএ
বেতহু পরিহরি হুহু বাতি।
পটল গুনল অগরি বাড়ে খাএ
বসব দিস হোএত স্নকান্তি ॥ ধ্রু ॥
অমুবিধ হমর উপদেস।
বিরজ নামে জতে দুবে স্নানঞ
হঠে ছাড়ব সে দেস ॥

সাবো আনি সে চানকে সোপলহ
দেখতহি অপনী আখি।
সুধমা সুহাউহি সঞো খএলক
কেবল পখি আ রাখি ॥

ভমি ভমি বিরউ সেবহি নিহারএ
ডরে নহি করএ উকাসী
দহী দুধ কুসঞো খএলক
গিরি দুখ পলল উপাসী ॥
ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ৩৭, পৃ ১৫ ক, পং ৩

অর্থ প্রতীত হইল না।

(৫৬২)

জত জত তোহে কহল সুজানি সে সবে ভেল সরূপ
মাধুর জাইতে আজে মএ দেখল কতেঅো কাহ্নু…
…সঅো মনসিজে বেআকুল থীরমন নহি মোর।
ভল কএ হরি হেরি ন ভেলে ই বড় লাগল ভোর।
সাজনি…অপন বেদন জাহি নিবেদঅো তৈসন মেদিনি থোল।
হমহু নবকুরবহু সে পহু রাখলি চাহিঅ ‥
চাহিঅ ভেল চাহিঅ সমাজ।
সে সবে কামিনি তোহ তহ সম্ভব হেন মোর অনুমান।
কো…স্থি মোহি ছাটেঁ মেরাবহ কো মোর নেহে পরান।
ভনে বিদ্যাপতি সুন তএ যুবতি নিঅ মনে অনুমান।
রতনে জদি জতনে গোপিঅ নেঅও ন জানএ আন।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪১২

অনুবাদ—তোমাকে যে যে কথা বলিয়াছিলাম, সব সত্য হইল। মথুরা যাইতে আজ আমি কানাইকে একটু দেখিলাম।……আমি কামে ব্যাকুল হইলাম, আমার মন স্থির ছিল না। ভাল করিয়া যে হরিকে দেখিতে পাইলাম না, ইহাতে বড় দুঃখ লাগিল। সখি! নিজের বেদনা বলা যায় এমন লোক জগতে কম। আমি নবকুরবকের ন্যায়, সেই প্রভু আমার মিলন মাগিয়াছিল।‥ ………… আমার মনে হয় সে সব তোমার ন্যায় কামিনীতে সম্ভব। কে আমাকে মিলন করাইয়া দিবে,…… …… ‥ বিদ্যাপতি বলেন সেইজন্য যুবতি শুন, নিজের মনেই বুঝ। যদি রত্নকে যত্ন করিয়া গোপন করিয়া লও, তবে অন্য লোকে জানিবে না।

(৫৬৩)

ধন জৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তলিত তরঙ্গে॥
সুঘটিত বিহি বিঘটাবে।
বাঁক বিধাতা কী ন করাবে॥
ঈও ভল নহিঁ রীতী।
হটেঁ ন করিঅ দুরি পুরুব পিরীতী॥
সচকিত হেরয় আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা॥
নয়ন তেজয় জলধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা॥
জকরা জাসঁ রীতী।
দুরহুক দুর গেলেঁ দো গুন পিরীতী॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে॥

গ্রিয়ার্সন ৪৭

শব্দার্থ—তলিত—তড়িৎ; বিহি—বিধি; সুমরি—স্মরণ করিয়া।

অনুবাদ—ধনযৌবন রস রঙ্গ দশ দিন তড়িত-তরঙ্গের মত দেখায় (সেইরূপ শোভাশালী ও ক্ষণস্থায়ী)। সুঘটনাও বিধি কুঘটিত করে, বিধাতা বক্র (হইলে) কি না করে ? মাধব, তোমার এই রীতি ভাল নহে, অবুঝ হইয়া পূর্ব প্রীতি দূর করিও না। সুপ্রভুর পাশে (সহিত) সমাগম স্মরণ করিয়া সচকিতে আশা (পথ) দেখিতেছে। নয়ন জলধারা মোচন করে, বস্ত্রে মন নাই, হার পরে না। লক্ষ যোজন (দূরে) চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে। যাহার সহিত যাহার রীতি, দূর হইতে দূরে গেলেও প্রীতি দ্বিগুণ হয়। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, প্রতিশ্রুত কথা সুপ্রভু নির্ব্বাহ করিবেন।

(৫৬৪)

সপনে আএল সখি মঝু[১] পিঅ পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে॥
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিস পরএ কুসুম সর বানে॥
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা॥
উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরী॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পূরতৌহ মনে॥

রা.গ.ত. পৃঃ ১০৬ ; ন. গু. ১৯৬

শব্দার্থ—হুলাসে—উল্লাস ; বঙ্ক বিলোচন—বাঁকা নয়ন ; থোরা—অল্প ; জনি—যেমন ; হিলোরা—উদ্বেলিত হয় ; সুনি—শূন্য।

অনুবাদ—সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল ; সে সময়কার হৃদয়ের আনন্দের (কথা তোমাকে) কি বলিব ! ধনুর্গুণ দেখি না (শর) সন্ধানও দেখি না. (অথচ) চারিদিকে কুসুম-শরের (মদনের) বাণ পড়িতেছে। বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত ; যেমন চন্দ্র উদিত হইলে (তাহা দেখিয়া) সমুদ্র উদ্বেলিত হয় (সেই অর্ধচন্দ্র-সদৃশ নয়ন দেখিয়া প্রেম সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল)। আলিঙ্গনের সময় চমকিয়া উঠিলাম (আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল); (তখন) শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি কহেন, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ তাহা মনে পূর্ণ হইবে।

(৫৬৫)

সপনে দেখল হরি উপজল রঙ্গে।
পুলকে পুরল তনু জাগু অনঙ্গে॥
বদন মেরাএ অধর রস লেলা।
নিসি অবসান কাহ্নু কঁহা গেলা॥
কা লাগি নীন্দ ভাঁগলি বিহি মোর।
ন ভেলে সুরত সুখ লাগল ভোর॥
মালতি পাওল রসিক ভমরা।
ভেল বিয়োগ করম দোস মোরা॥
নিধনে পাওল ধন অনেক জতনে।
আঁচর সয়ঁ খসি পলল রতনে॥

নেপাল ২৫৯, পৃঃ ৯৪ ক, পং ৫ ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. ১৯৮।

শব্দার্থ—মেরাএ—মিলাইয়া ; সয়ঁ—হইতে।

(৫৬৪) মঝুমঝু—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "পিয়া" করিয়াছেন

অনুবাদ—স্বপ্নে হরিকে দেখিলাম, রঙ্গ উপজিল। তনু পূর্ণ হইল, অনঙ্গ জাগিল। মুখ মিলাইয়া অধর-রস লইল, নিশা অবসান হইল, কানাই কোথায় গেল? বিধাতা আমার নিদ্রা কেন ভাঙ্গিল, (শুধু) ভ্রম হইল, সুরত-সুখ হইল না। মালতী রসিক ভ্রমরকে পাইল, আমার কর্মদোষে বিয়োগ হইল। নির্ধন অনেক যত্নে ধন পাইল, অঞ্চল হইতে রত্ন খসিয়া পড়িল।

(৫৬৬)

ভেটল মধুর পতি সপনে মো আজ।
তখনক কহিনী কহইতে লাজ॥
জখনে হরল হরি আচর মোর।
রসভরে মন রুকসনী ভোর॥

রভসহি তহ বোললন্থি মুখকান্তি।
পুলকিত তনু মোর কতধর ভান্তি॥
আনন্দলোরে নয়ন ভরি গেল।
পেম আকুর অঙ্কুর মেল॥

কবে কুচ মণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনকগিরি ঝাঁপল হোএ॥
বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ৮০, পৃ ১৬ ক, পং ৪

অনুবাদ—মুখের শোভা দেখিয়া বুঝা যায় যেন রভস হইয়াছে। আমার পুলকিত তনু কত শোভা ধরিল। আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল—প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল। আজ স্বপ্নে আমি মধুর পতির সঙ্গলাভ করিলাম। সে সময়ের কথা বলিতে লজ্জা করে। যখন হরি আমার অঞ্চল হরণ করিলেন তখন রসভরে আমার মন আকুল হইল। তাঁহার করে কুচমণ্ডল লুকাইয়া রহিল, মনে হয় কমল কনকগিরিকে ঝাঁপিয়া (আবৃত করিয়া) রাখিল।

(৫৬৭)

জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরি জা লাগি রে॥
সে কাহ্নু কতে দিনে পাহুন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হঠে টারহ জনু
পেম সুধা অবগাহি রে॥

রোঅইতে নোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেল রে।
ফ জল চিকুর চীর নহি চেতএ
হার ভার তনু ভেল রে॥
তপ তোর তরুন করুনে কাহ্নু আএল
কাঁই বঢ়াবসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন
কবি বিদ্যাপতি ভান রে॥

তালপত্র, ন. গু. ৮১৭

শব্দার্থ—চাঁদন—চন্দন; বিখ—বিষ; সায়ক—শর; পাহুন—অতিথি; টারহ—ঠেলিও; অবগাহি—অবগত হইয়া; ফ জল—মুক্ত; চেতএ—সামলায়; সংপন—সম্পন্ন।

অনুবাদ—যাহার লাগিয়া চন্দন বিষ হইতেও তীব্র হইল, যাহার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল, যাহার লাগিয়া দক্ষিণ পবন শর হইল, যাহার লাগিয়া মদন বৈরী হইল, সেই কানাই কতদিন পরে তোর অতিথি, হাসিয়া তাহাকে দেখিস্ না?

প্রেম সুধা জানিয়া (প্রেমামৃত অবগত হইয়াও) হৃদয়ের হার বলপূর্বক যেন ঠেলিস না। রোদন করিয়া অশ্রুতে চক্ষু আতুর হইল, রজনীর যাম যুগের (তুল্য) গেল।. মুক্ত চিকুর (ও) বস্ত্র সম্বরণ করিতিস না, দেহে হার ভার হইয়াছিল। তোর তপ (ফলে) তরুণ কানাই করুণাবশতঃ (কৃপা করিয়া) আসিল, কেন মান বাড়াস ? কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যাহা কল্পনাতেও ছিল না তাহাও সম্পন্ন হইল।

(৫৬৮)

কে মোরা জাএত তুবহুক দূব।
সহস সৌতিনি বস মাধুবপুর॥
অপনহি হাথ চললি অছ নীধি।
জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি॥
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চান্দ কুমুদ দুহু দবসন ভেল॥
কতএ দমোদব দেব বনমালি।
কতএ কহমে ধনি গোপ[১] গোআরি॥
আজে অকামিক দুই দিঠি মেলি।
দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি॥

নেপাল ১৪, পৃঃ ৬ ক, পং ৫ ; ন. গু ৮৩০

অনুবাদ—আমার কে দুবদুবান্তরে যাইবে (তোমাকে খবর দিতে) মধুপুবে সহস্র সতীন বাস করে। আপনার হাত হইতে নিধি গিয়াছিল। দশ যুগ জপ করিলাম আজ সিদ্ধি হইল। সখি, কুদিবস গেল, ভাল হইল, চন্দ্র ও কুমুদে দর্শন হইল। কোথায় দামোদব দেব বনমালী, কোথায় আমি মূঢ়া গোপী। আজ অকস্মাৎ দুই দৃষ্টিতে মিলন হইল, দেবতা দক্ষিণ (প্রসন্ন) হইল, আমাব হৃদয় উদ্বেলিত হইল। বিদ্যাপতি বলেন ববনারি। শুন, কুদিবস দুই চাবিদিন থাকে।

(৫৬৯)

জনম কৃতারথ সুপুরুস সঙ্গ।
সেহে দিবস জোঁ নহি মন ভঙ্গ॥
হৃদযক আনন্দে সুখ পবগাস।
তবনি তেজেঁ হে কমল বিগাস॥
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
হবি নিধি মিলল সকল সিধি ভেল॥
একদিস মনিময নব নিধি হেম।
অওকা দিস নববস সুপুরুস পেম॥
নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।
প্রীতি অধিক থী কে নহি জান॥
প্রীতিক সম হে দোসব নহি আন।
জাহি তুলনা দিঅ অপন পরান॥

ভনই বিদ্যাপতি অনুপম রীতি।
দম্পতি কাঁ হো অচল পিবীতি॥

তালপত্র, ন গু. ৮৯৩

শব্দার্থ—কৃতারথ—কৃতার্থ ; জোঁ—যাহাতে ; পবগাস—প্রকাশ ; তরনি—সূর্য্য , বিগাস—বিকাশ ; নিকুতী—নিক্তি ; তৌলি—ওজন করিয়া।

(১) পুঁথিতে 'গৌর' আছে। নগেনবাবু সংশোধন করিয়া 'গোপ' করিয়াছেন।

অনুবাদ—সুপুরুষের (সহিত) মিলন হইলে জন্ম কৃতার্থ হয়, সেই দিবস (সার্থক) যাহাতে মন ভঙ্গ হয় না। হৃদয়ের আনন্দে সুখ প্রকাশিত হয়, যেমন সূর্য্যের তেজে কমল বিকশিত হয়। সখি, কুদিবস গেল, ভাল হইল, হরি-নিধি মিলিল, সকল সিদ্ধি হইল। একদিকে মণিময় নবনিধি ও সুবর্ণ, অন্যদিকে সুপুরুষের প্রেমের নূতন রস। নিক্তিতে তৌল করিয়া বিচার করিলে প্রীতি অধিক (ওজনে) হয়, কে না জানে? জগতে প্রীতির তুল্য দ্বিতীয় কিছু নাই যাহার সহিত আপনার প্রাণের তুলনা দিই। বিদ্যাপতি কহেন, রীতির উপমা নাই, দম্পতীর প্রীতি অচল।

(৫৭০)

মাধব মাধব হোহু সমধান।
তুঅ বিনু ভুবন করব রিতু পান॥
প্রথম পচীস অঠাইস ভেল।
তাসম বদন হেম হরি লেল॥

পচীস অঠারহ বীস তনু জার।
ছিতি সুত তেসর সে জিব মার॥
সুমরিঅ মাধব ও দিন সিনেহ।
জে দিন সিংহ গেল মীনক গেহ॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি অচ্ছর লেখ।
বুধ জন হোএ সে কহে বিশেখ॥

গ্রিয়ার্সন ৫৭

অনুবাদ—মাধব, হে মাধব! সাবধান হও। তোমাকে না পাইলে সে বিষ পান করিবে (ভুবন = ১৪, রিতু বা ঋতু = ৬; ১৪ + ৬ = বিশ, বিষ)। (ব্যঞ্জনবর্ণের) প্রথম (ক), পচীস (ম), অঠাইস (ল), কমলতুল্য বদনের কান্তি (হেম) হরণ করিয়া লইল। পচীস (ম) অঠারহ (দ) বীস (ন), মদন তনু দহন করিতেছে। ক্ষিতিসুত (মঙ্গল) তৃতীয় স্থানে, সে জীবন নাশ করিবে। মাধব যেদিন সিংহ মীনের ঘরে গেল (অর্থাৎ তুমি তোমার সিংহ = মস্তক আমার মীন = পদে রাখিলে) সেইদিনের প্রেমের কথা স্মরণ কর। বিদ্যাপতি বলেন অক্ষরগুলি লেখ, তাহা হইলে বিজ্ঞজন ইহার অর্থ বাহির করিতে পারিবে।

(৫৭১)

দ্বিজ আহর আহর সুত নন্দন[১]
সুত আহর সুত রামা।
বনজ বন্ধু সুত সুত দএ সুন্দরি
চললি সঙ্কেতক ঠামা॥

মাধব বূঝল কথা বিসেখী[২]।
তুঅ গুন লুবুধলি প্রেম পিআসলি[৪]
সাধস[৩] আইলি উপেখী॥

(৫৭১) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ প্রতীত হইল না।

(৫৭১) নেপাল পুঁথিতে পাঠান্তর—(১) সুত ন পুন আরহ কামা। (২) বুঝহ বিসেখী (৩) মাধব (৪) এই পংক্তি নেপাল পুঁথিতে নাই।

হরি অরি অরি পতি তা সুত বাহন[৪]
জুবতি নাম তসু হোঈ।
গোপতি পতি অরি সহ মিলু বাহন[৫]
বিরমতি কবহু ন হোঈ[৬] ॥
নাগর নাম জোগ ধনি আবএ
হরি অরি অরি পতি জানে।
নউমি দসাহ এক মিলু কামিনি
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে ॥[৭]

নেপাল ১৬৫, পৃঃ ৫৮ খ, পং ৫ ; ন. গু. (প্র) ১২

(৫৭২)

কুবলয় কুমুদিনি চউদিস ফুল।
কেরব কোকিল দহ দিস ভুল ॥
খনে কর সাদ খনহি কর খেদ।
বেসন বিষধর পঢ়জ নিবেদ ॥
আএল রে বসন্ত রিতুরাজ।
ভমরে বিরহে চলু ভমরি সমাজ ॥
উরি উরি পরেবা সবে গোপি মেলি।
কাহ্ন পৈসল জনি কর কেলি ॥
গোপি হসলি অপন মুখ হেরি।
চান্দ পলাঅল হরিণক সেরি ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি।

নেপাল ২৮২, পৃ ১০২, পং ৩

পাঠান্তর ঃ—

কুবলঅ কুমুদিনি চউদিস ফুল।
কোকিল কলরবে দহ দিস ভুল ॥
আএল বসন্ত সময় রিতুরাজ।
বিরহে ভমরি চলু ভমর সমাজ ॥
উরি উরি পরেবা বহু গোপি মেলি।
কাহ্ন পইসল বন কর জল কেলি ॥
রাধা হসলি অপন মুখ হেরি।
চাঁদ পড়াএল হরিনক সেরি ॥
খনে কর সাসা খনে কর খেদ।
বইসল বিসধর পঢ় জনি বেদ ॥
ভোগী অছল মহেসর ভেল।
পান তমোর হাথ কএ দেল ॥
মধুএ পিবিএ পিবি সুতলা হে সেজ।
ধএল সুধাকরে অরুনক তেজ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সময়ক অন্ত।
ন থিকএ বরসা ন থিক বসন্ত ॥

ন. গু. (প্র) ৮

শব্দার্থ—কুবলয—নীল উৎপল ; চউদিস—চারিদিকে ; কেরব—কুহু কুহু রব ; সাদ—অবসাদ ; বেসন—তরুণ ; পৈসলি—প্রবেশ করিল ; সেরি—শরণার্থী।

(৫৭১) নেপাল পুথির পাঠান্তর—(৪) করাহন (৫) জুবতি নামে সে হোঈ, গোপতি অরি বাহন ধন মিলি (৬) সোই
(৭) সারক জোগে নামত গুনায়ক
হরি অরি অপরি পতি জানে
নবও কলাএক ঘর বাসই
সুকবি বিত্তাপতি ভানে।

(৫৭২) মন্তব্য—নেপাল পুথির পাঠের উক্তরূপ অর্থ হয়। কিন্তু নগেনবাবু "ভোগী অছল মহেসর ভেল" প্রভৃতি যে ছয় চরণ নূতন দিয়াছেন তাহার সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ প্রতীত হইল না।

অনুবাদ—চারিদিকে নীলোৎপল ও কুমুদ ফুল ; কোকিল কুহুরব করিয়া দশদিস ভুলাইয়া দিতেছে। (রাধা) কখনও অবসন্ন রহিতেছে, কখনও খেদ করিতেছে—যেন তরুণ সর্প মন্ত্রপাঠে নিশ্চল হইয়া থাকে, সেইরূপ রহিতেছে। ঋতুরাজ বসন্ত আসিল। বিরহে খিন্ন ভ্রমব ভ্রমরীর মিলনের জন্য চলিল। সব গোপী যেন উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া মিলিল। তাহারা (ভাব দেখাইল) যেন কানাই আসিয়া কেলি করিতে আবম্ভ করিল (তাহা দেখিয়া) গোপী (রাধা) নিজের মুখ দেখিয়া হাসিল ; শরণার্থী মৃগকে লইয়া যেন চন্দ্র পলায়ন করিল (মৃগ মৃগাঙ্কেব কলঙ্ক ; বাধার হাস্যযুক্ত মুখ কলঙ্কবিহীন চন্দ্র, তাই চন্দ্র পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল)।

(৫৭৩)

দখিন পবন বহ মদন ধনুসি গহ
তেজল সখীজন মেলী।
হরি রিপু রিপু তসু তনয় রিপু
কএ রহু তাহেবি সেরী॥

মাধব তুঅ বিনু ধনি বড়ি খিনী।
বচন ধর মন বহুত খেদ কর
অদবুদ তাহেরি কহিনী॥

মলয়ানিল হার তসু পীবএ
মনমথ তাহি ডরাই।
আতুর ভএ জত ডবহি নিবারব
তুঅ বিনু বিরহ ন জাই॥

নেপাল ২৪৮, পৃঃ ৯০ ক, পং ১, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু (প্র) ৬

(৫৭৪)

নব হরি তিলক বৈরী সখ যামিনী
কামিনী কোমল কান্তি।
জমুনা জনক তনয় রিপু ঘরনী
সোদর সুঅ কর সাতি॥
মাধব তুঅ গুনে লুবধলি রমনী।
অনুদিনে খীন তনু দনুজ দমন ধনী
ভবনুহু বাহন গমনী॥

দাহিন হরিতহ পাব পরাভব
এত সবে সহ তুঅ লাগী।
বেরি এক সর সাগর গুনি খাইতি
বধক হোয়ব তোহেঁ ভাগী॥
সারঙ্গ সাদ বিসাদ বঢ়াবয়
পিক ধুনি সুনি পছতাবে।
অদিতি তনয় ভোজন রুচি সুন্দর
দসমী দসা লগ আবে॥

নেপাল ২৬, পৃঃ ১১ ক, পং ৪, ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি ; ন. গু. (প্র) ৪

---

(৫৭৩) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ প্রতীত হইল না।

(৫৭৪) মন্তব্য—নেপাল পুঁথিতে পদের প্রারম্ভে একটি '×' চিহ্ন দিয়া আধুনিক বাংলা অক্ষরে "পূর্ণচন্দ্র" লেখা আছে। নেপাল পুঁথিতে 'ভণই বিদ্যাপতীত্যাদি' আছে। নগেনবাবু কোথাও হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বিদ্যাপতি ভন গুনি অবধারন
সমুচিত চলু নিজ গেহা
রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ন
লখিমা লখমী দেহা।"

অনুবাদ—নবহরি (চন্দন) তিলকের (শিবের) যিনি শত্রু অর্থাৎ মদন, তাঁহার সখা (বসন্ত)—বসন্ত-যামিনীতে কামিনীর কোমলকান্তি, (মদন পীড়া দিতেছে)। যমুনার জনক যে সূর্য, তাহার পুত্র কর্ণ; কর্ণের শত্রু অর্জুন; তাঁহার স্ত্রী সুভদ্রা; তাঁহার সহোদর কৃষ্ণ (সেই মদনের) শাস্তি করুক। মাধব, রমণী তোমার গুণে লুব্ধ হইয়াছে। মরাল-গামিনীর তনু অনুদিন ক্ষীণ হইতেছে। [দনুজ (অর্থাৎ রাক্ষস) দমন = বিষ্ণু, তাঁহার ধনী = লক্ষ্মী; তাঁহার ভবনে = কমলবনে যাঁহার জন্ম = ব্রহ্মা; তাঁহার বাহন = হংস)] দক্ষিণ হরি (পবন) হইতে দুঃখ পাইবে। এই সকল তোমার জন্য সহ্য করে। একবার বিষ (পঞ্চশর × ৪ সাগর ? = ২০) খাইবে, তুমি তাঁহার বধের ভাগী হইবে। ভ্রমর শব্দে বিষাদ বাড়ে, কোকিলের রব শুনিয়া অনুতাপ হয়। অমৃততুল্য (অদিতি-তনয় = দেবতা; তাঁহাদের ভোজন = অমৃত) যাহার সুন্দর কান্তি, তাহার এখন দশমী দশা লাগিবে (মৃত্যু হইবে)।

(৫৭৫)

লিখব উনৈস সতাইসক সঙ্গ।
সে পুনি লিখব পচীসক সঙ্গ॥
জনিকাঁ সোপি গেলা মোর আহি।
সে পুনি গেলাহ দেখব নহিঁ তাহি॥
বড় অনুচিত আনক পরবেস।
সে পুনি এলাহ তকর সনেস॥
মাধব জনু দীঅহ মোর দোস।
কতদিন রাখব তুনক ভরোস॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধ জন হো সে কহে বিসেখ॥

গ্রিয়ার্সন ৬৭

অনুবাদ—আমি উনিশ অক্ষরের (ধ) সহিত সাতাশ অক্ষর (র) ও তাহার সহিত পচিশ অক্ষর (ম) = ধরম লিখিব। সে আমার নিকট যাহাকে (ধর্ম্মকে) সঁপিয়া গেল, সে যে ফের যাইতে বসিয়াছে তাহা দেখিতেছে না। অন্যের (অধর্ম্মের) প্রবেশ বড় অনুচিত। সে (অধর্ম্ম) পুনরায় তাহার খোঁজে আসিয়াছে। মাধব! আমায় যেন দোষ দিও না। তোমার ভরসায় আর কতদিন উহাকে (ধর্ম্মকে) রাখিব? বিদ্যাপতি অক্ষরে লেখা বলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার মর্ম্ম বলিতে পারেন।

(৫৭৬)

গগনতোল হে তিলক অরিজুরণী
তসু সম নাগরী বাণী
সিন্ধুবন্ধু অরিবাহন গন সবি হরি হরি সুমর গেআনী॥
মাধব নিরমতি ভুজগি মথাই
অজবন্ধু তনয়া সহোদর তসুপুর দেতি বসাই॥
সুখেতনু জুবিণী বন্ধু লহি দেহ বিতহ ধরনি লোটাই।
হরি আকৃড়ি সেহওল পরসএ দাহিন হরিন সোহাই॥

হরি নিধি অবনত আতুর কহতি কত চারি দুয়ার রচ বাহী।
তীলি দোস অপনে তোহে কএলহ চারিম ভেল উপাই ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ২৪৭, পৃ ৮৯ খ, পং ১

(৫৭৭)

হরিপতি হিত রিপু নন্দন বৈরী বাহন ললিলগমণী
দিতিনন্দন রিপু বিনন্দ নন্দন নাগরিরূপে সে অধকি রমণী ॥
সিব সিব তমরিপুবন্ধ রজনী
রিতুপতি মিত বেরি চুড়ামলে মিএসমান রজনী ॥
হরিরিপু রিপু প্রভু তসু রজনী তাতকুসরি সঙ্গচসিরী।
সিন্ধুতনয় রিপু রিপু বিপ্র বৈরি নিবাহন মাস উদরী।
পন্থ তনয়হিত সুত পুনে পাবিঅ বিদ্যাপতি কবি ভানে ॥

নেপাল ২০২, পৃ ৭২ খ, পং ৩

(৫৭৮)

ইন্দু সে ইন্দু ইন্দুহর ইন্দুত
আওর ইন্দুজল পরগাসে।
এক ইন্দু হমে গগনহি দেখল
তীনি ইন্দু তুঅ পাসে ॥

কালি দেখল হমে অদভুদ রঙ্গে
মসুমন লাগল দন্দা।
কঞোন কে কহব হমে কে পতিআএত
এক ঠাম অছ চন্দা ॥

কঞোনেঞো ইন্দু তারা, কঞোনেঞো ইন্দু তরুণী
কঞোনে ইন্দু চক্র সমাজে
একসা ইন্দু মাধব সঞো খেলএ
এক ইন্দু গগনি বিমাঝে ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাল ১০৪, পৃ ৩৭ খ, পং ৪

(৫৭৬) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ প্রতীত হইল না।

(৫৭৭) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ প্রতীত হইল না।

(৫৭৮) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ বুঝা গেল না।

(৫০৯)

তীনিক তেসব তীনিক বাম।
তীনিক তেসব ধনিকেব ঠাম॥
তীনি তীনি কয় রোখলি ফ্‌ল।
তীনিক তেসব মাধব তূল॥
তীনি তীনি কএ উঠলিহি ভাখি।
তীনিক তেসব মাধব সাখি॥
ভনই বিদ্যাপতি তীনিক নেহ।
নাগরকাঁ থিক নারি সিনেহ॥

গ্রিযার্সন ৯

অনুবাদ—তিনের পব অর্থাৎ তিন স্বরবর্ণেব (অ আ ই বর্ণেব) পব (যে স্বরবর্ণ অর্থাৎ 'আ') তৃতীয়ের বামে অর্থাৎ তৃতীয় স্ববেব (=ই কাবেব বামদিকে) তাহাতে অর্থাৎ 'আ'-এই বর্ণে (পববর্তী) তৃতীয় স্বব অর্থাৎ 'উ'-কার (যোগ কর)। আ+উ=আউ (মৈথিল=আও)=এস। (যেহেতু) ধনীর (সুন্দরীব) দেহ (ঠাম) তিনেব পর তৃতীযের (ন্যায) (হইযাছে); অর্থাৎ সুন্দবীব দেহ (৩+২=৫ পঞ্চ) পঞ্চবাণের ন্যায হইযাছে। ফুল (প্রস্ফুটিতা ধনী) তিন তিন করিয়া অর্থাৎ মাধব (নামেব) তিন বর্ণ উচ্চাবণ কবিযা করিযা (শেযে) কোপান্বিতা হইযাছে (রোথলি)। (কাবণ) মাধব তৃতীয বর্ণেব পব তৃতীয দিবসেব অর্থাৎ বৃহস্পতিব তুল্য। [বৃহস্পতি বলিতে জীব=জীবন বুঝায়; সুতরাং মাধব জীবনেব তুল্য]। (ধনী) তিন তিন (=মাধব) উচ্চাবণ কবিযা উঠিযা পড়িল। (হে) মাধব (তাহার) সাক্ষী তিনেব তৃতীয অর্থাৎ তৃতীয দিবসের পব তৃতীয=বৃহস্পতি=জীবন। বিদ্যাপতি বলিতেছে, তিনেব স্নেহ (অর্থাৎ এই তিন বর্ণে যে স্নেহ প্রদর্শিত হইযাছে তাহা) নাগরের প্রতি নারীব স্নেহ।

(৫৮০)

মাধল বুঝলি তুঅ গুন আজে।
পচত্থন দসগুন দযসগুন সেগুন
সেহো দেল কোন কাজে॥
চালিস কাটি চারি চৌঠাঈ
সে হম সে পহু মোরা।
কপটী কাহ্নৈয়া' কেলি নহি জানলি
কৈলন্হি জন্মক ওবা॥
সাঠি কাটি দহ বুন্দ বিবরজিত
সে বতকব উপহাসে।
পহুক বিষাদ সহৈ নহি পাবী
দুই বুন কবব গবাসে॥
নবো বুনাদয নবো বামকব
সে উর হমর প্রানে।
সে হরখিত মুঁহ হেরি ন হোএ
কারন কে নহিঁ জানৈ॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু বরজৌমতি
তাহি কবটি কেঅ বাধা।
অপন জীব দয পর কৈ বুঝাবিঅ
কমল নাল দুই আধা॥

গ্রিয়ার্সন ৬৩ ; মী. গ. সং ২য খণ্ড, পৃঃ ২

অনুবাদ—মাধব, তোমার গুণ আজ বুঝিলাম। ৫×১০×১০×১০০=৫০০০০ শপথ করিলেও তাহাতে কি কাজ হয়? তুমি যখন আসিবে না, তখন অধিক শপথে কি ফল? ৪০—৪=৩৬; ৩৬×¼ (চৌঠাঈ)=৯ নব;

(নূতন)। (কিন্তু) কপট কানাই কেলি জানে না, জন্মের শেষ করিয়া দিল [আমার জীবন ব্যর্থ করিল)] ৬০ — ১০ = ৫০ ; ৫০ বিন্দু বিবর্জিত = ৫ পঞ্চজনের (লোকের) উপহাস কে সহ্য করিবে ? প্রভুর উপেক্ষা (নিষেধ) কে সহ্য করিবে ? আমি বিষ খাইব। ০০০০০০০০০ = নৌ বুন্দা ; নব বাম কর = নয়টি শূন্যের বামে ৯ = নবপদ্ম ; আমার প্রাণ নব পদ্মের ন্যায় (বিকশিত হইযাছিল), সেই হরষিত মুখের দিকে চাহিতে পাবি না—কে (তাহার) কারণ জানে না ? বিদ্যাপতি বলেন ববযুবতী শুন, তাহাতে কে বাধা (প্রদান) করে না ? কমল এবং নাল পৃথক হইলে (কোনটিও বাঁচে না) (এই শিক্ষা) নিজের কথায় নিজেই শিখাইল।

(৫৮১)

জননী অসন বাহন কে ভাসা
সারগ অরি কর সাদে।
তে তুহু মিলিত নাম এক তুরজন
তেঁ মোহি পরম বিসাদে॥

সখি হে রমন ভবন পরবাসী।
ঋতুপতি বাএ আএ সংপ্রাপত
তেঁ ভউ পরম উদাসী॥

সুরঁঅরি গুরু বাহন রিপু তা রিপু
তা রিপু অনুখনে তাবে।
হবি কপট নপতি তাসু অনুজ হিত
সে মোহি অবহু ন আবে॥

ন গু (প্র) ৯

(৫৮২)

পরতহ পরদেস পরহিক আস।
বিমুখ ন করিঅ অবস দিঅ বাস॥
এতহি জানিঅ সখি পিয়তম কথা॥
ভল মন্দ ননন্দ হে মনে অনুমানি।
পথিককে ন বোলিঅ টুটলি বানি॥

চবন পখালল আসন দান।
মধুরহি বচনে করিঅ সমধান॥
এ সখি অনুচিত এতে দুর জাই।
অব করিঅ জত অধিক বড়াই॥

নেপাল ৬৭, পৃ. ২৬ক, পং ১, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি·· ; ন. গু (পর) ৩

শব্দার্থ—পরতহ—প্রত্যহ, পরহিক—পবের ; অবস—অবশ্য ; টুটলি—ভাঙ্গা, খারাপ ; পখালল—ধোয়াইল।

অনুবাদ—প্রত্যহ বিদেশে পবের আশা বিমুখ করিও না, অবশ্য বাস দিও। সখি, এইখানে (পথিকের নিকট) প্রিয়তমের কথা জানিও। হে ননদ, ভালমন্দ মনে অনুমান করিয়া পথিককে ভাঙ্গা (মন্দ) কথা বলিও না। পা ধুইবার জল, আসন দিবে, মধুর বচনে সৎকার করিও। (ননদ বলিতেছে) সখি, এতদুর যাওয়া অনুচিত (পথিকের সহিত অত ঘনিষ্ঠতা করা ভাল নহে)। এখন অধিক বড়াই করিতেছ (কিন্তু পরে যখন নিন্দা হইবে, তখন পস্তাইবে)।

---

(৫৮১) মন্তব্য—প্রহেলিকার অর্থ বুঝা গেল না।

(৫৮৩)

হম[১] জুবতি পতি গেলাহ[২] বিদেস।
লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক[৩] লেস॥
সাসু দোসরি[৪] কিছুও নহি জান।
আঁখ রতৌঁধি সুনএ নহি কান[৫]॥
জাগহ পথিক জাহ জনু ভোর।
রাতি আঁধার গাম বড় চোর॥

ভরমহু ভোঁরি ন দেঅ কোতবার[৬]।
কাহু ন কেও নহি করয়ে বিচার[৭]॥
অধিপ ন কর অপরাধহু সাতি।
পুরুস মহতে সব হমর সজাতি॥[৮]
বিদ্যাপতি কবি এহ রস গাব।
উকুতিহু অবলা ভাব জনাব॥

নেপাল ৮৭, পৃঃ ৩২ ক, পং ৩, ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি; ন. গু. (পর) ৬

শব্দার্থ—লগ—নিকট; রতৌঁধি—রাতকাণা; ভোর—ভুলিয়া: ভোঁরি—চৌকীদারের ভ্রমণ; কোতবার—কোতোয়াল।

অনুবাদ—আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন। নিকটে একটিও পড়শী বাস করে না। আমা ছাড়া বাড়ীতে শ্বাশুড়ী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সেও কিছু জানে না। চোখে রাতকাণা; কানেও শুনে না। পথিক, জাগিয়া থাক, নিদ্রায় যেন বিভোর হইয়া থাকিও না। রাত্রি আঁধার, গ্রামে বড় চোর।

বালা যাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়-প্রকম্পা।
গ্রামশ্চৌরৈরসমুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি॥
শৃঙ্গার তিলক।

কোটাল ভ্রমেও পাহারা দেয় না, কেহ কাহারও বিচার করে না। রাজা অপরাধীর শাস্তি করেন না, যত মহৎ পুরুষ (রাজপুরুষ) আমার স্বজাতি। (তাহাদের হইতে কোনও ভয় নাই)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস গান করি, অবলা উক্তিতে ভাব জানায়।

(৫৮৪)

হমে একসরি পিঅতম নহি গাম।
তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম[১]॥

অনতহু কতহু দেঅইতহু[২] বাস।
জোঁ[৩] কেও দোসরি পড়উসিনি পাস॥[৩]

চল চল পথুক চলহ পথ মাহ[৪]।
বাস নগর বোলি অনতহু যাহ[৫]॥

---

(৫৮৩) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) হমে (২) গেলাহে (৩) পলউসিকু (৪) ননন্দ কিছু সুও (৫) আঁখি রতৌধী এন কান (৬) সপনেহ জাওর ন দে কোটবার (৭) পহলহ নোড়ে ন করএ বিচার (৮) নৃপহ থিকাহু করএ নহি সাতি
পুরুষ মহতে রহ সরবস সাতি
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি...

(৫৮৪) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(১) তেঁতর তম অছইতে এহি ঠাম (২) করএতহ (৩) দোসর ন দেখিঅ পলউসি আও পাস (৪) করিঅ পকাহ (৫) জমি অনতহু চাহ

আঁতর* পাঁতর সাঁঝক বেরি।
পরদেস বসিঅ অনাগত হেরি॥
ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ।
জেকর বহ তাকর পরিছেদ॥
ভনই বিদ্যাপতি নাগরি রীতি।
ব্যাজ বচনে উপজাব পিরীতি॥

নেপাল ১৮৩, পৃঃ ৬৫ খ, পং ৩, 'বিদ্যাপতীত্যাদি' ; ন. গু. (পর) ৯

শব্দার্থ—তরতম—দ্বিধা ; দেইতে ঠাম—জায়গা দিতে ; অনতহু—অন্যত্র।

অনুবাদ—আমি একাকিনী, প্রিয়তম গ্রামে নাই। সেইজন্য স্থান দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে। যদি কেহ পড়শিনী কাছে থাকিত তাহা হইলে আর কোথায়ও বাসস্থান দেওয়াইতাম। যাও, যাও পথিক, পথের মধ্যে (রাস্তায়) যাও ; বাস করিবার নগর (খুঁজিয়া) অন্যত্র যাও। দূরে প্রান্তর, সন্ধ্যার সময় সমাগত (অতএব যদি কোথায়ও আশ্রয় পাইতে চাও, তবে বিলম্ব করা উচিত নয়), তোমাকে পরদেশবাসী অভ্যাগত দেখিতেছি (অজানা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে)। যামিনী ঘোর জলধরে ভিন্ন (বিদ্ধ) হইয়াছে। যাহার ঐরূপ (মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বাহির হইতে হয়) তাহার পরিচ্ছেদ (জীবনান্ত) হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, নাগরীর রীতি (এই), ছলযুক্ত কথায় প্রীতি উৎপন্ন করে।

(৫৮৫)

বুঝহি ন পারলি পরিণতি তোরি।
অধরে ওললএ বাটট কাটারি॥
ফল পাওল কএ তোহসনি সীট।
কএলহ হাতী বাসক বীট॥
মঞে জানলি অনুরাগিনি মোরি॥
ওল্ বধির হতি হৃদয় সঁগ চোরি॥
নিরজন জানি কএল তুঅ কান।
গুপুত বহল নহি জানত আন॥
সবতহু ভেটী কএলহ বোল।
দুরজন বচনে বজওলহ ঢোল॥
বিদ্যাপতি তা জীবন সার।
জে পরদেসে লকাবএ পার॥

নেপাল ৬২, পৃঃ ২৩ ক পং ৫।

শব্দার্থ—ওললএ—মিষ্ট কথা বল ; বাটট কাটারি—পথে দা বসাও ; সীট ভাব, প্রণয় ; কএলহ হাতী বাসক বীট—অর্থ বুঝা গেল না ; ওল্—সীমা।

অনুবাদ—তোমার পরিণতি কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। তোমার মুখে মিষ্ট কথা, কিন্তু পথে দা দিয়া কাটিতে যাও। তোমার সঙ্গে ভাব করিয়া খুব ফল পাইলাম ! ··· আমি জানিয়াছিলাম তুমি আমার অনুরাগিনী, মন চুরির কথা তুমিই শুধু জানিবে (তোমাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে) তুমি বধিরের মতন হইবে (কথা যেন শোনই নাই এরূপ ব্যবহার করিবে)।

---

(৫৮৪) নেপাল পুঁথির পাঠান্তর—(৬) ইহার পরবর্ত্তী ছয় চরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যথা— সাত পঁচ ঘরতহি সজি দেল।
পিআ দেসান্তর আন্তর গেল॥
চারি বর্ষ তহি গেলা ভেল।
মোরে মিলহে খণহি খণে ভাগ।
গমন গোরকট মনসিজ জাগ॥
বিদ্যাপতীত্যাদি।

নির্জ্জন জানিয়া তোমার কানে কথাটা বলিয়াছিলাম। কিন্তু উহা গুপ্ত রহিল না। অন্যলোকে জানিয়াছে। যার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তাহাকেই বলিয়াছ। দুর্জ্জনের বচনে ঢোল বাজিয়া উঠিল। বিদ্যাপতি বলেন যে পরের নিকট হইতে লুকাইতে পারে তাহার জীবনই সার।

(৫৮৬)

উচিত বএস মোর মনমথ চোর।
ঠেলি আছড়ি আকরএ অগোর॥
করহ বরষ অবধি কএ গেল
চারিবর্ষ তহি গেলা ভেল॥
বাস চাহইতে পথিকহু লাজ।
সাসু ননন্দ নহি অছএ সমাজ॥
সাতপাচ ঘর তহি সজি দেল।
পিয়া দেশান্তব আতর ভেল॥
পলেও সবাস জোএন সত ভেল।
থানে থানে অবয়ব সবে গেল॥
সাচু লুকাবিঅ তিমিবক সীন্ধি।
পলউসিন দেঅএ ফলকী বান্ধি॥
মোর মনহে খনহি খন ভাগ।
গমন গোপব কত মনমথ জাগ॥
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি

নেপাস ৭৮, পৃ ২৮খ, পং ৪

শব্দার্থ— আছটি - আছাড় দিয়া; আকবএ—আকর্ষণ কবে; অগোব—অর্গল; অবধি—প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কাল; জোএ —যোজন; পলউসিন প্রতিবেশীনি; তহি—অতএব; আতর—অন্তব, ছাড়াছাড়ি; সীন্ধি - সিঁদ।

অনুবাদ- আমাব উচিত বযস, আব মন্মথ চোবেব মতন অর্গল ঠেলিযা ফেলিযা আমাকে আকর্ষণ কবিতেছে। আমার পতি বাব বছব পবে ফিবিবে বলিযা গিয়াছে; তার মধ্যে চাব বছব অতীত হইল। (আমাব বাড়ীতে) পথিকের বাস চাহিতেও লজ্জা করে, ঘবে শাশুড়ী ননদ নাই; অথচ সমাজ আছে (সমাজেব ভয় আছে)। অতএব তাহাকে অন্য পাঁচসাত বাড়ী যাওযাব কথা বলিয়া দিলাম, আমাব যে প্রিয় দেশান্তবে, তাহাব সহিত আমাব ছাড়াছাড়ি হইযাছে। অল্প দূরও যেন শত যোজন হইল—তাহার সব অবযব (হাত পা প্রভৃতি) বুঝি স্থানে স্থানে গিযাছে। আঁধারেব সিঁদ সত্য লুকাইব। প্রতিবেশিনী না হইলে প্রতিফল দিবে। আমার মন যেন ক্ষণে ক্ষণে পলাইযা যাইতেছে। মন্মথ জাগিয়াছে—গমনের কথা কত আর গোপন কবিব!

(৫৮৭)

অপনা মন্দির বেসলি অছলিহু
ঘর নহি দোসর কেবা
তহিখনে পহিআ পাহোন আএল
বরিসএ লাগল দেবা॥

কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনি
বচনক ভেল অবকাসে।
ঘর অন্ধারা নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভানে।
কঞেঁনক কহব হমে কে পতিআএত
জগত বিদিত পঞ্চবাণে॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি
নেপাল ৭৪, পৃঃ ২৬ক, পং ৫

শব্দার্থ—বেসলি—বেসামাল হইয়া, বিস্রস্ত বসনে; পাহোন—পাহুন, অতিথি; পিসুন—দুষ্ট।

অনুবাদ—নিজের ঘরে বিস্রস্ত বসনে বসিয়াছিলাম, ঘরে অন্য কেহ নাই। এমন সময়ে অতিথি ঘরে আসিল। এদিকে দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কে জানে দুষ্ট প্রতিবেশিনী কি বলিবে? বলিবার সুযোগ পাইয়াছে যে। ঘর অন্ধকার, অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে, দিনও রাত্রির মতন বোধ হইতেছে। কি বা বলিব, কে আমাকে বিশ্বাস করিবে? মদনের প্রভাব জগতে বিদিত।

(৫৮৮)

টাট টুটলে আঙ্গন, বেকত সবে পরদা রাখ।
টুনা চটকরাজ সঞো বেস, ন দূতী অইসন ভাখ॥
সাজনি তে জসি বচন বোধ
টাকুসন কুহিঅ সে'ঝে কব সিমান ঝিবাঙ্গ
টেনা চঢ়লব, কেহু ন দেখল, আঁধে পোস ন আনি
আবে দিনে দিনে তৈসন, কঁএলহ বাঘ মহিষাকানি॥

ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি
নেপাল ৯০, পৃঃ ৩৩ক, পং ২

(৫৮৯)

বড়ি জুড়ি এহু তরুকী ছাহরি ঠামে ঠামে বসগাম।
হমে একসরি পিআ দেসান্তর নহী দুরজন নাম॥
পথিক এখানে হেরি সরম
জত বেসাহর কীছু ন মহঘ সবে মিলএহি ঠাম।
সাসু নহী ঘর পরপরিজন ননদ সহজ ভোরি।
এতকু অথিক বিমুখ জাএব অবে অনাইতি মোরি
ভনে বিদ্যাপতি সুনতঞে জুবতি জে পুরপরক আস।
নেপাল ৪৬, পৃঃ ১৮ক, পং ৩

(৫৮৮) মন্তব্য—অর্থ বুঝা গেল না।

শব্দার্থ—জুড়ি—শীতল ; ছাহরি—ছায়া ; একসরি—একলা ; বেসাহর—বিক্রেয় সামগ্রী ; মহঘ—মহার্ঘ্য।

অনুবাদ—এইখানের ছায়া বড় শীতল ; স্থানে স্থানে রসসমূহ আছে। আমি একলা আছি। প্রিয় দেশান্তরে। দুর্জ্জনের এখানে নামও শোনা যায় না। পথিক! এখানে তোমার (চক্ষু) লজ্জা দেখিতেছি। এখানে বিক্রীর জিনিষ কিছুই দুর্মূল্য নহে, সব জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। ঘরে শাশুড়ী নাই, পরিজন যা আছে তারা পর, ননদিনী স্বভাবে সরলা। এত অধিক সুযোগ থাকিতে যদি বিমুখ হও তবে আমার আয়ত্তের বাহিরে। যুবতি, তুমি বিদ্যাপতির কথা শোন, যে তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবে।

(৫৯০)

সুন্দরি হে তোঁ সুবুধি সেয়ানি।
মরী পিয়াস পিয়াবহ পানি॥
কে তোঁ থিকাহ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহি দিব পিটি পানী॥
থিকহুঁ পথুকজন রাজকুমার।
ধনিকে বিওগ ভরমি স সার॥
আবহ বৈসহ পিব লহ পানি
জে তো খোজবহ সে দিব আনি॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস॥
সাসু ঘর আন্হরি নৈন নহিঁ সূঝ।
বালক মোর বচন নহিঁ বুঝ॥

ভণহি বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥

গ্রিয়াসন ৮০. ন গু (প) ১১

অনুবাদ—(পথিকের উক্তি) সুন্দরি তুমি সুবুদ্ধি ও চতুরা। পিপাসায় মরি, জল পান করাও। (পরকীয়ার উত্তর) তুমি কে, কাহার কুল কি জানি? পরিচয় বিনা আসন ও পানীয় দিব না। (পথিকের উক্তি) আমি পথিকজন রাজার কুমার, স্ত্রীর বিয়োগে সংসারে ভ্রমণ করিতেছি (নায়িকার উত্তর) এস, বস, জল পান কর, তুমি যাহা খুঁজিবে, তাহা আনিয়া দিব। আমার শ্বশুর ও ভাসুর বিদেশে গিয়াছেন। স্বামীনাথ তাহার উদ্দেশে গিয়াছেন। ঘরে শাশুড়ী অন্ধ, চোখে দেখিতে পান না, আমার বালক আছে, সে কথা বুঝে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, অপূর্ব প্রেম, যেমন বিরহ হয়, তেমনই স্নেহ।

(৫৯১)

পিয়া মোর বালক হম তরুনী
কোন তপ চুকলোঁহ ভেলোঁহ জননী॥
পহির লেল সখি এক দছিনক চীর।
পিয়া কে দেখৈত মোর দগধ সরীর॥
পিয়া লেলী গোদ কৈ চললি বজার।
হটিয়াক লোগ পুছে কে লাগু তোহার॥
নহি মোর দেবর কি নহিঁ ছোট ভাঈ।
পুরুব লিখল ছল বালমু হমার॥
বাটবে বটোহিয়া কি তুহু মোরা ভাঈ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনে জাউ॥
কহিহুন ববা কে কিনএ ধেনু গাঈ।
দুধবা পিয়াইকেঁ পোসতা জমাঈ॥
নহি মোর টকা অছি নহিঁ ধেনু গাঈ।
কৌনই বিধি সেঁ পোসব জমাঈ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারী।
ধীরজ ধরহ ত মিলত মুরারী॥

গ্রিয়ার্সন ৭৯ ; ন. গু. ১২ (পরকীয়া)

অনুবাদ—আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী। কোন্ তপ-ভ্রষ্ট হইয়াছি যে জননী (জননীর তুল্য) হইলাম। সখি, দক্ষিণ দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলাম। প্রিয়তমকে দেখিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। প্রিয়কে কোলে করিয়া বাজারে চলিলাম। হাটের লোক জিজ্ঞাসা করে (ক্রোড়স্থ বালক) তোর কে হয়? আমার দেবরও হয় না, কিম্বা আমার ছোট ভাইও নয়। আমার পূর্ব জন্মের লিখন ছিল, আমার স্বামী (হইয়াছে)। হে পথের পথিক, তুমি আমার ভাই। আমার সংবাদ আমার বাপের বাড়ী লইয়া যাও। বাবাকে বলিও যেন ধেনু গাই কিনেন, দুধ পান করাইয়া জামাইকে পোষণ করেন। (পিতার উক্তি) আমার টাকা নাই, ধেনু গাই নাই কোন উপায়ে বালক জামাই পুষিব? বিদ্যাপতি বলেন ব্রজনারী শোন, ধৈর্য্য ধর মুরারি মিলিবে।

(৫৯২)

জয় জয় ভগবতি জয় মহামায়া।
ত্রিপুর সুন্দরি দেবি করু দায়া ॥ আহে মাতা ॥
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবী।
তখনে উদিত ভেল জনি রবী ॥
ধনু সর পাস অঙ্কুস হাথ।
তেতিস কোটি দেব নাব মাথ ॥
চঙ্গিম উপমা কেও পাব।[১]
কাম রমনি দাসি পদ পাব ॥

রাগতরঙ্গিণী পৃ. ১১৭; ন. গু (হর) ৩

অনুবাদ—জয় ভগবতী, জয় মহামায়া, ত্রিপুর সুন্দরী দেবী, দয়া কর। তোমার তনুকান্তি দাড়িম্ব ফুলের ন্যায়, [রূপ দেখিয়া মনে হয়] যেন তখনই রবি উদিত হইল। হস্তে ধনু শর পাশ অঙ্কুশ; তেত্রিশ কোটী দেবতা মস্তক নত করে। সুন্দর উপমা কোথায় পাইব? কাম-রমণীকে [রতিকে] দাসী পদ দিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার রূপ পরম রূপবতী রতিকে দাসী করিতে পারে।

(৫৯৩)

পাহুন আএল ভবানী বাঘ ছাল
বইসএ দিঅ আনী ॥
বসহ চঢ়ল বুঢ় আবে।
ধমুর গজাএ ভোজন হুনি ভাবে ॥
ভসম বিলেপিত আঙ্গে।
জটা বসথি সির সুরসরি গাঙ্গে ॥
হাড়মাল ফনিমাল শোভে।
ডবরু বজাব হর জুবতিক লোভে ॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
ও নহি বুঢ়বা জগত কিসানে ॥

নেপাল ২৭৬, পৃঃ ১০০ খ, পং ৩; ন. গু. (হর) ৯

অনুবাদ—অতিথি আসিল, ভবানি, বসিবার জন্য বাঘ ছাল আনিয়া দেও। বৃষ চড়িয়া বৃদ্ধ আসিল। ধুতুরা এবং গাঁজা খাইতে উহার ভাল লাগে। অঙ্গে ভস্মমাখা; মাথার জটায় সুরসরিৎ গঙ্গা। হাড়ের ও সাপের মালা শোভা পায়। যুবতীর লোভে ডবরু বাজায়। কবি বিদ্যাপতি বলেন ও বৃদ্ধ নহে, জগতের কিষাণ।

মন্তব্য—(১) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া "চন্দিম উপম ন পাব" করিয়াছেন; 'চঙ্গিম উপমা কেও পাব' অর্থ—সুন্দর উপমা কোথায় পাইব।

(৫৯৪)

পঞ্চ বদন হর ভসমে ধবলা।
তীনি নয়ন এক বরএ অনলা॥
দুঃখে বোলএ ভবানী।
জগত ভিখারি হম মিলল সামী॥

বিসধর ভূসন দিগ পরিধানা।
বিত্ত বিত্তে ইসর নাম উগনা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ভবানী।
হর নহি নিধন জগত সামী॥

নেপাল ৫৯, পৃঃ ২২ খ, পং ১; ন গু. (হর) ২৯

অনুবাদ—হরের পঞ্চ বদন, ভস্মে ধবল। তিন নয়ন, (তাহার) একটিতে অনল জ্বলিতেছে। দুঃখে ভবানী বলেন, জগতের ভিখারী আমার স্বামী হইল। বিষধর ভূষণ, দিগম্বর, বিত্ত নাই (অথচ) ঈশ্বর, নাম উগনা। বিদ্যাপতি বলেন ভবানী, শোন হর নির্ধন নহেন, (তিনি) জগতের স্বামী।

(৫৯৫)

বিকট জটাচয় কিছু ন[১] লোক ভয় হে
উর ফনী পতি দিগ বাস।
কওন পথ[২] ভেটতাহ হে, আগে মাই,
[৩]যাইত উমত হমার॥

ত্রিপুর দহন করু ছারে[৪] ছাল ভরু হে
[৫]বসহ চঢ়ল বর বুঢ়।
তীনি নয়ন হর এক অনল ভর হে
[৬]সির সুবসরি জলধার॥

ভনই বিদ্যাপতি গৌরী বিকল মতি হে
ওহি উমতাক উদেস॥

রাগতরঙ্গিণী, পৃঃ ৭৫, ন গু (হর) ৩৩

অনুবাদ—বিকট জটা-সমূহ, বক্ষে অজগর, দিক্‌-বসন, কিছুই লোকলজ্জা নাই। হাঁ মা, (পথে কোনও রমণীকে সম্বোধন করিয়া) কোন পথে আসিতে আমার পাগলের দেখা পাওয়া যাইবে? ত্রিপুর দহন করিয়া ভস্মে ঝুলি ভরিল। বেশ বুড়া বলদে আরূঢ়। তিন নয়ন, (তাহার) একটি অনলপূর্ণ, শিরে সুবসরিৎ জলধারা (বর্ষণ করিতেছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ওই উন্মত্তের সন্ধানে গৌরী বিকলমতি (চঞ্চল) হইয়াছে।

(৫৯৬)

কতহু সমসধব কতহু পয়োধব
ভল বর মিলল সুসোভে।
অধঙ্গ ধইলি নাবি গুনলি নিঅ গারি[১]
গরুঅ গৌরী গুনলোভে।

আলো সিব সম্ভু তুমী সিব সম্ভু
তুমি জো[২] বধিলো পচ বানে॥

(৫৯৫) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "নই" (২) "পথে" (৩) "আইত" (৪) "কর ছারই খাল" (৫) "বসহা" (৬) "সিরে" করিয়াছেন।

(৫৯৬) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "ন গুনলি নিজ গারি" (২) "জে" করিয়াছেন।

শম্ভুর উত্তর

গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনউলিহে
ককে দেবি বোলহ মন্দা।
চরন নমিত ফনী মনিময় ভূসন
ঘর খিখিয়ায়ল চন্দা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ত্রিলোচন
পঅ পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দল দেই পতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা॥

বাগতরঙ্গিণী, পৃঃ ১০৮ ; ন. গু. (হর) ১৯

অনুবাদ—কোথায জটাধর, আর কোথায পযোধর! (গৌরীব সুগঠিত দেহ)। সুশোভনার (সুন্দরীর) ভাল বর মিলিল। নারী (মহাদেবের) অর্ধাঙ্গ ধারণ কবিল (অর্ধাঙ্গিনী হইল), গৌরী অধিক গুণের লোভে নিজের গালি (কলঙ্ক) গণনা করিল না। ওহে শিব শম্ভু, শিব শম্ভু তুমি, তুমিই পঞ্চবাণকে বধ করিয়াছিলে। (শিবের উত্তর) গঙ্গার জন্য (আমি) গিরিজাকে মানাইলাম (সপত্নী দেখিয়া গিরিজা মান করিয়াছিল) দেবি, কিসের জন্য আমাকে মন্দ বলিতেছ? (আমার অপরাধ কি?) ফণী চবণে নামিয়া গিয়াছে (এবং) মণিময ভূষণ স্বরূপ হইযাছে (সুতরাং সর্পের ভয় নাই); চন্দ্র ঘরে (আমার ললাটে) খিল খিল কবিয়া হাসিতেছে (গৌবীর আগমনে আনন্দে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ত্রিলোচন, তোমার পদপঙ্কজে আমাব প্রণাম। চন্দল দেবীব পতি বৈদ্যনাথ (আমার) গতি। নীলকণ্ঠ হর (আমার) দেবতা।

(৫৯৭)

প্রথমহি সঙ্কর সাসুর গেলা।
বিনু পরিচএ উপহাস পড়ল॥
পুছিও ন পুছল কে বৈসলাহ জँহা।
নিরধন আদর কে কর কঁহা॥
হেমগিরি মডপ কৌতুক বসী।
হেরি হসল সবে বুঢ় তপসী॥
সে সুনি গোরি রহলি সির লাএ।
কে কহত মাকে তোহর জমাএ॥

সাপ সবীব কাঁখ বোকানে।
প্রকৃতি ঔসধ কে দহু জানে॥
ভনই বিদ্যাপতি সহজ কহু।
আডমুরে আদর হো সব তহু॥

নেপাল ২৭৮, পৃঃ ১০১, পং ৫ ; ন. গু. (হর) ২০

অনুবাদ—প্রথমবার শঙ্কব শ্বশুর বাড়ী গেলেন। পবিচয় না জানিয়া লোকে উপহাস করিল। যেথানে বসিলেন, কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না। নির্ধনকে কে কোথায আদর করে? হিমালয় (গিরিরাজ) মণ্ডপে বসিযা কৌতুক অনুভব করিলেন। বৃদ্ধ তপস্বীকে দেখিয়া সকলে হাসিল। তাহা শুনিযা গৌবী মস্তক অবনত করিলেন মাতাকে কে বলিবে (এই) তোমার জামাই? শরীরে সর্প, কক্ষে ঝুলি, (এমন) প্রকৃতির ঔষধ কে জানে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সহজ কথা কহি, আড়ম্বরে সর্বাপেক্ষা আদর বেশী। (যেথানে আড়ম্বর, সেইথানেই আদর)।

(৫৯৮)

মোর বৌরা দেখল কেহু কতহু জাত।
বসহ চঢ়ল বিস পান[১] খাত॥
আঁখি নিড়ড় মুহ ছআই নার।
পথকে চলত বৌরা বিসম্ভার॥
বাট জাইত কেহু হলব ঠেলি।
অবওহি বৌরে বিনু ময় অকেলি॥
হাত ডমরু কর লৌআ সংখ[২]।
জোগ জুগুতি গিম ভরল মাথ॥

অজগর টৌএ অঠহু আঙ্গ।
সির সুরসরি জটা বোলই গাঙ্গ॥

নেপাল ২৮০, পৃঃ ১০২ ক, পং ১, "বিদ্যাপতীত্যাদি"; নগু (হর) ৩২

অনুবাদ—আমার পাগলকে কেহ কোথায় যাইতে দেখিযাছ? (সে) বৃষভে চড়িযাছে, বিষ ও ভাঙ্গ খায়। (তাহার) চক্ষু নিশ্চল, মুখে লালা চুযাইতেছে পাগল বিশ্বম্ভর পথে চলিতেছে। পথে যাইতে কেহ কোথায় (উহাকে) ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে! এখন ঐ বাতুল আমা-বিনা একাকী। (এক) হস্তে ডমরু, (অন্য) হস্তে লৌহের চিম্‌টা। যুগ যুগ ধরিয়া যোগ করিয়া করিয়া মাথায় কৃমি কীট ভরিয়াছে। (তাহার) অষ্টাঙ্গ অজগর চাটিতেছে। শিরে জটায় সুরসরিৎ, যাহাকে গঙ্গা বলে।

(৫৯৯)

কতনে ঝোড়ি সিন্দুরে ভরলি
ভসমে ভরু বোকান।
বসহ কেসরি মজুর মুসা
চারুহু পলু পলান॥
ডিমিকি ডিমিকি ডবরু বজএ
ইসর খেলই ফাগু।
ভসমে সিন্দুরে দুয়ও খেড়া
একহি দিবসে লাগু॥
সঞ্চায় সিন্দুরে ভরু সরস্‌সতি
লছিহি ভরলি গৌরি।
ইসর ভসমে ভরু নরায়ন
পীত বসন বোরি॥
এক তঞো নাঁগট অওকে উমত
কিছু নর ইশর ধথুর খাএ।
অওকে উমতি খেড়ি খেলাবএ
কিছু ন বোলই জাএ॥

গরুড় বাহন দেব নরায়ন
বসহ চঢ়ু মহেস।
ভনে বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল
সঙ্গহি ফিরথু দেস॥

নেপাল ২৮৪, পৃঃ ১০৩খ, পং ১; ন.গু. (হর) ৪১

অনুবাদ—কত ঝুলি সিন্দুরে ভরিল। ভস্মে ঝুলি ভরিল। বৃষ, সিংহ, ময়ুর ও মূষিক চারিটি (বাহনে) সাজ দেওয়া হইল। ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজিল। ঈশ্বর ফাগ খেলিতেছেন। একদিন ভস্ম ও সিন্দুর দুইয়ের খেলা

(৫৯৮) মন্তব্য—নগেন বাবু (১) 'বিস ভাঙ্গ' পাঠ ধরিয়াছেন। (২) নগেন বাবু 'লোইয়া সাপ' পাঠ ধরিয়াছেন। নেপাল পুঁথিতে "বিদ্যাপতীত্যাদি" আছে। নগেনবাবু "ভনহি বিদ্যাপতি সভুদেব। অবসর অবস হমর সুধি লেব।" যোগ করিয়া দিয়াছেন।

(হইল) সন্ধ্যায় গৌরী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সিন্দুরে ভরিয়া দিলেন। ঈশ্বর নারায়ণকে ভস্মে ভরিয়া দিলেন। পীত-বসন (ভস্মে) ডুবাইলেন। একে ত উলঙ্গ, তাহাতে আবার উন্মত্ত, নয়ের ঈশ্বর ধুতুরা খায়, আবার উন্মত্ত হইয়া ফাগ খেলে ও খেলায় (খেলিতে বাধ্য করে) কিছু বলা যায় না। গরুড়-বাহন নারায়ণ, মহেশ বৃষে চড়েন। বিদ্যাপতি কহেন, কৌতুকে গাইলেন একসঙ্গে হরিহর দেশে দেশে ফিরিতে থাকুন।

(৬০০)

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তনিকাঁ কেহন বিবাহ।
সে অব করব গৌরী বর
ই হোয় কতয় নিবাহ॥
কতয় ভবন কত আগন
বাপ কতয় কত মাএ।
কতহু ঠহোর নহি ঠেহর
ককর এহন জমায়॥

কোন কয়ল এহো অসুজন
কেও ন হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধিক থিক সে পজিয়ার॥
কুল পরিবার একো নহি জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোয় তন
কে সহয় হৃদয়ক সাল॥

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধৈরজ মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহ
তনিকাঁ সেহ পয় নাহ॥

গ্রিয়ার্সন ৮১; ন গু, (হর) ১৪.

শব্দার্থ—ঠহোর- বিশ্রামস্থান; নহি ঠেহর—জানা নাই; হিনক—ইঁহার; পজিয়াব—পঞ্জীকারক।

অনুবাদ—জন্মাবধি ঘরে ঘরে ভ্রমণ করেন, তাঁহার আবার বিবাহ কি? তাঁহাকে এখন গৌরীর বর করিব, ইহা কেমন করিয়া হয়? কোথায় বাড়ী, কোথায় অঙ্গন, কোথায় বাপ, কোথায় মা, কোথায় বিশ্রাম-স্থান তাহা জানা নাই; এমন জামাই কে করে? এই অ-সুজনের (সঙ্গে সম্বন্ধের কথা) কে করিল? ইহার পরিবার কেহ নাই। যে ইঁহার সহিত নির্বন্ধ করিল, সেই পঞ্জিকারককে ধিক্। যাঁহারা কুলে একজনও পরিবার নাই, ভূত বেতাল (যাঁহার) পরিজন। দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় আকুল হয়, হৃদয়ের শাল কে সহ্য করে? বিদ্যাপতি বলেন, সুন্দরি, মনে ধৈর্য্য ধারণ কর, যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইবে, সেই তাহার বর হয়।

(৬০১)

আগে মাঈ এহন উমত বর লৈল
হেমত গিরি দেখি দেখি লগইছ রঙ্গ।
এহন উমত বর ঘোড়বো ন চঢ়ইক
জাহি ঘোড় রঙ্গ রঙ্গ জঙ্গ॥

বাঘক ছাল জে বসহা পলানল
সাঁপক লগলে তঙ্গ।
ডিমিকি ডিমিকি জে ডমরু বজইন
খটর খটর করু অঙ্গ॥

ডকর ডকর জে ভাঙ্গ ভকোসথি
ছটর পটর করু গাল।
চানন সোঁ অনুরাগ ন থিকইন
ভসম চঢ়াবথি ভাল॥

ভূত পিসাচ অনেক দল সিরিজল
সির সোঁ বহি গেল গঙ্গ।
ভনহি বিদ্যাপতি সুন এ মনাইনি
থিকাহ দিগম্বর ভঙ্গ॥

গ্রিয়ার্সন ১৮২; ন.গু. (হর) ১৩

শব্দার্থ—হেমত গিরি—হেমন্তগিরি, হিমালয়; পলানল—পিঠে জিন কবিল; তঙ্গ—ফিতা; রঙ্গ রঙ্গ—রং-বেরংয়ের।

অনুবাদ—মা গো, হেমন্তগিরি এমন উন্মত্ত বর আনিয়াছে, দেখিযা দেখিযা হাসি পাইতেছে; এমন উন্মত্ত বর, চড়িবার ঘোড়াও নাই, যেখানে নানা রকম ঘোড়া পাওয়া যায়। যিনি বৃষের পৃষ্ঠে বাঘছালের জিন করিয়াছেন, সর্প দিয়া তাহাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছেন; যিনি ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজাইতেছেন, যাঁহার অঙ্গে থট্ থট্ করিযা শব্দ হয়। যিনি ভকর ভকর করিয়া ভাঙ গেলেন, যাঁহার গাল ছটর পটর শব্দ করে; যাঁহাব চন্দনের প্রতি অনুরাগ নাই, কপালে ভস্ম লাগান। ভূত পিশাচের অনেক দল সৃজন করিলেন। মস্তক হইতে গঙ্গা বহিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন, মেনকা শুন, দিগম্বর বাতুল (ভঙ্গ)।

(৬০২)

আজে অকামিক আএল ভেখধারী।
ভীখি ভুগুতি লএ চললি কুমারী॥
ভিখিআ ন লেই বঢ়াবএ রিসী।
বদন নিহারএ বিহুসি হসী॥
এঠমা সখি সঙ্গে নিকহি অছলী।
ওহি জোগিআ দেখি মুরছি পড়লী॥

দুর কর গুনপন অরে ভেষধারী।
কাঁরিঠি[১] অওলএ রাজকুমারী॥
কেও বোল দেখএ দেহে জনু কাহু।
কেও বোল ওঝা আনি চাহু॥
কেও বোল জোগি আহি দেহে দহু আনী।
হুনি কি অভএ বরু জিবও ভবানী॥

ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দন দেবিপতি বৈজল দেবা॥

নেপাল ২৭৭, পৃঃ ১০১ ক, পং ১; ন গু (হব) ১১

শব্দার্থ—অকামিক—অকস্মাৎ; ভীখি ভুগুতি—আহারের মতন ভিখ্; রিসী—রাগ; নিকহি—ভালই।

অনুবাদ—আজ অকস্মাৎ ভেকধারী (ভিক্ষুক) আসিল। কুমাবী আহারোপযোগী ভিক্ষা লইয়া চলিলেন। ভিক্ষা লয় না, ক্রোধ বাড়ায, মৃদু মৃদু হাসিয়া মুখ দেখে। এইখানে সখীর সঙ্গে ভালই ছিল, ঐ যোগী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ওরে ভেকধারী তোমার গুণপনা দূর কব, রাজকুমারীর প্রতি নজর দিলে কেন? কেহ বলে, কাহাকেও দেখিতে দিও না। কেহ বলে ওঝা আনা চাই। কেহ বলে এই যোগীকেই আনিয়া দেও, উঁহার অভয় পাইলে বরং ভবানী বাঁচিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, চন্দন দেবীর পতি বৈজল দেবের সেবাই আমার অভিমত।

(৬০২) মন্তব্য—(১) রিঠি—নগেনবাবু 'ডিঠি' করিয়াছেন।

(৬০৩)

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহথি উদেস ॥
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস ॥
কান কুণ্ডল হাথ গোল।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন পিআ হসি বোল ॥
একহিঁ বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেস গেল ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাব।
রাধা কৃষ্ণ বনাব ॥

গ্রিয়ার্সন ৪৭.

অনুবাদ—মহাদেব কোন বনে বাস করেন? কেহ তাহার উদ্দেশ দেয় না। তপোবনে মহেশ বাস করেন এবং ভয়ঙ্কর (ভৈরব) ক্লেশ করেন। (তাহার) কানে কুণ্ডল এবং হস্তে চক্র, সেই বনে প্রিয়তম মধুর বচন বলিতেছেন। যে শরবন (reeds) (বাতাসে) কম্পিত হয় না, সেই বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা বলিতেছেন। একটি কথায় (আমাদের) মতান্তর হইল, প্রভু উঠিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। বিদ্যাপতি গাহিতেছেন রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে।

(৬০৪)

কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
রিতু বসন্ত দিগন্ত[১] বালভু
মানস দহো দিস ধাব সাজনিয়া ॥
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিসি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পাবিয়
সুমরি সুমরি পিয়া সঙ্গ[২] ॥
মোর অহোনিসি
বরিস বুঁদ সদন্দ[৩]।
বিসম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত[৪] ॥
সুমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কতণ[৫] সুবানি।
সিসির সুভ দিন রাম রঘুবর আওব
তুঅ গুন জানি[৬] ॥

রাগতরঙ্গিনী পৃঃ ৮৩ (পদের শেষে লোচন লিখিয়াছেন বিদ্যাপতেঃ); ন গু. (নানা) ২

অনুবাদ—কুসুমরস-পানে মধুকর অতি আনন্দিত, কোকিল পঞ্চম গান করে। ঋতু বসন্ত, বল্লভ বিদেশে। হে সজনি, মন দশ দিকে ধাবিত হইতেছে (উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে)। তৈল, তাম্বুল (শীতে), রৌদ্র এবং নিশাকালে আনন্দময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিলাম। হে সজনি, প্রিয়তমের সঙ্গ স্মরণ করিয়া হেমন্তে অফুরন্ত বিরহ প্রাপ্ত হই। ময়ুর, দর্দুর অহর্নিশি রব করিতেছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছে। হে সজনি, রঘুবর বিনা বিষম বর্ষা ঋতু বিরহিণীর জীবনান্ত করিতেছে। হে সুমুখি, ধৈর্য্য ধারণ করিলে সকল সিদ্ধি মিলে, কত সুবাণী শুন, তোমার গুণ জানিয়া রঘুবর রাম শিশিরের (শীতকালের) শুভদিনে আসিবেন।

(৬০৪) মন্তব্য -নগেনবাবু সংশোধন করিয়া, (১) "বিদেস" করিয়াছেন (২) "সঙ্গ" এর পরে "সাজনিআ" যোগ করিয়া দিয়াছেন। (৩) নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (৪) "সবুন্দ" (৫) "কত" করিয়াছেন। নগেনবাবু (৫) "অন্ত" এর পরে "সাজনিআ" এবং (৬) "জানি" এর পরে "সাজনিআ" যোগ করিয়া দিয়াছেন।

(৬০৫)

বিহ মোর পবসন ভেল।
রঘুপতি[১] দরসন দেল॥
দেখলি বদন অভিবাম।
পূরল সকল মন কাম
জাগি উঠল পচোবান।
বসি নহি বহল গেয়ান॥
ভনই বিদ্যাপতি ভান হে।
সুপুরুখ ন কর নিদান হে॥

গ্রিয়ার্সন ১১ ; ন. গু ৮১১।

অনুবাদ—বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল, রঘুপতি দর্শন দিল। তাহার সুন্দর মুখ দেখিলাম, সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মদন জাগিয়া উঠিল, জ্ঞান বুদ্ধি নিজের বশে রহিল না। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ কখনও শেষ পর্য্যন্ত কষ্ট দেন না।

(৬০৬)

বড় সুখ সার পাওল তুঅ তীরে।
ছোড়ইত নিকট নয়ন বহ নীরে॥
করজোরি বিনমওঁ বিমল তরঙ্গে।
পুন দরসন হোএ পুনমতি গঙ্গে॥
এক অপরাধ ছেমব মোর জানী।
পরসল মাএ পাএ তুঅ পানী॥
কি করব জপ-তপ জোগ ধেআনে।
জনম কৃতারথ একহি সনানে॥
ভনই বিদ্যাপতি সমদওঁ তোহী।
অন্ত কাল জনু বিসরহ মোহী॥

গ্রিয়ার্সন ৭৮ ন গু (গঙ্গা) ১

(গঙ্গার স্তব)

অনুবাদ—বড় সুখ সারে তোমার তীর প্রাপ্ত হইলাম। নিকট (তীর) ছাড়িতে নয়নে অশ্রু বহিতেছে। হে বিমল তরঙ্গে, পুণ্যবতি গঙ্গে, করজোড়ে বিনয় করি, যেন পুনর্বার দর্শন হয়। জননি, (জানী), আমার এক অপরাধ ক্ষমা করিবে, তোমার জল (আমি) পদে স্পর্শ করিলাম। জপতপ যোগধ্যানে কি করিবে? (তোমার জলে) একবার স্নান করিলেই জন্ম কৃতার্থ হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তোমাকে নিবেদন করি, অন্তকালে যেন আমাকে ভুলিও না।

(৬০৭)

সৈসব সময় পেলি পিওলাসি মধুর মাএক ক্ষীব।
দধী দুধ ঘৃত ভরি ভুঞ্জওলাসি কোমল কাঞ্চ সরির॥
চানন চোর চবাএ চিহ্নওলাসি অপনপর সমাজ।
ভমর জও ফুল ছুঁইতেঁ ছাড়সি নিলজ তোহি ন লাজ॥
বএস কতএ তেজ্ঞীএ গেলা।
তোহি সেবইতে জনম খেপল তও ন অপন ভেলা॥
জীবন দসাঁ খোজী খোঅওলাসি কাঞ্চ(ণ) কর্পূর তমোব।
তুহ সিবিফল ছাহ সোঅওলাসি কোমল কামিনী কো॥
* * * তোএ ততএ খওলাসি জও নহি রস সবাদ।
পবন পাছা লাগি জএলাহুঁ মোহি ভেল পরমাদ॥
কৈসন কেস কী ভএ বিভহল বন ভরী রহু কাঠ।
আখি মলমলি কান ন সুনীঅ সুখি গেল তনু আট॥

---

১ (৬০৫) রঘুপতি (১) নগেন্দ্রবাবু গ্রিয়ার্সনের 'রঘুপতি' বদলাইয়া 'হরি মোহি' করিয়াছেন।

দন্তে ভরীমুখ থোথর ভএ গেল জনি কমাওল সাপ।
ঠাম বৈসলেঁ ভুবন ভমিঅ ঝরী গেল সবেদাপ॥
জাহি লাগী গৃহচাতর লাওল বুঝল সব অসার।
আখি পাখী দুহু সমরি সোএল জনিত সবে বিকার॥

ছোরকী সোরকী মোহহ বিভছল বনফুলি গেল কাসী।
একদিস জদি বান্ধি নিরোধীঅ তরে উপরে উকাসী॥
ভনে বিদ্যাপতি সুন ন মালতি মনে ন করহ বাদ।
হরি হর পয় পঙ্কজ সেবহ তেন রহ অবসাদ॥

পাঠান্তর :—

বসএ কতএ তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা॥
সৈসব দসা চাহি খোঅওলা হে
মধুর মাএক ছীর।
দুই সিরীফল ছাহঁ সোঅওলা হে
কোমল কাঁচ সরীর॥

দাঁত ঝড়ি মুহ থোথড় ভএ গেল।
ঝড়ি গেল সবে দাগ।
ঠীনূ ভুঅন বইসল দেখিঅ
জনি কচুমাএল সাগ॥
আঁখি মলামলি দূর ন সুঝএ
বন ফুটি গেল কাসী।
দুঅও ধরাধর ধরি নিরোধিঅ
তর উপর উকাসী॥

তালপত্র ; ন. গু. ৮৪০

শব্দার্থ—পেলি—পাইয়া ; কাঞ্চ—কাঁচা ; চানন—চন্দন ; চবাএ—চিবায় ; তমোব—তাম্বুল ; ছাহ—ছায়া ; সবাদ—স্বাদ ; বিভছল—সাদা হইয়া গেল ; মলমলি—মলিনদৃষ্টি ; তনু আট—তনুর আটসাট ভাব (রমানাথ ঝার মতে অষ্টতনু=অষ্টাঙ্গ) ; কমাওল সাপ—দন্তহীন সাপ যেমন নির্ব্বিষ ; ছোরকী সোরকী—সম্ভবতঃ চোখের ভুরু কিম্বা পাতা ; উকাসী—উৎকাশি।

অনুবাদ—শৈশব সময়ে মায়ের মিষ্ট দুধ পান করিয়াছ ; তারপর কাঁচা কোমল শরীরকে কত দধি দুধ ঘি খাওয়াইয়াছ। চুরি করিয়া চন্দন চিবাইয়া নিজের (স্ত্রীর) সহিত ও পরের (স্ত্রীর) সহিত মিলন (সমাজ) কিরূপ বুঝিলে (চন্দন ঘসিলে সুগন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তুমি মূর্খ তাহা চিবাইলে অর্থাৎ কামগন্ধহীন ভালবাসায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া তুমি ভোগে উন্মত্ত হইলে) তুমি নির্লজ্জ, তাই ভ্রমরের মতন ফুল ছুঁইয়াই ছাড়িতে লজ্জা হয় নাই (ফুলে ফুলে মধু খাইতে লজ্জা হয় নাই)। বয়স ছাড়িয়া কোথায় গেল ? তোমাকেই সেবা করিতে জন্ম কাটাইলাম, তবুও আপন হইলে না। কাঞ্চন কর্পূর তাম্বুল (প্রভৃতি ভোগ্য দ্রব্য) খুঁজিতে জীবনের দশা (দশ দশার মধ্যে কয়েকটা) খোয়াইলে, নষ্ট করিলে। কোমল কামিনীর দুই শ্রীফলের ছায়ায় নিজেকে শোয়াইলে। যাহাতে রস ও স্বাদ নাই তাহাতে সময় খোয়াইলে। আমার প্রমাদ ঘটিল বাতাস পিছনে লাগিয়া (কামাগ্নিকে) জ্বালাইল। আজ কেশ কিরূপ সাদা হইয়া গিয়াছে ; বন যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে ; চোখের দৃষ্টি মলিন, কানে শুনি না, দেহের আট সাঁট ভাব শুকাইয়া গিয়াছে। কামানো সাপের মতন নির্ব্বিষ হইয়াছি ; মুখভরা দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় থো থো করিয়া কথা বলি। (ঘুরিবার ক্ষমতা নাই অথচ বাসনা আছে, তাই) জায়গায় বসিয়াই ভুবন ভ্রমণ করি। সব দাপট শেষ হইয়াছে। যাহার জন্য ঘরদুয়ার করিলাম বুঝিলাম সব অসার। আঁখি পাখী দুইটা সবই বিকার জানিয়া শ্রান্ত হইয়া শুইল। চোখের ভুরুও কাশ ফুলের মতন সাদা হইল। মনকে যদি এক দিকে বাঁধিয়া নিরোধ করিতে যাইয়া তো উৎকাশি উঠে (শ্বাস-নিরোধ পূর্ব্বক যোগ অভ্যাসের ক্ষমতা আর নাই) বিদ্যাপতি বলেন মালতি শোন না ! মনে আর দ্বিধা করিও না। হরিহরের পদপঙ্কজ সেবা কর, তাহা হইলে আর অবসাদ থাকিবে না।

(৬০৭) মন্তব্য—রমানাথ ঝা আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুঁথি (Journal of the Ganganath Jha Research Institute Vol II, August 1945 P 403)

(৬০৮)

খেত কএল রখবারে লুটল
ঠাকুর সেবা ভোর।
বনিজা কএল লাভ নহি পাওল
অলপ নিকট ভেল থোর॥

মাধব ধন[১] বনিজহু বেজ
অছ লাভ অনেক॥
মোতি মজীঠ কনক হমে বনিজল
পোসল মনমথ চোর।
জোখি পরেখি মনহি হমে নিবসল
ধন্ধ লাগল মন মোর॥

ই সংসার হাট কএ মানহ
সবোনেক বণিজ আর।
জোজস বনিজএ লাভ তস পাবএ
সুপুরুষ মরহি গমার॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মহাজন
রাম ভগতি অছ লাভ॥

নেপাল ১৪১, পৃঃ ৫০ ক, পং ১; ন. গু. ৮৩৯

শব্দার্থ—খেত—ক্ষেত, চাষ; রখবারে—রক্ষক; ভোর—ভুলিয়া গেলাম; বনিজা—বাণিজ্য, ব্যবসা; বেজ—ব্যাজ; মজীঠ—মঞ্জিষ্ঠা; বনিজল—বাণিজ্য করিলাম; জোখি—গণিয়া; নিবসল—নিরসন করিলাম।

অনুবাদ—ক্ষেত করিলাম (শস্য জন্মাইলাম) রক্ষক লুটিয়া লইল। ঠাকুর সেবা ভুলিলাম। বাণিজ্য করিলাম, লাভ পাইলাম না, অল্প যাহা ছিল তাহাও কমিয়া গেল। মাধবধন লইয়া বাণিজ্য করিলে অনেক সুদ ও অনেক লাভ পাওয়া যায়। আমি মুক্তা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিলাম, কিন্তু মন্মথ চোরকে পুষিলাম (চোর চুরি করিয়া লইল, কিছুই লাভ হইল না)। গণিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আমি সংশয় নিরসন করিলাম, কিন্তু তবুও মনের সন্দেহ লাগিয়াই থাকিল। এই সংসার হাট করিয়া মানিবে সকলেই এখানে বণিক (সকলেই স্বার্থ খোঁজে, ভক্তি ও ভালবাসারও প্রতিদান চাহে)। যে যেমন বাণিজ্য করে সে সেরূপ লাভ পায় কিন্তু সুপুরুষ ও মূর্খ সকলেই মারা যায়। বিদ্যাপতি কহেন শুন মহাজন, (কেবল) রামভক্তিতে লাভ আছে।

(৬০৯)

চরিত চাউর চিতে বেআকুল, মোব মোর অনুবন্ধে।
পুতকলত্র সহোদর বন্ধব, সেষ দসা সব ধন্ধে॥
এহর গোসাঞে নাহ, মো দেহ নু উপেখি।
গমঅগামূহ উওর উরছাউত, জবে বুঝাওত লেখী॥
অপথ পথচরণ চলাওল উগতি মতি ন দেলা।
পরধন ধনি মানস লাওল মিথ্যাজনম তুর গেলা॥

(৬০৮) পাঠান্তর—(১) নেপাল পুঁথিতে 'মাধবধন' আছে, নগেন বাবু বোধহয় ছন্দ মিলাইবার জন্য উহার পরিবর্তে 'রামধানু' করিয়াছেন।

*কপট কলেবর গীড়ল মদন গোহে
ভল মন্দ হমে কীছু ন গুনল
সময় বহল মোহে।

কএল মঞে, উচিত ভেল অনুচিত
আবে মন পচতাবে।
তাবে কী করব সীরপএ ধুল রাগ
ন দীন নাহী আবে॥

ভণে বিদ্যাপতি সুন মহেসর
তৈলোক আন ন দেবা
চন্দন দেবিপতি বৈদ্যনাথ গতি
চরণ সরণ মোহি দেবা॥

নেপাল ১৩৫, পৃ ৪৭ খ, পং ৫ ; ন. গু. (হর ৮৮), পৃঃ ৫২২

শব্দার্থ—চরিত—জীবন ; চাউর—চতুর্থ ভাগ ; অনুবন্ধ—সম্বন্ধ ; মো—আমাকে ; নাহ—নাথ ; গমঅগামুহ—'অঘ' অর্থে পাপ, 'অগা' 'অঘের' অপভ্রংশ হইলে, যে সব মুখ্য পাপ আচরণ করিয়াছি ; উওর—দিকে ; উরছাউত—দৃষ্টি দিবে ; গীড়ল—গ্রাস করিল ; গোহে – গ্রাহ, হাঙ্গর।

অনুবাদ—জীবনের শেষ দশায় পৌঁছিয়াছি ; চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমার সম্বন্ধে যাহারা পুত্রকলত্র সহোদর আত্মীয় হইত, তাহারা অন্তকালে প্রতারণা করিল (শেষের দিনে কেহ কাহারও নহে)। হে নাথ! হে হর গোস্বামি! আমাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিও না। যখন আমার কৃতকর্ম্মের হিসাব লেখা হইবে, তখন আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিও (?)। আমাকে তুমি বিপথে পদক্ষেপ করাইয়া চালাইলে, উন্নতির পথে চলিবার মতি দিলে না। পরের ধন ও রমণীর প্রতি মন গেল। বৃথা জন্ম বহিয়া গেল। মদনরূপ হাঙ্গর ছল করিয়া আমার দেহকে গ্রাস করিল। আমি ভালমন্দ কিছুই বিচার করিলাম না ; মোহে কাল কাটাইলাম। কর্ত্তব্য না করিয়া অকর্ত্তব্য করিলাম ; এখন মনে অনুতাপ হইতেছে। এখন কি করিব ? শিয়রে মরণ উপস্থিত, এখন আর সময় নাই। বিদ্যাপতি বলেন—মহেশ্বর! শুন তুমি ছাড়া ত্রিলোকে আর দেব নাই। চন্দনদেবীর পতি বৈদ্যনাথই আমার গতি, তিনি আমাকে চরণে শরণ দান করুন।

---

(৬০১) **পাঠান্তর**—নগেন বাবুর প্রদত্ত পাঠ :—

এ হর গোসাঞে নাথ তোহর
সরন কএলঞো।
কিছু ন ধরব স'ব বিসরব
পছাঁ জে ডত কএলঞো॥
কপট মহ পড়ু কলেবর
গিড়ল মঅন গোহে।
ভলমন্দ সবে কিছু ন গুনল
জনম বহল মোহে॥
কএল উচিত ভেল অনউচিত
মনে মনে পচতাবে।
আবে কি করব সিরে পএ ধুনব
গেল দিনা নহি আবে॥

অপথ পথ চরণ চলাওল
সুগতি মন ন দেলা।
পরধনি ধন মানস বাঢ়ল
জনম নিফলে গেলা॥
চরিত চাওর মন বেআকুল
মোর মোর অনুবন্ধা।
পুত কলত্র সহোদর বন্ধব
অন্তকাল সবে ধন্ধা॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর
কইলি তোহরি সেবা।
এতএ জে বঙ্গ সে বঙ্গ করব
ওতএ সরন দেবা॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

(কেবলমাত্র বাংলাদেশে প্রচলিত রাজার নামবিহীন বিদ্যাপতির পদ)

(৬১০)

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধুলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুন ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥

প. স. পৃঃ ৩০, পং ৮৩. কীর্ত্তনানন্দ ২৩৫ ; সা মি. ৫ ; ন. গু. ৯

শব্দার্থ—খনে খনে—ক্ষণে ক্ষণে ; ভরঈ—ভরে, বাস-বস্ত্র ; চউকি—সচকিত ভাবে ; মন্দ—ধীরে ; ভোর—ভুল হয় ; জেঠ কনেঠ—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ।

অনুবাদ—ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তদ্বারা অনুসরণ করে (কটাক্ষপাত করে), ক্ষণে ক্ষণে (অসংযত) বস্ত্র ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া তনুকে ধূলিপূর্ণ করে। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করায় দশনের ছটা মুক্ত হয়, ক্ষণে ক্ষণে অধরের সম্মুখে বসন গ্রহণ করে (অর্থাৎ মুখে বসন দেয়)। ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া ধীরে ধীরে চলে। (ইহা) মন্মথ পাঠের (ক্রম-শিক্ষার) প্রথম প্রযত্ন। হৃদয়ের মুকুল (পয়োধর) অল্প অল্প দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে (বক্ষে) অঞ্চল দেয়, ক্ষণে ক্ষণে (দিতে) ভুলিয়া যায়। বালিকার শরীরে শৈশবের আর যৌবনের সন্ধি হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ঠিক করিতে পারি না (অর্থাৎ বালিকার দেহে শৈশব আর যৌবনের সাক্ষাৎ হওয়ায় কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহা বুঝিতে পারি না)। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুন্দর কানাই, তারুণ্য ও শৈশবের চিহ্ন তুমি জান না।

---

(৬১০) পাঠান্তর—(১) পদকল্পতরুর পাঠ "খনে খনে দশন ছটাছটি হাস" ; পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "দশন ছুটি অটহাস" (২) পদকল্পতরুতে—বালা শৈশবে তারুণ ভেট।

মন্তব্য—ক্ষণদাগীত চিন্তামণিতে এই পদটির ভণিতার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কলি পাওয়া যায় :—

দুতি সেয়ানি করহ সোই ঠাট।
পণ্ডিত হাম পঢ়ায়ব পাঠ॥
চেতন মধু মথ-কেতন-তন্ত্র।
অবগাহি লেও শিখাও রস-মন্ত্র॥
আপন তন-কাঞ্চন হমে দেই।
যতনহি প্রেম-রতন ভরি লেই॥
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব।
ইহ বিনু দুহুক জীউ ন জীব॥

কিন্তু এই অংশের সহিত মূলপদের বিশেষ সঙ্গতি নাই।

(৬১১)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি রাই॥
মুখরুচি মনোহর, অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভনই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না জাওত ধরনে॥

প. ত. ৮০, সা. মি ৩

অনুবাদ—কখনও খেলে, কখনও খেলে না; লোক দেখিলে লজ্জায় (খেলা) ছাড়িয়া দেয়। কখনও (বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি) তাকায়, কখনও সহচরীদের মধ্যে থাকিলে তাকায় না। মাধব! শুন শুন! তোমার দোহাই, আজ রাইকে বড় অপরূপ দেখিলাম। মুখের লাবণ্য মনোহর অধর সুরঙ্গ, দেখিয়া যেন মনে হয় কমলের সঙ্গে বাঁধুলি ফুল ফুটিল। চোখ যেন সেইরূপ স্থির ভ্রমরের মতন যে ভ্রমর মধুপানে মত্ত হইয়া উড়িতে পারে না। ভ্রূর কথা যেন বলিও না। মদন যেন কাজলের ধনু জুড়িয়াছে। অর্থাৎ ভ্রূ-ধনুতে যেন কাজলের গুণ জুড়িয়াছে। বিদ্যাপতি দুতীর কথায় বলিতেছেন, যে অঙ্গ বিকাশোন্মুখ তাহাকে রোধ করা যায় না। (যৌবন উদ্‌গমে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা)।

(ক্ষণদা গীত চিন্তামণিতে একটি অতিরিক্ত কলি আছে—

পীন পয়োধর দুবরি গাতা।
সুমেরু উপরে জনু কনক লতা॥)

(৬১১) মন্তব্য—বর্তমান সংস্করণের ২৫২ সংখ্যক পদের পঞ্চম হইতে দশম কলির সহিত এই পদের উক্ত কলিগুলির মিল আছে।

কীর্তনানন্দে (২৩৭)—প্রথম দুই চরণের পর জ্ঞানদাসের ভণিতায় আছে:—

বোলইতে বচন অলপ অব গাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই॥
এ সখি এ সখি কি পেখনু নারী।
হেরইতে হরখে রহল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উতারি॥
মনোমথ মন্ত্রী আগোরল বাট।
চকিতে চকিতে পড়ু কত রসহাট॥
কিয়ে ধনি ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহ উপমা কহই না পাই॥
পরথে পুছনু হাম রাই কো নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥

(৬১২)

সৈসব জোবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল ॥[১]
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি ॥

থির নয়ান অথির কছু[*] ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল[২] ॥
চঞ্চল চরন, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান ॥

বিদ্যাপতি কহে সুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥[৩]

ক্ষণদা পৃঃ ২৪, প ত. ১০৪; প স পৃঃ ৩০; কীর্তনানন্দ ২৩০; সা মি. ২; ন. গু ৪

শব্দার্থ—কচ—কেশ; বিথারি—বিস্তারিয়া রাখে; আন—আনিয়া।

অনুবাদ—শৈশব ও যৌবনের দর্শন হইল। উভয় দলের বল বা প্রভাব হেতু ধনী দ্বন্দ্বে পড়িল—কোন দলে যোগ দিবে বুঝিতে পারিল না। কখনও কেশ বাঁধে, কখনও বিস্তার করে, কখনও অঙ্গ আবৃত করে, কখনও (আবরণ) খুলিয়া ফেলে। স্থির নয়ন কিঞ্চিৎ অস্থির হইল, পয়োধরের উদয়স্থল লোহিতাভ হইল। চঞ্চল চরণ, চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কন্দর্প জাগিল কিন্তু এখনও তাহার নয়ন মুদ্রিত রহিয়াছে (লোকে যেমন জাগিয়াও চোখ বুজিয়া থাকে, কিশোরীর মনে তেমনি মদন অল্প জাগরিত হইয়াছে)। বিদ্যাপতি বলেন হে শ্রেষ্ঠ কানাই শুন ধৈর্য্য ধর, তাহাকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইব।

(৬১৩)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরন-চপল-গতি লোচন লেল ॥
অব সব খন রহু আঁচর হাত।
লাজে সখিগন ন পুছএ বাত ॥
কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইত মনসিজ মন রহু বন্ধি ॥

তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোপল ঘট উচল কএ ঠাম ॥
সুনইত রস-কথা থাপয চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত ॥
সৈসব জোবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয়-অবসাদ ॥

বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
সৈসব সে তনু ছোড় নহি পারি ॥

ন গু ৬ (আকর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না)

---

(৬১২) ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) দোহ দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল (২) "উরজ...... ..দেল"এর পর নিম্নলিখিত কয়েকটি চরণ ক্ষণদাতে পাওয়া যায়:—

শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহে
খতদেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহে
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ।

(৩) "বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবান।"

পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর—(*) নাহি (৩) ধৈরজ কর পিছু মিলায়ব আন।

শব্দার্থ—অঙ্কুর—কুচের অঙ্কুর ; উতপতি—উৎপত্তি ; আঁচর—অঞ্চল ; রোএল—রোপণ করিল ; থাপয়—স্থাপন করে।

অনুবাদ—উরজাঙ্কুরের কিছু কিছু উৎপত্তি হইল, চরণের চপল গতি নয়ন লইল। সর্বক্ষণ এখন হাত অঞ্চলে থাকে—লজ্জায় সখীগণকে কথা জিজ্ঞাসা করে না। হে মাধব, বয়ঃসন্ধির (কথা) কি কহিব, দেখিলে মনসিজেরও মন বাঁধা পড়ে। তথাপি কাম হৃদয়ে উচ্চস্থান দেখিয়া সুন্দর ঘট রোপণ করিল। যেরূপ হস্তিনী সঙ্গীত শুনে, সেইরূপ (সে) রসের কথা শুনিলে মন স্থির করিয়া শুনে। শৈশব ও যৌবনের বিবাদ উপস্থিত হইল। কেহই জয় বা পরাজয় মানিতে চাহিল না। বিদ্যাপতির কৌতুককে বলিহারি, শৈশব যে দেহকে ছাড়িতে পারে না।

(৬১৪)

সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল।
স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখি পুছই কইসে সুরত-বিহার॥
নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি-সম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখল অপুরুব বালা।
সৈসব জৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ দুহু অগেআনি।
দুহু এক জোগ ইহ কে কহ সয়ানি॥

৩৮২ ; সা. মি ১.: ন গু. ৩; কীর্তনানন্দ ২৩২

শব্দার্থ—স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল—দুই চক্ষু কর্ণের পথ লইল (দৃষ্টি কানের দিকে যাইতে লাগিল আপঙ্গদৃষ্টি বা কটাক্ষ আরম্ভ হইল) ; সিঙ্গার শৃঙ্গার, প্রসাধন ; উরজ—কুচ ; অগোরল—আগুলিয়া রহিল।

অনুবাদ—শৈশব যৌবন দুই মিলিত হইল। দুই নয়ন শ্রবণের পথ লইল অর্থাৎ চক্ষে কটাক্ষের আরম্ভ হইল। বচনের চাতুরী লঘু হাসিতে পরিণত হইল। ধরণীতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল। মুকুর লইয়া শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশভূষা আরম্ভ করিল—সখীকে জিজ্ঞাসা করে সুরত বিহার কিরূপ। নির্জনে সে কতবার পয়োধর দেখে, আপন পয়োধর দেখিয়া সে হাসে। প্রথমে বদরিসম, পরে নবরঙ্গ অর্থাৎ নারঙ্গ লেবুর (ন্যায় দেখিল), দিন দিন মদন অঙ্গ আগুলাইয়া রহিল। মাধব, অপরূপ বালা দেখিলাম, (তাহাতে) শৈশব যৌবন দুই এক হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দুই অজ্ঞানী, দুইয়ের একযোগ, ইহাকে কিশোরী বলে। অথবা কোন বুদ্ধিমতী বলে যে দুই এক সঙ্গে হয়?

(৬১৫)

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল॥
মদন কিতাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহ্কিকে খীন উন্কে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহুকে লেল॥

চরন চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব॥
নব কবিসেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥

প. ত ১০৬; ন.গু. ৫

অনুবাদ—শৈশব ও যৌবনের দর্শন হইল। মদন উভয়ের (শৈশব ও যৌবনের) পথ বা রীতিনীতি দেখিতে লাগিলেন (এই দুজনের মধ্যে কাহাকে কোন অধিকার দেওয়া যায় স্থির করিতে পারিলেন না)। প্রথমেই মদনের কর্তৃত্ব প্রচারিত হইল—ভিন্ন জনকে ভিন্ন অধিকার দেওয়া হইল। কটির গৌরব বা স্থূলতা নিতম্ব পাইল—একের (নিতম্বের) ক্ষীণতা অপরের (কটির) অবলম্বন হইল। প্রকট হাসি এখন গুপ্ত হইল—কিন্তু বর্ণ উহার প্রকটতা গ্রহণ করিল অর্থাৎ যৌবনের আবির্ভাবে নায়িকার বর্ণ অধিক সমুজ্জ্বল হইল। চরণের চপলগতি লোচন লইল। লোচনের ধৈর্য পদতলে গেল। নব কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কি বলিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার।

তুলনীয়:—মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতা
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জবং ধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা—
দঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ॥

সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(৬১৬)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝাঁপায়ে লাজে॥[1]
বালা সঞে জব রহই।[2]
তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই॥
মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমনী।
কো কহে বালা কো কহে তরুনী॥[3]
কেলিক রভস জব সুনে।
অনতএ[4] হেরি ততহি দএ কানে॥[5]
ইথে কেই কর পরচারী।[6]
কাঁদন মাখী হাসি দেই গারী॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
বালা-চরিত রসিক জন[7] জানে॥

প স পৃঃ ৩০; প ত ১০৫, ক্ষণদা পৃঃ ৩, কীর্ত্তনানন্দ ২২৮; সা মি. ৪; ন. গু. ২০

---

(৬১৫) **পাঠান্তর**—পদকল্পতরুর কোন কোন পুঁথিতে 'মদন কিতাব' স্থানে 'মদনকি ভাব' ও 'মদনকি রাজ' পাঠ আছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'কিতাব' পাঠই শুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কায়দা-কানুন (rule) অর্থে পারসী ভাষায় 'কিতাবৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমাদিগের আলোচিত পদকল্পতরুর ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ—এই পাঁচখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, এবং 'পদরত্নাকর' ও 'পদরসসার' পুঁথির মধ্যে কোথায়ও 'মদনক ভাব' পাঠ নাই।" "নগেন্দ্রবাবু 'ইনকে' ও 'উনহি' স্থলে যথাক্রমে 'একক' ও 'অওকে' পাঠ ধরিয়াছেন; উভয় পাঠই অপ্রামাণিক ও হিন্দী মৈথিলী ভাষায় অপ্রযুক্ত বটে।" (শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ, ১৩৩৩, কার্ত্তিক, পৃঃ ২৩১-২৩২)

(৬১৬) পদামৃত সমুদ্রের **পাঠান্তর**—(১) বেকত অঙ্গ না ঝাপাওই লাজে (২) বালিক সঙ্গে জব রহই (৩) কো কঁহ বালা কো কঁহ তরুণী (৪) আনহি (পদকল্পতরু অপেক্ষা ইহা ভাল পাঠ) (৫) ইথে জদি কোই করই পরচারী (৬) পুন

ক্ষণদার **পাঠান্তর**—(১) বেকত অঙ্গ ন ঢাকয়ে লাজে (৩) বালা জন সঞে বাসে
তরুনি পাই তহি পরিহাসে।
মাধব পেখলুঁ রমণী
কো কহ বালা কো কহ তরুণী।
(৪) অনতহি হেরি তহি দেই কানে (৫) ইথে জদি কোই বাদয়ে পরচারী
কোই করএ পরচারী।

অনুবাদ—গুরুজনের মধ্যে ক্ষণকালও থাকে না। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জায় ঢাকে না (অধিক লজ্জা হয় নাই বলিয়া)। বালিকাগণের সঙ্গে যখন থাকে তখন কোন তরুণী পাইলে তাহার সহিত পরিহাস করে। মাধব, তোমার জন্য রমণী দেখিলাম, কেহ (তাহাকে) বালিকা বলে, কেহ তরুণী বলে। কেলি-রহস্য যখন শুনে (অন্য মেয়েরা বলাবলি করিতেছে শুনে) তখন অন্য দিকে চাহিয়া সেই দিকে কান দেয়। ইহা যদি কেহ প্রকাশ (ঠাট্টা) করে, কান্নার (সহিত) হাসি মাখাইয়া গালি দেয়। সুকবি বিদ্যাপতি বলে, বালার ব্যবহার (কিশোরীর স্বভাব) রসিক জন জানে।

(৬১৭)

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়এ অনঙ্গ॥
সে পুন ভএ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর॥
মাধব পেখল রমনি সন্ধান।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান॥
তনু সুখ বসন হিরদয় লাগি।
জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি॥
উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।
চামর ঝাঁপল কনক-মহেস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসএ সে বরনারি॥

কীর্ত্তনানন্দ ২৩৩; ন. গু. ৮

অনুবাদ—পয়োধর প্রথমে বদরি ফলের ন্যায়, পুনরায় নবরঙ্গ (লেবুর) ন্যায় দিনে দিনে বাড়িল। অনঙ্গ তাহাকে পীড়ন করে। পুনরায় উহা বীজপূরের ন্যায় হইল। এখন কুচ বাড়িয়া বেল ফলের মতন হইল। মাধব রমণীর (কটাক্ষ) সন্ধান দেখিল। ঘাটে স্নান করিতেছে (তাহার) সাক্ষাৎ পাইল। (তাহার) তনু কোমল (আর্দ্র) বস্ত্র হৃদয়ে (বক্ষে) লাগিয়া জড়াইয়া গিয়াছে যে পুরুষ দেখিবে তাহারই ভাগ্য। (তাহার) চাঁচর কেশ বক্ষে লম্বিত, যেন স্বর্ণ-শম্ভু (পয়োধর) চামরে আবৃত করিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি! শ্রবণ কর। সুপুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ নারীর (সহিত) বিলাস করে।

(৬১৮)

কিএ মঝু দিঠি পড়লি সসিবয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুহু নয়না॥
দারুন বঙ্ক-বিলোকন থোর।
কাল হোয় কিএ উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
স্রবন রহল অছ সুনইত রাব।
চলইত চাহি চরন নহি জাব॥

আসা-পাস ন তেজই সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥

প. ত. ১৯৪; কীর্ত্তনানন্দ ১৮০; সা. মি. ৮; ন. গু. ৪২

---

(৬১৭) মন্তব্য—মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দের পুঁথিতে অনেক ভুল থাকায় নগেন্দ্রবাবুর সংশোধিত পাঠ দেওয়া হইল। নগেনবাবু এই পদের আকর অজ্ঞাত লিখিয়াছেন।

(৬১৮) পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দ (১৮০)—শেষ চরণে বিদ্যাপতির নামের পরিবর্ত্তে আছে—'অনারত করল হামারি সব অঙ্গ।'

অনুবাদ—শশিবদনা কেমন করিয়া যেন আমার দৃষ্টিতে পড়িল ; (আমার) দুইটী নয়ন নিমেষ নিরোধ করিয়া অর্থাৎ পলক ফেলিতেও ভুলিয়া (তাহার অঙ্গে) লাগিয়া রহিল। দারুণ ঈষদ্ বক্রদৃষ্টি কি আমার কাল (স্বরূপ) হইয়া জন্মিল ? পয়োধরের (স্পর্শের) জন্য মন রহিল, অন্তরে মদন জাগিল। শ্রবণ শব্দ শুনিবার জন্য রহিয়াছে, (আমি) চলিতে চাহি, চরণ যাইতে চাহে না। আশার পাশ সঙ্গ ছাড়ে না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, (ইহাই) প্রেম-তরঙ্গ।

(৬১৯)

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি-তরঙ্গ॥
কি হেরল অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাঁহ মোরি॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন-বিকাস।
তহিঁ তহিঁ কমল-পরকাস॥
জহাঁ লহু হাস-সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয়-বিথার॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ।
ততহিঁ মদন-সর লাখ॥
হেরইত সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥
পুনু কিএ দরসন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ জাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুঅ গুনে দেয়ব আনি॥

প. স. পৃঃ ৩৪, সংকীর্ত্তনামৃত ২৭ ; কীর্ত্তনানন্দ ২১৮ ; ন. গু. ৫৫

শব্দার্থ—ধরঈ—ধরে, ফেলে, পইঠল—প্রবেশ করিল, হিয় মাঁহ মোরি—আমার হৃদয়ের মধ্যে ; বিথার—বিস্তার।

অনুবাদ—যেখানে যেখানে তাহার পাদুটী পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ভরিয়া উঠে। যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গের জ্যোতির ঝলক পড়ে, সেখানে সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ উঠে। কি অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখিলাম ; সে যেন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সেখানে যেন কমল ফুটিয়া উঠে। যেখানে তাহার লঘু হাস্যের সঞ্চার হয় সেখানে যেন অমৃত ঢালিয়া পড়ে। যেখানে যেখানে কুটিল কটাক্ষ পড়ে সেখানে সেখানে যেন মদনের লক্ষ শর নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ধনীকে অল্প দেখিলাম, এখন সেই ত্রিভুবন জুড়িয়া রহিয়াছে (আর কিছু দেখিতে পাই না)। যদি পুনরায় তাহার দেখা পাই তবে আমার এই দুঃখ যায়। বিদ্যাপতি বলেন আমি জানি তোমার গুণে (মুগ্ধ হইয়া) তাহাকে আনিয়া দিব।

(৬২০)

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চান্দ অকাসে।
হরিনি নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাসি ন যাসি।
তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল
তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি॥

কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেসে হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
সম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

ভুজ-ভয়ে কনক মৃনাল পঙ্কে রহুঁ
কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন
কহব মদন পরতাপে॥

প ত ১৩৫৮; সা মি ৩১; ন. গু. ১১৮

অনুবাদ—(তোমার) কবরীর ভয়ে চামরী পর্বতের গুহায়, মুখের ভয়ে চাঁদ আকাশে, নয়নের ভয়ে হরিণ, (কণ্ঠ) স্বরের ভয়ে কোকিল, গতির ভয়ে গজ বনবাসে লুকাইল। সুন্দরি, কেন আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া যাও? তোমার ভয়ে ইহারা সকলে দূরে পলায়ন করিল, তোমার আবার কাহাকে ভয় অর্থাৎ কাহার ভয়ে তুমি আমার সহিত কথা না কহিয়া যাইতেছ? কুচ-ভয়ে পদ্মের কোরক জলে মুদ্রিত হইয়া থাকে, ঘট আগুনে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল আকাশে বাস করে, আর শম্ভু বিষ পান করে (কুচের সহিত পদ্মকলি, ঘট, দাড়িম্ব, বেল ও শিবলিঙ্গের উপমা)। বাহুর ভয়ে মৃণাল পঙ্কে লুকাইল, হস্তের ভয়ে পল্লব কাঁপিতে লাগিল, বিদ্যাপতি বলে, এইরূপ মদনের কত কত প্রতাপ বলিব?

(৬২১)

পথ-গতি পেখনু মো রাধা।
তখনুক ভাব পরান পরিপীড়লি
রহল কুমুদনিধি সাধা॥

নমুআ নয়ন নলিনি জনি অনুপম
বঙ্ক নিহারই থোরা।
জনি সৃঙ্খল মেঁ খগবর বাঁধল
দীঠি নুকাএল মোরা॥
আধ বদন-সসি বিহসি দেখাওলি
আধ পীহলি নিঅ বাহু।
কিছু এক ভাগ বলাহক ঝাঁপল
কিছুক গরাসল রাহু॥

কর-জুগ পিহিত পযোধর-অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম-কমলন জনি অরুনিত চঞ্চল
মিহির-তর নিন্দ গেলা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মথুরপতি
ইহ রস কে পএ বাধা।
হ'স দরস বস সবহু বুঝাএল
নাল কমল দুই আধা॥

কীর্তনানন্দ ১৯৭; ন গু ৫৩

অনুবাদ—আমি পথে যাইতে রাধাকে দেখিলাম, সেই সময়ের ভাব প্রাণকে পরিপীড়ন করিল, কুমুদের সর্বস্ব অর্থাৎ চন্দ্রের (মুখচন্দ্রের) সাধ রহিল। কমলিনীর ন্যায় অনুপম সুন্দর-নয়না বক্র দৃষ্টিতে অল্প চাহিল। যেন পক্ষিশ্রেষ্ঠ (খঞ্জন) আমার (দৃষ্টিকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি লুকাইল (অর্থাৎ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া চক্ষু আবৃত করিল)। (সে) মৃদু হাস্য করিয়া অর্ধ বদনচন্দ্র দেখাইল এবং অর্ধ নিজ বাহুতে ঢাকিল। (তাহাতে) একভাগের কিঞ্চিৎ মেঘ (নীলাম্বর) আবৃত করিল (এবং) কিঞ্চিৎ রাহু (কেশ) গ্রাস করিল। অঞ্চলে আবৃত পয়োধরে করযুগ দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল। যেন স্বর্ণপদ্ম (পয়োধর) চঞ্চল রক্তিম সূর্যতলে (করতলে) নিদ্রা গেল। [উভয় হস্ত দ্বারা আবৃত

(৬২১) মন্তব্য—কীর্তনানন্দের ছাপা পুঁথির পাঠ অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ, তাই ন.গু.র সংশোধিত পাঠ লওয়া হইল।

স্তনের তটভাগ দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইয়া গিয়াছে, যেন সোনার কমল (স্তনদ্বয়) লালিমাযুক্ত চঞ্চল সূর্যের (রক্তিম করতলের) নিম্নে শয়ন করিয়া আছে]। বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে মথুরাপতি (শ্রীকৃষ্ণ) শুন, তোমার এই রসে কে বাধা দিবে ? (তোমাদের পরস্পরের) হাস্য ও দর্শনের রসে সকলকে বুঝাইল যে (তোমার হস্তরূপ) মৃণাল ও (উহার কুচরূপ) কমল (এই) দুইটির (একই পদার্থের) দুইভাগ অর্থাৎ উহার পয়োধরের জন্য তোমার হস্তই উপযুক্ত।

(৬২২)

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি[১] নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারি ॥
জোবি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বদন সুছন্দ[২]।
দাম-চম্পক[৩] কাম পূজল
জইসে সারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু[৪]
বেকত কএল সুমেরু ॥
পুনহি দরসন[৫] জীব[৬] জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরন[৭] জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি[৮]
চিত থির নহি হোয়।
সে জে রমনি পরম গুনমনি
পুনু কিএ মিলব তোয়[৯] ॥

ক্ষণদা পৃ° ৮৩৫ ; প ত ৫৭ ; কীর্ত্তনানন্দ ১৭৬ ; সা মি. ৬ ; ন. গু. ৫১

অনুবাদ—গজগামিনী কামিনী একটু হাসিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া গেল। সেই বরাঙ্গনা যেন ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী পুষ্পশর কন্দর্পের কুহক (ভেল্‌কি) হইল। তাহার ভুজযুগ ঘুরাইয়া তাহার মুখ সুন্দর ছাঁচে বেষ্টন করিল, যেন মদন চম্পকদলের দ্বারা (চাঁপার কলির মতন আঙুল দিয়া) শারদ চন্দ্রের (মুখের) পূজা করিল। চঞ্চলভাবে অঞ্চল দিয়া বুক ঢাকিবার সময় অর্দ্ধ পয়োধর দেখিলাম। যেন পবনের দ্বারা পরাভূত শরৎকালীন (নীল) মেঘ স্বর্ণময় সুমেরুর শিখরকে প্রকাশিত করিল (অর্থাৎ শরতের নীল মেঘের মত সাড়ী হাওয়ায় সরিয়া গেল এবং সুমেরুতুল্য স্তন দেখা গেল)। পুনরায় দেখা পাইলে জীবন জুড়াইবে, বিরহের অন্ত হইবে। তাহার চরণের আলতা আমার হৃদয়ে অগ্নিশিখার মতন হইল ; আমার সকল অঙ্গ দহন করিল। বিদ্যাপতি বলেন শুন যদুপতি তুমি সেই পরম গুণান্বিতা রমণীকে পুনরায় দেখিতে পাইবে কি না ভাবিয়া আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না।

---

(৬২২) ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) পালটি (২) তবহু বয়ান সুছন্দ (৩) দাম-চম্পকে (৪) পবন-পরাভবে সারদ-ঘন-জনু (৫) দরশনে (৬) জীবন (৭) চরণ (৮) ভনয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী (৯) মোর।

(৬২৩)

সজনী, অপুরুব পেখল[১] রামা।
কনক-লতা অবলম্বন[২] উঅল
হরিন-হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনি দও অঞ্জনে রঞ্জই[৬]
ভৌঁহ[৬] বিভঙ্গ-বিলাসা।
চকিত চকোর-জোর[৭] বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা॥
গিরিবর-গরুঅ পয়োধর-পরসিত
গিম গজ-মোতিক হারা[৩]।
কাম কম্বু ভরি কনক-সম্ভু পরি
ঢারত[৪] সুরধুনি-ধারা॥
পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই
সোই পাবএ বহুভাগী॥
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন অনুরাগী॥

ক্ষণদা পৃঃ ৪০৯ ; প. স. ৩৫ ; প ত ৫৯ ; কীর্ত্তনানন্দ ১৭৭ ; সা. মি. ৭ ; ন. গু. ৩৬

শব্দার্থ—কনক-লতা—রাধার দেহ স্বর্ণলতার মতন ; হরিন হীন—চাঁদের মধ্যে হরিণরূপ কলঙ্ক আছে, রাধার মুখচন্দ্রে সে কলঙ্ক নাই ; হিমধামা—চন্দ্র ; পাসা—পাশ ; গরুঅ—গুরু ; পয়াগে—প্রয়াগে ; জাগ সত জাগই—শতযজ্ঞ করিলে।

অনুবাদ—সজনি, অপরূপ রমণী দেখিলাম। কনকলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল। নয়ন-কমল অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া তাহার ভ্রূর বিভ্রম বিলাস (হইয়াছে)। চকিত চকোর-যুগল (নয়ন) বিধি কেবল কজ্জল (রূপ) পাশে বাঁধিল। কণ্ঠের গজমুক্তার হার গিরিবর তুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, (যেন) মদন কম্বু (কণ্ঠ) ভরিয়া স্বর্ণ শম্ভুর (পয়োধরের) উপরে গঙ্গার জলধারা (মুক্তাহার) ঢালিতেছে। যে প্রয়াগতীর্থে শত যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে সেই বহু ভাগ্যবান্ পুরুষ (এই রমণীকে) পায়। বিদ্যাপতি বলে গোকুল নায়ক গোপীজনের অনুরাগী হইয়াছে।

(৬২৪)

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি।
হিরদয়ে সেল দই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
এক তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥
দসন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আসা॥

প. ত. ১৯৫ ; কীর্ত্তনানন্দ ১৮১ ; সা. মি. ১১ ; ন. গু. ৩১

(৬২৩) ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) পেখলু (২) অবলম্বনে (৩) গিরিযুগ কনক পয়োধ-উপর
গিমকো গজমোতি হারা।
(৪) ঢারই (৫) রঞ্জিত (৬) ভাঙ্গ (৭) চকোর জোরে।
ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে "চকিত চকোর..............পাসা" এর পরে আছে—
"প্রথম বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর-তিলক ভানু তড়িত লতাজনু উইল পুর্নিমাকো চন্দা॥

শব্দার্থ—অতনু (তনু=ক্ষীণ), =স্থূল ; অতএ—এইজন্য।

অনুবাদ—হে সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না, মেঘমালা (নীল-বসন) সঙ্গে বিদ্যুল্লতা (রাধার রূপ) যেন হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। অর্ধ অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, বদনে অর্ধ হাসি, অর্ধ নয়ন তরঙ্গ। অঞ্চলে অর্ধ আবৃত অর্ধ পয়োধর দেখিলাম। সেই অবধি অনঙ্গ (আমাকে) দগ্ধ করিতেছে। একে দেহ গৌরবর্ণ, স্থূল কাঁচুলি সোনার বাটীর তুল্য। হারে মন হরণ করিল যেন কাম (হাররূপী) ফাঁদ বিস্তার করিয়াছে। মুক্তাপংক্তি দশন অধরে মিলাইতেছে, মৃদু মৃদু কথা বলিতেছে। বিদ্যাপতি বলে, এই দুঃখ রহিল যে দেখিয়া দেখিয়া আশা পূর্ণ হইল না।

(৬২৫)

নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাই।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাই॥
এ সখি পেখল অপুরুব গোরি।
বল করি চীত চোরায়ল মোরি॥
একলি চললি ধনি হোই আগুআন।
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান॥
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আস নিরাস দগধ তনু মোয়॥
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা।
চীত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
ধৈরজ করহ মিলব বর নারি॥

প ত ২১১, কীর্ত্তনানন্দ ২১২ ; সা মি ১১ ; ন. গু. ৪১

অনুবাদ ধনী রাধিকা স্নান করিয়া তীরে উঠিল। অবনত (মুখে) সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিল। হে সখি, অপূর্ব সুন্দরী দেখিলাম—(সে) বল-পূর্বক আমার চিত্ত চুরি করিল। একাকিনী ধনী অগ্রসর হইয়া চলিল, ফিরিয়া (সখীকে) বলিল, সখি প্রয়াণ কর (—চলিয়া এস—মুখ ফিরাইয়া ডাকার ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লইল)। কি জানি ধনী (আমার প্রতি) অনুরক্ত কি বিরক্ত,—আশায় নিরাশায় আমার তনু দগ্ধ হইতেছে। কেমন করিয়া আমি সেই অবলা ধনীকে পাইব। আমার চিত্ত ও নয়ন দুই তাহাতে রহিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি শোন, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, রমণীশ্রেষ্ঠ মিলিবে।

(৬২৬)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক-মুকুর॥
তেই উদসল কুচ-জোরা।
পলটি বৈসাওল কনক-কটোরা॥
নীবি-বন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ সেস॥

প ত ২০৯ ; কীর্ত্তনানন্দ ২১০ ; সা মি. ১৪ ; ন. গু. ৩৮

অনুবাদ—আজি আমার শুভদিন, স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম। চিকুর বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে, যেন মেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে। মুখ প্রচুর (ভাবে) মুছিল, যেন কনকমুকুর মাজিয়া রাখিল। তাহাতে কুচযুগল

উদিত হইল, (যেন) সোনার বাটী উল্টাইয়া বসাইয়াছে। নীবিবন্ধ অর্থাৎ কটি-বসনের গ্রন্থির উদ্দেশ করিল অর্থাৎ উহা ঠিক আছে কিনা খোঁজ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন ইহাতে নায়কের আকাঙ্ক্ষা চরমসীমা পাইল। ("নায়ক যে নায়িকার নাভিমূল দর্শন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার শ্লথ কটি বসন গ্রন্থির বন্ধনকালে নায়কের সেই আশাও পূর্ণ হইল"—সতীশচন্দ্র রায়)।

(৬২৭)

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরি।
কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল-ধারা।
চামরে গলয়ে জনি মোতিম হারা॥
অলকহি তীতল তঁহি অতি সোভা।
অলিকুল কমল বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুর মণ্ডিত জনি পঙ্কজ-পাতা॥

সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনি পড়ি গেও হীমা॥
তূল কি করইতে চাহে কে দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি বস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
বসনে লাগল ভাব রূপ নেহারি॥

প ত ১০৮; কীর্ত্তনানন্দ ২০৯; সা মি ১২; ন গু ৩৯

অনুবাদ—যাইতে দেখিলাম সুন্দরী স্নান করিযাছে, কোথা হইতে ধনী রূপ চুরি করিয়া আনিল? কেশ নিঙড়াইতেছে, জলধারা বহিতেছে, চামরে যেন মুক্তাহার ঝরিতেছে। সিক্ত অলকগুলি অতি সুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল কমলকে ঘিরিয়াছে। জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও অঞ্জনশূন্য হইয়াছে—যেন পদ্মপত্র সিন্দুরে মণ্ডিত হইয়াছে। পয়োধরের প্রান্তে সিক্ত বসন লাগিয়া রহিয়াছে, যেন সোনার বিল্বফলে তুষার পড়িয়াছে (অতিশযোক্তি অলঙ্কার—সজল বসনে তুষারত্ব ও স্তনে বিল্বফলত্ব আরোপিত হইয়াছে)। কেহ কি (নিজের) দেহকে (পূর্ব্বচরণে বর্ণিত সজল বসনের) তুল্য করিতে চাহে? 'এখনি আমাকে ছাড়িবে, আমার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিবে; তখন আর এরূপ আনন্দ পাইব না' এই ভাবিয়া নায়িকার বসন কাঁদিতেছে, তাই তাহা হইতে জলধারা পড়িতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন মুরারি শুন, এই রূপ দেখিয়া তোমার কি বসনের ভাব পাইতে ইচ্ছা করে?

(৬২৮)

রামা হে সপথ করহুঁ তোর।
সে জে গুনবতী গুন গনি গনি
ন জান কি গতি মোর॥

সে সব সুমরি দহই মদন
হৃদয় লাগল ধন্ধ।
তাহি বিনু হম জীবন মানিঅ
মরন অধিক মন্দ॥

৬২৭) পাঠান্তর—পা—বসনের ভাব ও রূপ নেহারি।

সগর রজনি রোই গমাওল
সঘন তেজ নিসাস।
নয়নে নয়নে পুনু কি মিলব
পুনু কি পুরব আস॥

ভনই বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
চিতে ন মানহ আন।
দিবস থোর বহি মিলব নাগরি
মনে গুনি ইহ জান॥

ন. গু ১৯০, (কীর্ত্তনানন্দ), কিন্তু মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দে এই পদ পাওয়া যায় নাই।

অনুবাদ—হে রামা, তোমার শপথ করিতেছি। সেই গুণবতীর গুণ গণিয়া গণিয়া আমার কি অবস্থা (গতি) হইয়াছে, তাহা জান না। হৃদয়ে সংশয় জাগিতেছে; তাহাকে না পাইলে আমার জীবনকে মরণের চেয়ে অধিক মন্দ লাগিবে বোধ হইতেছে। সকল রাত্রি (আমি) কাঁদিয়া কাটাইয়াছি, সঘনে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি। আবার কি নয়নে নয়নে দেখা হইবে? আমার আশা কি আর পূর্ণ হইবে? বিদ্যাপতি বলেন হে নাগর মনে অন্য ভাবিও না; তুমি মনে নিশ্চিত জানিও অল্পদিনের মধ্যেই নাগরীর সহিত মিলন হইবে।

(৬২৯)

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনি রেহ॥

সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস॥

বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
সূন কবলি বিহি মদন ভঁডার॥

অজ্ঞাত সবার, সা মি ১৮; ন গু ৫৭

অনুবাদ—হে সখি, কানুর রূপ কি কহিব? স্বপ্নের স্বরূপ (স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছি সেই রূপ) কে বিশ্বাস করিবে? (তাহার) দেহ অভিনব জলধরের ন্যায় সুন্দর (এবং) সৌদামিনীর রেখার ন্যায় (বিদ্যুদ্‌রেখাবৎ উজ্জ্বল) পীতবসন পরিহিত। (তাহার) কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ও কুঞ্চিত, (যেন) সুবেশ মদন কাজলে সাজিল (অর্থাৎ কাজল পরিল)। (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংন্যস্ত) জাতী কেতকী কুসুমের সুগন্ধে মন্মথ ত্রাসে ফুলশর ত্যাগ করিল। বিদ্যাপতি কহে কি আর কহিব! (শ্রীকৃষ্ণের সজ্জার নিমিত্ত) বিধি মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিল (অর্থাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মদন পরাভূত হইল)।

(৬৩০)

এ সখি পেখলি এক অপুরূপ[১]।
সুনইত মানবি সপন-সরূপ॥
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুন তমাল॥

তাপর বেঢ়লি বিজুরি-লতা[২]।
কালিন্দি তীর ধীর চলি[৩] জাতা॥
সাখা-সিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি[৪] নব পল্লব অরুনক ভাঁতি॥

(৬৩০) [illegible] মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর—(১) এ সখি কি পেখলি এক অপরূপ (২) তাপর বেড়ল বিজুরিক-লতা (৩) চলু (৪) তাহে

বিমল বিম্বফল জুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন-জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।
হেরইত পুনি হমে রহল গিআন॥
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহু ভল জান॥

ক্ষণদা পৃঃ ৬৩ ; সা. মি. ২০ ; ন. গু. ৫৬

শব্দার্থ—মানবি—ভাবিবে ; মাল—মালা ; সাখা—সিখ ; মোর—ময়ূর।

অনুবাদ—হে সখি এক অপরূপ (দৃশ্য) দেখিলাম ; শুনিলে স্বপ্নস্বরূপ মনে করিবে। কমলযুগলের (চরণদ্বয়ের) উপর চাঁদের মালা (নখপংক্তি), তাহার উপর তরুণ তমালবৃক্ষ (ঊরু) উৎপন্ন হইল। তাহার উপর বিদ্যুল্লতা (পীতধটী) বেষ্টন করিল ; (এবং সে) ধীরে ধীরে কালিন্দীতীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখাশিখরে (হস্তাঙ্গুলিতে) চন্দ্র-শ্রেণী (নখপংক্তি) ; তাহাতে অরুণের সদৃশ নব পল্লব (করতল)। বিমল বিম্বফলযুগলের (ওষ্ঠাধরের) বিকাশ (হইয়াছে) ; তাহার উপর শুকপক্ষী (শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় নাসা) স্থির হইয়া বাস করিতেছে। তাহার উপর চঞ্চল খঞ্জনযুগল (চক্ষুর্দ্বয়), তাহার উপর ময়ুর (ময়ূরপুচ্ছ) সাপিনীকে (চূড়াবদ্ধকেশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে। হে রঙ্গিণি সখি, তোমাকে এই সঙ্কেত কহিলাম ; পুনরায় দেখিতে আমি জ্ঞান হারাইলাম। কবি বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা করিতেছে। সুপুরুষের মর্ম তুমিই ভাল জান।

(৬৩১)

পাসরিতে সরীর হোয়ে অবসান।
কহইত ন লয় অব বুঝহ অবধান॥
কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ॥
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়া সে করায় বাহার।
রাখএ মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই ন পারিঅ চলই ন পারি।
ঘন ফিরি জৈসে পিঞ্জর মাহা সারি॥
এতহুঁ বিপদে কিয় জীবএ দেহ।
ভনই বিদ্যাপতি বিসম এ নেহ॥

প ত ৯৪৯ ; সা. মি ৪৭ ; ন. গু. ২৭৮

শব্দার্থ- রচহ উপায়—উপায় স্থির কর ; নেহ—স্নেহ ; মাহা—মধ্যে।

অনুবাদ—তাহাকে ভুলিতে গেলে শরীর অবসান হইয়া যায়, বলিতে পারি না, এখন বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া দেখ। বলিতেও পারি না, সহ্য করাও যায় না, সজনি বল এখন কি উপায় করি। কোন বিধাতা আবার এই প্রেম নির্মাণ অর্থাৎ সৃষ্টি করিল, কেন আমার দেহ কুলবতী করিয়া সৃষ্টি করিল ? কামদেব হাত ধরিয়া গৃহের বাহির করিয়া দেয়, মন্দিরে (গৃহে) কুলাচার রাখে। সহিতে পারি না চলিতে পারি না। খাঁচার মধ্যে সারীর ন্যায় অনবরত ফিরিতেছি। এত বিপদেও দেহ কেন প্রাণ ধারণ করে। বিদ্যাপতি বলিতেছে—বিষম এই প্রেম।

(৬৩০) (৫) আশ (৬) কহলু নিদান (৭) ভনই।

(৬৩২)

কান্নু হেরব ছল মন বড় সাধ।
কান্নু হেরইত ভেল অত পরমাদ[১] ॥
তবধরি অবুধি মুগুধি হম নারি।
কি কহি কি সুনি কিছু বুঝএ ন পারি[২] ॥
সাওন-ঘন সম ঝরু দুনয়ান[১১]।
অবিরত ধস ধস[৩] করএ পরান ॥
কী[৪] লাগি সজনী দরসন ভেল[৫]।
রভসে অপন জিউ পর হথ দেল[৬] ॥
না জানূ কিএ করু মোহন-চোর।
হেরইত প্রান হরি লঈ গেল মোর[৭] ॥
অত সব আদর গেও দরসাই।
জত বিসরিএ তত বিসর ন জাই ॥[৮]

বিদ্যাপতি কহ[৯] সুন বরনারি।
ধৈরজ ধব চিত[১০] মিলব মুরারি ॥

ক্ষণদা পৃঃ ৮৭ ; কীর্ত্তনানন্দ ৭৭ (প্রথম ছয় কলি নাই) ; সা. মি. ১৯ ; ন. গু. ৬৭

অনুবাদ—কানুকে দেখিব বলিযা মনে বড় সাধ ছিল। কানুকে দেখিযাই প্রমাদ ঘটিল। সেই অবধি অবোধ মুগ্ধা নারী আমি—কি বলি কি শুনি কিছুই বুঝিতে পারি না। শ্রাবণের মেঘের মত দু'নযন ঝরিতেছে, অবিরত (এ) প্রাণ ধক্ ধক্ করিতেছে। কিসের জন্য সজনি তাহার দর্শন হইল। কৌতুকবশে আপনার জীবন পরের হাতে দিলাম। মোহন-চোর (শ্রীকৃষ্ণ) কি করিল জানি না, দেখিতেই (অমনি) আমার প্রাণ চুরি করিয়া লইয়া গেল। এত সব আদর দেখাইয়া গেল, যত (সে সব) ভুলিতে চাই, ভুলিতে পারি না। বিদ্যাপতি কহে, হে নারী-শ্রেষ্ঠ, শুন, চিত্তে ধৈর্য ধর, মুরারিকে পাইবে।

(৬৩৩)

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরলে তনু ভোর ॥
হঠ সয়ঁ পইসএ স্রবনক মাঝ।
তাহি খন বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে ন হেরি হেরএ জনু কেহ ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥

(৬৩২) মুদ্রিত ক্ষণদার পুঁথির পাঠান্তর—(১) কানু হেরব করি ছিল বড় সাধ।
কানু হেরইতে অব ভেল পরমাদ ॥
(২) কি করি কি বলি কছু বুঝই না পার ॥
(১১) সাওন ঘন সম এ দুই নয়ান।
(৩) ধক ধক (৪) কাহে (৫) ভেলা
(৬) বরকী অপন জিউ পর হাতে দেলা
(৭) হেরইত প্রান হরি লঈ গেও মোরা
না জানিয়ে কি করু মোহন-চোরা।
(৮) যত বিছুরিএ তত বিছুর ন জাই (৯) কহে (১০) চিত্তে

কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা—ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পেখনু তুয়া লাগি আকুল মুরারি ॥

লহু লহু চরণ চলিএ গৃহ মাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবস খসএ নিবি-বন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥

প ত ৮৩১; সা মি. ২১; ন গু. ৬৮

অনুবাদ—হে সখি দুঃখের সীমা কি কহিব, বাঁশীর নিশ্বাসগরলে দেহ বিহ্বল হইয়াছে। বলপূর্বক শ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনি দেহ ও মন হইতে লজ্জা বিগলিত হয়। বিপুল পুলকে দেহ পরিপূর্ণ হয়, কেহ দেখিতেছে কিনা তাহা চোখে দেখিতে পাই না। গুরুজনের সম্মুখেই ভাবাবেশ হয়, (তখন) বস্ত্রের দ্বারা সকল অঙ্গ যত্ন পূর্বক আচ্ছাদন করি। ধীর ধীর পদে গৃহের মধ্যে যাই, দৈবক্রমে বিধি আজ আমার লজ্জা রক্ষা করিল। দেহ মন বিবশ হইতেছে—নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে কি বলিব, (এ ভাব দেখিয়া মনে) সন্দেহ হইতেছে (যে তুমি গভীর প্রেমে পড়িয়াছ)।

(৬৩৪)

আজ পেখলু ধনি তোহারি বড়াই।
তুয়া সম রমনি ভুবনে আর নাই॥
কত কত রমনি কানুক সঙ্গ।
অনুখন করই তোহারি পরসঙ্গ॥
হম কহল কিছু তোহারি সম্বাদ।
চৌদিকে না হেরি তোহারি মুখ সাধ॥
তুয়া গুন কহই রমনিগন আগে।
বুঝলম নিচয় তোহারি অনুরাগে॥
ছল ছল নয়ন ভেল আন।
ভাবে ভরল বহু তোহারি ধেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি এহি বিচার।
আবে উচিত ধনি হরি অভিসার॥

কীর্ত্তনানন্দ ২৮৩; ন গু ১০০

অনুবাদ—ধনি, আজ তোমার গৌরব দেখিলাম, তোমার সমান রমণী ভুবনে আর নাই। কানুর সঙ্গে কত কত রমণী থাকে, (সে) সর্বদাই তোমার কথা বলে। আমি তোর সংবাদ কিছু বলিলাম, সে কোন দিকে দেখিল না। কেবল তোমারই মুখ দেখিবার সাধ। রমণীগণের সম্মুখে তোমার গুণ বলে (তাহাতে) বুঝিলাম তোমার (প্রতি) অনুরাগ। ছল ছল নয়ন, হরি অন্তরূপ হইল, তোমার ধ্যানে ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। বিদ্যাপতি বলে এই বিচার, এখন হরির অভিসার ধনীর (করা) উচিত।

(৬৩৫)

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার
জামিনি উচিত করহ সিঙ্গার॥
জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেস ভুসন করু বন্ধ॥
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিচয় নাগর তুয়া বস হোয়॥
তুহু রস নাগরি নাগর রসবন্ত।
তুরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত॥

একল কুঞ্জবনে আকুল কান।
বিদ্যাপতি কহ করহ পয়ান ॥

কীর্ত্তনানন্দ ২৯১ ; ন. গু. ২৫১

শব্দার্থ—সিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশভূষ উজোবল উজ্জ্বল ; বন্ধ- বন্ধন, ধারণ।

অনুবাদ—চল, চল সুন্দরি, হরির অভিসারে চল। রজনীর সহিত সামঞ্জস্য হয় এরূপ বেশ কর। যেরূপে চন্দ্র রজনী উজ্জ্বল করিল, ঐ প্রকারে বেশভূষা ধারণ কর। হে ধনি, ভাবিনি, তোমাকে কি বলিব, নাগর নিশ্চয় তোমার বশীভূত। তুমি রসিকা নাগরী, নাগর রসিক। কুঞ্জসীমায় শীঘ্র চল। বিদ্যাপতি বলেন একাকী কুঞ্জবনে কানাই ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে ; তুমি প্রয়াণ কর।

(৬৩৬)

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা ॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান ॥
তেজল মনিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার ॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথহি তেজল সগরি ॥
মনিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥
জামিন ঘন আঁধিআর।
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন ॥

পদকল্পতরু ১৭৬, সা মি ৩৫ ; ন. গু. ২৮২

অনুবাদ—নব অনুরাগিণী রাধা, কোন বাধাই মানে না। একাকীই প্রস্থান করিল, পথ বিপথ মানিল না। মণিময় হার ত্যাগ করিল, কেননা সে উচ্চকুচকেও ভার মনে করে। হস্ত হইতে কঙ্কণ, অঙ্গুরী (প্রভৃতি) সমুদয় পথেই ত্যাগ করিল। পদের মণিময় মঞ্জীর দূরেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রজনী ঘোর অন্ধকার কিন্তু কামদেব হৃদয়ে উজ্জ্বল অর্থাৎ কামদেবের প্রভাবে হৃদয় প্রভাবান্বিত। বিঘ্ন প্রসারিত পথ কিন্তু প্রেমের আয়ুধে (সব বিঘ্ন) কাটিল। বিদ্যাপতি মনে জানে, এইরূপ আর দেখিতে পাই না।

(৬৩৭)

সহচরী বাত ধয়ল ধনি শ্রবনে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে ॥
সহচরি সমুঝল মরমক বাত।
সজাওল জইসে কিছু লখই ন জাত ॥
স্বেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবন গতি সঙ্গে করি লেলি ॥
জইসন চাঁদ পবনে চলি জাই।
ঐসন কুঞ্জে উদয় ভেলি রাই ॥

কানু ধরল জব রাহিক হাত।
বৈসল সুবদনি কহ লহু বাত॥
কুচজুগ পরসে তরসি মুখ মোর।
ভনই বিদ্যাপতি আনন্দ ওর॥

ন. গু. ২৫৮ (বটতলা)

শব্দার্থ—হুলাস—উল্লাস; লহু বাত—মৃদুস্বরে কথা; তরসি—তরাসে, ত্রাসে, ভয় পাইয়া; ওর—সীমা।

অনুবাদ—সহচরীর কথা ধনী কানে শুনিল, মনের আনন্দ মুখে বলিল না। সহচরী হৃদয়ের কথা বুঝিল, এমন করিয়া সাজাইল যাহাতে কিছুই লক্ষ্য না হয়, অর্থাৎ বুঝিতে পারা না যায়। শ্বেতবস্ত্রে তনু আচ্ছাদিত করিল, হস্ত ধরিয়া পবনের গতি সঙ্গে করিয়া লইল। যেমন চন্দ্র পবনে চলিয়া যায়, সেইরূপ রাধা কুঞ্জে উদিত হইল। কানাই যখন রাধার হস্ত ধারণ করিল, সুবদনা বসিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিল। পযোধরযুগল স্পর্শ করিতে ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল। বিদ্যাপতি বলে আনন্দের পূর্ণতা (প্রাপ্ত হইল)।

(৬৩৮)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমনী।
কতি খনে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরনা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরনা॥
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার॥
গগন সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা॥
দস দিস ঘন অন্ধিয়ার।
চলইত খলই লখই নহি পার॥
সব জনি পলটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি॥

বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কলবতি পরাভব সহই॥

প. ত. ৯৭৭; কীর্ত্তনানন্দ ৩০১; সা মি ২৪; ন, গু, ২৫৬

শব্দার্থ—রয়নি—রজনী; কুঞ্জর—হস্তী; সরনা—সরণি, পথ; বিথারত—বিস্তৃত।

অনুবাদ—রজনী ছোট, রমণী অত্যন্ত ভীরু। কতক্ষণে কুঞ্জর-গমনা আগমন করিবে। প্রবল সর্পিল পথ তাহাতে কোমল-চরণা, কত সঙ্কট। হে বিধি, (তোমার) চরণে পরিহার করি (অর্থাৎ তোমার পদে তাহাকে সমর্পণ করি), সুন্দরী নির্বিঘ্নে অভিসার করুক। গগন মেঘাচ্ছন্ন, মহী (পথ) কর্দমাক্ত, বিঘ্ন বিস্তারিত, (তাহাতে) শঙ্কার উদ্ভব হইতেছে। দশদিক্ ঘন অন্ধকার, চলিতে (পদ) স্খলিত হয়, লক্ষ্য (করিতে) পারে না। নায়িকা কি সব (সঙ্কেত স্থানে আমি প্রতীক্ষা করিতেছি তাহা) ভুলিয়া গেল। যদি সে আসে তো জানিব সে খুব লোলা বা চঞ্চলা (মিলনের উৎকণ্ঠায়) হইয়াছে। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, প্রেমের জন্য কুলবতী পরাভব অর্থাৎ বিপদ সহ্য করে।

(৬৩৯)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে।
নিবসই সয়নক সুখে।
রসে রসে দারুন দন্দ উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরি
হসি মিনতী করু আধা।
নাগর-হৃদয়ে পাঁচ-সর হানল
উরজ দরসি মনবাধা॥

দেখ সখি ঝুটক মান।
কারন কিছুও বুঝই নাহি পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥

রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তাহিঁ মধথ পঁচবান।
অবসর জানি মানবতি রাধা
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

প ত ৬০১; ন গু. ৪৬৮.

শব্দার্থ—নিবসই—নিবাস করে, বহে; রোখে—রোষে; উরজ—কুচ; রোখল—রোষল, রাগ করিল।

অনুবাদ—রাধা মাধব রত্নমন্দিরে সুখে পালঙ্কে উপবিষ্ট (বাস করিতেছে), রসের কথায় কথায় দারুণ কলহ উপস্থিত হইল, তাহাতে কান্ত রোষ করিয়া চলিল। নাগরী নাগরের অঞ্চল হস্তে ধরিয়া হাসিয়া অল্প (অল্প) মিনতি করিল, নাগরের হৃদয়ে (কটাক্ষে) পঞ্চশর হানিল, পয়োধর দর্শন করাইয়া মন চঞ্চল করিল। সখি মিথ্যা মান দেখ। কোন কারণই দেখিতে পাই না, তবে কেন কানাই রাগ করিল? রোষ সমাপন করিয়া পুনরায় কৌতুক বাড়িল, মদন মধ্যস্থ হইল। বিদ্যাপতি এই কহেন, (তখন) সুযোগ জানিয়া রাধা মানবতী হইল।

(৬৪০)

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে।
হম নহি নায়রি ভমী মাধব লাগে॥
জকর মরমে বৈসয় বরনারী।
তা সয়ঁ পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল।
রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল॥
আন ভাবইত বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥

এ সখি এ সখি জব রহুঁ জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব॥
হম জঞো জানিতওঁ কানুক রীত।
তব কিঅ তা সয়ঁ বাঁধয় চীত॥
হরিণী জানয় ভল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত করু সাধ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পানি পিয়ে বিঅ জাতি বিচারি॥

সা মি ৬৩, ন গু ৩৯২ (আকর অজ্ঞাত)

অনুবাদ—আমার সাক্ষাতে হরির প্রসঙ্গ করিও না (তাহার কথা আমাকে বলিও না; আমি মাধবের তরে নাগরী হই নাই। যাহার মর্মে (হৃদয়ে) সুন্দরী নারী বাস করে তাহার সহিত দুই চারি দিবসের প্রীতি (মাধব অন্য নারীতে অনুরক্ত, সুতরাং আমার সহিত মাত্র দুই চারিদিন ভাব করিল)। প্রথমে এ সকল কথা বুঝি নাই, রূপ দেখিয়া ভুলে পড়িয়া গেলাম (ভুলিয়া গেলাম)। অন্য ভাবিতে বিধি অন্য ফল দিল (ভাবিলাম এক, বিধাতা ফল দিল আর); হার ভ্রমে ভুজঙ্গ হইল (হার মনে করিয়া মাধবকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ভুজঙ্গ হইয়া আমার বক্ষে দংশন করিল)। হে সখি, হে সখি যদি প্রাণ থাকে (যদি এত যন্ত্রণা পাইয়াও জীবন না যায় তাহা হইলে) হরির দিকে চাহিয়া জল (পর্য্যন্ত) পান করিব না। কানাইয়ের রীতি (স্বভাব) যদি আমি জানিতাম তবে কি তাহার সহিত চিত্ত বাঁধিতাম (তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতাম)? হরিণী (ব্যাধের হস্তে) কুটুম্বের (অপর হরিণীর) নিগ্রহ জানে, তথাপি ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ

করে (মাধব অপর রমণীকে যন্ত্রণা দিয়াছে জানিয়াও তাহার চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, জল খাইয়া (তাহার পর) কেন জাতি বিচার করিতেছ? (মাধবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এখন সে ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া কি হইবে)?

(৬৪১)

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
ঐছন কুটিল কান॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়াকলস বিখে পুরাইয়া
উপরে দুধক পুর॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাকর বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই॥
যে ফলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কামুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

পদকল্পতরু ৪৯৪ ; সা. মি. ৬১ ; ন গু ৪২৭

অনুবাদ—সখি অন্যরূপ কথা বলিও না। কানাই কিরূপ কুটিল তাহা আমি ভালোয় ভালোয় (ভাগ্যবশে) অল্পেই চিনিলাম। উপরে গুড় মাখিয়া কেহ যেন কাঠ দিয়া কঠিন মোদক তৈয়ারী করিয়াছে, অথবা স্বর্ণকলস বিষে পূর্ণ করিয়া উহার মুখে দুধের একটি স্তর দিল (শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ পয়োমুখ বিষ-কুম্ভ)। কানাই সুজন আর তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি হইলাম দুর্জ্জন। হৃদয়ে ও মুখ এক সমান এমন লোক কোটিজনের মধ্যে একজনকে পাওয়া যায়। যে ফুলটি ত্যাগ করিতেছ, তাহার দ্বারাই পূজা করিতেছ, আবার সেই ফুলকেই বাণরূপে ধরিতেছ (ইহা যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত) কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন কানাইয়ের বাক্য ও আচরণ ঐরূপ।

(৬৪২)

সহি হে মন্দ প্রেম-পরিনামা।
বরাক জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার একঠামা॥
ঝাঁপল কূপ লখই না পারল
জাইত পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘু-গুরু কছু না বিচারলুঁ
অব পাছু তরইতে চাই॥
মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহুঁ জানন ন ভেলা।
অপন চতুরপন পর হাতে সোঁপলু
দুদিসে গরব দূরে গেলা॥
এত দিন আন ভানে হম আছলুঁ
অব বুঝলু অবগাহি।
অপন স্থূল হম আপহি চাঁছল
দোখ দেয়ব অব কাহি॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি 	শুন বরজুবতি
চিতে নাহি গুনবি আনে।
প্রেমক কারন 	জীউ উপেখিঅ
জগজন কো নাহি জানে॥

সা. মি. ৪৬ ; প ত ৯৩৯

অনুবাদ—হে সখি ! প্রেমেব পরিণাম মন্দ। আমার হতভাগ্য জীবন পরাধীন করিলাম, কিন্তু কোথাও উপকার পাইলাম না। ঢাকা কুঁয়া দেখিতে পাই নাই, বেগে যাইতে পড়িয়া গেলাম। তখন ভালমন্দ কিছু বিচার করি নাই; এখন উঠিতে চাই। মধুব তুল্য বচন, (মূর্ত্তিমান্) প্রেমের তুল্য মানুষ (দেখিয়া ভুলিলাম); প্রথমে বুঝিতে পারি নাই (তাহার স্বরূপ)। নিজের বুদ্ধি পরেব হাতে সঁপিয়া দিলাম। এখন হৃদয হইতে গর্ব্ব দূর হইল। এতদিন আমি অন্যভাবে ছিলাম। এখন ভাল কবিয়া বুঝিতেছি। আমি নিজের শূল নিজেব হাতে চাঁছিলাম; এখন কাহাকে দোষ দিব ? বিদ্যাপতি বলেন হে ববযুবতি শুন—মনে অন্য কিছু করিও না ; জগতে কে না জানে যে প্রেমের জন্য জীবনকে উপেক্ষা করা হয় ?

(৬৪৩)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান
নাহ রসিকবব বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেম করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐসন হিয় মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ ন তেজয় নেহ॥

প ত. ৯৫০ ; ন. গু ৬৪৭

শব্দার্থ—নিতি নিতি—নিত্য নিত্য, বোজ বোজ ; থেহ—ধৈর্য্য।

অনুবাদ- শুন শুন সুন্দরি মন দিযা শুন। নাথকে বিদগ্ধ ও রসিক শ্রেষ্ঠ বলিযা জানিবে। তুমি কেন হৃদয়ে দুঃখ কর ? এখনই সেই সুপুরুষ আপনি আসিয়া মিলিবেন। অদ্ভুত (উদ্ভট) প্রেমে অনুবাগ করিতেছ, নিত্য নিত্য ঐ প্রকার (প্রেম) তোমার হৃদয়ে জাগে। বিদ্যাপতি কহেন, ধৈর্য্য ধাবণ কর। সুজন কখনও স্নেহ ত্যাগ করে না।

(৬৪৪)

তুহু মান ধএলি অবিচারে।
অবে কী করব প্রতিকারে॥
তুহু এড়াওলি রতনে।
মান হৃদয় করি ধরলি জতনে॥
মান গরুঅ কিঅ ধরলি।
কান্থক করুনা করনে নহি সুনলি॥
বঞ্চিত ভৈ পহু চললা।
কলিজুগ পাপ সতত তোহে ফললা॥
ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ।
জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ॥
মানিনী মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে॥

সুকবি বিদ্যাপতি গাওল।
পুরুব কৃত ফল পাওল॥

ন. গু. ৪৫৪

অনুবাদ—তুমি বিচার না করিয়া মান করিলে, এখন কি প্রতিকার করিব? (মাধবের প্রেম) রত্ন হারাইলে। মানকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলে। কানাইয়ের কাতর বচন কর্ণে শুনিলে না। প্রভু বঞ্চিত হইয়া চলিয়া গেল; কলিযুগের শাপ তোমাতে সতত লাগিল। মহাজনের মুখের কথা শুনিলি না, বনের বাঘকে সাধিলে সে কি খায় না? (বিপদ ডাকিয়া আনিলে কাহার না বিপদ হয়)? মানিনীর মানরূপ সর্পের বিষ সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বালা ধরাইয়া দিল। সুকবি বিদ্যাপতি গাহিলেন কৃতকর্ম্মের ফল পাইল।

(৬৪৫)

সুন সুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনু অপরাধ কহসি কাহে আন॥
পূজলুঁ পসুপতি জামিনি জাগি।
গমন বিলম্ব ভেল তেহি লাগি॥
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচরইত মন্ত্র অধর নহি রাগ॥
রজনি উজাগরি লোচন ভোর।
তাহি লাগি তোহে মোহে বোলসি চোর॥
নবকবিসেখর কি কহব তোয়।
সপথ করহ তব পরতীত হোয়॥

পদকল্পতরু ৩৮৬, ন গু. ৩৫২

অনুবাদ—হে সুন্দরী (সখি) মন দিয়া শুন, বিনা অপরাধে আমাকে অন্য কহিতেছ। রাত্রি জাগিয়া শিবপূজা করিলাম, সেজন্য আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। (পূজোপকরণ) মৃগমদ কুঙ্কুমের দাগ লাগিয়াছে। (সারারাত্রি) মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অধর রাগশূন্য হইয়াছে। রাত্রি জাগিয়া চক্ষু লাল হইয়াছে। তাহার জন্য তুমি আমাকে চোর বলিতেছ? নবকবিশেখর তোমাকে কি বলিবেন, যদি তুমি শপথ করিয়া বল তো বিশ্বাস হয়।

(৬৪৬)

সুন সুন গুনবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উগয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা॥
আন কি কহবি বিসেখি।
লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি॥
সুনি ধনি মন-হৃদি ঝুর।
তবহি মনহি মনপুর॥
বিদ্যাপতি কহ মীলন ভেল।
সুনইত ধন্দ সবহি দৈ গেল॥

প. ত. ৫৪৯; সা. মি. ৬০; ন. গু. ৫২৪

(৬৪৪) মন্তব্য—নগেন্দ্রবাবু কীর্ত্তনানন্দ হইতে এই পদ লইয়াছেন লিখিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দে ইহা পাওয়া গেল না।

(৬৪৫) মন্তব্য—এই পদ বিদ্যাপতির নহে; ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—হে গুণবতি রাধে, কোন অপরাধে পরিচয় পরিত্যাগ করিতেছ (কথা কহিতেছ না)? গগনে কত তারা উদিত হয়, চাঁদ অন্য অবতার, (চাঁদের উদয়েই অন্ধকার দূর হয়, সুতরাং চাঁদ সকলের অপেক্ষা স্বতন্ত্র)। অন্য বিশেষ কি কহিব, লক্ষ লক্ষীও (তোমার তুলনায়) গণনা করি না। শুনিয়া ধনীর মন ও হৃদয় আকুল হইল এবং উভয়ে মনে মনে পরিতৃপ্ত হইলেন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন মিলন হইল। শুনিয়া সকল সংশয় দূর হইয়া গেল।

(৬৪৭)

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুআ কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গিনি
তাক উপর ধর হাত॥

তোহে ছাড়ি জদি হম পরসব কোয়।
তুঅ হার নাগিনি কাটব মোয়॥
হমর বচন জদি নহি পরতীত।
বুঝি করহ সাতি জে হোয় উচীত॥

ভুজ-পাস বাঁধি জঘন-তর তারি।
পয়োধর-পাথর হিয় দহ ভারি॥
উর-কারা বাঁধি রাখ দিন-রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ সাতি॥

প. ত. ৩৮৭; সা. মি. ৫৫; ন. গু. ৩৫১

শব্দার্থ—সঞ্জাত—সংযত কর। পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস; তারি তাড়ন করিয়া।

অনুবাদ—হে ধনি মানময়ী মান সংযত কর। তোমার স্তন সুবর্ণ ঘট ও তোমার হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ, আমি উহার উপর হাত রাখিতেছি। যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকি তবে যেন ঐ হার-নাগিনী আমাকে কাটে [সেকালে সর্প বিচার (snake ordeal) হইত; কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্পযুক্ত ঘটের মধ্যে হাত ঢুকাইতে বলা হইত; যদি সাপ তাহাকে না কাটিত তাহা হইলে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া মুক্তি দেওয়া হইত। তাহারই ইঙ্গিত করিয়া নায়ক হাররূপ সর্পের কথা বলিতেছেন]। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা কর তাহাই দাও। ভুজপাশে বাঁধিয়া জঘন দ্বারা তাড়ন কর এবং বুকের উপর পয়োধররূপ পাথর চাপাইয়া দাও। হৃদয়ের কারাগারে দিন রাত্রি বাঁধিয়া রাখ। বিদ্যাপতি বলেন এই শাস্তি সমুচিত।

(৬৪৮)

পীন কঠিন কুচ কনক-কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরলিয়ো মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুন মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ ন করহ মহত রাখ মোর॥
পুন পুন কতএ বুঝায়ব বার বার।
মদন-বেদন হম সহই ন পার॥

ভনই বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আসা ভঙ্গ দুখ মরন সমান॥

প. ত. ৫১০; সা. মি. ৫৪; ন. গু. ৩৫৯

শব্দার্থ—মহত—মহত্ত্ব, এস্থানে মর্য্যাদা।

অনুবাদ—তোমার কনক কটোরা তুল্য পীন কঠিন কুচ ও বঙ্কিম দৃষ্টি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে। সুন্দরি! দারুণ মান পরিহার কর এবং ব্যাকুল ভ্রমরকে মধুপান করাও। হে ধনি, সুন্দরি, তোমার হাতে ধরিতেছে, তুমি হঠ করিও না, আমার মর্য্যাদা রাখ। তোমাকে আর বারবার কত বুঝাইব, আমি মদন বেদনা সহিতে পারিতেছি না। বিদ্যাপতি বলেন—তুমি সবই জান, আশা-ভঙ্গজনিত দুঃখ মরণ তুল্য।

(৬৪৯)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ॥
বহুবিধ বানি বিলাপয়ে কান।
শুনইতে সতগুণ বাঢ়য়ে মান॥

গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন ন নিকসয়ে চমকিত চীত॥
পরশিতে চরন সাহস নাহি হোয়।
কর জোড়ি ঠাঢ়ি বদন পুনু জোয়॥

বিদ্যাপতি কহ সুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥

প. ত. ৫১২; সা. মি. ৫৬; ন. গু. ৩৭০

শব্দার্থ—নাহ—নাথ; নিকসয়ে—নির্গত হয়; ঠাঢ়ি—দাঁড়াইয়া, জোয—(জোহ ধাতু) নিরীক্ষণ করে।

অনুবাদ—প্রাণবল্লভ কত কত অনুনয় করিলেন, কিন্তু সেই মানিনী কামিনী ফিরিয়াও চাহিল না। কানাই অনেক রকম কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সে সকল শুনিয়া (রাধার) মান শতগুণ বাড়িয়া গেল। নাগর তাহা দেখিয়া ভীত হইল; তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, হৃদয় চমকিত হইল। চরণ স্পর্শ করিতেও সাহস হইল না। যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আবার মুখের দেখিয়া চাহিয়া থাকে (মনের ভাব জানিবার জন্য, মান ভাঙ্গিল কিনা দেখিবার জন্য আবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে)। বিদ্যাপতি বলেন হে কানাই শুন, এখন দুর্জ্জয়মান, তুমি (আর) কি করিবে (অর্থাৎ উপায় নাই)।

(৬৫০)

সুন মাধব রাধা সাধিন ভেল।
জতনহি কত পরকার বুঝায়লুঁ
তভু ধনি উতর ন দেল॥

তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরি
শ্রবণে মুদয়ে দুই পানি।
তোহর পিরীতি জে নব নব মানয়
সে অব ন শুনয়ে বাণী॥

তোহারি কেশ কুসুম তৃন তাম্বুল,
ধয়লহু রাহিক আগে।
কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল
বৈসলি বিমুখ বিরাগে॥

এহন বুঝি কুলিস সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
বিদ্যাপতি কহ বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান॥

প. স. পৃঃ ৭৪; প. ত. ৫৩৪; সা. মি. ৭৪; ন. গু. ৩৬৯

অনুবাদ—মাধব, শুন, রাধা স্বাধীন (তোমার সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য) হইল। কতপ্রকার যত্নপূর্বক বুঝাইলাম, তবু ধনী (আমার কথার) উত্তর দিল না। তোমার নাম, যদি শুনে (তাহা হইলে) দুই হস্তে কর্ণ রোধ করে। যে তোমার প্রীতি নূতন নূতন করিয়া মানিত, সে এখন কোন কথা শুনে না। তোমার কেশ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ), কুসুম (উপহার স্বরূপ), তৃণ (অপরাধ স্বীকার পূর্বক দন্তে তৃণ ধারণের চিহ্ন), তাম্বুল (অনুরাগের উপহার) রাইয়ের সম্মুখে রাখিলাম; কমলমুখী কোপে ফিরিয়া চাহিল না, বিরাগে মুখ ফিরাইয়া বসিল ('কমলমুখী'—ক্রোধ হেতু মুখ আরক্তিম হইয়াছে)। মনে হয় তাহার হৃদয় বজ্রসার (সেইরূপ কঠিন)। মান কেমন করিয়া মিটাইবে ? বিদ্যাপতি এখন সমুচিত বচন কহেন, (হে) কানাই, আপনি যাও, (তুমি আপনি গিয়া রাধার মানভঞ্জন কর)।

(৬৫১)

সুন সুন গুনবতি রাধে।	অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।
মাধব বধি[১] কি সাধবি সাধে ॥	ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরী ॥
চাঁদ দিনহি দিন-হীনা[২]।	তোহরি চরিত নহি জানী।
সে[৩] পুন পলটি খনে খনে খীনা ॥	বিদ্যাপতি পুন সিরে কর হানী ॥

প. স পৃঃ ৪১ ; প. ত ৯২ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৫৪ ; সা. মি. ২৪ ; ন. গু. ৪০৭

অনুবাদ—শুন শুন গুণবতী রাধা! মাধবকে বধ করিয়া কি সাধ সাধন (পূর্ণ) করিবে ? চাঁদ (কৃষ্ণপক্ষে) দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে আবার পালটিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্ল পক্ষে চাঁদের কলেবর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু এ যেন কৃষ্ণপক্ষের পর আবার কৃষ্ণপক্ষই ফিরিয়া আসিতেছে, কৃশতা আরও বাড়িতেছে। আরও বলি, অঙ্গুরী বলয় হইয়াছে। কতবার ভাঙ্গিয়া গড়াইব মনে করে। তোমার চরিত বুঝিলাম না এই কথা বিদ্যাপতি শিরে কর হানিয়া বলিতেছেন।

(৬৫২)

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই	পুছইত কুসল উলটায়বি পানি।
ঐসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই ॥	বচন ন বান্ধবি সুনহ সেয়ানি ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।	হরি জদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
আজ বুঝব সখি তুআ চতুরাই ॥	ইঙ্গিতে বেদন জানায়বি মোয় ॥

ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভান।
মান রহুক পুন জাউক পরান ॥

পদকল্পতরু ৪৭৩ ; সা. মি. ৬৮ ; ন. গু. ৫৬২

(৬৫১) প স. পাঠান্তর—(১) বধিলে (২) চান্দহি দিনহি দিনহি দীনহীনা (৩) সো

(৬৫২) মন্তব্য :—নগেনগুপ্ত এই পদ কোথায় পাইয়াছেন লিখেন নাই। আমরা পদকল্পতরুতে যে আকারে পদটী পাইয়াছি তাহা দিলাম। নগেনবাবু চতুর্থ কলির পর দিয়াছিলেন—

পহলহি বৈসব শ্যাম কএ বাম।
সঙ্কেত জানাওব মধু পরণাম ॥

ইহার সহিত পূর্ব্বাপর সঙ্গতি হয় না। ভণিতার অব্যবহিত পূর্ব্বে চারিটী নূতন কলিও তিনি দিয়াছেন—

জব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।	সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সয়ানী।
তৈখনে জনায়ব হৃদয় জনি লাগ ॥	তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥

ইহা বিরুক্তি মাত্র, সুতরাং নিরর্থক।

অনুবাদ—হরি বড় গর্বিত, গোপ যুবকদের মধ্যে বাস করে। এরূপ করিবে (এমন কৌশলের সহিত কার্য করিবে) যাহাতে শত্রু না হাসে। ভাল সময় বুঝিয়া দেখা করিবে। সখি, আজ তোমার চাতুরী বুঝিব। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্‌টাইবে (তুমি কোন কথা কহিবে না, শুধু হাত উল্‌টাইবে, তাহাতে বুঝাইবে যে আমার অবস্থা ভাল নয়)। হে ধনি, হরি যদি পুনর্বার তোমায় জিজ্ঞাসা করে, ইঙ্গিতে আমার বেদনা (আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি) জানাইবে (আমি কুশলে নাই, এই সঙ্কেত করিয়া ক্ষান্ত রহিবে)। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহেন, প্রাণ যাউক, তবু (পুনু) মান রহুক।

(৬৫৩)

অহে কহ্নু তুহু গুনবান।
হমর বচন কর অবধান ॥
ধতুরক ফুলে জব মধুকর কেলি।
মালতি নাম দৈব দুর গেলি ॥
জহাঁ তহাঁ জলধর পিয়ব চকোর।
সহজহি হিমকর আদর থোর ॥
কাক সবদ জব গরুঅ সোহাগ।
দুরে রহু কোকিল পঞ্চম রাগ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥

ন. গু. ৭৭৭

অনুবাদ—হে কানাই, তুমি গুনবাণ, আমার কথা মন দিয়া শুন। যদি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে অনুরক্ত হয় (তাহা হইলে) দৈববশে তো মালতীর নাম দূরে যায়। চকোর যদি যেখানে সেখানে মেঘের (জল) পান করিবে (তাহা হইলে) সহজেই চাঁদের আদর অল্প হইবে (চাঁদের আদর কে করিবে)। কাকের ডাককে যদি খুব আদর করা যায়, তবে কোকিলের পঞ্চম রাগ দূরেই থাকে। বিদ্যাপতি বলেন বরনারী শুন, সুজনের দুঃখ কেবল দুই চারিদিনের জন্য হয়।

(৬৫৪)

কঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাস
রতন ফলব বোলি বাঢ়াওল আস ॥
তকর মূলে দেল দুধক ধার।
ফলে কিছু ন হেরিএ ঝনঝনি সার ॥
জাতি গোয়ালিনি হীন মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরন অধীন ॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল ন হোয় সমান ॥

সা মি. ৬২ ; ন. গু. ৪২৩ (আকর অজ্ঞাত)

অনুবাদ—সুবর্ণ-জ্যোতি (যুক্ত) কুসুমের বিকাশ (দেখিয়া) রত্ন ফলিবে বলিয়া (মনে) আশা বাড়াইলাম। তাহার (সেই বৃক্ষের) মূলে দুধের ধারা দিলাম (দুগ্ধ সিঞ্চন করিলাম); ফলে কিছুই দেখিনা, (কেবল) ঝনঝনি সার।

(৬৫৩) মন্তব্য :—নগেন্দ্রবাবু ইহা কীর্ত্তনানন্দ হইতে লইয়াছেন বলিয়াছেন কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে এই পদ নাই।

সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে মুক্তা ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাচ্চ ঝন্‌ঝনায়তে॥

আমি জাতিতে হীন গোয়ালিনী (ও) বুদ্ধিশূন্য। মন্দ লোকের (কুজনক) প্রীতি মরণ অধীন (করে)। হায় হায়! বিধি আমাকে এত দুঃখ দিল, লাভের লোভে মূলও হারাইলাম। বিদ্যাপতি এই অনুমান করেন, কুকুরের লাঙ্গুল সমান হয় না (যাহার মন স্বভাবতঃ বক্র তাহাকে সরল করিবে কিরূপে)।

(৬৫৫)

কি কহব হে সখি পামর বোল।
পাথর ভাসল তল গেল সোল॥
ছেদি চম্পক চন্দন রসাল।
রোপল সিমর জিবন্তি মন্দাল॥
গুনবতি পরিহরি কুজুবতি সঙ্গ।
হিরা হিরন তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ॥
পণ্ডিত গুনি জন দুখ অপার।
অছয় পরম সুখ মূঢ় গমার॥
গিরিহি নিবিহিত রাঙ্ক পরবীন।
চোর উজোরল সাধু মলীন॥
বিদ্যাপতি কহ বিহি অনুবন্ধ।
সুনইত গুনি জন মন রহ ধন্ধ॥

ন. গু. ৪৩৩

অনুবাদ—সখি, পামরের কথা কি কহিব, পাথর ভাসিল, সোলা তলাইয়া গেল। চম্পক চন্দন ও রসাল তরু ছেদন করিয়া (তাহার স্থলে) শিমূল জিয়ন্তী ও মন্দার (কণ্টকবৃক্ষ) রোপণ করিল।

ছেদশ্চন্দন চূত চম্পকবনে
রক্ষা করীর দ্রুমে
হিংসা হংসময়ূর কোকিলকুলে
কাকেষু লীলারতিঃ।
নীতিরত্ন

গুণবতী রমণী পরিহার করিয়া কু যুবতীর সঙ্গ করে; যেন সোণা ও হীরা ফেলিয়া রাংতার আদর। গুণবান্ ও পণ্ডিত লোকের অনেক কষ্ট; কিন্তু মূর্খ গেঁয়ো লোক সুখে থাকে। গৃহস্থ বিবেকশূন্য, দরিদ্র প্রবীণ হইল। চোর উজ্জ্বল (যশপূর্ণ) হইল, সাধু ম্লানযশ হইল। বিদ্যাপতি কহেন, বিধাতার অনুবন্ধ, (ইহা) শুনিয়া গুণিজনের চিত্ত সংশয়াকুল হয়।

(৬৫৬)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরানি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ ন কহসি বানি॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হয়ে সমুচীত॥
তোহারি বিরহে জব তেজব পরান।
তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান॥
কে কহ কোমল-অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নহি হোয়॥

(৬৫৫) মন্তব্য:—নগেনবাবু ইহা কীর্ত্তনানন্দে পাইয়াছেন বলিতেছেন, কিন্তু মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দে এই পদ নাই।

অব জদি ন মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব ন কহব বাত।

প. ত. ২০৪৬ ; ন. গু ৪৪৫

অনুবাদ—এ ধনি মানিনি! তুমি কঠিন-হৃদয়া। এত বিপদেও তুমি কথা বলিতেছ না। ইহা প্রেমের রীতি নহে; এখন মিলন করাই সমুচিত। তোর বিরহে যখন (মাধব) প্রাণত্যাগ করিবে, তখন তুই কাহার সহিত (উপর) মান সাধিবি (করিবি)! কে বলে তোমার কোমল হৃদয়, তোমার মতন কঠিন হৃদয় কাহারও নহে। এখন যদি মাধবের সহিত মিলিত না হও (মান ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন না হও), তাহা হইলে বিদ্যাপতি কথা কহিবে না (আর কিছু বলিবার নাই, বিদ্যাপতির কথা ফুরাইল)।

(৬৫৭)

তোহরি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খনে অচেতন খনে সচেতন
খনে নাম ধরু তোর॥
রামা হে তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুন অপগুন ন বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ॥

তোহরি কহিনি কহইত জাগয়
সুতই দেখয় তোয়।
এ ঘর বাহির ধৈরজ না ধর
পথ নিরখয়ে রোয়॥
কত পরবোধি ন মানে রহসি
ন করে ভোজন পান।
কাঠ মূরতি ঐসন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

প. স. পৃঃ ৭২ ; প. ত. ৫৩০, ২০৪৪ ; সা. মি. ৫৮ ; ন. গু. ৩৮১

অনুবাদ—আমার সুন্দর মাধব তোমার বিরহ বেদনে পাগলের মতন হইয়াছে। সে কখনও চেতন, কখনও অচেতন থাকে, কখনও তোমার নাম ধরিয়া ডাকে। রামা হে তোমার বড় কঠিন প্রাণ—তুমি গুণ অপগুণ না বুঝিয়া জগত-দুর্লভ স্নেহ ত্যাগ করিলে। সে তোমার কথা বলিয়া জাগিয়া উঠে, শুইয়া তোমাকেই যেন দেখে। ঘরে ও বাহিরে ধৈর্য্য ধরে না, পথের দিকে তাকাইয়া কাঁদে। কত প্রবোধ দেই, কিন্তু (সখাদের সহিত) রহস্যালাপ করে না, পান ভোজনও করে না। কাষ্ঠমূর্ত্তির মত থাকে, ইহা কবি বিদ্যাপতি বলেন।

(৬৫৮)

আছিলুঁ হাম অতি মানিনি হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরি হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তঁহি দূতিক সঙ্গ॥

বেনী বনাইয়া চাঁচর কেসে।
নাগরসেখর নাগরিবেসে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে
চরনহি লেল রতনমঞ্জীরে॥

পহিলহিঁ চলইত বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর লেল॥
সো তনু সরস পরস জব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরসি বহল হম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহ ভাঙ্গল দন্দ॥

প ত ৬১২; ন. গু. ৫৩৫

অনুবাদ—আমি অতি মানিনী হইযাছিলাম। নাগর নাগরী হইয়া (সাজিয়া) আমার মান ভাঙ্গিল। সখি, আজিকার রঙ্গের কথা কি বলিব, কানাই দূতীর সঙ্গে আসিল। সে চাঁচর কেশে বেনী বানাইয়াছে নাগরশেখর নাগরী বেশ ধারণ করিয়াছে! বক্ষে পয়োধর করিযা (কৃত্রিম পযোধর গড়িয়া) হার পরিল। চলিবার সময় প্রথমে বামপদ (ভূমিতে) ফেলিল (চলিবার সময প্রথমে বামপদ উত্তোলন করা স্ত্রী-লক্ষণ)। (নাগরের নাগরী রূপ দেখিয়া) কন্দর্প ফুলধনুহস্তে (শর নিক্ষেপ সার্থক হইবে ভাবিযা) নাচিতে লাগিল। তাহাকে দেখিযা আমি সচকিতে আদর করিলাম। সে অবনত হইয়াছে দেখিযা কোলে লইলাম। সেই তনুর সরস স্পর্শ যখন হইল, মানের গর্ব্ব রসাতলে গেল। নাসা স্পর্শ করিয়া (বিস্ময় লক্ষণ) আমি সংশযে রহিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সে সংশয় এতক্ষণে দূর হইল।

(৬৫৯)

বড়ঈ চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঁগল মঝ মান॥
জোগী বেস ধরি আওল আজ।
কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ॥
সাস বচন হম ভীখ লই গেল।
মঝু মুখ হেরইত গদ গদ ভেল॥
কহ তব 'মান-রতন দেহ মোয়।'
সমঝল তব হম সুকপট সোয়॥
জে কিছু কয়ল তব কহইত লাজ।
কোঈ না জানল নাগবরাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাঈ।
কিএ তুহু সমুঝবি সে চতুরাঈ॥

প ত ৬১৩; সা মি. ৭৩; ন. গু ৫৩২

অনুবাদ—আমায কানাই বডই চতুর। আমার মান বিনা সাধনে ভাঙ্গিল। যোগী বেশ ধরিয়া আজ আসিল। কে এই অপরূপ সাজ বুঝিবে? শাশুড়ীর কথায আমি (যোগীকে দিবার জন্য) ভিক্ষা লইয়া গেলাম; আমার মুখ দেখিয়া (যোগী) গদ্‌গদ হইল। (যোগী) কহে, তোমার মানরত্ন আমাকে (ভিক্ষা) দাও (আমি অন্য ভিক্ষা লইব না), তখন আমি বুঝিতে পারিলাম সেই সুকপট (মাধব)। তখন যাহা কিছু কহিল (এখন) কহিতে লজ্জা (হয়); নাগররাজকে কেহ জানিল না (চিনিতে পারিল না)। বিদ্যাপতি কহেন, (হে) সুন্দরি রাই, (তাহার) সে চাতুরী তুমি কি বুঝিবে?

(৬৬০)

দূর গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাস।
সুন্দরি গদ গদ দীঘ নিসাস॥
কোরে অগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরন-রস নিরবাহ॥

লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহিঁ মনোভব তব নহি ভেল ॥
তোড়ল জব নীবিবন্ধ।
হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভন বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥

প. ত. ৫২৪ ; ন. গু. ৫৩০

অনুবাদ—মানিনীর মান দূরে গেল, কানাই অমৃত সরোবরে ডুবিল। (কানাই) যখন আলিঙ্গন চাহে ; সুবদনীর তনু প্রেমভরে যেন স্তম্ভিত হইল। নাগরের মধুর কথায় সুন্দরী গদগদ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। কানাই কোলে আগুলাইল, সঙ্কীর্ণ রস নির্ব্বাহ করিল। কানাই অল্প অল্প বদন চুম্বন করিলেন (তাহাতে) হৃদয় সরস বিরস (যুগপৎ হর্ষ ও রোষ) হইল এবং চক্ষু অশ্রুভারযুক্ত হইল। সাহস করিয়া পযোধরে হস্তার্পণ করিল, তখনও মনে কাম হইল না। যখন নীবিবন্ধ ছিঁড়িল তখন হরির সুখজনক অল্প কন্দর্পের উদ্রেক হইল। তখন নাথের কিছু সুখ (হইল) ; বিদ্যাপতি কহেন, সুখ কি দুঃখ (বুঝিতে পারি না)। [মানের পর সম্ভোগের সময় নায়ক নায়িকার মনে পূর্ব্বের বিষাদের স্মৃতি জাগে, তাই এই প্রশ্ন]।

(৬৬১)

প্রেমক গুন কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতি কুলটা হোই ॥
হম জদি জানিএ পিরীতি দুরন্ত।
তব কিএ জাওব পাপক অন্ত ॥
অব সব বিসসম লাগএ মোই।
হরি হরি পিরীতি করএ জনু কোই ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি ॥

পদকল্পতরু ৯৬৩ ; সা মি. ৪৫ ; ন. গু. ৩৯৭

অনুবাদ—সকলেই প্রেমের গুণ (প্রশংসা) কহে, যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয় (শ্লেষ)। আমি যদি জানিতাম যে এই পিরীতি দুর্নিবার, (তাহা হইলে) পাপের সীমায় কেন যাইব? এখন সব বিষের মতন লাগে ; হরি, হরি, কেহ যেন পিরীতি না করে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, জল খাইয়া (তাহার পর) কেন জাতি বিচার করিতেছ (নায়কের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এখন সে ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া কি হইবে)?

(৬৬২)

অপরুপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ ॥
চুম্বই মাধব রাহি বয়ান।
হেরই মুখসসি সজল নয়ান ॥
সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল ॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরসনে বিদ্যাপতি ভোর ॥

প. ত ৪৮৩ ; সা. মি ৭১ ; ন. গু. ৫৩১

অনুবাদ—রাধামাধবের মিলন অপূর্ব্ব। মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ হইল। মাধব রাধার মুখ চুম্বন করিলেন ; তাঁহার মুখ দেখিয়া নয়ন সজল হইল। সখীরা আনন্দে নিমগ্ন হইল। দুইজনের মনের মধ্যে মনসিজ প্রবেশ করিল (দুইজনের হৃদয় কন্দর্পের অধীন হইল)। উভয়েই উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া আকুল হইলেন। দুইজনকে দর্শন করিয়া বিদ্যাপতির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

(৬৬৩)

এ ধনি কমলিনি সুন হিত বানি।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইত কনক দ্বিগুন হোয় মূল॥
টুটইত নহি টুট প্রেম অদভুত।
জৈসন বাঢ়এ মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজ মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠ নহি কোইল-বানি॥
সকল সময় নহি নহি রীতু বসন্ত।
সকল পুরুখ-নারি নহি গুনবন্ত॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

প স পৃঃ ৩৮, প ত ১০৯; কীর্ত্তনানন্দ ২৮৪; সা. মি. ২৬; ন. গু ৯৫

অনুবাদ—হে ধনি, কমলিনি, হিতবাণী শ্রবণ কর। এখন সুপুরুষ বুঝিয়া প্রেম করিবে। সুজনের প্রেম হেম-তুল্য। দগ্ধ করিলে (পরীক্ষা করিলে) স্বর্ণের দ্বিগুণ মূল্য হয। প্রেম এমন অদ্ভুত যে ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গে না, যেমন মৃণালের সূতা (আকর্ষণে) বাড়িয়া যায়॥ সকল মাতঙ্গে মুক্তা আছে বিবেচনা হয় না- সকল কণ্ঠে কোকিলের স্বর আছে (তাহাও) বিবেচনা হয় না॥ সকল সময় বসন্তকালও হয় না, হে নারি, সকল পুরুষও গুণবান্ নয়॥ বিদ্যাপতি বলিতেছে, শুন রমণী-শ্রেষ্ঠ, প্রেমের রীতি এখন বিচার করিয়া বুঝ॥

(৬৬৪)

দিবস তিল আধ রাখবি জৌবন
রহই দিবস সব জাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গ চলি জায়ব
পর উপকাব সে লাভ॥

সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই আন নহি ভাবই
কাল বিরহ তুঅা লাগি॥

বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইত আছয়
তুঅ কুচকুম্ভে লখি দেই॥
তুহুঁ ধনি গুনবতি উধাব গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি জস লেই॥

লাখ লাখ নাগরি জো কানু হেবই
সে সুভদিন কবি মান।
তুআ অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

প ত ৪৯৩; সা মি ৫৯; ন. গু. ৪৪৬

(৬৬৪) মন্তব্য—এই পদের প্রথম চারি চরণের সহিত নগু ৪৪৯ (তালপত্র) পদের প্রথম চার চরণের ভাবের মিল দেখা যায়। যথা—

থির নহি জউবন থির নহি দেহ
থির নহি রহএ বালভু সঞো নেহ।
থির জনু জানহ ই সংসার।
এক পএ থির রহ পর উপকার।

অনুবাদ—একদিন কিম্বা তিলার্ধ যৌবন রাখিতে পারিবে ? (যে ক'দিন যৌবন আছে তাহার বেশী একদিনও থাকিবে না) দিন সব চলিয়া যাইবে। ভালমন্দ সকলই সঙ্গে চলিয়া যাইবে (কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না)। পরোপকারই লাভ। সুন্দরি, তুমি হরিবধের ভাগী হইলে। তোমার কাল-বিরহের জন্য নিশিদিন তাহার কিছু ভাল লাগে না। (গোকুলপতি) বিরহ সিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছে তুমি গুণবতী ধনী, তোমার কুচকুম্ভে (অবলম্বনের) লক্ষ্য প্রদান করিতে দিয়া গোকুল-পতিকে উদ্ধার কর (এবং) ত্রিভুবন ভরিয়া যশ গ্রহণ কর। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে দিন কানুকে দেখে সে দিন শুভ করিয়া মানে, বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোমার অভিমানের জন্য সে আকুল (হইয়াছে)।

(৬৬৫)

জীবন চাহি জোবন বড় রঙ্গ।
তবে জোবন জব সুপুরুখ-সঙ্গ ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দকলা সম বাঢ় ॥
তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।
বড় পুনে রসবতী মিলে বসবন্ত ॥

তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐসন নহি জগ মাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ-সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নহি লাজ।
রূপগুনবতিক ইহ বড় কাজ ॥

প. স পৃঃ ৩৮ ; প ত. ৬৩, + ৩১০ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৮৫, সা মি ২৫, ন গু ১০৬

অনুবাদ—জীবন অপেক্ষা যৌবনের রঙ্গ বড় বেশী। তখনই যৌবন (সার্থক) যখন সুপুরুষের সঙ্গ হয়। সুপুরুষের প্রেম কখনও ত্যাগ করে না, চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতিদিন বাড়িতে থাকে। তুমি যেরূপ রসবতী, কৃষ্ণ (অনুরূপ) রসের মূল। বড় পুণ্যে রসিক ও রসবতীর মিলন হয়। তুমি যদি বল (তাহা হইলে আমি) পসঙ্গ করি অর্থাৎ তোমার কথা তাহার নিকট উত্থাপন করি। চুরি করিয়া (গুপ্তভাবে) প্রেম (সাধিত) হইলে (তাহাতে) লক্ষগুণ রঙ্গ হয়। জগতের মধ্যে ঐরূপ সুপুরুষ (আর) নাই ; অতএব ব্রজসমাজ তাহাতে অনুরক্ত। বিদ্যাপতি বলিতেছে, ইহাতে (গোপন প্রেমে) লজ্জা নাই। রূপগুণবতীর ইহা প্রধান কাজ।

(৬৬৬)

সুন সুন এ সখি বচন বিসেস।
আজু হম দেব তোহে উপদেস[১] ॥
পহিলহি বৈঠবি সয়নক-সীম।
হেরইত[২] পিয়ামুখ মোড়বি গীম ॥

পরসইত তুহুঁ করে বারবি পানি[৩]।
মৌন রহবি[৪] পহু পুছইত বানি ॥
জব হম সোঁপব করে কর আপি।
সাধস[৫] ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥

বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু হোই শিখাওব পাঠ ॥

(৬৬৬) পদামৃত সমুদ্র অনুসারে পাঠান্তর—(১) আজি হাম তোহে দেউ উপদেশ (২) হেরইতে (৩) পরসিতে তুহু করে ঠেলবি পানি (৪) করবি (৫) ধাধসে

কীর্ত্তনানন্দ গীতচিন্তামণির পাঠ—

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ
হাম শিখাওব বচন বিশেষ ॥
পহেলহি বৈঠবি সয়নক সীম
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম ॥
যব পিয় পরসই ঠেলবি পানি
মৌন করবি কছু না কহবি বানি ॥

যব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ ॥
পিয় পরিরম্ভনে মৌরবি অঙ্গ
রভস সময় পুন দেওবি ভঙ্গ ॥
ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম
আপহি গুরু হই, শিখায়ব কাম ॥

প স পৃঃ ২৪ ; প. ত. ৪৯ ; সাঃ মি. ২৯; ন. গু. ১৩২ ; ক্ষণদা পৃঃ ৩১

অনুবাদ— হে সখি বিশেষ কথা শুন। আজ আমি তোমাকে উপদেশ দিব। প্রথমে শয্যার সীমায় বসিবে। প্রিয়ের মুখ দেখিয়াই গ্রীবা ফিরাইবে। স্পর্শ করিলে দুই কর দিয়া (তাহার) হাতকে বাধা দিবে। প্রভু কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৌন হইয়া থাকিবে। যখন আমি (তাহার) করে (তোমার) কর দিয়া সমর্পণ করিব, (তখন) সভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া ধরিবে। বিদ্যাপতি বলে, ইহা রসের ঠাট। কামদেব গুরু হইয়া পাঠ শিখান।

(৬৬৭)

সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি
থম্ভবি থম্ভ সমীপে।
জব হরি করে ধরি কোর বইসাওব
আঁচরে চোরায়বি দীপে ॥
সখি মান ন রহত উদাসে।
সত সম্ভাসনে বচন ন পরগাসব
জেহন কৃপন অসোয়াসে ॥

লহু লহু হসি হসি মুখ মোড়বি
দসন দেখাওব হাসে।
বদন আধ বিম্বু সাধ ন পূরব
কুচ দরসাওব পাসে ॥
বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি
বিমুখি বইসব বামে।
করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব
সেজ তেজি বইসব ঠামে ॥

কবে কর জোরি মোরি তনু উঠব
অম্বর সম্বরি পীঠে।
ভনই বিদ্যাপতি উতকট সঙ্কট
উপজায়ব দীঠে ॥

ন. গু. ৩৭২

মন্তব্য—নগেনবাবু কীর্ত্তনানন্দে ইহা পাইয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দে এই পদ নাই। নগেনবাবু এটীকে মান শিক্ষার পদ বলিয়া ধরিয়াছেন; তাহার কারণ বোধ হয় "সখি মান ন রহত উদাসে" কলি। কিন্তু মান করিবার সময় সখীকে অবলম্বন করিয়া যাওয়ার দরকার কি? মৃদু হাসি, কুচপার্শ্ব দেখানো, দৃষ্টিদ্বারা সঙ্কট সৃষ্টি করা মানিনীর কার্য্য নহে। এটী প্রথম সমাগমের পদ।

অনুবাদ—হে নিতম্বিনি! সখীকে অবলম্বন করিয়া চলিবে, স্তম্ভের নিকটে যাইয়া স্তম্ভবৎ নিশ্চল হইয়া রহিবে। যখন হরি হাতে ধরিয়া কোলে বসাইবে তখন অঞ্চল দিয়া দীপ আড়াল করিও। সখি! উদাসীন হইলে মান (সম্মান) থাকে না। শত সম্ভাষণ করিলেও কথা বলিও না, যেমন কৃপণ আশ্বাস দেয় না। অল্প অল্প হাসিয়া মুখ ফিরাইবে; হাসিবার সময় দাঁত দেখাইবে। মুখের অর্দ্ধেকটার বেশী দেখাইয়া সাধ পূরাইবে না; কুচের পার্শ্বদেশ মাত্র দেখাইবে। বহুবিধ আদর করিয়া প্রভু যখন কাতরতা দেখাইবেন, তখন মুখ ফিরাইয়া তাঁহার বামে বসিবে। হাত দিয়া হাত ঠেলিয়া দিবে; আলিঙ্গন নিবারণ করিবে। শয্যা ছাড়িয়া মাটিতে বসিবে। ববে বর যুক্ত করিয়া অঙ্গ মুড়িয়া পৃষ্ঠদেশে বস্ত্র সম্বরণ করিবে। বিদ্যাপতি বলেন নয়নের দৃষ্টি হানিয়া উৎকট সঙ্কট সৃষ্টি করিও।

(৬৬৮)

হমর বচন সুন সাজনি।
মান করবি আদর জানি॥
জব কিছু পিয়া পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয়॥
জব পরীহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি॥
জব কিছু আদর দেখহ থোর।
ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর॥
বচন কহবি কাঁদন মাখি
মান করবি আদর রাখি॥
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি॥
ভনই বিদ্যাপতি সোই সে নারি।
মানক পিরিতি রাখিঅ পারি॥

ন গু ৩৩১ (কীর্ত্তনানন্দ) [মুদ্রিত কীর্ত্তনানন্দে এই পদ নাই]।

অনুবাদ—সজনি, আমার কথা শুন। আদর (পাইবি) জানিয়া মান করিবি। যখন প্রিয় তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, (তখন তুই) অবনত হইয়া মুখ গোপন করিয়া রহিবি। যখন (তোকে) ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিবে, তখন কুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে তাকাইবি। যখন অল্প কিছু আদর দেখিবি, তখন ঢাকিবার (ছলে) কুচপ্রান্ত দেখাইবি। কান্নার সুর মাখাইয়া কথা কহিবি (এবং আপনার) আদর রাখিয়া মান করিবি। যখন কর ধারণ করিয়া নিকটে আনিবে, তখন আহা উহু করিয়া কথা বলিবি। বিদ্যাপতি বলেন—সেই 'নারী' যে মানের প্রীতি রাখিতে পারে।

(৬৬৯)

সুন সুন মুগধনি মঝু উপদেস।
হম সিখায়ব চরিত বিসেস॥
পহিলহি অলকাতিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
জাওবি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিঅরে না জাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥

ঝাপবি কুচ দরসায়বি কঙ্ক।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব ॥
ভনই বিদ্যাপতি প্রেমক ভাব।
জো গুনবন্ত সোই ফল পাব ॥

প. ত ১১২

(৬৭০)

ন জানি প্রেমরস নহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ ॥
তোহারি বচনে যব করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত ॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয় ॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচসরে মদন মনোরথে জাগ ॥
দরশে আলিঙ্গন দেযব সোই।
জিউ নিকসব যব রাখব কোই ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস ॥

প স পৃঃ ৪৩ ; প ত ৬৪ , কীর্ত্তনানন্দ ২৮৬ ; সা মি. ২৭ ; ন. গু ১৩৫

অনুবাদ– (আমি) প্রেমরস জানি না, রতিরঙ্গ জানি না। কি প্রকারে সুপুরুষের সহিত মিলিত হইব। তোমার কথায় যদি প্রেম করি। আমি শিশুবুদ্ধি, অপযশে অত্যন্ত ভীত। হে সখি! আমি তোমাকে এখন কি বলিব। তাহার সহিত কখনও রসের কথা হয় না। সে রসিকশ্রেষ্ঠ, (তার) নবীন অনুরাগ। মদনের পঞ্চশরে মনোরথ জাগিয়া উঠিবে। দেখিলেই সে আলিঙ্গন করিবে। জীবন যখন বাহির হইবে তখন কে রক্ষা করিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, ভয় মিথ্যা। শুন, তাহার বিলাস এ রকম নয়।

(৬৭১)

একে[১] ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইত[২] করুনা কর কোটি ॥
হঠ পরিরম্ভনে[৩] নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিনী হরি-হিয়ে ডোল ॥

---

(৬৬৯) মন্তব্য :– এই পদের প্রথম দুই চরণ ও ভণিতা নূতন। অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমান সংস্করণের ২৭০ সংখ্যক পদের বাংলা রূপ। নেপাল ও মিথিলায় প্রচলিত পদের যে যে অংশের অর্থ বাংলাদেশে সহজে বুঝা যায় নাই, সেই সেই অংশকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

যথা, নেপালের পদে—জাএব বসনে আঁগ লেব গোএ।
দূরহি রহব তেঁ অরথিত হোএ ॥
বাংলা পদে— জাওবি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ ॥
নেপালের পদের— হম কি সিখওবি অওর রস-রঙ্গ।
আপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ ॥
ভাবটী অতি সুন্দর ; কিন্তু বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদ সংগ্রহে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬৭১) অপরার পাঠান্তর—(১) ও (২) ধরইতে (৩) নয়নে নিবার বারু

বারি[৩] বিলাসিনি আকুল কান।
মদন-কৌতুকি কিএ হঠ নহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ[৩] মুদিত নয়ান॥

বিদ্যাপতি কহ ঐসন[৩] রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ॥

প. স পৃঃ ৪৪ ; প. ত. ৬৬ ; ক্ষণদা পৃঃ ৫৭ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৯৭ ; ন. গু. ১৫৮

শব্দার্থ—পদুমিনী—পদ্মিনী জাতীয়া রমণী ; করুণা—কাতবোক্তি ; পরিরম্ভনে—আলিঙ্গনে ; হরি ডরে—সিংহের ভয়ে ; হরি-হিয়ে—সিংহের হৃদয়ে (ধ্বনি—হরিব হৃদয়ে) ; মদন কৌতুকি কিএ হঠ নাহি মান—মদন বিষয়ে কৌতূহল-বিশিষ্ট জন কোন বল প্রকাশকে স্বীকার করিয়া লয় না ? রাধামোহন ঠাকুর বলেন—"মদন কুতুকিনী নবকামাপি অধিক লজ্জাদিনা তস্য হঠং ন মনুতে, তত্রহেতুঃ—প্রথমতঃ পদ্মিনী তত্রাপি তন্বঙ্গী ; অতএব করস্পর্শে শোকস্থায়িভাবক-করুণ-রসাভির্ভাব-কোটয়ঃ কতিপয়া ভবন্তি।"

অনুবাদ—একে ধনী পদ্মিনী তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, হাত ধবিলে কোটি মিনতি করে। জোর করিয়া আলিঙ্গন (করিলে) না না বলে, সিংহের ভয়ে হরিণী হরিব বক্ষে কাঁপিতে থাকে। বিলাসিনী বালা (বিলাসে লালসা আছে, কিন্তু বয়সে বালা) কামাকুল কানাই, মদন বিষয়ে কৌতূহলবশতঃ কোনপ্রকার বল প্রকাশকে স্বীকার না করিয়া পারে না। নয়নের অঞ্চল অর্থাৎ সীমা (কটাক্ষ) চঞ্চল হইল, (সম্ভোগ—রসানুভূতি হেতু) নয়ন মুদিত হইল, মন্মথ জাগিল। বিদ্যাপতি বলে, ঐরূপ রঙ্গ, রাধা-মাধবের প্রথম মিলন।

(৬৭২)

সুন সুন সুন্দর কহ্নাঈ।
তোহে সোঁপল ধনি রাঈ॥
কমলিনি কোমল কলেবর।
তুহু সে ভূখল মধুকর॥
সহজ করবি মধুপান।
ভুলহ জনু পঁচবান॥
পরবোধি পয়োধর পরসিহ।
কুঞ্জর জনি সরোরুহ॥
গনইত মোতিম হারা।
ছলে পরসবি কুচভারা॥
ন বুঝএ রতিরস-রঙ্গ।
খন অনুমতি খন ভঙ্গ॥
সিরিস-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহব ফুল-ধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাব।
দূতিক মিনতি তুএ পাব॥

প. ত. ২২২ ; ন. গু. ১৪১

শব্দার্থ—কুঞ্জর—শ্রেষ্ঠ ; গণইত—গুণিতে যাইয়া ; থোবি—অল্প।

অনুবাদ—সুন্দর কানাই, শোন, সুন্দরী রাধিকা তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি। কমলিনী কোমলাঙ্গী, তুমি ক্ষুধিত ভ্রমর। সহজেই মধু পান করিবে, পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দর্পের কুসুমশর যেন ভুলিও না অর্থাৎ কন্দর্প যেমন কুসুমশর

(৬৭১) ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) বালি (২) মনসিজ (৩) ঐছন।

(৬৭১) মন্তব্য—২৮০ সংখ্যক পদে এই পদের প্রথম ছয় কলি, কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। উক্ত পদে কেবলমাত্র প্রথম সম্ভোগের দৈহিক বিকারের বর্ণনা আছে, কিন্তু এই পদের সপ্তম ও অষ্টম কলি সমগ্র বর্ণনাকে ভাবসমৃদ্ধ করিয়াছে।

দিয়া নায়ক-নায়িকার কোমল চিত্ত বিদ্ধ করে, তুমিও সেইরূপ সাবধানে ভোগ করিবে প্রবোধ দিয়া উত্তম কমলতুল্য পয়োধর স্পর্শ করিও। মতির হার গণনা করিবার ছলনায় স্তনভাব স্পর্শ করিও। রতি রস-রঙ্গ বুঝে না, ক্ষণে অনুমতি দেয়, ক্ষণে ভঙ্গ দেয়। শিরীষ পুষ্প তুল্য তনু, ধীরে ধীরে পুষ্পধনু সহ্য করাইবে। বিদ্যাপতি কবি গান করে, তোমার চরণে দূতীর ইহাই মিনতি।

তুলনীয়—পিব মধুপ বকুল-কলিকাং
দূরে রসনাগ্রমাত্রমাধায়।
অধর বিলেপ সমাপ্যে
মধুনি মুধা বদনমর্পযসি॥
আর্য্যাসপ্তশতী।

(৬৭৩)

পরিহর, এ সখি, তোহে পরনাম।
হম নহি জাএব সে পিয়া-ঠাম[১] ॥
বচন-চাতুরি হম কিছু নহি জান[৯]।
ইঙ্গিত ন বুঝিএ ন জানিএ মান ॥[৩]
সহচরি মিলী বনাবএ ভেস।
বাঁধএ ন জানিএ অপন কেস ॥[২]
কভু নহি সুনিএ সুরতক বাত।
কৈসে মিলব হম[৬] মাধব সাথ[৪] ॥
সে বরনাগর[৭] রসিক সুজান।
হম অবলা[৫] অতি অলপ-গেআন ॥
[৮]বিদ্যাপতি কহ কি বোলব তোএ।
আজুক মীলন সমুচিত হোএ ॥

ক্ষণদা পৃঃ ৩০ ; প স পৃঃ ৪২ ; প ত ১১১ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৮৯ ; সা মি ২৮ ; ন. গু. ১৩৪

অনুবাদ—হে সখি পরিহার কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমি সেই প্রিয়ের নিকটে যাইব না। আমি বচন চাতুরী কিছুই জানি না। ইঙ্গিত বুঝি না, মান জানি না। সখীগণ মিলিয়া বেশ সাজাইয়া দেয়। আপনার কেশ

(৬৭৩) ক্ষণদা গীতচিন্তামণির পাঠান্তর—(১) হাম নাহি জাওব সো পিয়া ঠাম
(২) অনেক যতন করি কারাওলি বেশ
বাঁন্ধিতে না জানিএ আপন কেশ ॥
(৩) ইঙ্গিতে না জানিয়ে কৈছন মান
বচনক চাতুরি হাম নাহি জান ॥
(৪) কবহু না জানিএ সুরতক বাত
কৈছে মিলব হাম মাধবক সাথ ॥ (৫) নব নাগরী

পদামৃত সমুদ্রের অনুসারে পাঠান্তর—(১) হাম নহি জাওব কহ্নুক ঠাম
(২) সহচরি মেলি বনাওত বেশ
বান্ধিতে না জানি আপন কেশ ॥ (৬) 'হম' নাই। (৭) নব নাগর
(৮) বিদ্যাপতি কহ কি বোলিব তোএ
আজক মিলন সমুচিত হোএ। (৯) বচন চাতুরি হাম নাহি জান

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর 'হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম' দেখিয়া অনুমান করেন যে 'পিয়া' পাঠটী লিপিকর প্রমাদ, কেননা এস্থলে রাধা কৃষ্ণকে প্রিয় বলিতে পারেন না—যথা 'ইতি দৃষ্টপাঠস্তু সঙ্গতার্থানভিধানাদেক-পুস্তক দৃষ্টত্বাচ্চ লিপিকর প্রমাদগ্রস্তং বোধ্যম্'। সতীশচন্দ্র রায় 'পিয়া' স্থানে 'কানু' পাঠ ধরিয়াছেন।

আমি বাঁধিতে জানি না। কখনও সুরতের কথা শুনি নাই। মাধবের সহিত কি প্রকারে মিলিত হইব। সে অভিজ্ঞ রসিক নাগরশ্রেষ্ঠ। আমি অবলা অতি অল্পজ্ঞান। বিদ্যাপতি বলিতেছে, তোমাকে কি বলিব। আজিকার মিলন সমুচিত হইতেছে।

(৬৭৪)

সখি পরবোধি সয়ন-তল[১] আনি।
পিয়[২] হিয় হরখি ধএল নিজ-পানি॥
ছুঅইত বালি[৩] মলিন ভৈ গেলি।
বিধু-কোর মলিন কুমুদিনি ভেলি[৪]॥
নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর।
সুতি রহলি রাহি সয়নক ওর॥
আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিনু খোরি।
কর কুচ পরস সেহ ভেল্স থোরি[৫]॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপ[৬]।
থির নহি হোঅই থর থর কাঁপ॥
ভনই বিদ্যাপতি ধীরজ[৭] সার।
দিন দিন মদনক হোয় অধিকার[৮]॥

ক্ষণদা পৃঃ ৩৩ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৯৯ ; ন. গু ১৫২

অনুবাদ—সখী প্রবোধ দিয়া শয্যাতলে আনিল ; প্রিয় আনন্দিত মনে নিজের হাতে নায়িকার হাত ধরিল। বালিকাকে ছুঁইতেই সে মলিন হইয়া গেল, (যেন) চাঁদের কোলে কমল ম্লান হইয়া গেল। না না বলিতে নয়নে অশ্রুধারা বহিল, রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল। নীবিবন্ধ না খুলিয়া আলিঙ্গন করিল। পয়োধরে অল্প করস্পর্শ হইল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ আবৃত করিল। স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিদ্যাপতি বলে, ধৈর্য্যই সার, দিনে দিনে মদনের অধিকার হয়।

(৬৭৫)

থর থর কাঁপল লহু লহু ভাস[১]।
লাজে ন বচন করএ পরকাস॥
আজু ধনি পেখল বড় বিপরীত।
খন অনুমতি খন মানএ ভীত॥
সুরতক নামে মুদএ দুই আখি।
পাওল মদন মহোদধি[২] সাখি॥
চুম্বন বেরি করএ মুখ বঙ্কা।
মিলন চাঁদ সবোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরসে চমকি উঠে গোরী।
জানল[৩] মদন ভণ্ডারক চোরী॥
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি।
বাহিরে রতন আচবে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হবি।
তেজি তলপ পরিরম্ভন বেরি॥[৪]

ক্ষণদা পৃঃ ২২, ন গু ২১১, পণ্ডিত বাবাজী পুথি পদ সংখ্যা ৭০

---

(৬৭৪) ক্ষণদার মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর—(১) সেজতলে (২) পিয়া (৩) ছুইতে বালা (৪) বিধুকোরে কুমুদিনি কমলিনী ভেলি (এই পাঠ উৎকৃষ্টতর) (৫) আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ খোলি (৬) আঁচর লেই বদন উর ঝাঁপে (এই পাঠ অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হয়।)
করে কুচ পরসে সেহ ভেল থোরি। (৭) ধৈরজ (৮) দিনে দিনে মদন করয়ে অধিকার।

(৬৭৫) ক্ষণদার মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর—(১) থর হরি কাঁপএ লহ লহ ভাস (২) মহোষধি
পণ্ডিত বাবাজী পুঁথির পাঠান্তর—প্রারম্ভে আছে—'থরহরি কাঁপয়ে লহ লহ হাস।
লাজে বচন না করয়ে পরকাশ॥'
(৩) জানল (৪) শেষ দুই চরণ— "রসিক শিরোমণি নাগর কান।
বিজাপতি কহে কর মধুপান॥

শব্দার্থ—মহোদধি—মহাসমুদ্র; ফুয়ল—খুলিল; তলপ—শয্যা।

অনুবাদ—ধীরে ধীরে কথা বলিতে থর থর কাঁপিতে লাগিল। লজ্জায় বাক্য প্রকাশ করিতে পারিল না। আজ ধনীকে বড় অদ্ভুত দেখিলাম, ক্ষণে সম্মতি প্রকাশ করে, ক্ষণে ভয় পায়। সুরতের নামে দুই নয়ন মুদিয়া ফেলে। যেন সে মদনের মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ পাইল (অকূল সমুদ্র দেখিয়া ভীত হইল)। চুম্বন দিতে মুখ ফিরায়, পদ্ম যেন চাঁদের আলিঙ্গন পাইল (চন্দ্রের উদয়ে কমল মলিন হয়)। নীবিবন্ধ স্পর্শ করিতে সুন্দরী চমকিয়া উঠে, জানিল (যে) মদনের ভাণ্ডার চুরি যাইবে। বসন খুলিয়া গিয়াছে, বুক হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে। (কিন্তু সে বুঝিতেছে না যে) এ (যেন) বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া হইতেছে। হে হরি! বিদ্যাপতি কি বুঝাইবে বল—সে যে আলিঙ্গনের সময় শয্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়।

(৬৭৬)

হৃদয় আরতি বহু ভয় তনু কাঁপ।
নূতন হরিনি জনি হরিন কক ঝাঁপ॥
ভুখল চকোর জনি পিবইত আস।
ঐসন সময় মেঘ নহি পবকাস॥
পহিল সমাগম রস নহি জান।
কত কত কাকু করতহি কান॥
পরিরম্ভন বেরি উঠই তরাস।
লাজে বচন নহি কর পরকাস॥

ভনই বিদ্যাপতি ইহ নহি ভায়।
জে রসবন্ত সেহো রস পায়॥

ন. গু. ১৬১; অজ্ঞাত

অনুবাদ—হৃদয়ের আরতি (আকাঙ্ক্ষা) খুব, তনু ভয়ে কাঁপে। নব (যৌবনা) হরিণীকে যেন হরিণ আবৃত করিতেছে। তৃষ্ণার্ত চকোর যেন পান করিতে ইচ্ছুক, ঐ সময়ে মেঘের প্রকাশ হইতেছে না। প্রথম সমাগমে রস জানে না, কানাইকে কত মিনতি করে। আলিঙ্গন সময়ে ত্রাসে উঠিয়া পড়ে, লজ্জায় কথা বলে না। বিদ্যাপতি বলে, ইহা শোভা পায় না, যে রসিক সেই-ই রস পায়।

(৬৭৭)

অনেক যতন করি আনলোঁ পাস।
খেনে খেনে খেনে ধনি ছাড়য়ে নিশাস॥
অধ সুধামুখি চুম্বন দান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔষধ পান॥
না মিলয়ে আখি না কহে রসবাত।
নিবিবন্ধ ফুয়াইতে চলে পদ আধ॥
কুচযুগ পরসিতে মোড়ই অঙ্গ।
মন্ত্র না মানে জনু বাল ভুজঙ্গ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরকান।
অলপে অলপে তুহু কর মধুপান॥

পণ্ডিত বাবাজী পুঁথি, পদ ৬৮

অনুবাদ—অনেক যত্ন করিয়া (নায়িকাকে নায়কের) পার্শ্বে আনা হইল। ধনী ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। নায়ক যখন চুম্বন করিতে যায়, তখন সে মুখ নীচু করে; মনে হয় যেন রোগী ঔষধ পান করিতেছে। চোখে

চোখে তাকায় না, রসের কথা বলে না। নীবিবন্ধ খুলিলে অদ্ধপদ অগ্রসর হয় (চলিয়া যাইতে চায়)। কুচযুগ স্পর্শ করিতে গেলে গা মোড়া দেয়—যেন তরুণ সর্প মন্ত্র মানে না। বিদ্যাপতি বলেন হে কানাই তুমি অল্পে অল্পে মধুপান কর।

(৬৭৮)

পহিলহি রাই কানু দরশন ভেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করই অবনত বয়ণী।
চকিত বিলোকনে নখ লিখ ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কানু।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥

বিদগধ নায়র অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পানি॥
করে কর ধরিতে উপজল পেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরসি মুখ ঝাঁপল গোরী।
দেই রতন পুন পুন লেয়ি চোরি॥

ভনহুঁ বিদ্যাপতি সুন সুজান।
প্রেম ভরে ভুলল রসিক বরকান॥

পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথির পদ ৮৮

অনুবাদ—রাই ও কানাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার (মিলন) হইল। কেলি দূরে থাকুক পরিচয়ই দুর্লভ হইল। সে মুখ নীচু করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল ; চকিত নয়নে ভূমিতে নখ দিয়া দাগ কাটিতে লাগিল। চপল কানাই যেই তাহার অঞ্চল স্পর্শ করিল অমনি রাই আধ পা সরিয়া গেল। নায়ক রসিক তাই নায়িকার মনের ভাব বুঝিয়া রাইয়ের চরণে হাত দিল। হাতে হাত দিয়া ধরিতে প্রেম জাগিল। দরিদ্র যেন ঘটভরা স্বর্ণ পাইল (ঘট শব্দের ধ্বনি কুচ)। গৌরাঙ্গী হাসিয়া তাকাইয়া বসনে মুখ লুকাইল—মনে হইল যেন রত্ন দান করিয়া আবার তাহা চুরি করিয়া লইল। বিদ্যাপতি বলেন হে সুজন! শুন রসিক কানাই প্রেমে ভুলিল।

(৬৭৯)

জতনে আয়লি ধনি সয়নক সীম।
পাওর লিখি খিতি নত রহু গীম॥
সখি হে, পিয়া পাস বৈঠহ রাই।
কুটিল ভৌঁহ করি হেরইছি কাই॥
নবি বর নারি পহিল পিয়া মেলি।
অনুনয় করইতে রাত আধ গেলি॥

কর ধরি বালমু বৈসায়ল কোর।
এক পঅ কহে ধনি নহি নহি বোর॥
কোরে করইতে মোড়ঈ সব অঙ্গ।
প্রবোধ ন মানে জনু বাল ভুজঙ্গ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি নাগরি রামা।
অন্তরে বাহিরে দানিন বামা[১]॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩১৩ ; ন. গু. ১৫৪

শব্দার্থ—পাওর—পায়ে ; গীম—গ্রীবা ; দানিন—দাহিন, দক্ষিণ, অনুকূল।

অনুবাদ—ধনী সযত্নে শয্যার প্রান্তে আসিল, পদাঙ্গুলি দিয়া মাটিতে লিখিতে লাগিল, গ্রীবা নত করিয়া রহিল। হে সখি, প্রিয়তমের পার্শ্বে রাধা বসিল, ভ্রূ বঙ্কিম করিয়া কাহাকে দেখিতেছে ? প্রিয়ের প্রথম মিলনে নূতন রমণীশ্রেষ্ঠ।

(৬৭৯) পাঠান্তর—(১) নগেন্দ্রবাবু ধৃত পাঠ—অন্তরে দাহিন বাহর বামা।

অনুনয় করিতে করিতেই অর্ধ নিশা কাটিয়া গেল। বল্লভ হাত ধরিয়া কোলে বসাইল, ধনী বার বার না না বলিতে লাগিল। কোলে করিতেই সমস্ত অঙ্গ মোড়া দিল (বাঁকাইল) যেন সর্পশিশু প্রবোধ মানে না (বশীভূত হয় না)। বিদ্যাপতি বলে, চতুরা নারী, অন্তরে দক্ষিণ, বাহিরে বাম, অর্থাৎ অন্তরে প্রসন্ন, বাহিরে বিমুখ।

(৬৮০)

অবোধ কুমতি দূতি না শুনল বাণী।
করিবর কোরে নলিনী দিল আনি॥
হাম নলিনী উহ কুলিসক সার।
নলিনী সহব কৈছে গিরিবর ভার॥
কহ সখি কানুক পরিহার মোর।
অলপে অলপে সাধ পূরবল্ তোর॥
নব নব বৈঠল মদন বাজার।
পরসহি লুটকি পরধন আর॥
হয় যদি নাগরী নাগর বিলাস।
পহিলে সহন করি দেই আশোয়াস॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
ভুখিত জন কিয়ে দুই করে খান॥

পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথির পদ ৮৬

অনুবাদ—নির্বোধ ও দুষ্টমতি দূতী কথা শুনিল না প্রকাণ্ড হস্তীর কোলে নলিনীকে আনিয়া দিল। আমি নলিনী আর সে বজ্রের সার। নলিনী কি পর্বতশ্রেষ্ঠের ভার সহ্য করিতে পারে? হে সখি কানুকে আমার দোহাই জানাও অল্পে অল্পে তাহার সাধ পুরাইব। মদনের বাজার নূতন নূতন বসিল; স্পর্শ করিলেই কি পরের ধন লুঠ করিতে হয়? নাগরীর সহিত নাগরের যদি বিলাস হয়, প্রথমে আশ্বাস দিয়া সহ্য করায়। বিদ্যাপতি বলেন হে বরকান! শুন, লোকে ক্ষুধিত হইলেও কি দুই হাত দিয়া খায়?

(৬৮১)

এ হরি বলে জদি পরসবি মোয়।
তিরিবধ-পাতক লাগএ তোয়॥
তুহু রস-আগর নাগর ঢীঠ।
হম ন বুঝিএ রস তীত কি মীঠ॥
রস পরসঙ্গ উঠওঁ মঝু কাঁপ।
বাণে হরিনি জনি কএলহি ঝাঁপ॥
অসময় আস ন পূরএ কাম।
ভল জন ন কর বিরস পরিনাম॥

বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহু ন মীঠ হোঅএ কাঁচ॥

কীর্তনানন্দ ২৯৮, পণ্ডিত বাবাজী পুঁথির পদ ৭২; ন. গু. ১৬৫

অনুবাদ—মাধব, যদি তুমি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ কর, (তবে) স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে লাগিবে। তুমি রসিক শ্রেষ্ঠ, নির্ভয় ও শঠ নাগর, আমি বুঝি না এই রস তিক্ত কি মিষ্ট। রসের প্রসঙ্গে আমি কাঁপিয়া উঠি, (তীর লাগিলে) হরিণী যেমন লাফাইয়া উঠে। অসময়ে কামনায় আশা পূর্ণ হয় না, সদ্ব্যক্তি শেষ রসহীন করে না অর্থাৎ সদ্ব্যক্তি এইরূপ কাজ করে না যাহাতে শেষে ফল নীরস হয়। বিদ্যাপতি বলে, সত্য বুঝিয়াছি কাঁচা থাকিলে ফল মিষ্ট হয় না।

(৬৮২)

গরবে ন কর হঠ লুবুধ মুরারি।
তুঅ অনুরাগে ন জীব বর নারি॥
তুহু নাগর গুরু হম অগেআন।
কেলি-কলা সব তুহু ভল জান॥
ফুয়ল কবরি মোর টুটল হার।
হম অবুধ নারি তুহুত গোআর॥
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
রোগি করএ জৈসে ঔখধ পান॥

অজ্ঞাত ; ন. গু. ১৬৯

অনুবাদ—হে লুব্ধ মুরারি, গর্ব করিয়া বল প্রকাশ করিও না, তোমার অনুরাগে রমণীশ্রেষ্ঠের প্রাণ থাকে না। তুমি রসিক গুরু, আমি অজ্ঞান, কামকলা তুমি ভাল (করিয়াই) জান। কবরী খুলিয়া গেল, হার ছিঁড়িয়া গেল, আমি অল্পবুদ্ধি রমণী, তুমি অবিবেচক গোপ। বিদ্যাপতি বলেন মন দিয়া শুন, রোগী যেমন করিয়া ঔষধ পান করে (তেমনি করিয়া এই সব সহ্য কর)।

(৬৮৩)

শুনহ নাগর নিবিবন্ধ ছোড়।
গাঁঠিতে নাহি সুরত-ধন মোর॥
সুরতক নাম শুনল হম আজ।
ন জানিয়ে সুরত করয়ে কোন কাজ॥
সুরতক খোজ করব যাঁহা পাও।
ঘরে কি আছয়ে নাহি সখিরে সুধাও॥
বেরি এক মাধব সুন মঝু বানি।
সাখি সয়েঁ খোজি মাগি দিব আনি॥
মিনতি করয়ে ধনি মাগে পরিহার।
নাগরি-চাতুরি ভন কবি-কণ্ঠহার॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩১৭ ; ন. গু ১৭২

অনুবাদ—নাগর, শোন শোন, নীবিবন্ধ ছাড়। (নীবিবন্ধের) গ্রন্থিতে সুরতধন নাই। সুরতের নাম আমি আজ শুনিলাম, (আমি) জানি না সুরত কি কাজ করে। যেখানে পাইব সুরতের খোঁজ করিব। ঘরে আছে কি নাই সখীকে জিজ্ঞাসা করিব। একবার মাধব আমার কথা শোন, সখীর সঙ্গে খুঁজিয়া চাহিয়া আনিয়া দিব। বিনতি করিয়া ধনী ছাড়া চাহিতেছে। কবি কণ্ঠহার নাগরীর চাতুরি বলিতেছেন।

(৬৮৪)

রতি-সুবিসারদ তুহু রাখ মান।
বাঢ়িলে জোবন তোহে দেব দান॥
আবে সে অলপ রস ন পূরব আস।
থোর সলিল তুঅ ন জাব পিয়াস॥
অলপ অলপ রতি জদি চাহি নীতি।
প্রতিপদ চাঁদ-কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধর ন পূরব পানি।
ন দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥
ভনই বিদ্যাপতি কৈসন রীতি।
কাঁচ দাড়িম প্রতি ঐসন প্রীতি॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩১৯, ন. গু. ১৬৬

অনুবাদ—হে রতি-সুবিশারদ, আমার মান রাখ, যৌবন বাড়িলে (আসিলে) তোমাকে দান করিব। এখন রস অল্প, আশা পূর্ণ হইবে না, অল্প জলে তোমার তৃষ্ণা মিটিবে না। প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকলা যেমন প্রত্যহ বর্ধিত হয়, (তেমনি) অল্প অল্প নিত্য চাহিও। ক্ষুদ্র কুচে হস্ত পূরিবে না, হে হরি, রস জানিয়া নখ-রেখা দিও না অর্থাৎ তুমি স্বয়ং রসিক, তুমি সব জানিয়া (পয়োধরে) নখ-রেখা দিও না। বিদ্যাপতি বলে, এ কি প্রকার রীতি, কাঁচা দাড়িম্বের প্রতি এত প্রীতি।

(৬৮৫)

চানুর মরদন তুহুঁ বনমারি।
সিরিস-কুসুম হম কমলিনি নারি॥
দুতি বড় দারুন সাধল বাদ।
করি করে সোঁপল মালতি-মাল॥
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥
বিদগধ মাধব তোহে পরনাম।
অবলা বলি দএ ন পূজহ কাম॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরান॥
রসবতি নাগরি রস-মরিজাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩২০ ; ন. গু. ১৬৭

অনুবাদ—হে বনমালী, তুমি চানুর-মর্দন, শিরীষ ফুলের মত আমি পদ্মিনী নারী। দূতী বড়ই দজ্জাল, বাধ সাধিল, মালতীর মালা হাতীর হাতে দিল। নয়নের অঞ্জন মুছিয়া গেল, মৃগমদ ও চন্দন ঘামে ভিজিয়া গেল। বিদগ্ধ মাধব, তোমাকে প্রণাম, অবলাকে বলি দিয়া কামের পূজা করিও না। হে হরি, (বাক্য) অবধান কর। অন্য দিনের জন্য জীবন রাখ। রসিকা নাগরী রসের মর্যাদা রাখে ; বিদ্যাপতি বলিতেছে, আশা পূর্ণ হইবে।

(৬৮৬)

বুঝল মোহে হরি বহুত অকার।
হিয়া মোর ধস ধস তুহু সে গোআর॥
ধিরে ধিরে রমহ টুটঅ জনু হার।
চোরি রভস নহি কর পরচার॥
ন দিহ কুচে নখরেখঘাত।
কইসে নুকায়ব কালি পরভাত॥
ন কর বিঘাতন অধরহি দসনে।
লাজ ভয় তুহু নহি তুঅ থানে॥
ন ধর কেস ন কর ঠিঠপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন॥
তোমারে সোঁপলি তনু জনমের মত।
অলপে সমধান আজু অভিমত॥

নাগরি সুন, কহ কবি কণ্ঠহার।
বিষ্কল কুসুম-সবে এমতে বিচার॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩১৮ ; ন. গু. ১৭৩

অনুবাদ—হরি আমি অনেক রকমে বুঝিলাম যে তুমি গোঁয়ার ; আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। ধীরে ধীরে রমণ কর, হার ছিঁড়িও না। চুরি করা আনন্দ প্রচার করিও না। কুচে নখরেখাঘাত দিও না, কাল প্রভাতে কিরূপে লুকাইব ? দন্ত দিয়া অধরে ক্ষত করিও না, তোমার নিকট লজ্জা আর ভয় দুইই নাই। কেশ ধরিও না, ঠিঠপনা অর্থাৎ বল প্রকাশ

করিও না, ধীরে ধীরে নিধুবন কর। জন্মের মত তোমায় দেহ-সমর্পণ করিলাম, আজিকার অভিমত অল্পে সমাধান কর। কবি কণ্ঠহার বলিতেছে, নাগরি, শ্রবণ কর, পুষ্পধনু যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে তাহার এই রকমই বিচার (ব্যবহার)।

(৬৮৭)

এ হরি মাধব কি কহব তোয়।
অবলা বল কএ মহত ন হোয়॥
কেস উধসল টুটল হার।
নখঘাতে বিদারল পয়োধর-ভার॥
দসনহিঁ দংসল তুহু বনমারি।
সিরিস-কুসুম হেরি কমলিনি নারি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
আগিক দহনে আগি প্রতিকারি॥

রসমঞ্জরী ; ন. গু. ১৭৯

অনুবাদ—হরি মাধব, তোমাকে কি বলিব, অবলার (প্রতি) যে বল প্রকাশ করে, সে মহৎ হয় না। কেশ আলুথালু হইল, হার ছিন্ন হইয়া গেল, স্তনভার নখাঘাতে বিদীর্ণ হইল। কমলিনী নারীকে শিরীষ কুসুম তুল্য কোমল দেখিয়াও তুমি বনমালি তাহাকে দাঁত দিয়া দংশন করিয়াছ। বিদ্যাপতি বলে, হে নারীশ্রেষ্ঠ, শোন অনল-দহনে অনলই প্রতিকার।

(৬৮৮)

বালা রমনী রমনে নহি সুখ।
অন্তরে মদন দিগুন দেই দুখ॥
সব সখি মেলি সুতায়ল পাস।
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিসাস॥
করইত কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র ন সুনএ জনু বাল ভুজঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগধিনি নারী॥

প. ত ১৩১ ; ন. গু. ২১৩

অনুবাদ—বালিকা রমণী রমণে সুখ নাই, মদন অন্তরে থাকিয়া দ্বিগুণ দুঃখ দেয়। সব সখী মিলিয়া তাহাকে নিকটে শয়ন করায়, ধনী চমকাইয়া চমকাইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে। আলিঙ্গন করিতে সমস্ত দেহ মোড়াইয়া লয়, ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্র শ্রবণ করে না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি, শ্রবণ কর, তুমি রসের সাগর, (রাই) মুগ্ধা নারী।

(৬৮৯)

নয়ন ছলাছলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেরি হেরি গদ গদ ভাষ॥
মদন মদালসে নাগর ভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
রসবতী নাগরী রসিক বরকান।
হেরইতে চুম্বই নাহ বয়ান॥
দুহু পুন মাতল দুহু রসহান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥

পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথি

অনুবাদ—নয়ন ছলছল করিতেছে, অল্প অল্প হাসি হইতেছে ; পরস্পরের অঙ্গ দেখিয়া গদগদ বাক্য কহিতেছে। নাগর মদন মদালসে পূর্ণ হইয়াছে—শশিমুখীকে হাসিয়া হাসিয়া আলিঙ্গন দিতেছে। নাগরী রসবতী কানাইও রসিক; নাগরী নাথের বদন দেখিতেই চুম্বন করিল। দুইজনেই রসে মাতিল ; পরস্পরের প্রতি রস প্রহার করিল—বিদ্যাপতি সেই রস গান করিতে লাগিল।

(৬৯০)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
জে করে রসিক-রাজ ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হম চললুঁ গেহ ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরি মোর ॥
ঢীঠ নাগর চোর।
পাওল হেম-কটোর ॥
ধরিতে ধয়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায় ॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ ॥

কবি বিদ্যাপতি ভান।
পূরল তুহুঁক কাম ॥

প. ত ৭৩২ ; ন. গু ৫৫৮

অনুবাদ—হে সখি রসিকরাজ যাহা যাহা করিল তাহা বলিতেও লজ্জা করে। সে অঙ্গনে আসিল, (তাহাকে দেখিয়া) আমি গৃহে চলিলাম (ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলাম)। সে আমার অঞ্চলের প্রান্ত ধরিল। আমার বেণী খুলিয়া গেল। ধৃষ্ট, চোর, নাগর স্বর্ণের কটোর (বাটী) পাইল (অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, স্তন-স্বর্ণ কটোরা)। তাহাই (হেম কটোর) ধরিতে ধাবিত হইল এবং নখের আঘাতে (তাহা) লাগিল। চকোর চঞ্চল চাঁদের উপর পতিত হইল এবং প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেল (নায়ক চকোর এবং নায়িকা পালাইতেছেন বলিয়া চঞ্চল চাঁদ। কিন্তু নায়িকা অনুরাগ বশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করায় চকোর যেন ফাঁদে পড়িয়া গেল)।

(৬৯১)

হম অতি ভীতি রহল তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নহি হোই ॥
রস নহি হোএল কএল জে সাতি।
দমন-লতা জনু দংসল হাতি ॥
পুন কত কাকুতি কএল অনুকুল।
তবহুঁ পাপ হিয় মঝু নহি ভূল ॥
হমারি অছল কত পুরুবক ভাগি।
ফেরি আওল হম সো ফল লাগি ॥

বিদ্যাপতি কহ ন করহ খেদ।
ঐসন হোএল পহিল সম্ভেদ ॥

প. ত. ২৫২ ; ন. গু. ২০২ ; পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথির পদ ৭৪

শব্দার্থ—গোই—গোপন করিয়া ; সাতি—শাস্তি ; সম্ভেদ—মিলন।

অনুবাদ—আমি অতি ভীত হইয়া দেহ গোপন করিয়া রহিলাম ; সে রস-সাগর স্থির হইল না। যে শাস্তি করিল, (তাহাতে) রস হইল না, হস্তী যেন দ্রোণলতাকে দলিত করিল। পুনরায় অনুকূল হইবার জন্য, কত কাকুতি করিলাম, তথাপি পাপ-হৃদয় ভুলিল না। আমার কত পূর্বের ভাগ্য ছিল, সেই ফলের জন্য (পুনরায়) আমি ফিরিয়া আসিলাম। বিদ্যাপতি বলেন, আক্ষেপ করিও না, ঐরূপই প্রথম সম্ভোগ হয়।

(৬৯২)

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
জোই কয়ল সোই নাগর-রাজ ॥
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দূতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ ॥

চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস-কেলি ॥
হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনি সমাজ।
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি জো থির তাহি নেহারি ॥

বিদ্যাপতি কহ ন কর তরাস।
ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস ॥

প. ত. ২৩৯ ; ন. গু. ১৯৭

অনুবাদ—হে সখি, কি বলিব, যাহা সেই নাগররাজ করিল তাহা বলিতে লজ্জা করে। আমার প্রথম বয়স, রতি রঙ্গ হয় নাই, দূতী কানাই-এর সঙ্গে মিলাইল। দেখিতেই আমার দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল, সেই লুব্ধমতি তাহাতে ঝম্প-প্রদান করিল। আলিঙ্গনের সময় চেতনা হরণ করিল, কিরূপে রসকেলি করিল, কেমন করিয়া বলিব! বল প্রকাশপূর্ব্বক নাথ যত কাজ করিল, তাহা এই সখীগণ-সমাজে কি বলিব! জানিস্ যদি, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? তাহাকে দেখিয়া যে স্থির থাকিতে পারে সেই ধন্য (ব্যঞ্জনা এই যে তাহাকে দেখিয়া যে স্থির থাকিতে পারে সে অধন্য)। বিদ্যাপতি বলে, ভয় করিও না, এইরূপেই প্রথম বিলাস হইল।

(৬৯৩)

করে কর ধরি জে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
জৈসে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥
রামা হে সপতি করহু তোর।
সোই গুনবতি গুন গনি গনি
না জানি কি গতি মোর ॥

গলিত বসন খলিত ভূসন
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহু করি জে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার ॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভন বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥

প. ত ২৬০ ; প. স. পৃঃ ৪৫ ; ন. গু. ২১৪

(৬৯৩) মন্তব্য—পদকল্পতরুর কোন কোন পুঁথিতে—"না জানি কি গতি মোর" কলির পরে আছে—

অঙ্গভঙ্গি করি রস পসারল
লাগল হৃদয় বাণ।
সে সব সঙরি মদন বহল
সংশয় হইল প্রাণ ॥

নব পযোধর পরশ দরশি
অধর অমিয়া দেল।
দৃঢ় আলিঙ্গনে সব কলেবর
পুনহি অঙ্কুর ভেল ॥

অনুবাদ—করে কর ধরিয়া কিছু বলিল, অল্প মুচকিয়া হাসিল, যেন হিমকর (চন্দ্র) মৃগ (কলঙ্ক) পরিত্যাগ করিয়া কুমুদিনীকে কোলে লইল। রামা, তোর শপথ করিতেছি, সেই গুণবতী গুণ গণনা করে, আমি জানি না আমার গতি কি ? বসন আলুথালু, ভূষণ লুণ্ঠিত, কেশ খুলিয়া পড়িল, আহা উহু বলিয়া যাহা কিছু বলিল, তাহা কি ভুলিতে পারি ? নিভৃত কুঞ্জে চেতন হরণ করিল, হৃদয়ে ব্যথা রহিল, বিদ্যাপতি বলিতেছে, ভাল সে উন্মত্ত, রাধা বিপদে পড়িল।

(৬৯৪)

সুন্দরি বেকত গুপুত নেহা।
বঞ্চিত আজু করিঅ নহি পারব
সাখি দেল তুঅ দেহা॥

সঘনে আলস সখী তুঅ মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দা।
কত রস পানে কয়ল সব নীরস
রাহু উগিলল চন্দা॥
জাগি রজনি তুহু লোহিত লোচন
অলস নিমিলিত ভাঁতী।
মধুকর লোহিত কমল কোরে জনি
সুতি রহল মদে মাতী॥
বেকত পয়োধরে নখরেখ ভুখল
তাহে পরল কুচ ভারা।
নিজ রিপু চাঁদ কলানিধি হেরইত
মেরু পড়ল আঁধিয়ারা॥
নব কবিসেখর কহিঅ নহি পারত
দোখ সপতি করি জানী।
কত সত বেরি চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বানী॥

প. ত. ২৩২ ; ন. গু. ২৭০

শব্দার্থ—গুপুত—গুপ্ত ; নেহা—স্নেহ, প্রণয় ; সাখি দেল—সাক্ষী দিল ; উগলিল—উদ্গীর্ণ করিল।

অনুবাদ—সুন্দরি, গুপ্ত স্নেহ ব্যক্ত (হইয়াছে)। আজ, বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তোর দেহই সাক্ষী দিল। সখি, তোর মুখমণ্ডল আলস্যপূর্ণ হইযাছে। কণ্ঠ ও অধরের আকৃতি মলিন। কত রস পান করিয়া সব নীরস করিল, (যেন) রাহু চন্দ্রকে উদ্গীর্ণ করিল অর্থাৎ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ মলিন। রজনী জাগিয়া তুই চক্ষু লোহিতবর্ণ ও অলস নিমীলিত ভাব, যেন মধুকর মধুপানে মত্ত হইয়া লাল পদ্মের কোলে শয়ন করিয়া রহিল। ক্ষুদিত নখক্ষত স্তনে প্রকাশিত, তাহাতে কেশভার পতিত হইয়াছে, (যেন) অন্ধকার (কেশ) স্বীয় রিপু কলানিধি শশীকে (বদন) দেখিযা সুমেরুতে (স্তনে) পড়িল। নবকবিশেখর দোষ জ্ঞাত হইযাও, অঙ্গীকার করিয়া বলিতে পারিতেছে না, কত শতবার চুরি গোপন কর, একবার কথা প্রকাশ হইযা পড়িবে।

(৬৯৫)

মন্দিরে আছিলুঁ সহচরি মেলি।
পরসঙ্গে রজনি অধিক ভই গেলি॥
যব সখী চললহু আপন গেহ।
তব অবু নীন্দে ভরল সব দেহ॥
সুতি রহল হম করি এক চীত।
দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন সপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহু জনি করে পরিবাদ॥

(৬৯৫) প্রক্ষিপ্ত—বর্তমান সংস্করণের ২ ও ৩ সংখ্যক পদের ভাবের সহিত এই পদের মিল আছে, কিন্তু এই পদ বিদ্যাপতিকৃত নহে, তাঁহার অনুকরণ মাত্র।

বিসাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘোচায়লু নীবিক কাজ॥
এক পুরুখ পুন আয়ল আগে।
কোপে অরুন আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয় চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
কতয়ে করব কেহু অপজস গাব।
বিদ্যাপতি কহ কে পতিআব॥

প. ত. ২৬৬; ন.গু. ৩২৪

অনুবাদ—[প্রথম মিলনের পর নায়িকার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া কোন সখী তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নায়িকা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছেন।] :—সখীরা যখন আপনার গৃহে গেল তখন নিদ্রায় আমার সমস্ত দেহ ভরিল। সখী স্বপ্নের কথা শুন; কাহাকেও বলিও না। যেন হাসিতে (তামাসা করিয়া) কেহ নিন্দা না করে। আমার হৃদয় মধ্যে বিষাদ উপস্থিত হইল। (বিপদে গাত্রাবরণ কষ্টদায়ক হয় বলিয়া) আমি কটি-বসন-গ্রন্থি ঘুচাইলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম এক পুরুষ আমার সম্মুখে আসিল। কোপে আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং (নিজ অধর নিজে দংশন হেতু) অধরে দাগ হইল। তাহার ভয়ে বস্ত্র কেশ অন্যত্র গেল (স্খলিত হইল)। সবই এমন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল যে আমার কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিল (নায়ক নায়িকার নেত্র, ললাট ও ওষ্ঠ যথাক্রমে চুম্বন করায় চোখের কাজল ললাটে ও ললাটের সিন্দুর মুখে লাগিল)। আর কাহাকেও কহিলে (হয়ত) কেহ অপযশ ঘোষণা করিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ইহা কে প্রত্যয় (বিশ্বাস) করিবে?

(৬৯৬)

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
অপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥

জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর-রাজ॥
মরকত দরপন হেরইতে হাম।
উচ নীচ ন বুঝি পড়লুঁ সোই ঠাম॥
পুন অনুমানিঅ নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহলু হিয়ে আনন গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগেরি।
আঁচরে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম।
ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥

প. ত. ১১০০; ন. গু. ৫৮১

অনুবাদ—(বিপরীত রসোদ্গার) :—আজ আমার সরম ভরম সব দূরে গেল। সে (কানাই) আপনার মনোরথ পূর্ণ করিল। আজিকার বিলাস (কেলি) সমস্ত বিপরীত হইল। (যেন) জলধর (কৃষ্ণ) উলটিয়া পৃথিবীতলে পড়িল এবং তাহার উপরে সুন্দর পর্বতযুগল (পয়োধর) উত্থিত হইল। আমি মরকতনির্মিত দর্পণ দেখিয়া উচ্চ নীচ বুঝিতে না পারিয়া সেইখানে পড়িয়া গেলাম (কৃষ্ণের দর্পণতুল্য স্বচ্ছসুন্দর বক্ষে পতিত হইলাম)। পরে অনুমান করিলাম যে (মরকত দর্পণ নহে) নাগর কৃষ্ণ বটে। তাহার কথা শুনিয়া (সন্দেহের) শেষ হইল (সন্দেহ মিটিল)। সে আবার বিবস্ত্রাকে (আমাকে) বস্ত্র দিল, লজ্জায় তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম। (সে আমাকে) মৃদুবীজন করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম।

(৬৯৭)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মনিময়-কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল[১]
ঘামে তিলক বহি গেলা।
সুন্দরি তুআমুখ মঙ্গল-দাতা।
রতি-বিপরীত-সময় জদি রাখবি[২]
কি করব হরি হর ধাতা॥

কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন
কল-রব[৩] নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল[৪]
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥[৫]
তিল এক[৬] জঘন সঘন রব করইত
হোয়ল[৭] সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক[৮]
জামুনে মিললো গঙ্গ তরঙ্গ॥

প ত ১০৭৯; প স পৃ ৮৯; ক্ষণদা পৃঃ ১৮৪; ন. গু. ৫৮৪

অনুবাদ—চিকুর গলিত (মুক্ত) হইয়া মুখমণ্ডলে মিলিত (হইল), মেঘমালা (কেশ) চন্দ্রকে (মুখকে) বেষ্টন করিল। মণিময় কুণ্ডল কানে দুলিতে লাগিল; ঘামে তিলক মুছিয়া গেল। সুন্দরি, তোর মুখ মঙ্গলদায়ক; বিপরীত রতিসময়ে যদি তুই (আমাকে) রক্ষা করিস (তাহা হইলে) হরি হর বিধাতা কি করিবে (তাহাদের কি প্রয়োজন)? ('রতি বিপরীত সময়ে যদি রাখবি' অর্থাৎ ত্বরসং যদি গুপযসি তদা হরিহরাদয়ঃ কিং করিষ্যন্তি কিমুত ত্বদাধীনোঽহম্—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। তুলনীয়—

আলোলমলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎ কুণ্ডলং।
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ॥
তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততান্ত-নয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে।
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ॥

— অমরু শতক।

(বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোভিত চঞ্চল কুণ্ডলধারী, অল্প অল্প ঘর্মবিন্দুতে কিঞ্চিৎ তিরোহিত-নয়ন তন্বীর মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক, হরিহরব্রহ্মাদি দেবতার কি প্রয়োজন)? কিঙ্কিনী ও কঙ্কণ ও নূপুর বাজিতে লাগিল। মদন নিজের গর্ব্বে পরাভব পাইল। একতিল জঘন সঘন রব করিতে (মদনের) সৈন্যের ভঙ্গ হইল। বিদ্যাপতি কবি ঐ রস গাহিতেছেন যমুনায় গঙ্গার তরঙ্গ মিলিল।

(৬৯৮)

সখি হে কি কহব নাহিক ওর
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর॥

তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আঁতরে সুরধুনি-ধারা।
তরল তিমিরশশি সূর গরাসল
চৌদিগে খসি পড়ু তারা॥

(৬৯৭) ক্ষণদার মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর—(১) চঞ্চল কুণ্ডল চপলে গৌঙাওল (২) 'রতি-রণে রমণী পরাভব পাওব' (৩) ঘন ঘন (৪) রতি বিপরীত ভেল মদন সমাপন (৫) জয় জয় দুন্দুভি বাজে। (৬) তিলে এক
পদামৃত-সমুদ্রের পাঠান্তর—(৪) রতি রণে মদন পরাভব মানল (৬) তিলে এক (৭) হোয়ব (৮) নায়ক

অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধিজলে জনু ঝাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

প. স. পৃঃ ৯২ ; পদকল্পতরু ১০৯৬ ; ন. গু. ৫৮৫

শব্দার্থ—পরতেক—প্রত্যক্ষ ; সম্ভায়ল—প্রবেশ করিল ; আঁতরে—মধ্যে ; অম্বর—আকাশ, বস্ত্র ; ধরাধর—পর্ব্বত, পয়োধর ; চঞ্চরি—ভ্রমরী ; ঝাপল—আবৃত করিল।

অনুবাদ—(বিপরীত রতির বর্ণনা) :—সখি ! কি বলিব, বলার শেষ নাই। (আমার অনুভব) স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, নিকট কি দূর তাহা বলিতে পারি না। (নায়িকারূপ) বিদ্যুৎলতার তলে (নায়করূপ) তিমির প্রবেশ করিল ; উভয়ের মধ্যে সুরধুনীধারা (মুক্তার হার)। (নায়িকার উন্মুক্ত কেশপাশরূপ) তরুণ তিমির যেন শশী (চন্দনবিন্দু) ও সূর্য্য (সিন্দুর বিন্দু) গ্রাস করিল। চারিদিকে তারা (গলার ফুলের মালা হইতে চ্যুত ফুলগুলি) যেন খসিয়া পড়িল। অম্বর (সাধারণ অর্থে আকাশ, অন্য অর্থে বসন) খসিল, পর্ব্বত (কুচযুগ) উলটাইয়া গেল ; ধরণী (নিতম্ব) ডগমগ দুলিতেছে। প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে (নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে) ; ভ্রমরীরা কলরব করিতেছে (চীৎকার ধ্বনি হইতেছে)। প্রলয় পয়োধিজল যেন আচ্ছাদন করিল (স্বেদে সর্ব্বশরীর আপ্লুত হইল) ; কিন্তু ইহা (আকাশ খসিয়াছে, পাহাড় উল্টাইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্রকে অন্ধকার গ্রাস করিয়াছে, পৃথিবী টলিতেছে প্রভৃতিতে প্রলয়কালীন ব্যাপার মনে হইলেও) যুগের অবসান নহে। বিদ্যাপতি বলেন এই বিপরীত (অসম্ভব, নিগূঢ়ার্থে বিপরীত রতি) কথা কে প্রত্যয় করিবে ?

(৬৯৯)

কুচজুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহুঁ দিল পানি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরএ নাহ।
চুম্বএ হরসে সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাস।
বদন নিহারিতে উপজএ হাস॥
আপন-ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐসনে কিএ সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লুঁ সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভান।
নাগরী রমইত ভয় নাহি মান॥

প. ত. ১০৯৯

অনুবাদ—(বিপরীত সম্ভোগের বর্ণনা) :—প্রভু কুচযুগকে পর্ব্বত মনে করিয়া এবং তাঁহার হৃদয়ে পাছে প্রবেশ করে ভয়ে তাহাতে হাত দিলেন (হাত দিয়া যেন ঠেকাইয়া রাখিল)। আমার মুখে (শ্রমজনিত) ঘর্ম্মবিন্দু নাথ দেখিতে লাগিলেন এবং হর্ষের সহিত সরসে অবগাহন করিয়া চুম্বন করিলেন। প্রিয়ের মুখের ভাষা বুঝিতে পারি না, তাঁহার মুখ দেখিতেই হাসি আসে। ঐরূপে আপনার ভাব (পুরুষের ভাব) আমাতে অনুভব করিয়া কি যে সুখ পান বুঝিতে পারি না। তাঁহার কথায় সব কাজ করিলাম, সে সব কথা কি বলিব, বলিতে লজ্জা করে। বিদ্যাপতি এই বিপরীত বলিতেছেন যে নাগরীর দ্বারা রমণ করাইতে নায়ক ভয় পান না।

(৭০০)

শাস ঘুমায়ত কোরে আগোরি।
তহি঺ রতি-ঢীঠ পীঠ রহু঺ চোরি॥
কিয়ে হম আখরে কহলু঺ বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি জাই॥
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
অর নহি হোএত বচন নিরবাহ॥

পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিএ জাব॥
কত মুখ মোরি অধর রস লেল।
কত নিসবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না জায় সঘন নিসোয়াস।
কাহে কিরন ভেল দসন-বিকাস॥

জাগল সসি চলত তব কান।
ন পূবল আস বিদ্যাপতি ভান॥

প ত ৭২৯ ; কীর্ত্তনানন্দ পৃঃ ২৫৬

অনুবাদ— শাশুড়ী কোলে আগলাইয়া ঘুমায়। তাহাতে (তথাপি) রতি শঠ চুপি চুপি পৃষ্ঠে থাকে (আমার পৃষ্ঠের নিকট চুপি চুপি আসিয়া শয়ন করে)। কতপ্রকার সংকেত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চাহে। আজিকার চাতুরী থাকে কি যায়! (ধরা পড়িতে হয় কি না, সন্দেহ-স্থল)। হে অবোধ নাথ, আর্ত্তি করিও না। এখন কথা কহা যায় না। (শ্বাশুড়ী জাগিবে) পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কত সুখ পাইবে। জলের তৃষ্ণা কি দুধে মেটে? আমার মুখ ফিরাইয়া কত চুম্বন করিল নিঃশব্দে ব্যক্ত কুচে হাত দিল। তাঁহার সঘন নিশ্বাস সম্মুখের দিকে যায় না (তাহা হইলে শ্বাশুড়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে)। (কিন্তু তিনি নিজের চাতুরীতে নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন) কেন দন্তবিকাশ ও (তজ্জনিত) দীপ্তি হইল (সেই দশন-জ্যোতিতে যেন আলো হইল)? শ্বাশুড়ী জাগিয়া উঠিলেন। তখন নাগর (নিরুপায় হইয়া) চলিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন আশা পূর্ণ হইল না।

(৭০১)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোরে বাম॥
কত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুন সাস রহল তঁহি জাগি॥

ঘরে মোর আঁধিয়ার কি কহব সখি।
পাসে লাগল পিয়া কিছুই ন দেখি॥
চিত মোর ধসধস কহই ন পাই।
এ বড় মন দুখ রহু চিরথাই॥

বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানি।
পিয়া হিয় করি কাহে ন ফেরি বয়ানি॥

প. ত. ৭৩০ ; ন. গু. ৫৬২

শব্দার্থ—সাস—শ্বাশুড়ী ; চিরথাই—চিরস্থায়ী , অগেয়ানি—জ্ঞানহীনা।

---

(৭০০) মন্তব্য :—এই পদটী অকৃত্রিম মনে হয়। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ইহা রচনা করিলে ইহার মধ্যে কোথাও কৃষ্ণের নাম করিতেন। কিন্তু এটি সাধারণ নায়ক-নায়িকার পদ। 'অবুধ নাহ' নায়িকার নাছোড়বান্দা পতি। উৎপ্রেক্ষাযুক্ত পানিক পিয়াস দুধে কিএ জাব' ও অতিশয়োক্তিযুক্ত 'কাহে কিরণ ভেল দসন বিকাশ' প্রভৃতিও ইহার অকৃত্রিমতার প্রমাণ।

(৭০১) মন্তব্য :— এটী পূর্ব্বপদের অনুপূরক।

অনুবাদ—আমার প্রিয়তম বিদগ্ধ (কিন্তু) বিধি আমায় প্রতিকূল। দারুণ শাশুড়ী সেই সময় জাগিয়া রহিল। আমার ঘর অন্ধকার, সখি কি বলিব প্রিয়তম (আমার পার্শ্বে লাগিল (শয়ন করিল) (কিন্তু) কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল (কিন্তু বঁধুর সঙ্গে) কথা কহিতে পাইলাম না। এই বড় মনের দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলেন তুমি জ্ঞানহীনা। প্রিয়কে বুকে করিয়া কেন মুখ ফিরাইলে না? (প্রিয়ের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া কেবল মুখটী শাশুড়ীর দিকে ফিরাইয়া রাখিলে না কেন? তাহা হইলে তোমার নিশ্বাস শাশুড়ীর গায়ে লাগায় তিনি সন্দেহ করিতেন না এবং তাঁহার ভাবসাবও লক্ষ্য করা চলিত)।

(৭০২)

কি কহব হে সখি রাতুক বাত।
মানিক পড়ল কুবানিক হাত ॥
কাঁচ কঞ্চন ন জানএ মূল।
গুঞ্জা রতন করএ সমতুল ॥
জে কিছু কভু নহি কলারস জান।
নীর খীর দুহু করএ সমান ॥
তহি সেঁ। কহঁ৷ পিরীত রসাল।
বানর-কণ্ঠ কি মোতিম মাল ॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর মুঁহ কী সোভএ পান ॥

অজ্ঞাত; ন গু. ১৯৮

অনুবাদ—হে সখি, রজনীর কথা কি বলিব, অপটু ব্যাপারীর হাতে মাণিক পড়িল। কাঁচ ও কাঞ্চনের মূল্য জানে না, গুঞ্জা (ফল) ও রত্নের মূল্য সমতুল (সমান) করে। যে কখনও কলারসের কিছুও জানে না, (সে) জল এবং ক্ষীর (দুধ) দুইকেই সমান করে। তাহাকেই পিরীতের রসময় কথা বলিলাম, বানরের গলায় কি মুক্তার মালা (অলঙ্কৃত হয়)? বিদ্যাপতি এই রস জানিয়া বলে, বানরের মুখে কি পান শোভা পায়?

(৭০৩)

রাইকো নবিন প্রেম শুনি দুতি মুখে
মনহি উলসিত কান।
মনোরথ কতহি হৃদয় পরিপূরল
আনন্দে হরল গেআন ॥
সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা।
কত কত জনমক পুন ফলে মিলব
সে হেন গুণবতী রাধা ॥
এত কহি মাধব তুড়িত গমন করু
পথ বিপথ নাহি মান।
সুন্দরি মনে করি দূতি বদন হেরি
মনমথে জর জর প্রান ॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল নব নাগর
সখিগন সয়েঁ যাহা রাই।
দুঁহু দুঁহু বদন হেরি দুঁহু আকুল
বিদ্যাপতি করি গাই ॥

কীর্ত্তনানন্দ ১৩৩; ন গু ৬১৭

অনুবাদ—শ্রীরাধার নবীন প্রেম (-ব্যাপার) দূতীর মুখে শ্রবণ করিয়া কানাইএর মন উল্লসিত হইল। কত মনোরথ হৃদয়ে পূর্ণ করিল—আনন্দে জ্ঞান হারাইল। সজনি, বিধি কি সাধ পূরণ করিবে। কত কত জন্মের পুণ্যফলে গুণময়ী সেই রাধা মিলিবে। এই বলিয়া মাধব শীঘ্র গমন করিল—পথ বিপথ মানিল না। দূতীর বদন দেখিয়া সুন্দরীকে (রাধাকে) মনে করিয়া মন্মথের (পীড়নে) প্রাণ জর জর হইল। ঐ কুঞ্জে যেখানে সখীগন-পরিবৃত হইয়া রাধা আছেন, সেইস্থানে নব নাগর মিলিত হইল। দুইজনের মুখ দেখিয়া দুজনেই আকুল হইল—(ইহাই) কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে।

(৭০৪)

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥
তুহু কইসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয় ॥

প ত ১৪০৮; ন. গু ৮৩৩

অনুবাদ—(মাধব, তুমি আমার) হস্তের দর্পন, মস্তকের ফুল, চক্ষের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল। হৃদয়ের কস্তুরী (লেপন), কণ্ঠের হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। তুমি পাখীর পাখা, মৎস্যের জল, জীবের বায়ু; আমি তোমাকে (এইরূপ) জানি। মাধব তুমি কেমন, তুমি আমায় বল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, দুইজনে দুইজনের (পক্ষে এইরূপ) হয় (মাধব তোমার নিকট যেমন অনুপম, মাধবের নিকট তুমিও সেইরূপ অনুপম)।

(৭০৫)

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেনি-বিভঙ্গ।
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু ॥
কণ্ঠে গবল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফনিরাজ উরে মনি-হার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ নহ এ কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহ এহন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

প. ত. ৩৮৫৫

অনুবাদ—মদন আমার শরীরকে কত দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু আমি একটী রমণী, আমি ত শিব নহি (শিব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি মদনের কোপ থাকিতে পারে)। আমার শিরে জটা নাই ইহা বেণীবিন্যাস মাত্র; তাহাতে যে মালতীর মালা জড়ানো আছে, উহা গঙ্গা নহে। আমার কপালে চন্দ্র নাই, উহা মোতির গুচ্ছ। আমার ভালে (তৃতীয়) নয়ন নাই, উহা সিন্দুরবিন্দু। আমার কণ্ঠে মৃগমদ লেপন রহিয়াছে, উহা ত (নীলকণ্ঠের) বিষ নহে। আমার বক্ষেত সর্পরাজ নাই, উহা মণির হার; আমার পরিধানে বাঘছাল নাই, নীল পট্টশাড়ী মাত্র। এখানে আমার হস্তে নরকপাল নাই, ইহা কেলিকমল। অঙ্গে ভস্মও নাই, ইহা চন্দনানুলেপন মাত্র। বিদ্যাপতি কহিতেছেন এইরূপ ভঙ্গি সুন্দর।

---

(৭০৫) মন্তব্য—তুলনীয়:—২৬৫। দুইটী পদের ছন্দ পৃথক, কিন্তু বিষয়বস্তু ও উপমা প্রায় একই।

[জয়দেবের গীতগোবিন্দে অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়—

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়া রহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥ ৩।১১

অর্থ : (মাধবের উক্তি) হে অনঙ্গ ! আমার প্রতি কেন তুমি ক্রোধাবেগে ধাবিত হইতেছ ? আমার বক্ষঃস্থলে এতো ভুজঙ্গপতি বাসুকী নহে, এ যে মৃণালহার ! আমার কণ্ঠে নীলপদ্মের মালা, গরলের আভা নহে। আমার অঙ্গে চন্দন, ভস্ম নহে। প্রিয়া-বিরহিত আমি, হরভ্রমে আমাকে প্রহার করিও না।]

(৭০৬)

কত গুরু গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কছু না গনলি ও রসে ভোল॥
কুলজা-রীত ছোড়লি জসু লাগি।
সে অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সুমরি সুমরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে কি দুখ বিচারি॥
জে পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করএ পিসুন বচনে অবধান॥
নারি অবলা হম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুনক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই॥
তুহু বরচতুরী হম কিএ জান।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রসভান॥

প. ত. ৯৬৫ ; ন. গু ৪৯৪

অনুবাদ—ঐ রসে বিভোর হইয়া গুরুজনের কত গঞ্জনা দুর্জনের কত কথা (নিন্দা)—কিছুই গণনা করিলাম না। কুলবতীর রীতি যাহার লাগিয়া ছাড়িলাম, সে এখন ভুলিল (ত্যাগ করিল), আমার অভাগ্য। সখি, স্মরণ করিয়া করিয়া মুরারিকে বলিও সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়া তবে পরিত্যাগ করে। সহচরি আরও দেখ যে মতিমান হয়, সে কি পিশুনের কথায় কান দেয় ? মধুর বচন বলিয়া কানুকে বুঝাইবে, দোষ দেখিয়া রাগ—ইহাই কর (এহি কর রোখ দোখ অবগাই)। তুমি চতুরা সখীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি কি জানি ? বিদ্যাপতি কহিতেছেন— এই রসের কথা।

(৭০৭)

কি পুছসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরান॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুন ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল।
হম অবলা মতিবামা।
ন গনলুঁ ইহ পরিনামা॥
কি করব ইহ অনুজোগ।
আপন করমক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভান।
তুরিতে মিলায়ব কান।

প. ত. ৪৩৮, সা. দি. ৬৭, ন. গু. ৩৫৯

অনুবাদ—আমার পরিণামের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? বলিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। গুরুজনের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম, দুই কুল (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল) কলঙ্কে পূরিল। বিধাতা আমার প্রতি নিদারুণ হইলেন তাই বামু নিষ্ঠুর হইল। আমি অল্পবুদ্ধি অবলা। এই পরিণাম গণনা করি নাই (শেষে যে এমন হইবে তাহা বুঝি নাই)। ইহাতে কি অনুযোগ করিব (কাহার দোষ দিব)? আপনার কর্মের (কপালের) দোষ। কবি বিদ্যাপতি বলেন কানাইকে শীঘ্র মিলাইব।

(৭০৮)

মনে ছিল ন টুটব নেহা।
সুজনক পিরীতি পসানক রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
ন জানিএ ঐসন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করজোড়ি।
কি ফল প্রেমক অঙ্কুর মোড়ি॥
জদি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
হম সোঁপলুঁ হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহ ল গল ধন্দা।
জকর পিরীতি সে জন অন্ধা॥

প ত. ২৬৯; সা মি ৪৪; ন. গু. ৭০২

অনুবাদ—মনে ভাবিয়াছিলাম প্রেম ভাঙ্গিবে না, সুজনের পিরীতি পাষাণের রেখার মতন। কিন্তু দৈবের এমনই বিড়ম্বনা যে তাহা বিপরীত হইল। বন্ধুকে করজোড়ে নিবেদন করিবে। প্রেমের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া কি ফল হইল? সখি, যদি বল তুই অজ্ঞানী (আমাকে নির্বোধ বল), আমি (তাহাকে) আপনার জানিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম। বিদ্যাপতি বলেন সংশয় লাগিতেছে যাহার পিরীতি সে ব্যক্তি অন্ধ।

(৭০৯)

জেদিন মাধব পয়ান করল
উথল সে সব বোল।
সুনি হৃদয়ে করুনা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর॥
দিবি কএ সপথ করল
নিয়রে আওল কান।
মঝু কর ধরি সিরে ঠেকায়লুঁ
সে সব ভৈগেল আন॥
পথ নিরখইত চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর জতা॥
কোন সে নগরে রহল নাগর
নাগরী পাএ ভোর।
কহ বিদ্যাপতি সুন হে জুবতি
তোহারি নাগর চোর॥

অজ্ঞাত; সা মি ৯৮; ন. গু. ৭০১

অনুবাদ—যেদিন মাধব চলিয়া গেল, সে সকল কথা (পূর্ব কথা) উথলিল। সে সকল কথা (শুনিয়া) আমার হৃদয়ে করুণা বাড়িল, চক্ষে অশ্রু ঝরিল। কানাই (আমার) নিকটে আসিয়া দিব্য করিয়া শপথ করিল (বার বার শপথ করিল, ফিরিয়া আসিবার দিন স্থির করিল); (আমার) হাত ধরিয়া (তাহার) মাথায় স্পর্শ করাইল, সে সকল

অন্ত (ব্যর্থ) হইয়া গেল। পথের দিকে চাহিতে চাহিতে চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল। মাধবীলতায় ফুল ফুটিল। কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিতেছে, ভ্রমরকুল গুঞ্জরণ করিতেছে। নাগর কোন নগরে নাগরী পাইয়া বিহ্বল (ভোর) হইয়া রহিল; বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতি, তোমার নাগর চোর (তোমার হৃদয় চুরি করিয়া অন্য কোন নাগরীর মন চুরি করিতে গিয়াছে)।

(৭১০)

আএল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবি-পন্থ ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড ॥

নৃপ-আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র।
দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥

কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান।
পাটলতূণ অসোক-দলবান ॥
কিংসুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি সিসির রিতু আগে দল ভঙ্গ ॥
সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।
সিসিরক সবহু কএল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রান।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥

নব বৃন্দাবন রাজ বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

প. ত ১৪৩১ ; সা. মি. ৩৮ ; ন. গু. ৬০৪

অনুবাদ—ঋতুপতি বসন্ত রাজা আসিলেন। অলিকুল মাধবীর দিকে ধাবিত হইল (রাজার আগমনবার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়া প্রথমেই বসন্তের প্রিয়তমা মাধবী লতার দিকে গমন করিল)। সূর্যের কিরণ পৌগণ্ড-দশা প্রাপ্ত হইল (শৈশব অতিক্রম করিল)। কেশর কুসুম হেমদণ্ড ধরিল।

'দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড'

—নগেন্দ্র গুপ্তর পাঠ

[গণ্ড=অশ্বের ভূষণ ; পয়=অব্যয়, পাদপূরণে ; এখানে বসন্তের রাজোচিত সাজসজ্জা বর্ণিত হইতেছে সুতরাং নগেন বাবুর ধৃতপাঠ অসঙ্গত নহে]।

তুলনীয় :—

'মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচি
কেশর কুসুম বিকাশে'—গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ

নব পীঠল বৃক্ষের পত্র রাজাসন হইল। কাঞ্চন ফুল যেন মাথায় ছত্র ধরিল। আম্রমুকুল শিরোভূষণ হইল। সম্মুখে কোকিল পঞ্চমতানে গান ধরিল। শিখিকুল (রাজসভার নর্ত্তকীর ন্যায়) নৃত্য করিতেছে। অন্য দ্বিজকুল (পক্ষীরা—অন্য

অর্থে আশীর্বাদ) আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতেছে। কুসুমপরাগের চন্দ্রাতপ (বসন্তের রাজ সভায়) উড়িল। মলয়ানিলের সহিত তাহার প্রীতি হইল (অর্থাৎ চন্দ্রাতপ যেমন বাতাসে উড়িতে থাকে, কুসুমরেণুর আচ্ছাদনও সেইরূপ মন্দ মলয়ানিলে উড়িতে লাগিল)। তরু কুন্দলতার নিশান ধরিল, পাটল (পাটলী ফুল) তূণ ও অশোক পুষ্পসমূহ বাণ হইল।

তুলনীয় :—

'মিলিত শিলীমুখ পাটলি-পটল
কৃতস্মরতূণ বিলাসে।'
—গীতগোবিন্দ

কিংশুক ও লবঙ্গলতাকে এক সঙ্গে দেখিয়া শীতঋতু আগেই রণে ভঙ্গ দিল [কিংশুক শীতের শেষ ভাগে ফুটিতে আরম্ভ করে এবং বসন্তেরও মাঝামাঝি পর্য্যন্ত থাকে। লবঙ্গ লতায় ফুল ফুটে বসন্তকালে। কবির অভিপ্রায় এই যে, যখন শীতের অনুগত কিংশুক, বসন্তের অনুগত লবঙ্গলতার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছে তখন আর জয়ের আশা নাই মনে করিয়া শীতঋতু প্রথমেই পলায়ন করিল]। মধুমক্ষিকারা সৈন্যরূপে সাজিল, শিশিরের সকল দলবলকে নির্ম্মূল করিল। (শীতের হস্ত হইতে) উদ্ধার পাইয়া পদ্ম প্রাণ পাইল, আপনার নবপত্রে (বসন্তের সৈন্য সামন্তকে) আসন দান করিল। নব বৃন্দাবনের রাজা বসন্ত বিহার করিতেছেন। বিদ্যাপতি বলেন সময়ের সার (বসন্ত সকল ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ)।

(৭১১)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর জুবতিজন সঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভান॥

প ত ১৫০০; ন গু ৬০৬, সা. মি ৪০

(৭১২)

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগন
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলি কুল॥
বিহরই নবল কিসোর।
কালিন্দি-পুলিন কুঞ্জবন সোভন
নব নব প্রেম-বিভোর॥
নবল রসাল-মুকুল-মধু মাতল
নব কোকিল কুল গায়।
নবজুবতী গন চিত উমতাঅই
নব রস কানন ধায়॥
নব জুবরাজ নবল নব নাগরি
মিলএ নব নব ভাঁতি।
নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

প. ত ১৪৬২; সা. মি. ৩৯; ন. [illegible]

অনুবাদ—নব বৃন্দাবনে নব নব তরুদল, আর তাহাতে নূতন নূতন ফুল ফুটিয়াছে। নবীন বসন্ত, নূতন মলয়ানিল, নব অলিকুল মাতিয়া উঠিল। নওল কিশোর (কৃষ্ণ) বিহার করিতেছেন। তিনি যমুনা-পুলিনস্থিত কুঞ্জবনের শোভাস্বরূপ। নূতন নূতন প্রেমে তিনি বিভোর। নূতন আম্রমুকুলের মধু পান করিয়া নব কোকিলকুল মত্ত হইয়া গান করিতেছে। নব যুবতীগণের চিত্ত উন্মত্ত করে। (তাহারা) নব রসের (লোভে) কাননে (কৃষ্ণদর্শনে) ধাবিত হয়। (বৃন্দাবনের) যুবরাজ নূতন, নব নাগরীরাও অতি নূতন, নূতন নূতন প্রণালীতে তাহারা (কৃষ্ণের সহিত) মিলিত হয়। নিত্য ঐরূপ নূতন নূতন খেলা (রসক্রীড়া) দেখিয়া বিদ্যাপতির মন মত্ত হয়।

(৭১৩)

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরব বিথার।
পিয়া পরদেস হম সহই ন পার॥
অব জদি জাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐসে হমর মন মান॥
ইহ সুখ সময় সেহো মঝু নাহ॥
কা সয়ঁ বিলসব কে কহ তাহ॥
তুহ জদি ইহ দুখ কহ তসু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম॥

প ত ১৭১৫; সা মি ৮৮; ন. গু ৭২৭

অনুবাদ—বসন্ত সময় আসিয়া উপস্থিত, সখি! বনের শেষ সীমায় পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়াছে। কোকিলকুল কলরব বিস্তার করিতেছে। প্রিয় আমার পরদেশে, আমি সহ্য করিতে পারি না। এখন যদি যাইয়া কানুকে সম্বাদ দাও, তাহা হইলে সে আসিবে বলিয়া আমার মনে হয়। এই সুখের সময়, সে আমার নাথ, (সে না আসিলে) কাহার সহিত বিলাস করিব এই কথা তাহাকে কে বলিবে? বিদ্যাপতি বলেন, তুমি যদি এই দুঃখের কথা তাহার কাছে বল, তাহা হইলে কামনা পূর্ণ হইবে।

(৭১৪)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিমসিখরে সিধাবল
পিয়া নিজ দেস ন আওই রে॥
চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপএ
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কন্ত রহু দুরদেস
জানল বিহি প্রতিকূল॥
আনমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখইতে
তিরপিত ন হয়ে নয়ান।
ই সুখ সময় সহএ এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরান॥
দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি জনি
ন জানি কি জিব পরজন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুন অন্ত॥

প স পৃঃ ১২২; প. ত ১৭১৩; সা. মি. ৮৭; ন. গু. ৭২৬

শব্দার্থ—সিধাবল—চলিয়া গেল; পরজন্ত—পর্য্যন্ত; নিকরুণ অন্ত—নির্দ্দয়ের শেষ।

অনুবাদ— কুঞ্জকুটীরে নূতন কুসুম ফুটিল, কোকিল পঞ্চমতানে গাহিতেছে। মলয়ানিল হিমশিখরে গেল, কিন্তু প্রিয়তম নিজ দেশে আসিলেন না। চন্দন ও চন্দ্র শরীর অধিক উত্তপ্ত করে, উপবনে অলিকুল কলরব করিতেছে। বসন্তকাল, কান্ত দূরদেশে রহিল ; বুঝিতেছি বিধি প্রতিকূল হইয়াছেন। (এই সময়) অনিমেষ নয়নে নাথের মুখ নিরখিতে (নিরখিয়া) নয়ন তৃপ্ত হয় না, অবলার কঠিন প্রাণ বলিয়াই এই সুখের সময় এত সঙ্কট সহ্য করে। হিমে (শীতকালে) কমলিনীর ন্যায় দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতেছে। জানি না, শেষ পর্যন্ত জীবন থাকিবে কি না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জীবনে ধিক্ ধিক্, মাধব অকরুণের শেষ।

(৭১৫)

সুরতরু-তল জব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি অব নহি বুঝিএ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল
বহুল জনম দুখ ভার॥

জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ।
সিব ভেল সকতি বিভোর।
কাম ধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ।
ন পুরল মনোরথ মোর॥
অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ।
সংসয় পড়ল পরান।
বিহি বিপরীত কিএ ভেল
ঐসন বিদ্যাপতি পরমান॥

প স পৃঃ ৬৩, ন গু ৬৬১

শব্দার্থ—হিমকর—চন্দ্র, বরিখয় বর্ষণ করে, আগি—অগ্নি, দিন ফলে কিরণের উত্তাপে ; ধনকা আরতি—ধনের প্রার্থনা।

অনুবাদ—যখন স্বর্গীয় তরুর তলাতেও ছায়া পাওয়া যায় না, চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ করে, সূর্য্য কিরণ দ্বারা শীত নিবারণ করে না, তখন আর আমার বাঁচিয়া কি ফল ? সখি এ ব্যবস্থা বুঝি না। ধনপতির (কুবেরের) নিকট ধন প্রার্থনা করিয়া পাইলাম না। জন্মের মত দুঃখের ভারই বহিয়া গেল। জন্মজন্ম আমি হরগৌরীর আরাধনা করিলাম ; কিন্তু শিব শক্তিকে লইয়াই বিভোর থাকিলেন। কত আনন্দ করিয়া কামধেনুকে পূজা করিলাম, তথাপি মনবাসনা পূর্ণ হইল না। সাধ করিয়া অমিয় সরোবরে স্নান করিলাম, কিন্তু প্রাণ সংশয় হইল। বিধাতা কি বিপরীত হইলেন ? বিদ্যাপতির ঐরূপ প্রমাণ (মনে হয়)।

(৭১৬)

হিম হিমকর কর তাপে তপায়লুঁ
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নহি সম্বাদই
কিএ করু মদন দুরন্ত॥

জানলুঁ রে সখি কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেল রে
পলটি দিঠি নহি দেল॥

এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লুঁ
বুঝলুঁ অপন নিদান।
অবধিক আস ভেল সব কহিনী
কত সহ পাপ পরান॥

বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন
কাহে সমুঝয়েব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুন পিয়াক বিচ্ছেদ॥

প. স. পৃঃ ১২২ ; প. ত. ১৭১২ ; সা. মি ৮৯ ; ন. গু. ৬৬০

শব্দার্থ—হিম শীতল ; হিমকর—চন্দ্র ; কর—কিরণ ; সম্বাদই—সম্বাদ লয় ; সাধায়লুঁ—সাধিলাম, রক্ষা করিলাম ; নিদান—শেষ অবস্থা ; অবধিক—নির্দ্দিষ্ট সময়ের।

অনুবাদ—চন্দ্রকিরণ শীতল (কিন্তু আমি) তাহার কিরণের উত্তাপে দগ্ধ হইলাম ; বসন্ত কাল হইল। কান্ত কাকমুখেও একটু সংবাদ পাঠাইলেন না। আমি কি উপায় করি? মদন দুঃসহ। সখি! জানিলাম কুদিবস হইল। কি ক্ষণে বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইল, (আর) ফিরিয়া চাহিল না। এতদিন আমার তনু সাধে সাধিলাম (যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলাম) এখন আপনার নিদান বুঝিলাম (আর আশা নাই)। অবধির আশা (যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি ফিরিয়া আসিবেন সেই আশা) কথার কথা হইল ; পাপ প্রাণ (আর) কত সহিবে? বিদ্যাপতি কহেন, মাধব নিষ্ঠুর, দুঃখ কাহাকে বুঝাইব? প্রিয়তমের দারুণ বিচ্ছেদ (বিরহ) বাড়বানলের অপেক্ষা অধিক অসহনীয় হইল।

(৭১৭)

(যব) ঋতু-পতি নব পরবেশ।
তব তুহুঁ ছোড়লি দেশ॥
তাহে যত বিবিধ বিলাপ।
কহইতে হৃদি মাহা তাপ॥
তব ধরি বাউরি ভেল।
গিরিষ সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস।
না ছিল জিবন-অভিলাষ॥

তাহে যত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক জিবন লেই দন্দ॥
পুরবক রাস-বিলাস।
সোঙরিতে না বহয়ে শ্বাস॥
হীম শিশিরে বহু শীত।
দিনে দিনে উনমত চীত॥

অব ভেল বহুত নিদান।
নব কবিশেখর ভাণ॥

প. ত. ১৮৩২

(৭১৭) মন্তব্য :—ন. গু. প. ত. হইতে নবকবিশেখর যুক্ত পদ সংখ্যা ১০৩, ২৩৭, এবং ৬৮৩ লইয়াছেন, অথচ এই পদটী ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অনুবাদ—ঋতুপতি বসন্তের যখন নূতন প্রবেশ হইল, তখন তুমি দেশ ছাড়িলে। তাহাতে যত রকম বিলাপ উঠিল তাহা বলিতেও হৃদয়ের মধ্যে দুঃখ জাগে। তোমাকে লইয়া পাগলিনী হইলাম, গ্রীষ্মকাল বহিয়া গেল। বর্ষার চারমাসে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছাই ছিল না। সে সময়ে যত দুঃখ পাইলাম বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। শরৎকালে চন্দ্র নির্মল হইল; তাহাতে জীবনসংশয় ঘটিল। পূর্বের রাস বিলাস স্মরণ করিতে করিতে নিশ্বাসও বহে না। শীতকালের ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড শীত হইল, দিনে দিনে চিত্ত উন্মত্ত হইল। নবকবিশেখর বলেন এখন সব দুঃখের শেষ হইল (কেন না তুমি আসিয়াছ)।

(৭১৮)

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ।
বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥

ঘন ঘন গরজিত সুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর
ভ্রমি ভ্রমি দেই তসু কোর॥
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ সুন রমনীবর
মীলব পহু গুনবন্ত॥

প. স. পৃ ২২৫; প. ত. ১৭৩০; সা. মি. ৯০; ন. গু. ৭১৩

শব্দার্থ—তাপিনী—দুঃখিনী, তাপ সহ্য করে যে; পরবেশ—প্রবেশ।

অনুবাদ—হে ধনি! আমি মন্দিরে একাকিনী তাপ (বিরহের উত্তাপ) সহ্য করিতেছি, দ্বিতীয় কোন জনের সঙ্গ নাই। বর্ষা আসিল, প্রিয় দূরদেশে গেল, উন্মত্ত অনঙ্গ আমার শত্রু হইল। সখি! আজ শমনের (মৃত্যুর) দিন আসিল। নবীন জলধরে চারিদিক আবৃত করিল, তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। ঘন মেঘের গর্জন শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিত ও হৃদয় কম্পিত হইতেছে। দারুণ পাপিয়া মেঘের কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'পিউ পিউ' শব্দে প্রিয়তমকে স্মরণ করিতেছে। অগ্নিদহনের মতন বারবার বৃষ্টি হইতেছে। জানিলাম জীবনের শেষ হইল। বিদ্যাপতি বলেন রমনিশ্রেষ্ঠ শুন গুনবন্ত প্রভু মিলিবে।

(৭১৯)

সখি হে কে নহি জানত হৃদয়ক বেদন
হরি পরদেস রহই।
বিরহ-দসা দুখ কাহি কহব
জে তসু কহিনি কহই॥

ধারা সঘন বরস ধরনীতল
বিজুরি দসদিস বিন্ধই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাক ডাহুকিনি
বিরহিনি কৈসে জিবই॥

জৌবন ভেল বন বিরহ হুতাসন
মনমথ ভেল অধিকারি।
বিদ্যাপতি কহ কতহু সে দুখ সহ
বারিস নিসি আঁধিয়ারি॥

ন. গু. ৭৭১

অনুবাদ—সখি! হরি বিদেশে থাকিলে হৃদয়ে কিরূপ বেদনা হয় তাহা কে না জানে? সুতরাং এমন কে আছে যাহাকে বিরহদশার দুঃখের কথা বলিতে হইবে? ধরণীতলে ঘনধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে; দশদিক বিদ্যুৎ যেন বিদ্ধ করিতেছে; ডাহুকী ঘুরিয়া ঘুরিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ডাকিতেছে; বিরহিনী কিরূপে বাঁচিবে? যৌবন যেন বন হইল, আর, বিরহ যেন আগুন (যৌবনবন বিরহের দাবানলে দগ্ধ হইল)। মন্মথ অধিকার স্থাপন করিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন বর্ষার এই অন্ধকার রাত্রিতে সে কত দুঃখ সহ্য করিবে?

(৭২০)

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভব বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥

কুলিস কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি জায়ত ছাতিয়া॥

তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

প ত ১৭৩৫, ন. গু. ৭১৪

---

(৭২০) পাঠান্তর:— পদকল্পতরু' কোন কোন পুঁথিতে ভণিতায় আছে
"ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।"
কীর্ত্তনানন্দেও ঐ পাঠ।

মন্তব্য—পদকল্পতরুতে শেখর ভণিতাযুক্ত ৯৮টী পদ আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই পালাকীর্ত্তনের পদ, ত্রিপদীছন্দে লেখা; কয়েকটি ছাটপওনের পদও আছে। তিনটী পদ (৯৮৫, ২০২২ ও ২৭৭৬) ছাড়া আর সবগুলিই খাঁটি বাংলায় লেখা। ঐ তিনটীর মধ্যে ৯৮৫ সংখ্যক পদের সহিত আলোচ্য পদের সুদূর সাদৃশ্য কিছু থাকিতে পারে। পদটী এই:—

ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল অন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যামচন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজপাশ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জরজর অথির পরাণ॥

ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝানে॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সখি বিখিনি বিথার॥
চড়র মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মন মাহা সাখি দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধরি কর অভিসার॥

এই পদেও 'বাধয়ে' (বাধা পড়ে), 'বঞ্চয়ে' (কাল কাটায়), 'সমান' 'ঠাম' (স্থান), পুনবার (পুনরায়) শব্দ বাঙ্গালী কবির রচনার সাক্ষ্য দিতেছে। ২০২২ সংখ্যক পদে (সখির সহিত সম্ভোগ সম্বন্ধে হাস্য-পরিহাস) 'তুলসি', 'জোর', 'তাত' (তাহাতে), 'সঘনে বদনে উঠিছে হাই' 'পুলকে পূরিত সকল গা' প্রভৃতি ও পৃঃ ৭৭৬ সংখ্যক পদে 'ললিতা যতনহি তুলসিকে আনি' 'দেই পাঠাওল নাগর ঠাম', 'খোজই কাঁহা নব নাগর রাজ' 'ছল করি সুবল সখা সেই কান রাই-কুণ্ড তীরে করল পয়াণ' প্রভৃতির ব্যবহার হইতেও বুঝা যায় যে এই কবি আলোচ্য পদটীর রচয়িতা হইতে পারেন না। সুতরাং পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুঁথির প্রমাণ মানিয়া আমরা এই পদটীকে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম রচনা বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

অনুবাদ—সখি, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, আমার গৃহ শূন্য। মেঘ চারিদিক ঝাঁপিয়া গর্জন করিতেছে এবং সারা ভুবনে বর্ষণ করিতেছে। কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে। কত শত বজ্র পড়িতেছে, আনন্দিত ময়ূর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মত্ত দাদুরি ও ডাহুকী ডাকিতেছে (আমার) জীবন ফাটিয়া যাইতেছে। দিক ব্যাপিয়া অন্ধকার, ঘোর রজনী, বিদ্যুৎসমূহ অস্থির (হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে); বিদ্যাপতি বলিতেছেন হরি বিনা কেমন করিয়া দিনরজনী যাপন করিবে?

(৭২১)

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥
শুন সখি হামারি বেদন।
বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন॥
হামারি দুখ সখি কো পাতিয়াওয়ে।
মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরি হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী॥
নিঁদ নাহি আওয়ে শয়ন নাহি ভায়।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহায়॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥

পদকল্পতরু ১৭৩২

অনুবাদ—গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে. আর আমি মন্দিরে একলা আছি, প্রিয় মধুপুরে গিয়াছে। সখি! আমার দুঃখের কথা শুন। দারুণ মদন আমাকে বড় দুঃখ দিল। আমার দুঃখের কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে রত্ন পাইলাম তাহা আবার হারাইলাম। হরি মধুপুরে গেল, আমি একাকিনী, দিনরাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরি। চোখে নিদ্রাও আসে না, শুইয়া থাকিতেও ভাল লাগে না। বর্ষা অধিক হইল, রাত্রিও পোহায় না। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি! শুন, সুজনের দুঃখ দুই চারি দিন মাত্র থাকে।

(৭২২)

পহিল বয়স মোর ন পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা পিয়া কেন অপরাধে॥
হম অবলা দুখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুন দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি অতি ভোর।
কহ কহ সজনি কোন গতি মোর॥
ঐসন সখিরি করম কিএ ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হব পুন মেল॥

প. স. পৃঃ ১২২; প. ত. ১৭১৪; সা. মি. ৮২; ন. গু. ৬৭৭

শব্দার্থ—দুজে—দ্বিতীয়; মেল—মিলন।

অনুবাদ—আমার নবীন বয়স, সাধ পূর্ণ হইল না। প্রিয় কোন অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি অবলা—দুঃখ সহ্য করা যায় না; (একে) দারুণ বিরহ, (তাহাতে আবার) দ্বিতীয় সহায় হইয়াছে মদন। কোকিলের কলরবে মতি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইতেছে; সখি! বল আমার কি গতি হইবে? সখি, আমার কি কর্ম্ম হইল? বিদ্যাপতি বলেন পুনরায় মিলন হইবে।

---

(৭২২) মন্তব্য—প. স'র আরম্ভ—হাম অবলা দুখ সহনে না জায়।

(৭২৩)

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত কালি কহে সবহিঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহিঁ ॥
কালি কালি করি তেজলুঁ আস।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পুর রমনীগন রাখল বারি ॥

প. ত. ১৮৬১ ; সা. মি. ৮৪ ; ন গু. ৬৬৮

অনুবাদ—কালিকার সীমা করিয়া প্রিয় গেল (বলিয়া গেল কল্য আসিব), কল্য লিখিতে ভিত্তি ভরিয়া গেল (বহুসংখ্যক কল্য অতীত হইয়া গেল)। সকলে বলে প্রভাত হইল। (কিন্তু) হে সখি, বল বল, কাল কবে? (রাত্রি প্রভাত হইলেই ত কাল হয়। কিন্তু তিনি ত আসিলেন না, তবে কাল কবে হইবে)? কাল কাল করিয়া আশা ত্যাগ করিলাম; কান্ত কিছুতেই পাশে আসিলেন না। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি! শুন- মথুরাপুরের রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিল।

(৭২৪)

হমর নাগর রহল দুরদেস।
কেউ নহি কহ সখি কুসল সন্দেস ॥
এ সখি কাহি করব অপতোস।
হমর অভাগি পিয়া নহি দোস ॥
পিয়া বিসরল সখি পুরব পিরীতি।
জখন কপাল বাম সব বিপরীতি ॥
মরমক বেদন মরমহি জান।
আনক দুখ আন নহি জান ॥

ভনই বিদ্যাপতি ন পুরল কাম।
কি করতি নাগরি জাহি বিধি বাম ॥

ন গু ৬২৮

অনুবাদ—আমার নাগর দূরদেশে রহিল; এমন কেহ নাই যে তাহার কুশল সংবাদ বলে। সখি! কাহার নিন্দা করিব? আমারই কপাল মন্দ, প্রিয়ের দোষ নাই। প্রিয় পূর্ব্বের প্রেম ভুলিয়া গেল। যখন কপাল খারাপ হয়, তখন সবই বিপরীত হয়। মর্ম্মের বেদনা অন্তরই জানে। একের দুঃখ অন্যে জানে না। বিদ্যাপতি বলেন কামনা পূর্ণ হইল না; বিধি বাম, নাগরী কি করিবে?

(৭২৫)

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গুরুআ দুখভার ॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতদিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥
কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত ॥
কতদিনে করে ধরি বৈসাওব কোর।
কয়দিনে মনোরথ পুরব মোর ॥

বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সকল দুখ মিলত মুরারি॥

প ত. ১৯৫৮, সা. মি. ৯৪ ; ন. গু. ৭৩৭

অনুবাদ—কতদিনে এই হাহাকার ঘুচিবে ; কতদিনেই বা এই গুরু দুঃখভার মিটিবে! কতদিনে চাঁদের সহিত কুমুদিনীর মিলন হইবে, কতদিনে ভ্রমরা কমলে কেলি করিবে! কতদিনে দয়িত আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কবে আমার পয়োধরে হাত দিবে। কতদিনে হাতে ধরিয়া কোলে বসাইবে ; কতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি! শুন, সকল দুঃখ দূর হইবে, মুরারি মিলিবে।

(৭২৬)

পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল জৈসে মালতিমালা।
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি॥
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

প স পৃঃ ১১৫ ; প ত ১৬৭১ ; সা. মি. ৮০ ; ন. গু. ৬৭৩

অনুবাদ—হরি মধুপুর চলিয়া গেলেন, আমি কুলবালা (অতএব উপায় হীনা)। মালতীর মালা (উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়া) যেরূপ অপথে পড়ে (আমার সেই দশা।) কি বল, কি জিজ্ঞাসা কর? প্রিয় সজনি শুন, (হরি বিনা) এই দিন রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাইব (তাই আমাকে বল।)? (যেদিন হইতে মাধব গিয়াছেন সেইদিন হইতে আমার নয়নের নিদ্রা চলিয়া গিয়াছে, মুখের হাসি গিয়াছে। সুখ প্রিয়তমের সঙ্গে গিয়াছে, (শুধু) দুঃখ আমার নিকটে রহিয়াছে)। বিদ্যাপতি বলেন হে বরনারি শুন—সুজনের কুদিন দুইচারি দিন মাত্র থাকে।

(৭২৭)

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিত মিলব মুরারি॥

প. স. পৃঃ ১২৬ ; প. ত. ১৬৭০ ; সা মি. ৯৭ ; ন. গু. ৬৭৬

অনুবাদ—মিলনে ব্যবধান ঘটিবে এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে চীর (বস্ত্র), চন্দন এবং হার পরি নাই। সেই প্রিয় এখন নদী গিরি ব্যবধানে চলিয়া গিয়াছে। মনে বড় দুঃখ রহিল। প্রিয়তম যদি আমাকে ভুলিয়া গেল, তবে আর জীবনে কি কাজ? প্রিয়তমের গর্বে আমি কাহাকেও গণনা করিতাম না। সেই প্রিয় বিনা আমাকে কে কি না কহে?

পূর্ব-জন্মে বিধির লিখিতে ভুল হইয়াছিল। প্রিয়তমের দোষ নাই, (আমার) কর্মে যাহা ছিল (তাহাই হইল)। অন্ত (রমণীর) অনুরাগে প্রিয় অন্তত্র গেল। প্রিয়ের বিরহে পঞ্জর শতছিদ্র হইল (প্রিয়তমের বিরহে আমার হৃদয় জর্জরিত হইল)। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি শুন, চিত্তে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৭২৮)

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লুঁ
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥

পুরুব পিয়ারি নারি হাম আছিলুঁ
অব দরসনহুঁ সন্দেহ।
ভমব ভমএ ভমি সবহুঁ কুসুমে রমি
ন তেজঅ কমলিনি নেহ॥
আশ-নিগড় করি জিউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর ধনি
মিলব তুরিতহি কান॥

প ত ১৮৬২; সা. মি. ৮৩; ন. গু. ৬৬৪

অনুবাদ—মাধব কতদিন মথুরাপুরে থাকিবেন, কবে বিধাতার বামভাব ঘুচিবে? দিবস লিখিতে লিখিতে নখ নষ্ট হইল, গোকুলের নামও ভুলিয়া গেলাম। হরি হরি, কাহাকে এই (দুর্দশার) সংবাদ বলিব। সেই প্রেম স্মরণ করিয়া করিয়া আমার দেহ ক্ষীণ হইল। জীবনে আর কি সাধ আছে? আমি পূর্বে (নাথের) প্রিয়তমা রমণী ছিলাম, এখন তাঁহার দর্শনেই সন্দেহ। ভ্রমর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, সকল কুসুম উপভোগ করে (কিন্তু) কমলিনীর স্নেহ ত্যাগ করে না। আশারূপ নিগড়ে জীবনকে কতদিন বাঁধিব? এখন প্রাণ চলিয়া যাইবে। বিদ্যাপতি বলেন ধনি! ধৈর্য্য ধর, শীঘ্রই কানাইকে পাইবে।

(৭২৯)

সজনি, কে কহ আওব মধাঈ।
বিরহ-পয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নহিঁ পতিআঈ॥
এখন-তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আসা॥

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ
খোয়ালুঁ কানুক আশে।
হিমকর-কিরণে নলিনি জদি জারব
কি করব মাধব-মাসে॥
অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবজৌবন বিরহ গোঙায়ব
কি করব সে পিয়া নেহে॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর যুবতি
অব নহি হোই নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুঅ পাশ ॥

প. ত. ১৮২৭ এবং ১৯৫৭ ; সা মি. ৯৬ ; ন. গু. ৭৩০

অনুবাদ—সজনি, কে বলে মাধব আসিবে? বিরহসমুদ্রের পার কি প্রাপ্ত হইব (আমার বিরহের কি অবসান হইবে)? আমার মনে বিশ্বাস হয় না। (সে আসিবে এই আশায়) এখন তখন করিয়া দিবস কাটাইলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস গেল, মাস মাস করিয়া বৎসর অতিবাহিত হইল, (এখন) জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। চন্দ্র-কিরণে যদি পদ্মকে জ্বালাইল, তাহা হইলে (পরে) বৈশাখ মাস আসিয়া কি করিবে? রৌদ্রতাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হয়, তাহা হইলে জলবর্ষী মেঘ কি করিবে (অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গেলে পর তাহাতে জল দিলে কি হইবে)? এই নবযৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) প্রিয়তমের সে স্নেহ কি করিবে? বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতি শুন, এখন নিরাশ হইও না। হৃদয়আনন্দকারী সেই ব্রজনন্দন শীঘ্র (তোমার) নিকটে আসিবে।

(৭৩০)

কত কত সখি মোহে বিরহে
ভৈ গেল তীতা।
গরল ভখি মোঞে মরব
রচি দেহে মোর চীতা ॥
সুরসরি তীরে সরীর তেজব
সাধব মনক সিধি।
দুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব
অনুকূল হোয়ব বিধি ॥
কি মোঞে পাঁতি লীখি পঠাওব
তোহে কি কহব সম্বাদে।
দসমি দসা পর জব হম হোয়ব
টুটব সবহু বিবাদে।
অরু বচন কহিঅ সুন্দরি
সহজে পুরুখ ভোরা।
নারি পরখি নেহ বঢ়াবয়
সুনহ পুরুখ থোরা ॥
জেঁ। পাঁচ সরে মরমে হানয়
থির ন রহব গেয়ানে।
সুতিরিখে মজি মোহে অনুসরি
করব জলদানে ॥
বিদ্যাপতি কবি কহই সুন্দরি
বিরহ হোয়ব সমধানে।
জলনিধিময় কহ্নাই কামতিরিথ
করব জলদানে ॥

ন. গু. ৬৮১

অনুবাদ—সখি! কত কত (দীর্ঘ) বিরহে আমার (জীবন) তিক্ত হইল। গরল ভক্ষণ করিয়া আমি মরিব, আমার চিতা সাজাইয়া দাও। গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিব, মনের সাধ সাধিব, আমার দুর্লভ প্রভু সুলভ হইবে, বিধি অনুকূল হইবে। আমি কি পত্র লিখিয়া পাঠাইব, তোকেই বা কি সংবাদ কহিব? যখন আমার দশমী দশা (মৃত্যু-দশা) হইবে তখন সব বিবাদ ঘুচিবে। সুন্দরি, আরও বলিও যে পুরুষ স্বভাবতঃই ভুলিয়া যায়। হে পুরুষ, শুনিয়া লও, নারীকে

(৭৩০) মন্তব্য—নগেন্দ্রবাবু এই পদ কীর্তনানন্দে পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন কিন্তু মুদ্রিত কীর্তনানন্দে ইহা পাওয়া যায় নাই।

পরীক্ষা করিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় (যার তার সঙ্গে প্রেম করা অনুচিত)। যখন পঞ্চশরে মর্ম্ম বিদ্ধ করিবে (তখন) জ্ঞান স্থির থাকিবে না; সুতীর্থে মজ্জন করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া যেন জলদান করে (এক অঞ্জলি জল দেয়)। বিদ্যাপতি কবি কহেন, সুন্দরি, বিরহ অবসান হইবে, কানাই জলনিধি-ময় (সমুদ্রের ন্যায় গভীর), তোমাকে কামনাময় মহাসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া (শীতল করিবে)।

(৭৩১)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন দেস রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর
কুসল সুনইত সন্দেস রে॥
হমারি নাগর তথায় বিভোর
কেহন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাএ নাগর সুখী ভেল
হমারি হিয়া দয় সেল রে॥

সঙ্খ কর চুর বসন কর দুর
তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া জদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
জামুন সলিলে সব ডার রে॥
সীঁথাক সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে।
ভনয় বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
দুখ ভেল অবসেস রে॥

সা. মি. ৯৫; ন. গু. ৬৫৭ (অজ্ঞাত)

অনুবাদ—হে সখি, আমার প্রিয়তম কোন দেশে (গিয়াছেন)? তাহা কহ, তাহা বল। তাঁহার কুশল সংবাদ শুনিতে (না পাইয়া) মদন শরানলে আমার এই তনু জর্জরিত হইল। আমার দয়িত সেথানে বিভোর হইয়া রহিল, কিরূপ নাগরী পাইল? সে নাগরী পাইয়া সুখী হইল, কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন শেল দিল। শাঁখ চূর্ণ কর, বসন দূর কর। গজমতির হার ছিঁড়িয়া ফেল। প্রিয়তম যদি আমাকে ত্যাগ করিল, তবে বেশ-বিন্যাসে (সিঙ্গারে) আর কি কাজ? সমস্ত যমুনার জলে ফেলিয়া দেও। সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া দূর কর; প্রিয় ছাড়া সবই নিরাশাপূর্ণ মনে হয়। বিদ্যাপতি বলেন যুবতি। শুন দুঃখ অবসান হইল।

(৭৩২)

সজনী-কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নহি পাতিয়াই॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লু জিবনক আশা॥

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লু
খোয়লুঁ এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনি যদি জারব
কি করব মাধবি মাসা॥

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
অব নহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতে মিলব তুয়া পাশ ॥

প. স. পৃঃ ১৪৭ ; প. ত. ১৮২৭ ও ১৯৫৭

অনুবাদ—সজনি! কে বলে মাধব আসিবে? আমার মনে বিশ্বাস হয় না যে আমি বিরহ সমুদ্রের পার পাইব। তাহার আসার আশায় এখন তখন করিয়া দিন কাটাইলাম, দিন দিন মাস, মাস মাস করিয়া বছর কাটাইলাম; জীবনের আশা ছাড়িলাম। বছর বছর করিয়া সময় কাটাইলাম; এ দেহের আশা নষ্ট হইল। চন্দ্রের কিরণে পদ্ম যদি দগ্ধ হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাস কি করিবে? রৌদ্রের তাপে অঙ্কুর যদি পুড়িয়া যায় তাহা হইলে জলভরা মেঘে কি হইবে? এই নবযৌবন যদি বিরহে কাটে, তাহা হইলে সে দয়িতের স্নেহে কি হইবে? বিদ্যাপতি বলেন হে বরযুবতি! শুন, এখন নিরাশ হইও না। সেই হৃদয়ের আনন্দকারী ব্রজনন্দন শীঘ্রই তোমার নিকট আসিবে।

(৭৩৩)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল ॥
গোকুলে উছলল করুনাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল ॥
সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দস দিস সূন ভেল সগরী ॥
কৈসনে জাওব যামুন তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥
সহচরি সঞে জঁহা করল ফুলবারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি ॥
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান ॥

প. স. পৃঃ ১১৪, প. ত. ১৬৩৯ ; সা. মি. ১৯ ; ন. গু. ৮২৫

অনুবাদ—মাধব এখন মথুরাপুরে গেল; গোকুলমানিক কে হরণ করিয়া লইল। দেখিতেছি গোকুলে করুণার রোল উছলাইয়া উঠিতেছে, নয়নের জলে যেন হিল্লোল বহিতেছে। মন্দির শূন্য হইল, নগরী শূন্য হইল, দশদিক শূন্য হইল, সব কিছু শূন্য হইল। যমুনার তীরে কি করিয়া যাইব, কুঞ্জকুটীর কি করিয়া দেখিব। সখীদের সঙ্গে মিলিয়া যেখানে পুষ্পবাটীকা করিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া কি করিয়া প্রাণধারণ করিব? বিদ্যাপতি বলেন—মন দিয়া শুন, কানাই (কোথাও যান নাই) কৌতুক দেখিবার জন্য সেইখানেই লুকাইয়া আছেন।

(৭৩৪)

কানুসে কহবি কর জোরি।
বোলি দুই চারি সুনাওব মোরি ॥
মুঝে কত পরিখসি আর।
তুঅ আরাধন বিদিত সংসার ॥
হমছল ন টুটব নেহা।
সুপুরুখ বচন পসানক রেহা ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাই।
ন কর বিসাদ মনে মিলব মধাই ॥

ন. গু. ৭৩১

(৭৩২) মন্তব্য:—৭২৯ পদের সহিত এই পদ প্রায় অভিন্ন।

শব্দার্থ—পরিখসি—পরীক্ষা কর ; আরাধন—অনুরাগ।

অনুবাদ—কানাইকে হাতজোড় করিয়া বলিবে, আমার দুইচারিটি কথা শুনাইবে। আমাকে আর কত পরীক্ষা করিবে ? তোমার অনুরাগ সংসারে সকলেই জানে। আমি ভাবিয়াছিলাম স্নেহ টুটিবে না, (কেননা) সুপুরুষের বচন যেন পাষাণের রেখা। বিদ্যাপতি বলেন সখি ! মনে দুঃখ করিও না ; মাধবকে পাইবে।

(৭৩৫)

মাধব সো অব সুন্দরি বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন-সাওন মালা॥

পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব সসি-রেহা।
কলেবর কমলকাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে খীন ভেল দেহা॥

উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই খিতি পর লিখই
পানি কপোল অবলম্ব॥

ঐসন হেরি তুরিতে হম আওলুঁ
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুন মাধব
বুঝলুঁ কুলিসক সার॥

প. ত. ১৬৮৬ ; সা. মি. ১০২ ; ন গু. ৭৪৫

শব্দার্থ—ঘন-সাওন—শ্রাবণের মেঘ ; সসিরেহা—শশীর রেখা।

অনুবাদ—মাধব ! সেই সুন্দরী বালার নয়ন হইতে শ্রাবণ-মেঘমালার মত অবিরত অঝোরে বারি ঝরিতেছে। পূর্ণিমার চন্দ্র-বিনিন্দিত সুন্দর মুখ এখন (প্রতিপদের) শশিরেখার স্থায় হইয়াছে। কমলের সৌন্দর্য্যকে জয় করে এমন যে কামিনীর কলেবর তাহা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে ; উপবন দেখিয়া (উপবনে তোমার সহিত মিলন হইত তাহাই স্মরণ করিয়া) মূর্ছিত হইয়া পড়ে। সখীদিগের সঙ্গে চিন্তামগ্ন হইয়া থাকে। পায়ের আঙুল দিয়া মাটিতে লেখে এবং গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকে। ঐরূপ দেখিয়া আমি শীঘ্র আসিলাম ; এখন তুমি বিচার করিয়া দেখ। বিদ্যাপতি বলেন, বুঝিলাম মাধব করুণাহীন পাষাণের সার।

(৭৩৬)

হিম হিমকর পেখি কাঁপয়ে খন খন
অনুখণ ঝরয়ে নয়ান।
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি লুঠই
সখি-বোধে ন পাতয়ে কাণ॥

মাধব পেখলুঁ তৈছন রাই।
সবিষম খর-শরে অঙ্গ ভেল জরজর
কহইতে কো পাতিয়াই॥

বিগলিত কেশ শ্বাস বহে খরতর
না রহে নীবি-নিবন্ধ।
কম্বুকন্ধর ধরই না পারই
টুটল পঞ্জর-বন্ধ ॥

নব কিশলয় রচি শয়নে শুতায়ই
অধিক ভেল জনু আগি।
কিয়ে ঘর বাহির পড়য়ে নিরন্তর
অহনিশি খেপায় জাগি ॥

ভনহুঁ বিদ্যাপতি শুনহ রসিকবর
তুরিতে মিলহ ধনি-পাশে।
সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি
দশমি দশা পরকাশে ॥

পদরত্নাকর ২৯; অ ৮৫৪

অনুবাদ- শীতল চন্দ্র দেখিয়া ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে; নয়ন হইতে অনুক্ষণ জলধারা বহে। হরি হরি বলিয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হয়; সখীদের প্রবোধে কান দেয় না। মাধব! রাধাকে ঐরূপ দেখিলাম যেন বিষম তীক্ষ্ণ শরে দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে। ইহা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? তাহার কেশপাশ খোলা, দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, নীবি বন্ধ ঠিক থাকে না। কম্বুগ্রীবার ভার ধারণ করিতে পারিতেছে না, পঞ্জরের বন্ধন যেন (দীর্ঘশ্বাসে) খসিয়া যাইতেছে। নব কিশলয় দিয়া শয্যা রচনা করিয়া শোয়ানো হইল, কিন্তু তাতে আগুনের চেয়ে বাড়া হইল। এ সব সময়ে ঘর আর বাহির করিয়া বেড়ায়, অহর্নিশি জাগিয়া কাটায়। বিদ্যাপতি বলেন হে রসিকশ্রেষ্ঠ শীঘ্র ধনীর নিকটে যাও। সখীরা দেখিতেছে যে বিনোদিনীর দশমী দশার প্রকাশ হইল।

(৭৩৭)

মাধব পেখলুঁ সে ধনী রাই।
চিত-পুতলি জনু এক দিঠে চাই ॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাসা।
অতি খীন স্বাস বহই তসু নাসা ॥
অতি খীন তনু জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কোই ন ধরু নিজ দেহা ॥

কঙ্কন বলয়া গলিত দুহু হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরী মাথ ॥
চেতন মুরছন বুঝই ন পারি।
অনুখন ঘোর বিরহ জরে জারি ॥
বিদ্যাপতি কহ নিবদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুনেহ ॥

প ত ১৭০১, সা মি. ১০৪; ন গু. ৭৫০

(৭৩৬) মন্তব্য—এই পদের সহিত কীর্ত্তনানন্দ হইতে গৃহীত ন গু ৭৭৯, অ ৭৮২ পদের যথেষ্ট মিল আছে। ঐ পদের আরম্ভ

কিসলয় সয়নে আগি কএ মানএ
সখিগণ না প র বুঝায়।
মণিময় মুকুরে দেখি পুন মুখ
চাঁদ ভরমে মুরছায় ॥
মাধব কহলম তোহার দে হাই
জইসন রাহি আজু পেখল
বহইতে কে পতিআই ॥

ইহার পর 'বিগলিত কেশ' হইতে ভণিতার শেষপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মিল।

শব্দার্থ—চিত্ত-পুতলি—চিত্রিত পুত্তলী ; চৌপাসা—চারিদিকে ; হেরইতে কোই ন ধরু নিজ দেহা—দেখিলে কেহ নিজের দেহ ধারণ করে না (বিশেষ কোন অর্থ হয় না)

অনুবাদ—মাধব ! সেই সুন্দরী রাধাকে দেখিলাম। সে যেন চিত্রিত পুত্তলিকার মতন এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সকল সখীরা তাহার চারিদিকে ঘিরিল, দেখিল যেন তাহার নাসা দিয়া অতি ক্ষীণ শ্বাস বহিতেছে। তাহার দেহ যেন একটি ক্ষীণ স্বর্ণরেখার ন্যায়, তাহাকে দেখিলে কাহারও আর নিজদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। তাহার দুই হাতের কঙ্কন ও বলয় খসিয়া পড়িতেছে। সে মাথার মুক্তবেণী সম্বরণ করে না। তাহার চৈতন্য আছে কি মূর্চ্ছিত হইয়াছে বুঝা যায় না। সব সময় বিরহজ্বরে দগ্ধ হইতেছে। বিদ্যাপতি বলেন তোমার নির্দ্দয় দেহ, তাই জগতের লোকের নিকট দুর্ল্লভ প্রেম ত্যাগ করিলে।

(৭৩৮)

চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জান॥
হেরই সুধানিধি সূর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝূর॥
হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ।
তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ॥
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাটিয়া হেরই তোহারি॥
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত সরীর॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
দূতীক বচন লজাএল কান॥

অজ্ঞাত ; ন. গু. ৭১০

অনুবাদ—সে চন্দনকে গরলের তুল্য ও শীতল বায়ুকে অগ্নির তুল্য মনে করে। চন্দ্রকে দেখিয়া সূর্য্যের মতন মনে করে, রাত্রিকালে সুবদনী অশ্রু বিসর্জ্জন করে। হরি হরি, তোমার প্রেম দারণ, তাহার জীবনেই এখন সংশয় ঘটিল। গুরুজনের নয়ন এড়াইয়া সুন্দরী তোমার পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে। শরীর আর কত বেদনা সহ্য করিবে ? সুকবি বিদ্যাপতি বলেন দূতীর বচনে কানাইয়ের লজ্জা হইল।

(৭৩৯)

সুন সুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিনী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী ন মিলএ দিঠি।
কনক পুতলি জৈসে অবনীএ[১] লোঠি॥
কে জানে কৈসন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুন প্রেম বধই জুবতি॥
কহ বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।[২]
সুপুরুখ ন ছোড়ই রসবতী নারি॥

ক্ষণদা পৃঃ ৫১২ ; ন. গু. ৭৬৮

(৭৩৯) ক্ষণদার মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর—(১) অবনীতে লুঠি (২) বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি

অনুবাদ—মাধব, শুন শুন অকাজ (অন্যায় কাজ) হইল। গৃহাভ্যন্তরে বিরহিণী ক্রন্দন করিতেছে। সুন্দরী অচৈতন্য হইয়া রহিল, চোখ খুলে না। সোনার পুতুল যেন ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। কে জানে তোমার প্রেম কিরূপ; দারুণ প্রেম বর্দ্ধিত হইয়া যুবতীর প্রাণ সংহার করে। বিদ্যাপতি বলেন মুরারি শুন, সুপুরুষ রসবতী নারীকে ছাড়ে না।

(৭৪০)

মাধব জাই পেখহ তুহুঁ বালা।
আজিহুঁ কালি পরান পরিতেজব
কত সহু বিরহক জ্বালা॥

সীতল সলিল কমল দল সেজহি
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সে সব যতহি আনল সম হোয়ল
দস গুন দহই মৃগঙ্কা॥

সকতি গেলহু ধনি উঠই ধরনী ধরি
খেপহুঁ নিসি দিশি জাগ।
চমকি চমকি ধনী বোলত সিব সিব
জগত ভরল তসু আগি॥

কাহে উপচার বুঝই ন পারই
কবি বিদ্যাপতি ভান।
কেবল দসমী দসা বিধি সিরজল
অবহু কবহ অবধান॥

প. স পৃঃ ১১৯; প. ত ১৬৮৫; ন. গু. ৭৮৫

অনুবাদ—মাধব, তুমি গিয়া সেই বালাকে দেখ। আজ (অথবা) কাল সে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। শীতল জল, কমলদলে শয্যা, চন্দনপঙ্ক লেপন সব কিছু অনলতুল্য হইযাছে; আর চাঁদ যেন দশগুণ অগ্নিতুল্য দহন করে। যাধার শক্তি গিযাছে, সে ধরণী ধরিয়া উঠে (অমনি উঠিবার শক্তি নাই, এতই দুর্বল।) প্রতি রজনী জাগিযা কাটায়। জগৎ তাহার (কামের) অগ্নিতে ভরিযা গেল ভাবিযা চমকিযা উঠে এবং শিব শিব বলে

(শম্ভো শঙ্কর চন্দ্রশেখর হর
শ্রীকণ্ঠ শূলিন্ শিব!
ত্র্যম্বেতি পবন্ত পঙ্কজদৃশা
ভর্গস্থ চক্রে স্তুতিঃ।
—রসমঞ্জরী)

কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন কি যে উপায কবিব তাহা বুঝিতে পাবি না। বিধাতা এইমাত্র দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা সৃষ্টি করিয়াছেন, এইবার মনোযোগ কর।

(৭৪১)

মাধব ও নবনায়রি বালা।
তুহুঁ বিছুরলি বিহি কটাবলি
ভেলি নিমালিক মালা॥

(৭৪০) মন্তব্য—অমূল্য বিদ্যাভূষণের সংস্করণের এই পদ ৪৭০ ও ৭৭৫ এই দুই সংখ্যায় দুইবার ছাপা হইয়াছে।

সে জে সোহাগিনি খেদে দিন গনি
পন্থ নিহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥
তোহরি মুরলী সে দিগ ছোড়লি
ঝামর ঝামর দেহা।
জনু সে সোনারে কসি কসটিক
তেজল কনহ রেহা ॥

ফুয়ল কবরি ন বান্ধে সম্বরি
ধনি জে অবস এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনি-সঙ্ঘ সমেতা ॥
উসসি উসসি পড়ু খসি খসি
আলি-আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধিন ঔখধি
তাকর জীবন কাহে ॥

ভনই বিদ্যাপতি করিয়ে শপতি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিত ভাবিত তোহারি চরিত
ভরম হইল যথা ॥

প. স. পৃঃ ১৩৮ ; পং ১৯১৮ ; সা. মি. ১০৬

অনুবাদ—মাধব! ও নবনাগরীবালা, তুমি (তাহাকে) বিস্মৃত হইলে (অথবা ত্যাগ করিলে) এবং বিধি তাহাকে উপেক্ষা করিলেন (বিহি কটাবলী), সে নির্মাল্যের মালা (উৎসর্গীকৃত ও পরে উপেক্ষিত) হইল। সে তোমার সোহাগিনী, সে খেদে দিন গনিয়া গনিয়া তোমার পথ দেখে। তাহার নয়ন নিশ্চল, সে কথা শুনে না, নয়ন দিয়া তাহার জল পড়ে। তোমার বংশীরব সে দিক পরিত্যাগ করিয়াছে কাজেই তাহার দেহ অত্যন্ত ম্লান (হইয়া গিয়াছে) স্বর্ণকার কষ্টি পাথরে কষিয়া (যেন) একটি সোণার রেখা ফেলিয়া গিয়াছে। সে আলুলায়িত কুন্তল সংবৃত করে না, ধনি এতই দুর্বল (অবশ)। সখিগণের মধ্যে তাহাকে দেখিলাম—রুক্ষ, ক্ষুধার্ত ও দুঃখে নিয়মাণা। সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে এবং সখীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। যাহার ব্যাধির ঔষধ পরের অধীন, তাহার জীবন কিসের জন্য? বিদ্যাপতি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে আরও অপূর্ব কথা (আশ্চর্যের বিষয়) এই যে, তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে (তোমারই) ভ্রম হইয়াছে—অর্থাৎ তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেই কৃষ্ণ এইরূপ ভ্রম হইতেছে।

(৭৪২)

মাধব, কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা ॥

ধরনী ধরিয়া ধনি জতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিনি জগ মাহা তাপিনি
বৈরি মদন-সর-ধারা ॥

অরুন নয়ন লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইতে সংসয়
সহচরি গনতহি সেসা ॥

আনি নলিনি কেও ধনিক সুতাওলি
কেও দেই মুখ পর নীরে।
নিসবদ হেরি কোই শাস নেহারত
কেই দেই মন্দ সমীরে॥

কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি
জিবন-বন্ধন আশ-পাশ॥

প ত. ১৮৭৭; সা. মি. ১০৭; ন. গু. ৭৮৬

অনুবাদ—মাধব! রাধাকে কত প্রবোধ দিব। বারবার সে হা হরি, হা হরি বলে, এখনই জীবন শেষ করিবে। ধরণী ধরিয়া কোনরূপে বসে, কিন্তু পুনরায় উঠিতে পাবে না। সহজেই (একে) বিরহিণী, জগতের মধ্যে দুঃখিনী (তাপিনী) (তাহার উপব) মদনের শরধারা হইয়াছে তাহার শত্রু। তাহাব অরুণ নয়নেব জলে দেহ সিক্ত হইল। গৃহের বাহিরে (যাতায়াত) কবাও সংশয (অসাধ্য হইয়া উঠিযাছে), সহচবীরা শেষ গণনা কবিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে)। কেহ নলিনীদল আনিযা ধনীকে শোযাইল, কেহ মুখে জল দিতেছে। নিঃশব্দ দেখিয়া কেহ শ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ আস্তে আস্তে বাতাস কবে। খেদ (তাহার খেদেব কথা) কি কহিব যেন হৃদয় (অন্তর) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, একমাত্র আশাপাশে সেই কলাবতীব জীবন বন্ধন বহিযাছে (আশাপাশে বদ্ধ না থাকিলে এত দিনে দেহ হইতে প্রাণ মুক্ত হইত)।

(৭৪৩)

মাধব! কি কহব সো বিপরীতে
তনু ভেল জরজর ভামিনী অন্তর
চিত রহল তছু ভিতে॥
নিবস কমল-মুখ করে অবলম্বই
সখি মাঝে বৈঠল রাই।
নয়নক নীর থির নহি বাঁধই
পঙ্ক করল মহি রোই॥

মরমক বোল, বয়ানে নাহি বোলত
তনু ভেল কুহু-সসি খীনা।
অবনি উপর ধনি উঠই ন পারই
ধয়লি ধ্বজা করি দীনা॥
তপত কনয়া জনু কাজর ভেল জনু
অতি ভেল বিরহ-হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলষিত
কানু চলহ তছু পাশে॥

কীর্তনানন্দ ১২৪ সংখক পদ; ন. গু. ১১০

অনুবাদ—মাধব, সে বিপরীত (কথা) কি বলিব। ভামিনীর দেহ ও মন জর্জর হইল, তাহার মন অন্যের নিকট পড়িয়া রহিল। নীরস (উদাস) কমল-মুখ করকে অবলম্বন করিয়া সখীগণের মধ্যে রাই বসিল। নয়নের জল স্থির থাকিল না, রোদন করিয়া মৃত্তিকাকে পঙ্ক কবিল। মর্মের কথা মুখে বলে না, দেহ অমাবস্যার শশীর ন্যায় ক্ষীণ হইল। ভূমির উপর সুন্দরী উঠিতে পারে না, ('ধয়লি ধ্বজা কবি দীনা'র কোন অর্থ হয় না, তাই নগেনবাবু সংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'ধএলি ভুজা কবি দীনা' "সখীরা দীনার হাত ধরিয়া উঠাইয়া দেয়")। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দেহ যেন কজ্জলের ন্যায় হইল। বিরহাগ্নি অত্যন্ত (প্রচণ্ড) হইল। কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষ করে—হে কানু তাহার নিকটে চল।

(৭৪৪)

মাধব হেরিঅ আয়লুঁ রাই।
বিরহ-বিপতি ন দেই সমতি
রহল বদন চাই॥

মরকতস্থলি স্নুতলি আছলি
বিরহে সে খীন দেহা।
নিকস পাষাণে যেন পাঁচ বানে
কসিল কনক রেহা॥

বয়ান মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক সোহে।
রাহু ভয়ে সসী ভুমে পড়ু খসি
ঐসে উপজল মোহে॥

বিরহ বেদন কি তোহে কহব
স্নুনহ নিঠুর কান।
ভন বিদ্যাপতি সে জে কুলবতী
জীবন সংসয় জান॥

প. ত. :৮৭৬; সা. মি. ৯৯; ন. গু. ৭৪৯

অনুবাদ—মাধব! রাইকে দেখিয়া আসিলাম। তাহার বিবহ-বিপত্তি তাহাকে কথা বলিতে দিতেছে না, সে শুধু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মরকত-নির্মিত হর্ম্যতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, মদন যেন নিকষপাষাণে (কষ্টিপাথরে) কনক-রেখা কষিয়াছে (কন্দর্প স্বর্ণকার, মরকতস্থলী কষ্টি-পাথর ও ক্ষীণ দেহ স্বর্ণরেখারূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে)। তাহার বদনমণ্ডল ভূতলে লুটাইতেছে, তাহাতে তাহার অধিক শোভা হইয়াছে—আমার বোধ হইল যেন রাহুর ভয়ে শশী মাটিতে খসিয়া পড়িয়াছে। হে নিঠুর কানাই শুন, তাহার বিরহ-বেদনার কথা কি বলিব। বিদ্যাপতি বলেন সে কুলবতী, তাহার জীবন সংশয় জানিবে।

(৭৪৫)

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা।
সারঙ্গ-সবদে মদন অধিকায়ল
তাহে দিনে দিনে ভেল খীনা॥

রহলি বিদেস সন্দেস না পাঠায়লি
কৈহে জীয়ত ব্রজবালা।
তো বিনু সুন্দরী ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনী পর পালা॥

সকল[১] রজনী ধনী রোই গমাবএ
সপনে ন দেখএ তোয়।
ধৈরজ কইসে করব বর কামিনী
বিপরীত কাম বিমোয়॥[১]

(৭৪৫) পাঠান্তর— (১) উর বিনু শেজ পরশ নাহি পায়ই
সে ইলুঠত মহি কামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড় খিতিমহ
ঝামর চম্পক-দামে॥

পাঠান্তরের অনুবাদ—তোমার অঙ্কেই যে রহিত, বিছানার স্পর্শ পাইত না, সে কাম দহনে আজ মাটিতে লুঠাইতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ ভূমিতে খসিয়া পড়িয়াছে, চম্পকদাম ম্লান হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ভন সুন বর মাধব
হম আওল তুঅ পাস।
তুরিতে চলহ অব ধৈরজ ন সহ
ঐছন বিরহ হুতাস ॥[২]

প. ত. ১৮৯৯ ; প. স. পৃঃ ১৬৪ ; সা. মি. ১১১ ; ন.গু. ৭৬৪

অনুবাদ—মাধব! অবলা মতিহীনাকে (পাগলিনী) দেখিলাম। কোকিলের (সারঙ্গ) শব্দে মদনজালা বাড়িয়াছে, তাহাতে দিন দিন ক্ষীণ হইয়াছে। বিদেশে যাইয়া সম্বাদ পাঠাইলে না, কিরূপে ব্রজবালা বাঁচিবে? তোমার বিরহে সুন্দরী সেইরূপ হইয়াছে যেরূপ নলিনীর উপর তুষারপাত হইলে হয়। ধনী সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটায়, তোমাকে স্বপ্নেও দেখিতে পায় না। কামিনী কিরূপে ধৈর্য্য ধরিবে—প্রতিকূল কাম তাহাকে বিমোহন করে (যাতনা দেয়)। বিদ্যাপতি বলেন মাধব শুন, তোমার নিকট আমি আসিলাম; তুমি শীঘ্র চল; বিরহের জালা এত তীব্র যে সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছে না।

(৭৬৬)

মাধব বিধুবদনা।
কবহুঁ ন জানই বিরহক বেদনা॥
তহুঁ পরদেস জাব সুনি ভই খীনা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিসলয় তেজি ভূমে সুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠই তরাসে॥
নোরহি কুচকুঙ্কুম দুর গেল।
কৃস-ভুজ ভূসন খিতিতলে মেল॥
অবনত বয়নে রাই হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরিত।
সে সব গনইতে ভেলি মুরছিত॥

প স. পৃঃ ১০৯ ; পঃ ত. ১৬১৭, সা. মি. ৭৭ ; ন. গু. ৭৪০

অনুবাদ—মাধব! বিধুবদনা কখনও বিরহের বেদনা জানে না। তুমি বিদেশে যাইবে শুনিয়া খিন্ন হইয়াছে। সেই দীনার চেতন প্রেমের প্রতাপে হৃত হইয়াছে। কিশলয় শয্যা ত্যাগ করিয়া কষ্টে ভূতলে শয়ন করিয়া আছে। কোকিলের রব শুনিলে ভয় পাইয়া উঠে। নয়নের জলে কুচকুঙ্কুম বিদূরিত হইল। কৃশ ভুজ হইতে মুক্ত হইয়া ভূষণ ক্ষিতিতলে মিলিল (পড়িল) ("কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তঃ প্রকোষ্ঠঃ"—মেঘদূত)। রাই মুখ অবনত করিয়া গ্রীবা নিরীক্ষণ করে (কত কৃশ হইয়াছে, তাহাই দেখে)। ক্ষিতি লিখিতে (দিবস গণনা করিতে) অঙ্গুলি ছিন্ন হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তাহার চরিত্র উচিত (বিরহের অবস্থায় যাহা ঘটে, সকলই ঘটিতেছে) সেই সকল গণনা করিয়া ধনি মূর্ছিত হইল।

(৭৬৫) পাঠান্তর:—(২) সোই অবধি দিন বহ আশোয়াসপুঁ
তে ধনি রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ান॥

(৭৪৭)

লোচন নোর তটিনী নিরমান।
ততহি কমলমুখি করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুঅ রাই জীবই।
জব তুঅ রূপ নয়ন ভরি পীবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পরই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥
তুঅ গুন গনইতে নিন্দ ন হোই।
অবনত আননে ধনি কত রোই ॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বরকান।
বুঝলুঁ তুঅ হিয়া দারুন পসান ॥

প. স পৃঃ ১১৮ ; প. ত ১৬৮৩ ; সা. মি. ১০১ ; ন. গু. ৭৪৩

শব্দার্থ—কমলমুখি—ধ্বনি এই যে, কমল যেমন জলে ভাসে নায়িকার মুখকমল তেমন নয়নজলে ভাসিতেছে এবং পদ্মলতার ন্যায় তাহার দেহ স্নাত হইতেছে ; ফুয়ল- খোলা ; উরে—বক্ষে ; চামর ঢরই—চামর ঢুলাইতেছে।

অনুবাদ- নয়নের অশ্রুতে তটিনী নির্মিত (হইয়াছে), কমল-মুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। মাধব, তোমার রাই যদি একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে, (তাহা হইলে) বাঁচিবে। মুক্ত কবরী উল্টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণগিরিতে (পয়োধরে) চামর (ধরই) ধরিয়াছে। তোমার গুণ গণনা করিতে করিতে তাহার নিদ্রা আসে না। মুখ নীচু করিয়া সে কত কাঁদে। বিদ্যাপতি বলেন হে কানাই বুঝিলাম তোমার হৃদয় পাষাণ।

(৭৪৮)

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায় ॥
কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যে কিছু কহল বর রামা।
কঠিন কলেবর তেই চলি আওল
চিত রহল সোই ঠামা ॥
তা বিনে রাত দিবস নহি ভাওই
তাতে রহল মন লাগী।
আন রমনিসঞে রাজ সম্পদ মেয়ে
অছিএ যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে নিচয় হম জাওব
তুহু পরবোধবি রাঈ।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহঁ
প্রেম মিলায়ব যাই ॥

প. ত. ১৯৪৭ ; ন. গু. ৭৪৮

অনুবাদ—হে সুন্দরি, তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায় ? হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গদগদ স্বরে স্খলিত অধরে রামা যাহা বলিল (তাহা শুনিয়াও) আমার কঠিন কলেবর, তাই চলিয়া আসিলাম, কিন্তু মন সেই জায়গায় রহিয়া গেল। তাহাকে ছাড়িয়া রাত্রিদিন ভাল লাগে না ; সেইখানেই মন পড়িয়া আছে। রাজ সম্পদের মধ্যে অন্য রমণীর সঙ্গে আমি বিরাগীর মতন রহিয়াছি। দুই এক দিনের মধ্যে আমি নিশ্চয় যাইব এই বলিয়া রাইকে প্রবোধ দিবে। বিদ্যাপতি বলেন যেখানে প্রেম পাইল সেইখানেই চিত্ত রহিল।

(৭৪৭) মন্তব্য—প্রথম দুইচরণ নগেন্দ্রগুপ্তর তালপত্র পুথি হইতে লওয়া ৭৫২ সংখ্যক পদের সহিত অভিন্ন। কিন্তু অন্যাংশ বিভিন্ন।

(৭৪৯)

এ সখি কাহে কহসি অনুজোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগ ॥
কোরে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হম চললুঁ তুহুঁ থির কর হিয়া ॥

এত কহি কানু পাসে মিলল সে সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥
সুনতহি কানু মিলল ধনি পাস।
বিদ্যাপতি কহ অধিক উলাস ॥

সা. মি. ৫১ ; ন. গু. ৭৩৮

(৭৫০)

সোই যমুনা জলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে ॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥
হরি কি মথুরাপুব গেল।
আজ গোকুল সূন ভেল ॥

সাগরে তেজিব পরাণ।
আন জনমে হেরব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
রোদন নহ সমুচিত ॥

প স. পৃ ১১৪

অনুবাদ—সেই যমুনার জলে গোপ ও গোপীরা ভ্রমণ করে না (ক্রীড়া করে না)। শুকপাখী পিঞ্জরে কাঁদিতেছে। গাভীগণ মথুরার দিকে ধাইতেছে। আজ কি হরি মথুরাপুরে গেল? আজ গোকুল শূন্য হইল। আমি সাগরে প্রাণ বিসর্জন করিব, তাহা হইলে পরজন্মে কানাইকে দেখিতে পাইব। কানাই যখন রাধা হইবে তখন বিরহের দুঃখ জানিতে পারিবে। বিদ্যাপতি নীতিবাক্য বলিতেছেন—রোদন করা সমুচিত নহে।

(৭৫১)

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল
আপন গুন লুবুধাঈ ॥
মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপনে বিরহ অপন তনু জর জর
জিবইতে ভেল সন্দেহ ॥

ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটইত
আধা আধা কহু বানি ॥
রাধা সয়েঁ জব পুনতহিঁ মাধব
মাধব সয়েঁ জব রাধা।
দারুন প্রেম তবহি নহি টূটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥

(৭৪৯) মন্তব্য—এই পদটী কোন পালাগানের অংশ বিশেষ। বিদ্যাপতির রচনার কোন বৈশিষ্ট্য ইহাতে পাওয়া যায় না।

দুহু দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

প স পৃঃ ১১৯, পদক° ১৬৮৭; সা. মি ১০৩; ন. গু. ৭৯১

শব্দার্থ—ভোবহি—ভোলহি, বিহ্বল হইযা; দাকদহন—কাঠের জ্বলন।

অনুবাদ—অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মবণ কবিতে কবিতে সুন্দরী মাধব হইল। আপনাব গুণে লুব্ধ হইয়া সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলিয়া গেল (প্রেম উন্মত্ততা হেতু আমিই মাধব এইরূপ বোধ হইল, যেরূপ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীদেব হইযাছিল বলিযা বণিত হইযাছে)। মাধব! তোমার প্রেম অপূর্ব্ব! শ্রীরাধা নিজের বিরহে নিজে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার বাঁচাই সন্দেহ। সে বিহ্বল হইযা সহচরীর প্রতি কাতর নযনে তাকায, তাহাব নয়নজল ছলছল কবে। সর্ব্বদা (মাধব-অভিমানে) বাধা বাধা উচ্চারণ করে এবং আধ আধ ভাষা কহে। যখন বাধার সঙ্গে (অর্থাৎ বাধাভিমান বিশিষ্ট থাকে) তখন আবাব 'মাধব' 'মাবব' কহে; (কিন্তু) যখন মাধবেব সঙ্গে (অর্থাৎ মাধব-অভিমানে থাকে) তখন বাধা বাধা কহে। তখনও দাকণ প্রেম ভগ্ন হয না; বিরহের ব্যথা বাড়িযা যায। কাঠেব দুই দিকে আগুণ জ্বালাইলে যেরূপ তাহাব মধ্যেব কীটের প্রাণ আকুল হইযা দগ্ধ হয়, হে বল্লভ! সুধামুখীকে ঐরূপ দেখিতেছি। কবি বিদ্যাপতি এই বলেন।

(৭৫২)

হামক মন্দিরে জব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব জব হম নাবি।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি মঝু বৈসাওব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরাওব মোর॥
কবব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হম মুদব নয়ান॥

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহর পিরীতিক জাউ বলিহারি॥

সা. মি ১১৭; ন. গু. ৮৫৪

অনুবাদ—আমার মন্দিরে যখন কানাই আসিবে তখন নয়ন ভরিযা তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিব। আমি যখন 'না না' বলিব, তখন মুরারি অধিক প্রীতি করিবে। আমাকে হাতে ধবিযা কোলে বসাইবে, চিরদিনের সাধ পুরাইব। আমি মান ত্যাগ করিয়া আলিঙ্গন করিব। রসে আমি পূর্ণ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিব। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি শুন, তোমার পিরীতির বলিহারি যাই।

---

(৭৫১) মন্তব্য—শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। জয়দেব লিখিয়াছেন—

মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥ ৬।৫

অর্থাৎ রাধা তোমার (মাধবের) স্থায় বেশভূষা ধারণ করিয়া বারবার দেখিতেছেন এবং আমিই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনে করিতেছেন।

(৭৫৩)

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পালটি চলব হম ইসত হঁসিয়া ॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হম জতন পহু করবে ॥
কঁচুয়া[১] ধরব জব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥
রভস মাঁগব পিয়া জবহী।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি ॥
সহজহি সুপুরুখ ভমরা।
চির ধরি পিয়ব অধর রস হামরা[২] ॥
তখৈনে হরব মোর চেতনে[৩]।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুআ জীবনে ॥[৪]

প. ত. ১৯৭৭ ; ক্ষণদা পৃঃ ১০৫ ; প. স পৃঃ ১৫১ ; সা. মি. ১১৬ ; ন. গু. ৮০৫

অনুবাদ—রসিক যখন অঙ্গনে আসিবে (তখন) আমি (তাহার দিকে না গিয়া) ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া চলিব। যখন সে আবেশে আমার অঞ্চল ধরিবে, তখন আমি চলিয়া যাইব, প্রভু (আমাকে ঠেকাইবার জন্য) যত্ন করিবে। হঠ যখন (আমার) কাঁচলি ধরিবে, তখন কুটিল কটাক্ষ হানিয়া করে কর নিবারণ করিব। প্রিয় যখন কেলি মাগিবে (তখন) মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া না না বলিব। সুপুরুষ স্বভাবে ভ্রমর তুল্য আমার বস্ত্র ধরিয়া সে আমার মুখকমল-মধু পান করিবে। তখন আমি জ্ঞান হারাইব (আর আমার চৈতন্য থাকিবে না); বিদ্যাপতি কহেন, তোমার জীবন ধন্য।

(৭৫৪)

পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্কমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প ॥
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আস।
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস ॥

প. ত ১৯৭৩; সা মি. ১১৫ ; ন গু ৮০৬

অনুবাদ—প্রিয় যখন আমার এই গৃহে আসিবে (তখন) নিজ দেহে সমস্ত মঙ্গল (মঙ্গলাচার) করিব। কুচযুগ সুবর্ণ-কলস করিয়া রাখিব। চক্ষুতে কাজল দিয়া দর্পণ ধরিব (নির্মল চক্ষু দর্পণ হইবে—আমার নেত্রমুকুরে প্রিয় আপনার মুখ অবলোকন করিবে)। আমি আপনার অঙ্গে বেদী রচনা করিব। কেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝাড়ু করিব (কেশপাশ ঝাড়ু হইবে)। আমার গুরু নিতম্বরূপ কদলী রোপণ করিব। তাহাতে কিঙ্কিনি (রূপ) আম্র পল্লব ঝুলাইয়া দিব।

---

(৭৫৩) ক্ষণদার পাঠান্তর:—(১) কাঁচুয়া (২) সহজে পুরুষ সোই ভমরা (৩) গেয়ানে (৪) যেয়ানে।
মুখ কমল মধু পীঅব হামারা ॥

[তুলনীয়— দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ ॥
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥ —অমরুশতক।]

সকল দিক হইতে কামিনীর ঠাট আনিব (সকল প্রকার কলাকৌশল প্রদর্শন করিব), চৌদিকে চাঁদের হাট বিস্তার করিব (রূপ বিস্তার করিব)। বিদ্যাপতি বলেন এই আশা পূর্ণ হইবে। দুই এক পলকের মধ্যেই তোমার পার্শ্বে (প্রিয়) আসিয়া মিলিবে।

(৭৫৫)

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর ॥[১]

আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার পল্লব চূচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥

ধূপ দীপ নৈবেদ করব পিয়া আগে।
লোচন লোরে করব অভিসেকে ॥
আলিঙ্গন আহুতি পিয়াকর আগে।
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥[২]

প. ত. ১৯৭২ ; প. স. পৃঃ ১৫১ ; সা মি ১১৪ ; ন গু. ৮০৭

অনুবাদ—হরি যখন গোকুলপুরে আসিবেন, ঘরে ঘরে, নগরে বিজয়তূরী বাজিবে। মুক্তাহার আলিপনা দিব। চুচুকরূপ সহকার-পল্লব দিব। মাধবের সেবা করিয়া মনোরথ (বর) লইব। ধূপ (নিজের অঙ্গসৌরভ), দীপ (রূপ, অঙ্গকান্তি) নৈবেদ্য (উপভোগ) প্রিয়তমের সম্মুখে রাখিব। [ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যত্র ধূপঃ স্বাঙ্গসৌরভঃ, প্রদীপোঽত্র নিজাঙ্গকান্তিঃ, নৈবেদ্য উপভোগাতিরেক ইতি তু বৈবশ্যান্ন উক্তমিতি জ্ঞেয়ং অন্যথা পূর্বাপর-বাক্য-বিরোধঃ স্যাৎ। রাধামোহন ঠাকুর] লোচনের নীরে অভিষেক করিব। প্রিয়ের সম্মুখে আলিঙ্গনরূপ আহুতি দিব। বিদ্যাপতি ভাগ্যবশে এই রস কহিতেছেন।

---

(৭৫৫) **পাঠান্তর:** (১) কোন কোন পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ :—

বেদি বান্ধব আপন নিজ অঙ্গমে।
ঝাড়ু দেওব হাম চিকুর বিজনে।
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্বা।
আম্র পল্লব দিব কিঙ্কিনী ঝম্পা।
রসাবেশে ধাওব রমণিক ঠাট।
চৌদিকে বেঢ়ব চান্দকি হাট।

(২) ভণিতার নিম্নলিখিত দুই কলিও কোন কোন পুথিতে দেখা যায় :—
পিয়া আসে যৌবন করবহু দান।
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।

(৭৫৬)

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার ॥
কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
স্বপনহি হেরলুঁ নাগর-রাজ ॥

আজু সুভ নিসি কি পোহায়নু হাম।
প্রান পিয়ারে করলু পরনাম ॥
বিদ্যাপতি কহে সুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি ॥

পদকল্পতরু ১৭২৭ ; সা. মি. ১১৮ ; ন.গু. ৭২৫ (প্রথম দুই চরণ নাই) ;

(স্বপ্নে মিলনের বর্ণনা)

অনুবাদ—গোকুলে নন্দকুমার আসিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। সখি! রজনীর কাজের কথা কি বলিব ! স্বপ্নে নাগররাজকে দেখিলাম। আজ আমি শুভনিশি কাটাইলাম—প্রাণপ্রিয়কে প্রণাম করিলাম। বিদ্যাপতি বলেন বরনারি ! শুন ধৈর্য্য ধর, মুরারিকে তুমি পাইবে।

(৭৫৭)

চিরদিনে সে বিহি ভেল নিববাধ।
পুরাওল দুহুক মনোভব সাধ ॥
আওল মাধব রতি সুখ বাস।
বাঢ়ল রমনিক মনহি উলাস ॥

সে তনু পরিমলে ভরল দিগন্ত।
অনুভবি মুরুছি পড়ল রতিকন্ত ॥
ভনই বিদ্যাপতি কুমুদিনি ইন্দু।
উছলল সখিগন আনন্দ-সিন্ধু ॥

ক্ষণদা ; ন.গু. ৮২০

অনুবাদ সেই বিধি বহুদিন পরে নির্বাধ (বাধারহিত) হইল (মিলনে বাধা ঘটায় নাই)। দুজনের কামলিপ্সা পূর্ণ করিল। মাধব রতি সুখের স্থানে আসিল, রমণীর মনের উল্লাস বাড়িল। তাহার দেহের সুগন্ধে দিগন্ত ধরিয়া গেল। তাহা অনুভব করিয়া কামও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন কুমুদিনী ইন্দুকে পাইল—সখীদের আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

(৭৫৮)

চিরদিন সো বিহি ভেল অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহু অধরামৃত দুহু মুখ ভরু ॥

দুহু তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণি রোল করত পুন সদনে ॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥

প. স. ৬০ ; প.ত. ২০১২ ; ন.গু ৮২৩

---

(৭৫৮) পাঠান্তর—ক্ষণদা গীত চিন্তামণিতে পঞ্চম হইতে দশম কলির পাঠ :—

দুহু তনু কাঁপই মদন উছল রে।
কি কি কি করি কিঙ্কিনা রচল রে।
আওহি স্মিত নব বদনে মিলল রে।
দুহু পুলকাবলি তে লহু লহু রে।
রসে মাতল দুহু বসন খসল রে।
বিদ্যাপতি কহ রসসিন্ধু উছলল রে।

অনুবাদ—অনেক দিন পরে সেই বিধাতা অনুকূল হইল। দুই জনের মুখ দেখিয়া দুই জনই আকুল হইল। বাহু প্রসারিত করিয়া উভয়ে উভয়কে ধরিল। উভয়ের মুখ উভয়ের অধরামৃতে ভরিল। মদনের রচনায় উভয়ের দেহ কম্পিত হইল। গৃহে কিঙ্কিনীর শব্দ হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি বলেন আর কি বলিব! যেমন দুইজনের প্রেম, তেমনি বিহার।

(৭৫৯)

দুহু রসময় তনু গুনে নহি ওর।
লাগল দুহুক ন ভাঁগই জোর॥
কে নহি কএল কতহুঁ পরকার।
দুহু জন ভেদ করিঅ নহি পার॥
খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরলুঁ নেহ॥

জব কোই বেরি আনল-মুখ আনি।
খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি॥
তবহু খীর উছলি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগি দেই ঝাঁপে॥
জব কোই পানি আনি তাহি দেল।
বিরহবিয়োগ তবহি দূর গেল॥

ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ॥

প. ত. ৯১১ ; সা মি. ৭২ ; ন.গু. ৫৬৮

শব্দার্থ—ওর—সীমা ; জোর-মিলন ; খীর নীর সম—জলের সহিত দুধের মধ্যে ; কোই বেরি—কোন সময় ; দণ্ড - হাতা ; নিরসত পানি - জল শুকাইয়া ফেলে।

অনুবাদ—দুইজনের রসপূর্ণ তনু, গুণের সীমা নাই ; দুইজনের যোগ লাগিল, মিলন ভাঙ্গে না। কে না কত রকম উপায় (দুরভিসন্ধি) করিল, দুইজনে (মধ্যে) ভেদ (বিবাদ) করাইতে পারিল না। সকল পৃথিবীময় খুজিলাম, দুগ্ধ ও জলের তুল্য (এমন) স্নেহ দেখি নাই (যাহা এই দুই জনের মধ্যে দেখিতেছি)। যদি কেহ কখনও অগ্নির মুখে আনিয়া দেয় (আগুনে দুধ ও নীর বসাইয়া দেয় এবং) দণ্ড দিয়া জল শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করে, তখনই ক্ষীর তাপে উথলিয়া পড়ে এবং বিচ্ছেদ-ভয়ে পূর্বেই (অগ্নিতে) ঝাঁপ দেয়। যদি কেহ তাহাতে জল আনিয়া দিল, বিরহ বিচ্ছেদ তখনি দূরে গেল (দুধ উথলিয়া পড়িবার সময় জল দিলে আর দুধ পড়িয়া যায় না, যেন জলের মিলনে দুগ্ধ তৃপ্তি লাভ করে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন সুন্দর স্নেহ এইরূপ, রাধা-মাধবে এইরূপ প্রীতি।

(৭৬০)

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥

অবহন যবহু মোহে পরি হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

প. স. পৃঃ ৭৫১ ; প. ত. ১৯৯৬ ; সা. মি. ১১৯ ; ন.গু. ৮১২

শব্দার্থ—অবহন—পদামৃত সমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ঐছন ইত্যস্য পাশ্চাত্যভাষা অবহন ইতি।"

অনুবাদ—আজ রজনী আবার সৌভাগ্যবশতঃ শেষ হইল, আমি দয়িতের মুখচন্দ্র দেখিলাম। জীবন যৌবন সফল করিয়া জানিলাম, দশদিক নির্দ্বন্দ্ব হইল। আজ আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া এবং দেহকে দেহ বলিয়া মানিলাম। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইল, সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল। (যে কোকিল, আমাকে এত বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছে) সেই কোকিল এখন লাখ লাখ বার ডাকুক। লক্ষ সংখ্যক চন্দ্রের উদয় হউক, মলয় পবন মৃদুমন্দ বহুক। যখন আমার পক্ষে ঐরূপ হইবে তখনই নিজ দেহকে (দেহ বলিয়া) মানিব। বিদ্যাপতি বলেন হে ধনি! তোমার নবীন প্রেমের অল্প ভাগ্য নহে।

(৭৬১)

দারুন বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥
যতহুঁ আছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ ॥

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল ॥

ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহ বেয়াধি ॥

পদামৃতসমুদ্র পৃঃ ১১৮ ক ; ন. গু. ৮১০ ; পদকল্পতরু ১৯৯৭ (কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ কলি নাই)।

অনুবাদ—দারুণ বসন্ত যত দুঃখ দিল, হরির মুখ দেখিয়া তাহা সব দূর হইল। মনে যত সাধ ছিল হরির প্রসাদে সব পূর্ণ হইল। সখি! আনন্দের সীমার কথা আর কি বলিব, অনেকদিন পরে মাধব আমার মন্দিরে। রভস আলিঙ্গনে পুলকিত হইলাম, অধর সুধাপানে বিরহ দূরে গেল। বিদ্যাপতি বলেন আর ব্যারাম থাকিতে পারে না। সমুচিত ঔষধ পড়িলে কি ব্যাধি থাকে?

---

(৭৬১) মন্তব্য:—এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলে, অদ্বৈত এই পদ গাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) আছে—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

এই পদ গাহ হর্ষে করেন নর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥

স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ ॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

(৭৬২)

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই[১] পিরীতি অনুরাগ বখানইতে[২]
তিলে তিলে নূতন[৩] হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই[৪] মধুব বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পবশ ন গেল ॥

কত মধু যামিনী[৫] রভসৈ গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে[৬] রাখল
তৈও হিয়[৭] জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে[৮] অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক ॥

ন. গু ৮৩৪

---

(৭৬১) মন্তব্য—পদটী সংকীর্ত্তনামৃতে (সংখ্যা ৪৮১) এইভাবে আছে—

আজুক কি কহব আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥

পাপ সুধাকর যো দুখ দেল।
পিয়াক দরশনে সব সুখ ভেল ॥
আচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
আর দূরদেশে হাম পিয়া না পাঠাও ॥

শিতের উড়নী পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দারিয়ার না ॥
ভাএ বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পিয়া সে মিলিল যেন চাতকে বারি ॥

ইহার সহিত পদকল্পতরুর ১৯৯ সংখ্যক পদ মোটামুটি মেলে। শুধু ভণিতায় পার্থক্য,—যথা

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥

আমাদের মনে হয় পদকল্পতরু ১৯৫ ও সংকীর্ত্তনামৃত ৪৮১ সংখ্যক পদটী বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা, মৈথিলী ভাষা হাজার পরিবর্ত্তিত হইয়াও—

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥

হইতে পারে না। দরিয়া শব্দের ব্যবহারও সন্দেহজনক। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি মৈথিল কবির ভাব এবং 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ দুইটী কলি লইয়া এই পদ রচনা করিয়াছেন।

৭৬২ পদের পাদটীকা—সারদাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক বহরমপুরের কোন পুঁথিতে প্রাপ্ত এবং নগেন গুপ্ত কর্ত্তৃক "মিথিলার প্রকৃত পাঠ" বলিয়া কথিত।

(৭৬২) সারদাচরণ মিত্র প্রদত্ত পদ পাঠান্তর:—(১) সেহো (২) বখানাইত (৩) নুতুন (৪) সেহো (৫) যামিনির (৬) হিয়হিয় (৭) হিয়া (৮) কত বিদগধ জন রস

পদকল্পতরু (৯৩৭) পাঠ:—

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিয়ে
অনুক্ষণ নৌতুন হোর ॥

জনম অবধি হেতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥

বচন-অমিয়া-রস অনুখন শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনি রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছে কেলি ॥

অনুবাদ—হে সখি ! আমাকে অনুভব সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সেই প্রীতিকেই অনুরাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি যাহা অনুক্ষণ বা ক্ষণে ক্ষণে নূতনরূপে প্রতীত হয। আমি জন্ম অবধি রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত হইল না। সেই মধুর বাণী শ্রবণে শুনিলাম, কিন্তু শ্রুতিপথে যেন স্পর্শও করিল না (আশ মিটিল না)। কত চৈত্ররজনী কেলিরসে যাপন করিলাম, কিন্তু কেলি কিরূপ তাহা বুঝিলাম না (সাধ মিটিল না)। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদযে হৃদয় রাখিলাম, তবু হৃদয় জুড়াইল না। কত রসিকজন এই রসে মগ্ন থাকিল কিন্তু অনুরাগের প্রকৃত অনুভব কাহাতেও দেখি না। বিদ্যাপতি বলেন প্রাণ জুড়াইতে লাখের মধ্যে একজনও মিলিল না।

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিথে একি ॥
(অথবা) লাখে না মিলয়ে এক।

(৭৬২) মন্তব্য :—এই পদটী বিদ্যাপতির রচনা কি কবিবল্লভের রচনা তাহা লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে

পদকল্পতরুর সুবিজ্ঞ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বলেন যে এই পদ বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না, কারণ—(ক) পদকল্পতরুর সকলগুলি পুঁথিতে ও পদরসসারের পুঁথিতে ইহার ভণিতায় কবিবল্লভের নাম আছে। (খ) ইহাতে যে "সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে" কলি আছে তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে প্রদত্ত অনুরাগের লক্ষণের অনুবাদ। শ্রীরূপ অনুরাগের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥

অর্থাৎ যে রাগ বা প্রেম নব নব রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নবনবরূপে আস্বাদিত করায় তাহাকেই অনুরাগ বলে। (গ) কবিবল্লভের "জনম অবধি" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ে যে অসীম অতৃপ্তি সুন্দর স্বাভাবিক ভাষায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে,—তাঁহার "লাখ লাখ যুগ" ইত্যাদি পঙক্তিতে সে স্বাভাবিকতা ও রসব্যঞ্জনা রক্ষিত হয় নাই। জগতের আপামর সকল ব্যক্তির নিকটই সুখের সময়টা সংক্ষিপ্ত ও দুঃখের সময়টা সুদীর্ঘ প্রতীত হয়, এ অবস্থায় মিলনের কালটা যে কি জন্য শ্রীরাধার নিকট "লাখ লাখ যুগ"বৎ প্রতীত হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপী নিত্য প্রেম সম্বন্ধরূপ বৈষ্ণব দর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলে না। কবিতায় এইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ কাব্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক না হইয়া সহৃদয়দিগের বিবেচনায় কাব্যের অপকর্ষেরই কারণ ঘটে।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ২৭ ২৯)।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে (ক) শ্রীরূপের পক্ষে বিদ্যাপতির এই পদ প্রদত্ত অনুরাগের সংজ্ঞা গ্রহণ করা অসম্ভব নহে (খ) কবিতাটী অপেক্ষাকৃত অখ্যাত বল্লভ বা কবিবল্লভের রচনা হইতে পারে না কেন। "এই মহাগীতি যে কোন মহাকবির প্রতিভা হইতে উৎসারিত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতি ছাড়া কোন কবিকে ইহার রচয়িতা বলিয়া কল্পনা করা যায় না। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ অনুরূপ সুরের প্রতিধ্বনি মিলে, কিন্তু উহার প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রেমের রহস্যময় বিপরীত-ধর্ম্মিত্ব, ইহার আনন্দ বেদনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত প্রকৃতি, ইহার সর্ব্বনাশা আকর্ষণ সব ভোলান মোহ এই সমস্ত পদে সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আলোচ্য পদের কল্পনার বিশাল বিশ্বব্যাপী অসীমকালে প্রসারিত সৃষ্টি রহস্যোদ্ভেদকারী পরিধি (cosmic imagination) চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসে নাই।" "প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্তি আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান, সৌন্দর্য্যের খণ্ডিত, আংশিক প্রকাশ হইতে উহার মূল প্রস্রবণের দিকে দুরূহ অভিযান, রূপে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, অনায়ত্তের দিকে ব্যাকুল হস্ত প্রসারণ—ইত্যাদি প্রকার প্রেমের দুরবগাহ মহিমা ও আকর্ষণের সুরটি এই কবিতায় যেরূপ আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতি সমূহের মধ্যে স্থানলাভের উপযুক্ত। কীট্‌সের সৌন্দর্য্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও শেলীর আদর্শ সন্ধানে ঊর্দ্ধাভিযান পিপাসী হৃদয়াবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড় একাত্মতায় যুক্ত হইয়াছে।" (বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা পৃঃ ২২–২৩)।

পদকল্পতরুতে কবিবল্লভ ভণিতায় এই একটি মাত্র পদই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বল্লভ বা বল্লভদাস ভণিতায় ২৫টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ পদগুলির মধ্যে ২৪টি পদের ভাষা পুরাপুরি বাংলা এবং তন্মধ্যে দশটী পদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার রীতি ও কোন কোন স্থানে ভাষা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া লেখা। যথা নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় :—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥

বল্লভদাসে :— যে করিল জগজনে করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর। (পদকল্পতরু ২৯৮১)।

বা' পদকল্পতরুর ১৭০ সংখ্যক পদটীর সহিত আলোচ্য পদের ভাব ও ভাষায় কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা—

সজনী প্রেম কি কহবি বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতি কাতর
কহত কানু পরদেশ॥
চাঁদক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
দিনহি রজনি করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান।

কব আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোয়ই খেণে ভোরি।
সো গুণ গাওই শ্বাস খেণে কাঢ়ই
খণহি খণহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখি বদন কানু যব পোঁছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনি
বল্লভদাস সুখে মাতি॥

কানুর কোলে থাকিয়াও বিরহে ব্যাকুল হওয়া, হরি কবে আসিবে তাহা হরি'কই জিজ্ঞাসা করা প্রভৃতি শ্রীরূপগোস্বামী বর্ণিত প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণ। শ্রীরূপগোস্বামী প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

অর্থাৎ প্রেমের উৎকর্ষ যখন এতদূর হয় যে প্রিয়ের সন্নিকর্ষে থাকিয়াও বিচ্ছেদের ভাবে আর্ত্তি আসে তখন তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। বল্লভ যেন এই সংজ্ঞার উদাহরণ দিবার জন্যই এই পদটী লিখিয়াছেন। গোবিন্দ দাসও অনুরূপ ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর। (পদকল্পতরু ১৭৬)।

গোবিন্দদাস একটি সুবিখ্যাত উৎকৃষ্ট পদে (পদকল্পতরু ২৩৪) বল্লভের রসবৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—

গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস-মরিযাদ।

বল্লভ যে একজন প্রেমরসের মর্য্যাদার জ্ঞাতা বা রসবেত্তা ছিলেন তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণির প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণরূপে তিনি যেমন কবিতা লিখিয়াছিলেন, তেমনি অনুরাগের সংজ্ঞার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জনম অবধি' পদ রচনা করা অসম্ভব নাও হইতে পারে। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'রসকদম্ব' গ্রন্থের রচয়িতা কবিবল্লভ এবং পদকল্পতরুতে প্রদত্ত ২৫।২৬টী পদের লেখক একই ব্যক্তি হইতে পারেন। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে এই বল্লভ বিদ্যাপতির রচিত 'জনম অবধি' পদটীতে প্রথম তিন চারি কলি জুড়িয়া দিয়া নিজের নামের ভণিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহারা 'জনম অবধি' পদটী বিদ্যাপতির রচনা নহে সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা বলেন যে উহাতে পিরীতি শব্দ আছে এবং ঐ শব্দ বিদ্যাপতি কখনও ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু নেপাল পুঁথির ১৭০ সংখ্যক পদে আছে—

'তহি হম পিরিতি একে পরাণ।'

পদটী অবশ্য নৃপমল্লদেব রচিত। কিন্তু রামভদ্রপুরের প্রাচীন পুঁথির ৪০৭ সংখ্যক পদ যাহা বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ-পদাবলীর ৭৮ সংখ্যক পদরূপে শিবনন্দন ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায়—

ভনই বিদ্যাপতি রসময় রীতি
রাধা মাধব উচিত পিরীতি॥

কিন্তু বিদ্যাপতির পদে 'জুড়ন' ও 'জুরাইও' শব্দ হৃদয় জুড়াইল শীতল হইল অর্থে পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। গ্রিয়ার্সনের ৫০ সংখ্যক পদে 'জুড়ি রয়নি চকমক কর 'চাঁদনি' আছে। 'জুড়ি' শব্দের অর্থ শীতল। নেপাল ৯৭ সংখ্যক পদে আছে—

অহনিসি বচনে জুড়েওলহ কান।

সুতরাং ভাষার দিক দিয়া পদটী বিদ্যাপতির রচনা নহে বলা চলে না।

'জনম-অবধি'র ন্যায় কবিতা যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার কলম দিয়া দুই একটির বেশী ভাল কবিতা বাহির হয় নাই এরূপ অনুমান অসঙ্গত বিবেচনায় নূতন কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম।

(৭৬৩)

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
স্থত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসারি মন তাহে সমাপলু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লু
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়।
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারন ভার তোহারা॥

পদকল্পতরু ৩০১৬; ন.গু. ৮৩৮

শব্দার্থ—তাতল—উত্তপ্ত; সুত মিত—সুত ও মিত্র; সমাপলু—সমর্পণ করিলাম; বিশোয়াসা—বিশ্বাস, ভরসা; লহর—লহরী; সমাওত—প্রবেশ করে, লীন হয়।

অনুবাদ—উত্তপ্ত বালুকারাশি যেমন জলবিন্দু শুসিয়া লয় (তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখে না), সুত মিত্র ও রমণীগণ (আমাকে) সেইরূপ (গ্রাস) করিয়াছিল। তোমাকে ভুলিয়া তাহাতে মন সমর্পণ করিলাম, এখন আমার কি উপায় হইবে? মাধব, পরিণামে আমার আশা নাই। তুমি জগৎ উদ্ধার কর, দীনের প্রতি দয়াময়; অতএব তোমাতেই ভরসা রাখি। আমি অর্ধজন্ম (জীবন) নিদ্রায় কাটাইলাম, বার্ধক্য ও শৈশবে আরও কতদিন গেল। নিধুবনে রমণীর সহিত রঙ্গরসে মাতিলাম; তোমাকে কখন ভজনা করিব? কত চতুর্মুখ ব্রহ্মা মরিয়া মরিয়া যায়, তোমার আদি অবসান নাই। তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই লীন হয়, যেমন সমুদ্র-তরঙ্গ সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া আবার সমুদ্রে বিলীন হয়। বিদ্যাপতি বলেন শেষ সময়ে যমের ভয় হইতেছে। তুমি ছাড়া আর গতি নাই। তুমি আদি এবং অনাদির নাথ বলাও (লোকে বলে), এখন সংসার হইতে তরাইবার ভার তোমার।

(৭৬৪)

জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পূছত
করম সঙ্গ চলি জায়॥

এ হরি, বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥

জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

ভনহুঁ বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সঁাঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥

প স পৃঃ. ২০১; প. ত. ৩০৯৮; ন. গু. ৮৩৬

অনুবাদ—পাপের দ্বারা যত্নে যতধন সঞ্চয় করিলাম, তাহা পরিজনেরা মিলিয়া খাইতেছে; (কিন্তু এখন) মরণের সময় কেহই কোন খবর লয় না (জিজ্ঞাসা করে না); কম্ম সঙ্গে গমন করে। হে হরি! তোমার পদরূপ নৌকাকে বন্দনা করি; তোমার পদ-তরী পরিত্যাগ করিয়া পাপরূপ সমুদ্র কি উপায়ে উত্তীর্ণ হইব? জন্ম হইতে (আজ পর্য্যন্ত) তোমার পদ সেবা করি নাই; যুবতী (আমার) মতিময় মিলিত হইয়াছে অর্থাৎ যুবতি-চিন্তা আমার সমস্ত মতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি অমৃত ত্যাগ করিয়া কি হলাহল পান করিলাম! (আমার) সম্পদ বিপদ্ হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন মনে ভাবিয়া দেখ শুধু কথায় কি কাজ হইবে। সন্ধ্যাবেলায় কেহ কি সেবা (সেবা করিবার কাজ) প্রার্থনা করে (সারাদিন বাদে, সন্ধ্যাবেলায় কেহ যদি সেবা খাটিতে চায় তাহা কি পায়)? তোমার চরণের প্রতি চাহিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

(৭৬৫)

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছাড়বি মোয়॥
গনইতে দোস গুনলেস না পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুঅা পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দিনবন্ধু॥

প স পৃঃ ২০১; প ত ৩০১৭; ন. গু. ৮৩৭

অনুবাদ—মাধব তোমাকে আমি বহু মিনতি করিতেছি। তিল তুলসী দিয়া আমার দেহ (তোমাকে) সমর্পণ করিলাম। নাথ, আমার প্রতি দয়া ছাড়িও না। যখন তুমি বিচার করিবে, (আমার) দোষ গণনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না। তুমি জগতে বলাইয়া থাক যে তুমি জগতের নাথ। এই ছার (অধম) জগতের বাহির নহে (অর্থাৎ তুমি যখন জগৎকে ত্রাণ করিবে তখন আমাকেও তরাইতে হইবে)। আমার কর্ম্মের বিপাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম হইবে, কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষী অথবা কীট পতঙ্গ হইয়া জন্মি না কেন তোমার প্রসঙ্গে আমার মতি রহুক। বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর হইয়া বলিতেছে এই ভবসিন্ধু পার হইবার জন্য তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিলাম। হে দীনবন্ধু (আমাকে ঐ পদপল্লব) এক তিল (তিলেকের জন্য) দান কর।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড

মিথিলায় লোকমুখে সংগৃহীত হর-গৌরী ও গঙ্গাবিষয়ক পদ

(৭৬৬)

জয় জয় ভৈরবি অসুর-ভয়াউনি
পসুপতি-ভামিনি মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅও গোসাউনি
অনুগতি গতি তুঅ পায়া॥

বাসর-রৈনি সবাসন সোভিত
চরন, চন্দ্রমনি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল,
কতও উগিল কৈল কূড়া॥

সামর বরন, নয়ন অনুরঞ্জিত,
জলদ-জোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁড়রি
লিধুর-ফেন উঠ ফোকা॥

ঘন ঘন ঘনএ ঘুঘুর কত বাজএ,
হন হন কর তুঅ কাতা।
বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদ-সেবক
পুত্র বিসরু জনি মাতা॥

ন. গু. (হর) ২

শব্দার্থ—অসুর-ভয়াউনি—অসুরদের নিকট ভয়ানক; গোসাউনি—গোস্বামিনী; রৈনি—রজনী; সবাসন—শব হইয়াছে আসন যাঁহার; মুঁহ—মুখ; উগিল—উদ্গীরণ করিল; কোকা—কোকনদ; পাঁড়রি—পাটলী, পাটলবর্ণ; লিধুর—রুধির; কাতা—খড়্গ।

অনুবাদ—হে অসুরগণের ভীতি-প্রদায়িকা ভৈরবি! তুমি পশুপতি-পত্নী মায়া। তোমার জয় হউক। হে গোস্বামিনি! তোমার চরণ শরণই আমার গতি; বর দাও (যেন) স্বাভাবিক সুমতি হয়। (তোমার) চরণ শবাসন (মহাদেব) কর্তৃক দিবারাত্র (সর্বদা) শোভিত; চন্দ্ররূপমণি (অথবা চন্দ্র ও মণি) তোমার চূড়ায় (ললাটে)। তুমি কত দৈত্য মারিয়া মুখে ফেলিয়াছ (উদরসাৎ করিয়াছ), কত দৈত্যকে না উদ্গীর্ণ করিয়া জড় করিয়াছ। তোমার বর্ণ শ্যামল, তাহাতে রক্তিম নয়ন। মেঘে (যেন) কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার পাণ্ডুরবর্ণ ওষ্ঠ-পুটে বিকট স্পষ্ট-ধ্বনি, রক্তের ফেনে বুদ্বুদ উঠিতেছে। ঘন ঘন ঘনরবে কত ঘুঙুর বাজিতেছে; তোমার খড়্গ হন হন করিতেছে। বিদ্যাপতি কবি তোমার পদ-সেবক, পুত্রকে যেন বিস্মৃত হইও না।

(৭৬৭)

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা ॥
খন পঞ্চানন খন ভুজচারি।
খন সঙ্কর খন দেব মুরারি ॥
খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খন ভিখি মাঁগিএ ডমর বজায় ॥

খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান ॥
এক সরীর লেল দুই বাস।
খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ন ও সুলপানি ॥

ন. গু. (হর) ৬

শব্দার্থ—ভল—ভাল; বঘছলা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম; ভুজচারি—চতুর্ভুজ; বোকান—থলি।

অনুবাদ—হর ভাল, হরি ভাল, তোমার লীলা ভাল। ক্ষণে পীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল। কখনও পঞ্চানন, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও শঙ্কর, কখন দেব মুরারি। ক্ষণে গোকুলেতে গাভী চরাও, ক্ষণে ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা মাগ। ক্ষণে গোবিন্দ হইয়া (বৃন্দাবনে) মহাদান লও, ক্ষণে ভস্ম মাখিয়া কাঁধে ঝোলা ঝুলাও। একই দেহ, দুই বাসস্থান লইয়াছ; ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস। বিদ্যাপতি এই অদ্ভুত (বিপরীত) কথা বলিতেছেন—যে নারায়ণ, সেই শূলপাণি।

(৭৬৮)

হর জনি বিসরব মো মমিতা,
হম নর অধম পরম পতিতা।
তুঅ সন অধম উধার ন দোসর
হম সন জগ নহি পতিতা ॥

জম কে দ্বার জবাব কওন দেব
জখন বুঝত নিজ গুন কর বতিয়া।
জব জমা ককর কোপি উঠাএত
তখন কে হোত ধরহরিয়া ॥

ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
সঙ্কর বিপরিত বানী।
অসরন সরন চরন সির নাওল
দয়া করু দিঅ সুলপানী ॥

বেনী ২৪০

শব্দার্থ—মমিতা—মমতা; ককর—কিঙ্কর।

অনুবাদ—হে হর, আমার (প্রতি) মমতা যেন বিস্মৃত হইও না। আমি পরম অধম ও পতিত নর। তোমার মত অধমের উদ্ধার-কর্ত্তা আর নাই। আমার মত পতিত জগতে আর নাই। যমদ্বারে আমি কি জবাব দিব, যখন আমার নিজের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। যখন যমকিঙ্কর ক্রোধে লইয়া যাইবে, তখন কে রক্ষা করিবে? সুকবি বিদ্যাপতি পবিত্র চিত্তে শঙ্করের বিপরীত (স্বভাবের) কথা বলিতেছেন। হে শূলপাণি, মস্তক নোয়াইলাম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্বরূপ চরণ দয়া করিয়া দাও।

(৭৬৯)

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিরদীস অনাথে॥

করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহুঁ পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে॥

সাগর সম দুখ ভারে।
অবহু করিঅ প্রতিকারে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তবানে॥

ন. গু. (হর) ৪২

শব্দার্থ—নিরদীস—নিরুদ্দেশ; বেড়—নৌকা; করুআর—নৌকার হাল।

অনুবাদ—হে হর, তুমি ত্রিভুবনের নাথ। আমি নিরদ্দেশ (নিকৃষ্ট) অনাথ। আমি তপস্যা ও ধর্ম্মকর্ম্মহীন, পাপের অধীনে পড়িলাম। নৌকা স্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব, তুমি হা'ল ধর (কর্ণধার হও)। সাগর সমান দুঃখের ভারের এখন প্রতীকার কর। বিদ্যাপতি এই কথা বলেন—সঙ্কট ত্রাণ কর।

(৭৭০)

সিব সঙ্কর হে
ভলি অনুগতি ফল ভেলা।
এতএ সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহলা॥

তোঁহেঁ হোএব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আসে।
জমহু সঙ্কট পুনু উপেখি হলহ জনু
সেওলাহে বড়ে পরআসে॥
স্রবন নয়ন গেলে তনু অবসন ভেলে
জদি তোহে হোএব পরসনে।
কি করব ততিখনে হয় গঅ মনি ধনে
ঝখইতে বেআকুল মনে॥

ঈঁদ চাঁদ গন হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভগত বছল প্রভু বান মহেসর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা॥
বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও জমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোঅও তুঅ পরসাদে॥

ন. গু. (হর) ৪৩

শব্দার্থ—পরসন—প্রসন্ন; সেওলাহে—সেবা করিলাম; পরআসে—প্রয়াসে; ঈঁদ—ইন্দ্র; গণ—গণেশ; বছল—বৎসল।

অনুবাদ—হে শিব-শঙ্কর, তোমার শরণাগতির ভাল ফল হইল। এখানে এইরূপ সঙ্গতি, পরলোকে কি গতি হইবে? মনোরথ মনেই রহিল। তুমি প্রসন্ন হইলে অমূল্য ধন পাইব। এই আশায় জন্ম বহিলাম। যম-সঙ্কটে যেন (আমাকে) উপেক্ষা করিও না, বড় প্রয়াসে তোমার সেবা করিলাম। শ্রবণ নয়ন গেলে (এবং) তনু অবসন্ন হইলে যদি তুমি প্রসন্ন হও, তখন অশ্ব-গজ-মণি-ধনে কি করিব? এই শোকে মন ব্যাকুল। ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, কমলাসন হরি, সকল দেবতাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বাণ-মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল, ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। [বিদ্যাপতির নিবাসস্থল বিসফী হইতে উত্তরে ভেড়বা নামক গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। সেই মন্দিরে গিয়া বিদ্যাপতি পূজা করিতেন প্রবাদ আছে।] বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমার মন (মনোরথ) পূর্ণ কর, যমের ভয় ছাড়ুক; আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ। তোমার প্রসাদে সব হয়।

(৭৭১)

কখন হরব দুখ মোর
হে ভোলা নাথ।
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমাএব
সুখ সপনহু নহি ভেল, হে ভোলানাথ॥

আছত চানন অবর গঙ্গাজল
বেল পাত তোহি দেব, হে ভোলানাথ॥
যহি ভবসাগর থাহ কতহু নহি
ভৈরব ধরু কর আএ, হে ভোলানাথ॥

ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি হে ভোলানাথ॥

বেণী ২৭২

অনুবাদ—হে ভোলানাথ, আমার দুঃখ কখন হরন করিবে? দুঃখে জন্ম হইল, দুঃখেই কাল কাটাইব, স্বপ্নেও সুখ হইল না। চন্দন গঙ্গাজল ও অক্ষত বেলপত্র তোমাকে দিব। এই ভবসাগরে কোথাযও ঠাই নাই (অগাধ), হে ভৈরব, আসিয়া (আমার) কর ধারণ কর। বিদ্যাপতি বলেন, আমার গতি ভোলানাথ। আমাকে অভয় বর দাও।

(৭৭২)

হে হর জানিনে ভেল গরু দরবার॥
অসরন সরন ধৈল হম তোহি।
অবলা জানি বিসরল মোর॥
ভাঁগ খায় সিব লুতলাহ ভোর।
তৈ দিন দিন দুরগতি ভেল মোহি॥

দাতা হমরো সিংঘেশ্বর নাথ,
তনিক সেবা কৈ ভেলহুঁ সনাথ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মহেস,
অপন সেবক কের মেটহ্ কলেস॥

মি গী. স. ২য় খণ্ড পৃঃ ৩২

অনুবাদ—হে হর, আমি বুঝিতে পারিলাম না, তোমার দরবার বড় কঠিন। নিরাশ্রয় হইয়া আমি তোমার শরণ লইলাম। দুর্বল জানিয়া আমাকে ভুলিয়া গেলে। শিব ভাং খাইয়া বিভোর হইয়া শয়ন করিল। সেইজন্য দিন দিন আমার দুর্গতি হইল। সিংহেশ্বর নাথ আমার দাতা, তাঁহার সেবা করিয়া আমি সনাথ হইলাম। বিদ্যাপতি বলেন মহেশ! শুন আপন সেবকের ক্লেশ দূর কর।

(৭৭৩)

সিব হো, উতরব পার কওন বিধি।
লোঢ়ব কুসুম তোরব বেল পাত।
পুজব সদাসিব গৌরিক সাত ॥
বসহা চঢ়ল সিব ফিরহু মসান।
ভঁগিয়া জঠর দরদী নহি জান ॥
জপ তপ নহি কৈলহু নিত দান।
চিত গেলা তিন পন করইত আন ॥
ভন বিদ্যাপতি সুমু হে মহেস।
নিরধন জানিকে হরহু কলেস ॥

বেণী ২৩৮

অনুবাদ—হে শিব, কি উপায়ে পারে (ভবপারে) উত্তীর্ণ হইব? কুসুম তুলিব, বেলপাতা ছিঁড়িয়া আনিব, গৌরীর সঙ্গে সদাশিবের পূজা করিব। বৃষে চড়িয়া শিব শ্মশানে বেড়ান, পেটে ভাঙ্গ্, পরের দুঃখ জানে না। জপতপ নিত্যদান করিলাম না। অন্য (বিগর্হিত) কাজ করিতে তিনপোয়া (জীবন) অতীত হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, শুন, (আমাকে) নির্ধন জানিয়া (জানিকে) ক্লেশ হরণ কর।

(৭৭৪)

সুরসরি সেবি মোরা কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সুন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥
উঠবহ বনিআঁ তোঁ হাট বাজারে।
এহি পথ আওত সুরসরি ধারে ॥
ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লাওতাহ সুরসরি ধ'রে ॥
বিদ্যাপতি ভন বিমল তরঙ্গে।
অন্ত সরন দেব পুনমতি গঙ্গে ॥

ন. গু. (গঙ্গা) ২

অনুবাদ - সুরসরিৎকে সেবা করিয়া আমার কিছুই হইল না। পুণ্যবতী গঙ্গাকে ভগীরথ লইয়া গেলেন। যখন মহাদেব গঙ্গা দান করিলেন, জটা শূন্য হইল, ও চাঁদ মলিন হইল। বণিক, তুমি হাটবাজার উঠাও, এই পথে সুরসরিতের ধারা আসিবে। (বণিকের উত্তর) ছোট খাটো ভগীরথ, ধুচুনীর মত মাথা; সে কি গঙ্গার ধারা আনিতে পারে?

(৭৭৫)

তোহেঁ প্রভু সুরসরি ধার রে
পতিতক করিয় উধার রে।
দুরসেঁ। দেখল গাঙ্গ রে।
পাপ ন রহয়ে আঙ্গ রে ॥
সুরসরি সেবল জানি রে
এহন পরসমনি পাবি রে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে
সুপুরুষ গুণক নিধান রে ॥

মি গী. সং ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮

অনুবাদ—প্রভু তুমি সুরধুনীর ধারা। পতিতকে উদ্ধার কর। দূর হইতে গঙ্গাকে দেখিলে শরীরে পাপ থাকে না। (তোমাকে) সুরসরিৎ জানিয়া সেবা করিলাম, এইরূপ স্পর্শমণি পাইব বলিয়া।

(৭৭৬)

এতএ কতএ অএল জতি
গোরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি
ডরব দেখি সাপে ॥
তোড়ব মোয়ঁ জটাজুট
ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান জতি
হোএত অপমানে ॥

তীনি নঅন হর বীসম
জর দহনু।
উমা মোরি নন্থমি
হেরহ জনু ॥
ভনই বিদ্যাপতি
সুন জগমাতা।
ও নহি উমত
ত্রিভুবন দাতা ॥

ন গু, হর ৮

শব্দার্থ—এতএ—এখানে ; কতএ—কোথা হইতে ; গোরি—গৌরী ; ফোড়ব বোকানে—থলি ছিঁড়িয়া দিব ; দহনু—অগ্নি ; নন্থমি—ছোট।

অনুবাদ—এখানে কোথা হইতে যতি আসিল ? গৌরী তপে (মগ্ন) আছে। কন্যা রাজকুমারী, সাপ দেখিযা সে ভয় পাইবে। আমি জটাজুট ছিঁড়িয়া দিব, থলি ছিঁড়িযা ফেলিব। যদি নিষেধ না মান, অপমানিত হইবে। হে হর, তোমার তৃতীয় নয়নে বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে। আমার উমা ছেলেমানুষ, সে যেন দেখিতে না পায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জগন্মাতা শুন, ও উন্মত্ত নহে ; ত্রিভুবনের দাতা।

(৭৭৭)

এ মা কহএ মোয়ঁ পুছেঁ! তোহী
ওহি তপোবন তাপসি ভেটল
কুসুম তোরএ দেল মোহী ॥
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জঁাহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
বইসলি রহলি জঁাহা ॥

গরা গরল নয়ন অনল
সির সোভইহ্নি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজএ
এহে আএল তপসী ॥
সিব সুরসরি ভমূ কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
বিভুতি কএল ফোটা ॥

ন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গোরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥

ন. গু (হর) ১০

শব্দার্থ—কহএ—কহ, বলো; তোড়এ—ছিঁড়িয়া, তুলিয়া; গরা—গলায়, কণ্ঠে; ইসর—ঈশ্বর; ভুগুতি—ভুক্তি।

অনুবাদ—ওমা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বল। ওই তপোবনে তপস্বী আমাকে ফুল তুলিয়া দিল। যেখানে যত ফুল ছিল, অঞ্জলি ভরিয়া তুলিল। যেখানে আমি বসিয়াছিলাম, সেইখানে তিন নয়নে আমাকে ক্ষণেক দেখিল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শশী শোভা পাইতেছে। ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া তপস্বী এখানে আসিল। মস্তকের সুরসরিৎ কপালে ভ্রমণ করিতেছে, হস্তে একটি কমণ্ডলু; বৃষভে চড়িয়া, বিভূতির ফোঁটা করিয়া দিগম্বর আসিল। বিদ্যাপতি বলেন, গৌরীমাতা, স্বামীর নিন্দা করিও না। তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর, ভুক্তি ও মুক্তিদাতা।

(৭৭৮)

জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি।
আএল বসহা চঢ়ি বিভূতি লগাএ হে।
মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে॥
সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে।
চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে॥
তীনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে।
ভাল তিলক চান ফটিকক মালা হে॥
ওহ সিংহেস্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কর মোর গৌরীহর গতি হে॥

ন. গু. (হর) ১২

শব্দার্থ—মনাইনি—মেনকা; হরলনি—হরণ করিল; গাত—গাত্র; টোনা—মন্ত্র; চান—চাঁদ।

অনুবাদ—হে মেনকা, যোগী মন মোহিত করে। বৃষভে চড়িয়া বিভূতি লাগাইয়া আসিল। ডমরু বাজাইয়া আমার মন হরণ করিল। সেই নাথ জরাশূন্য (অর্থাৎ চিরযৌবনশালী) পতি, (তাঁহার) সুন্দর দেহ আমার চিত্ত হইতে ছুটে না, কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানে বোধ হয়। ত্রিনয়নে এক অগ্নির জ্বালা, ললাটে চন্দ্রের তিলক, (গলায়) স্ফটিকের মালা। ঐ সিংহেশ্বর নাথ আমার পতি। বিদ্যাপতি কহেন, গৌরীহর আমার গতি।

(৭৭৯)

বিবাহ চলল সিব সঙ্কর হরিবংকর।
ডামরু লেলকর লায় বিভূতি ভুঅঙ্কর॥
নাগর নিকট হর আয়ল সুনি পাওল।
দেখয় চলল সব ভূপ রূপ দেখি লুবুধল॥
পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি।
নাগ কয়ল ফুফুকার দুরহ পড়াইলি॥
এহন উমত বর কেকর উর বিসধর।
গৌরি বরু রহথু কুমারি করব বর দোসর॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল গাবি সুনাওল।
তুরত করিয়ে সব কাজ হরবর সুন্দর॥

বেণী ২৪৮

অনুবাদ—শিবশঙ্কর হরিবংকর বিবাহ (করিতে) চলিল। ডমরু করে লইল, বিভূতি (ভস্মাবলেপন) ভয়ঙ্কর। হর নগরের নিকট আসিয়াছে, শুনিতে পাইল। সকল রাজা রূপ দেখিতে চলিল, দেখিয়া লুব্ধ হইল। মেনকা সকল গায়নীকে লইয়া স্ত্রী-আচার করিতে চলিল। নাগ ফোঁস করিয়া উঠিল, (সকলে) দূরে পলাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার? বক্ষে বিষধর (সর্প)। গৌরী বরং কুমারী থাকুক, অন্য বর করিব (অন্য বরের সহিত বিবাহ দিব।) বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি গান করিয়া শুনাইলাম। হর সুন্দর বর ; সব কাজ শীঘ্র কর।

(৭৮০)

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে॥
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাঁউনি তোহ ন জোগ বর॥
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী॥
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী॥
ভাল বলই নয়নানল রাসী '
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী॥
বড়ে সুখে সাসু চুমওবাহ মথা।
ওঠ বুরত সুরসরিকে সথা॥
করব সখী জনে কেলি অলাপে।
বিলগ হোএত ফফুআএত সাপে॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝহ জুগুতী।
মেলি করাউবি হমে সিব সকতী॥

ন. গু. (হর) ১৫

শব্দার্থ—বিলুবিঅ—সাজাইলাম ; পিঠারে—পিষ্টকে (চালের গুঁড়ি) ; ছারে—ছাইদ্বারা ; মউল—মুকুট ; ডাঢ়তি—জ্বলিয়া যাইবে ; ধীএ—কন্যা ; ওঠ—ওষ্ঠ ; বুরত—ডুবিয়া যাইবে ; বিলগ হোএত—নিকটে গেলেই।

অনুবাদ—সিন্দুর ও পিঠালি দিয়া মঙ্গল দ্রব্য সাজাইলাম। তোমাকে ভাল সমর্পণ করিলাম! তুমি ছাইতে (ভস্মে) সাজিলে! হে দিগম্বর হর, তুমি ফিরিয়া যাও। আমার ঈশ্বরীর যোগ্য বর তুমি নও। হর অপেক্ষা গৌরী গৌরবে অধিক। তবে তোমার জপমালা দিয়া কাজ কি (অর্থাৎ তুমি যাও)? সম্ভ্রমের সহিত তোমার নয়ন (পানে) চাহিবে। (কিন্তু) হিমগিরি কন্যা কেমন করিয়া অগ্নি সহ্য করিবে? তোমার ললাটে নয়নানলরাশি জ্বলিতেছে, (তাহাতে) গৌরীর মুকুট ঝলসিয়া যাইবে, পট্টবাস জ্বলিয়া যাইবে। বড় সুখে শাশুড়ী (যখন) মাথায় স্ত্রী-আচার করিবেন, তখন সুরধুনীর স্রোতে (তাঁহার) ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। সখীরা (যখন) কেলি-আলাপ করিবে, (তখন) নিকটে গেলেই সর্প বাহির হইয়া ফোঁস ফোঁস করিবে। বিদ্যাপতি কহেন, যুক্তি বুঝ, আমি শিব ও শক্তির মিলন করাইব।

(৭৮১)

জটাজুট দহ দিস দএ হলু নমাএ।
বসহ চঢ়ল উপগত ভেল আএ॥
দুর সয়ঁ মন্দাইনি হলিঅ পুছাএ।
কে বরিআতী কে ইথি জমাএ॥
কণ্ঠে আএল ছইহি বাসুকি রাএ
সেহে বরিআতী ইসর জমাএ॥
অইসন ঠাকুর হর সম্পতি থোরী।
ভঙ্ উঠি আইলিছইহি ভসমক ঝোরী॥

বিধি ন করএ হর খেলএ পাসা সারি।
সাপক সঙ্গে সিবে রচলি ধমারি ॥

খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ ॥

ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
ও নহি উমতা জগত কিসান ॥

ন. গু. (হর) ১৬

শব্দার্থ—দহ দিস—দশদিক ; নমাএ—নামাইয়া ; মন্দাইনি—মন্দাকিনী ; বরিআতী—বর যাত্রী ; ঈসর জমাএ—ঈশ্বর জামাই ; ধমারি—হুড়াহুড়ি ; গজাএ—গাঁজা ; জোহল—খুঁজিয়া আনিল।

অনুবাদ—দশদিকে জটাজুট ঝুলাইয়া দিয়া বৃষভে চড়িয়া আসিয়া উপনীত হইল। দূর হইতে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বরযাত্রী, কে জামাই (অর্থাৎ বুঝা যায় না)? কণ্ঠে বাসুকীরাজ আসিলেন। তিনি বরযাত্রী, ঈশ্বর জামাই। হর এমনই ঠাকুর, সম্পতি অল্প, ভস্মের ঝোলা উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছেন। হর (বিবাহের) বিধি (কিছু) করে না কিন্তু পাশার সারি খেলে [এবং] সাপের সঙ্গে শিব হুড়াহুড়ি করে। হর পরমান্ন [খিরি] খায় না, গাঁজায় অবসান [অর্থাৎ গাঁজা পাইলেই হইল], এমন উন্মত্ত জামাই কে খুঁজিয়া আনিলেন? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস কহি ; ও উন্মত্ত নয়, জগতের কৃষক।

(৭৮২)

জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি
আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সঁপুন জনি সসধর
উগল সময় সাঁঝ ॥

চৌদহ ভুঅন সিব সোহাওন
গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি।
আএল জনি জভারি ॥
হেমত সরির পুলকে পূরল
সফল জনম মোরি।
হরি বিরঞ্চি দুহু জন বৈসল
হরকে দেল মোয় গোরি ॥

নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি
আওর কত ন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামিনি
সবে সবে দেঅ গারি ॥
ভন বিদ্যাপতি গৌরি পরীনয়
কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফকারে নারি পড়াইলি
বসন ঠাম নড়াএ ॥

ন. গু. (হর) ১৭

শব্দার্থ—সঁপুন—সম্পূর্ণ ; সোহাওন—শোভাস্বরূপ ; মদাইনি—মন্দাকিনী ; জভারি—জম্ভারি, ইন্দ্র ; কোবর—কৌতুকাগার, বাসর গৃহ ; গারি—গালি।

অনুবাদ—যখন শঙ্কর গৌরীকে হাতে ধরিয়া বিবাহ মণ্ডপে আনিলেন, তখন যেন সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ শশধর উদিত হইল। শিব চৌদ্দ ভুবনের শোভন (শোভা স্বরূপ)। গৌরী রাজার কুমারী; মন্দাকিনী দেখিয়া হর্ষ-প্রাপ্ত হইলেন, যেন ইন্দ্র আসিলেন। হিমবানের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, (কহিলেন) আমার জন্ম সফল; হরি ও ব্রহ্মা দুই জনে বসিলেন। আমি হরকে গৌরী দান করিলাম। নারদ তম্বুরায় মঙ্গল গান করিতেছেন আরও কত না নারী (অনেক রমণী মঙ্গল গাইতেছেন। বাসর ঘরে কামিনীরা কৌতুক করিয়া কৌশলে সকলে সকলকে গালি দিতেছে। বিদ্যাপতি গৌরী-পরিণয় বলিতেছেন, কৌতুক বর্ণনা করা যায় না। সাপের ফোঁস ফোঁসানিতে সেখানে বস্ত্র ফেলিয়া নারীরা পলায়ন করিল।

(৭৮৩)

উমতা ন তেজএ অপনি বানি।
বস সসুরা কত কর উবানি॥
গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূমি।
পিছরি খসল হর ঘূমি ঘূমি॥
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ।
করকঙ্কন ফনি উঠ ফাঁফএ॥

সবে সবতহু বোল গিরিজমাএ।
বসহ চঢ়ল হর রূসল জাএ॥
জমাইক পরিহন বাঘছাল।
চরন ঘাঘর বাজএ মুণ্ডমাল॥
ভনই বিদ্যাপতি সিব-বিলাস।
গোরি সহিত হর পুরথু আস॥

ন গু. (হর) ১৮

শব্দার্থ—উমতা—উন্মত্ত; বানি—কথা, এখানে স্বভাব; উবানি—উল্টা কথা, বিপরীত ব্যবহার। খসল—পড়িয়া গেল; রূসল—রাগ করিয়া।

অনুবাদ—উন্মত্ত আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করে না। শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কত বিপরীত ব্যবহার করে। [শিরস্থিত] গঙ্গাজলে নৃত্য-ভূমি সিঞ্চিত হইল। হর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন। গৌরী শীঘ্র ধরিতে গেলেন (শিবের) করকঙ্কণ ফণী ফোঁস করিয়া উঠিল। সকলে সর্বত্র বলিল, গিরির জামাই হর রাগ করিয়া বৃষে চড়িয়া যাইতেছে। জামাইয়ের পরিধানে বাঘছাল, চরণের ঘুঙুরও বাজিতেছে, (গলায়) মুণ্ডমালা। বিদ্যাপতি শিবের লীলা কহিতেছেন গৌরীর সহিত হর আশা পূর্ণ করুন।

(৭৮৪)

অঞ্জলি ভরি ফুল তোরি লেল আনী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী॥
জাহি জুহি তোড়ল মোয় আওর বেল পাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে॥
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥

করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝঁপাউ॥
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দুর গেল মদন বিকারে॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসনে গোরি মদন সঁতাবে॥

ন. গু. (হর) ২১

শব্দার্থ—তোরি—তুলিয়া ; আরাধএ—আরাধনা করিতে ; পরাতে—প্রাতঃকালে।

অনুবাদ—অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন। ভবানী শম্ভু আরাধনে চলিলেন। আমি জাতি যূথী ছিঁড়িলাম, আরও বিল্বপত্র। মহাদেব, উঠ, প্রভাত হইযাছে। যখন হর ত্রিনযনে দেখিলেন, সেই অবসরে গৌরীকে মদন পীড়ন করিল। করতল কম্পিত হইল, কুসুম ছড়াইযা পড়িল। শরীরে বিপুল পুলক হইল, বসন দিয়া তনু ঝাঁপিলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, উত্তম ব্যবহার। মদন-বিকারে জপতপ দূরে গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস গান করি, হর-দর্শনে গৌরীকে মদন সন্তাপিত করিতেছে।

(৭৮৫)

হম সোঁ রুসল মহেসে।
গৌরী বিকল মন করথি উদেসে॥
পুছিঅ পথুক জন তোহী।
এ পথ দেখল কহুঁ বূঢ় বটোহী॥
অঙ্গমে বিভূতি অনূপে।
কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে॥
বিদ্যাপতি ভন তাহী।
গৌবী হর লএ ভেলি বতাহী॥

ন. গু. (হর) ২৩

শব্দার্থ—হম সোঁ- আমাব প্রতি ; বটোহী—পথিক ; বতাহী—পাগলিনী।

অনুবাদ—আমাব প্রতি মহেশ বাগ কবিযাছে। (এই বলিযা) গৌবী বিবল মনে (মহেশের) অনুসন্ধান কবিতেছেন। হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা কবি, এইপথে কি একজন বৃদ্ধকে যাইতে দেখিযাছ? তাঁহার অঙ্গে অনুপম বিভূতি, সেই যোগীব স্বরূপ কত কহিব? বিদ্যাপতি তাহাতে কহিতেছেন, গৌবী হরের জন্য উন্মাদিনী হইলেন।

(৭৮৬)

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা সি কি দহু ভেলা॥
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বেসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জে মোর কহতা উগনা উদেস।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেস॥
নন্দন বন মে ভেটল মহেস
গৌবি মন হরসিত মেটল কলেস॥
বিদ্যাপতি ভন উগনা সোঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥

ন. গু (হর) ২৫

শব্দার্থ—উগনা—উলঙ্গ, দিগম্বর ; মেটল—মিটিল ; কলেস—ক্লেশ।

অনুবাদ—আমার দিগম্বর কোথায় গেলেন? শিব কোথায় গেলেন, কি হইল? বটুয়াতে ভাঙ নাই, রাগ করিয়া বসিলেন। খুঁজিয়া আনিয়া দিলে হাসিয়া উঠিলেন। যে আমাকে উগনার উদ্দেশ দিবে তাহাকে হস্তের কঙ্কণ দিব। নন্দন-বনে মহেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; গৌরীর মন হরষিত হইল, ক্লেশ মিটিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, উগনা হইতেই কাজ (তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন), ত্রিভুবনের রাজ্য আমার হিতকর নহে। (ত্রিভুবনের রাজ-সিংহাসন আমি চাহি না)।

(৭৮৭)

পীসল ভাঁগ রহল এহি গতী।
কথি লঁই মনাএব উমতা জতী ॥
আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী ॥
আনক নীক আপন হো ছতী।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী ॥
ভনহি বিদ্যাপতী সুন হে সতী।
ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী ॥

ন. গু (হর) ২৬, বেণীপুরী ২৩৬ সংখ্যক পদের ২-৪, ও ৯ ১০ সংখ্যক কলি
ইহার অনুরূপ ও ৭ম ৮ম কলি পূর্ব্ব পদের অনুরূপ

শব্দার্থ—কথিলঁই—কি উপায়ে; নিকহি- ভাল; উদমতী- উন্মত্ততা; নীক—ভাল, হিত; ছতী—ক্ষতি। ঠেসতা—ঠোকর, হোঁচট।

অনুবাদ—পেষা ভাঙ এই রকম (পড়িয়া) রহিল। উন্মত্ত যতিকে কি উপায়ে মানাইব (শান্ত করিব)? অন্যদিন আমার পতি ভাল ছিলেন। আজ কে (তাঁহার) উন্মত্ততা বাড়াইয়া দিল? অপরের ভাল নিজের ক্ষতি। কোথায়ও ঠোকর লাগিয়া পড়িলে বিপদ হইবে। বিদ্যাপতি বলেন, সতি. শুন, এই পাগল ত্রিভুবনের পতি।

(৭৮৮)

মোর নিরধন ভোরা।
অপনে ভিখারি বিলহ নহি থোরা ॥
ফড়ি কচোটা হর ইসর বোলাবে।
মগত জনা সবে কোটি কোটি পাবে ॥
সবে বোল হুনি হর জগত কিসানে।
বুঢ় বড়দ কুট কাঁখ বোকানে ॥
ভনই বিদ্যাপতি পুছু হুনি দহূ।
কী লএ পোসব দহু পরিজন পুত বহূ।

ন গু. (হর) ২৭

শব্দার্থ—বিলহ—বিতরণ করে; ফড়ি কচোটা—কৌপীন পরিয়া; মগত- প্রার্থী, যাহারা মাগে বা চাহে; বড়দ—বলদ; কুট—ককুদ; বোকানে—থলি; পোসব—পুষিবে।

অনুবাদ—আমার ভোলা নির্ধন, আপনি ভিখারী, (কিন্তু) অল্প দান করেন না (অনেক দান করেন)। কৌপীন পরিলেও হরকে ঈশ্বর বলে, প্রার্থী জন কোটি কোটি (অর্থ) পায়। সকলে বলে ঐ হর জগতের কিষাণ (কৃষক), বৃদ্ধ বলদের ককুদ্ ও কাঁধে ঝুলি। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উহাকে জিজ্ঞাসা কর কি লইয়া বহু পুত্র পরিজন পালন করিবেন।

(৭৮৯)

কওনে উমতওলা হে তৈলোক নাথ।
নিতে উগারিঅ নিতে ভসম সাথ ॥
পাট পটম্বর ধর উতারি।
বাঘছল নিতে পহির ঝারি ॥
তুরয় ছাড়ি চঢ় বসহ পীঠি।
লাজে মরিঅ জয় হেরিঅ দীঠি ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ গোরি।
হর নহি উমতা তোঁহহি ভোরি ॥

ন. গু. (হর) ২৮

শব্দার্থ—উগাবিঅ—উঘার উলঙ্গ; ধর উতারি—খুলিয়া রাখ; পহির—পরিধান কর; তুরয়—তুরঙ্গ, ঘোড়া; বসহ—বৃষ।

অনুবাদ—হে ত্রৈলোক্যনাথ, কে তোমাকে উন্মত্ত করিল? নিত্য উলঙ্গ, নিত্য ভস্ম মাখে। পাটপট্টবসন খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। নিত্য বাঘছাল ঝাড়িয়া পরে। অশ্ব ছাড়িয়া বৃষভের পিঠে বসে। চোখে দেখিয়া লজ্জায় মরি। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গৌরি, শুন। হর উন্মত্ত নহে, তুমিই ভোলা মেয়ে (শিবকে ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই)।

(৭৯০)

সিব হে সেবএ অয়লাহুঁ সুখ লাগী।
বিসম নয়ন অনুখনে বর আগী।
বসহা পড়াএল আগে।
পৈসি পতাল লুকাএল নাগে॥

সসি উঠি চলল অকাসে।
গোরি চললি গিরিবাজক পাসে॥
উচিত বোলএ নহি জাই।
উমত বুঝওব কওনে উপাই॥

ভনই বিদ্যাপতি দাসে।
গৌরী সঙ্কর পুরাবথু আসে॥

ন. গু (হর) ৩০

শব্দার্থ-সেবএ-সেবা করিতে; বসহা—বৃষ; পড়াএল পলায়ন করিল।

অনুবাদ—হে শিব, সুখের জন্য সেবা করিতে আসিলাম, কিন্তু তোমার বিষম নয়নে অনুক্ষণ অগ্নি জ্বলিতেছে। বৃষ আগে পলাইল, সাপ পাতালে প্রবেশ করিয়া লুকাইল। চন্দ্র উড়িয়া আকাশে চলিল, গৌরী গিরিরাজের পাশে চলিলেন। উচিত কথা বলা যায় না। উন্মত্তকে কোন উপায়ে বুঝাইব? বিদ্যাপতি দাস্যভাবে বলিতেছেন গৌরীশঙ্কর আশা পূর্ণ করিবেন।

(৭৯১)

বেরি বেরি অবে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষি করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে বহহ ভিখিএ পএ মাঁগিঅ
গুন গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোঁহে সিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥

খটগ কাটি হরে হর জে বঁধাওল
ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফাবে।
বসহা ধুরন্ধর হব লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেসর
ই জানি কএলি তুঅ সেবা।
এতএ জে বরু সে বর হোঅল
ওতএ জাএব জনি দেবা॥

ন. গু. (হর) ৩১

শব্দার্থ—বেরি বেরি—বার বার ; কিরিষি—কৃষিকার্য্য ; সরমে—লজ্জায় ; খটগ খট্টাঙ্গ ; হর—হল ; ফার—ফাল।

অনুবাদ—শিব, আমি বার বার তোমাকে বলি, মন দিয়া কৃষিকার্য্য কর। লজ্জা-রহিত হইয়া তুমি ভিক্ষা কর, (তাহাতে) গুণ গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর অনুকম্পা করে না। তুমি শিব অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল (লাঙ্গল) বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া (তাহার) ফাল তৈয়ার কর। হে হর, (তোমার) ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া জুড়িয়া দাও। গঙ্গার ধারায় (ক্ষেতের) পাট কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মহেশ্বর শুন, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। এখন যাহা হইবার তাহা হউক, ওখানে (পরলোকে) শরণ দিও।

(৭৯২)

তোহী কোন বুঁধি দেল হে উমতা॥
ললিত ধাম তেজি বসথি মসানে।
অমিয় নহি পিবথি করথি বিসপানে হে॥
চানন নহি হিত বিভূতি ভূসনে হে।
মনি নই ধরহ ফনী কওন ভূসনে হে॥
হয় গজ রথ তেজি বসহা পলানে হে।
পলঙা নই সুতথি ও ভূমি সয়ানে হে॥
ভনহি বিদ্যাপতি বিপরীত কাজে হে।
অপনই ভিখারী সেবক দীয় রাজে হে॥

ন গু (হব) ৩৪

শব্দার্থ বুধি—বুদ্ধি ; চানন—চন্দন ; বসহা বৃষ ; পলানে—জিন।

অনুবাদ—হে উন্মত্ত, তোমাকে কে (এমন) বুদ্ধি দিল ? সুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে বাস কর। অমিয পান কর না, বিষ পান কর। চন্দন ভাল মনে কব না, (তোমাব) ভূষণ ভস্মরাশি, মণি পব না। ফণী কেমন ভূষণ ? অশ্ব, গজ, রথ ত্যাগ করিয়া বৃষভে আরোহণ, পালঙ্কেও শয়ন কর না। ভূমিই (তোমার) শয্যা। বিদ্যাপতি বলেন, (সমস্ত) বিপরীত কাজ। নিজে ভিখারী, সেবককে রাজ্য দান কব।

(৭৯৩)

আই ওঁ সুনিঅ উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ঘিরে মূস ঝোরী মোর কাটী॥
ঝোরীরে কাটিএ মূস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥
বেটাবে কাতিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফনিপতি ঝুর॥
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা॥
ভনহি বিদ্যাপতি বাঁসক সিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা॥

ন. গু. (হর) ৩৬

শব্দার্থ উমগল - ছুটাছুটি করিয়া ; মূস—মূষিক ; ঝোরী—ঝুলি ; জীবে—জীবন ধারণ করে ; সিরম —শিরে ; মজুর—ময়ুর ; ঝুর—কাঁদে ; বাঁসক - বাঁশের।

অনুবাদ—উমা আজি ভাল পরিপাটী শুনি। ইঁদুর আমার ঝুলি কাটিয়া দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ঝুলি কাটিয়া ইঁদুর ভুটা কাটিয়া খায়। মাথায় বসিয়া গঙ্গার জল পান করে। বেটা কার্ত্তিক এক ময়ুর পুষিয়াছে। সেটা দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে কাঁদে। গৌরি, তুমি যে বড় মোটা এক সিংহ পুষিয়াছ, তাহাকে দেখিয়া আমার বৃষটা ভয় পায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বাঁশের শিঙা (বাজাইয়া) তপোবনে (মহাদেব) ধতিঙ্গা তিঙ্গা করিয়া নাচিতেছেন।

(৭৯৪)

বুঢ়ুহু বএস হর বেসন ন ছড়লে
কী ফল বসহ ধবাই।
ভাগ ভেল সিব চোট ন লগলে
কে জান কি হোই আই॥
বসহ পড়াএল কে জান কতএ গেল
হাড় মাল কী ভেলা।
ফুটি গেল ডামরু ভসম ছিড়িআএল
অপথে সঁপতি দূর গেলা॥

হমর হটল সিব তোঁহহি ন মানহ
অপনা হঠ বেবহারে।
সগরা জগত সবহুকাঁএ সুনিঅ
ঘবনিক বোল নহি টারে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেসব
ই জানি ঐলাহু তুঅ পাসে।
তোহরা লগ সিব বিঘনি বিনাসব
আনক কোন তরাসে॥

ন গু (হব) ৩৭

শব্দার্থ-বুঢ়ুহু—বৃদ্ধ ; বেসন- স্বভাব , ধবাই—ধাবিত করিযা , বসহ—বৃষ ; পড়াএল—পালাইল ; হটল—বারণ করিল।

অনুবাদ—হে শিব বৃদ্ধ বয়সেও স্বভাব ছাড়িলে না, বৃষকে দৌড় করাইয়া কি ফল ? শিব ! ভাগ্যে আঘাত লাগে নাই। কে জানে আজ কি হইত ! বৃষ পলায়ন করিল, কে জানে কোথায় গেল, হাড়মালা কি হইল ! ডমরু ভাঙ্গিয়া গেল, ভস্ম ছড়াইয়া পড়িল, অপথে সম্পত্তি দূর হইল। হর ! তোমার হঠ ব্যবহার ; আমার বারণ তুমি মান না। সকল জগতের নিকট শুনি ঘবণীর কথা কেহ ঠেলে না। বিদ্যাপতি বলেন, মহেশ্বর ! শুন। এই জানিয়া তোমার নিকট আসিলাম যে তোমার নিকট বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। অন্যের কি ভয় করি ?

(৭৯৫)

আনে বোলব কুল অথিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন॥
তোহর হমর সিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপাএ॥
ভল সিব ভল সিব ভল বেবহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার॥

হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেবি হোহ অগেয়ানী॥
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী।
তুহিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী॥
এত সুনি কাতিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ॥

নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥
ভনই বিদ্যাপতি এহে ভল ভেল।
কাতিক বচনে কন্দল দুর গেল॥
হে হর জগত বুলিএ দিঅ অভয় বরে।
জগ জনি জীবথু মহুথ মহেসরে॥

ন. গু. (হর) ৩৯

শব্দার্থ— আনে—অন্যে; বিআহ—বিবাহ; অগেয়ানী- অজ্ঞানী; সরিস—সদৃশ।

অনুবাদ—অপরে বলিবে কুল হীন ছিল, সেইজন্য এতদিন কুমাব (অবিবাহিত) ছিল। হে শিব, তোমার আমার বয়স হইল, এখনও (কার্তিকের) বিবাহের উপায় চিন্তা কর না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল (তোমার) ব্যবহার। তোমার চিত্তে চিন্তা নাই যে ছেলে কুমার (অবিবাহিত রহিল)। হর হাসিযা বলিলেন, ভবানি শুন, জানিযা শুনিয়াও কেমন করিয়া অজ্ঞানী হও। দেশে দেশে ঘুরিযা কুমারী খুঁজি। উহাব তুল্য রমণী আমি দেখিতে পাই না। ইহা শুনিয়া কার্তিকের মনে লজ্জা হইল। মা, আমাব বিবাহে কাজ নাই। বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব। মা, কোন্দল করিও না, আমার শপথ। বিদ্যাপতি কহেন, এ ভাল হইল, কার্তিকের কথায় কোন্দল দূরে গেল। হে হর, জগৎ ভ্রমণ করিয়া অভয় বর দিও, মহত্তক মহেশ্বর (রাজমন্ত্রী) যেন জীবিত থাকেন।

(৭৯৬)

আজু নাথ এক ব্রত মহা সুখ লাগত হে।
তোহেঁ সিব ধরু নট বেস ডমরু বজাবহু হে॥
তোহেঁ গৌরী কহৈছহ নাচয় হম কোনা নাচব হে।
চারি সোচ মোরা হোয় কৌনে বিধি বাঁচত হে॥
অমিয় চুবিয় ভূমি খসত বঘম্বর জাগত হে।
হোএত বঘম্বর বাঘ বসহা কেঁ খাএত হে॥
সির সেঁ সসরত সাঁপ দহোদিসি জাএত হে।
কাতিক পোসল ময়ুর সেহো ধরি খায়ত হে॥
জটা সেঁ ছিলকত গঙ্গ ভূমিপর পাটত হে।
হৈত সহস্র মুখ ধার সমটিও নে জাএত হে॥
রুণ্ড মাল টুটি খসত মসানী জাগত হে।
তোহে গৌরি জয়বহ পড়য় নাচকে দেখত হে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গাবি সুনাওল হে।
রাখল গৌরী কের মান চারু বচাওল হে॥

মি. গী. স ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩; বেনীপুরী ২৪৫ সংখ্যক পদ ইহার অনুরূপ।

অনুবাদ— (গৌরীর উক্তি) হে নাথ, আজ এক ব্রতে মহাসুখ লাগিবে (আনন্দ হইবে)। তুমি শিব নটবেশ ধর (এবং) ডমরু বাজাও। (শিবের উক্তি) গৌরী তুমি নাচিতে বলিতেছ (কিন্তু) আমি কেমন করিযা নাচিব? আমার চারিটী জিনিষের চিন্তা আছে, কি উপায়ে (তাহারা) বাঁচিবে? অমৃত চুয়াইয়া ভূমিতে ঝরিয়া পড়িবে, বাঘাম্বর জাগিবে (অমৃত পাইলে বাঁচিয়া উঠিবে)। বাঘাম্বর বাঘ হইবে। বৃষকে খাইয়া ফেলিবে। শির হইতে সাপ সর সর করিয়া দশদিকে যাইবে, কার্তিক ময়ূর পুষিয়াছে, সে (ময়ূর) ধরিয়া ধরিয়া (সাপ) খাইবে। জটা হইতে উছলিয়া গঙ্গা ভূমির উপর ছড়াইয়া পড়িবে। সহস্র মুখ ধারা হইবে, তাহাকে সামলান যাইবে না। মুণ্ডমালা ছিঁড়িয়া পড়িবে এবং শ্মশান জাগিবে (মৃত জীবিত হইবে)। গৌরি, তুমি পলাইয়া যাইবে, নাচ দেখিবে কে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি গান করিয়া শুনাইলাম, গৌরীর মান-রক্ষা হইল এবং চারি চিন্তাকেও বাঁচাইল (অর্থাৎ নাচিতেও হইল না, আর মহাদেবকে বিপদেও পড়িতে হইল না)।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড

নাতিপ্রামাণিক পদ

(ক) নেপাল পুঁথিতে প্রাপ্ত পদ

এই পদগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই এবং পদের নীচে "বিদ্যাপতীত্যাদি" শব্দও নাই।

(৭৯৭)

কেহু দেখল নগনা।
ভিখিআ মগইতে বুল আঙ্গনে আঙ্গনা॥
উগন উমত কেহু দেখল বিধাতা।
গৌরিক নাহ অভয় বরদাতা॥
বিভুতি ভুসন কর বীস অহারে।
কণ্ঠ বাসুকি সির সুরসরি ধারে॥
কেলি ভূত সঙ্গে রহএ মসানে।
তৈলোক ইসর হর কে নহি জানে॥

নেপাল ২৭৯ পৃঃ ১০১ খ পং ৪ ; ন. গু. (হর) ২৪

শব্দার্থ—উগন—দিগম্বর, উলঙ্গ ; নাহ—নাথ ; বীস—বিষ।

অনুবাদ—কেহ নগ্নকে দেখিয়াছে ? ভিক্ষা মাগিয়া অঙ্গনে অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ায়। উন্মত্ত দিগম্বর বিধাতাকে কেহ দেখিয়াছ ? (তিনি) গৌরীর নাথ, অভয় বরদাতা। তাঁহার ভূষণ বিভূতি, আহার বিষ, কণ্ঠে বাসুকী, শিরে সুরসরিৎধারা। ভূতের সঙ্গে কেলি করেন, শ্মশানে থাকেন, হর ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর, কে না জানে ?

(৭৯৮)

মোয়ঁ তো আজ দেখলি কুরঙ্গি-নয়নিঞা।
সরদক চান্দ বদনিঞা॥
কনক-লতা জনি কুন্দি বৈসাওল
কুচ-জুগ রতন কটোরবা লো।
দসন জ্যোতি জনি জনি মোতি বৈসাওল[১]
অধর তসু রঙ্গ পররবা লো[২]॥

নেপাল ১৩৩ ; পৃঃ ৪৭ খ পং ১ ; ন. গু. ১৮

(৭৯৮) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "দসন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল" (২) "অধর তসু পরারবা লো," করিয়াছেন।

শব্দার্থ—দসন—দশন, দন্ত ; রঙ্গ—লোহিত ; পররবা—প্রবাল।

অনুবাদ—আমি তো আজ হরিণনয়নী শরতের চন্দ্রবদনীকে দেখিলাম। সুবর্ণলতা (দেহ) কুঁদিয়া যেন কুচযুগল (আকারে) রত্ন-প্রস্তুত বাটী বসাইল। দশনের জ্যোতি যেন বসান (সজ্জিত) মোতির (ন্যায়), তাহার ওষ্ঠ লোহিত প্রবালের ন্যায় (অর্থাৎ প্রবালের বর্ণের ন্যায় তাহার অধরের বর্ণ)।

(৭৯৯)

কত ন জাতকি কত ন কেতকি
কুসুম বন বিকাস।
তেইও[১] ভমর তোহি সুমর
ন লেঅ কতহু বাস॥
মালতি বধও জাএত লাগি।
ভমর বাপুর বিরহে আকুল
তুঅ দরসন লাগি॥
জখনে জতএ বন উপবন
ততহি তোহি নিহার।
তে[২] লিহি মহীতল তোহি পরেখএ
তোহর জীবন সার॥
সময় গেলে নেহ বঢ়ওবহ
কুসুম হোএত সাল।
ভমর জনু অচেতত বুঝহ
ছুইত কর নিমাল॥

নেপাল ১৭২ পৃঃ ৬১ ক, পং ৫ ; ন. গু. ২৬ ;

অনুবাদ -কত জাতী, কত কেতকী ফুল বনে বিকসিত থাকে। তবুও ভ্রমর তোমাকে স্মরণ করিয়া কোথাও বাস লয় (যায়) না। হে মালতি, তুমি তাহার বধের কারণ হইবে। ভ্রমব বেচারী তোমার দর্শনেব জন্য বিরহে আকুল হইয়াছে। বনে উপবনে যখন যেখানে (থাকে), সেইখানেই (সে) তোমাকে দেখে। পৃথিবীতে তোমার (চিত্র) লিখিয়া (সে) পরীক্ষা করে, তোমাব জীবনই তাহাব (একমাত্র) সার বস্তু। সময় গেলে স্নেহ বাড়াইবে, কুসুম শেল হইবে। ভ্রমরকে যেন অচতুর বুঝিও না, ছুঁইতেই (সে) নির্মাল্য করে (ভোগ করে)।

(৮০০)

অথিক নবোঢ়া সহজহি ভীতি।
আইলি মোরে[১] বচনে পরতীতি॥
চরন ন চলএ নিকট পহু পাস।
রহলি ধরনি ধরি মান তরাস॥
অবনত আনন লোচন বারি।
নিজ তনু মিলি রহলি বরনারি॥

নেপাল ১৮৯ পৃঃ ৬৮ ক, পং ১ ; ন. গু. ১৪৯

---

(৭৯৯) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "তইঅও" করিয়াছেন (২) "তে" শব্দ বাদ দিয়াছেন।

(৮০০) মন্তব্য—নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১) "মোর" করিয়াছেন।

অনুবাদ—নব বিবাহিতা রমণী সহজেই ভীতা হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া আসিল। প্রভুর কাছে (যাইতে) পা চলে না, ভয় মানিয়া (করিয়া) মাটি ধরিয়া রহিল। রমণীশ্রেষ্ঠা নত মুখে, নয়নে অশ্রু (লইয়া) স্বীয় অঙ্গে মিলিত হইয়া রহিল অর্থাৎ লজ্জাবশতঃ নিজদেহে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

(৮০১)

কোমল কমল কাঞি বিহি সিরিজল
মো চিন্তা পিয়া লাগী।
চিন্তা ভরে নীন্দে নহি সোঅওঁ
রয়নি গমাবওঁ জাগী ॥

বর কামিনি হো[১] কাম পিয়ারী
নিসি অন্ধিয়ারি ডরাসী।
গুরু নিতম্ব ভরে ল নহি ন পারসি[২]
কামক পীড়লি জাসী ॥

সাওঁন মেহ ঝিমি-ঝিমি[৩] বরিসএ
বহল ভমএ জল পূরে।
বিজুরি লতা চক চক মক কর
ডীঠী ন পসরএ দূরে ॥

নেপাল ১৩১, পৃঃ ৪৬ খ, পং ৫ ; ন. গু. ২৯৮

অনুবাদ—(নাযিকার উক্তি) বিধাতা কোমল কমলের মতন করিয়া কেন সৃষ্টি করিল? আমার চিন্তা প্রিয়তমের জন্য। চিন্তান্বিত হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না, রজনী জাগিয়া কাটাইয়া দিই। (সখীর উক্তি) হে রমণীশ্রেষ্ঠ, কামানুরক্তা অন্ধকার রাত্রে ভয় পাও। গুরু নিতম্বের ভারে চলিতে পার না, কামের দ্বারা পীড়িত হইয়া যাও। শ্রাবণের মেঘ ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে, জলপ্রবাহ ঘুরিয়া বহিতেছে, বিদ্যুৎলতা চকমক করিতেছে, দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হয় না।

(৮০২)

আজ পরসন মুখ ন দেখএ তোরা।
চিন্তাঞে সহজ বিকল মন মোরা ॥
আএল নয়ন হটিএ কাঁ লেসী।
পছিলাহু জকে হসি উতরো ন দেসী ॥
এ বর কামিনি জামিনি গেলী।
অরথিতে আরতি চৌগুন ভেলী ॥

চন্দা পছিম গেল পরগাসা।
অরুন অলঙ্কৃত পুরন্দর ভাসা[১] ॥
মানিনি মান কওন এহু বেরী।
তিলা এক আড়েহু ডীঠি হল হেরী ॥
সয়নক সীম তেজি দূর জাসী।
একহু সেজ ভেলাহু পরবাসী ॥
তাহি মনরথ যে কর বাধা[২]।

নেপাল ২৭৪, পৃঃ ১০০ ক, পং ৯ ; ন. গু. ৩৬৭

---

(৮০১) মন্তব্য—নগেনবাবু সংশোধন করিয়া (১) "হে" (২) "গুরু নিতম্ব ভরে চলহি ন পারসি" (৩) "ঝিমি-ঝিমি" করিয়াছেন।

(৮০২) মন্তব্য—(১) পুঁথির উপর কেহ আধুনিক বাংলা হস্তাক্ষরে "ভাসা" কাটিয়া "আসা" করিয়া দিয়াছেন। (২) চরণ সম্পূর্ণ নাই বলিয়া বোধ হয় নগেনবাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অনুবাদ—আজ তোর মুখ প্রসন্ন দেখাইতেছে না; আমার মন স্বভাবতঃ চিন্তায় বিকল (হইয়াছে)। আগত নয়ন ফিরাইয়া লইতেছিস কেন (এদিকে তোর দৃষ্টি আসিতেছে তথাপি অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতেছিস)? পূর্বের ন্যায় হাসিয়া উত্তরও দিস্ না। হে বরকামিনী, যামিনী গেল, যাজ্ঞা করিতে (সাধিতে) আর্তি চতুর্গুণ হইল। চন্দ্র পশ্চিমে গেল মলিন হইল), পূর্বদিক অরুণে অলঙ্কৃত হইল (?) মানিনি, এ সময় মান কি? তিলমাত্র আড়দৃষ্টিতেও দেখিয়া যাও। শয্যার সীমা ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেছিস, এক শয্যায় প্রবাসী হইলাম।

(৮০৩)

মুখ তোর পুনিমক চন্দা।
অধর মধুরি ফুল গল মকরন্দা॥
অগে ধনি সুন্দরি রামা।
রভসক অবসরকঁ[১] ভেলি হে বামা॥
কোপে ন দেহে মধুপানে।
জীবন জৌবন সপন সমানে॥

নেপাল ১৩৪, পৃঃ ৪৭ খ, পং ৩; ন. গু. ৩৬৮

অনুবাদ—তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র, বান্ধুলী ফুলের (ন্যায়) অধর হইতে মধু ক্ষরিতেছে। হে ধনি সুন্দরী রামা, আনন্দের অবসরে বাম হইলি? কোপে মধুপান করিতে দিতেছিস না, জীবন যৌবন স্বপ্নতুল্য হইল।

(৮০৪)

নাচহু রে [১]তরুনীহু তেজহু লাজ।
আএল বসন্ত রিতু বনিক-রাজ॥
হস্তিনি, চিত্রিনি, পদ্মিনি নারি।
গোরি সামরি এক বুঢ়ি বারি॥
বিবিধ ভাঁতি কএলহ্নি সিঙ্গার।
পহিরল পটোর গৃম ঝুল হার॥
কেও অগর চন্দন ঘসি ভর কটোর।
ককরহু খোইছা করপুর তমোর॥
কেও কুঙ্কুম মরদাব আঁগ।
ককরহু মোতিঅ ভল ছাজ মাঁগ॥

নেপাল ২৮১, পৃঃ ১০২ ক, পং ৫; ন. গু. ৬০১

অনুবাদ—তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। বণিকরাজ বসন্ত ঋতু আসিল। বৃদ্ধা ছাড়া আর সকলে—হস্তিনী, চিত্রিণী, পদ্মিনী নারী, গৌরী, শ্যামাঙ্গিনী, বিবিধ প্রকার শৃঙ্গার করিয়াছে, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গ্রীবায় হার ঝুলিতেছে। কেহ অগুরু চন্দন ঘসিয়া বাটীতে ভরিতেছে, কাহারও কোচড়ে (অঞ্চলে) কর্পূর তাম্বুল। কেহ অঙ্গে কুঙ্কুম মর্দন করিতেছে, কাহারও ভাল মুক্তার অলঙ্কার চাই।

---

(৮০৩) মন্তব্য—নেপাল পুঁথির নির্ঘণ্ট পত্রে এই পদটী প্রথম পংক্তি ধরা হয় নাই। নগেন বাবু সংশোধন করিয়া (১)"অবসর" করিয়াছেন।

(৮০৪) মন্তব্য—নেপাল পুঁথির নির্ঘণ্ট এই পদের প্রথম চরণ দেওয়া হয় নাই। নগেনবাবু (১) "তরুনীহু" স্থলে সংশোধন করিয়া "তরুণী" করিয়াছেন।

ভণিতা-বিহীন রামভদ্রপুর পুঁথির পদ

(৮০৫)

আনন দেখি ভান মোহি লাগল জিনি সবসিজ জিনি চন্দা।
সবসিজ মলিন রয়নি দিন সসধব, ই দিন বয়নি সানন্দা॥
রূপে রূপে হিন্নুকি বেখা।
এহি সময় দৈবে আননহি বিহলে এসন বুঝিঅ বিসেখা॥
অনুপম রূপ ঘটইতে সব বিঘটল জত ছল রূপক সাবে।
সে জানি দৈবে আনি কএ নিবমল কামিনি অন্ত ন ভাবে॥

বামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯৫

শব্দার্থ—বিহলে—সৃষ্টি কবিল।

অনুবাদ— মুখ দেখিযা মনে হয ইহা কমল ও চন্দ্রকে জয কবিযাছে; রজনীতে কমল ও দিবসে চন্দ্র মলিন থাকে, কিন্তু ইহা বাত্তদিন প্রফুল্ল। প্রত্যেক রূপে রেখা। ইহাব সৃষ্টি কবিবাব সময বিধাতা অন্য কিছু আর সৃষ্টি কবেন নাই ইহাই বিশেষত্ব। এই অনুপম রূপ সৃষ্টি কবিতে যাইযা রূপেব সামগ্রী যত ছিল সব শেষ হইযা গেল। ···

(৮০৬)

কানন কুসমিত সাহব পঙ্কজ পবম সহাসে।
(জ)ত বন্দ অছএ দি তোহি বিনু বিকল পিআসে॥
মালতি তোহি সম কে জগ আনে।
জসু প বিমলসঁ পববস মধুকব কতহু ন কব মধুপানে॥
বাসর কুমুদ বিকাস ন দরসএ কেতকী কণ্টক মাবে।
নব মধুমাসহি তইসন ন দেখিঅ জে অনুরজ্জএ পাবে॥
সহজ জুবতিবর সব গুণ নাগর, তহুঁ পুনু তাহেরি সউভাগে।
নিঅ মনে পিঅ.তমে সসি কুমুদিনি সম জসু অনুরত অনুরাগে॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯০

অনুবাদ—কুসুমিত কানন আম্রমুকুলে, কমলে যেন হাসিতেছে। ভ্রমর কিন্তু তোমাকে না পাইয়া তৃষ্ণায় বিকল হইয়াছে। মালতি! তোমার সমান পৃথিবীতে আর কে আছে যাহার পরিমললোভে বিবশ হইয়া মধুকর আর কোন পুষ্পে মধু পান করে না? দিনে কুমুদ বিকশিত হয় না, কেতকীতে কণ্টক আছে। নব বসন্তে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে তাহার অনুরঞ্জন করিতে পারে! তুমি যুবতিশ্রেষ্ঠ, সেও সকল গুণের নাগর, সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে দেখা গেল। তাহাতে অনুরাগে এমন অনুরত হও যেমন কুমুদিনী প্রিয়তম শশীতে হয়।

(৮০৭)

কুসুমধুরি মলয়ানিল পূরিত[১] কোকিল কল[২] সহকারে।
হারি পূরব পরিপাটি হবাএল[৩] আনে চলল বেবহারে॥
সাজনি জানিলে তন্ত।
সিসিরেঁ[৪] মহীপতি দাপেঁ চাপিকহুঁ[৫] রাজা ভেল বসন্ত॥
মনমথতন্ত অন্ত ধরি পঢ়িকএ[৬] অবসরঁ ভেলি সআনী।
আজুক দিবস কালু নহি পইঅএ[৭] জৌবনবন্ধ ছুট পানী॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪৫ ও ৩৯৪

অনুবাদ—মলযানিল পরাগে পরিপূর্ণ হইযাছে, কোকিল কুহুরবে আম্রকুঞ্জ পূর্ণ করিযাছে। পূর্ব রীতি পরাভব মানিয়া চলিযা গেল, নূতন রীতির প্রবর্তন হইল। সখি! (নূতন) তত্ত্ব জানিয়া লও। আপন প্রতাপে শিশিররূপ মহীপতিকে পরাস্ত করিয়া বসন্ত রাজা হইল। সমস্ত মন্মথের তন্ত্র (কামশাস্ত্র) সম্পূর্ণ পড়িয়া সুচতুরা হইল। আজিকার দিন কাল আর পাওযা যাইবে না। যৌবনরূপ বাঁধ হইতে জল বাহির হইযা যাইতেছে অর্থাৎ যৌবন চিরস্থাযী নহে।

(৮০৮)

প্রথম বয়স অতিভিতি রাহী অভিমিত পিঅ-মেলা।
নীবিক সঙ্গে লাজ বিঘটলি অধর পান কয়লা বে॥
কামে সংসার সিঙ্গার সিরিজল সোনাক অংগু(কু)র লাগু।
আরতি আকমে ভাঙ্গি ন গেলে, তোহব তুখ ন লাগু॥
মাধব অবে কি বোলব তোহী।
কেসরি জনি কুরঙ্গিনি আপলি ভরম লাগল মোহী॥
গজ দমসলি দমণলতা তৈসন দেখিঅ দেহে।
চাপি চকোরে সুধারস পীড়ল নিবসিএ সসিরেহে॥
কাজেরি ঠাম অঠাম ন গুনল অধর খণ্ড বিরাণী।
জুবতি জীব করুনা নাহী কামদেব অহেরাণী॥

---

(৮০৭) ৩৯৪ সংখ্যক পদে পাঠান্তর:—(১) পুরলি (২) কবলু (৩) পরাএল (৪) সিসির (৫) চাপি লেল (৬) পঢ়সে (৭) অবসর ভেল বহরি মহি আবএ।

মনমথদেবে সপথ মানল সুনি দইনে বিরাণী।
কাঁ লাগি আনল চান্দক কলা রাহু মেরাউলি আনী।
কঠিন কোমল কী রীতি সহতি মালাএ বান্ধলি হাথী।
নিঅ অনুচিত সেবি সম গুরু সেঅোল লঘু তা জাথী॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৪১

শব্দার্থ—আকমে—আলিঙ্গনে।

অনুবাদ—প্রথম বয়স বলিয়া রাধা অতিশয় ভীতা ছিলেন, (অথচ) প্রিয়সঙ্গমও চাহিতেছিলেন। নীবীর সঙ্গে লজ্জা দূরে গেল, অধর পান করিল। কাম সোনার অঙ্কুর দিয়া সংসারে (নায়িকারূপ) শৃঙ্গাররস সৃষ্টি করিল। (এই আশ্চর্য্য যে) আলিঙ্গনে উহা ভাঙ্গিয়া গেল না; তোমার তো (তাহার জন্য) কোন দুঃখ বোধ হইল না। মাধব! তোমাকে আর কি বলিব। (উহাকে দেখিয়া) মনে হয় সিংহ যেন মৃগীর উপর পড়িয়াছিল। উহার শরীর দেখিয়া মনে হয় যেন হস্তী দমনলতা (দ্রোণফুল) দলন করিয়াছে, অথবা চকোর চন্দ্ররেখার সুধারস (নিংড়াইয়া) পান করিয়াছে। তুমি কার্য্যের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা বিচার করিলে না, অধর দংশন করিয়া খণ্ডিত করিলে। কামদেব ব্যাধের মতন; তাহার যুবতীর জীবনের উপর করুণা নাই। ঐ নারীর কাতরোক্তি শুনিয়া আমি মন্মথের দোহাই দিয়া তোমাকে নিবারণ করিতে চাহিলাম। আমি কি জন্য চন্দ্রের কলার সহিত রাহুর মিলন ঘটাইয়াছিলাম? কোমল কি করিয়া কঠিনকে সহন করিবে? মালা দিয়া কি হাতী বাঁধা যায়? নিজে অনুচিত কার্য্য করিয়া মহৎকে সেবা করিলে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। (?)

(৮০৯)

পাবক সিখা নিচ ন ধাবএ উঁচ ন জা জলধারা।
তত সে পএ অবস করএ জকর জে বেবহারা॥
মাধব গুরুবি আরতি তোরি।
নিঅ মনে জদি আগু ন গুনল কহলি রে বথা মোরি॥
কত ন বাসর পলটি আবিহ কতি ন হোইহ রাতা।
পর দোস দএ তিরিবধ লএ কওন পেখব সজাতী॥
ও নবি নাগরি, নিসা সগরি সুরত অবধি গেলা।
নাহ নিরদয় অরুণ উদয় উপসম নহি ভেলা॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৮৭

অনুবাদ—অগ্নিশিখা নীচে ধায় না, জলধারাও উচ্চে বহে না। যাহার যে স্বভাব সে অবশ্যই সেই অনুসারে কাজ করে। মাধব! তোমার উৎকট অভিলাষ। নিজের মনে যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা নাও কর, তথাপি আমার ব্যথার কথা শুন। (ইহার পর) কত দিন আসিবে, কত রাত্রি হইবে। পরের দোষে স্ত্রীবধ হইলে স্বজাতির মধ্যে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? ও নবীনা নাগরী, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সম্ভোগের চরম হইয়াছে। নাথ নির্দ্দয়, অরুণ উদিত হইতেছে, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছে না।

(৮১০)

দরসনে সসিমুখি মধুর হাস

দেখি হেরইতে হরএ গেআনে।

করে ধরি কেসপাস পিঅই অধর রস

কতএ মলিনি জন মানে।

সুন্দরি তোকেঁ বোলও জতন করহ

জনু মঞে ন জাএব তা পিআ পাসে।

ন দইন দখিন মান, ন মোহ মমত জান।

ন রমএ মনোরথ রাখি সূন সঙ্কেত ন দীপ

অচেতন কে রব তখুনক সাখি।

প্রমোদ কপোতরব কুচকুম্ভ পরিভব

কত কত নিধুবন ভান্তি।

তখনুক সিব সিব রে রে ডরব

ন জিব ভাগে পোহাইলি রাতি।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯১

অনুবাদ—(নায়িকা সখীকে বলিতেছেন) হে শশিমুখি! তাহার মধুর হাস্য দর্শন করিলে দেখিতে দেখিতে জ্ঞান যেন লোপ পায়। কেশপাশ করে ধরিয়া অধররস পান করে; দুষ্ট লোক, বাধা কি মানে? সুন্দরি! তোমাকে বলিতেছি এমন কর যাহাতে আমাকে প্রিয়ের নিকট যাইতে না হয়। সে দৈন্য মানে না, দাক্ষিণ্য দেখায় না, স্নেহদয়া কিছুই জানে না। সে ভবিষ্যতের জন্য কিছু মনোরথ না রাখিয়া রমন করে। শূন্য সঙ্কেতস্থান, অচেতন দীপ, সুতরাং (তাহার নিদয়তার) সাক্ষ্য কে দিবে? পালিত কপোতের মতন কুচকুম্ভকে পরিভব করে আরও কত কত ভাবে সম্ভোগ করে। তখনকার কথা মনে হইলে ভয় হয়, শিব! শিব! বলিতে হয়, মনে হয় আর বুঝি প্রাণে বাঁচিব না। ভাগ্যে রাত্রি শেষ হইল!

(৮১১)

কুল কুল রহু গগন চন্দা দুঅও করু উজোর।

তিমির ভএ তিরোহিত করসি গরুঅ সাহস তোর॥

সাজনি মোহি পুছইতে লাজ।

কি ময়ে বোলব কী তে করব কি দহু উত্তর কাজ॥

কুন্দক কুসুন সজন হৃদয় বিমল চরিত মোর।

কেলি অপজস বোলেহিঁ বহুল কলঙ্কে সানি ণ বোর॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ২৯

শব্দার্থ—দুঅও—দুই দিক; ভএ—ভয়ে; কি দহু—কিরূপ।

অনুবাদ—আকাশে চাঁদ পুরাপুরি রহিয়াছে, দুইদিক চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত। আঁধার করিয়া লুকাইতে চাহিস্ তোর তো বড় সাহস। সখি! আমার জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। আমি কি বা বলিব, তুমি কিই বা করিবে, কিরূপই বা ভবিষ্যতে কাজ হইবে? সজ্জনের হৃদয় কুন্দকুসুমের (ন্যায় শুভ্র); আমার চরিত্র নির্মল। বড় অপযশের কথা বলিতেছ, আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাইও না।

(৮১২)

কেতকি কুসুম আনি বিরচি বিবিধ বানি চৌদিস সাজল সালা।
ঘৃত মধুদুধএ নেতে বাতী কএ চৌদিস দেলক জিপমালা ॥
মাধব সবে কাজ অইলহুঁ সাহী।
গুরু গুরুজন ডরে পুছিও ন পুচ্ছলক সঙ্কেত কএলক সুন তাহী।
তরনি অস্ত ভেল চান্দ উদিত ভেল অতি উজরি নিসা দেখী।
গগন নখত লাখেঁ নিহলক নিঅ হাথেঁ সুরসও সসধর রেখী।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৭৯

অনুবাদ—কেতকী ফুল আনিয়া এবং বিবিধ সজ্জা রচনা করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক সজ্জিত করিয়াছি। ঘৃত, মধু ও দুধ দিয়া এক সূক্ষ্ম বস্ত্রের সলিতা বানাইয়া চারিদিকে দীপমালা দিয়াছি। মাধব সকল কাজ সারিয়া আসিয়াছি। শুন গুরুজনের গুরুতর ভয়ে ভাল করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সেই স্থানে (মিলনের) সঙ্কেত করিয়াছি। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে চাঁদ উদিত হইয়াছে, রাত্রি জ্যোৎস্নালোকে উজ্জল দেখিয়া

(৮১৩)

তুঅ অনুরাগ লাগি সঅল রঅনি জাগি তরুতল তীন্তলি বামা রে।
অলক তিলক মেটি কেঅ দেল ভরি লিহি গেল অপুনক নামা রে ॥
চল চল মাধব বুঝল সরূপ সব, বচন আন ফল আন রে।
জেনহি ফলে নিরবাহএ পারিঅ সে বোলিঅ কথি লাগী।
সে ন করিঅ জেপর উপহাসএ ধাএ মরিঅ বরু আগী ॥
জিবও জাএ জগ ....

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৮

শব্দার্থ– তীন্তলি – ভিজিল।

অনুবাদ—তোমার অনুরাগে নায়িকা সারারাত ধরিয়া জাগিয়া গাছের তলায় ভিজিল। তাহার অলকা তিলকা দিয়া আপনার নাম লিখিয়া গেল। যাও যাও মাধব তোমার স্বরূপ বুঝা গিয়াছে। তোমার কথা একরকম, কাজ অন্য রকমের। যে কাজ সফল করিতে পারিবে না, তাহা বলিয়া লাভ কি? সে কাজ করিও না যাহাতে লোকে উপহাস করিতে পারে। ওরূপ কাজ করার চেয়ে বরং আগুণে ঝাঁফ দিয়া মরা ভাল।

(৮১৪)

কত কত ভান্তি লতা নহি থাক।
তুলনা করএ ন পারএ জাক ॥
বাহর কণ্টক ভিতর পরাগ।
তই অও তোহরা তস্থিকে অনুরাগ ॥

বুঝিহল ভমর জইসন তোহেঁ রসী।
জনম গমওলহ কেতকি বসী ॥
মালতি মাধএ কুন্দলতা।
আগোর রসমত্তি অচ্ছএ কতা ॥

তা হেরি সবহু জদি গুণ পরিহার।
তাকেঁ বোলব কী সহজ গমার॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৮৮

অনুবাদ—কত রকমের লতাই না আছে, তাহাদের কাহারও সহিত (তুমি যে নারীতে এখন অনুরক্ত হইয়াছ তাহার) তুলনা করা যায় না। তাহার বাহিরে কণ্টক, ভিতরে পরাগ, তথাপি তাহাতেই তোমার অনুরাগ। হে ভ্রমর বুঝিলাম তুমি কেমন রসগ্রাহী! কেতকী (কাঁটাওয়ালা ফুল) ফুলে বসিয়া জীবন কাটাইলে। মালতী, মাধবী, কুন্দ প্রভৃতি কত রসবতী লতা আছে। তাহাদের দেখিয়াও যদি কাহারও গুণ তোমার মনে না লাগে তবে তোমাকে স্বভাবতঃই গ্রাম্য (কুরুচি পূর্ণ) ছাড়া আর কি বলিব?

(৮১৫)

এক কুসুম মধুকর ন বসএ কৈসনে রহ নাহ।
ই দুই সাজনি জগত সম্ভব সবে অনুভব চাহ॥
ন বোল ন বোল পউরুস বচ তহিঁ সুবুধি সআনী।
ততেহি মানে অনল পজারহ অঙ্কেহে নিঝাইঅ পানী॥
পিঅ অনুচিত কিছু নে ধরব মনে ন মানব দূর।
মুখরপন মাবি জঞো সোভএ তখো কি সোঁপি অনুপুর॥

রামভদ্রপুর পুঁথি পদ ৩৮৪

অনুবাদ—ভ্রমর এক কুসুমে স্থির থাকে না, নাথ কিরূপে থাকিবে? সখি! জগতে এই দুইই সম্ভব, সকলেই অনুভব চায়। তুমি সুবুদ্ধি ও চতুরা প্রিয়কে কঠিন বচন বলিও না। ততটাই মানের আগুন জ্বালাইবে যতটা জল দিয়া নিভানো যায়। প্রিয়ের অনুচিত কার্য গণনায় আনিও না তাহাকে দূর ভাবিও না। মুখরতা দমন করিয়া ··

(৮১৬)

বিকচ কমল তেজি ভমরী সেওল মধুরি ফুল।
সমঅ সম্পদ দেখি ডরাএল বড়েও বচন ভুল॥
সাজনি ভল ভেল অভিসার।
সুপহু এলিএ জথাঁ গেলি হে তকর পুন অপার॥
গুণক বান্ধল আএল নাগর মন্দির ন দেখল তোহিঁ।
মদন সরে বেআকুল মানস আএল চৌদিস জোহি॥
সুনি সেজ সুতি রহল বাকুল নয়নে তেজএ নীর।
হরি হরি হরি পুকারএ দেহ ন মানএ থীর॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৮৩

শব্দার্থ--সেওল—সেবা করিল।

অনুবাদ প্রস্ফুটিত কমল ত্যাগ করিয়া ভ্রমরী বান্ধুলি ফুলে বসিল (সেবা করিল) সময়ের দোষে সম্পদেও সে ভয় পাইল। বড়ও ভুল কথা বলে বা ভুল কাজ করে। সখি! বেশ অভিসার হইল! যে সুপ্রভুর কাছে যাইতে হয় সেই যদি আসে তবে অপার পুণ্যের ফল বলিতে হইবে। তোমার গুণে বাঁধা নাগর আসিল, কিন্তু তোমাকে মন্দিরে দেখিতে পাইল না। মদনশরে ব্যাকুল হইয়া সে চারিদিকে তোমাকে খুঁজিল। শূন্য শয্যায় শুইয়া সে ব্যাকুল নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল; হরি হরি হরি বলিতে লাগিল, তাহার স্থৈর্য্য রহিল না।

(৮১৭)

তুঅ গুণে অমিঅ নিবাস।
বিখ্য বচন কি কে ভাস॥
বারি সম হির্দ্দয় হমারি।
হেমকর গলল তগারি॥
পরিহর দারুণ মান।
দেহে অধর মধ পান॥
রোসে দারুণ মুহু মন্দ।
নিন্দহ সাঁঝক চন্দ॥
কানু ভেল সুললিত হাস।
উঠিতেহু কমল বিকাস॥
পরমুখে সুনিএ অপবাণী
রোষ করব পহু জানী॥
কিছু দোষ নহি কহ মারি।
হৃদয়হু চাহহ বিচারি॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, (পুঁথিতে পদসংখ্যা নাই। পদের পর লেখা আছে আভোগ্য ৬১)।

অনুবাদ— তোমার গুণে যেন অমৃত বাস করে, নির্লজ্জ লোকের কথায় কে কান দেয়? আমার হৃদয় জলের মতন স্বচ্ছ মনে কোন ময়লা নাই), ... । তুমি দারুণ মান পরিহার কর অধরের মধু পান করিতে দাও। কোপে তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে যেন সন্ধ্যার চাঁদকে নিন্দা করিতেছে। কানাই সুললিত হাস্য করিলেন, দেখিয়া মনে হইল যেন কমলের বিকাশ হইল। পরের মুখে নিন্দা শুনিলে প্রভুকে পরামর্শ করিয়া তারপর ক্রোধ করা উচিত। নিজের হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া দেখ আমার কোন দোষ হয় নাই বল (স্বীকার কর)।

(৮১৮)

করহ রঙ্গ পররমনী সাথ।
তকরি অ নাইতি তোঁহে পএ নাথ॥

সে সবে পরকে কহনি ন জাএ।
সুনাহুঁ চিন্তা সেজ ওছাএ॥
মাধব আওর কি কহব তোহি।
ধনি দেখলেঁ মন ধাধসি মোহি॥
দিন দুই-চারি জিউতি মহিঁ লাগি।
সবতহ খরি বিরহানল আগি॥
সে তনু জারি ররত জনি ছাএ।
পুছুঅো কাহিত হহো পলটাএ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদসংখ্যা ৬১

অনুবাদ—তুমি পররমণীদের সহিত রঙ্গ কর, তাহারা পরাধীনা, তুমি তো স্বাধীন। সে সব কথা পালঙ্কে বলা যায় কানা, (এন্তে) শয্যা বিছাইয়া শুনান যায়। মাধব! আর তোমাকে কি বলিব? নায়িকাকে দেখিয়া আমার মন দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে। সে আর দুই চারি দিন মাত্র জীবিত থাকিবে। বিরহানলের ন্যায় প্রবল অগ্নি আর নাই। তাহাতে দেহ যেন পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। তুমি উহার জীবন ফিরাইয়া দাও এই প্রার্থনা অর্থাৎ তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার জীবনরক্ষা কর।

(৮১৯)

জিব জঞো হমে সিনেহ লাওল তোহেঁ বিহৃদঅ জানি।
ভলজন ভএ বাচা চুকহ ই বড়ি লাগএ হানি॥
মাধব বুঝল তোহর নেহ।
নিঠুর পেম পরাভব পাওল জীবহুঁ ভেল সন্দেহ॥
আয়ুব জিবন জউবন থোলা জগত কে নহি জান।
মলবিকা বল হটল ন রহ তইঅও তোহিহি মান॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৮২

অনুবাদ—তুমি হৃদয়হীন, তোমাকে ভালবাসিয়া আমার জীবন সংশয় হইল। ভালো লোক হইয়া কথা রাখিতে পার না, ইহাতে বড় হানি হয়। মাধব! তোমার স্নেহ বুঝিলাম। নিষ্ঠুর প্রেম পরাভূত হইল, আমার বাঁচিয়া থাকাই সন্দেহ। জগতে কে না জানে জীবন ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী? তাহাতেও তোমার মান থাকিল না।

(৮২০)

কী ভেলি কামকলা মোরি ঘাটি কি ওহে ন বুঝএ রসপরিপাটি।
তীখর বচন কন্তে দিহু কান তে বিহি করু মোর সম অবধান।
ভমর হমর কিছু কহব সন্দেস কন্ত বসন্ত ন রহ দূর দেস।
কী দহুঁ ভমর তত্তএ নহি নাদ পিক পঞ্চম ধুনি মধুর ননাদ।
কী ধনুবান মদন নহি সাজ কী বিরহী নহি বিরহি সমাজ।

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৮৯

অনুবাদ—জানি না আমার কামকলায় কিছু ত্রুটী ধরা পড়িল, না দয়িতই রস পরিপাটি বুঝে না। বোধ হয় কান্ত (দুষ্ট লোকের) নিন্দায় কাণ দিয়াছে; বিধাতা আমার বিচার করিবেন (আমি যদি নিন্দার যোগ্য কাজ করিয়া থাকি তাহা হইলে বিধাতা যেন আমায় শাস্তি দেন)। হে ভ্রমর! তুমি আমার কিছু বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাও। কান্তকে বলিও সে যেন বসন্তকালে দূরদেশে না থাকে। সেখানে কি ভ্রমর গুঞ্জন করে না, বা কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করে না, অথবা কামদেব ধনুর্ব্বাণ লইয়া সজ্জিত হন না বা বিরহী নাই বা বিরহী সমাজ নাই?

(৮২১)

এথাঁ মনমথ সর সাজে।
সমদি পঠাবহ আওব আজে ॥

বচনহুঁ নহি নিরবাহে জনি।
লোভী তহ কিঅঅ সতাহে ॥
পেঅসি প্রেম চিহ্লায়ী।
কৈতব কএলে কি ফল কহ্নায়ী ॥
নবি নাগরি, নব নেহা।
নব জউবন দেল রূপক রেহা ॥

অভিভব কহই ন জাই।
পবনহু পরসে কুসুম অসিলাই ॥
সুপুরুস কে সব আসা।
চান্দ চকোরী হরএ পিআসা ॥
সমঅ ন সহ বিহি মন্দা।
মালতি ফুললি বাসি মকরন্দা ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯৩

অনুবাদ—এখানে মন্মথ শরসজ্জা করিয়াছে; আজ সংবাদ পাঠাও, সে আসুক। শুধু কথায় কাজ নির্বাহ হয় না। সত্য করিয়া (মিলনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া) আমাকে লোভী করিয়া তুলিল কেন? হে কানাই! প্রেয়সীকে প্রেম চিনাইয়া এখন কৈতব করিলে কি ফল? নবীনা নাগরী, নবীন প্রেম, নব যৌবন সৌন্দর্য্যসম্ভার দিয়াছে। দুঃখের কথা কহা যায় না। পবনের স্পর্শেও কুসুম ঝরিয়া যায়। সুপুরুষকে সকলেই আশা করে। চাঁদ চকোরীর পিপাসা হরণ করে। মন্দ বিধি অপেক্ষা করিতে সময় দেয় না, মালতী ফুটিলেই পরাগ বাসি হইয়া যায়।

(৮২২)

বারিস সঘন ঘন পেমে পূরল মন পিআ পরদেস হমারে।
এসনি পাউস বাতি পুরুষ কমন জাতি গৃহ পরিহরই গমারে ॥
সজনী দূর করু দুরুজন-নামে।
তোহহি সআনি ধনি অপন পরান সনি তেঁ করিঅ চিত বিসরামে ॥
কমল ফুল বিগসু কেও বোল মঅন হসু ভমরা-ভমরি বিবাদে।
মুইল কুসুমধনু সে কৈসে জীউল পুনু কি বোলব হর পরমাদে ॥
বিজুরি চমক ঘন, বিসহর বিসহরে, উনমুখে নাচ ময়ূরে।
কদম পবন বহ, সে কৈসে যুবতি সহ, হৃদয় ভমই বাতি দূরে ॥

রামভদ্রপুর পুথি, পদ ৪০১

শব্দার্থ—পরাণ সনি—প্রাণতুল্য; বিগসু—বিকশিত হইল; বিসহর—সর্প।

অনুবাদ মেঘগর্জ্জনের সহিত বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রেমে মন ভরিয়া গেল, প্রিয় আমার পরদেশে। পুরুষ কেমন জাতি? এমন বাদল রাতে যে ঘর ছাড়িয়া যায় সে গোঁয়ার। সখি! তুমি দুর্জ্জনের নাম লইও না (কোন কুপ্রস্তাব করিও না)। তুমি চতুরা, আমার প্রাণের সমান, তাই তোমাকে মনের কথা বলিতেছি। কমল ফুল ফুটিল। কেউ বলে যে ভ্রমর ও ভ্রমরীর বিবাদ দেখিয়া মদন হাসিয়াছিল। কুসুমধনু তো মরিয়াছিল, সে আবার বাঁচিয়া উঠিল কিরূপে? মহাদেবের

প্রমাদের কথা কি বলিব ? বিদ্যুৎ বারংবার চমকাইতেছে, সর্প ঘুরিতেছে, ময়ূর উন্মুখ হইয়া নাচিতেছে, কদম্বগন্ধ লইয়া পবন বহিতেছে, এসব যুবতী কিরূপে সহিবে ! তাহার মন উদাস হইয়া যাইতেছে।

(৮২৩)

বরখ দোআদস লগলাহ জানি।
কতোঁ জল।সওঁ পিউলন্হি পানি ॥

জানল হৃদয় ভেল পরিতাপ।
তে নহি গনলে পবতর পাপ ॥
সাজনি কি কহব কহইতে লাজ।
অনুদিনে ভেল চীহ্নি সম কাজ ॥
প্রথম সমাগম দরসন লাগি।
বারিস রঅনি গমাওলি জাগি ॥
পবনহুঁ সঞো কএলন্হি অবধান।
প্রথম গতাগত পথ সব জান ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ১৭০

অনুবাদ—দ্বাদশবর্ষ লাগিল জানি ; কত জলাশয়ের জল পান কবিল। জানিলাম যে সে অনুতপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য তাহার গুরুতর পাপও গণনা করিলাম না। সখি ! কি বলিব, বলিতেও লজ্জা। প্রতিদিন (ভাগ্যের) চিহ্ন অনুসারে কাজ হইল। প্রথম মিলনের সময় তাহাব দর্শন পাইবার জন্য বর্ষা রজনী জাগিয়া কাটাইযাছি। হাওয়াব বেগে তাহার সহিত মিলিত হইতে গিয়াছি , যদিও প্রথম যাতায়াত, (তথাপি) পথ সব জানা ছিল।

(৮২৪)

অবিবল বিস বস রবি সসী।
দেহদাহকর পবন পবসী ॥

বিসম বিসম সব বোধি ন দেই।
সিব সিব জিবন কেও নহি লেই ॥
এসখি এসখি মোহি ন ভাস।
সবন চাহি বড় বিরহ হুতাস ॥
আবে মত্র নিঅ মনে দিঢ় কএ জানু।
কতহু সেস নহি কপটে বিনু ॥
সহজ পেম জদি বিরহ ন হোই।
হো তহি বিরহ জিবএ জনু কোই ॥

রামভদ্রপুর পুঁথি, পদ ৩৯২

অনুবাদ—রবি ও শশী যেন অবিরল ধারায় বিষ বর্ষণ করিতেছে। পবনের স্পর্শ যেন দেহ দাহ করিতেছে। ক্রুর কামবাণে চেতনা হরণ করিতেছে। শিব। শিব। জীবন কেন যাইতেছে না। হে সখি ! হে সখি ! বুঝিতেছি যে বিরহের অগ্নিই সব চেয়ে বড়। এখন মনে মনে দৃঢ় করিয়া জানিয়াছি যে জগতে এমন স্থান নাই যেখানে কপট নাই। সহজ প্রেম যদি হয় তাহাতে যেন বিরহ না হয়, আর বিরহ যদি হয় তাহা হইলে যেন কেউ বাঁচিয়া না থাকে।

নগেনবাবুর তালপত্রের পুথিতে প্রাপ্ত ভণিতাহীন পদ

(৮২৫)

লোচন চপল বদন স নন্দ।
নীল নলিনি দলে পূজল চন্দ॥
পীন পয়োধর রুচি উজরী।
সিরিফলে ফললি কনক-মঁজরী॥

গুনমতি রমনী গজরাজ-গতী।
দেখলি মোয় জাইত বর জুবতী॥
গরুঅ নিতম্ব উপর কুচ-ভার।
ভাঁগিবাকে চাহএ থেঘিবাকে পার॥
তনু রোমাবলি দেখিএ ন ভেলি।
নিজ ধনু ম মথে থেঘ ন দেলি॥

সম্ভ্রম সকল সখী জন বারি।
পেম বুঝওলক পলটি নিহারি॥
আওর চতুর পন কহহি ন জাএ।
নয়ন নয়ন মিলি রহলি লুকাএ॥
তখন সয় চাঁদ চঁদন ন সোহাব।
অবোধ নয়ন পুনু তঠমাহি ধাব॥

ন. গু. তালপত্র ৪৭

অনুবাদ—চপল নয়ন, সানন্দ বদন (যেন) নীল নলিনীদল (চক্ষু) চন্দ্রকে (মুখকে) পূজা করিল। রুচি (দেহলাবণ্য) উজ্জ্বল, পয়োধর পীন, (যেন) কনকমঞ্জরীতে শ্রীফল ফলিল। গুণবতী, গজেন্দ্রগামিনী যুবতীশ্রেষ্ঠা রমণীকে যাইতে দেখিলাম। গুরু নিতম্ব, উপরে কুচভার, (কটি) ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, কে ঠেকাইয়া রাখিবে? তনু-রোমাবলী দেখা যায় না—মন্মথ নিজের ধনুর অবলম্বন দিল না। সকল সখীর সম্ভ্রম নিবারণ করিয়া (লুকাইয়া) সে ফিরিয়া চাহিয়া প্রেম বুঝাইল। আর চতুরপনা কহা যায় না, নয়নে নয়ন মিলাইয়া লুকাইয়া রহিল। তখন হইতে চাঁদ চন্দন কিছুই ভাল লাগে না—অবোধ মন পুনরায় সেই স্থানেই ধাবিত হয়।

(৮২৬)

আনহু তোহরি নামে বজাব।
তোরি কহিনী দিন গমাব॥
সপনহু তোর সঙ্গম পাএ।
কখনে কী নহি কী বিসুনাএ॥

কি সখি পুছসি তহিক কথা।
তাহি তহ ভলি তোরি অবথা॥
জাহি জাহি তুঅ সঙ্গ মেরী।
চকিত লোচন চউদিস হেরী॥

উঠি আলিঙ্গএ অপনি ছাআ
এতেহু পাপিনি তোহি ন দাআ ॥

ন. গু. তালপত্র ১০৫

অনুবাদ—অন্যকে তোরই নামে ডাকে, তোর কথা কহিয়াই দিন কাটায়। স্বপ্নেও যেন তোর সঙ্গম লাভ করে, কোন সময়েই তোকে ভুলে না। সখি, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? তাহার অপেক্ষা তোর অবস্থা ভাল। যেখানে যেখানে তোর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, (সেখানে সেখানে) চকিত লোচনে চারিদিকে চায়। উঠিয়া আপনার ছায়া আলিঙ্গন করে, এতেও পাপিনি তোর দয়া হয় না?

(৮২৭)

আজ কহ্নাই এঁ বাটে আওব
বুঝএ ন পারল বেলা।
বিধিক ঘটন ভেল অকামিক
লোচন লোচন মেলা ॥

নব কলেবর নিজ পরাভব
থম্ভ ভেল বিনু কাজে।
দরসন রস রভস লীলা
লোভে গরাসলি লাজে ॥

সুন্দরি রে মন্দির বাহর ভেলী।
বিজুঅ রেহ জলধর নাঞী
পুনু কৈসে লুকি গেলী ॥

ন গু. তালপত্র ৫৮

অনুবাদ—আজ কানাই এই পথে আসিবে, (রাধা বিস্তু কৃষ্ণের আসিবার) সময় বুঝিতে পারে নাই। বিধির ঘটনায় অকস্মাৎ লোচনে লোচনে মিলন হইল। রাধার নব কলেবর (নিজের নিকটে অনুরাগে) পরাভূত হইয়া বিনা কারণে স্তম্ভিত হইল। দর্শনজনিত রহস্যলীলারসের লোভ লজ্জাকে গ্রাস করিল। সুন্দরি! তুমি গৃহের বাহির হইলে। বিদ্যুদ্-রেখার ন্যায় কেমন করিয়া আবার জলধরে লুকাইয়া গেলে?

(৮২৮)

এহি বাটে মাধব গেল রে।
মোহি কিছু পুছিও ন ভেল রে ॥
মাথুর জাইত জমুনা তীর রে।
আন্তর ভেটল অহীর রে ॥

নয়নহু নয়ন জুঝাএ রে।
হৃদয়ে ন ভেল বুঝাএ রে ॥
মোহি ছল হোএত রতি-রঙ্গ রে।
মধুর মধুরপতি সঙ্গে রে ॥

চিকুর ন ভেল সঁভারি রে।
বুঝলিহু কাহ্নে গোআরি রে ॥

ন. গু. তালপত্র ৭২

অনুবাদ—এই পথে মাধব গমন করিল, আমার কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। মথুরা যাইতে দূরে যমুনাতীরে গোপের সহিত দেখা হইল। নয়নে নয়নে যুদ্ধ করিয়াও হৃদয় বুঝান গেল না। আমার (মনে) ছিল, মথুরাপতির সহিত মধুর রতিরঙ্গ হইবে। চিকুর সংযত করা হইল না, কানাই আমাকে গ্রাম্যা (গোয়ালিনী) মনে করিল।

(৮২৯)

জুবতি চরিত বড় বিপরীত
বুঝএ কে দহু পার।
বুঝএ চেতন গুন নিকেতন
ভুলল রহ গমার॥

সাজনি নাগরি নাগর রঙ্গ।
সঙ্গহি রহিঅ তেসর ন বুঝ
লোচন লোল তরঙ্গ॥

বলিত বদন বাঙ্ক বিলোকন
কপটে গমন মন্দা।
দুহ মন মিলল ঠাম অঙ্কুরল
পেম তরুঅর কন্দা॥

ন. গু তালপত্র ৭৭

অনুবাদ—যুবতী-চরিত্র বড় বিপরীত, কেহ কি (দহু) বুঝিতে পারে? চতুর গুণনিকেতন বুঝে, মূর্খ (গেয়োঁলোক) ভুলিয়া থাকে (বুঝে না)। সজনি, নাগরী ও নাগরের রঙ্গ (এইরূপ যে) সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি থাকিলেও নয়নের লোল তরঙ্গ বুঝিতে পারে না। মুখ ফিরাইয়া বঙ্কিম দৃষ্টি, কপটে ধীরে গমন, (এইরূপে) দুই মন মিলিত হইল, সেই স্থানেই প্রেম তরুবরের মূল অঙ্কুরিত হইল।

(৮৩০)

প্রথম দরস রস রভস ন জানএ
কি করতি পহু সয়ঁ কেলী।
নবি নলিনী জনি কুঞ্জরে গঞ্জলি
দমনে দমন তনু ভেলী॥
কী আরে দেখিঅ অনূপে।
মধুলোভে মুকুল কুসুম দল কলপএ
আরতি ভুখল মধুপে॥

তালপত্র ন. গু. ১৮৪

অনুবাদ—প্রথম সাক্ষাত, রসরঙ্গ জানে না। প্রভুর সঙ্গে কি কেলি করিবে? নব (নূতন) কমল হস্তি-কর্তৃক গঞ্জিত হইল, দ্রোণ কুসুম (সদৃশ) অঙ্গ দমিত হইল। আহা, কি অনুপম দেখিতেছি। প্রেমের কাঙ্গাল (অনুরাগ বিষয়ে ক্ষুধিত) ভ্রমর মধুর লোভে মুকুলকে কুসুমদল মনে করিয়া ব্যবহার করিল।

(৮৩১)

একি আ অনলহু ন আবএ পাসে।
কোরহু করইত কাঁপ তরাসে॥
নহি নহি নহি পএ ভাখে।
জইঅও জতন করিঅ পএ লাখে॥
সুমুখি বিমুখী রহ সোই।
পঅ পরলহু নহি পরসনি হোই॥
সেজ চকিত রহ জাগী।
ছট পট কর জনি পরসলি আগী॥

তালপত্র ন. গু. ১৭৪

অনুবাদ—একি, কাছে আনিলেও আসে না, ক্রোড়ে করিতে যাইলে ভয়ে কাঁপে। যদিও লক্ষ (বহু যত্ন করি, (তথাপি) না, না, না বলে। সুবদনা, বিমুখী হইয়া শয়ন করে, পদে পড়িলেও, প্রসন্ন হয় না। শয্যায় চকিত হইয়া জাগিয়া থাকে, যেন আগুনের স্পর্শে ছট্‌ফট্‌ করে।

(৮৩২)

নিঅ মন্দির সয়ঁ পগ দুই চারি।
ঘন ঘন বরিস মহী ভর বারি॥
পথ পীছর বড় গরুঅ নিতম্ব
খসু কত বেরী নহীঁ অবলম্ব॥
বিজুরি-ছটা দরসাবএ মেঘ।
উঠএ চাহ জল ধারক থেঘ॥
এক গুন তিমির লাখ গুন ভেল।
উতরহু দখিন ভান দুর গেল॥

এ হরি জানি করিঅ মোয়ঁ রোস।
আজুক বিলম্ব দইব দিঅ দোস॥

তালপত্র ন গু ৩০৩

অনুবাদ—নিজের গৃহ (মন্দির) হইতে দুই চারি পা, বাড়াইতেই ঘন ঘন বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল, মহী (মাটি) জলে পূর্ণ হইল। পথ বড় পিচ্ছল, নিতম্ব গুরু, কতবার পড়িয়া যাই, কোন অবলম্বন নাই। বিজলী ছটা মেঘ দেখায়। জলধারার অবলম্বনে উঠিতে চাই। এক গুণ অন্ধকার লক্ষ গুণ হইল, উত্তর দক্ষিণের জ্ঞান দুর হইল। হে হরি, (এই সব) জানিয়া আমার প্রতি রাগ করিও, আজিকার দেরীর জন্য দৈবকে দোষ দিও।

(৮৩৩)

ছল মনোরথ জোবন ভেলে
কত ন করব রঙ্গ।
সে সবে পেম ওড় ধরি ন রহল
ভেল হৃদয় ভঙ্গ॥
তথুহু উপর ছল মনোরথ
আবে কি করব সাধ।
অইসনি ভএ অপরাধিনি ভেলাহু
জে ছল তথিহু বাধ॥
মাধব আবে তঞো ই বড় দোস।
জতএ জে কিছু বোলিঅ চালিঅ
তথি গুরুজন রোস॥
অবস নিকট আএব জাএব
বিনয় কর সে নারি।
দিনে সাতে পাঁচে বাটহু ঘাটহু
দিঠিহু হলু নিহারি॥

তালপত্র ন. গু. ২৭১

অনুবাদ—আকাঙ্ক্ষা ছিল যৌবন আসিলে কত না রঙ্গ করিব। শেষ পর্য্যন্ত সে সব প্রেম কিছুই হইল না। হৃদয় ফাটিয়া গেল। তথাপি আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন আর সাধ করিয়া কি হইবে? এরূপ করিয়াই অপরাধিনী হইলাম। যাহা ছিল তাহাতেও বাধা পড়িল। মাধব, এখন এই বড় দোষ যে যেখানে যাহা কিছু বলিতে বা করিতে চাই তাহাতেই গুরুজন রুষ্ট হন। সেই রমণী বিনয় করিয়া বলিতেছে অবশ্য নিকটে আসিবে যাইবে, পাঁচ সাত দিন পথে ঘাটে চোখে দেখিয়া যাইবে অর্থাৎ গুরুজনেরা রাগ করেন সেই হেতু অভিসার হইবে না, পথে ঘাটে দেখাশোনা চলিবে।

(৮৩৪)

সজনী অপদ ন মোহি পরবোধ।
তোড়ি জোড়িঅ জহাঁ গাঁঠ পড়এ তঁহ।
তেজ তম পরম বিরোধ॥

সলিল সনেহ সহজ থিক সীতল
ই জানএ সবে কোঈ।
সে জদি তপত কএ জুতনে জুড়াইঅ
তইও বিরত রস হোঈ॥

গেল সহজ হে কি রিতি উপজাইঅ
কুলসসি নীলী রঙ্গ।
অনুভবি পুনু অনুভবএ অচেতন
পড়এ হুতাস পতঙ্গ॥

তালপত্র ন. গু. ৪২৮

অনুবাদ—সজনী, অনুচিত প্রস্তাবে আমাকে প্রবোধ দিও না। যেখানে ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া যায় সেখানে গ্রন্থি পড়িয়া যায় (একেবারে মিলিয়া যায় না)। আলোক ও অন্ধকার পরম বিরোধী (সুতরাং তাহার সহিত আমার মিলন হওয়া অসম্ভব)। সলিল ও তৈল স্বভাবতঃ শীতল ইহা সকলে জানে। তাহাদিগকে তপ্ত করিয়া যদি যত্নপূর্ব্বক মিশান (জোড়া দেওয়া) যায়, তাহা হইলেও আর তেমন রস হয় না (মেশে না)। কুলশশীতে (কুলরূপচন্দ্রে) নীল (কৃষ্ণ) বর্ণ লাগিলে (কুলে কলঙ্ক হইলে) কিপ্রকারে পূর্ব্বের সহজ ভাব উৎপন্ন হইবে (একবার কলঙ্কিত হইলে কি কুলের নির্মলতা আর ফিরিয়া আসে)? অচেতন (মূর্খ ব্যক্তি) অনুভব করিয়াও আবার অনুভব করে, পতঙ্গ (পুনঃ পুনঃ) অগ্নিতে পড়ে।

(৮৩৫)

আদরি অনলহ ধএলহ বারি।
আঁচর ন ছাড়লহ বদন নিহারি॥
সুদৃঢ়েও কেস ন বঁধলহ ফোএ।
সবে রস সুন্দরি ধএলহ গোএ॥

আবে কি পুছসি রাহি ভল নহি ভেল।
জতনে আনল কাহ্নু তোরে দোসে গেল॥
গুনিগন পথ সহ লগলউ হে ভোর।
আঁচর হীর হরাএল মোর॥

সখিজন সোঁপইত ভেলউ হে রাগ।
গেল পাইঅ জোঁ হো বড় ভাগ॥

তালপত্র ন. গু. ৪৮৬

অনুবাদ—(সখীর বাক্য) :—তাহাকে আদর করিয়া আনিলাম, নিবারণ করিয়া রাখিলাম, সে তোমার মুখ দেখিয়া আঁচল ছাড়িল না। কিন্তু তুমি তোমার সুদৃঢ় কেশ (কবরী বন্ধন) খুলিয়া বাঁধিলে না। তোমার সকল রস গোপন করিয়া রাখিলে। রাই, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভাল হইল না, যত্নপূর্বক কানাইকে আনিলাম, তোমার দোষে গেল। (রাধার উত্তর):—গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে থাকিয়াও পথ ভুলিয়া গেলাম, আমার অঞ্চল হইতে হীরক হারাইয়া গেল। সখীরা আমাকে তাহার নিকট সমর্পণ করিলে আমার রাগ হইল। যাহা যায় তাহা আবার বড় ভাগ্যে ফিরিয়া পাওয়া যায়।

(৮৩৬)

ভমইত ভমর ভরমে জঞো ভূললাহে
আন লতা নহি পাসে।
এতবা রোস দোস বস ভএ রহু
দূর কর হৃদয় উদাসে॥

জইঅও সরোবর হিমকর নিঅ করে
পরসএ সবহু সমানে।
কুমুদিনিকাঁ সসিকাঁ কুমুদিনি
জীবন কে নাহি জানে॥

জেহন তোহর মন তহ্নিকো তইসন
কত পতিঅউবি হে ভাখী।
জগত বিদিত থিক সবকাঁ সবতহু
মনকাঁ মন থিক সাখী॥

তালপত্র ন. গু. ৪৫৩

অনুবাদ—ভ্রমর ভ্রমণ করিতে করিতে যদি ভুলিয়া থাকে, অন্য লতার নিকটে যায় নাই। অথবা (তুমি যদি) রোষরূপ দোষের বশীভূত হইয়া থাক (তাহা হইলে) হৃদয়ের ঔদাস্য দূর কর। যদিও চন্দ্র সরোবরের (সকল ফুলকে) নিজ করে সমান স্পর্শ করে, কুমুদিনীর শশী, কুমুদিনী শশীর জীবন কে না জানে? যেমন তোমার মন তাঁহারও তেমন, বলিয়া কত বিশ্বাস করাইব? জগতে সকলেই বিদিত আছে যে সকলের অপেক্ষা মনই মনের সাক্ষী।

(৮৩৭)

কণ্টক দোসেঁ কেতকি সঞো রূসল
হঠে আএল তুঅ পাসে।
ভল ন কএল তোহে অপদ অধিক কোহে
ভমর কে বোলল উদাসে॥
জাতকি অনুচিত এক বড় ভেলা।
নিঅ মধুসার সাঁচি তোহেঁ রাখল
ভমর পিআসল গেলা॥

ওহও ভমর মধুসার বিবেচক
গুরু অভিমানক গেহা।
গুরু পদ ছাড়ি পুনু নহি আওত
দেখবাহু ভেল সন্দেহা॥
সেহও সুচেতন গুনক নিকেতন
সবহি কুসুম রস লেই।
জেহে নাগরি বুঝ তকর চতুরপন
সেহে ন পরিহরি দেই॥

তালপত্র ন. গু. ৪৫২

অনুবাদ—(ভ্রমর) কণ্টকদোষ থাকায় কেতকীর প্রতি রোষ করিয়া বলপূর্বক তোমার নিকট আসিল। অস্থানে (অযথা সময়ে) অধিক ক্রোধ করিয়া, ভ্রমরকে উপেক্ষাবাক্য বলিয়া তুমি ভাল কর নাই। জাতকি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), একটা বড় অনুচিত (কর্ম) হইল। তুমি নিজের মধুসার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ভ্রমর পিপাসিত থাকিয়া গেল। ভ্রমর, সেও মধুসার-অভিজ্ঞ, অত্যন্ত অভিমানের নিকেতন, (অভিমান জনিত) গুরুত্ব ছাড়িয়া আর আসিবে না। দেখাসাক্ষাৎ হইবে কিনা সন্দেহ। সে সুচতুর গুণ নিকেতন, সকল কুসুমেরই রসগ্রহণ করে। যে নাগরী তাহার চতুরপনা বুঝে সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না।

(৮৩৮)

মানিনি কুসুমে রচলি সেজা মান মহঘ তেজ
জীবন জউবন ধনে।
আজু কি রয়নি জদি বিফলে জাইতি
পুনু কালি ভেলে কে জান জিবনে॥

মানিনি মন্দ পবন বহ ন দীপ থির রহ
নখতর মলিন গগন ভরে।
তোর বদন দেখি ভান উপজু মোহি
কেসু ফুল উপর ভমরে॥

তালপত্র ন. গু. ৩৬৫

অনুবাদ—হে মানিনি! কুসুম দিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছি। মহার্ঘ মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি বিফলে যায়, কাল জীবনে কি হইবে কে জানে? মানিনি, ধীরে বায়ু বহিতেছে, দীপ স্থির রহে না, আকাশ-ভরা নক্ষত্র মলিন হইল। তোর মুখ দেখিয়া আমার অনুমান হয়, কিংশুক ফুলের উপর ভ্রমর (বসিয়াছে)।

(৮৩৯)

চউদিস জলদেঁ জামিনি ভরি গেলি।
ধারাএঁ ধরনি বেআপিতি ভেলি॥
গগন গরজেঁ জাগল পঞ্চবান।
এহনা সুমুখি উচিত নহি মান॥

নাগরি পিসুন বচনে করু রোস।
পয় পরলহু নহি কর পরিতোস॥
বিহি সমুচিত ধরু বামা নাম।
হমে অনুমাপি হলল ফল ঠাম॥

নাগরি বচন অমিঅ পরতীতি।
হৃদয় গঢ়ল হে পথানহু জীতি॥

তালপত্র ন গু. ৩৫৮

অনুবাদ—চতুর্দিক জলদে যামিনী ভরিয়া গেল, ধারায় ধরণী ব্যাপ্ত হইল। গগনের গর্জনে পঞ্চবাণ (মদন) জাগিল, সুমুখি এমন সময়ে মান উচিত নয়। নাগরি, খলের কথায় রোষ করিয়াছ, পায়ে পড়িলেও পরিতোষ কর না। বিধি সমুচিত বামা নাম ধরিল (দিল), আমি অনুমান করি যে এই স্থানে তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি বাম হইলে। নাগরীর কথা অমৃত বলিয়া প্রতীত (মনে হয়, কিন্তু) হৃদয় পাষাণকেও জিনিয়া গড়িল।

(৮৪০)

প্রথমক আদরে পুলক ভেল জত
ন গুনল দাহিন বামে।
মধুর বচন মধু ভরমহি পীউল
বিস সম ভেল পরিনামে॥

কতনে মনোরথে অছলহু সুন্দরি
নাগর ভমর হমারে।
জাবে পাব রস তাবে রহএ বস
বিনু দোসে কর পরিহারে॥

রভসক অবসর কী নহি অঙ্গিরএ
কত ন করএ পরবন্ধে।
অবসর বেরি হেরি নহি হেরএ
ফলে জানিঅ সবে ধন্ধে॥

তালপত্র ন. গু. ৪২৪

অনুবাদ—প্রথম আদরে এত আনন্দ হইল যে শুভাশুভ গণনা করিলাম না; মধুর বচন মধুভ্রমে পান করিলাম, বিষতুল্য পরিণাম হইল। হে সুন্দরি, নাগর ভ্রমর সম্বন্ধে আমার কত মনোরথ ছিল। যাবৎ রস পায় তাবৎ বশে থাকে; বিনা দোষে পরিহার করে। কেলির সময় কি না অঙ্গীকার করে, কত না চেষ্টা করে। তারপর অবসর কালে দেখিয়াও দেখে না, ফলে সকল সংশয় জানা যায় (শেষে আর কোন সংশয় থাকে না)।

(৮৪১)

কী পহু পিসুন বচন দেল কান।
কী পর কামিনি হরল গেআন॥
কী পহু বিসরল পুরুবক নেহ।
কী জীবন দহু পরল সন্দেহ॥
ঝূঠা বচন সুইলাহু মোহি লাগি।
তুরঅ বাঁধি ঘর লেসলি আগি॥

কন্ত দিগন্ত গেলা হে কাঁ লাগি।
সীতলি রঅনি বরিস ঘনে আগি॥
কহব কলাবতি কন্ত হমার।
বারিস পরদেস বসএ গমার॥
সব পরদেসিআ একে সোভাব।
গএ পরদেস পলটি নহি আব॥

মার মনোজ মরম সর আহি।
বরখা বরিঅ বসন্তহু চাহি॥

তালপত্র ন. গু. ৭১২

অনুবাদ—প্রভু কি পিশুনের কথায় কান দিল, কিম্বা পরকামিনী তাহার জ্ঞান হরণ করিল? প্রভু কি পূর্বের স্নেহ বিস্মৃত হইল, কিম্বা জীবনের কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইল? আমার (বিপক্ষে) মিথ্যা কথা শুনিলেন, অশ্বকে ঘরে বাঁধিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। কিসের জন্য কান্ত দিগন্তরে গেল, শীতল রজনী ঘন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। হে কলাবতি, আমার কান্তকে কহিবে, বর্ষাকালে মূর্খ বিদেশে বাস করে। সকল প্রবাসীর এক স্বভাব, বিদেশে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না। কন্দর্প মর্মে শরাঘাত করিতেছে, বসন্তের অপেক্ষাও বর্ষা প্রবল।

(৮৪২)

জইঅও জলদ রুচি ধএল কলানিধি
তইঅও কুমুদ মুদ দেই।
সুপুরুস বচন কবহু নহি বিচলএ
জওঁ বিহি বামেও হোই॥

মালতি ককেঁ তোঞে হোসি মলানী।
আন কুসুম মধু পান বিরত কএ
ভমর দেব মোঞে আনি॥

দিন দুই চারি আনে অনুরঞ্জব
সুমরত সউরভ তোরা।
আনক বচন অনাইতি পড়লা হে
সে নহি সহজক ভোরা॥

তালপত্র ন. গু. ৫০২

অনুবাদ—যদিও চন্দ্র জলদ রুচি ধারণ করে (মেঘাবৃত হয়) তথাপি কুমুদকে আনন্দ দেয় (চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনী বিকসিত হয়), যদি বিধি বামও হয় (তথাপি) সুপুরুষের বচন কখন বিচলিত হয় না। মালতি, তুই ম্লান হইতেছিস কেন? অন্য কুসুমের মধুপান (হইতে) বিরত করিয়া আমি ভ্রমরকে (মাধবকে) আনিয়া দিব। অন্য নারী দুই চারিদিন তাহার প্রীতি সম্পাদন করিবে (তাহার পর) সে তোর সৌরভ স্মরণ করিবে। অপরের কথায় সে অনায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে (পরবশ হইয়াছে)। সে সহজে ভুলিয়া যায় না।

(৮৪৩)

মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল।
কল কোকিল রবে মঅন বোল॥
হেমন্ত হরন্তা দুহুক মান।
ভমি ভমর করএ মকরন্দ পান॥

রঙ্গু লাগএ রিতু বসন্ত।
সানন্দিত তরুনী অবরু কন্ত॥
সারঙ্গিনি কউতুকে কাম কেলি।
মাধব নাগরি জন মেলি মেলি॥

তালপত্র ন গু ৬০২

অনুবাদ—মলয়ানিলে সহকার শাখা দুলিতেছে, কোকিল কলরবে মদনের ভাষা বলিতেছে। হেমন্ত উভয়ের (কোকিলের ও বসন্তের) গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধু পান করিতেছে। বসন্ত ঋতুতে রঙ্গ লাগিয়াছে, তরুণী এবং কান্ত আনন্দিত। সারঙ্গিনী (মৃগী) কৌতুকে কামকেলি করিতেছে। মাধব নাগরীদিগের সহিত মিলিত হইতেছে।

(৮৪৪)

পিআ সয়ঁ কহব ভমরবর
পলটি আওব সেহে দেস।
আএ দেখবি নিজ ভাবিনি
তয়ঁ বরু জাএব বিদেস॥

সৈসব সময় বাহএ গেল
জউবনে তনু লেল বাস।
তহ্‌হু তোরিত চলি জাএব
পুরএ রহতি মোর আস॥

দিনে দিনে ঝখইতে খিন তনু
সুতয় নলিনি দল লাগি।
চাঁদ ঐসন ছল সীতল
সেহও বহএ তনু আগি॥

মনমথ মন মথ সব তহু
সে সুনি হিঅ মোর সাল।
বালভু হমর বিদেস বস
তেঁ জউবন ভেল কাল॥

তালপত্র ন গু. ৬৮৪

অনুবাদ—হে ভ্রমরবর, প্রিয়তমকে কহিবে, যেন সে দেশে ফিরিয়া আসে। আসিয়া আপনার ভাবিনীকে দেখিবে, এবং তাহার পর বিদেশে যাইবে। শৈশব সময় বহিয়া গেল, অঙ্গে যৌবন বাস করিল। সেও শীঘ্র চলিয়া যাইবে, আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে। নিত্য শোকে তনু ক্ষীণ, নলিনী-পত্রে শয়ন করি। চাঁদ এমন শীতল ছিল, সেও যেন অঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। সকলের অপেক্ষা মন্মথ মন মথিত করে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমার বল্লভ বিদেশে বাস করিতেছে, সেইজন্য যৌবন কাল হইল।

(৮৪৫)

জেহে লতা কঘু লাএ কহ্নাই।
জল দএ দএ কিছু গেলাহে বঢাই॥
সে আবে ভবে কুসুমিত ভেল আই।
পরিমল পসবল দহ দিস জাই॥

পিআকে কহব পিক সুললিত বানী।
বভসক অবসর তুবজন জানি॥
হঠে অবধাবি বিলম্ব নহি সহই।
ফুললো ফুল-মধ বসি নহি রহই॥

তালপত্র ন গু ৬৮০

অনুবাদ—যে ক্ষুদ্র লতা কানাই আনিয়া জল দিয়া দিয়া কিছু বাড়াইয়া গেলেন, সে এখন কুসুমে পূর্ণ হইল। দশ দিকে পরিমল প্রসারিত হইল। হে পিক, প্রিয়তমকে সুললিত কথায় বলিবে, রভসের অবসর দুর্জয় (তুরজয়?) জানিবে। নিশ্চয় অবধারণ করিবে যে বিলম্ব সহিবে না, প্রস্ফুটিত ফুলে মধু বসিয়া থাকে না (অধিক ক্ষণ থাকে না)।

(৮৪৬)

আজ মোয় জানল হরি বড় মন্দ।
বোল বদন তোর পুনিমক চন্দ॥
একে দিনে পুরিত দিনহু দিনে খীন।
তা সয় তুলনা হবি হমে দীন॥

বইসলি অধোমুখি চিতেঁ গুন দন্দ।
একে বিরহিনি হে দোসবে দহ চন্দ॥
নয়ন নীর ঢর পানি কপোল।
খনে খনে মুরুছি ভরম কত বোল॥

সখি চেতাউলি অবধিক আস।
রিপু রিতুরাজ তজ ঘন সাঁস॥

তালপত্র ন. গু. ৭৩৫

অনুবাদ—আজ আমি জানিলাম, হরি বড় মন্দ ; বলিল, তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র (তুল্য)। (বিরহের বিহ্বলাবস্থায় রাধা বলিতেছেন, যেন এইমাত্র মাধবের সহিত তাঁহার কথা হইতেছিল)। একদিন (মাত্র) পূর্ণ হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, তাহার সহিত হরি আমার তুলনা করিল ? চিত্তে দ্বন্দ্ব (সংশয়) গণনা করিয়া (রাধা) অধোমুখে বসিলেন ; একে বিরহিণী, দ্বিতীয় (তাহার উপর) চন্দ্র দহন করিতেছে। নয়নে অশ্রু বহিতেছে, কপোল করলগ্ন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া কত ভ্রান্ত কথা কহিতেছেন। সখী অবধির আশা দিয়া চেতনা উৎপন্ন করিল, (কিন্তু) বসন্ত শত্রুকে (মনে করিয়া) ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

(৮৪৭)

কত নলিনী দল সেজ সোআউবি
কত দেব মলঅজ পঙ্কা।
জলজ দল ন কত দেহ দেআওব
তথুহু হুতাসন সঙ্কা॥
বহ কইসে রাখবি তরুনী তরুন
মদন পরতাপে॥

চিন্তাএ করতল লীন বদন
তসু দেখি উপজু মোহি ভানে।
দর লোভে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল
চান্দ কমল সন্ধানে॥

দারুন পচসর মুরছি ধরনি পল
সুমরি সুমরি তুঅ নেহে।
তোহেঁ পুরুসোতম ত্রিভুবন সুন্দর
অপদ ন অপজস লেহে॥

তালপত্র ন. গু. ৭৮১

অনুবাদ—পদ্মপত্রে কতবার শয়ন করাইব, (অঙ্গে) কত চন্দন দিব, কত পদ্মপত্র অঙ্গে দেওয়াইব (বুলাইব)। তাহাতে হুতাশনের আশঙ্কা হয় (অগ্নিতুল্য মনে করে)। নূতন মদনের প্রতাপ হইতে তরুণীকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ? চিন্তাতে করতললগ্ন বদন, তাহা দেখিয়া আমার মনে হয়, ঈষৎ (দর) লোভে বিধাতা চন্দ্র ও কমলের অপূর্ব মিলন ঘটাইল। দারুণ মদনের (পীড়নে) তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়ে। তুমি পুরুষোত্তম, ত্রিভুবনে সুন্দর, আর অকারণে অপযশ লইও না।

মিথিলায় লোকমুখে সংগৃহীত পদ, ভাব বা ভাষার জন্য যাহা নিঃসন্দিগ্ধ বলা যায় না।

(৮৪৮)

অপরুব রূপক ধামা।
তীনি ভুবন জিনি বিহি বিহু রামা॥
শীলক শিতল সোভাবে।
জেহন রহিঅ তেহন সোহাবে॥
মধুর বচন মুখ সীচী।
বিহুস পসর জনি অমিয়ক বীচি॥

হেরইত হরএ পরানে।
পরসন মনে পরিরম্ভন দানে॥
কি কহব রতিরঙ্গ রীতী।
নিরবধি বঢলি বাঢ় পিরীতী॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
পুনে গুনমত গুনমতি ধনি পাবে॥

মিথিলা; ন. গু. ৫৭৫

শব্দার্থ—বিহু—বিধান করিল, শীলক—শীলতার, সোহাবে—শোভা পায়; সীচী—সিঞ্চন করিয়া; বীচি—তরঙ্গ।

অনুবাদ—বিধাতা ত্রিভুবনজয়কারিণী অপূর্ব্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে গড়িয়াছেন। শীলতার (নম্রতার) শীতল স্বভাবে যেরূপ থাকে তাহাতেই শোভা পায়। মুখে মধুর বচন সিঞ্চন করে (কহে) ঈষৎ হাসিয়া যেন অমৃতের তরঙ্গ প্রসারিত করে। দেখিতেই প্রাণ হরণ করে; প্রসন্নমনে আলিঙ্গন দান করে। (তাহার) রতিরঙ্গরীতি কি কহিব! নিরন্তর বর্দ্ধিত প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, গুণবান (পুরুষ) পুণ্যফলে গুণবতী ধনী পায়।

(৮৪৯)

মাধব জাএ কেবাড় ছোড়াওল
জাহি মন্দির বসু রাধা।
চোর উঘারি অধর মুখ হেরল
চান উগল ছথি আধা॥
চোর করপুর পান হম বাসলি
ঔর সাঁঠল পকমানে।
সগর রৈণি হম বৈসি গমাওলি
খণ্ডিত ভেল মোর মানে॥

মেথুরা নগর অটকি হম রহলহুঁ
কিঅ ন পঠাওল দূতী।
মাণিক এক মাণিক দস পথরল
ওতহি রহল পহু সূতী॥
কমল নয়ন কমলাপতি চুম্বিত
কুম্ভকরণ সম দাপে।
হরিক চরণ ধৈ গাবথি বিদ্যাপতি
রাধাকৃষ্ণ বিলাপে॥

প্রিয়ার্সন ৭৭

শব্দার্থ—কেবাড়—দ্বার; ছোড়াওল—খুলিল; উঘারি—খুলিয়া; চান—চাঁদ; উগল—উদিত; করপুর—কর্পূর; সাঁঠল—তৈয়ারী করিলাম; পকমানে—পকান্ন; সগর—সকল; রৈণি—রজনী; অটকি—আটকাইয়া।

অনুবাদ—যে ঘরে বাধা ছিলেন, সেই ঘরের কপাট মাধব খুলিলেন। তিনি চুরি করিয়া ঘোমটা খুলিয়া অধর ও মুখ দেখিলেন যেন অর্দ্ধেক চন্দ্রের উদয় হইল। (রাধা বলিতেছেন)—আমি গোপনে কর্পূর দিয়া পান সাজিয়া রাখিলাম, পকান্ন তৈয়ারী করিলাম, সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলাম, আমার মান খণ্ডিত হইল।

(মাধব উত্তর দিতেছেন)—আমি মথুরা নগরে আটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি দূতী পাঠাইলে না কেন? (রাধা বলিতেছেন)—আমি এখানে একমাত্র মাণিক, কিন্তু সেখানে দশ মাণিক আছে, প্রভু সেইখানেই শুইয়া রহিলেন। কমলনয়ন কমলাপতি সেখানে (অন্য নারীদের দ্বারা) কুম্ভকর্ণের ন্যায় দাপে চুম্বিত হইলেন। হরির চরণ ধ্যান করিয়া বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের বিলাপ গান করিতেছেন।

(৮৫০)

মধুপুর মোহন গেল রে
মোরা বিহরত ছাতী।
গোপী সকল বিসরলনি রে
জত ছল অহিবাতী॥

সুতলি ছলহুঁ অপন গৃহ রে
নিন্দই গেলউঁ সপনাই।
করসোঁ ছুটল পরসমনি রে
কোন গেল অপনাই॥
কত কহবো কত সুনিবব রে
হম ভরিএ গরানি।
আনক ধন সোঁ ধরবন্তী রে
কুবজা ভেল রানি॥

গোকুল চান চকোরল রে
চোরী গেল চন্দা।
বিছুড়ি চললি দুহু জোড়ী রে
জীব দই গেল ধন্দা॥
কাক ভাখ নিজ ভাখহ রে
পহু আওত মোরা।
খীর খাড় ভোজন দেব রে
ভরি কনক কটোরা॥

ভনহি বিদ্যাপতি গাওল রে
ধৈরজ ধর নারী।
গোকুল হোয়ত সোহাওন রে
ফেরি মিলত মুরারি॥

মিথিলা; ন. গু. ৬৬২

শব্দার্থ—বিহরত—বাহির হয়; ছাতী—বুক; অহিবাতী—প্রিয়া, গরানি—ঘৃণা; চকোরল—চকোর হইল; খাড়—গুড়ের সার।

অনুবাদ—মোহন মধুপুরে গেল, আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। যে সকল গোপী প্রিয়া ছিল (তাহাদিগকে) বিস্মৃত হইলেন। আপনার ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। (নিদ্রিত অবস্থায় মুষ্টি শিথিল

হওয়াতে) হস্ত হইতে পরশমণি ছাড়িয়া গেল, কে (চুরি করিয়া) আপনার করিয়া লইল ? কত কহিব, কত স্মরণ করিব, আমি গ্লানিতে পূর্ণ হইতেছি, অপরের ধনে ধনবতী (হইয়া) কুব্‌জা রাণী হইল। গোকুলচন্দ্র চকোর হইল, চন্দ্র চুরি গেল (কৃষ্ণচন্দ্র চকোর হওয়ায়, চাঁদ আর চাঁদ রহিল না, কাজেই চাঁদ চুরি গেল) দুজনের জোড় (রাধা ও মাধব) বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিল (গেল)। জীবনে সন্দেহ পড়িল। কাক নিজের ভাষায় বল যে আমার প্রভু আসিবে সোনার বাটী ভরিয়া ক্ষীর ও গুড় ভোজন (করিতে) দিব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (আমি এই) গাহিলাম, নারি, ধৈর্য্য ধর, গোকুল শোভন হইবে, মুরারি আবার ফিরিয়া আসিবে।

(৮৫১)

বিনু দোসে পিয় পরিহরি গেল।
জৌবন জনম বিফল ভেল॥
জগত জনমি সখি হম সনি।
নহি ধনি দোসরী করম হীনি॥
হরি সঙ্গ কয়ল রভস জত।
বিসলেখে বিস সন ভেল তত॥

নিরবধি বিরহ পয়োনিধি।
কতহু মরন নহি দেল বিধি॥
বিরহ দহন হো তন অতি।
মনোরথ মনহি রহল কতি॥
বিদ্যাপতি কহ গুনমতি।
অচিরহি মিলতি মধুরপতি॥

মিথিলা, ন. গু ৬৭২

শব্দার্থ—বিসলেখে—বিশ্লেষে, বিচ্ছেদে।

অনুবাদ—সজনি, বিনাদোষে প্রিয় (আমাকে) পরিত্যাগ করিয়া গেল। (আমার) যৌবন জন্ম বিফল হইল। সখি, আমার মত ভাগ্যহীনা দ্বিতীয়া রমণী জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। হরির সঙ্গে যত আনন্দ করিয়াছিলাম, বিচ্ছেদে সে সকল বিষতুল্য হইল। নিরবধি বিরহ-পয়োনিধিতে মগ্ন হইয়া (রহিয়াছি), বিধি কেন (আমায়) মরণ দিল না ? বিরহে তনু অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, কত মনোরথ মনেই রহিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতি, শীঘই মথুরাপতি মিলিবে।

(৮৫২)

নয়ন নোর ঘর বাহর পীছর
সবহু সখী দিঠি নোরে।
পিছরি পিছরি খস তৈও সুমুখি ধস
মিলন আস মন তোরে॥
কি হোইতি হুনি কে জানে।
হমর বচন মন ধরিঅ সুজন জন
করিঅ ভবন পরথানে॥

এত দিন জে ধনি তোহর নাম সুনি
পুলকে নিবেদ পরানে॥
খনে খনে সুবদনি তথিহু সিথিল জনি
নোর ভাসঅ অনুমানে॥
মনে মনে বুঝিকহু তাবে চলিঅ পহু
জাবে ন কর পিক গানে।
বিদ্যাপতি ভন হরি বড় চেতন
সময় করত সমধানে॥

মিথিলা; ন. গু. ৭৫৯

অনুবাদ—চক্ষের জলে ঘর বাহির পিচ্ছিল, সকল সখীর চক্ষে অশ্রু। পিছলিয়া পিছলিয়া পড়িয়া যায়, তবুও সুমুখী মনে তোর মিলনের আশা করিয়া বেগে ধাবমান হয়। উহার কি হইবে কে জানে! (হে) সুজন পুরুষ, আমার বচন মনে ধর, ভবনে প্রস্থান কর (গৃহে ফিরিয়া যাও)। যে ধনী এতদিন তোর নাম শুনিলে আনন্দপূর্বক প্রাণ নিবেদন করিত, সুবদনী ক্ষণে ক্ষণে তাহাতেও যেন শিথিল (তাহা স্মরণ করিয়াও অবশ) হইয়া পড়িতেছে। অনুমান হয় (দেখিলে বোধ হয়) যে চোখের জলে ভাসিতেছে। মনে মনে বুঝিয়া কহিতেছি, যাবৎ না পিক গান করে (হে) প্রভু, তাবৎ চল (বসন্তাগমের পূর্বে চল —কারণ তাহাকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি সে আর অধিক দিন বাঁচিবে কিনা সন্দেহ)। বিদ্যাপতি কহেন হরি বড চতুর, সময়ে (উপযুক্ত সময়ে) সমাধান (বিরহ দূর) করিবে।

(৮৫৩)

বয়নি সনাগলি রহলিছ থোব।
বমনি বমন রতিরস নহি ওব॥
নাগর নিবখি সুমুখি মুখ চুম্ব।
জনি সরসিজ মধু পিব বিধুবিম্ব॥
দৃঢ পবিবম্ভনে পুলকিত দেহ।
জনি অঁকুবল পুন দুহুক সনেহ॥

ধনি বসমগনী রসিক রসধাম।
জনি বিলসই অভিনব রতিকাম॥
কি কহব অপরূব দুহুক সমাজ।
দুঅও দুহুক কব অভিমত কাজ॥
বিদ্যাপতি কহ রস নহি অন্ত।
গুনমতি জুবতী কলাময় কন্ত॥

মিথিলা ; ন. গু. ৫১২

অনুবাদ—বাত্রি শেষ হইল, অল্প (অবশিষ্ট) রহিল ; বমণী রমণের রতিরসের সীমা রহিল না। নাগর সুমুখীকে নিবীক্ষণ কবিয়া মুখচুম্বন কবিল, যেন চন্দ্রবিম্ব কমলের মধুপান কবিল। দৃঢ আলিঙ্গনে দেহ রোমাঞ্চিত (হইল), যেন দুইজনের স্নেহ পুনর্ব্বাব অঙ্কুবিত হইল (যেন আবার নূতন প্রেমোদ্গম হইল)। সুন্দবী রসমগ্ন, রসিক রসের আলয়, দুইজনের বিলাস যেন বতিকামের কেলিতুল্য। দুইজনের মিলনের অপূর্ব্ব (কথা) কি কহিব, দুইজনে দুইজনের অভিমত কাজ করিল। বিদ্যাপতি কহেন, বসেব অন্ত নাই, (কাবণ) যুবতী গুণবতী (ও) কান্ত কলাময়।

(৮৫৪)

ধিক ত্রিয কব জে প্রিয় পর কোপ।
কুল কামিনি জন প্রেমক লোপ॥
ভল জন মই হো অপজস খ্যাত।
প্রিয়তম মনসোঁ হোয়ব কাত॥

একসবি তারা কেও ন দেখ।
চঢ়লি অকাস অমঙ্গল লেখ॥
অপনে সুখ হরি করি জনু মান।
কবিবর বিদ্যাপতি এহ ভান॥

মিথিলা ; ন. গু. ৫৩৯

অনুবাদ—যে রমণী প্রিয়তমের উপর কোপ করে (তাহাকে) ধিক্। যে সকল কুলকামিনী প্রেম লোপ (করে), (তাহাকে ধিক্)। ভাল লোকের মধ্যে অপযশ প্রচারিত হয়, প্রিয়তমের মন হইতে অন্তরিত হয়। একটি তারা কেহ দেখে না, আকাশে উঠিলে অমঙ্গল গণনা করে। আপনার সুখ হরণ করিয়া যেন মান করিও না, কবিবর বিদ্যাপতি এই কহিতেছেন।

(৮৫৫)

হরি ধরি হার চঁওকি পরু রাধা।
আধ মাধব কর গিম রহু আধা॥
কপট কোপ ধনি দিঠি ধরু ফেরী।
হরি হঁসি রহল বদন বিধু হেরী॥
মধুরিম হাস গুপুত নহি ভেলা।
তখনে সুমুখি-মুখ চুম্বন দেলা॥
কর ধরু কুচ, আকুল ভেলি নারী।
নিরখি অধর মধু পিবএ মুরারী॥
চিকুর চমর ঝরু কুসুমক ধারা।
পিবিকহু তম জনি বম নব তারা॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি বানী।
হরি হসি মিললি রাধিকা রানী॥

মিথিলা ; ন. গু ৫৬৯

অনুবাদ—হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল (উঠিল) অর্দ্ধ (হার) মাধবের হস্তে, অর্দ্ধ কণ্ঠে রহিল। ধনী কপট কোপে (মাধবের দিকে) দৃষ্টি ফিরাইল। হরি (রাধার) চন্দ্রমুখ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মধুর হাসি গুপ্ত হইল না, তখন সুমুখী মুখচুম্বন দিলেন (রাধা যে কপট কোপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মুখের হাসি গোপন করিতে পারিলেন না, তখন সুমুখী হরিকে মুখচুম্বন দিলেন)। করে কুচ ধারণ করিতে নারী (রাধা) আকুল হইল (তাহা) দেখিয়া মুরারি অধর-মধু পান করিল। চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল (আলিঙ্গনে রাধার মস্তক হইতে কুসুম খসিয়া পড়িতে লাগিল) উহা যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারারাজি বমন করিতে লাগিল।

(৮৫৬)

মালতি মন জনু মানহ আনে।
তোহরা সোঁ হম জে কিছু ভাখল
সেহ বচন পরমানে॥

সভ পরিতেজি তোহি হম ভজলহুঁ
তাহি করত কে ভঙ্গে।
জোঁ দুর্জ্জন জন কোটি জতন কর
তৈও জনম ভরি সঙ্গে॥
অনুখন মন ধনি খিন্ন করহ জনি
দেব সপথ থিক লাখে।
হমরা তোঁহহি দোসরি নহি তেহনি
মন অছি দৃঢ় অভিলাখে॥

বিধিক দোখ জত রোখ কয়ল মত
বচন কহল এক আধে।
নাগরি সেহ জগত গুন আগরি
জে খেম পতি অপরাধে॥

বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ সব তঁহ
মন জনু করহ মলানে।
তুঅ গুন মন গুনি পহু রহ অনুগত
করত অধর মধু পানে॥

মিথিলার পদ, ন গু. ৩৬২

অনুবাদ—মালতি মনে অন্য মানিও না (অন্যরূপ ভাবিও না) তোমাকে যাহা কিছু কহিলাম, তাহা সত্য কথা। সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আমি ভজনা করিলাম। তাহা কে ভঙ্গ করিবে? যদিও দুর্জন লোকে কোটি যত্ন করে তথাপি জন্ম ভরিয়া সঙ্গ (আমাদের মিলন আজীবন রহিবে)। ধনি, অনুক্ষণ মনক্ষুণ্ণ করিও না, দেবতার লক্ষ দিব্য, তোমার তেমন (তুল্য) আমার দ্বিতীয় নাই, (তোমার মত আমার আর নাই) মনে দৃঢ় অভিলাষ আছে। বিধির সকল দোষ, মনে রাগ করিয়াছিলাম, এক আধটা কথা কহিয়াছিলাম। সেই নাগরী গুণে জগতের শ্রেষ্ঠ যে পতির অপরাধ ক্ষমা করে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ধৈর্য সকলের অপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ) মন যেন মান করিও না, তোমার গুণ মনে গণিয়া প্রভু অনুগত রহিবে, অধর-মধু পান করিবে।

(৮৫১)

মাধব, কত তোর করব বড়াঈ।
উপমা তোহর কহব ককরা হম
কহিতহুঁ অধিক লজাঈ॥

জেঁা শ্রীখণ্ডক সৌরভ অতি দুরলভ
তৌ পুনি কাঠ কঠোর।
জেঁা জগদীস নিসাকর তেঁা পুন
একহি পচ্ছ উজোর॥

মনি সমান ঔরো নহি দোসর
তনিকর পাথর নামে।
কনক কদলি ছোট লজ্জিত ভএ রহ
কী কহু ঠামহি ঠামে॥

তোহর সরিস এক তোহঁ মাধব
মন হোইছ অনুমান।
সজ্জন জন সেঁা নেহ কঠিন থিক
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

মিথিলা, ন গু. ৮৩১

অনুবাদ—মাধব, তোমার প্রশংসা কত করিব? কাহাকে তোমার তুল্য কহিব? কহিতে অধিক লজ্জা হয়। চন্দনের সৌরভ অতি দুর্লভ, কিন্তু সে কঠিন কাঠ। যদিও চন্দ্র জগতের প্রভু, তথাপি সে একপক্ষমাত্র উজ্জ্বল থাকে। মণিতুল্য দ্বিতীয় আর নাই, কিন্তু তাহার নাম পাথর, স্বর্ণকদলী ছোট বলিয়া সেইখানে লজ্জিত হইয়া থাকে। আর কি বলিব? মনে অনুমান হইতেছে, হে মাধব, তুমি এক তোমার সদৃশ। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সজ্জনের সহিত স্নেহ কঠিন।

(৮৫৮)

মাই হে বালম্ভু অবহু ন আব।
জাহি দেস সখি ন মনোভব ভাব॥
তরুন সাল রসাল কানন
কুঞ্জ কুড্মল পুষ্পিতে
পদ্ম পাটলি পরম পরিমল
বকুল সঙ্কুল বিকসিতে॥

অরুন কিসলয় রাগ মুদ্রিত
মঞ্জরী ভর লম্বিতে।
মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মুদ্রিত
লোভ চুম্বন চুম্বিতে॥
চুম্বতি মধুকর কুসুম পরাগ।
কোরক পরসে বাঢ়ল অনুরাগ॥
চৌদিস করএ ভৃঙ্গ ঝঁকার।
সে সুনি বাঢ়য় মদন বিকার॥
চীর চন্দন চন্দ্রতারক
পাবকো সম মানসে।
হার কালভুজঙ্গমেব হি বিস সরস
ঘম রস চয় বিসে॥

মানিনী মন মানহারক
কোকিলারব কলকলে।
বহএ মারুত মলয় সংযুত
সরল সৌরভ সীতলে॥
সীতল দখিন পবন বহ মন্দ।
তা তনু তাবএ চান্দন চন্দ॥
হৃদয় হার ভেল ভুজগ সমান।
কোকিল কলরবে পিড়ল পবান॥
সদর নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সুবক্ত্র
সুন্দর লোচনী।
কথং সীদতি সুন্দরী
প্রিয় বিরহ দুঃখ বিমোচনী॥

তাহি তর তরুন পয়োধর ধনী।
ওজা সঙ্কর কৃষ্ণঞ্জনী॥
অবসর পাউতি এতি খনে।
বিদ্যাপতি কবি সুদৃঢ় ভনে॥

ন. গু. (নানা) ৫

(৮৫৯)

সুতলি ছলহুঁ হম ঘরবা রে
গরবা মোতি হার।
রাতি জখনি ভিনুসরবা রে
পিয় আএল হমার॥

কর কৌসল কর কপইত রে
হরব উর টার।
কর পঙ্কজ উর থপইত রে
মুখ-চন্দ নিহার॥

কেহনি অভাগলি বৈরিনি রে
ভাগলি নিন্দ।
ভল কএ নহি দেখ পাওল রে
গুনময় গোবিন্দ॥

বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
ধনি মন ধরু ধীর।
সময় পাএ তরুবর ফর রে
কতবো সিচু নীর॥

ন. গু. ৭৯৯ (মিথিলা)

অনুবাদ- আমি ঘরে নিদ্রিত ছিলাম, গলায় মুক্তামালা ছিল। রাত্রি যখন প্রভাত হয়, সেই (সময়) আমার প্রিয়তম আসিল। কৌশল করিয়া কম্পিত হস্তে বক্ষের হার সরাইল, বরপঙ্কজ বক্ষে স্থাপন করিয়া আমার মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিল। কোন শত্রু (আমার) অভাগ্য করিল, আমার নিদ্রা পলাইল। গুণময় গোবিন্দকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না (স্বপ্নেও দেখিতে পাইলাম না)। বিদ্যাপতি কবি গাইলেন, ধনি, মনে ধৈর্য ধর, যতই জল সিঞ্চন কর না কেন, সময় আসিলে তবে তরুবরে ফল হয়।

(৮৬০)

সপন দেখল পিয় মুখ অরবিন্দ।
তেহি খন হে সখি টুটলি নিন্দ॥
আজ সগুন ফল সম্ভব সাঁচ।
বেরি বেরি বাম নয়ন মোর নাচ॥

আঙ্গন বইসি সগুন কহ কাক।
বিরহ বিভঞ্জন দিনপরিপাক॥
আজ দেখব পিয় অলখক চান।
বিদ্যাপতি কবিবর এহ ভান॥

মিথিলা; ন. গু. ৮০০

অনুবাদ—হে সখি, স্বপ্নে প্রিয়-মুখারবিন্দ দেখিলাম, সেই সময়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আজ সগুণ (শুভ) ফল সত্য হইবার সম্ভব। (কারণ) বারে বারে আমার বাম নয়ন নাচিতেছে। অঙ্গনে বসিয়া কাক সগুণ (শুভ) কহিতেছে। দিনের পরিপাকে (দুর্দিনের অন্তে) বিরহ ভগ্ন (শেষ) হইবে। অলক্ষিত চন্দ্র (তুল্য) প্রিয়কে আজ দেখিব। কবিবর বিদ্যাপতি ইহা কহিতেছেন।

(৮৬১)

জে দুখদায়ক সে সুখ দেথু।
অবলা জন সোঁ আসিস লেথু॥

পিয় মোর আএল আন পবোস।
বিরহ ব্যথা জনি গেল লখ কোস॥
নহি ছথি উগথু সহস দিজরাজ।
কুদিবস হিতকর অনহিত কাজ॥

ত্রিবিধ সমীর বহথু দিনরাতি।
পঞ্চম গাবথু কেকিল জাতি॥
সে গৃহ গৃহ নিত উতসব আজ।
বিদ্যাপতি ভন মন নির্ব্যাজ॥

মিথিলা; ন. গু. ৮০৯

অনুবাদ—যে দুঃখদায়ক সে সুখ দিবে। অবলা জনের (জন হইতে) আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুক। আমার প্রিয় অন্য পাড়ায় আসিল (পাড়ায় অপরের গৃহে আসিল আমি সংবাদ পাইলাম); বিরহব্যথা যেন লক্ষ ক্রোশ(দূরে) গেল। (আজ) সহস্র চন্দ্র উদয় হইলে ক্ষতি (ছতি) নাই। সময় খারাপ পড়িলে যে হিতকর সেও অপকার করে (চন্দ্র শীতল কিন্তু বিরহে সন্তাপ দেয়)। এখন ত্রিবিধ সমীর (মন্দ, শীতল ও সুগন্ধ) দিনরাত প্রবাহিত হউক। কোকিল পঞ্চমতানে গান করুক। গৃহে গৃহে আজ সর্ব্বক্ষণ উৎসব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মন নির্ব্যাজ (হইল)।

(৮৬২)

দুসহ বিয়োগ দিবস গেল বীতি।
প্রিয়তম দরসন অনুপম প্রীতি॥
আব লগইছতি বিধু অনুকূল।
নয়ন কপূর আঁজন সমতূল॥
গাবথু পঞ্চম কোকিল আবি।
গুঞ্জথু মধুকর লতিকা পাবি॥
বহথু নিরন্তর ত্রিবিধ সমীর।
ভন বিদ্যাপতি কবিবর ধীর॥

মিথিলা ; ন. গু. ৮০৮

অনুবাদ—দুঃসহ বিরহ দিবস অতীত গেল, প্রিয়তমের দর্শনে অনুপম প্রীতি। এখন নয়নে কপূরাঞ্জন তুল্য চন্দ্র অনুকূল লাগিতেছে (বোধ হইতেছে)। কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, মধুকর লতিকা পাইয়া গুঞ্জন করুক। ত্রিবিধ সমীরণ নিরন্তর বহুক। কবিবর বিদ্যাপতি ধীরে কহিতেছেন।

(৮৬৩)

অপনেহি অইলিহু কএল অকাজ।
মান গমাওল অরজল লাজ॥

আদর হরল বহল মুখ সোভ।
রাঙ্ক ন ফাবএ মানিক লোভ॥
এ সখি এ সখি কি কহিবওঁ তোহি।
দিবসক দোসে দুঅস ভেল মোহি॥
হরি ন হেরল মুখ সএন সমীপ।
রোসে বসাওল চরনহি দীপ॥
বইসি গমাওল জামিনি জাম।
কি করব ভাবি বিধাতা বাম॥

ন. গু. ৪৮৯

অনুবাদ—আপনি আসিলাম, অকাজ করিলাম ; মান হারাইলাম, লজ্জা অর্জ্জন করিলাম। আদর (সম্ভ্রম) নষ্ট হইল। মুখের শোভা গেল ; মাণিকে দরিদ্রের লোভ সাজে না। হে সখি, হে সখি, তোকে কি বলিব, কালের দোষে আমার দুর্দশা হইল। হরি শয্যার নিকটে (আমার) মুখ দেখিল না, রোষে চরণ দিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিল। যামিনীর যাম বসিয়া কাটাইলাম। বিধাতা (যখন) বাম (তখন) ভাবিয়া কি করিব ?

(৮৬৪)

মাধব এখন ছুরি করু সেজে।
কিছুদিন ধৈরজ ধরু যদুনন্দন
হমহিঁ উমগি রস দেবে॥

কাঁচ কমল ফুল কলী জনু তোড়িয়
অধিক উঠত উদ্বেগে।
এহন বয়স রিতু করৈক নহি থিক ঈ
মানিয় মোর উপদেশে॥

রাহু গরাসল জলধব জৈসে
তেহন নে করিয় গেআনে।
কিছুদিন ঔর বিতয় দিঅ মাধব
তখন হোয়ত রস দানে॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিএ মধুবপতি
ধৈরজ ধরিয় সুরেসে।
সময় জানি তোহি হোয়ত সমাগম
আব হঠ ছোড়ু নরেশে॥

মী গা সং ২য় খণ্ড ৩

অনুবাদ— মাধব এখন শয্যা দূর কর। হে যদুনন্দন, কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি নিজেই আসিয়া রস দিব। কাঁচা কমল ফুল-কলিকা ভাঙ্গিও না (তাহাতে) অধিক উদ্বেগ হইবে। এইরূপ বয়সে (প্রণয়ের) রীতি (রিতু) করা ঠিক হয় না। আমার উপদেশ গ্রহণ কর। জলধরকে (শশধর?) রাহু যেমন গ্রাস করে, সেরূপ জ্ঞান করিও না। হে মাধব, আর কিছুদিন যাইতে দেও, তখন রসদান (সম্ভব) হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মধুরপতি (বৃন্দাবনেশ্বর) শুন, (সুরেসে? ধৈর্য্য ধারণ কর। সময় হইলে তোমার সহিত সঙ্গম হইবে, হে রাজন! এখন হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

(৮৬৫)

কহু সখি কহু সখি রাতুক রঙ্গ।
কতেক দিবসপর পহুক প্রসঙ্গ॥
কি কহব আহে সখি রাতুক রঙ্গ।
পীঠিদয় সুতলহুঁ মুরখক সঙ্গ॥

বররে জতন ঘর বৈসলহুঁ জায়।
সুতি রহল পহু দীপ মিঝায়॥
আঁচর ওছাএ হমহুঁ সঙ্গ দেল।
জেহোরে জাগল ছল সেহো অঙ্গ গেল॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারী।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি॥

মি. গী. সং ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯

অনুবাদ— হে সখি, রাত্রির রঙ্গ (বিলাসের কথা) বল। কত দিন পরে প্রভুর সঙ্গে বাস। রাত্রির কৌতুক কি কহিব? মূর্খের সঙ্গে পিঠ ফিরিয়া শয়ন করিলাম। অনেক যত্নে ঘরে গিয়া বসিলাম। প্রভু দীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া

রহিল। অঞ্চল বিছাইয়া আমি সঙ্গ দিলাম। যে অঙ্গ জাগিয়া ছিল, সে অঙ্গও গেল (ঘুমাইল)। বিদ্যাপতি বলেন হে ব্রজনারি! শুন, ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৮৬৬)

কতেক জতন ভরমাওল সজনীগে
দৈ দৈ সপথ হজার।
সপতহু ছল জেঁ। জনিতহুঁ সজনীগে
নহি করতহুঁ অঁকার॥

অব জগত ভরি ভাবিন সজনী গে
ক্যো জন্ন করৈ প্রতীতি।
মুখসেঁা অধিক বুঝাবথি সজনীগে
পুরুসক কপটী প্রীতি॥

বাজথি বহুত ভাঁতিসেঁা সজনীগে,
বচন রাখথি নহিঁ থোর।
তনুক হিয়া মোর দগধল সজনীগে,
জস নলিনীদল নীর॥

গুন অবগুন সভ বুঝলহি সজনীগে
বুঝলৈহি পুরুসক রীতি।
ভনাহঁ বিদ্যাপতি, গাওল সজনীগে,
পুরুস কপটী প্রীতি॥

মি গী. স ১ম খণ্ড ৬-৭

অনুবাদ—হে সজনি, বত যত্ন করিয়া হাজার শপথ দিয়া আমাকে ভুলাইল। আমি যদি শপথেও ছল জানিতাম, তাহা হইলে আমি অঙ্গীকার করিতাম না। হে সজনি, এখন জগত ভরিয়া কোনও ভাবিনী যেন প্রতীতি করে না। পুরুষের কপট প্রীতি মুখের কথায়ই অধিক বুঝায়। হে-সজনি, অনেক প্রকার কথা বলে, বচন স্থির রাখে না। আমার কোমল হৃদয় দগ্ধ হইল, যেমন নলিনীদলে স্থির থাকে না (সর্বদাই হৃদয় অস্থির হয়)। হে সজনি! গুণ অগুণ সব বুঝিলাম; পুরুষের প্রীতিও বুঝিলাম। বিদ্যাপতি বলেন, হে সখি! পুরুষের কপট প্রণয় গাহিলাম।

(৮৬৭)

হম অবলা নিরজনি রে
শশিকেঁ সেবল গুণ জানি রে।
হমসেঁা অনেক কুরীতি রে
সুপুরুষ নে তেজৈ পিরীতি রে॥

ডেঙ্গি ডুবল মঝধার রে
লৈ জহাজ করু পার রে।
ভনহি বিদ্যাপতি ভান রে
সুপুরুষ বসথি সুঠাম রে॥

মি. গী. সং ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮

অনুবাদ—আমি অবলা একাকিনী। গুণ জানিয়া শশীকে সেবা করিলাম। আমার নিকট হইতে অনেক কুব্যবহার হইয়াছে। (কিন্তু) সুপুরুষ পিরীতি পরিত্যাগ করে না। ডিঙ্গি (নৌকা) নদীর মাঝখানে ডুবিল। (এখন) জাহাজ লইয়া (আমাকে) পার কর। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ সুস্থানেই বাস করে।

(৮৬৮)

আএল উনমদ সময় বসন্ত।
দারুন মদন নিদারুন কন্ত॥

ঋতু-রাজ আজ বিরাজ হে সখি
নাগরী জন বন্দিতে।
নব রঙ্গ নব দল দেখি উপবন
সহজ সোভিত কুসুমিতে॥
আরে, কুসুমিত কানন কোকিল নাদ।
মুনিহুক মানস উপজু বিসাদ॥
অতি মত্ত মধুকর মধুর রব কর
মালতী মধু-সঞ্চিতে।
সময় কন্ত উদন্ত নহি কিছু
হমহি বিধি-বস-বঞ্চিতে॥
বঞ্চিত নাগর সেহ সংসার।
এহি রিতুপতি সেঁ। ন করএ বিহার॥

অতি হার ভার মনোজ মারএ
চন্দ রবি সনি মানএ।
পুরুব পাপ সন্তাপ জত হো
মন মনোমথ জানএ॥
জারএ মনসিজ মার সব সাধি।
চনেন দেহ চৌগুন হো ধাধি॥
সব ধাধি আধি বেয়াধি জাইতি
কবিএ ধৈরজ কামিনী।
সুপহু মন্দির তুরিত আওল
সুফল জাইতি জামিনি॥
জামিনি সুফল জাইতি অবসান।
ধৈরজ ধরু বিদ্যাপতি ভান॥

বেনুপুরী ২১৪

অনুবাদ—উন্মাদনাকারী বসন্ত সময় আসিল; মদন দারুন; কান্তও নিষ্করুণ। হে সখি! নাগরিজনবন্দিত ঋতুরাজ আজ উপস্থিত। নূতন রঙ্গ ও নবদল দেখিয়া উপবন আজ স্বভাবতঃ সুন্দর ও কুসুমিত। প্রস্ফুটিত কাননে কোকিলের রব শুনিয়া মুনিজনেরও মনে বিষাদ উপস্থিত হয়। মালতীর মধু সঞ্চয় করিবার জন্য অতি মত্ত মধুকর মধুর রব করিতেছে। এই সময়ে কান্ত আসিল না, বিধিবশে আমিই বঞ্চিত হইলাম। এই জগতে সেই নাগরই বঞ্চিত হয় যে বসন্তকালে বিহার না করে। আজ মনোজের প্রহারে হারও ভার মনে হয়, চন্দ্রও সূর্য্যের মত প্রখর মনে হয়। পূর্ব্ব পাপের ফলে যত সন্তাপ হইতেছে, তাহা মন্মথই মনে মনে জানে। শরসন্ধান করিয়া মন্মথ জর্জ্জরিত করিতেছে। চন্দন লেপন করিলে ব্যাধি চতুর্গুণ হয়। হে কামিনি! তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট ও ব্যাধি দূর হইবে, ধৈর্য্য ধর। তোমার সুপ্রভু শীঘ্রই মন্দিরে আসিল—রাত্রি আনন্দে কাটিবে। বিদ্যাপতি বলেন ধৈর্য্য ধর, ভালোয় ভালোয় রাত্রি কাটিবে।

(৮৬৯)

উঠু উঠু সুন্দরি জাইছি বিদেস।
সপনহুঁ রূপ নহি মিলত উদেস॥
সে সুনি সুন্দরি উঠলি চেহায়।
পহুক বচন সুনি বৈসলি ঝমায়॥

উঠইত উঠলি বৈসলি মনমারি।
বিরহক মাতলি খসলি হিয়হারি॥
এক হাথ উবটন এক হাথ তেল।
পিয়কে নমনাও সুন্দরি চলিভেলি॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারি।
ধৈরজ ধয় রহু মিলত মুরারি॥

মি. গী. সং ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭

অনুবাদ—সুন্দরি, উঠ, উঠ, আমি বিদেশে যাইতেছি। স্বপ্নেও আমার রূপের (অর্থাৎ আমার) উদ্দেশ মিলিবে না। সেই কথা শুনিয়া সুন্দরী চমকিয়া উঠিল। প্রভুর বচন শুনিয়া ম্লান হইয়া বসিল। কোনও প্রকারে উঠিয়া বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া পড়িল। বিরহজনিত উন্মত্ততায় বুকের হার পড়িয়া গেল। এক হস্তে অঙ্গরাগ, একহস্তে তৈল প্রিয়তমকে মানাইতে (প্রসন্ন করিতে) চলিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন, ব্রজনারি! শুন, ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৮৭০)

দছিন পবন বহ লহু লহু,
পহুসোঁ মিলন হোএত কবহু।
আম মঞ্জরি মহু তূঅল;
তৈও ন পহু মোর ঘুরল॥

দীপ জরিয় বাতী জরল
তৌও ন পীয় মোর আএল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল,
যোগনিক অন্ত নহিঁ পাওল॥

মি. গী. সং ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫

অনুবাদ—দক্ষিণ পবন মৃদু মৃদু বহিতেছে। (যদি) কখনও প্রভুর সহিত মিলন হইত! আম্র-মঞ্জরীর মধু শেষ হইল (বসন্ত চলিয়া গেল) তথাপি প্রভু ফিরিয়া আসিল না। দীপ জ্বলিযা বাতি জ্বলিয়া গেল (শেষ হইল) তথাপি প্রিয়তম আসিল না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন ও গাহিতেছেন, যোগিনীর অন্ত পাওয়া গেল না।

(৮৭১)

মাধব মন জনু রাখিএ রোসে।
অবসর তেজি কতয় চল গেলহুঁ
তাহি হমর কোন দোসে॥

তীনি সৈ সাঠি আধ মিহ্ দৈ
সে কয় গেলহুঁ ঠেকানে।
তা দীগুন তকরো পুনি সট্গুন
অয়লহুঁ তকরো নিদানে॥
বিরহ উদাপ দাপ তন ঝাঁঝর
করয় চাহজিব অন্তে।
অব হম করব কী লয় তুঁঅ আদর
প্রেম পদারথ তুঁঅ কন্তে॥
কুচ জুগ কমল উতঙ্গ ভার উর সে
কুম্হিলাএল ফুটী।
গর গর চুবয় অমিয় ভিজু আঁচর
অব রহল ভয় সীঠী॥

ঈ সুনিয় বচন সুনিয় মধুবাপতি
বিহুঁসি হঁসলি সুখ ফেরী।
ধন জন জোবন থীর নহি কৌখন,
ককরানৈ এক বেরী॥
অজয় বৈন কমল সুনু ভামিনি,
বুঝল তুঅ সদভাবে।
সুখল সারি জোঁ নীর পটাবিয়,
অবসর কাল কাজ কিছু আবে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জুবতি
ঈ থিক নবরস রীতী।
অপন পুরুস কে প্রেম জমাবিঅ
বিসরি জাহু সব নীতী॥

মি. গী. সং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫

অনুবাদ—হে মাধব, মনে যেন রোষ রাখিও না। সময় কালে উপেক্ষা করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে, তাহাতে আমার কি দোষ? ৩৬০, তাহার অর্ধেক বাদ অর্থাৎ ১৮০ দিন=ছয়মাস; সেই ঠিকানা দিয়া গেলে (ছয়মাস বাদে আসিব বলিয়া গেলে)। তাহার দ্বিগুণ,=৩৬০=এক বৎসর, তাহার ৬ গুণ=ছয় বৎসর, তাহার পর আসিলে (অর্থাৎ ছয় মাসে আসিবে বলিয়া গেলে, কিন্তু ছয় বৎসর পরে আসিলে)। বিরহের উত্তাপে তাপিত তনু ঝাঝর হইল, জীবনের অন্ত করিতে চাহি। এখন প্রেমের সামগ্রী তুমি আসিয়াছ, তোমাকে কি দিয়া আদর করিব? কমলের ন্যায় উচ্চ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফুটিয়া (ক্রমে) ম্লান হইল। অঞ্চলে যেন অমৃতে সিঞ্চিত কুচ স্বগর্বে ছিল, এখন তাহা যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। মথুরাপতি এই বচন শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল। ধন-জন-যৌবন কখনও স্থির নহে। কাহাকে একবার (অর্থাৎ সময়ে) এরূপ না হয়। হে ভামিনি, শুন, (তোমার) অপরাজেয় বদন (এখনও) কমলের ন্যায়। তোমার সদ্ভাব বুঝিলাম। শুষ্ক শালি ধান্য যদি নীরে সিঞ্চন করা হয় তাহা হইলে অবসর-কালে কিছু উপকারে আসে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতি, শুন, এই নূতন রসের রীতি। নিজে পুরুষকে প্রেম পান করাও, সমস্ত নীতি ভুলিয়া যাও।

(৮৭২)

হমরাকৈঁ জঁ ও তেজব গুন বুঝব।
জোগহিঁ দেব বনিসার অধিন কয় রাখব॥

একো পলক জেঁ। তেজব গুন বুঝব,
এহেন জোগ মোর তেজ সেজ নহিঁ ছোড়ব॥
আরসি কাজর পারব নিসি ডারব,
তাহি লয় আঁজব আঁখি জোগ পরচারব॥
নয়নহিঁ নয়ন রিঝাএব প্রেম লাএব,
করব মোর গরহার হৃদয় বিচ রাখব॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল জোগ লাওল।
দুলহা দুলহিনি সমধান অধিন কয় রাখব॥

মি. গী. সং ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯

অনুবাদ—আমাকেও যদি ত্যাগ করিবে (তাহা হইলে) আমার গুণ বুঝিবে। যোগের দ্বারা কারাগারে দিব ও অধীন করিয়া রাখিব। এক পলকের জন্য যদি আমাকে ত্যাগ করিবে, (তাহা হইলে) গুণ বুঝিবে। আমার যোগের এমন তেজ যে শয্যা ছাড়িবে না। রাত্রিতে আরসীতে কাজর পাড়িয়া রাখিব। তাহা দিয়া আঁখি রঞ্জিত করিব (আঁজব), যোগ প্রচার করিব। নয়নে নয়নে আনন্দের ঢেউ তুলিব, প্রেম আনিব, (যাহাতে) আমাকে গলার হার করিবে, হৃদয়-মধ্যে রাখিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, যোগ আনিল, কনে বরকে সমাধান করিয়া (বিবাহ শেষ করিয়া) অধীন করিয়া রাখিবে।

(৮৭৩)

হম জোগিন তিরহুতকে জোগ দেবৈহু লগায়।
নৈন হমর পঢ়াওল রে, জগমোহিনি নাম॥
আরসি কাজর পারল আঁখি আঁজল।
তাহি আঁজল দুই আঁখি জমৈআ অপনাওল॥
রুনুকি ঝুনুকি ধীআ চলিতথি জমৈআ দেখিতথি।
পাগক পেজ উঘারি হৃদয় বিচ রখিতথি॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল ফল পাওল।
জাগ হমর বড়তেজ, সেজ ধয় রহতাহ॥

মি. গী. সং ১ম খণ্ড, ৩৫

অনুবাদ—আমি যোগিনী, ত্রিহুতের যোগ লাগাইয়া দিব। আমার চক্ষুকে শিখাইয়াছি, আমার নাম জগ-মোহিনী। আরসিতে কজ্জল বানাইলাম, তাহাতে আঁখির অঞ্জন করিলাম। তাহাতে দুই আঁখি অঞ্জনযুক্ত করিয়া জামাইকে আপনার বশ করিলাম। রুণুকি ঝুনুকি (নাচিতে নাচিতে) ঝি চলিত, জামাইকে দেখিত। পাগড়ীর পেঁচ খুলিয়া হৃদয়ের নিকট রাখিত। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিলেন, ফল পাইল, আমার যোগ (জোগ) অত্যন্ত প্রভাবশালী, শয্যায় রহিবে (যাইতে পারিবে না)।

(৮৭৪)

স্যাম বরন শ্রীরাম, হে সখি।
দেখৈত মুখ অভিরাম ॥
আজু হমর বিহ বাম, হে সখি॥
মোহি তেজি পহু গেল গাম ॥

পঢ়ল পণ্ডিত ভান, হে সখি।
পহুক নে করি অপমান ॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভান হে সখি।
সুপুরুস গুনক নিধান ॥

মি. গী. সং ৩য় খণ্ড, ১০৯

অনুবাদ—হে সখি, শ্যামবর্ণ শ্রীরামের মুখ দেখিতে সুন্দর। আজ আমার প্রতি বিধি বাম, প্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়া (নিজ) গ্রামে গেলেন। হে সখি, পণ্ডিতেরা (শাস্ত্রজ্ঞানে) বলেন, প্রভুকে অপমান (হেলা) করিও না। বিদ্যাপতি বলেন হে সখি! সুপুরুষ গুণের নিধান।

(৮৭৫)

জোঁ হম জনিতহুঁ ভোলা ভেলা ঠকনা
হোইতহুঁ রাম গুলাম গে মাঈ।
ভাই বিভীখন বড় তাপ কৈলহ্নি
জপলক রাম কা নাম, গে মাঈ ॥
পুরুব পছিম একো নহি গেলা
অচল ভেলা যহি ঠাম, গে মাঈ।
বীস ভুজা দস মাথ চঢ়াওলি
ভাঁগ দিহল ভর গাল, গে মাঈ ॥

এক লাখ পূত সবা লাখ নাতী
কোটী সোবরনক দান, গে মাঈ।
গুন অবগুন সিব একো নহি বুঝলহ্নি
রখলহ্নি রাবনক নাম, গে মাঈ ॥
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
কর জোরি বিনওঁ মহেস, গে মাঈ।
গুন অবগুন হর মন নহি আনথি
সেবককহরথি কলেস, গে মাঈ ॥

বেণী ২৪৭

অনুবাদ—হে মা, আমি যদি জানিতাম যে ভোলা এমন প্রতারক, তাহা হইলে রামের গোলাম হইতাম। ভাই বিভীষণ অনেক তপ করিয়াছিল, (তাই) রামের নাম জপ করিল। (বিভীষণ) পূর্ব পশ্চিম এক দিকেও গেল না, এইস্থানে অচল হইয়া রহিল। আমি বিশ হস্তে, দশ মাথায় (শিবকে) পূজা করিলাম, গাল ভরিয়া ভাঙ দিলাম। একলক্ষ পুত্র, সওয়া লক্ষ নাতি, কোটী সুবর্ণের দান (সব দিলাম)। শিব গুণ দোষ কিছুই বুঝিলেন না। রাবণের নাম রাখিলেন (না)। সুকবি পবিত্রমতি বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, করজোড় করিয়া তোমাকে বিনয় করি। হর গুণ দোষ মনে আনে না, সেবকের ক্লেশ হরণ করে।

(৮৭৬)

তাত বচনে বেকলে বন খেপল
জনম দুখহি দুখে গেলা।
সীঅক সোর্গে স্বামি সন্তাপল
বিরহে বিখিন তন ভেলা॥
মন রাঘব জাগে।
রাম চরন চিত লাগে॥

কনক মিরিগি মারি বিরাধ বধল বালি
বানর সেই বটুরাই।
সেতু বন্ধ দিঅ রাম লঙ্ক লিঅ
রাবন মারি নড়াই॥

দসরথনন্দন দসসিরখণ্ডন
তিহুঅন কে নহি জানে।
সীতা দেইপতি রাম চরন গতি
কবি বিষ্ঠাপতি ভানে॥

ন. গু. (বিবিধ) ১

অনুবাদ—পিতার বচনে বল্কল পরিয়া বনে (কাল) ক্ষেপণ করিল, জন্ম দুঃখে দুঃখে গেল। সীতার শোকে স্বামী সন্তাপিত হইল, বিরহে তনু ক্ষীণ হইল। রাঘব মনে জাগিতেছে, রামচরণে চিত্ত লাগিয়াছে। কনক-মৃগ মারিয়া বিরাধ ও বালিকে বধ করিল, বানর-সেনা সংগ্রহ করিল। রাম সেতুবন্ধ দিলেন ও লঙ্কা লইলেন, রাবণকে মারিয়া ফেলিলেন। দশরথনন্দন দশানন-নাশনকে ত্রিভুবনে কে না জানে? কবি বিষ্ঠাপতি বলিতেছেন, সীতাদেবীর পতি রামের চরণ (আমার) গতি।

(৮৭৭)

রে নরনাহ সতত ভজু তাহী।
তাহি, নহি জননি জনক নহি জাহী॥
বসু নইহরা সুসুরা কে নাম।
জননিক সির চঢ়ি গেলি বহি গাম॥

সাসুক কোর মেঁ সুতল জময়।
সমধি বিলহ তৌ বিলহল জায়॥
জাহি ওদর সে বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি ততয় চলি গেলি॥

ভন বিদ্যাপতি সুকবী ভান।
কবি কে কবি কঁহ কবি পহচান॥

মি. গী. সং ১মখণ্ড, পৃঃ ২৯

শব্দার্থ—নরনাহ—নরনাথ; তাহি—তাহাকে; জাহী—যাহার; বসু—বাস করে; নইহরা—পিত্রালয়ে; বিলহ—বিতরণ করে; ওদর—উদর।

অনুবাদ—(সীতার সম্বন্ধে পদ):—হে নরনাথ, সতত তাহাকে ভজনা কর, যাহার জনক জননী নাই। বাপের বাড়ীতে (নৈহর) বাস করে। শ্বশুরের নাম (প্রসিদ্ধ) জননীর মাথায় চড়িয়া (পৃথিবীর মাথায় পা দিয়া) শ্বশুরের গ্রামে

গেলেন। শ্বাশুড়ীর কোলে জামাই শুইল। সম্বন্ধ যাহাকে বিলায়, তাহার সহিত (সম্বন্ধ) হয়। যাহার গর্ভ হইতে সে বাহির হইল, আবার ফিরিয়া সেখানেই চলিয়া গেল (ভূতলে প্রবেশ করিল)। সুকবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন কবিকে কবি বলিতেছেন কবিকে চিনিয়া লও।

(৮৭৮)

অপর পয়োধি মগন ভেল সূর।
নখি-কুল-সঙ্কুল বাট বিদূর॥
নরি পরিহরি নাবিক ঘর গেল।
পথিক গমন পথ সংসয় ভেল॥
অনতএ পথিক করিঅ পরবাস।
হমে ধনি একলি কন্ত নহিঁ পাস॥
এক চিন্তা অওক মনমথ সোস।
দসমি দসা মোহি কওনক দোস॥
রঅনি ন জাগ সখি জন মোর।
অনুখন সগর নগর ভম চোর॥
তোঁহে তরুনত হম বিরহিনি নারি
উচিতহু বচন উপজ কুল গারি॥
বামা বচন বাম পথ ধাব।
অপন মনোরথ জুগুতি বুঝাব॥
ভনই বিদ্যাপতি নারি সুজানি।
ভল কএ রখলক দুহু অনুমানি॥

ন গু (প) ১

অনুবাদ—পশ্চিম সাগরে সূর্য অস্ত গেল। দূর পথ হিংস্রজন্তু সমাকুল। নদী ত্যাগ করিয়া নাবিক ঘরে গেল। পথিকের গমন-পথ সংশয় হইল। পথিক, অন্যত্র প্রবাস কর। আমি একাকিনী রমণী, কান্ত নিকটে নাই। একে চিন্তা, (তাহাতে) আবার মন্মথ শোষণ করিতেছে। কাহার দোষে আমার দশমীদশা (মৃত্যুদশা)? আমার সখীজন রাত্রে জাগিতেছে না। সকল নগরে অনুক্ষণ চোর ভ্রমণ করিতেছে। তুমি তরুণ আমি বিরহিণী নারী। উচিত কথাতেও কুলের গালি (নিন্দা) উৎপন্ন হয়। বামার বচন বাম পথে ধাবিত হয়। নিজের মনোরথ (অনুসারে) যুক্তি বুঝায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন নারী চতুরা (এইরূপ) অনুমান হয় যে দুইদিক রক্ষা করিল।

(৮৭৯)

অপনা মন্দির বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দে সর কেবা।
তহিখনে পহিলা পাহুন আএল
বরিসএ লাগল দেবা॥
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনি
বচনক ভেল অবকাসে॥
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভানে।
কওনক কহব হম কে পতিআএত
জগত বিদিত পচবানে॥

ন. গু. (প) ২

অনুবাদ—আপনার গৃহে বসিয়াছিলাম, ঘরে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। সেই সময় প্রথম পথিক আসিল, দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল। কে জানে খল পড়শী কি বলিবে? বচনের (নিন্দার) অবকাশ (সুযোগ) হইল। ঘর অন্ধকার, নিরন্তর ধারা (বর্ষণ হইতেছে) দিবসেও রজনী মনে হয়। কাহাকে বলিব, কে বিশ্বাস করিবে? জগতে পঞ্চবাণ বিদিত।

(৮৮০)

বালম নিঠুর বসয় পরবাস।
চেতন পড়োসিয়া নহি মোর পাস ॥
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ সাসু নহি সূঝ ॥
হমে ভরে জৌবতি রঅনি অন্ধার।
সপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার ॥
পথিক বাস অনতয় ভমি লেহ।
হমরা তৈসন দোসর নহি গেহ ॥
একসর জানি আওত চলি চোর।
মোরা সঁপতি মোরা অগোর ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহথি বিচারি।
পথিক বুঝাবয় বিরহিনি নারি ॥

ন গু (প) ৭

অনুবাদ—বল্লভ নিষ্ঠুর বিদেশে বাস করে। চতুর পড়শী আমার নিকটে নাই। ননদী বালিকা, কথা বুঝে না। প্রথম সাঁঝে (সন্ধ্যা হইতে) শ্বাশুড়ী দেখিতে পায় না। আমি ভরা যুবতী, রজনী অন্ধকার। স্বপ্নেও কোটাল সহরে ভ্রমণ করে না। হে পথিক, অন্যত্র ভ্রমিয়া বাসস্থান লও। আমার সে রকম দ্বিতীয় গৃহ নাই (যেখানে তোমার বাসা হইতে পারে)। [বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতুমস্মদ্ গৃহে।
সাযং সম্প্রতি বর্ততে পথিক হে স্থানান্তরং গম্যতাম্ ॥
শৃঙ্গার-তিলক।]

একেশ্বর জানিয়া চোর চলিয়া আসিবে। আমার সম্পত্তি আমাকেই আগলাইতে হয়। সুকবি বিদ্যাপতি বিচার করিয়া বলিতেছেন, বিরহিণী নারী পথিককে বুঝাইতেছে।

(৮৮১)

সাসু জরাতুলি ভেলী।
ননদী ছলি সেও সাসুর গেলী ॥
তৈসন ন দেখিঅ কোই
রঅনি জগায় সঁভাসন হোই ॥
এহিপুর এহি বেবহারে।
কাহুক কেও নহি করয় পুছারে ॥
প্রাননাথ কে কহবা।
হম একসরি ধনি কতদিন বহবা ॥
পথুক কহব মঝু কন্তা।
হম সনি রমনি ন তেজ রসমন্তা ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি বিরহিনি পথুক বুঝাবে ॥

ন. গু (প) ৮

অনুবাদ—খাশুড়ী জরাতুরা হইল; ননদী ছিল, সেও শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। তেমন কাহাকেও দেখি না, যে রজনী জাগাইয়া সম্ভাষণ করে। এই পুরে এমন ব্যবহার, কাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। প্রাণনাথকে বলিবে, আমি একাকিনী রমণী কতদিন থাকিব। পথিক আমার কান্তকে কহিবে, রসবন্ত (পুরুষ) আমার ন্যায় রমণীকে পরিত্যাগ করে না। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহিণী পথিককে বুঝাইতেছে।

(৮৮২)

হমরাহু ঘর নহি ঘরিনিক লেস।
তেঁ কারণে গুনিঅ পরদেস ॥
নানা রতন অছএ মঝু হাথ।
সেবক চাকর কেও নহি সাথ ॥
সহজক ভীরু থিকাহু মতিভোর।
রঅনি জগাএ কে করত অগোর ॥
বৈসি গমাওব কওনক মাঝ।
অবগুন অছএ রতউধী সাঁঝ ॥

ভনই বিদ্যাপতি ছইল সোভাব।
নাগর পথুক উকুতি বিরমাব ॥

ন. গু. (প) ১০

অনুবাদ—আমার গৃহে ঘরণীর লেশ নাই। সেইজন্য (গৃহকে) প্রবাস বলিয়া মনে করি। নানা রত্ন আমার হাতে আছে। সেবক চাকর কেহ সঙ্গে নাই। (আমি) স্বভাবতঃ ভীরু (ও) নির্বোধ। রাত্রি জাগিয়া কে আগ্‌লাইবে ? বসিয়া কাহার সঙ্গে (কাল) কাটাইব ? (আমার) এক দোষ (আছে), সন্ধ্যায় রাতকাণা হই। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, রসিক-স্বভাব নাগর পথিক উক্তি শেষ কবিল।

(৮৮৩)

অনত পথিক জনু জাহে।
দূর দেসান্তর বস মোর নাহে ॥
হমে অনুগতি সবে বেরী।
কতয় জায়ব তোঁহে সাঁঝক বেরী ॥
নিভরম ঐসন ঠামা।
সবে পরদেসিয়া বসে এহি গামা ॥
ভমি ভমি ভম কোটবারে।
পএলঁহু লোথ ন নৃপতি বিচাবে ॥
হমরা কোন তরঙ্গে।
পুর পরিজন সব হমরে অঙ্গে ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি অবলা উকুতি বুঝাবে ॥

অ ১০১৬

অনুবাদ—পথিক, অন্যত্র যেন যাইও না। আমার নাথ দুব দেশান্তরে বাস করেন। আমি সকলেরই অনুগত, তুমি সন্ধ্যাবেলায় কোথায় যাইবে ? এই স্থান বাধাশূন্য ; এই গ্রামে যাহারা বাস কবে, তাহারা সকলেই পরদেশী। কোটাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চোরাই মাল পাইলেও নৃপতি সুবিচার করে না। আমার কিসের ভয় ! পুর পরিজন সব আমাকে ভালবাসে। বিদ্যাপতি গান করেন—অবলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের কথা বুঝাইতেছে।

(৮৮৪)

সিন্ধু সুতাপতি ছুতি গেল মাই হে।
নিরধিনী ব৷পুরে ॥
কেবা বিগলিত পুলকিত মাই হে
সে দেখি হিঅরা ঝূরে।
মোর পিআর গগন ভরি আএল
ন অএলে মোর পিআরা ॥
মালি মউলি হস বালভু বিদেস বস
অহি ভোঅনে মহি পূরে।
সরঅ সরোজ বন্ধু কর বঞ্চিত
কুমুদ মুদ দিনকরে ॥

সখিহে কমলনয়ন পরদেস।
হমে অবলা অতি দীন দুখিত মতি
স্রবনে ন সুনিঅ সন্দেস॥

চাতক পোতক হরখিত নাচথি
সুখে সিখি নাচথি রঙ্গে।
কন্ত কোর পইসি চপলা বিলসথি
সে দেখি ঝামর অঙ্গে॥

নলিনী নীরে লুক ইলি মাই হে
কন্ত ন আএস পাস।
ভমর চরন পঙ্কাসে অধিক অধ
বস্তু তেজি করতি গরাস॥

ন গু. (প্র) ৩
প্রহেলিকা।

(৮৮৫)

বিরহ অনল আনি জুড়াবএ
সীতল সীকর আনি।
সৈলবতী সুত দরসনে
মুরুছি খস সয়ানি॥
মাধব কহ কি করতি নারি।
গিরি সুতা পতি হার বিরোধী
গামী তনয় ধারি॥

অতি জে বিকলি চিত ন চেতএ
দুরে পরীহর হার।
বিহগবল্লভ অসন অসন
সে সখি সহএ ন পাব॥
দরসে চন্দন মিড়ি নড়াবএ
করে ন কুসুম লেয়।
হরি ভগিনী নন্দন বালহি
সোদব কিছু ন দেয়॥

অধিক আধি বেআধি বঢ়াউলি
দিনহু দুবর কাএ।
আজে জমপুর সগব নগব
উজর দেতি বসাএ॥

ন. গু. (প্র) ১৫ প্রহেলিকা।

(৮৮৬)

বস্তু বিস পাবে হরল পিআ মোর।
অন্ধ তনয় প্রিয় সেও ভেল থোর॥
জিবসয়ঁ পঞ্চম সে তনু জার।
মধুরিপু মলয় পবন পিক মার॥
পহিলুক দোসর আইতি গেল।
আদিক তেসর অনাএত ভেল॥

সুর প্রিয়া সুত তহ্নিকর তাত।
দিনে দিনে রখইতে খিন ভেল গাত॥
অব জাএত জিব পাতক তোহি।
বড় কএ মদনে হনব জিব মোহি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
চতুর চতুরভুজ মিলিত মুরারি॥

ন. গু. (প্র) ২০ প্রহেলিকা।

(৮৮৭)

ভরল ভবন তেজি গেলাহ মুরারি।
জত দিন গেলাহ তকর গুন চারি॥
প্রথম এগারহ ফেরি দীয় পাঁচ।
তীসক তেগুন থোড় দিন সাঁচ॥
চালীস কোটি আধা হরি লেল।
তেঁ পুনি জীব এহন সন ভেল॥
সৈ মহঁ চৌগুন লিঅ নে বিচারি।
তেঁ তোহি ভল নহি কহত মুরারি॥

ভনহি বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধজন হোথি সে কহথি বিসেস॥

মি. গী. সং ২য় খণ্ড পৃঃ ৪-৫ প্রহেলিকা।

(৮৮৮) *

আরে বিধিবস নয়ন পসারল
পসরল হরিক সিনেহ।
গুরুজন গুরুতরে ডরে সখি
উপজল জিবহু সন্দেহ॥
দুরজন ভীম ভুজঙ্গম
বম কুবচন বিসসার।
তেই তীখেঁ বিসে জনি মাখল
লাগ মরম কনিয়ার॥
পরিজন পরিচয় পরিহরি
হরি হরি পরিহর পাস।
সগর নগর বড় পুরীজন
ঘরে ঘরে কর উপহাস॥
পহিলুক পেমক পরিভব
দুসহ সকল জন জান।
ধৈরজ ধনি ধর মনে গুনি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

মিথিলা ; ন. গু. ২৭২

শব্দার্থ—নয়ন পসারল—নয়ন প্রসারিত করিয়া; পসরল—প্রসারিত হইল; বিসসার—বিষের সার, তীব্র বিষ; তীখেঁ—তীক্ষ্ণ; কনিয়ার—তীক্ষ্ণ; পাস—পাশ, বন্ধন।

অনুবাদ—আহা, বিধিবশে নয়ন মেলিয়াই হরির স্নেহ প্রসারিত হইতেছে দেখিলাম। সখি, গুরুজনের গুরুতর ভয়ে প্রাণে সন্দেহ জন্মিল। দুর্জন বলবান্ সর্পের ন্যায় তীব্র বিষবৎ দুর্বাক্য উদ্গার (প্রয়োগ) করে; সেই বিষযুক্ত তীক্ষ্ণ তীর (আমার) হৃদয়ে লাগিল। হায় হায়, পরিজনের পরিচয় ত্যাগ করিয়া, তাহাদের বন্ধন ছাড়িলাম। সমস্ত নগরে নগরবাসিগণ গৃহে গৃহে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিতেছে। সকল ব্যক্তিই জানে—প্রেমের প্রথম পরাজয় দুঃসহ। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, ধনি, মনে ভাবিয়া অপেক্ষা কর।

(৮৮৯)

কৌতুক চললি ভবনকেঁ সজনী গে
সঙ্গ দস চৌদিসি নারী।
বিচ বিচ সোভিত সুন্দরি সজনী গে
জনি ঘর মিলত মুরারী॥
লৈ অভরন কৈ সোড়স সজনি গে
পহির উতিম রঙ্গ চীর।
দেখি সকল মন উপজল সজনী গে
মুনিহুঁক চিত্ত নহি থীর॥

* (৮৮৮) মন্তব্য :—নগেন্দ্রবাবু বলেন "এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে"।

নীল বসন তন ঘেরলি সজনী গে
সির লেলি ঘোঘট সারী।
লগ লগ পহুকে চলইতি সজনী গে
সকুচল অঙ্কম নারী॥
সখি সভ দেল ভবনকৈ সজনী গে
ঘুরি আএলি সভ নারী।
কর ধএ লেল পহু লগকেঁ সজনী গে
হেরৈ বসন উঘাবি॥

ময় বর সনমুখ বোলে সজনী গে
কবৈ লাগল সবিলাথে।
নব রস রীতু পিরিত ভেল সজনী গে
দুহু মন পরম হুলাসে॥
বিদ্যাপতি এহ গাওল সজনী গে
ই থিক নব বস রীতি।
বয়স জুগল সমচিত থিক সজনী গে
দুহু মন পরম হুলাসে॥

গ্রিয়ার্সন ২৩; ন. গু. ২৮০, মি. গী. স. অনুসারে 'চন্দ্রনাথের পদ'

অনুবাদ—সজনি লো, কৌতুকে (কুঞ্জ) ভবনে চলিলাম। দশজন নাবীর (সখীর) সঙ্গে মধ্যস্থলে সুন্দরী (আমি) শোভিত, যবে (কুঞ্জে) মুরারির সহিত মিলন হইবে জানিয়া অর্থাৎ মুরারিব সহিত মিলিত হইবাব বাসনায় সখীগণ পরিবৃত হইয়া আমি কুঞ্জভবনে চলিলাম। সজনি লো, ভূষণ লইয়া ষোড়শ শৃঙ্গাব কবিলাম, উত্তম রঙ্গীণ বস্ত্র পরিলাম। (আমাকে) দেখিয়া সকলেব মনে (কাম) উপজিত হইল, মুনিবও চিত্ত স্থির রহিল না। সজনি লো, নীল-বস্ত্রে তনু আবৃত কবিলাম, মস্তকে সাড়ী দিয়া ঘোমটা দিলাম। প্রিয়তমেব নিকটে যাইতে অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইল। সজনি লো, সখীগণ আমায কুঞ্জভবনে দিয়া আসিলে সকল বমণী প্রত্যাগমন করিল, প্রাণনাথ আমাব হাত ধবিযা নিকটে লইল, (আমার) বস্ত্র মোচন করিয়া দেখিল। সজনি লো, নাগর সম্মুখ হইয়া প্রেম-প্রকাশ কবিতে লাগিল, নূতন রসরীতিতে প্রণয হইল, দুই জনের মন পরম উল্লসিত হইল। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, সজনি লো, ইহাই নবরসের বীতি। দুই জনেরই উপযুক্ত বযস, দুই জনেবই মনে পবম প্রীতি।

(৮৯০)

সুন্দরি চললিহু পহু-ঘর না।
চহুদিস সখি সব কব ধর না॥
জাইতহু লাগু পরম ডর না।
জইসে সসি কাঁপ রাহু ডর না॥

জাইতহি হার টুটিএ গেল না।
ভুখন বসন মলিন ভেল না॥
রোএ রোএ কাজর বহাএ দেল না।
অদকঁহি সিন্দুব মেটাএ দেল না॥

ভনই বিদ্যাপতি গাওল না।
দুখ সহি সহি সুখ পাওল না॥

গ্রিয়ার্সন ২৬; ন. গু. ১৪৭ মি. গী. স. অনুসারে (প্রথম খণ্ড) 'নন্দীপতি' কৃত।

অনুবাদ—সুন্দরী প্রভুগৃহে চলিল। চারিদিকে সখীগণ হাত ধরিল। গমন করিতে ভীতি লাগিল, যেমন রাহুর ভয়ে চন্দ্র কাঁপে। যাইবামাত্রই (কণ্ঠ-) হাব ছিঁড়িয়া গেল, বসন-ভূষণ মলিন হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাজল বহাইয়া (ভাসাইয়া) দিল, আতঙ্কে সিন্দুর নষ্ট হইয়া গেল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছে, দুঃখ সহিয়া সহিয়া (প্রথম মিলনের) সুখ পাইল।

(৮৯১)

পুরুবক প্রেম অইলহুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অবইত বইসলি মুখ ফেরি॥
পহিল বচন উতরো নহি দেলি।
নয়ন কটাক্ষ সয়ঁ জিব হরি লেলি॥
তুঅ সসিমুখি ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভমর অতি বিকল পরান॥
আসা দএ পুন ন করিঅ নিরাস।
হোউ পরসন মোর পূরহ আস॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমানে।
দুহু মন উপজল বিরহক বানে॥

গ্রিয়ার্সন ৪৯ ; ন. গু. ৩৬৯, মি. গী. স. অনুসারে 'রুদ্রনাথ' কৃত।

অনুবাদ—তোমার পূর্বের প্রেম দেখিয়া (তোমার নিকট) আসিলাম; আমি আসিতে তুমি মুখ ফিরাইয়া বসিলে। প্রথম কথার উত্তরও দিলে না, নয়ন কটাক্ষে (আমার) প্রাণ হরণ করিলে। তুমি শশিমুখী ধনি, মান করিও না, আমি অতি বিকল-প্রাণ ভ্রমর। আশা দিয়া পুনরায় নিরাশ করিও না, প্রসন্ন হও, আমার আশা পূর্ণ কর। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সত্য কথা শুন, দুইজনের মনে বিরহের বাণে (আকুলতা) উৎপন্ন হইল।

(৮৯২)

আসক লতা লগাওলি সজনী
নৈনক নীর পটায়।
সে ফল অব তরুনত ভেল সজনী
আঁচর তর ন সমায়॥
কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনী
তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরুনত ভেল সজনী
অহু মন ন করু গেয়ান॥
সমরেক পহু পরদেস বসি সজনী
আএল সুমিরি সিনেহ।
হমর এহন পহু নিরদয় সজনী
নহি মন বাঢ়এ নেহ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল সজনী
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠি বধাব করু মন ভরি সজনী
আজু আওত ঘর নাহ॥

গ্রিয়ার্সন ৬৯ ; ন. গু ৬৮৬, মি গী স অনুসারে ধৈরয়জপতি কৃত

অনুবাদ—সজনি, অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া আশালতা লাগাইলাম, সে ফল (পয়োধর) এখন তরুণ হইল, অঞ্চলের তলে ঢাকা পড়ে না। হে সজনি, প্রভু কাঁচা ছাঁচ দেখিয়া গেল। কাজেই তাহার মন কুজ্ঝটিকাবৃত (মলিন হইল, কিন্তু দিনে দিনে ফলে যে তরুণত্ব হইল, সে এখনও বুঝিতে পারিল না। সজনি, সকলের (অপর রমণীগণের) পতি বিদেশ-বাসী, (তাহারাও) স্নেহ (প্রেম) স্মরণ করিয়া আনিল (গৃহে ফিরিয়া আসিল)। আমার পতি এমন নির্দয় (যে) তাহার মনে প্রেম বাড়ে না (বিদেশে বাস করিলে প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু আমার পতির তদ্বিপরীত ঘটিয়াছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমি এই গাহিলাম, সজনি উচিত সময়ে (তুমি তরুণী হইয়াছ জানিয়া) গুণবান্ আসিতেছেন। উঠিয়া মন ভরিয়া আনন্দ কর, এখনি নাথ ঘরে আসিতেছেন।

(৮৯৩)

সকল[১] সখি পরবোধি কামিনী আনি দিল পিয়া[২] পাশ।
জনু[৩] বান্ধি ব্যাধ বিপিনে সো মৃগি তেজই[৪] তীখ নিশাস ॥
বৈঠলি[৫] শয়ন সমীপে[৬] সুবদনি জতনে সমুখ[৭] না হোয়।
ভেলি[৮] মানস ভ্রমই দশদিশ দেলি[৯] মনমথ কোয় ॥
কঠিন কাম কঠোর কামিনী মানে[১০] নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক[১১] অধরে অধিক নিরোধ[১২] ॥
সকল গাত দুকুল দৃঢ় অতি কতিহু নাহি পরকাশ[১৩]।
পানি[১৪] পরশিতে পরাণ পরিহবে পূরব কী রিতি আস ॥
কান্ত কাতর কতহু কাকুতি করত কামিনি পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই বিদ্যাপতি কবি গায় ॥

প. স. পৃঃ ৪৪

(৮৯৪)

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পয়োধর আপী[১]।
কনক সম্ভ জনি[২] পূজি পুজাবে
ধএল সরোরুহে ঝাঁপী[৩] ॥
সখি হে মাধব[৪] কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাই অগোরসি[৫]
পুনু রতিরঙ্গক আসে ॥
বদন মেরাএ ধএলহিঁ মুখমণ্ডল[৬]
কমল মিলল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অরসাএল
পীবি অমিঞ মকরন্দা ॥
ভনই অমিকর সুনহ মথুরপতি
রাধাচরিত অপার।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার ॥

রাগতরঙ্গিনী পৃঃ ৮৪-৮৫, গ্রি ৩৭, ন. গু ১৭৩; পদকল্পতরু ১৫২৫। ক্ষণদা

---

(৮৯৩) রাগতরঙ্গিণীতে সিংহ ভূপতির ভণিতা আছে। উহাতে পাঠান্তর—(১) সবহু (২) পিয় (৩) জনি (৪) ব্যাধাএ বিপিন সঙো মৃগ তেজএ (৫) বৈসলি (৬) সমীপ (৭) সমুহি (৮) ভেল (৯) বুলএ সহো দিশ দেশ (১০) মান (১১) নিবিড় নিবঁধ কঠিন কঞ্চুক (১২) "অধিক নিরোধ" শব্দের পর চারি চরণ আছে—করব কী পরকার আবে হমে কিছু ন পর অবধারি। দিবস চারি গমাএ মাধব করতি রতি সমাধান।
কোপে কৌসলে করএ চাহিঅ হঠহি হলহিঅহারি॥ বড়হি বাঁ বড় হোএ ধৈরজ সিংহ ভূপতি ভান॥
(১৩) অবকাশ (১৪) পানি পরসেঁ পরাণ পরিহর পুরতি কী রতি আস। (রাগতরঙ্গিণীতে কান্তকাতর প্রভৃতি শেষ দুই চরণ নাই।)

(৮৯৪) মন্তব্যঃ—এই পদ রাগতরঙ্গিণীতে অমিয়কর ভণিতায় পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে (১৫২৩) ইহা বিদ্যাপতি ভণিতায় প্রকাশ; গ্রিয়ার্সনও ইহা বিদ্যাপতির বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ইহা ভণিতাহীন।
প. ত. অনুসারে পাঠান্তর—(১) পানি রহল কুচ আপী (২) চইছে (৩) ধাএল নীল সরোরুহ ঝাঁপী (৪) কেশব (৫) মালতি অলি আগোরল— গ্রিয়ার্সন এস্থলে 'নাই অগোরথি' রাখিয়াছেন। (৬) বদন মিলাই রহল মুখমণ্ডল, কমলে মিলএ জইসে
ভমর চকোর দুহু রভসে মিলায়ই পিবঅই অমিয়া
নিসি অবশেষে জাগি সব সখিগণ বিচ্ছেদ ভয়ে করু
ভনএ বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি দারুন বিহি
"রাজা সিবসিংঘ ...." প্রভৃতি নাই।

অনুবাদ—সুরত সমাপ্ত করিয়া হস্ত পযোধরে স্থাপন করিয়া নাগর শয়ন করিল, যেন পূজারী সুবর্ণ শম্ভু পূজা করিয়া কমলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল। হে সখি, মাধব কেলি-বিলাস করিতেছে, ভ্রমরের ন্যায় মালতীকে রমণ করিয়া পুনরায় রতিরঙ্গের আশায় আগলাইতেছে। বদনমণ্ডল বদনে মিলাইয়া রাখিল, যেন চন্দ্রে পঙ্কজ মিশিল, সুধা ও মধুপান করিয়া ভ্রমর ও চকোর দুই-ই আলস্যযুক্ত হইল। অমৃতকর বলিতেছে, মধুরাপতি রাধারচিত অপার, শ্রবণ কর, সুকবি কণ্ঠহার রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে বলিতেছে।

(৮৯৫)

বর বৌরাহ উমাকে
সোচহিঁ নারি নিহারি॥
ফনি মনি মৌলি বিরাজিত
সির সুরসরি বহু ধার।
ভাল বিসাল সুধাকর,
কব ত্রিস্থল ত্রিপুরারি॥

বাহন বসহা দিগম্বর
পরিজন ভূত বেতাল।
আক ধথুর বিস ভোজন
বিজয়া প্রান অধাব॥
কহ ঋসিরানি রজাসৌ
কন্যা রহলি কুমাবি।
দুলহিনি জোগ বর দুল্লহ
নহিঁ দুলহিনি বড়ি সুকুমারি॥

কহ জগজননী জননীসৌ
চিন্তা ছারু হমারি।
জতএ জাএব ততয় দুখ সুখ
লিখল ভেটল নহিঁ জায়॥
সিবসঙ্কর বর ঈশ্বর
নাথ চরন চিত লায়।
গিরিজা নহিম অনন্দিত
বিদ্যাপতি কবি গায়॥

মি গী. সং ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০—৩১

অনুবাদ—বর বাউরা (পাগল) দেখিয়া সকল নারী উমার জন্য দুঃখ করিতেছে। মস্তকে সাপের মণি বিরাজিত, শিরে বহু ধারায় গঙ্গা (বহিতেছে), বিশাল ললাটে সুধাকর, ত্রিপুরারির হাতে ত্রিশূল। বৃষভ-বাহন, দিগম্বর, ভূত বেতাল পরিজন, আকন্দ ধুতুরা বিষ আহার্য, ভাং (বিজয়া) প্রাণের আধার (অত্যন্ত প্রিয়)। ঋষি-পত্নীরা রাজার নিকটে বলিতেছেন, কন্যা কুমারী থাকিল; পাত্র পাত্রীর যোগ্য বর নহে; পাত্রী অত্যন্ত সুকুমারী। জগজ্জননী জননীর নিকট বলিতেছেন, আমার চিন্তা ছাড়িয়া দেও। যেখানে যাইব, দুঃখ সুখ (সব খানেই) আছে; (অদৃষ্টে) যাহা লেখা আছে তাহা মুছা যায় না (মেটল)। চিত্ত ঈশ্বর শিবশঙ্কর নাথের চরণে লাগিয়াছে। কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন গিরিজা মনে আনন্দিত।

(৮৯৬)

সুনিঐহ্নি হর বড় সুন্দর,
আগে দেখিঐহ্নি বিভূতি ভয়ঙ্কব।
সুনিঐহ্নি হর অওতহি রথপব,
আগে দেখিঐহ্নি বূঢ় বলদ পর॥

সুনিঐহ্নি পাটপটম্বর,
আগে দেখিঐহ্নি ফটলে বঘম্বর।
সুনিঐহ্নি গরা মোতি মাললয,
আগে দেখিঐহ্নি রুদ্রক হারলয়॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল,
আগে গৌরি উচিত বব পাওল॥

মি গা সং ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২

অনুবাদ—শুনিলাম, হর বড় সুন্দব, পবে দেখিলাম ভযঙ্কর বিভূতি। শুনিলাম হর রথের উপরে আসিতেছেন, পরে দেখিলাম বুড়া বলদের উপরে। শুনিলাম (তাহাব পবিধানে) পট্টবস্ত্র, পরে দেখিলাম, ছেঁড়া বাঘছাল। শুনিলাম গলায মোতির মালা লইযা (আসিবে), পবে দেখিলাম রুদ্রাক্ষেব হাব ধাবণ করিযাছে। বিদ্যাপতি এই বলিয়া গান করিলেন, গৌরী তাহার উচিত বর পাইল।

(৮৯৭)

হে মনাইন দেখহ জমায॥
সিবক মাথ ফুটল জটা,
আগে মাই তাহি উপব নাগ ঘটা॥

জটা দেল অকুসী লগায়,
আগে মাই তাহি উপব নাগ ঘটা॥
ঝিকিতহিঁ সুরসরি গেলি বহরায়।
বেদী দেল লবা ছিড়িআয,
আগে মাই তাহি উপর নাগ ঘটা॥

ভূখল বাসুকি বিছিবিছি খায
বটা ভবি ঘোরল কসায়,
আগে মাই তাহি উপব নাগ ঘটা॥
উমত মহদেব ভস্ম লগায়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল আগে মাঈ,
গৌরি সহিত বর কোবরজায॥

মি গা সং ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩

অনুবাদ—হে মেনকা, জামাই দেখ, শিবের মাথায় জটা বাহিব হইযাছে, ওগো মা, তাহার উপরে সর্পের ঘটা। জটার আকর্ষী লাগাইয়া দিল। তাহার টানে সুরসরিৎ বাহির হইযা গেল। বেদীতে খই ছড়াইয়া দিল, ক্ষুধার্ত সর্প তাহা বাছিয়া বাছিয়া খাইল। বাটা ভরিয়া কষায মিশ্রিত করিল (অঙ্গলেপনের জন্য) (কিন্তু) উন্মত্ত মহাদেব (অঙ্গে) ভস্ম লাগাইলেন। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, ওগো মা, গৌরীর সঙ্গে বর বাসর ঘরে গেলেন।

(৮৯৮)

হম নহি আজু রহব য় আঁগন
জো বুঢ় হোএত জমাঈ, গে মাঈ।
এক ত বইরি ভেলা বীধ বিধাতা
দোসরে ধিয়া কর বাপ।
তীসরে বইরি ভেলা নারদ বাভন
জে বুঢ় আনল জমাঈ, গে মাঈ॥

পহিলুক বাজন ডামরু তোরব
দোসরে তোরব রুণ্ডমালা।
বরদ হাঁকি বরিআত বেলাইব
ধিআ লে জাএব পরাঈ, গে মাঈ॥

ধোতী লোটা পতরা পোথী
এহো সভ লেবহি ছিনাএ।
জোঁ কিছু বজতা নারদ বাভন
দাঢ়ী ধএ ধিসি আএব, গে মাঈ॥

ভন বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সুভ সুভ কএ সিরী গৌরি বিআহ
গৌরী হর এক সমান, গে মাঈ॥

মী. গী. সং প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৩১ ; বেণী ২৩৪

অনুবাদ—আমি আজ এই অঙ্গনে থাকিব না, হে মা, যদি বুড়া জামাই হয়। এক শত্রু হইল—বিধি বিধাতা। দ্বিতীয় শত্রু, ঝিয়ের (কন্যার) পিতা। তৃতীয় শত্রু হইল নারদ বামুন—যে বুড়া জামাই আনিল। প্রথমে বাদ্য ডমরু ভাঙ্গিব, দ্বিতীয় মুণ্ডমালা ছিঁড়িব, বলদ খেদাইয়া বরযাত্রী তাড়াইয়া দিব। ঝি লইয়া পলাইয়া যাইব। ধুতী লোটা পাজি পুঁথি—এ সকল ছিনাইয়া লইব। যদি নারদ বামুন কিছু বলে, (তবে) দাড়ি ধরিয়া টানিয়া দিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে মেনকা শুন আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর (মতি স্থির কর), শুভ শুভ করিয়া শ্রীগৌরীর বিবাহ হউক। গৌরী হর এক সমান (তুল্য)।

(৮৯৯)

নাহি করব বর হর নিরমোহিয়া।
বিত্তা ভরি তন বসন ন তিহুকা
বঘছল কাঁখ তর রহিয়া॥

বন বন ফিরথি মসান জগাবথি
ঘর আঁগন উ বনোলহি কহিয়া।
সাসু সসুর নহি ননদ জেঠৌনী
জাএ বৈঠতি ধিয়া কেকরা ঠহিয়া॥

বুঢ় বরদ ঢকঢোল গোল এক
সম্পতি ভাঁগক ঝোরিয়া।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন
সিব সন দানি জগত কে কহিয়া॥

বেণী ২৩৫

অনুবাদ—নির্মোহ (মমতাশূন্য) হরকে বর করিব না। তাহার অঙ্গে এক বিঘৎ প্রমাণ কাপড় নাই, বাঘের ছাল কক্ষের তলে রহিয়াছে। বনে বনে ফিরে, শ্মশান জাগায় ; বর অঙ্গন সে কবে বানাইল ? শাশুড়ী শ্বশুর নাই, ননদ (কিম্বা) বড় জা নাই, কাহার কাছে গিয়া ঝি বসিবে ? বুড়া বলদ অস্থি-চর্ম্ম-সার, সাদা রঙ (গোর)। সম্পত্তি—ভাঙের ঝুলি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা শুন, শিবের মত দানী (দানশীল) জগতে কে কবে আছে ?

(৯০০)

জোগিয়া এক হম দেখলোঁ গে মাঈ।
অনহদ রূপ কহলো নহি জাঈ॥
পঁচ বদন তিন নয়ন বিসালা।
বসন বিহুন ওঢ়ন বঘছালা॥
সির বহে গঙ্গ তিলক সোহে চন্দা।
দেখি সরূপ মেটল দুখদন্দা॥
জাহি জোগিয়া লৈ রহলি ভবানী।
মন আনলি বর কৌন গুন জানী॥
কুল নহি সিল নহি তাত মহতারী।
বএস দিনক থিক লছু জুগ চারী॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি।
এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুবন দানি॥

বেনী ২৩৭

অনুবাদ—হে মা, আমি এক যোগী দেখিলাম, অদ্ভুত। রূপ বর্ণনা করা যায় না। পঞ্চ বদন, তিন বিশাল নয়ন, বসন বিহীন বাঘছালের আবরণ। শিরে গঙ্গা বহিতেছে, চান্দের তিলক শোভা পাইতেছে। স্বরূপ দেখিয়া দুঃখ সংশয় ঘুচিয়া গেল। যে যোগীর জন্য ভবানী (এতকাল) রহিল, মৈনাক কোন গুণ জানিয়া বর আনিল ? কুল নাই, শীল নাই, বাপ মা নাই, তাহার বয়স চার লক্ষ যুগ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই যোগী হইল ত্রিভুবনের দানী (দাতা)।

(৯০১)

জখন দেখল হর হো গুননিধী
পুরল সকল মনোরথ সব বিধী॥
বসহা চঢ়ল হর হো বুঢ় জতী।
কানে কুণ্ডল সোভে গলে গজমোতী॥
বইসল মহাদেব চৌকা চঢ়ী।
জটা ছিরিআওল মাওল ভরী॥
বিধি করু বিধি করু বিধি কর্ম।
বিধি ন কবহ সে হর হো হঠ ধরু॥
বিধি এ করইত হর হো ঘুমি খঁসু।
সঁসরি খসল ফনি সিরি গৌরি হঁসু॥
কেও নহি কিছু কহহহ্নি হিনকহুঁ।
পুরবিল লিখন ছলা মোর পহুঁ॥

কবি বিদ্যাপতি গাওল।
গৌরি উচিত বর পাওল॥

বেনী ২৩৯, মি. গী স. ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪

অনুবাদ—যখন দেখিলাম যে হর গুণের সাগর, সকল মনোরথ সব রকমে পূর্ণ হইল। বুড়া যতী হর বৃষভে চড়িলা কাণে কুণ্ডল শোভিতেছে, গলে গজমোতি। মহাদেব চৌকীর উপর বসিলেন। মৌলি (মস্তক) ভরিয়া জটা ছড়াইয়া

পড়িল। (বিবাহের সময় সকলে বলে) এই বিধি কর, ঐ বিধি কর। (কিন্তু) হর (কোনও) বিধি করে না, হঠ ধরে (জেদ করিয়া বসে)। বিধি করিতে করিতে ঘুমে ঢলিয়া পড়িল। ফণী সব্ সর্ করিয়া খসিয়া পড়িল। শ্রীগৌরী হাসিলেন। ইঁহাকে কেহ কিছু বলিও না, পূর্বের লিখন ছিল (বলিয়া) ইনি আমার প্রভু (বর) হইয়াছেন। কবি বিদ্যাপতি গায়িলেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৯০২)

এত জপ-তপ হম কিঅ লাগি কৈলহু
কথিলা কএলি নিত দান।
হমরি ধিয়া কে এহো বর হে'এতা
অব নহি রহত পবান॥
হর কে মায় বাপ নহি থিকইন
নহি ছইন সোদর ভায়।
মোর ধিযা জেঁা সাসুর জৈতী
বইসতি ককর লগ জায়॥

ঘাস কাট লৈতী বসহা চরৈতী
কুটতী ভাঁগ ধতূর।
একো পল গৌরা বৈসহু ন পৈতী
রহতী ঠাঢ়ি হজুর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
দৃঢ় করু অপন গেআন।
তীনি লোক কে এহো ছথি ঠাকুর
গৌরা দেবী জান॥

বেনী ২৪১

অনুবাদ—এত জপ তপ আমি কিসের জন্য করিলাম? নিত্য দানই বা কেন করিলাম? আমার কন্যার এই বর হইবে, আর প্রাণ রহে না। হরের বাপ মা নাই, সহোদর ভাইও নাই। আমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে গিয়া কাহার কাছে বসিবে? (গৌরী) ঘাস কাটিয়া লইবে, বৃষ চরাইবে, ভাঙ ধুতুরা কুটিবে; একপলও গৌরী বসিতে পাইবে না, তাহার কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, শুন, আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর, ইনি তিন লোকের ঠাকুর, গৌরী দেবী জানেন।

(৯০৩)

যহি বিধি ব্যাহন আয়ো
এহন বাউর জোগী।
টপর টপর কএ বসহা আয়ল
খটর খটর কণ্ডমাল॥

ভকর ভকর সিব ভাঁগ ভকোসথি
ডমরু লেল কর লায়
ঐপন মেঁটল পুরহর ফোরল
বর কিমি চৌমুখ দীপ॥

ধিয়া লে মনাইনি মণ্ডপ বইসলি
গাবিএ জমু সখি গীত।
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
ঈথিকা ত্রিভুবন ঈস

বেনী ২৪৩

অনুবাদ—এই রকম পাগল যোগী এই প্রকারে বিবাহ করিতে আসিল। বৃষ টপর টপর করিয়া আসিল, মুণ্ডমালা খটর খটর (শব্দ করিল)। শিব ভকর ভকর করিয়া ভাঙ খায়, ডমরু করে লইল, আলিপনা মুছিয়া দিল, ঘট ভাঙ্গিল, চৌমুখ দীপ কিরূপে জ্বলিবে? মেনকা কন্যা লইয়া মণ্ডপে বসিলেন, (বলিলেন) সখি, গীত গাহিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, শুন, ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর।

(৯০৭)

জোগি ভঁগবা খাইত ভেলা রঙ্গিয়া
ভোলা বৌড়লবা।
সব কে ওঢ়াবে ভোলা সাল দোসলবা
আপ ওঢ়এ মৃগছলবা॥

সবকে খিআবে ভোলা পাঁচ পকবনমা
আপ খাএ ভাঙ্গ ধতুরবা।
কোঈ চঢ়াবে ভোলা অচ্ছত চানন
কোঈ চঢ়াবে বেলপতবা॥

জোগিন ভুতিন সিবা কে সঁঘতিয়া
ভৈবো বজাবে মিবদঙ্গিয়া।
ভন বিদ্যাপতি জৈ জৈ সঙ্কব॥
পারবতী বৌরি সঙ্গিয়া॥

বেনী ২৪৬

অনুবাদ—যোগী ভাঙ খাইয়া সদানন্দ হইয়াছে ও বিভোর হইয়া গিয়াছে। সকলকে শাল-দোশালা অঙ্গাবরণ দেয়, (আর) নিজে মৃগচর্মে (অঙ্গ) আচ্ছাদন করে। ভোলা সকলকে ভাল পক্বান্ন খাওয়াইবে, নিজে ভাঙ ধুতুরা খায়। কেহ ভোলাকে অক্ষত চন্দন দিয়া অর্চনা করে, কেহ বেলপত্র দিয়া অর্চনা করে। শিবের সঙ্গে যোগিনী-প্রেতিনীর সঙ্ঘট্ট, ভৈবব মৃদঙ্গ বাজায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জয় জয় শঙ্কব, পার্বতী তোমাব সঙ্গিনী।

(৯০৫)

আগে মাঈ, জোগিয়া মোর সুখ দায়ক
দুখ ককরো নহি দেল।
দুখ ককরো নহি দেল মহাদেব
দুখ ককরো নহি দেল।
যহি জোগিয়া কে ভাঁগ ভুলৈলক
ধতুর খোআই ধন লেল॥

আগে মাই, কাতিক গনপতি দুইজন বালক
জগ ভরি কে নহি জান।
তিনকা অভরন কিছুও ন থিকইন
রতিয়ক সোন নহি কান॥

আগে মাই, সোনা রুপা অনকা সুত অভরন
আপন রুদ্রক মাল।
অপনা সুত লা কিছুও ন জুরইনি
অনকা লা জঁজাল॥

আগে মাই, ছন মেঁ হেরথি কোটি ধনবকসথি
তাহি দেবা নহি থোর।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ মনাইনি
থিকা দিগম্বর ভোর॥

বেনী ২৪৫

অনুবাদ—হে মা, আমার যোগী জগতের সুখদায়ক। কাহাকেও দুঃখ দিল না। এই যোগীকে ভাঙ ধুতুরা খাওয়াইয়া ভুলাইয়া ধন লইল। হে মা, কার্তিক ও গণপতি দুইজন বালক, জগতে (জগভরি) কে না জানে? তাহাদের আভরণ কিছু নাই, এক রতি সোনাও কানে নাই। অন্যের ছেলের আভরণ সোনা রূপা, নিজের (আভরণ) রুদ্রাক্ষের মালা। নিজের সুতের জন্য কিছু জুটে নাই, অন্যের জন্য অনেক জিনিষ (জঞ্জাল)। একক্ষণে দেখিয়া কোটী ধন দান করিতে পারে, সেই দেব অল্প ধনে ধনী নহে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা শুন, দিগম্বর (একেবারে) ভোলা।

(৯০৬)

কহঁাসোঁ সুগা আএল্ নেহ লাএল।
কহঁা লেল বসেরা অমৃত ফল ভোজন॥

(ফলাঁ) গাম সেঁা সুগা আএল নেহ লাএল।
(ফলাঁ) গাম লেল বসেরা অমৃত ফল ভোজন॥
কে যহ পিজড়া গঢ়াওল সুগা পোসল।
কে তাহি দেত অহার অমৃত ফল ভোজন॥
(ফলাঁ) বাবা পিজড়া গঢ়াওল সুগা পোসল।
(ফলোঁ) সাসু দেতি অহার অমৃত ফল ভোজন॥

এহন সুগা নহি পোসিয়
নেহ লগাবিয় সুগবা হৈত
উড়িআঁত অপন গৃহ জাএত॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল
জোগিনিক অন্ত নহিঁ পাওল॥

মি. গী সং ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭

অনুবাদ—কোথা হইতে শুক (জামাই) আসিল, স্নেহ লইল। কোথায় বাসস্থান লইল, কোথায় অমৃত-ফল ভোজন করিল। অমুক গ্রাম হইতে শুক (জামাই) আসিল, স্নেহ লইল। অমুক গ্রামে বাসস্থান লইল ইত্যাদি। কে এখানে পিঞ্জর নির্মাণ করিল, কে টিয়া পুষিল? কে তাহাকে অমৃত ফল ভোজন করিতে দেয়? অমুক বাবা পিঁজরা নির্মাণ করিল ইত্যাদি। অমুক শাশুড়ী অমৃত ফল ভোজন করিতে দেয়। এমন শুক পুষিও না, শুক স্নেহ লাগাইয়া উড়িয়া আপন গৃহে যায়। বিদ্যাপতি গাহিলেন, যোগিনীর অন্ত পাইলাম না।

(৯০৭)

পাহুন নন্দি ভবানী।
আজ পাহুন নন্দি ভবানী॥
মাই হে বৈসক দেলহি বঘম্বর আনি।
আজ পাহুন নন্দি ভবানী॥

ঘর নহিঁ সম্পতি ঘৃত নহিঁ গোরস।
পাহন আনল মাই হে কৌন ভরোস॥
হর মালা লয় ধরথি ধ্যান।
পাহুন জময় মাই হে পহিলে সাঁঝ॥

মাঙ্গি-চাঁগি লয়লাহ মাই হে তামা দুই মিসিআ।
এক চরিত্র দেখি হঁসয় পরোসিআ॥
ভনহি বিষ্ণাপতি সুনিএ ভবানী।
এহন পাহুন মাই হে নিত দিন আনী॥

মি. গী স ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০-৩১

অনুবাদ—হে নন্দি, আজ ভবানী অতিথি। হে মা, বসিবার জন্য বাঘ-ছাল আনিয়া দিলাম। ঘরে সম্পত্তি নাই, গোরস ঘৃত নাই, মাগো, কোন্ ভরসায় অতিথি আনিলে? হর মালা লইয়া ধ্যান করে। অতিথি প্রথম সন্ধ্যায় ভোজন করে। ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া সামান্য সামগ্রী ছোট কাঠের পাত্রে (তামা) আনিলেন। এই এক ব্যাপাব দেখিয়া পড়শীরা হাসিতেছে। বিষ্ণাপতি বলিতেছেন, ভবানি শুন, এইরূপ অতিথি (যেন) নিত্য দিন (প্রতিদিন) আসেন।

(৯০৮)

গৌরী ঔবী ককরা পর কবতী
বর ভেল তপসি ভিখাবি।
আগে মাই হেমসিখর পর বসথি
এক ঘর-নৈ ছৈহ্নু অপন পবাব॥
বাবি কুমাবী বাজ দুলাবী
ঋষি কে প্রান অধাব।
সে গৌরী কোনা বিপতি গমৌতী
কে মুখ করত দুলাব॥

তেল ফুলেল লৈ কেশ বহ্নাবথি
ঔব উগাবথি আঁগ।
সে গৌরা কোনা ভস্ম লোটৈতী
নিতউঠি কুটতী ভাঁগ॥
ভনহিঁ বিষ্ণাপতি শুনিএ মনাইনি
ইহো থিক ত্রিভুবন নাথ।
সুভ সুভ কৈ গৌবী বিবাহিয়
ইহো বব লিখল ললাট॥

মি. গী. সং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১

অনুবাদ—গৌরী কাহার উপব রাগ (ঔরী) করিবে? বর হইল তপস্বী ভিখারী। হে মা, হিমগিরির উপর বাস করে, একটি ঘর নাই, আপন পবিবাব (স্বজন) কেহ নাই। বালিকা কুমারী, বাজদুহিতা ঋষির (হিমালয়ের) জীবন আধার। সে গৌবী বিপদে পড়িলে কি প্রকাবে কাটাইবে? কে তাহার মুখ ধবিয়া আদর করিবে? যে ফুলেল তৈলে কেশ বনায, আব অঙ্গে অঙ্গবাগ লেপন করে,—সেই গৌবী কেমন কবিয়া ভস্মে লুণ্ঠিত হইবে, প্রতিদিন ভাং কুটিবে? বিষ্ণাপতি বলেন, মন্দাকিনী শুন, ইনি ত্রিভুবনেব নাথ। ভালোয় ভালোয় গৌবীর বিবাহ দাও, তাহার কপালে এই বরই লেখা ছিল।

(৯০৯)

গৌরা তোর অঁগনা।
বড় অজগুত দেখল তোর অঁগনা॥
একদিস বাঘ সিংঘ করে হুলনা।
দোসর বলদ ছোহ সেহো বৌনা॥

কার্ত্তিক গনপতি দুই চেগনা।
এক চঢ়ৈ মোরপর এক মুস লদনা॥
পৈচ উধার মাগয় গেলোঁ অঁগনা।
সম্পিতি মধ্য দেখল এক ভঁঘোটনা॥

খেতীন পথারী করে ভাগ অপনা।
জগতকে দানী থিকা তীন ভুবনা॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুমু উগনা।
দরিদ্র হরন কন্ন ধৈল সরনা॥

মি. গী. সং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩

অনুবাদ—হে গৌরি, তোমার অঙ্গনে বড় আশ্চর্য দেখিলাম। একদিকে সিংহ ব্যাঘ্র হুড়াহুড়ি (করে), অন্যদিকে বলদ আছে, সেও খর্বকায় (বৌনা—বামন)। কার্তিক গণপতি দুই ছেলে, একজন ময়ূরের উপর চড়ে, আর একজনের বাহন—মূষিক। (আমি) তাহার আঙ্গিনায় গেলাম কিছু ধার চাহিতে। (দেখিলাম) সম্পত্তির মধ্যে মাত্র ভাং ঘুটবার দণ্ড। আপনার ভাগে সে খেতী (কৃষিকার্য) করে না। অথচ জগতের দানী ত্রিভুবনের (নাথ) হয়। বিদ্যাপতি কহেন, উগনা শুন, দারিদ্র্য হরণ কর, (আমি) শরণ লইলাম।

(৯১০)

ডালী কনক পসাবল
নয়নাযোগ বেসাহল।
নৈনা কোনা আইলি
সকল যোগ সভ লাইলি॥
হেমত আনল বর পসুপতী
একোনে বাজথি দৃঢ়মতী॥
সুভ সুভ কয় সভ ভাখীঅ
গৌরী, বসি হব কৈঁ রাখীঅ॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল
জোগনিক অন্ত নহি পাওল॥

মি গী সং ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬

অনুবাদ—সোনার ডালি (ছোট ডালা) প্রসারিত করিল। তাহাতে নয়না যোগিনীকে দর করিয়া আনিলাম। সেই নয়না যোগিনী কি প্রকারে আসিল?—সকল যোগিনী মিলিয়া তাহাকে আনিল। হেমন্ত (হিমালয়) পশুপতিকে বর আনিল, সে দৃঢ়মতি কিছুই বলে না। 'শুভ', 'শুভ' বলিয়া সকলে বল। গৌরী (যেন) হরকে বশ করিয়া রাখে। বিদ্যাপতি গান করেন যোগিনীর অন্ত পাওয়া গেল না।

(৯১১)

নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব। নৈহর আব॥
পড়িবা তিথি হম জাত্রা কয়কঁ, দ্বিতীয়াগমন করা এব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব নৈহর আব॥
তৃতীয়ামেঁ হম পথাহঁ বিতাএব,
চৌঠিমেঁ কাজর লগাএব;
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব।
নৈহর আব॥
পঞ্চমি চন্দন অঙ্গ লগাএব,
ষষ্ঠী বেল তরু জাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব নৈহর আব॥
নবপত্রী সঙ্গ সপ্তমী প্রাতমেঁ,
ভক্তক ঘর হম আএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব॥

অষ্টমি দিন মহ পূজা নিসি বলি,
লয় লয় ভক্ত জগাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব সদাসিব নৈহর আব।
নবমী মেঁ তিরসূলক পূজা,
বহু বিধ বলি চঢ়বাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব॥

ন বো নিধি সেবক কেঁ দয় ক,
দসমী কলস (ঘট) উঠবাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব,সদাসিব নৈহর আব।
ভন বিদ্যাপতি-জননী কহল সিব,
ফেরি আপন গৃহ আএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব॥

মি. গা, স ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯

অনুবাদ— হে সদাশিব, আমি এখন বাপের বাড়ী যাইব। প্রতিপদ তিথিতে আমি যাত্রা করিব, দ্বিতীয়াতে গমন করিব। তৃতীয়াতে পথেই কাটাইব, চতুর্থীতে (নয়নে) কাজল লাগাইব। পঞ্চমীতে অঙ্গে চন্দন লাগাইব, ষষ্ঠীতে বেলতরুতে যাইব (ষষ্ঠীর বোধন)। সপ্তমীর প্রাতে নবপত্রিকার সঙ্গে ভক্তের ঘরে আমি আসিব! অষ্টমী দিনে মহাপূজা নিশিতে বলি গ্রহণ করিয়া ভক্তকে জাগাইব। নবমীতে ত্রিশূল পূজা এবং বহুপ্রকার বলি চড়াইতে বলিব। সেবককে নবনিধি দিয়া দশমীতে কলসী (ঘট) উঠাইতে বলিব। বিদ্যাপতি জননী শিবকে বলিলেন পুনরায় আপনার গৃহে আসিব।

(৯১২)

সুজন অরজী কত মন্দরে,
অবসর নে কবি মন্দরে।
সাতখণ্ড কুসিআরবে,
নিকসত প্রেম পিআরবে॥
নব-কামিনি নব নেহরে,
তৈজলহ্নি হমর সিনেহরে॥

নবদল ফুলয় পলাসরে,
ভামিনি ভমহর বিলাসরে॥
ওতহি রহথু দৃগফেরিরে,
দরসন দেথু এক বেরিরে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভানরে,
সুপুরুস গেলাহ কুঠামরে॥

মি. গা. সং ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০৯

অনুবাদ—হে সুজন, প্রার্থনার কত দেরি (করিবে)? অবসর নষ্ট করিও না। ইক্ষু সাতখণ্ড হয়, প্রেম প্রীতি বাহির হয়। নূতন কামিনী নূতন প্রেম, কিন্তু আমার প্রতি সে স্নেহ ত্যাগ করিল। নূতন ফুলদল ফুটিল; ভ্রমর তাহাতে বিলাস করে। ওদিকে দৃষ্টি ফেরাও, একবার দর্শন দাও। বিদ্যাপতি বলেন, সুপুরুষ কুস্থানে গেল।

(৯১৩)

মাটী ভলি জোহিকহু আনলি বানী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী॥
আক ধুথুর ফুল দেয মোয় জোহী।
জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহী॥

জমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপবাধী বলিয়া সঙ্গে॥
জে সবে কএল হর সবে মোর দোসে।
সে সবে কএল হর তোহরি ভরোসে॥

ভনই বিদ্যাপতি সঙ্কর সুমু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু॥

ন. গু. (হর) ২২

শব্দার্থ—বাণী—সরস্বতী; জোহী—খুঁজিয়া।

অনুবাদ—বাণী (সরস্বতী) মাটী খুঁজিয়া আনিলেন। ভবানী শম্ভু-আরাধনে চলিলেন। অর্ক (আকন্দ) ও ধুতুরা-ফুল আমাকে সরস্বতী খুঁজিয়া দিল। জগতে জন্ম লইয়া ভয় আমাকে ত্যাগ করিল। যম-কিঙ্কর আমার অঙ্গে কি কি করিবে? বলী (যমদূত) অপরাধীর ন্যায় আমার সঙ্গে থাকে। হে হর, আমি যে সব (কাজ) করিলাম, সব আমার দোষ, সে সব তোমারি ভরসায় করিলাম। বিদ্যাপতি কহেন, শঙ্কর শুন, অন্তকালে যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না।

(৯১৪)

সপন দেখল হম সিবসিংঘ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
অব ভেলহু হম আয়ু বিহীন॥
সমটু সমটু নিঅ লোচন নীর।
ককরহু কাল ন রাখথি থীর॥
বিদ্যাপতি সুগতিক প্রস্তাব।
ত্যাগ কে করুনা রসক স্বভাব॥

ন. গু. (বিবিধ) ১১

অনুবাদ—বত্রিশ বৎসর পরে শ্যামবর্ণ শিবসিংহ রাজাকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম। অনেক প্রাচীন গুরুজন দেখিলাম, এখন আমি আয়ুবিহীন হইলাম (মৃতব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলে মৃত্যু সন্নিকট হয়, ইহাই প্রবাদ)। নিজের লোচন-নীর সংবরণ করি, কাহারও কাল স্থির রাখে না। বিদ্যাপতির সুগতির এই প্রস্তাব (সুগতির এইমাত্র ভরসা); করুণা রস (তাহার) স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে? (ভগবান্ করুণাময়, তিনি তাঁহার করুণাময়ত্ব ত্যাগ করিতে পারিবেন না, আমাকে নিশ্চয়ই করুণা করিবেন)।

(৯১৫)

দুল্লহি তোহরি কতএ ছথি মায়।
কহু ন ও আবথু এখন নহায়॥
বৃথা বুঝথু সংসার বিলাস।
পল পল নানা তরহক ত্রাস॥
মায় বাপ জেঁা সদগতি পাব।
সন্ততি কোঁ অনুপম সুখ আব॥
বিদ্যাপতি আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদসি জান॥

ন. গু. (বিবিধ) ১২

অনুবাদ—দুল্লহি (কন্যার নাম) তোমার মা কোথায়? এখন তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বল (কহুন)। সংসার-বিলাস বৃথা বলিয়া বুঝুক, পলে পলে নানা প্রকারের ত্রাস। মা বাপ যদি সদগতি পায়, সন্ততির (তাহাতে) অনুপম সুখ হয়। বিদ্যাপতির আয়ু কার্তিক শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অবসান জানিবে।

নাতিপ্রামাণিক পদ—বাংলাদেশে প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ পদ

(৯১৬)

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখি করল পয়ানি॥
দূর সঞে সো সখি নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি॥

হেরইত নাগর আয়ল তাহি।
কি করহ এ সখি আওলি কাহি॥
হমবি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ জদি কহসি সে মানিনি ঠাম॥

সুনি কহে সে সখি নাগর প স।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আস॥

প ত ৪৫৮ ; সা মি ৬৯ ; ন. গু. ৪৬৩

অনুবাদ—রাইয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া সখী নাথের নিকট গমন করিল। সেই সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল (ও) ফিরিয়া দেখিতে লাগিল (এরূপ ছলনা করিল যেন সে ফুল তুলিতে আসিয়াছে, নাগরের নিকট আসে নাই)। (তাহাকে দেখিয়া) নাগর তথায় আসিল (ও তাহাকে কহিল) সখি, কি করিতেছ, কেন

---

(৯১৬) **মন্তব্য**:—এই পদ গোবিন্দদাসের হওয়া সম্ভব। এই পদটী গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত দুইটী পদের (পদকল্পতরু ৪৫৭ ও ৪৫৯) মাঝখানে আছে এবং তিনটি পদ একত্রে পড়িলে তবে সঙ্গতি থাকে। 'শুনইতে ঐছন রাইক বাণী' কোন স্বতন্ত্র পদের আরম্ভে থাকিতে পারে না। ৪৫৭ সংখ্যক পদটীর ইহা পরের অংশ। ঐ পদটী নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি বৈছে না হোয় লাজ॥

সখিগণ মাঝে চতুরি তোহে জানি।
আদর রাখি মিলয়বি আনি॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কামুক বৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥

জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব॥

পদকল্পতরুর ৪৫৯ সংখ্যক পদে দূতী কৃষ্ণকে তাঁহার ব্যবহারের জন্য ধিক্কার দিতেছেন। উহার শেষে আছে—

গোবিন্দদাস মতিমন্দ।
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ॥

এই দুইটী পদের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত থাকায় ৪৫৮ সংখ্যক পদও গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির বহু পদের অংশ লইয়া নিজে পদরচনা করিয়াছেন।

আসিয়াছ? আমার কথা কিছু শুন, তুমি যদি সেই মানিনীর নিকট বল (যাহাতে তাহার মানভঙ্গ হয়)। (এই কথা) শুনিয়া সে সখী নাগরের নিকট (নাগরকে) কহিল। বিদ্যাপতি কহেন, আশা পূর্ণ হইল।

(৯১৭)

ধনি ধনি রমনি জনম ধনি তোর[১]।
সব জন কানু কানু করি ঝূরএ[২]
সো তুআ ভাব-বিভোর ॥

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা[৩]।
তরু লতিকা অবলম্বনকারি
মঝু মন লাগল ধন্দা[৪] ॥
কেস পসারি জবহুঁ তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সোসব হেরি[৫] কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা[৬] ॥

হসইত কব তুহু দসন দেখাএলি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয় পসারলি
পুন হেরি সখি কৈলি কোর ॥[৭]
এতহু নিদেস কহল তোহে সুন্দরি[৮]
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি[৯] তুহুঁ সো সুন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

ক্ষণদা পৃঃ ৯৯ ; প. ত. ৬১ ; প স পৃঃ ৭৯, কীর্ত্তনানন্দ ২৫১ ; সা. মি. ২২ ; ন. গু. ৮১

অনুবাদ– ধন্য, ধন্য, তোর রমণী জন্ম ধন্য। সকলেই কানাই কানাই করিয়া আকুল হয়, সেই (কানাই) তোর ভাবে বিভোর। মেঘ তৃষ্ণার্ত হইয়া চাতকের প্রতি চাহিল, চন্দ্র চকোরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তরু লতাকে অবলম্বন করিয়া রহিল—(এই সব দেখিয়া) আমার মনে ধাঁধাঁ উপস্থিত হইয়াছে—(অর্থাৎ চাতক মেঘকে চায়, চকোর চন্দ্রকে চায়, লতা তরুকে অবলম্বন করে—কোথায় তুমি তাহার প্রেমপ্রার্থী হইবে– না সে তোমার প্রেমেই বিভোর হইয়া পড়িল, কেশ প্রসারিত করিয়া, অর্দ্ধবক্ষে বস্ত্র আবৃত করিয়া যখন তুই ছিলি, সে সকল স্মরণ করিয়া কানাই আকুল হইল। হে ধনি, ইহার পরিণাম কি হইবে, বল? তুই হাত যুক্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে কবে তুই তাহাকে দশন দেখাইলি, কবে অলক্ষ্যে (তোর) দৃষ্টি (তাহার) হৃদয়ে প্রসারিত করিলি—আবার তাহাকে দেখিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিলি। নির্দেশ করিয়া তোকে এই সব বলিলাম, তুই বুঝিয়া ইহার বিধান কর। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, তুই হৃদয়-পুত্তলি, সে শূন্য দেহ অর্থাৎ তুই প্রাণ, সে প্রাণশূন্য দেহমাত্র।

---

(৯১৭) ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) রমনি জনম ধনি তোর (২) ভাবই (৩) চন্দ (৪) ধন্দ (৫) সঙরি (৬) কহ ধনি কে মন সমাধা
(৭) হৃদয় খোলি তুহু দিঠি পসারলি
তাহে হেরি সখি করু কোর।
(৮) সকল বিশেষ কহসু তোতে সুন্দরি
জানি তুহু করবি বিধান
(৯) পরাণ।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—(১) সুন্দরি রমনি জনম ধনি তোর (২) ভাবএ (৫) সোঙরি (৬) কহ ধনি কোন সমাধা—ইহার পরে ভণিতা ভিন্ন অন্য কোনও চরণ নাই।

ভণিতায় আছে— ‘তাকর অন্তর জনাই নিরন্তর
বিদ্যাপতি ভানে জান।
কিঞ্চিত কঙ্গ করি মানই
গোবিন্দদাস পরমান।

(৯১৮)

পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া॥
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণি বুঝলু রস-ভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ॥
বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥

পদকল্পতরু ১৬৭১ ; ন. গু. ৬৬৫

(৯১৯)

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল সূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর সুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই জমুনার কূলে।
গোপ গোপী নহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরান।
আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহ সমুচীত॥

প. ত. ১৬৩৮ ; সা. মি. ৭৮ ; ন. গু. ৬২৪

(৯২০)

সজনি কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঢ়ব কোন উপায়॥

---

(৯১৮) মন্তব্য :—পদামৃত সমুদ্রে (পৃঃ ১২৭) এই পদের সহিত নিম্নলিখিত কলিগুলি পাওয়া যায় :—(হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়াপাশ' কলির পর)

আয়ব হেন করি মোর পিয়া গেলা।
পুরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর জত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
শুনহ বিদ্যাপতি শুন অরে রাই।
কানু সমুঝাইতে অব চলি জাই॥

(৯১৯) মন্তব্য :—পদকল্পতরুর একখানি পুথির ভণিতায় আছে—

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ দাতা॥

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খনহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনি ছিলুঁ কুলটা ভৈগেলুঁ
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়লুঁ
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥

চোরমণি জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঞ্জইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরিতি
চিন্তা না কর সোই।
আপন করমদোষ আপহি ভুঞ্জই
যোজন পরবশ হোই॥

পদকল্পতরু ৯৬৮ ; ন. গু ১০৩

(৯২১)

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল জুগল পলাসা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় জৈসে জামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নিরাসা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মধাই
অবধি বহল বিসরাই॥

কে জানে চাঁদ চকোরিনী বঞ্চব
মাধবি মুধপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিএ
বিঘটিত বিহি নিরমান॥

পাপ পরান আন নহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুন মাধব
গোবিন্দ দাস রস পূর॥

প. স. সংখ্যা ৩৩ ; প. ত. ১৬৪০ ; ন. গু ৬৬৯

শব্দার্থ--আত—আতপ, রৌদ্র ; জুগল পলাসা—যুগল পত্র ; সুখলব-- সুখের কণা ; বিসরাই—ভুলিয়া।

অনুবাদ—প্রেমের অঙ্কুর জন্মিতেই রৌদ্র (আতপ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা ; শোকে 'প' স্খলিত হইয়াছে—'কণ্ঠ-রোধত্বাৎ' ; অর্থ—আতপতাপে শুষ্ক) হইল। যুগল পল্লব হইল না। প্রতিপদের চাঁদ যামিনীতে যেমন উদিত হয়, (আমার ভাগ্যে সেইরূপ) সুখের কণিকালাভও নিরাশায় পরিণত হইল। হে সখি এখন মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর। (নহিলে) অবধি ভুলিয়া থাকিবে কেন? চাঁদ যে চকোরীকে ও সুজন মধুপ মাধবী লতাকে বঞ্চনা করিবে ইহা কে জানিত? কানুর পিরীতি অনুভব করিয়া অনুমান করিতেছি বিধি দুর্ঘটনা নির্মাণ (করিয়াছেন)। (কৃষ্ণ যে আমাকে

(৯২০) মন্তব্য :—পদটী গোবিন্দদাস ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

এত ভাল বাসিতেন, তাহা অনুভব করিয়া বুঝিতেছি যে বিধাতাই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছেন। তাহার কোনও দোষ নাই)। পাপপরাণ এখনও যায় না, কানু কানু করিয়া কাঁদে। বিদ্যাপতি বলেন মাধব নিষ্করুণ। গোবিন্দদাস এই রস পূরণ করিয়াছেন।

(৯২২)

অবহু রাজপথ পুরুজন জাগি।
চাঁদ-কিরন জগমণ্ডল লাগি।
সহএ ন পারএ নব নব নেহ।
হরি হরি সুন্দরি পড়লি সন্দেহ॥
কামিনি কএল কতহু পরকার।
পুরুসক বেশে কএল অভিসার॥
ধম্মিল লোল ঝোঁটি কএ বন্ধ।
পহিরল বসন আন কবি ছন্দ॥
অম্বর কুচ নহি সম্বরু ভেল।
বাজন-জন্ত্র হৃদয় কবি লেল॥
অইসএ মিলললি ধনি কুঞ্জক মাঝ।
হেরি ন চিহ্নই নাগর-রাজ॥
হেরইত মাধব পড়লহি ধন্দ॥
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দন্দ॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥[১]

প. ত. ১০১২; কীর্ত্তনানন্দ ৪০০; সা. মি. ৪৩; ন. গু ৩১১

অনুবাদ—এখনও রাজপথে পুরজনেরা জাগিয়া আছে, জ্যোৎস্না জগৎ-মণ্ডলে বহিয়া আছে। নব নব অনুরাগ সহিতে পারে না, হায়, হায়, সুন্দরী সংশয়ে পড়িল। কামিনী কতই প্রকার (উপায়) করিল, পুরুষের বেশে অভিসার করিল। খোঁপা (পুরুষের মত) ঝুঁটি (চূড়া) করিয়া বাঁধিল, বসন অন্য ছাঁদে পরিধান করিল। অম্বরে (কাপড়ে) স্তন সংবরণ হইল না, (তাহাতে) বাদ্য যন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিল। এইরূপে ধনী কুঞ্জের মাঝে মিলিল অর্থাৎ উপস্থিত হইল। নাগররাজ (তাহাকে) দেখিয়া চিনিতে পারিল না। মাধব (তাহাকে) দেখিয়া ধাঁধায় পড়িল, স্পর্শ করিতেই হৃদয়ের দ্বন্দ্ব গেল অর্থাৎ চিনিতে পারিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, তারপর কি হইল, মন্মথকেলি কতপ্রকার হইল।

(৯২৩)

বিরহ ব্যাকুল বকুল তরু-তর[১]
পেখল[২] নন্দকুমার রে।
নীল নীরজ নয়ন সয়ঁ সখি[৩]
ঢরই নীর অপার রে[৪]॥
পেখি মলয়জ-পঙ্ক মৃগমদ[৫]
তামরস ঘনসার রে।
নিজ পানি-পল্লব[৬] মূদি লোচন
ধরনি পড়ু অসম্ভার রে[৭]॥

(৯২২) পাঠান্তর—(১) পদকল্পতরুর একখানি প্রাচীন পুঁথিতে—

কসিব কনয়া জেন কুন্দন হেম। দোহে দোহা নিরখিতে দোহে দোহা ভুলে।
তুলনা দিবারে নাই এ দোঁহার প্রেম॥ গোবিন্দ দাস চিতে নিরবধি ঝুরে॥

কীর্ত্তনানন্দের ভণিতায় আছে—

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
দুধ সমুদ জনি রাজমরালি॥

বহই মন্দ সুগন্ধ সীতল
মন্দ মলয়-সমীর রে।
জনি প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই সূন সবীর রে[৮] ॥

অধিক বেপথ[৯] টুটি পড়ু খিতি
মসৃন মুকুতা-মাল রে।
অনিল-তরল তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল রে ॥

মান-মনি তেজি সুদতি চলু জাহি[১০]
রাএ রসিক সুজান রে।
সুখদ স্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি বিদ্যাপতি ভান রে[১১] ॥

প. ত. ৪৮৮ ; ন. গু. ৩৭৯ ; (গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দ) ; ক্ষণদা পৃ ১২৬

অনুবাদ—বকুলগাছের তলায় নন্দকুমারকে দেখিলাম। তাহার নীলকমল তুল্য নয়ন হইতে অপার অশ্রু বর্ষিত হইতেছে। চন্দনপঙ্ক, মৃগমদ, পদ্ম কর্পূর (রাধার অঙ্গভূষণ সমূহ) দেখিয়া করপল্লবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধরণীতে অবশ হইয়া পতিত হয়। (মাধব) অত্যন্ত কাঁপিতেছে (তাহাতে) মসৃণ মুক্তামালা ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। (তাহাতে মনে হইল) যেন তমাল তরুবর পবনে আন্দোলিত হইয়া পুষ্প মোচন করিতেছে। সুন্দরি, মানমণি ত্যাগ করিয়া চল, যেখানে রসিকরাজ সুপুরুষ (মানত্যাগ করিয়া মাধবের নিকট চল)। কবি বিদ্যাপতি (বা কবি ভূপতি কণ্ঠহার) অত্যন্ত শ্রুতি সুখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছেন।

(৯২৪)

সুন সুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহু ঐসন তোহর সিনেহ ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
জামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥
কপট নেহ করি রাহিক পাস।
আন রমনি সয়ঁ করহ বিলাস ॥

কে কহ রসিক শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগত নহি আন ॥
মানিক তেজি কাচে অভিলাস।
সুধাসিন্ধু তেজি খারে পিয়াস ॥
খীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয় ছিয় তোহর রভসময় ভাস ॥

বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভান।
রাহি ন হেরব তোহর বয়ান ॥

প. ত. ৩৬৮ ; ন. গু. ৩৭৪

---

(৯২৩) ক্ষণদা গীতচিন্তামণির পাঠান্তর—(১) তরুতলে (২) পেখলু (৩) নীল নীরজ নয়ান-লো সখি (৪) ঝরই নীর অপুরারে (৫) দেখি (৬) পল্লবে (৭) বেশ সম্ভার রে (৮) পরশে দহই শরীর রে (৯) বেপথু (১০) যহি (১১) সুকবি ভণ কণ্ঠহার রে—

মন্তব্য—পদকল্পতরুর ভণিতা হইয়েছে—'কবি ভূপতি কণ্ঠহার।' নগেনবাবু পদটির ভণিতা কি কীর্ত্তনানন্দ হইতে পাইয়াছেন?

(৯২৫)

চরন নখর-মনি-রঞ্জন ছাদ।
ধরনি লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পরু লোচন-নোর।
কতরূপ মিনতি কএল পহু মোব॥
লাগল কুদিন কএল হম মান।
অবহু ন নিকসয়ে কঠিন পরান॥
রোস তিমিব অত বৈরি কিএ জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥
নাবিজনম হম ন কএল ভাগি।
মরন সবন ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ সুনু ধনি বাই।
বোয়সি কাহে কহ ভল সমুঝাই॥

প ত ৪৫২, সা মি ৬৬; ন গু ৪৬০

অনুবাদ—গোকুলচাঁদ আমাব চবণনখরেব শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া ভূতলে লুটাইলেন (আমার পদতলে পতিত হইলেন)। [ইহার অন্য একটি অর্থ কেহ কেহ করেন—যে গোকুলচাঁদেব চবণ নখ (কত) বমণীর আনন্দ বর্দ্ধন কবে (চরণ নখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ) সেই গোকুলচাঁদ ভূতলে লুটাইয়া গেলেন। গোবিন্দ দাস যে পদে বিদ্যাপতির এই পদটির অনুকবণ কবিয়াছেন, তাহাব ভাব শেষোক্ত অর্থ কতকটা সমর্থন করে:

যাকব চবণ নখব রুচি হেরইতে
মুবছিত কত কোটী কাম
সো মঝু পদতলে ধুলি লোটায়ল
সো মঝু পদতলে ধুলি লোটায়ল
পালটি ন হেবল হাম॥]

বোষরূপ অন্ধকাব যে এত শত্রু তাহা কি জানি? (সেই অন্ধকাবে) বত্ন দেখিয়া গৈবিক বলিয়া মনে হইল (ক্রোধান্ধ হইয়া মাধবকে আমি রত্ন বলিয়া চিনিতে পাবি নাই, গেরি মাটী বলিয়া উপেক্ষা কবিয়াছিলাম)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রাই ধনি শুন, তুমি কাদিতেছ কেন? ভাল কবিয়া বুঝাইয়া বল।

(৯২৬)

খিতি বেনু গন জদি গগনক তারা।
দুই কব সিচি জদি সিন্ধুক ধাবা॥
পুকুব ভানু জদি পছিম উদীত॥
তইঅও বিপরিত নহ সুজন পিবীত॥
মাধব কি কহব আন।
ককর উপমা দিঅ পিবীত সমান॥
অচল চলএ জদি চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটএ জদি গিরিবর মাথ॥
দাবানল সিতল হিমগিরি তাপ।
চান্দ জদি বিসধব সুধা ধর সাপ॥
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংঘ রায।
অনুগত জন ছাড়ি নহি উজিয়ায়॥

ন গু ৮৩২

(৯২) মন্তব্য—পদটী কবিরঞ্জন ভণিতায় পাওয়া যায়।

(৯২৬) মন্তব্য—পদটী কীর্ত্তনানন্দে পাওয়া গেল না, যদিও নগেনবাবু ঐ গ্রন্থ হইতে ইহা লইয়াছেন বলিয়াছেন।

অনুবাদ—যদি ক্ষিতির রেণু গণনা করা যায়, দুই হস্তে যদি সমুদ্রের জল সেচন করা যায়, পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত হয়, তথাপি সুজনের পিরীতি বিপরীত (বিচলিত) হয় না।

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ-বিভাগে
বিকসিত যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাপি॥
—পদ্যসংগ্রহ

দাবানল যদি শীতল হয় ও হিমগিরি উত্তপ্ত হয়, চন্দ্র যদি বিষ ধারণ করে ও সর্প সুধা ধারণ করে—বিদ্যাপতি বলেন, রাজা শিবসিংহ অনুগত জনকে পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও চিন্তা করেন না।

(৯২৭)

সুন সুন এ সখি কহএ ন হোএ।
রাহি রাহি কএ তনু মন খোএ॥
কহইত নাম পেমে হএ ভোব।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি নোর॥
গদ গদ ভাখি কহএ বর-কান।
রাহি দরস বিনু নিকস পরান॥
জব নহি হেরব তকর সে মুখ।
তব জিউ-ভার ধরব কোন সুখ॥
তুহু বিনু আন নহি ইথে কোই।
বিসরএ চাহ বিসর নহি হোই॥
ভনই বিদ্যাপতি নহি বিবাদ।
পূরব তোহর সব মনসাধ॥

ন গু ৮৩ (বটতলা)

অনুবাদ—হে সখি শ্রবণ কর, বলা যায় না (এ বলিবার কথা নয়)—রাই, রাই করিয়া (কানাই) দেহ ও মন হারাইতেছে। (তোমার) নাম করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হয়; পুলক, কম্প, ঘর্ম (স্বেদ), অশ্রু অঙ্গে লক্ষিত হয়। কানাই গদগদ ভাষায় কথা বলে, রাইয়ের দর্শন বিনা প্রাণ বাহির হইবে। যখন তোমার সেই মুখ না দেখিতে পায়, তখন কোন সুখে জীবন ভার বহন করিবে? তুই ছাড়া ইহাতে আর কেহ নাই—(কানাই তোকে) ভুলিতে চায়, ভুলিতে পারে না। বিদ্যাপতি কহে, ইহাতে বিবাদ অর্থাৎ অন্য মত নাই। তোমার মনের সকল সাধ পূর্ণ হইবে।

পরিশিষ্ট

— ১ — —

পরিশিষ্ট—(ক)

রাজনামাঙ্কিত আরও ছয়টী পদ

(৯২৮)

জোগ বা জামাই বশ করিবার তুক্‌তাক্‌

কুঢ় একাঙ্গী একল বীর।
× চ চিতউর জৈন্তিক সীর ॥

পিসি দেবও হরিতারী মান।
হোএবহ ঘিঅ জমাই পরাণ ॥
জোগ জুগুতি সুনহ ধিআ।
নহি পরবস হোঅ পিআ ॥
গুরু গুগুর অওর বহেলা।
মাকর মাছী মণ্ডপচেলা ॥

শানি মহেসর জারব আগি।
পহু হুঙ্করব তোরা লাগি ॥
খঞ্জন আঁখি পরেবা পীত।
হোএবহ ঘিঅ জমাইক হীত ॥
নয়ন কাজরে করব পান্তি।
হাকদ পহু পরেরা ভান্তি ॥

ভনে বিদ্যাপতি কহল সার।
জোগব বান্ধক থিক সংসার ॥
রাজা রূপ নরাঅন জান।
সুখে সুখমাদেবি রমান ॥

(রমানাথ ঝা সংগৃহীত পদ—
Journal of the Ganga Nath Jha Research Institute Vol II, P 403)

শব্দার্থ—সীর—মূল ; ঘিঅ- কন্যা ; মাকর—মাকড়সা ; হুঙ্করব—হুঁ হুঁ বলিবে (যাহা বলিবে তাহাই মানিয়া লইবে) ; পীত—পিত্ত, Liver।

অনুবাদ—যে কলাগাছ একলা জন্মিয়াছে তাহার মূল, আর জৈন্তির মূল সম পরিমান হরিতকীর সহিত পিষিয়া দিবে, তাহা হইলে কন্যা জামাইয়ের পরাণতুল্য হইবে। ও মেয়ে, জোগের যুক্তি শুন, তাহা হইলে প্রিয় পরবশ হইবে না। গুড়, গুগ্‌গুল, আর বহেড়া, মাকড়সা, মাছী, মণ্ডপচেলা (?) শানিয়া অগ্নিতে জ্বালাইবে, তাহা হইলে তোমার প্রভু তোমার সব কথাতেই হাঁ দিবেন। চোখে খঞ্জন পক্ষীর পিত্ত লাগাইও, তাহা হইলে কন্যা জামাইয়ের হিতকাঙ্খিনী হইবে। .... বিদ্যাপতি সার কহিলেন। জোগে সংসার বাঁধা থাকে তাহা সুখমাদেবীর রমণ রাজা রূপনারায়ণ জানেন।

(৯২৯)

সাঁঝহি চান্দ উগিএ গেল
দিন সম নিবমলি রাতি।
কত পবিবোধহ অগে সখি
কওনে অঙ্গীবব মোরি সাতি॥
আজে হমে ক ·· ·· হঠ পরলাহুঁ
বহলিহুঁ নহি পবকাব॥

এতএক এসনি কজ্জ গতি
···· এ অরতল বর নাহ।
উভএহু সংসয় পবলাহুঁ
কে জান কৈসনে নিরবাহ॥
বিদ্যাপতি ভনে সুন্দরি
অচিরে হোএত সমধান।
বাজা রূপনরাএন লখিমা দেবি রমান॥

(বমানাথ ঝা সংগৃহীত পদ)

শব্দার্থ—কজগতি—কার্য্যগতিকে, অবতা আর্ত্তি হ'ল।

অনুবাদ—আজ সন্ধ্যাতেই চাঁদ উঠিযা গেল, বাত্রি দিনেব মতন নির্ম্মল। হে সখি! কত প্রবোধ দিবে? আমাব শান্তি কেমন কবিযা গ্রহণ কবিব? আজ আমি ... হঠকাবিতা কবিযা বিপদে পডিলাম; কোন প্রতীকার দেখি না। একদিকে একপ কার্য্যগতিক, অন্যদিকে নাথশ্রেষ্ঠ আর্ত্ত রহিযাছেন। উভযসংশয়ে পড়িলাম, কে জানে কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? বিদ্যাপতি বলেন সুন্দরি। অচিরেই ইহার সমাধান হইবে। রাজা রূপনারাযণ লখিমা দেবীব বমণ।

(৯৩০)

মনজনমা অবি তিলক বৈবি
বৈরি তা বৈবি আনন দসা।
তাহেরি বহু জত যাএ মরতি তত
কেবল তোহর উদেসা॥
মাধব দুসহ তনু পচবানে।
চবিমে দোষে পড়লি সেহে
বালা স্ত্রী বধ কর ·· ·· ধানে॥

বা দেবাগণ আনন ধসি
পৈসি মরতি সে অনল ধসাই।
সুমরি সিনেহ অন্তপুর জাইতি
জুগ জুগ তুঅ শুধ লা ×॥
× × × জনমা বাহন আহবগণ
তে জানল জিয় সাথী।
ভনই বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
অবসর হলহ বুঝাই॥

(রমানাথ ঝা সংগৃহীত পদ)

শব্দার্থ—মনজনমা—কাম; তাহার অরি—শিব, তাহার তিলক—চন্দ্র, তাহার বৈরি—রাহু; তাহার বৈরি—বিষ্ণু, তা বৈরি—রাবণ, আনন দসা—দশ মুখ।

ভাবার্থ—যদি সে কামের দশম দশা প্রাপ্ত হইয়া বিষপান করে তাহা হইলে তোমার উদ্দেশেই সে মরিবে। সে তোমার প্রেম স্মরণ করিয়া জলে ডুবিয়া মরিবে অথবা আগুনে পুড়িয়া মরিবে।

(৯৩১)

যব গোধুলি সময় বেলি[১]
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধর[২] বিজুরি রেহা
দন্দ পসারি[৩] গেলি ॥
ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥
গোরি কলেবর নূনা[৪]
জনু আঁচরে উজোর সোনা[৫]।
কেশরি জিনিয়া মাঝহি খীন
দুলহ লোচন কোণা ॥
নসীর শাহ ভানে
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥

ক্ষণদা পৃঃ ১১ ; পদকল্পতরু ২০১ ; কীর্ত্তনানন্দ পৃঃ ১৩২ ; ন. গু. ৪৫

অনুবাদ—গোধূলির সময়ে যখন ধনী গৃহ হইতে বাহির হইল, তখন দেখিলাম যেন নবজলধর ও বিদ্যুতের রেখা দ্বন্দ্ব প্রসারিত করিয়া গেল (বসন নবজলধর বর্ণের ও দেহের রং বিদ্যুতের মতন ; সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে—"গোধূলির অন্ধকারাবৃত জলধরতুল্য শ্যামল অঙ্গে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী নায়িকার দেহ-কান্তি ক্ষীণ বিদ্যুত প্রভাব ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিয়া যাওয়ার এবং তদ্দ্বারা গোধূলির অন্ধকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদূরিত হওয়ার জলধর ও বিদ্যুতের বিবাদরূপে এস্থলে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে")। ধনী অল্প বয়সী বালা, যেন গথিত পুষ্পমালা, অল্প দর্শনে আশা পূর্ণ হইল না, মদন জ্বালাই বাড়িল। গৌরবর্ণ, ক্ষুদ্র কলেবর, অঞ্চলে যেন উজ্জ্বল স্বর্ণ। সিংহ জিনিয়া কটি, দুর্লভ নয়ন কোন (অপাঙ্গ দৃষ্টি)। নসীরশাহ জানেন যে আমাকে নয়ন বাণে আহত করিল। বিদ্যাপতি বলেন পঞ্চগৌড়েশ্বর চিরজীবী হউন।

(৯৩২)

আনন লোলুত্ত বচনে বোলএ হঁসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিমা সসি ॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইতে দেখলি গজরাজ গমনিআঁ ॥
কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর
ভমর মিলল জনি অরুন কমল দল।
ভান ভেল মোহি মাঝ খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাতি জনি ॥

কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি ॥
(ইতি বিদ্যাপতেঃ)

রাগতরঙ্গিনী পৃঃ ৪৪-৪৫ ; পদকল্পতরু ১৯৭ ; ন. গু. ৩৪

---

(৯৩১) **পাঠান্তর** :—ক্ষণদা ও পদকল্পতরুর ভণিতা—ইসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বানে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥

মূলপদে আমরা কীর্ত্তনানন্দে প্রদত্ত ভণিতা দিয়াছি।

ক্ষণদার **পাঠান্তর** :—পদের প্রারম্ভে আখর হিসাবে আছে—"ধনি গো আজু" (১) পেখনু বালা খেলি (২) জলধরে (৩) দ্বন্দ্ব বাড়াইয়া (৪) লুনা (৫) কাজরে উজোর সোনা।

(৯৩১) **মন্তব্য** :—নসীর শাহ সম্বন্ধে বক্তব্য ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—সুন্দর বদন, হাসিয়া কথা বলে, মনে হয় যেন শরতের পূর্ণিমার চাঁদ অমিয় বর্ষণ করে। রমণীর অপরূপ রূপ। গজেন্দ্র গমনীকে যাইতে দেখিলাম। তাহার ধবল নয়নশ্রেষ্ঠ কাজরে রঞ্জিত, যেন অরুন কমলদলে ভ্রমর বসিয়াছে। মনে হয় যে ধনীর ক্ষীণ মধ্যদেশ কুচরূপ শ্রীফলের ভরে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে। কবিশেখর বলেন রায় নসরদশাহের অপরূপ রূপ দেখিয়া কমলমুখী তাঁহাকে ভজনা করিল।

(৯৩৩)

ব্রহ্মকমণ্ডলু বাস সুবাসিনি
সাগর নাগর গৃহবালে।
পাতক মহিস বিদারন কারণ।
ধৃত করবাল বীচি-মালে॥
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
সরনাগত ভয় ভঙ্গে॥

সুরমুনিমনুজ রচিত পূজোচিত
কুসুম বিচিত্রিত তীরে।
ত্রিনয়ন মৌলি জটাচয় চুম্বিত
ভূতি ভূসিত সিত নীরে॥

হরিপদ কমল গলিত মধুসোদর
পুনা পুনিত সুর লোকে।
প্রবিলসদমরপুরী-পদ-দান।
বিধান বিনাসিত সোকে॥

সহজদয়ালুতয়া পাতকি জন
নরক বিনাসন নিপুনে।
রুদ্রসিংঘ নরপতি বরদায়ক
বিদ্যাপতি কবি ভনিত গুনে॥

ন. গু. (গঙ্গা) ৩

অনুবাদ—ব্রহ্ম-কমণ্ডলুরূপ বাসভবনে সুখে বাস কর—সমুদ্ররূপ নাগরের গৃহবাসিনী। পাপরূপ মহিষ বিদীর্ণ করিবার জন্য তুমি বীচিমালা রূপ তরবারি ধারণ কর। তোমার তীর সুর-মুনি-মনুষ্য কর্তৃক রচিত পূজার কুসুমে বিচিত্রিত। ত্রিনয়নের (শিবের) মস্তকের জটানিচয় চুম্বন করায় তোমার জল বিভূতি-ভূষিত হইয়া শ্বেত হইয়াছে। হরিপাদ পদ্ম-বিগলিত মধুর ন্যায় (তোমার বারির দ্বারা) সুরলোক পবিত্রীকৃত। বিলাসময়ী অমর-পুরীতে বাসস্থান দান করিয়া তুমি (জীবের) শোক বিনাশ কর। তোমার স্বাভাবিক দয়া গুণ পাতকীজনের নরক বিনাশ (দূর) করিতে নিপুণ। রুদ্রসিংহ নৃপতির (অভীষ্ট) বরদাতা (গঙ্গার) গুণ কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন।

---

(৯৩২) পদকল্পতরুর **পাঠান্তর** :—

নমুখী-বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজ গমনি ধনি॥

সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়ন বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

(৯৩২) মন্তব্য :—রায় নসরৎ সাহ সম্বন্ধে বক্তব্য ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (খ)

বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ

পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু ও সংকীর্ত্তনামৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর সংগ্রহ গ্রন্থ। ঐ সময়ে মৈথিল বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে অনেক পরিবর্ত্তিতরূপে গীত হইত। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। তিনি বিদ্যাপতির ভাব ও দুই চারিটি উৎপ্রেক্ষা লইয়া বাঙ্গালী শ্রোতার বোধগম্য ব্রজবুলিতে কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। আবার কয়েকটী পদ বিদ্যাপতির ভাব লইয়া খাঁটী বাংলাভাষায়ও রচনা করিয়াছিলেন—যথা ১, ৫, ৮, ১০, ১২, ২৪, ২৫। উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির সুপণ্ডিত ও রসিকভক্ত সংগ্রহকর্ত্তারা যেমন মৈথিল বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালী বিদ্যাপতিরও কয়েকটী ভাল ভাল পদ নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কোন কবির পরিচয় দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যেমন যেমন ভণিতায় পদ পাইয়াছেন, তাহা তেমন আকারেই তুলিয়া দিয়াছেন। উভয় বিদ্যাপতির রচনারীতির পার্থক্য তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই এরূপ অভিযোগ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

শ্যাম নাম শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। জয়দেবের গীত গোবিন্দে শ্যাম নাম নাই, কেবলমাত্র ১১।১১ শ্লোকে উহা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী সংগৃহীত পদাবলীতেও কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামনামে অভিহিত করা হয় নাই। বিদ্যাপতির যে সব পদ নেপালে ও মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার কোথাও শ্যামনাম নাই। নেপাল পুঁথির ২৮৭টি পদের মধ্যে ৪২টিতে মাধব (১) ২৫টিতে কানু, কন্না, কান্না, কান্হ, কন্হাই (২) ৩২টি পদে হরি, (৩) ৯টি পদে মুরারি (৪) ২টি পদে গোবিন্দ, (৫) ১টি পদে দামোদর বনমালি (৬) ২টি পদে মধুসূদন (৭) ও ১টী পদে নন্দের নন্দন (৮) নাম পাওয়া যায়।

---

(১) নেপাল পুঁথির পদসংখ্যা ১, ২, ১৭ ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৬, ৩০, ৩২, ৪৮, ৭০, ৭২, ৮৩, ১৩০, ১৪২, ১৫২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৯, ২১২, ২২৭, ২২৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৮ ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৪, ২৫৭, ২৬১ ২৬৭, ২৭০।

(২) ৪, ৮, ১১, ১৫, ১৬ ৩৮ ৪৩, ৫২, ৫৭, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭২ ৭৩, ৮১, ৯৬, ১০১, ১০৫, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১৪০, ১৫২, ১৫৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৯৩, ১৯৬, ২০৯ ২১০, ২১৮, ২৫৩, ২৮২, ২৮৭, ।

(৩) ২১, ২৩, ২৭, ২৯, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৬১, ৭৬, ১০৩, ১১৬, ১৩৭, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২২২, ২৩৬, ২৪৬, ২৪৭, ২৫১, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৬, ২৭৩।

(৪) ৪১, ৭৫, ৯৪, ১৪৩, ১৫১, ১৫৪, ১৭১, ২২১, ২৩১।

(৫) ১৩, ১৪৯।

(৬) ১৪।

(৭) ২৮৫, ২৮৬।

(৮) ২১৫।

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির ৫১টী পদের মধ্যে ৭টাতে মাধব, ৪টিতে হরি, ৩টিতে মুরারী, ১টিতে মধুসূদন, ১টীতে বনমালি, ১টীতে কাহ্ন ও ১টীতে কালা পাওয়া যায় (৯)। রামভদ্রপুরের পুঁথির ৮৬টী পদের মধ্যে ১৭টিতে মাধব, ১০টীতে কাহ্ন, ৮টীতে হরি, ৩টিতে মুরারি ও একটিতে কৃষ্ণ আছে (১০)।

২, ৪, ৯, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ও ২৮ সংখ্যক পদে শ্যাম নাম পাওয়া যায় বলিয়া এগুলি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ১১ সংখ্যক পদে সুবলের নাম ও ১৮ সংখ্যক পদে জটিলার নাম পাওয়া যায়। এই সব নামও শ্রীরূপ গোস্বামীর 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা' রচনার পর জনসমাজে বহুলরূপে প্রচলিত হয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ভাবের কথা বলা সম্ভব ছিল না সেরূপ ভাব ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ও ৩১ সংখ্যক পদে দেখা যায় বলিয়া এগুলিও বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

(১)

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেনন ধ পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি ॥
বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥

দেখাইয়া বয়ান-চান্দে
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥
হৃদয় দরশি থোর
তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহ শুন যে সুন্দরি
কানু জিয়ায়বি মোর ॥

পদকল্পতরু ২১৫ ; কীর্ত্তনানন্দ ২৫২

(৯) রাগতরঙ্গিনীর ৮১, ৮৫, ৯৪, ১০৪, ১০৮, ১১৬ পৃষ্ঠায় মাধব, ৫৪, ৫৫, ১০৪, ১০৭ পৃষ্ঠায় হরি, ৪৭, ৭৬, ও ৭৯ পৃষ্ঠায় মুরারি, ৪৭ পৃষ্ঠায় মধুসূদন, ৪৭ পৃষ্ঠায় বনমালি, ৪১ পৃষ্ঠায় কাহ্ন ও কালা আছে।

(১০) রামভদ্রপুরের পুঁথি হইতে শিবনন্দন ঠাকুর যে "বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী" বাহির করিয়াছেন তাহায় ৯, ১১, ১৫, ২২, ২৫, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৬, ৪৪, ৪৮, ৫১, ৫৬, ৭৪, ৭৭, ও ৭৮ পদে মাধব, ৪, ৮, ১৪, ১৮, ২১, ৩৯, ৪৭, ৭০, ৭৬ ও ৮৪ পদে কাহ্ন, ২৬, ৩৮, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৬৬, ৮৩ ও ৮৫ পদে হরি আছে।

(১) মন্তব্য – বাঙ্গালী বিদ্যাপতি যে একজন ছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই পদটীতে পাওয়া যায়। ইহা কোনক্রমেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ভাষা হইতে পারে না।

বৈষ্ণবদাস নিম্নলিখিত খাঁটি বাংলা পদটীও বিদ্যাপতির ভণিতায় সংগ্রহ করিয়াছেন :—

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা ॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ়।
গোপত পিরিতি বিষম বড় ॥

কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ২৪৯), পদকল্পতরু ২২৩। পদরত্নাকরে অবশ্য এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।

(২)

পদকল্পতরুতে প্রাপ্ত আসল রূপ প্রথমে দিতেছি, পরে উহাকে নগেনবাবু কিভাবে মৈথিলী ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি :—

(ক)

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়॥
আজি অতি নিয়ড়ে করয়ে পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পর-ধন মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খেনে খেনে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদাব দেখি এ পরিনাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝহ ইহ রস বোল॥

(খ)

একদিন হেরি হেরি হঁসি হঁসি জায়।
অরু দিন নাম ধবি মুবলি বজায়॥
আজু অতি নিযরে করল পরিহাস।
না জানিএ গোকুলে ককর বিলাস॥
সাজনি ও নাগর-সামরাজ।
মূল বিনু পরধন মাঁগব আজ॥
পরিচয় নহিঁ দেখি আনক কাজ।
ন করএ সম্ভ্রম ন করএ লাজ॥
অপন নিহারি নিহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খন খন বৈদগধি কলা অনুপাম॥
অধিক উদাব দেখি এঁ পরিনাম॥
বিদ্যাপতি কহ আরতি ওব।
বুঝিও ন বুঝএ ইহ রস-ভোর॥

প. ত. ২৩৮; ন. গু ৭৪

(৩)

দেখলি কমলমুখী কহন না যায়।
মন মোর হরি লই মদন জাগায়॥
তনু অতি সুকোমল পয়োধর গোরা।
কনক লতাপর শ্রীফল জোরা॥
কুঞ্জর গমনী অমিয়া রস বোলে।
শ্রবণে সোহঙ্গম কুণ্ডল দোলে॥
ভাঙু কামন ভযল তছু আগে।
তিখন কটাখ মরমে শব লাগে।
নযনক গুণ তঁহি বড়ই বিকারা।
বান্ধল নাগর ও অতি গোঙারা॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গায়।
বড় পুণ্যে রসবতী রসিক রিঝায়॥

(৪)

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখি
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে, অপুরুপ চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি ফুকরই
আড বদন তঁহি ফেরি ॥

তঁহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
স্যাম-দরস ধনি কেল ।
নয়ন-চকোর কানু-মুখ সসিবর
কয়ল অমিয়-রস-পান।
দুহুঁ দোহা দরসনে রসহু পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥

প ত ৭২১ ; সা মি ১৭, নগু ৪

(৫)

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় ন করহ
ই বড় সাহস তোর ॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইলু তোর ॥

কিযে গিরিবর কনয়া কটোর
তা দেখি লাগয় ধন্দ।
তিযার উপর সম্ভু পূজিত
বেঢিয়া বালকচন্দ ॥
এ কর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে জদি বামা।
তোহারি চরনে শরণ লইলুঁ
সদয় হইবে বামা ॥

চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইলু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
কানুর করহ হীত ॥

প.ত ৫১১, সা মি ৫৩, ন গু ৩৫৬

(৬)

যব সে পেখলুঁ হাম রূপে গুণে অনুপাম
তাহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি মোয় অনুকূল জানি
যব পুন হয় মোর ভাগি ॥

ওই দিবস খন হোয়ব সুলখন
মোহে মিলব ধনি রাই।
হামারি শুভদিন পায়ব পরশন
তব হাম জীবন পাই॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন হে গোকুলপতি
মনে কিছু না ভাবহ দুখ।
সোই বিনোদিনি তোহে মিলাব আনি
তবহি হোয়ব মঝু সুখ।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পদামৃত মাধুরী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০১

(৭)

কি কহব মাধব পুনফল তোর।
তোহর মুরলি-রবে রাহি বিভোর॥

তাহি পুন সুনল নাম তোহার।
সে সব ভাব হম কহহি ন পাব॥
অঙ্গ অবস ভেল কাঁপি আগেআন।
মুরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান॥

বুঝএ ন পাবিঅ কৈসন রীত।
কীএ ভেল কিছু নহ পরতীত॥
আবএ সে অব কাল পয় আজ।
বিদ্যাপতি কহ অবইত কাজ॥

বটতলা, ন. গু. ১০৭

(৮)

এমন পিয়াব কথা কি পুছসি রে সখি
পবাণ নিছিয়া তাবে দিয়ে।
গড়ের[১] কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।[২]
কতেক জতনে রতন পাইয়া
থুইতে ঠাঞি না পায়॥

কর্পূব তাম্বুল আপনি চিবিয়া
মোর মুখে ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয়॥[৩]

হিয়াব উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরিতি তোমারে এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥

প. স. পৃঃ ১৬৯ ; প. ত. ২৫২৫

(৮) পাঠান্তর—পদকল্পতরুতে (১) গড়্যের (২) দারিদ্র যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঞি না পায়।
(৩) পদকল্পতরুতে ইহা নাই।

(৯)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
সসিমুখি হসি হসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাস॥

রসবতি নারি রসিকবর কান।
রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান॥
দুহু তনু মাতল দুহু সর হান।
বিদ্যাপতি করু সে রস গান॥

প. ত. ২০০৮ ; ন. গু. ৮২২

(১০)

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥

রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরুণের ঢাক॥

শুক বলে শুন সারি আমরা পশুপাখী।
জাগাইতে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই॥

দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক ১৩১২ সালে সম্পাদিত বৈষ্ণবপদলহরী ৭০

(১১) ক

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহএ রজনি বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনি সুন্দরি রাই।
আবেসে হিয়ার মাঝারে লাই।
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥

বহুবিধ কেলি করল সোই।
সো সব সপন হোয়ল মোই।
কিবা সে বচন অমিয়ামীঠ।
ভাঙুর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহ নবিন রাগে॥

প. ত. ১১০৩ ; ন.গু. ২০৮

(১১) খ

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই জদি তবহু ন জাই॥
নাহি উঠল হাম কালিন্দি-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥

তহিঁ বেকত ভেল সকল সরীর।
তহিঁ উপনীত সমুখে জদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥

উরজ উপর জব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠলুঁ হরি করি পীঠ॥
হঁসি মুখ মোড়ই টীটি মাধাই।
তনু তনু ঝাপিতে ঝাঁপল ন জাই॥

বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
পুনু কাহে পলটি ন পৈঠলি পানি॥

প. ত. ৭২৭ ; ন. গু. ৫৬১

(১২)

কি কহব রে সখি রজনিক বাত।
বহু দুখে গোঙায়লু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধুপান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নব জৌবন তাহে রস পরচার।
রতি-রস ন জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই নাহি জান।
কতয়ে মিনতি কবি তভু নাহি মান॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনি সোই লুবধ মুরারি॥

প. ত ২০৭ ; ন. গু. ১৯৯

(১৩)

এ সখি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিলুঁ ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আয়ল কমল-নয়ান॥
এ দিগে ঝাঁপইত তনু উদিগে উদাস।
ধরনী পসিএ জদি পাও পরকাস॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপল ন যায়।
মলয় সিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক জাউ জীবন জৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিএ চতুরাই॥

পদকল্পতরু ৭২৬ ; ন গু. ৫৫৯

(১৪)

কহ কহ সুন্দরি রজনি বিলাস।
কৈসনে নাহ পূরল তুআ আস।
কতহুঁ যতনে বিহি করি অনুমান।
নাগর নাগরি করু নিরমান॥
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর-নারি।
আজুক রজনি কিএ কয়ল মুরারি॥
পিয়াক পিরীতি হম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি ন দেল হমার॥

---

(১২) মন্তব্য—নগেনবাবু এই খাঁটী বাংলা পদটিকে মৈথিল রূপ দিবার জন্য গমাওল, ঝাপএ, দিঅ, জানএ তেও, ভণই প্রভৃতি শব্দ বসাইয়াছিলেন।

করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
অপনক গজ-মোতি-হার উতারি।
কণ্ঠে পরয়াল যতনে হমারি॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেঢ়য়ল চম্পক দাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান॥

ভনই বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি সুন সখি সো পরসঙ্গ॥

প. স পৃঃ ৯১ ; প. ত. ৬৬৬ ; ন. গু. ৫৭৭

(১৫)

এ ধনি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহল ন হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিলুঁ কুসুম-সয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর রুনু-ঝুনু আয়ল কান।
কৌতুকে মুদি হাম রহল নয়ান॥
আয়ল কানু বৈঠল মঝু পাস।
পাস মোড়ি হম লুকায়লুঁ হাস॥
কুন্তল-কুসুম দাম হরি লেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
জতনে উতারল কত পরকার॥
কুঞ্চুকি ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলুঁ চোর॥
ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতি পহু সব রস জান॥

প ত ৭২৮ ; কীর্ত্তনানন্দ পৃঃ ২৫৫

(১৬)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ॥
ফণী মণিবর উগবে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুরতরঙ্গিনী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিনী কঙ্কন করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিত জতিকহু
ঐসন সকল সোহে॥
ন কর গোপন নিজ পরিজন
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কোন জন ইহা গান॥

প. ত. ১০৯৩ ; ন. গু. ৫৮০

---

(১৬) মন্তব্য—মূল পদটী বিদ্যাপতির কিন্তু ইহাতে অন্য কোন বাঙ্গালী কবি ভাবান্তরিত করিয়াছেন, এবং তিনি সরলভাবে ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

'ইহা বিদ্যাপতিকৃত, এবং তাঁহার কৃপায় কোন এক ব্যক্তি ইহা গান করিতেছেন।' বিদ্যাপতির ভাষা বাঙ্গালী শ্রোতা ও পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায় উহা একটু সহজ করিয়া বাঙ্গালীর বোধগম্য করিতে হইয়াছিল।

(১৭)

কি কহব হে সখি আজুক রঙ্গ।
সপন হি সুতল কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড় সুপুরুখ বলি আওল ধাঈ।
সুতি রহল মুখ আঁচর ঝঁপাঈ॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জগাএ আপু নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহু নঁ গেল॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জান কুসুম মকরন্দ॥

অজ্ঞাত ; ন. গু. ৫৬৪

(১৮)

জটিলা-সাস ফুকবি তহি বোলল
বহুবি বেবি কাহে ঠাটি।
ললিতা কহল অমঙ্গল সুনল
সতি পতিভয় অবগাটি॥

সুনি কহ জটিলা ঘটল কি অকুসল
ঘর সয়ঁ বাহব হোয়।
বহুবিক পানি ধবি হেরহ জোগী
কিএ অকুসল কহ মোয়॥
জোগেস্বর ফেবি বহুরিক পানি ধরি
কুসল কবব বনদেব।
ইহে এক অঙ্ক বঙ্ক বিসঙ্কও
বন মধি পসুপতি সেব॥
পুজনক তন্ত্র মন্ত্র বহু আছএ
সে হম কিছু নহি জান।
জটিলা সহ আন দেব কহাঁ পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান॥

এত সুনি দুহু জন মন্দির পইসল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ-মন্ত্র পড়াওল দুহু জন
পুরল দুহুঁ মনকাম॥
পুনু দুহু জন মন্দির সয়ঁ নিকসল
জটিলা সয়ঁ কহ ভাখী।
জব ইহ গৌরি অরাধনে জাওব
বিধবা জন ঘর রাখী॥
এত কহি সবহু চললি নিজ মন্দির
জোগী চরন প্রনাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর সেখর
সাধি চলল মনকাম॥

প. ত. ৭৯৯ ; ন. গু ৫৩৪ ; সা. মি ৭৪

---

(১৭) মন্তব্য—এই পদটী নেপাল পুঁথির ১১৭ সংখ্যক পদ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী পাঠকের জন্য পরিবেশন করা হইয়াছে। নেপালের পদের পঞ্চম চরণে আছে— এ সখি কি কহব অপনুক দন্দ। সপনেহুঁ জনু হো কুপুরুষ সঙ্গ॥

'অপনুক দ্বন্দ'—অর্থে নিজের মনের সহিত দ্বন্দ। কিন্তু তাহা না বুঝিয়া কোন গায়ক গাহিয়াছিলেন "আজুক রঙ্গ"। দ্বিতীয় চরণটী নিরর্থক হইয়াছে। নেপালের পদে আছে—"ভেঁভ ন পিবএ কুসুম মকরন্দ", তাহার স্থানে সরল করিয়া বাংলায় লেখা হইয়াছে "ভেক কি জান কুসুম মকরন্দ।"

নেপাল পুঁথিতে আছে— কতে জতনে উপজাইঅ গুণ। কহল ন বুঝএ হৃদয়ক শূন॥

এই ভাবগভীর বচনকে হাল্কাভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বর্ত্তমান পদে পঞ্চম হইতে অষ্টম চরণ সংযোজনা করা হইয়াছে।

(১৮) মন্তব্য—জটিলা ও ললিতা নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সেইজন্য এবং ইহার ভাষা ও ভাবের সহিত বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দেখিয়া এটি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা গেল।

অনুবাদ – জটিলা শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া বলিল, বধু (এত) সময় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন? ললিতা কহিল, অমঙ্গল শুনিল (সেই জন্য) সতী (রাধা) পতিভয় (পতির অমঙ্গল) নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছে। (ললিতার কথা) শুনিয়া জটিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, (বধূর) কি অমঙ্গল ঘটিল? (হে) যোগি, বধূর হাত ধরিয়া দেখ, কি অমঙ্গল আমাকে কহ। যোগেশ্বর পুনরায় বধূর হাত ধরিয়া (দেখিয়া কহিল) বনদেবতা কুশল করিবেন! (হাতের) এই একটি রেখা বক্র ও শঙ্কাযুক্ত, বনে পশুপতির সেবা (পূজা) কর (তাহা হইলে ভাল হইবে)। (যোগী কহিতেছে) পূজার মন্ত্রতন্ত্র অনেক আছে, এ (ইহ) তাহার কিছুই জানে না। জটিলা কহে, অন্য গুরু কোথায় পাইব, তুমি ইহাকে বীজ মন্ত্র দান কর। জটিলা (এই কহাতে) দুইজনে গৃহে প্রবেশ করিল দুইজনে এক ঠাঞি (একত্র) হইল। মন্মথ দুই জনকে মন্ত্র পড়াইল, দুইজনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। পরে (পুন) দুইজন ঘর হইতে বাহির হইল, জটিলার সঙ্গে (যোগী) কথা কহিল, যখন এই গোরী (সুন্দরী) (পশুপতি) আরাধনায় যাইবে (তখন) বিধবাদের ঘরে রাখিয়া (যাইবে)। (যোগী) এই কহিল (পর) সকলে যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিল। বিদ্যাপতি কহেন, নটবর শেখর মনস্কামনা সাধিয়া চলিল।

(১৯)

অবনতবয়নি ধরনি নখে লেখি।
জে কহ স্যামনাম তাহে ন পেখি॥
অরুন বসন পরি বিগলিত কেস।
অভরন তেজল ঝাঁপল বেস॥
নীরস অরুন কমল-বর-বয়নি।
নয়ননোরে বহি জাওত ধরনি॥
ঐসন সময় আওত বনদেবি।
কহয় চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনতবয়নী উতর নহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সে চলি গেল॥

প ত ১৫২৮; সা মি. ৬৫; ন. গু ৩৭২

(২০)

ছোড়ল অভরন মুরলী বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
জাক দরস বিনে ঝরয় নয়ান।
অব নহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুন মান।
সাধয়ে চরনে রসিক বরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয় ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয় ইহ প্রেমসঙ্ঘাতি।
ভাগ্যে মিলয় ইহ সুখময় রাতি॥
আজু জদি মানিনি তেজবি কন্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একন্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত॥

প ত. ২০৩৮; সা. মি. ৫৭; ন. গু. ৩৮৩

(২১)

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি নেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ॥
মো বিনে সপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥

রজনি দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতি কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবজ ধরব যব হাত।
তবহি তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান বহুক পুন যাউক পরাণ॥

পদকল্পতরু ৫২১ ; সংকীর্ত্তনামৃতপদ ৯৬ ; ন. গু. ৫২৫

(২২)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিযা।
নটতি কলাবতি মাতি স্যাম সঙ্গ
কর কর-তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥

ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি ডিমি মাদল
রুনু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিংকিনী রনরনি বলআ কনকনি।
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥

বীন, রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘটিতা ঘটিতা ঘুনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥

শ্রমভরে গলিত লুলিত কবরীজুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণন
বিদ্যাপতিমতি ছোভিত হোতি॥

প. ত ১৫০২, ন গু ৬১০, সা মি. ৪২

(২৩)

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমনী।
ফুকরই রোযত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি সবদে মূরছি পড়ু ধরনী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহ সব সবদ পসিল জব স্রবনে।
তব বিরহিনী ধনী পাওল চেতনে॥

নিজ করে ধরি তুহুঁ কানুক হাত।
জতনে ধরল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥
জব ধনী পাওল ইহ অসোয়াস।
বৈঠলি তুহুঁ তব ছোড়ি নিসোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

প. ত. ১৬১৯ ; ন. গু. ৬২১

(২১) মন্তব্য—অমূল্য বিদ্যাভূষণ সংস্করণে ৪৭৩ ও ৫৩৯ পদরূপে দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।

(২৪)

সজল নয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐসন
দুরহি করল মুরারি॥
সজনি কীয়ে করব পরকার।
কি মোর করমফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥

নারীর দীঘ নিশাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহিঁ মীলব কান॥

প. স. পৃঃ ১২৩ ; পদকল্পতরু ১৬৪২ ; সা. মি. ৮১

(২৫)

হম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক জত গুন বিসরিত ভেলা॥

মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হম চলি জাই॥

প. ত. ১৬৭২ ; ন গু ৬৫৮ ; সা. মি. ৯৩

(২৬)

নাহ দরস সুখ বিহি কৈল বাদ।
আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসয়ে কঠিন পরান॥

এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
স্রবনহি স্যাম-নাম করু গান।
সুনইতে নিকসউ কঠিন পরান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরন সমাপন প্রেম বিথারী॥

প ত. ১৯৫২ ; প. স. পৃঃ ১৪৬ ; সা. মি. ৮৫ ; ন. গু. ৬৭৫

---

(২৫) মন্তব্য—নগেনগুপ্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কেননা উহাকে কিছুতেই মৈথিলীতে রূপান্তরিত করা যায় না।

(২৭)

যেখানে সতত বইসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥
সখিগন গনইতে লৈয় মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোর বাম॥

দিনে এক বেরি পিয়া লিয়ে মোর নাম।
অরুণ-দুলভ করে দিয়ে জল দান॥
এই সব অভরন দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর ইহ পরনাম॥

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥

প. স পৃঃ ১২১ ; প. ত. ১৬৮০ ; ন. গু. ৬৪৬

(২৮)

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরসন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দুরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রমন-রতন-স্যাম রমনী-রতন॥

বহুবিধি বিলসএ বহুবিধ রঙ্গ।
কমল মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুনে দুহুঁ গুন দুহুঁজনে গান॥

ভনই বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগরি ঠৌর॥

প. ত. ১১০৭ ; ন. গু. ৮২৯

(২৯)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়ে হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥

বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ার গলার মালা যে পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥

(৩০)

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥

ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ে কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে॥

(২৯) মন্তব্য—এই পদ ১৯০ সংখ্যকে ছাপা হইলেও ইহা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা। শিবসিংহের নামযুক্ত থাকায় ইহা অকৃত্রিম পদের মধ্যে ভ্রমক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তমু মোর তাহে জমু রয় ॥
কবহঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে ॥

পুন যদি চাঁদ-মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ-আনল মাহ তমু তেয়াগিব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি ॥

বৈষ্ণবপাদ লহরী ১৭২

(৩১)

শীতল তছু অঙ্গ দেখি   পরশ রস লালসে
করল কুল ধরম গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল   কি কাজ ইহ জীবনে
আনলো সখি গরল করি গ্রাসে ॥
প্রাণাধিকা রে সখি   কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে হাম করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি   অনলে নাহি দাহবি
রাখবি এই বরজকি মাঝে ॥

হামারি দোনো বাহুধরি   সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরুচি তরু তমাল ডালে।
প্রতি দিবস সবহুঁ মিলি   নিয়ড়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠই উষাকালে ॥
মঝু যুগল শ্রবণমূলে   কৃষ্ণ নাম বোলবি
সময় বুঝি তোরা সকলে মিলে।
ললাট হৃদি বাহুমূলে   শ্যাম নাম লিখবি
তুলসী দাম দেয়বি মঝু গলে ॥

ললিতা লহ কাঁকন   বিশাখা লহ অঙ্গুরি
চিত্রা লহ নির্ম্মল চরিতে।
বিরহ অনলে রাধে   সতত হি কাতর
শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে ॥

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত শ্রীপদামৃতমাধুরী, চতুর্থখণ্ড, পৃঃ ৭৫

(৩২)

কালুক দিন হাম   মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেলা।
তোহারি কুশল যত   পুন পুন পুছত
লোরে নয়ন ঢরি গেলা ॥

পীত নিচোলে   নয়নযুগ মোছইতে
পুন অচেতন তছু হেরি।
উরুপর থোই   চাপি খিতি লুঠই
ফুকরি রোই কত বেরি ॥

তুয়া বিনে রাতি   দিবস নাহি যাবই
এ তুয়া বুঝলোঁ অমুমানে।
মোহে কিছুরস বলি   কবহুঁ না বোলবি
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত সংকীর্ত্তনামৃতে ৪৭৮ সংখ্যক পদ।

পরিশিষ্ট (গ)

নেপাল পুঁথিতে প্রাপ্ত অন্য কবির পদ

(১)

(রাজপণ্ডিতের পদ)

প্রথম তোহর পেম গৌরব
গরবে বাউলি গেলি।
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি
চুকলি তে রতি খেডি (লি) ॥

খেমহ এক অপরাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।
তোহ বিনু জঞো অমৃত পীবএ
তৈঅও ন জীবএ রাহি ॥

কালি পরস্থ ই মধুর যে ছলি
আজে সে ভেলি তীতি।
আনহু বোলব পুরুষ নিদ্দয়
তেজ পিরীতি বৈরিকুকে এক।
দোস মরসিঅ রাজপণ্ডিত জ্ঞান
কবি কমলাকমল রসিয়া ধন্য মানিক জান ॥

নেপাল পদ ৩০, পৃঃ ১২খ, পং ৩ ; ন গু. ৫০৯ তালপত্র ; ও কীর্ত্তনানন্দ,—ন গু.র পদের ভণিতা—

তুহুঁ জেঁ ৗ অব তাহি তেজব
ই অতি কওন বড়াই।
তোঁহ বিনু জব জীবন তেজব
সে বধ লাগব কাঁই ॥

বইবিহু এক অপরাধ খেমিয
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপিত জান ॥

(২)

(কংস নৃপতির পদ)

পরিজন করলএ দেহরি মুহদএ
রোঅএ পথ নিহারি।
কেওন কহএ পুর পরিহরি মাধুর
কঞোন দিন আওত মুরারি ॥
কহি দএ সমদব কে সুমঝাওত
কঠিন হৃদয় পিঅ তোরা ॥

পিআএ বিসরল নেহ অবসন ভেল দেহ
কত কত সহব সঁতাপ।
কালি কালি ভএ মদন আগুকএ
আওত পাউস পাপ ॥
কংস নৃপতি ভণ ধৈরজ ধর কর মন
পূরত সবে তুঅ আস ॥

পদ ৪১, পৃঃ ১৬খ, পং ২ ; ন. গু. ৭০৮

---

(২) মন্তব্য :—নগেন বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে এই পদটী তিনি নেপাল পুঁথিতে পাইয়াছেন ; অথচ তিনি ভণিতার কলি কয়টী মুদ্রিত করেন নাই।

(৩)

(আত্তমের পদ)

মাধব রজনী পুনু কত এ আউতি
সজনী শীতল ওরে চন্দা
বড়ে পুনে মীলত গোবিন্দা নারে কী ॥
মুখ সসি হেরি অধর অমিঞ কত বেরী
আনন্দে ওরে পিবই মুহা লএ
মদন জি অবই না রে কী ॥

হরি দেল হরবা অলখিত রতন পবরবা
জীবলা এরে ধরবা নিধন নাঞী
নিধানে নারে কী।
আতম গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই
মানসেও পুরলা সকল কলুখ বিহি হয়লা
নারে কী ॥

পদ ৪৮, পৃঃ ১৮খ, পং ৪ ; ন. গু. ৮২৭

(৪)

(কংসনরাএনের পদ)

পএর পলি বিনবঞো সাজনা রে
জতি অনুচিত পলু মোর
জনু বিঘটাবহ নেহ রা রে
জীবন যৌবন থোল ॥
পলটহু গুণনিধি তোহে গুণরসিয়া
জীবে করহ বরু সাতি

পুছলেহু উতরু ন আপহো রে
অইসন লাগএ মোহি ভান
কী তুঅ মন লাগলারে
কিএ কুশল পঁচবান
কাঠ কঠিন হিয় তোহরা রে
দিনহু দয়া নহি তোহি

কংসনরাএন গাবিহা রে
নিরমম নহি মোহ।

পদ ৫৬, পৃঃ ২১ক, পং ৫ ; ন. গু. ৪৭৯

(৫)

(বিষ্ণুপুরী বা বিধুপুরীর পদ)

প্রথম বএস জত উপজল নেহ।
এক পরাণ দৌ একজনি দেহ ॥
তইসন পেম জদি বিসরহ মোর।
কাঠক চাহিক বিহি তঅ তোর ॥

এ প্রভু ই কুবন তেজহ নারি।
তোহ বিনু নাগর কঞোন তুহারি ॥
সুপুরুস চিহ্নিঅ এহে পরিণাম।
জেসন প্রথম তেসন অবসান ॥

টুটল পেম নহি লাগ একঠাম।
বিষ্ণুপুরী কহ বুঝসি বিরাম ॥

পদ ৬০, পৃঃ ২২খ, প ৪ ; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

---

(৩) মন্তব্য :—নগেন বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে এইপদ তিনি নেপাল পুঁথি হইতে লইয়াছেন, কিন্তু ভণিতার জায়গায় তিনি "আতম গবই" স্থলে "কবি বিদ্যাপতি গবই" লিখিয়াছেন।

(৫) মন্তব্য :—পুঁথিতে কবির নাম যে ভাবে লেখা আছে তাহা বিধুপুরীও পড়া যাইতে পারে।

(৬)

(লখিমিনাথের পদ)

মাধব এঞে বেরি তুরহি তুর সেবা।
দিন দস ধৈরজ কর যতুনন্দন
হমে তপ বরি বরু দেবা ॥
করই কুসুম বেকত মধু ন বহতে
হঠ জনু করিঅ মুরারি।
তুঅ অহ দাপ সহএ কে পারত
হমে কোমল তনু নারি ॥

আইতি হঠ জঞো করবহ মাধব
তঞো আইতি নহি মোরী।
কাঞ্চি বদরি উপভোগে ন আওত
উহে কী ফল পওবহ তোলী ॥
এতিখনে অমিঞ বচন উপভোগহ
আরতি অনুদিনে দেবা।
লখিমিনাথ ভন সুন যতুনন্দন
কলিযুগ নিতে মোরি সেবা ॥

পদ ১৩০, পৃঃ ৪৮খ, পং ১ ; ন. গু. ১৬৩

(৭)

(সিরিধরের পদ)

কা লাগি সিনেহ বড়াওল সখি অহনিসি জাগি।
ভল কএ কপট অতুলওলহি হম অবলা বধ লাগি ॥
মোরে বোলে বোলব সুমুখি হবি পবিহবি মনে লাজ।
সহজহি অথির জৌবন ধন তহু জদি বিসবএ নাহ।
ভেলিহু ধনক কুসুমসম জীবন গেলেহি উছাহ ॥
পিয়া বিসবল তহ সবে লটহু
কবি সিবিধর হেন ভান।
কংসনরাএন নৃপবব মোবদেবি বমান ॥

পদ ১৪৬, পৃঃ ৫২ক, পং ১ ; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

(৮)

(নৃপমল্লদেবের পদ)

কুসুমিত কানন মঁজরি পাসে
মধুলোভে মধুকর ধাওল আসে ॥
সজনী হিঅ মোর ঝুরে
পিআ মোব বহুগুণে রহল বিদূরে ॥

মাঘ মাস কোকিল বয় বিরল নাদে
মন বসি মন ভর কর অবসাদে ॥
তন্হি হম পিরিতি একে পরানে।
সে আব দোসর রাখত কেঞানে ॥

হৃদয় হার রাখল ডোরে।
অইসন পিআর মোর গেল ছাড়িরে ॥
নৃপমল্লদেব কহ সুন।

পদ ১৭০, পৃঃ ৬০খ, পং ৪ ; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

(৯)

(অমৃতকরের পদ)

পহিলহি মহর্ঘি ভইএ দেবি ডীঠে।
দূতী পঠাউবি আড়ী ডীঠে ॥
সুতিঅ রখিতে কিছু ছাড়বি লাজ।
কৌতুকে কামে সাহি দেব কাজ ॥
সুন সুন সুন্দরি বমধর গোএ।
অকথিতে অভিমত কতহু ন হোএ ॥
সখিজন অনইতে রহব অঙ্গ মোলি।
পরপতি আওব বিরহ বোল বোলি ॥
সিনেহ লুকান করব অবধানে।
পহুকাহো এবহু দোসরি পরানে ॥
ভনই অমৃতকর ভলিএহু বাণী।
কে সুনি এহুধর সুমুখি সয়ানী ॥

পদ ১৭৫, পৃঃ ৬২ খ, পং ২; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

(১০)

(অমিঞকরের পদ)

দহ দিস ভমি ভমি লোচন আব।
তেসরি দোসরি অতহু ন পাব ॥
লগহি অছলি ধনি বিহি হরি লেলি
তলিত লতা সাগরিকা ভেলি ॥
হরি হরি বিরহে ছুইল বছরাজ।
বদন মলান কওোনে করু আজ ॥
চান্দন সীতল তাতাহেরি কাএ।
তখনে ন ভেলি এ হৃদয় মোহি নাএ ॥
তে অধিকাইনি মানস আধি।
ধক ধক কর মদনানল ধাঁধি ॥
ভনই অমিঞকর নাগরি নাম।
আকরি কএলিহি সিরিজন কাম ॥

পদ ১৭৯, পৃঃ ৬৪ ক, পং ১; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

(১১)

(পৃথিবিচন্দের পদ)

একসর অথিকহু রাজকুমার।
সুমোনজ বাতহি অছএ অপার ॥
মতি ভরম নিথি কওলই আর।
জাগি পহর কে করত বিআর ॥
কইএ সনান সুমুখি ঘর আব।
পথিক বৈসল পথ কর পরথাব ॥
বিধি হরি লেলি মোরি পেঅসি নারি।
সহই ন পালিঅ মদন করালি ॥
কওোন সঙ্গে বৈসি খেপুবি কওোনে ভাতি।
লগহিক দোসর নহি দেখি অরাতি ॥
পহিআ নাগর অথিক সহী।
উকুতি মনোরথ গেলু কহী ॥
পৃথিবিচন্দ ভন মেদিনি সার।
ই রস বুঝএ মলিক দূলার ॥

পদ ২০৮, পৃঃ ৭৪খ, পং ৫; নগেনবাবুর সংগ্রহে ছাপা হয় নাই।

(১২)

(ভানুর পদ)

কুমুদবন্ধু মলীন ভাসা।
চারু চম্পক বন বিকাস।
শুদ্ধ পঞ্চম গাব কলরব
কলয়কণ্ঠী কুঞ্জরে ॥
রে রে নাগর জা ন দেখব
ছোড় অঞ্চল জাব পথ নহি পথিক সঞ্চর
লাজ ডর নহি তো পরাণী
দে মেবাণী রে ॥

শুনিঅ দন্দাজনক রোরা
চক্ক চক্কী বিরহ থোরা
নিসি বিরামা সঘন
হুকইত মুছনা রে ॥
ধোএ হলু জনি কএল উজ্জ্বল
অবহু ন বল্লভ তুঅ মনোরথ
কাম পূরওরে ॥

হৃদয় উখলু মোতিম হারা
নিফুল ফুল মালতি মালা
চন্দ্রসিংহ নরেস জীবও
ভানু জম্পএ রে ॥

পদ ২২৪, পৃঃ ৮০ক, পং ৫ ; ন. গু. ৩২২

(১৩)

(ধীরেসরের পদ)

মুখ দরসনে সুখ পাওলা।
রস বিলসি ন ভেলা ॥

সারদ চান্দ সোহাএ না।
উগতহি এথ গেলা ॥
হরি হরি বিহি বিঘটাউলি।
গজগামিনি বালা ॥

গুণ অনুভবে মন মোহলা।
অবসাদল দেহা ॥
দুলভ লোভে ফল পাওলা।
আবে প্রাণ সন্দেহা ॥

মেনকা দেবি পতি ভূপতি।
রস পরিণতি জানে ॥
নর নারায়ন নাগরা।
কবি ধীরেসর ভানে ॥

পদ ২৬৯, পৃঃ ৯৮, পং ১ , ন. গু. ৪৩

(১৩) মন্তব্য :— কিন্তু ন. গু ভণিতায় দিয়াছেন— নরনারায়ন নাগরা কবি
ধীরে সরস ভানে।

কিন্তু নেপালের পুঁথিতে 'ধীরে' ও 'সর' র পর 'স' নাই।

(১৪)

(রুদ্রধরের পদ)

জলহু কথন জঞো ভরমহু বোলিতহুঁ
জলথল থপিতহু বেদে।
অনুপম পিরিতি পরাইতি পললে
রহত জনম ধরি খেদে॥
বোলিতহু সাম সাম পএ বোলিতহ
নহি সে সে ত বিসবাসে।
অইসন পেম মোর বিহি বিঘটাওল
দূনা রহলি হুরাসে॥
সখি হে কি কহব কহই ন জাএ।
মন্দ দিবস ফল গণহি ন পারিঅ
অপদহি কুপুত কহাই॥
অইসনা জে করিঅ সে নহি করবে
কবি রুদ্রধর এহু ভানে॥

পদ ২৭০, পৃঃ ৯৮ ক, পং ৪; ন. গু. ৫০১

(১৪) মন্তব্য—নগেন বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে এই পদ তিনি নেপালের পুঁথিতে পাইয়াছেন। কিন্তু 'কবি রুদ্রধর এহু ভানে' কলির পর তিনি যোগ করিয়া দিয়াছেন—

রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ন।
লখিমা দেবি রমানে॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

রামভদ্রপুর পুঁথিতে প্রাপ্ত অন্য কবির পদ

(১)

(অমৃতের পদ)

শুনি মনমথ সর সাজে।
সমন্দি পঠাবহ অওবহ আজে ॥
বচনহু নহি নিরবাহে।
জনি লোভো তহ কিঅঅ সতাহে ॥
পেঅসি পেম বুঝায়ো।
কইতব কএনে কি ফল কম্থাযো ॥
সুপুরুষ কে সব আসা।
চান্দ চকোরী হরহ পিআসা ॥

অভিনব কহহি ন জাই।
পবনহু পরসে কুসুম অসিলাই ॥
অধর ন হোই উপামে।
বিক্রম থোএল জনি একহি ঠামে ॥
সময় ন সহ বিধি-মন্দা।
মালতি ফুললি বাসি মকরন্দা ॥
ভনই অমৃত অনুরাগে।
কপটে কুসুমসর কৌতুকে গাবে ॥

জসমাদেবি বমানে।
ভৈরবসিংহ ভূপ রস জানে ॥

পদ ৩৬৮

(২)

(অমৃতকরের পদ)

আনন বিকচ সরোরুহ রে দেখি কৈসন হো ভান।
নাগর লোচন বরে ভমি ভমি কর মধুপান ॥
তোর নয়ন ধনি নোন্নুঅ রে হেরইতে ন রহএ লোভ কি।
কেসর কুসুম কপোল তল রে অধর সুধাকর মন্দ
জে ন বুঝএ বরু সে ভল হে জে বুঝ তা সও মন্দ।
উর অরগজ মুকুতাবলি রে কইসন দহু পরিভাস
কুচযুগ চকোর বঝাওল রে মঅনে মেলিল জনি ফাস।
সুকবি অমৃতকরে গাওল রে পুহবী নব পঞ্চবান।
মধুমতি দেবি……হরি বিরেসর জান ॥

পদ ৪১৩

পরিশিষ্ট (ঙ)

নগেন বাবুর তালপত্রের পুঁথিতে প্রাপ্ত অন্য কবির পদ

(১)

(রতনাঙ্গি কৃত পদ)

কনকলতা অরবিন্দা।
মদনা মঁাঞ্জরি উগিগেল চন্দা॥
কেও বোল ভময় ভমরা।
কেও বোল নহি নহি চলয় চকোরা॥
কেও বোল সৈকবালৈ বেঢ়লা।
কেও বোল নহি নহি মেঘ মিললা॥

সংসয় পরু জনমহী।
বোল তোর মুখ সম নহী॥
কবি রতনাঙ্গি ভানে।
সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে।
মিলু রতি মদন সমাজা।
দেবলদেবি লখনচন্দ রাজা॥

ন গু ১৬, রাগতরঙ্গিনী পৃঃ ৭৬-৭৭

(২)

(গজসিংহকৃত পদ)

যুগল শৈলসিম হিমকর দেখল
এক কমল দুই জোতিরে।
ফুলল মধুরি ফুল সিন্দুরে লোটাএল
পাঁতি বৈসলি গজমোতিবে॥
আজ দেখল জত কে পতিআএত
অপরুব বিহি নিরমান রে।

বিপরিত কনক কদলি তরে শোভিত
থল পঙ্কজ কে রূপ রে॥
গজসিংহ ভন এহু পুরব পুনতহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে॥
বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম
অসমতি দেইকের কন্তরে॥

রাগতরঙ্গিনী, পৃঃ ৭২ ; ন. গু. ১৯

---

(১) মন্তব্য :—কিন্তু নগেনবাবু তালপত্রের পুঁথিতে ভণিতা পাইয়াছেন— ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুনে গুনমতি পুনমন্ত পাবে॥

(২) মন্তব্য—নগেনবাবু লিখিতেছেন যে এইপদ তিনি তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণীতে পাইয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীতে যে পদটী গজসিংহের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি এহ পুরব পুন তহ
ঐ সনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ শিবসিংঘ
লখিমাদেইকর কন্তরে।

রাগতরঙ্গিণীর ৭৮ পৃষ্ঠায় গজসিংহের রচিত নৃপপুরুষোত্তমের নামযুক্ত আর একটি পদ আছে। উহা নগেনবাবু বিদ্যাপতির রচনা বলেন নাই

(৩)

(উমাপতির পদ)

মানিনি।

অরুন পুরব দিসি বহলি সগরি নিসি
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি[1] গেলি কুমুদিনি তইও[2] তোহার ধনি
মুনল[3] মুখ অরবিন্দা॥
কমল[4] বদন কুবলয় হুহু লোচন
অধর মধুরি নিরমানে।
সগর সরীর কুসুম তুঅ সিরিজল
কিএ তুঅ হৃদয় পখানে॥

অসকতিকর[5] কঙ্কন[6] নহি পরিহসি[7]
হৃদয় হার[8] ভেল ভারে।
গিরিসম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ বেবহারে॥
অবগুন পরিহরি হরখি হেরু[9] ধনি
মাণক অবধি বিহানে।
হিমগিরি-কুমরি চরন হৃদয় ধরি
সুমতি উমাপতি ভানে[10]॥

Bengal Asiatic Society Journal 1884—Grierson's Twenty-one Vaisnavas Hymns. উমাপতিকৃত পারিজাত হরণ নাটক (J. B O. S. 1917. Vol III, Pt 1, P. 44-46) ন. গু. (তালপত্র) ৩৬৬

(৩) পাঠান্তর:—নগেন বাবুর পদে নিম্নলিখিত পাঠান্তর সাধিত হইয়াছে:—

(১) মুদি (২) তইঅও (৩) মুদল (৪) চান্দ (৫) করহ (৬) কঙ্কন (৭) পরিহহ (৮) হাব হৃদয় (৯) হেরহ হরখি

(১০) রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

(৩) মন্তব্য—উমাপতি পদটার শেষ অংশ (ভণিতাযুক্ত) ছাড়া অন্যান্য অংশ লিখিয়া "এতস্মিন্নর্থে শ্লোকঃ" বা "গীতার্থে শ্লোকঃ" বলিয়া সংস্কৃতে উহার অনুবাদও দিয়াছেন—

কচির্গলতি কৌমুদী শশিনি কোমুদী হীয়তে।
বদন্তি কমলমস্ততঃ শৃণু সমস্ততঃ কুক্কুটাঃ॥
পুরোদিগতিরোহিতা পরিতিরোহিতাস্তারকাঃ।
কথং তব বরোরু হে মুখসরোরুহে মুদ্রণম্॥
আস্যং তে সরসীরুহেণ রচিতং নীলোৎপলাভ্যাং দৃশৌ।
বন্ধুকেন রদচ্ছদৌ তিলতরোঃ পুষ্পেণ নাসাপুটম্॥
ইত্যেবং বিধিনা বিধায় কুসুমৈঃ সর্ব্বং বপুঃ কোমলম্।
ক্রূরং মানসমশ্মনা পুনরিদং কস্মাদকস্মাৎকৃতম্॥
কান্তে কিং তব কঙ্কণং ন কুচয়োর্ণো হস্তয়োঃ কঙ্কণম্।
দোর্বল্লী কলয়াবলীমপি ন দৌর্ব্বল্যেন বিনস্যসি॥
হারং ভারমিবাবধারয়সি চন্দেবং গুরুং মেরুবৎ।
মানং মানিনি কিং ন মুঞ্চসি মনাক্ তং ভাবমাবেদয়॥

(৪)

(জশোধর নবকবিশেখররচিত পদ)

তোঁহ হঁম পেম জতেহুরে উপজল
সুমরবি সে পরিপাটী।
আবে পর রমনি রঙ্গরস ভুললা[১] হে
কওন কলা হমে[২] খাটী॥

শুনিঅ সুমেরু[৩] সাধুজন তুলনা
সব কাঁ মহিমা[৪] ধনে।
তহ্নি[৫] নিঅলোভ[৬] ঠাম জদি ছাড়ব[৭]
গরিমা গহবি[৮] কওনে॥

ভমরবর মোরে বোলে বোলব কহ্নাই।
বিরহ ওস্ত জদি জান[৯] মনোভব
কী ফল অধিক জনাই[৯]॥

পুরুষ হৃদয় জগ দুঅও সহজেঁ চল
অনুবধেঁ বাধেঁ থিরাই।
সে জদি ন থিররহ সহসেঁ ধারেঁ বহ[১০]
উচেও নীচ পথে জাই॥

ভনই জসোধব নব কবিশেখর[১১]
পুহবী তেসর কাঁহা।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগব
মালতি সেনিক তঁহা॥

রাগতরঙ্গিণী পৃঃ ৬৭; ন গু ৪৮৪ (তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী)

(৫)

(পঞ্চাননরচিত পদ)

ওজে অভাগলি দেহরি লাগলি
পথ নিহারএ তোর।
নিচল লোচন সুন ন বচন
ঢরি ঢরি খস নোর॥

রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
দেখলি সখি সমেতেঁ।
ফজলি কবরি ন বাধ সামরি
সুন্দরি অবথ এতে॥

মাধব কাঞ্চি বিসরলি বালা।
ও নবি নাগরি গুনক আগরি
ভেলি নিমালক মালা॥

তোহে বিসরলি অদিগ পড়লি
দুবর ঝামর দেহ।
জনি সোন রেঁ কসি কসউটা
তেজল কনক রেহ॥

(৪) নগেন বাবুর পদে পাঠান্তর—(১) ভুল না (২) কওনে কলা হম (৩) বুঝলি (৪) বুঝাই (৫) তুলএ সুমেরু (৬) ধইরজ (৭) তোঁহে (৮) লোভে বচন আবে চুকলা হে (৯) ধরবি (১০) সে জদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ (১১) ভনই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর।

(৪) মন্তব্য—প্রথমতঃ নগেনবাবু তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিনী উভয় আকরেই এই পদ পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু উভয় আকরের মধ্যে ভণিতায় যে এই মারাত্মক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে নবকবিশেখর উপাধি জশোধরেরও ছিল।

দিনে সাত পাঁচে অসন দিতহুঁ
সে আবে নীর ন পীব।
অধর অমিঅ গএ পিআবহ
তওঁ জওঁ জীব তঞো জীব॥
উসসি উসসি পর খসি খসি
আলি নিহারএ ধাএ।
জাহি বেআধি পরাধিন ঔখধ
তাহেরি কওন উপাএ॥

মাধব তোরি পজারল আগি।
তোরিত ভএকহু মিঝাবহ
বধও জাএত লাগি॥
ভনে পঞ্চানন ঔখদ আনন
বিরহ মন্দ ব্যাধি।
জতহি পাউতি হরি দরসন
ততহি তেজতি আধি॥

ন গু. ৭৮৩ (তালপত্রের পুঁথি)

(৬)

তাহি অবসর তাহি ঠাম (মাধব)।
কিএ বিসবল মোব নাম॥
অব কি করব পরকার।
অপজস ভরল সংসাব॥
সবহি পাওল অবকাস।
জগভরি কব উপহাস॥
কোন পরি সখী সভ সাথ।
উপর করব হম মাথ॥

পরম করম মোর বাম।
সকল তকর পরিনাম॥
জাহি দেখি হসলউ কালি।
সে অব দেঅ করতালি॥
সুমতি উমাপতি ভান।
পুনহু করব সমাধান॥
হিন্দুপতি জিউজান।
মহেসবি দেই বিরমান॥

উমাপতিকৃত পারিজাতহরণ (J. B O R. S. 1917, March, পৃঃ ৪৭-৪৮), ন গু. ৬৯৬ (মিথিলার পদ)

(৬) মন্তব্য— নগেনবাবুর জন্য যাঁহারা লোকমুখে বিদ্যাপতি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্য কবির পদও জানিয়া বা না জানিয়া বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া চালাইয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (চ)

রাগতরঙ্গিণীতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবিদের পদ

(১)

(অমৃতকরের পদ)

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পয়োধর আপী।
কনক সম্ভু জনি পূজি পুজারে
ধএল সরোরুহে ঝাপী॥
সখি হে মালতি কেলি বিলসে।
মালতি রমি অতি তাইঅ গোরলি
পুন রতি রঙ্গক আসে॥

বদন মেরাএ ধএলহিঁ মুখমণ্ডল
কমলে মিলল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল
পীবি অমিঅ মকরন্দা॥
ভনই অমিয়কর সুনু মধুরাপতি
রাধাচরিত অপারে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন,
লখিমা দেই কণ্ঠহারে॥

পৃঃ ৮৪-৮৫ ; ১পদকল্পতরু ১৫২৩

পদকল্পতরুর ভণিতা

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ
বিচ্ছেদ ভয়ে করু খেদ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি
দারুণ বিহি কৈল ভেদ॥

গ্রিয়ার্সন ৩৭ ; ন. গু. ৩১৭

(২)

(জীবনাথকৃত পদ)

সখি মধুরিপুসন কে কতএ সোহাওন
জদিঅ তহ্নিক উপাম হে।
তসু মন নেওছন সরদ সুধানিধি
পঙ্কজ কে লেত নাম হে॥
সখি আজ মধুরিপু দেখল মোএ হটিআ
লোচন জুগল জুড়এলা॥

অধব বাঁহি লোচনে জখনে নিহারলহি
বাঁক কইএ ভোঁহভঙ্গা।
তখমুক অবসর জাগল পচসর
থানে থানে গেল অঙ্গা॥

দরসন লোভে পসার দেল হমে
সখিমুখে শুনি বড় রসী॥
তখনে উপজু রস ভেলিহুঁ পরবস
বিসরলি দুধহুঁ কলসী॥

দানকলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দু সুরতানে।
মেধাদেই পতি রূপনরাএন
প্রণবি জীবনাথ ভানে॥

পৃঃ ১১১-১২; ন. গু. ৬০

(ভীষমকৃত তিনটী পদ)

(৩)

সসধর সহস সার বটুরাব।
তেঁঅওন বদন পটন্তর পাব॥
দেখ দেখ আই,
সরগক সরবস উরবসি জাই॥
বিবিধ বিলোকন অতি অভিরাম।
মনহু ন অবতব নয়ন উপাম॥
নিকনিক মানিক অরুনিম জোতি।
সহজে ধবল দেখিঅ গজমোতি॥

আতর রাত মঞ্জলে অতিসেত।
এসন দমন তুলনা কে দেত॥
কাঞ্চিক বচি রোমাবলি ভাস।
উপর তরল হরাবলা ফাস॥
কর কৌশল মনমথ মমলাএ।
ফুচ সিরিফল নহি হোঅএ নবাএ॥
করিকর উরু উপমা নহি পাব।
অপনহি লাজে সঙ্কোচি নুকাব॥

হরিহর প্রণয়িএ ভীষম ভান।
প্রভাবতি পতি জগনরায়ন জান॥

পৃঃ ৪২-৪৩

(৪)

কীর কুটিল মুখ..... .... ।
বিরহ বেদনে দহ কোকক করুন সহ সরূপ কহত কে আনে।
হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলী।
জোহইত ধাবওঁ কতহু ন পাবওঁ মুরছি খসওঁ কত বেরী।

---

(২) মন্তব্য:—নগেনবাবু ইহা তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণীতে পাইয়াছেন বলিতেছেন, কিন্তু রাগতরঙ্গিণীর ভণিতার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি ভণিতা দিয়াছেন—'সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে'।

গিরিনরি তরু অব কোকিল ভমরবর, হরি নহাথি হিমধামা।
সবকপরও পৈঅাঁ সবে ভেল নিরদয় কেঅও ন কহএ তসু নামা॥
মধুর মধুর ধুনি নেপুর রব সুনি ভমওঁ তরঙ্গিনি তীরে॥
মোরে করমে কলহংসনাদ ভেল নয়ন বিমুঞ্চয়োঁ নীরে।
হরি...... ...... সখিধরি কবি ভীষম এহো ভানে।
প্রভাবতি দেইপতি মোরঙ্গ মহীপতি নৃপ জগনরাএন জানে॥

পৃঃ ৫৭-৫৮

(৫)

ধবল জামিনি ধবল হর রে
ধবল চাঁদন চীর।
নিফল জনক বিহার ভেল রে
গিরিসঁ বিসরু পিঅ ধীর॥
সজনিআ নবক জোবন নবক অম্বরে
নবক নব অনুরাগ।
সারিখেত সমেত হেমত
পিয়া নহি মোর অভাগ॥
বারি সঁ বরিসএ গগন জলরে
পরসেঁ পঁচসর সোস।
গরজে চণ্ড কলিকা হি আলিঙ্গও
পাউসনিঅ নহি দোস॥
ধৈরজ ধর ধনি কন্ত আওত
কুমর ভীষম ভান।
ইস বিন্দক নরনরাএন
পতি ধরমা দেই রমন॥

পৃঃ ৬৯

কংস নারায়ণের দুইটী পদ

(৬)

তনু সুকুমার পয়োধর গোরা।
কনকলতা জনি সিরিফল জোরা॥
দেখলি কমলমুখি বরনি ন জাই।
মন মোর হরলক মদন জগাই॥
ভোহাঁ ধনুষ ধএল তসু আগু
তীখ কটাখ মদন শর লাগু॥
সবতরু সুনিঅ ঐসন বেবহারা।
মারিঅ নাগর উবর গমারা॥
কংসনরাএন কৌতুক গাবৈ।
পুনফলে পুণমত গুনমতি পাবৈ॥

পৃঃ ৭৭

(৭)

সাএ সাএ পিআকে কহ বিনতী
ইহ ও বসন্ত রিতু ও তহি গমাবথু
এতএক ভলি নহি রীতি।

ঘন মলয়জ রস পরসে লাগ বিস॥
তুসহ স্তুনিঅ পিকনাদে।
অনল বরিস সসি নিন্দও ন হোয় নিসি॥
এতএ আওব পবমাদে।

জে সবে বিপবিত সে সবে কহব কত
কে পতিআএত আনে॥
জখনে আওব হবি হমহিঁ নিবেদব।
জও বাথত পঁচবানে॥

স্তুমুখি সমাদ সমাদরে সমদল
নসিরাসাহ স্তুরতানে॥
নসিরাভূপতি সোরমদেই পতি।
কংস নরাএন ভানে॥

পৃ: ৯৭

গোবিন্দ দাস কৃত দুইটী পদ

(৮)

সাএ সাএ কাঁ লাগি কৌতুকে দেখল
নিমিষ লোচন আধে।
মোর মন মৃগ মবম বেধল
বিষম বান বেআধে॥
গোবস বিধস বাসি বিসেখল
ছিকেহুঁ ছাউল গেহা।
মুরলি ধুনি স্তুনি মন মোহল
বিকেহুঁ ভেল সন্দেহা॥

তীর তবঙ্গিনি কদম্বকানন
নিকট জমুনা ঘাটে।
উলটি হেরৈতে উবটি পরল
চরন চীরল কাটে॥
স্তুকৃত স্তুফল স্তুনহ স্তুন্দরি
গোবিন্দ বচন সারে।
সোরম-বমন কংসনরাএন
মিলত নন্দকুমারে॥

পৃ: ১০০-১০১ ; ন. গু ৫৯

(৮) মন্তব্য :—নগেন বাবু রাগতরঙ্গিনীতে এই পদ পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁনিতায় ছাপিবার সময় লিখিয়াছেন—

বিদ্যাপতি বচন সারে
কংসদলন নরায়নসুন্দর
মিলল নন্দ কুমারে।

(৯)

অগর উগর গারি মৃগমদরস
কএ অনুলেপন দেহ।
চললি তিমির মিলি নিমিষে অলখ ভেলি
কাচকসনি মসিরেহ॥
হে মাধব হেরহ হরখি ধনি চান উগলি জনি
মহিতলে মেটি কলঙ্ক।
ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কতবেরি
সসিমুখি পবমসঙ্ক॥
তুঅ গুনগন কহি আঁনলিঅ সাহিটারি
দৈএ সুমুখি বিসবাস।
তেঁ পরি পরাইঅ জেঁ পুনু পাবিঅ
পরধন বিনু পরয়াস॥
জপল জনম সত মদন মহামত
বিহি সুফলিত করু আজ।
দাস গোবিন্দ ভন কংসনরাএন
সোরম দেবি সমাজ॥

পৃঃ ১০১-১০

— সমাপ্ত —

পদের প্রথম চরণের সূচী

ও

শব্দ সূচী
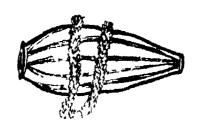
পদের প্রথম চরণের সূচী

(ডাহিন দিকেব সংখ্যা পদেব সংখ্যা দ্যোতক)

থ

দ

ধ

ভ

হ

বিদ্যাপতি-পদাবলীর শব্দসূচী

(ডাহিনের অঙ্ক পদসংখ্যাসূচক)

অ

অইপন—আলিপনা ২৯৯

অইলিহু—আসিলাম ৪৪৯

অইসন—এইরূপ ১৬১, ৩১২ ৩২৬

অও—আর ২১৪

অওক—অপরে ৪১

অওকাদিস—অপরদিকে ৪৪৮

অওকে—আবার ২৮০

অওতাহু—আসিতেছে ৩৬০

অওধ—অবনত ২৭৮

অওঁধা—উপুড়করা ৩৯

অএলাহু—আসিলাম ৭০০

অএলিহু—আসিলাম ৩৩৫

অঁএঁঠ এঁঠো, উচ্ছিষ্ট ৫৫৮

অএবা—আসিবার ২২১

এও—আর ২১৪

অকথ—অকথ্য, আশ্চর্য্য ২৬

অকামিক—অকস্মাৎ ৩৯, ৯৪, ১৬০, ৭৮৭, ৫৪৭, ৫৬৮, ৬০২

অকুলিন—অকুলীন, সামান্য লোক ১৬৭

অকুঁরাই—আকুল ২০৪

অখণ্ডিত লাজে—লজ্জা বাঁচাইয়া ৭৫

অখাঢ়—আষাঢ় ১৭৪

অগহন—অগ্রহায়ণ ১৭৪

অগারি—অগভীর ৫২৩

অঁগিরিঅ—অঙ্গীকার ৪৯, ৪৪৬

অগিহর—আগুন ১৫৮

অগেয়ান—অজ্ঞান, নিবুর্দ্ধি ২৮, ৩৮৩

অগোবল—আগুলাইয়া রাখিল ৫২৫

অগোব—অর্গল ৫৮৬

অগোবি—আগুলাইয়া ৩৩৮, ৪৫৬

অঘাএ—তৃপ্ত হয় ১৭৩

অঙ্কম—বক্ষে আলিঙ্গন ৫৭, ৪৮৫

অঙ্গিত কাজে—ইঙ্গিতের ফল ৫২৭

অছ—আছে ২৪৫

অচ্ছর—অক্ষর ৫৭০

অছল—ছিল ২৭০

অছলহু—ছিল ৮৪০

অছআ—হইয়াছি ২৩৮

অছইত—থাকিতে ৫৩৫

অছলাহ—ছিলাম ৭৭

অছিকহু—হইলেও ৪৪৫

অছিলেলে—মনে আছে, লইয়া আছি ৪৪২

অছোরসি—কাড়িয়া লইলে ৪৮

অজব—সুন্দর ৪৩০, ৪৫৪

অজুগুত—অযুক্তি ৩৮২

অঞোধে—নত ৪৮৬

অঞানি—অজ্ঞানী ৩৫৪

অতনু—মদন ৫১০

অতয়ে—অতএব ১৮৫

অতিপরিম—অতি উচ্চ ৪০৯

অতিরেক—অতিরিক্ত ৪৬৭

অতোল—অতুল ৬৫

অথির—অস্থির ৬০

অথিরক—অস্থির চিত্তের ২৬৩, ৪৩৩

অদকাহি—আতঙ্কে ৮৯০

অরথ—অর্থ ২৩১
অবথিত—উপযাচিত ১২১, ১৩৭, ১৫০, ২৭০
অরস—মলিন ৩
অরসী—আয়না ১৩৪
অবাধিঅ—আরাধনা করিয়া ১৬১
অবাহিঅ—আরাধনা করিবে ১৩২
অরু—আর ২২, ১১৬, ২৫৬, ৪২১
অরুঝাঈ—জড়াইয়া ২১
অরুঝাব—জড়াইয়া যায় ৪৮৯
অরুঝায়ল—জড়াইল ২১৪, ২২৯, ৫২১
অলিবার—অঙ্গীকার ৪৭৩
অসকসাহি—দুর্নিবার ২১৭
অসবৌলিহে—বুঝাইল ৪৩৩
অসহনি—অসহিষ্ণু ৪৩২
অসিলাএ—ম্রিয়মান ৪১২
অসোগ—অশোক ১৪০
অহিসির—সাপের মাথায় ৩৬১
অংসুক—বস্ত্র ২৮১
অয়ানা—অজ্ঞানী, বোকা ৩৮৩

আ

আইত—আসিতে ৫৯৫
আইতাঁ—আজ তো ৭৯৩
আহতি—আগত ১৬০, ২৯২, ৩০৮, ৩১৮, ৩৮৪, ৪২৫, ৪৮৯
আইলছিইহি—আসিয়াছে ৭৮১
আউতি—আসিতে ৩২৭
আউতি—আসিবে ৮৫, ১৪৭
আউতি পার—পার হইয়া আসিবে ৩২৭
আএ—আসিয়া ২২৭
আএল—আগত ৪০২
আও—আর ১১৩
আওত—আসিতে ১৭৪, ৫১০
আওতি—আসিবে, প্রতিশোধ লইবে ৪৭৮
আওন—আসিবার ৫০৩
আওব—ভবিষ্যৎ আসিবে ২২১
আওর—আর ৫১৭ ঘ
আক—আকন্দ ৯১৩
আকট—কঠিন ৪৯৪
আকরএ—আকর্ষণ করে ৫৮৬
আঁকুস—আকুল ২৫২
আখর—অক্ষর, সঙ্কেত ৩২৩
আগর—অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ ৭৩, ৬৮১
আগরি—অগ্রগণ্যা ২৩, ২৩৬, ৩০৪, ৫৫২
আগা—আগে ১৪৯
আগি—অগ্নি ১৪৭, ১৭৪, ২৭৪
আগিল—পূর্ব্ববর্ত্তী, ভবিষ্যতের ৯১, ১৬৭, ৩৭৩
আগিহি—অগ্নি ২২১
আগী—অগ্নি ১৫৬, ২৪১, ৪০০, ৫৪৩
আগু—ভবিষ্যৎ ৪৭৩
আঙ্গ—অঙ্গ ৫৭
আচর—অঞ্চল ৭৭, ৪১৩
আছরি—আছাড় দিয়া ৫৮৬
আছলি—ছিলে ৯১৭
আজুরি—অঞ্জলি ১৮৩
আটএ—শরসন্ধান করে ২৭৮
আডম্বরে—আডম্বরে ৫৯৭
আডেহু—আড, তির্য্যক্ ৪০২
আতপচর—উত্তাপভোগী ৫৩১
আতর—অন্তর ২০৯, ৩২৭, ৫৮৬
আধি—মনোদুঃখ ৪৯৫
আধে—অর্দ্ধ ১৩৩
আধেউ—অর্দ্ধও ৩৮৬
আন—অন্য ২২৬, ৩৫৫
আনকাই—অন্তের বেলা ৫১১
আন্তরো—ব্যবধান ১৫৯
আনী—আনা ৪১১
আনে—অন্যমনা ২৩৯
আনে আনে—অন্য প্রকারের ৭

উধরি, উধারি—খুলিয়া ৫৩৫
উঘাএ—উদঘাটিত করে ৩৬৬
উচাট—উদঘাটন ১৭৪
উছল—উজ্জ্বল ৪০৯
উছাহ—উৎসাহ ১৫৯, ৩৪৫, ৩৬০, ৩৮৯
উজর—উজ্জ্বল ৯৭, ২৯৬, ৩৫০
উজগর—উজ্জ্বল ৩৭১, ৪৭৩
উজাগরি—জাগিয়া ৩৭০
উজাগরে—জাগার দরুণ ৩
উজিআই—শোভা পায় ৩৯২
উজোর—উজ্জ্বল ২.
উজিযায—যোগ্য হয় ৯২৬
উজ্জিআই—শোভা পায় ৩৯২
উজোতে—উজ্জ্বল ১৭৯
উঠলি চিহায—চমকিয়া উঠিল ৫১২
উতকঠিত—উৎকণ্ঠিত ৩৫৭
উতরো—উত্তর ২০, ৪৭১, ৭৫২
উতারব—খুলিব ৩১৪
উতারঁতে—নামাইল ৮৭
উত্তিম—উত্তম ১৭২, ৪২৫
উতিতেও—উদিত হইয়া ৩৮২
উদন্ত—বার্ত্তা ৪১০
উদবেগল—উদ্বিগ্ন হইল, ২৫৩
উদমতী—উন্মত্ততা ৭৮৭
উদসল—প্রকাশ হইল ৬২৬
উদাস—আশাহীন ৪৬৫
উদেসে—অনুসন্ধান ১৫২, ৪৬২
উধব—উদ্ধব ৫৪০
উধমতি—উন্মত্ত ২৫৭
উধলল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ৩১২
উধসল—আলুথালু হইল ২, ৩, ৭০
উধসি—আলুথালু ৮৪
উধসু—আলুথালু ২৭৮
উধার—ধার ৫৬

উনত—উন্নত ১৩
উনমত—উন্মত ৪৪, ২১৭
উনমতিআ—উন্মত্ত ৪৮৩
উপগতি—উপস্থিত ৭৯
উপচয - শান্তি ৩৯৪
উপচবর উপশম হইবে ১৮০
উপচারহু—উপচারেও ৫৩৮
উপচিত—বর্দ্ধিত ৭৭, ১৫০
উপজর—উৎপন্ন হয় ১৮২
উপজওল – উৎপন্ন করিলে ৫, ৩৫৫
উপজাএ—উদ্ভাবন করিল ৫২৮
উপজাব– উৎপন্ন করে ৫৩৮
উপতাপ—পীড়া ৩৮৯
উপরোগে—ভর্ৎসনা ২১১
উপাম—উপমা ১৪৯
উপারএ—উৎপাটন করিতে ৩৪৫
উপাস– উপবাস ৪২১, ৫২৫
উপেখি—উপেক্ষা করিয়া ২৮৭, ৩৯৪
উবটি—ফিরিয়া ৩৭
উবরল—উদ্বৃত্ত হইল ২২৯
উবরি—ফিরিয়া ৪৯১
উবরি—মুক্ত হইয়া ৩৪৯
উবানি - উল্টাকথা ৭৮৩
উবেললি—খুলিল ৪৭২
উভরল উদ্বেলিত হইল ৪৫৪
উভরি— উদ্বেলিত হইয়া ৪১১
উমগল—ছুটাছুটি করিয়া ৭৯৩
উমগল—দ্রুত ৩৮৮
উমত—উন্মত্ত ৬, ১২, ৫৯৫
উমতাএ—উন্মত্ত হয় ২৫২
উর—বুক ১৬, ৮৪, ৫২১, ৫৪৮
উরগ—সর্প ৩৫০
উরছাউত—দৃষ্টি দিবে ৬০৯
উরজ—কুচ ২৩

গ

চন্দার—চন্দ্রের অরি, রাহু, ৩১৩
চন্দিম—জ্যোৎস্না ৫৯২
চরই—চরিতেছে ২০
চরচু—চর্চ্চিত ৩৮২
চবাবএ—চরায ৩৪৬
চরিত—জীবন ৬০৯
চগলি—গিযাছিল ৫৬৮
চলাবসি—চালাইতেছিস্ ৩৮৪
চবাএ—চিবায ৬০৭
চহচহ—ফব্‌ফব ৩৪৫
চাউর—চতুর্থভাগ ৬০৯
চাতব—চাতুরীপূর্ণ ১৩৫
চান—চন্দ্র ৫৫৮
চানন—চন্দন ৪৬১, ৪৭৪, ৫০৩, ৫৪০, ৫৫৪, ৬০৭
চাননগদে—চন্দন ও সুগন্ধি দ্রব্যে ৫৪৭
চান্দক বেহা—চাঁদের রেখা ৮০, ৪৫০
চাপ—ধনু ৯
চাব—চান ৪২
চাবিজেঁওগ—চারি প্রকারের (স্পর্শ, দ্রাণ, শ্রবণ, পণ) ভোজন করিল ২৭৯
চারিম—চতুর্থ ১০৮, ১০৯
চারিহু—চারিজনের ৫৯৯
চাহ—চায ২২৩
চাহ—অপেক্ষা ৭৮০
চাহইতে—চাহিতে ১৩২
চাহিঅ—চাই, উচিত ৯৮
চাহু—চাই ৬০২
চাঁদনে চন্দনে ২৪৪
চিকুব—কেশ ৩২, ৪১৪
চিত—চিত্ত ৩১৫, ৪৭২
চিব—বিলম্বে ৪৯৬
চিরথাই—চিরস্থাযী ৭০১
চীত—চিত্রিত ৪৭
চীত—চিত্ত ৩৭৯
চীর—চিরিয়া ৪৭২
চীব—বস্ত্র ৭৫, ২২৬, ২৪১, ৩৫০, ৪১৪, ৪৭২, ৫০১, ৫৪৪, ৫৯১
চুকএ—ভুলিযা যায ৩৫৩, ৫৫৬
চুকতি—অবসান হয ৭৮১
চুকল্সি—বাক্যভ্রষ্ট হইলি ১১৪
চুকলিহু—ভুল হইল ১৫১
চুনি—বাছিযা ৪
চুমওবাহ—স্ত্রী আচার কবিবেন ৭৮০
চুমাওন—ববণ ১৪০
চুম্বন—চুম্বন ৪৪৬
চুরু—অঞ্জলি ৩৭, ৫২৩
চেত—সাবধান করে ৪৭৯
চেতএ—মনোযোগ দেয ১৫৩
চেতএ—সংযত করে ৫৪৭
চেতন—চতুর ২০৭
চেতহি—সুচতুরা ৪৯৬
চেতাউলি—চেতনা উৎপন্ন করিল ৮৪৬
চেউকি—চমকিযা ১৭৪
চেপ—তিল ৪৩৫
চেহায—চমকিযা ৫৩২
চোকে—চকিতে, দ্রুত ৭৪৫
চোখ—তীক্ষ্ণ, চোখা ৩৩৯
চোলরি - কাঁচুলি ২০৫
চৌপতহু—আস্বাদন করা ৪৯৯
চৌঠিক—চতুর্থীর ১৫১
চৌদীস—চতুর্দ্দিক ৩২৯
চৌপাসা—চারিপাশে ৭৩৭
চোরাবএ—চুরি করিবে ৩৮৫
চোরাযবি—লুকাইবি ৬৬৭
চৌরি—গুপ্ত ২৬৫
চউকি—চমকিযা ৬১০
চাছল—কাটিলাম ৩৯৪

জাব—যায় ৬১৮
জাব—যাবৎ ৪৬৬
জাবে—যতক্ষণ ৩৮৯
জামিক—প্রহরী ৩৩১, ৩৬৫
জার—উপপতি ৬১
জারি—পুড়িলে ২৭৪
জালক ছেকনি—জাল দিয়া ঘেরা ৩১৫
জাসি—যাও ১১৮
জাসি—হইয়াছে ৩
জাহি—যাহাকে ১৮২
জাহি—জাতি ফুল ৭৮৪
জাহে—যাও ৫৪০
জাহু তাহু—যাহাকে তাহাকে ২২৭
জাড়—দগ্ধ করে ১৮০
জাঁউ—যাই ২২১
জিআউলি—বাঁচাইয়া রাখিলাম ৫৫০
জিউ—জীবন ৯২৭
জিউত—বাঁচিবে ৩৮২
জিতল—জয় করিল ৩১৮
জিতব—জয় কবিবে ১৫৬
জিব—প্রাণ ২০৪
জিবও—বাঁচিবে ৬০২
জিবথু—জীবিত হউক ১৬১
জিবন্তি—জিয়ন্তী গাছ ৬৫৫
জিবসয—প্রাণ-হইতে ১৮২
জিহ—জিহ্বা ১৩২
জীঅ মার—প্রাণান্তকর ৩৫৯
জীতি—জয় করিল ১৪১, ১৫৭, ২১৯
জীনি—জিনিয়া ৫২
জীবজয়—জীবনতুল্য ৫২, ২৯৭
জুআর—জোয়ার ৫০০
জুগতি—যুক্তি ৭৫৩
জুগুতি—যুগব্যাপী ৫৯৮
জুগুতিহি—যুক্তি করিয়া ৪৮২

জুঝও—যুদ্ধ কর ১২৮
জুহি—যূথী ৭৮৪
জুড়ওলহ—জুড়াইলে ৩৭৯
জুড়াই—শীতল ৪১৫
জুড়াইঅ—জোড়া দেওয়া যায় ৮৩৪
জুড়ি—শীতল ৩৭৪, ৪৩৭, ৫৮৯
জুড়ি—জড়ায় ৪৫৩
জুড়িহু—শীতল ১১৮
জুগ—যুগ ৪৭১
জৃম্ভলি—হাই তুলিতেছ ৩
জেকর—যাহার ৫৮৪
জেঠ—জ্যেষ্ঠ ৬১০
জেঠৌনী—বড় জা ৫৯৯
জোবরু—যাহা হইবার ৭৯১
জেম—ভোজন ১৩, ৪০২
জেম—যেন ৫৪১
জেমাওলি—ভোজন করাইল ৪৩৭
জেনে—যেমন ৪৩৭, ৫৩২
জেহে—যে ২২৭
জেওল—ভোজন করিয়া বাঁচিল ২৭৯
জৈবহ - যাইবে ২০৩, ৪৯৮
জৈহ—যাহা ৪৪১
জোএ—খুঁজিবা ৩২৬
জোএন—যোজন ৩২৬, ৫৮৬
জোখ—ওজন করিয়া ২৬৮
জোখি—গণিয়া ৬০৮
জোগ—যোগ্য ৩৭৭
জোগওলে—জোগাইয়া ৪২৭
জোগাএব—যোগাইব ৫২
জোগিনিক—যোগিনীর ৪৬২
জোজস—যে যেমন ৬০৯
জোতি—শিখা ৫৪
জোতিঅ—জুড়িয়া দাও ৬০৯

নন্দহি—নিনাদিত হইল ৯
নদিআ—নদী ৩২৮
নম্নুআ—সুন্দব ৬২১
নম্নমি—ছোট, কোমল ৭৭৬
নব—নম্র ২৯২
নববঙ্গ—নাবঙ্গ লেবু ৬১৪
নবহু—নব ৪৩
নবি—নব, নূতন ৭৩, ৫০৫
নমাএ—ঝুলাইয়া ৭৮১
নরি—নদী ১০৫, ১২৮, ১৯১, ২০৯, ৩৫১
নলে—মালা ২৫৯, ৪৪০
নসত—অশক্ত ৩২৬
নহাএলি—স্নাতা ৬২৭
নহিঅ—পাব না ৪২৭
নড়াওল—ফেলিযা দিল ২২৯, ২৩৯, ৫৩৫
নড়াবথি—ফেলিব ৪৯১
নাও—নৌকা ৩৫১
নাগরিপণ—নাগবীব ছলাকলা ৮২
নাঞী—ন্যায় ৪১
নাঞী—নম্র কবে ৪৯৪
নাএো—নাম ৪২
নাব—নৌকা ৪৯
নাম্নুআ—কোমল ২৮২
নাব—নাম ৪২
নারঙ্গি—লেবু বিশেষ ৪১৩
নাহ—নাথ ১৪২, ২১৫, ২৬৮, ২৮৩, ৩৮৬, ৪৫৫, ৪৬২, ৪৮৭, ৪৯৫, ৫২৫, ৬০৯
নাহে—নাথ ২৭৪
নায়—নত করিয়া ৫৩২
নায়—নৌকা ৭৬৪
নায়র—নাগর ৪৯৩
ন াংগট—উলঙ্গ ৫৯৯
নিঅ—নিজ ১২৬, ৩৪৮, ৫১৬, ৫৩৫
নিঅর—নিকট ২৫৫, ২৮৯, ৪০০, ৪০১, ৪৯৯
নিঅবস—নিকট ১৫
নিক—ভাল ৩৫
নিকটহু—কাছেই ৩৫
নিকসব—বাহির হইবে ৬৭
নিকহি—উত্তম ৬০
নিকার—অবজ্ঞা ১০
নিকারুন—অকরুণ, নিষ্ঠুব ৯
নিকুতী—নিক্তি ৫৬
নিকেত—নিকেতন
নিঙ্গারইত—নিঙড়াইতে ৬২
নিচর—নিশ্চল ২২৭, ২৯৮, ৫২
নিছছ—নিছক ৩৯২, ৪২
নিছদেও—তলা ছোঁয়া ৪০
নিঞ—নিজ ৩৭০, ৩৯
নিত—নীতি, ভাল ৪১
নিতাব—নিস্তার ৪৪
নিতে—নিত্য ১৩, ১৮৩, ২৫
নিতে নিতে—বোজ বোজ ২৫
নিদান—শেষ ৪৬০, ৫০
নিন্দত—নিন্দা করিবে ৪০
নিন্দহু—নিদ্রাতেও ৪
নিন্দে—নিদ্রায ১৬
নিপুণ - সুন্দব ৯
নিফল—ব্যর্থকাম ৩৫
নিবার—নিবারণ কবে ২৭
নিবিলি—নিবিড় (অন্ধকার) ৩০, ৮
নিবুঝ—বুঝে না ৩৭
নিবিহুক—নীবি বন্ধনেব ৪৮
নিবেদ—নিবেদন করিত ৩৭
নিবেদয়—জানায ১৪
নিবোধিঅ—রচনা করে ১৬
নিভয—নির্ভয় ৫২
নিভার—মনদিয়া দেখা ১২
নিমক—নিমের ৪৬

প

পরসি—জলে ৬২৩
পযাগে—প্রযাগতীর্থে ৬২৩
পযান—প্রযাণ ৪৭
পড়ল্লী—পড়িল ১৩২
পড়াইলি—পলাইল ৭৮২
পলাএত—পলায ২৬০
পডাএল—পলাইল ১৮৮
পড়োসিযাক—পড়শীর ৫৮৩
পঢ়ক্রোক—প্রথম বিক্রয় ১৭১
পঢ়হি—পড়িতে ২৩১
পঢ়াযলি আঁখি—চোখের ইঙ্গিত কবিল ৮৭
পঢ়াউলি—পড়াইল ২২৬
প্রতিপালে—প্রতিপালন করে ১৪৯
পাঅস—পায়স ৭৭২
পাই—পাইযা ৬১৬
পাঈ—পায ২৫
পাউ—পাইলেন ২৪
পাউলি—প্রাপ্ত ৪৬৯
পাত্রস—প্রাবৃষ, বর্ষা ১২৮, ৪২২ ৫১০
পাইক—পাতযা ৪৭৫
পাএ—চরণে ২৩৮
পাওনার—পদ্মনাল ১৩৮
পাওলি—পাইলাম ৩৬
পাওস—বর্ষা ৫০৩
পাকড়ী—পর্কটী বৃক্ষ ২০৫
পাঁগুর—পদাঙ্গুলি ৬৭৯
পাচতাও—পশ্চাত্তাপ ৩৯
পাছিল—অতীত ৭৪৫
পাছলাহু—অতীতের ৪৪৫
পাটএ—পাট কর জল দাও ৭২১
পাটল—পটুতা ৩৫০
পাত—পত্র ২৩১, ৪৭৫, ৫২৪, ৫৩৮
পাতিআ এব—প্রত্যয় কবিবে ২৭৬
পানিকসুতা—জলকন্যা, লক্ষ্মী ৪৩৮
পানিপচনকে—পঞ্চম হস্তের জন্য ২৮৪
পাবএ—পায ২১৪
পাবক—অগ্নি ২৪৫
পাবএ—যদি পাই ৫১১
পাবিয—প্রাপ্ত হই ১০৮
পার—পাবে ৩৫১
পারিঅ—পাবি ২১৪
পাল্ঁব—পালঙ্ক ৬৯২
পালা—পালটিযা ৪৭৮
পাস—নিকট ৩৩৭
পাসা—পাশা ৬২৩
পাহুন—অতিথি ৭৭ ১৩৭, ২৯০, ৩৮৬, ৫৬৭, ৫৯৩
পাহোন—অতিথি ৪৭৬, ৫৮৭
পাযা—চরণে ৭৬৬
পাডবি—পাটলীফুল ২১১
পাঁখি—পাখা ২৩৬
পাঁউবি—পাটলবর্ণ ৭৬৬
পাঁতি—পংক্তি ৩১৬
পাঁতবি—পাটলী ১৩৮
পিআসল—চাহিল ৪২, ৩৬২, ৩৯৭, ৪২১
পিউত—পান করিবে ২৫৭
পিউল—পান করিল ৮০
পিকু—পিক, কোকিল ৮৯
পিতবক—পিতলের ১১৭
পিতু—পিতা ৩৪৯
পিধি—পবিযা ৯৫
পিন্ধ—পবিধান করে ২৫৬
পিন্ধওলহু—পরাইযা দিল ৬৭
পিন্ধাওল—পবাইল ১৮৫
পিনাস—পিনাক, বাদ্যযন্ত্র ১১০
পিব—পানের জন্য ৫৯০
পিবএ—পান করিতে ৩৪
পিবি—পান করিয়া ৩৪০
পিবিকহু—পান করিয়া ৯০

বহরি—বাহির, প্রকাশ ৩৪৭
বহলি—কাটিয়া গেল ১২২
বহীরি—বাহিরে ২২৭
বহুড়ত—ফিরিবে ৪২৮
বড়দ—বলদ ৩৯২
বড়াই—মহত্ত্ব ১৪৯, ৫২৭
বড়াক—বডলোকের ১৪৯, ৩৭১
বডাকাঁ—বডলোক ৪১৭
বডি—বড় ২০৭
বডিঅ—বড ৫৪৬
বডিবডাই—শ্রেষ্ঠত্ব ৪৩০
বডেঁ—অনেক ৩৬২
বঢাউলি—বাডাইলে ৭৩
বঢাওব—বাডাইবে ২৮৭
বঢাবএ বাডায ৪২৫
বঢাবসি—বাডাস ৩৮৯
বঢায—বাডাইয়া ৫৫১
বাউর—বাতুল ৭৮৭
বাউলি—বাউরি, বাতুলতা ২১১
বাকে—বাকা, কুটিল ২৫৭
বাখর—দিনের বেলায় ২৭৯
বাঙ্ক—বাঁকা ১৯
বাচা—বচন ৫৫১
বাজএ—শব্দ করে ৭৬৬
বাজলি—কথা কয ৭১
বাজহ—বলিও ৯৮
বাজূ—পাশে ২৬৯
বাট—পথ ১০৫, ১৮০, ২৩৯, ২৬৪, ৩২২, ৩৪৩, ৩৫১, ৪৫৫
বাটল—ভাগ হইযাছে ৫৩৩
বাটি—ভাগ করিয়া ৪৩১
বাটী—বাট, পথ ৩৩
বাটে—পথে ২২০
বাটিয়া—বাট ৭৩৮

বাত—বাতাস ২২১
বাদ—কলহ ১৭৩
বাদ দডাএ—বিবাদ মিটাইযা দেয ৫৪৬
বাদী—মোকদ্দমায দাবীদার ১৪১
বাধ—বোধ ৫০
বাধ—বাধা ৫১৯
বানি—মূল্য ১৩৪
বানে—মূল্য থাকে ৩৮০
বাপু—শ্রেষ্ঠ ২৪৬
বাপু পুরুষ—শ্রেষ্ঠ লোক ৯১
বাপু বেচারী ২২৭
বাপুন—বেচারী ৪৫৫
বাম—বৈরী ৩৪, ৫০
বামে—বামাকে ২১৬
বার—ছেলে, বালক ১৩
বারল—নিবারণ করিব ১৭১
বারবি—বাধা দিবে ৬৬৬
বারল বারণ করিলাম ৩৪
বারহবান—বারোগুণ ৩০১
বারি—নিবারণ করিয়া ১১৯
বারি—বালা ৫২৫
বারিদ মেঘ ৪৪৪
বারিস—বর্ষা ৩৬১
বালভ—বল্লভ ৫২১
বালভু—বল্লভ, পতি, প্রিয় ৩১১, ৩৬০, ৩৭০, ৫০৭
বালভুকে—বল্লভের ১৩৭
বালভু—বল্লভ ১৫৯
বালভু—বল্লভ ৮০
বালমু—বল্লভ ১৮১
বালহিআ—বাল্যসখী ২০৫
বালি—বালা ২৮৯
বাসক—বেশভূষা ৩৫৩
বাসর—দিবা ২৮৯
বাহ—বহি ১৫৯

ভূখল—ক্ষুধিত ৪৭৬
ভেকধারী—ভিক্ষুক ৬০২
ভেটত—মিলিবে ৫৩৮
ভেটতাহ—দেখিযাছ ৫৯৫
ভেদ—রহস্য ৩৭১
ভেম—ভীমরুল ৪৬০
ভেলা ভোর—ভোলামন হইল ৫০৯
ভেলাহুঁ—দেখাইলাম ৩৮৩
ভেলী—গেল ৩৪৪
ভেলোহ—হইয়াছি ৫৯১
ভেস—বেশ ৪৬২
ভোর—বিহ্বল ৪৩, ১৪৩
ভোর—ভ্রম ২৭৬, ৪৩৮
ভোর—ভুলিয়া ৫৮৩, ৬০৮
ভেঁারি—ভোরা, মুগ্ধ ১৫৫, ১৬০
ভোল—ভোর ৬৪০
ভেঁাহ—ভ্রূ ৩৩৯
ভেঁাহ—ভ্রূ ২২৬, ২৯৯, ৩৩৯, ৩৪০

ম

মঅন—মদন ৩২, ১৪৮
মউল—মুকুট ৭৮০
মগইত—মাগিবাব সময ৭৪৮
মগত—প্রার্থী ৭৮৮
মগলে—চাহিলে ২৬৩
মুগুধলি—মুগ্ধা ৪৭৩
মজুর—মঞ্জুরী ১৮৮
মজুন—অবগাহন ৪৯২
মজীঠ—মঞ্জিষ্ঠা ৬০৮
মজ্জি—মজ্জিত হইয়া ২১১
মঝু—আমার ৫৬৪
মএে—আমি ৪, ১৬০, ২৪৭, ৩১৭, ৪৭৭
মডল—মণ্ডল ২৪৬, ৩৭০, ৪৩৬
মত—মত্ত ৭৩, ৫০৮
মত—মন্ত্র ২৮৩
মহতে—মুস্কিল ৭৩
মন্তি—মন্ত্রী ২২০
মতিভোর—ভ্রষ্টমতি ৫৬
মঁদি—মন্দ ৪৫৬
মধ—মধ্য ৩০৬
মধথ—মধ্যস্থ ১১২, ১৪১, ২৬৩, ৪৪০, ৫৪৬
মধাঈ—মাধব, বসন্ত ১৩৮
মধুতহ—মধু অপেক্ষাও ৪৮৮
মধুরী—বান্ধুলী ১৫৪
মনউলিহে—মানাইলাম ১৪৬
মন লাএ—মন দিয়া ৩৩৯
মন মারি—মনকে দমন করিযা ১৫৭
মনসেঁ া—মন হইতে ৮৫৪
মন্দামন্দ—ভালমন্দ ৪০২
মনা—মন ২৪৬
মনাএব—শান্ত করিব ৭৮৭
মনাবহ—মানাও, সাধ্যসাধনা কর ৪৪২
মন্দা—ধীরে ৭৬০
মন্দাইঁন—মেনকা ৭৮১
মন্দাল—গুণহীন ৬৫৫
মনিঠাম—মণিবন্ধ ৮২
মনিহসি—মানা করিবে ২৫২
মনে—বিবেচনা করে ৮৫
মনোভব—মদন ১৫৭, ৩১৫,
মমোলল—মুচড়াইল ৬৭
মমোলি—মুচড়াইয়া গেল ৬৭
মরকত থলি—তৃণ ভূমি ৭৪৪
মরদাব—মর্দ্দন করিতেছে ৮৩৪
মরম সাচ—মর্ম্মের সত্য ৪৫২
মরহি—মরে ৬০৮
মলমলি—মলিন দৃষ্টি ৬০৭
মলয়জ—চন্দন ২৬৬
মলান—মালিন্য ৪১৪
মল্লী—মল্লিকা ১৩৩
মহ—মধ্যে ৩৩৬, ৪১৭

ল

লগ—নিকটে ৫৯, ৯৩, ৫৮৩
লগইছ—বোধ হইতেছে ৪৩৭
লগইছতি—লাগিতেছে ৮৬২
লগলে—লাগাইল ৬০১
লগসোঁ—নিকট হইতে ৪৬৯
লচ্ছন—লক্ষণ ৫৯৯
লজাই—লজ্জিত হইয়া ৪১
লজাএ—লজ্জা পায় ২৫৬
লথা—ছলনা ২৯৮
লপটায়—মাখে ৪৬০
লহ—অনুমান হয় ৩৭
লহএ—সাধিত হয় ৩০৮
লহতি—অনুমান হয় ২৯৫
লহয়—হয়, লাগে ৪৪১
লহু—লঘু ১৫০, ২৭৭, ৩৪৮
লহু লহু—অনুচ্চস্বরে ৬১
লহুড়ী—লাড়, ২০৫
লাই—অবনত করিয়া ৩৯
লাই—লাগাইয়া, দিয়া ৪৬৭
লাইঅ—নিক্ষেপ করিল ৯
লাউলি—আনিলাম ৩৪৭
লাএ—লাগাইয়া, দিয়া ৩৩৯
লাএলি—ঘটাইলি ৬৮
লাওতাহ—আনিবে ৭৭৪
লাওল—ঘটাইলাম ১৬৭
লাগ—স্থায়ী ৭
লাগত—লাগিবে ৫১
লাগু—লাগিল, স্পর্শ করিল ৭২
লাগু—লাগিয়া, জন্য ৫৯৯
লাগূ—লাগিয়াছে ২২৮
লাঁঘএ—লঙ্ঘন করে ৪৮০
লাছি—লক্ষ্মী ২৪
লাজ গমাএ—লজ্জা হারাইয়া ৩৭৯
লাথ—ছলনা ২৯১, ৩৩৬, ৪৩৯
লাট—সম্বন্ধ ২৩০
লাব—আনে ৩৯১ লাগায় ৪৮৯ ঘটায় ৯১
লাবল—নাম্বিল ২০
লাবা—লাজ, খই ২১৯
লাবিন—লইয়া আসে ৪৬৩
লার—লালা ৫৯৮
লালচে—লালসে, লোভে ৯৮
লায়—দিয়া ২১৯
লাড়লি—লালিতা ১২৯
লিঅ—লও ৭৬৭
লিখল—চিত্রিত ৩৩২
লিধুর—রুধির ৭৬৬
লিসি—নিস্‌ ১৩২
লিহল—লিখিল ৫৫৫
লিহলে—লইলে ৩১২
লিহি—লিখি ৭৯৯
লুলএ—জ্বালায় ১২৩
লুলল—লুটিল ৪৮১
লুহবর—লুব্ধকারী ৫৫৬
লেখ—গণনা ১০৪
লেখে—হিসাবে ১৫৯
লেথু—লউক ৮৬১
লেনেঁ—লইয়া ৫৯১
লেবাকে—লইবার ১৩
লেলি—লইল ৬৩৭
লেলেছলি—লইয়াছিল ১৮১
লেসলি—জ্বালিল ৮৭১
লেসী—নিস্‌ ১০০
লেহ—স্নেহ ৮৫
লেহী—লইবি ১১১
লৈবহ—লইবে ৪৯৮
লোইয়া—লৌহ নির্ম্মিত চিম্‌টা ৫৯৮
লোচন মেলা—নয়ন-মিলন ৫৫৭
লোটাইলি—লোটাইতে লাগিল ৪৯১

সপূনে—পুণ্যফালে ৫৫০
সঁপতি—সম্পত্তি ৮৮০
সব কোএ—সকলেই ২৬৭
সবতহু—সকলের অপেক্ষা ৫২৭, ৫৩৭
সবদ—সম্বন্ধ ৪৩৪, শব্দ ৩৫৩
সবাদ—স্বাদ ৬০৭
সবনে—কানে ৬৩৭
সবর—সমস্ত ৪১৯
সবহুকাএ—সকলের কাছে ৭১৪
সবারে—সমস্ত ৪৭৫
সবাসন—শবাসন ৭৬৬
সবিলাসে—প্রণয় প্রকাশে ৮৮৯
সভ—সব ৩৪৪
সভকেও—সকলেই ১৪৯
সভরণ—আভরণ ৪৪৩
সঁভরি—সমাপ্ত ৭৪
সঁভার—লেপন ৫৪৭
সঁভারি—সংযত করা ৭৪
—সাজাইয়া ২৩৬
সমকএ—সমকক্ষ ৩১০
সমত—সম্মতি ৪৮০
সমতি—সম্মতি ৭৪৪
সমদও—নিবেদন করি ৬৪
সমদল—সংবাদ দিয়াছিল ৪১
— নিবেদন করিল ১৮৩
সমদলি—সম্বাদ দিল ১৮০
সমাদ—সংবাদ ১৭৮
—সম্পূর্ণরূপে ৭৭
সমধান—প্রতিকার ৪৭১
—সাবধান ৫৭০
সমধানে—সান্ত্বনা ৮৫২
সমন্দ—সম্বাদ দাও ৫৫৬
সমন্দএ—সংবাদ পাঠাইল ১৪৪
সমর—স্মৃতি ৫৪৩

—সম্বরণ কর ৪১৪
সমরপল—সমর্পণ করিলাম ৭৬৩
সমরা—তুলনা ৭৬
সমরি—সামলান ৫৫৮
সমরি—সম্বরণ করিয়া ৫৪৩
সম্ভরিকহু—সামলাইয়া ৩৪৭
সমসধর—সমস্তধর ৫৯৬
সমহিসম—সমান ৩৭
সমাইতি—প্রবেশ করিবে ৩৩৫
সমাইলি—প্রবেশ করিল ১৫৯
সমাঈ—সময় ১৩৮
সমাউ—প্রবেশ করিল ১০০
সমাওত—প্রবেশ করে ৭৬৩
সমাজ—মিলন ৯১, ১৫১, ২১৫, ২৪৩, ২৯৪, ৩৩৭, ৪০২, ৫০৪, ৫১৭
সমাজে—মিলন ২৪১, ৪৪২, ৫২৪, ৫৩৬
সমাদ—সম্বাদ ১৫৯, ২৩৮, ৬১৫, ৫৩৭
সমায়—প্রবেশ করে ১৭৫
সমারল—সাজাইল ২৫
সমারি—সাজাইয়া ২৩৬
সমাইত—সাজাইল ৩০৩
সমারু—সাজাইল ৩০৩
সম্বাদহ—সংবাদ দাও ৭১৩
সম্ভারলি—সামলাইতে ২৭৪
সম্ভাসন—সদৃশ ৮২
সমীহএ—অভিলাষ করে ৪১
সমুঝয়েব—বুঝাইব ৭১৬
সমুদ—সমুদ্র ১০২, ১৫৯
—প্রস্ফুটিত ৩২
সমুহি—সম্মুখী ১১৪
সম্ভেদ—সম্ভোগ ৬৯১
সর—শর ৩৮০, ৫২৯, ৫৩৭, ৫৪০, ৫৬৪
সরোরুহ—পদ্ম ২৪
সলভ—পতঙ্গ ৯২০